# দরবেশ দর্শন

স্বামী কিরণচাঁদ

দ্বিতীয় সংস্করণ : পয়লা ভাদ্র, ১৩৭১

প্রকাশক—
শ্রীশিশির কুমার সেনগুপ্ত
সম্পাদক, দরবেশজী শতবার্ষিকী কমিটি
৪৬, জাফরপুর রোড, বারাকপুর

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ
৫এ, আউধ ঘরবী, বারাণসী

দরবেশজী সাধন বৈঠক
১৭ জে, নলিন সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রম
রামচন্দ্রপুর, পুরুলিয়া

মণ্ডল অ্যাণ্ড সন্স
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মহেশ লাইব্রেরী
২-১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

মুদ্রক—
শ্রীঅমলেন্দু শিকদার
জয়গুরু প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৩/১ মণীন্দ্র মিত্র রো, কলিকাতা-৯

# প্রকাশকের নিবেদন

দরবেশ দর্শন প্রকাশ করতে পেরে আমরা ধন্য হয়েছি। এ যে শুধু ভাব বা বিনয় বাক্য নয়, গ্রন্থের পাঠক মাত্রেই তা অনুভব করবেন আশা করি। দ্রষ্টা দরবেশজীর শক্তিপূত লেখনী সংসারী মানুষের সংশয়ক্লিষ্ট মনের মরা গাঙে উৎসাহ উদ্দীপনার জোয়ার বইয়ে দেয়। শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ ইত্যাদি মহাবাণীর ভাষ্য যেন দরবেশ দর্শন। সৃষ্টিধর্মী এই মহাগ্রন্থ বাংলাভাষাভাষী অগণিত মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করবে।

যে অমূল্য সম্পদ সুদৃশ্য প্রচ্ছদের অভ্যন্তরে আজ আমরা হাতের কাছে পাচ্ছি, শুয়ে বসে আস্বাদন করতে পারছি, কিছুদিন পূর্বেও তা কাল স্থান ও পাত্রে ছড়িয়ে ছিল। যুগব্যাপী অনলস, দৃঢ়চিত্ত ও অনুরাগী প্রচেষ্টায় সংকলক মহাশয় সেই ছড়ান সম্পদ একত্রিত করেছেন, গ্রথিত করেছেন। তাঁকে উপযুক্ত মর্যাদা দেয়ার সামর্থ্য আমাদের নেই ; তিনি দীর্ঘজীবী হোন, ঠাকুর তাঁর কল্যাণ করুন।

আজকাল পুস্তক প্রকাশে শ্রম ও দ্রব্য সামগ্রী নিতান্তই মহার্ঘ। সওয়া পাঁচশো পাতার ছোট পাইকায় ছাপান গ্রন্থের বাণিজ্যিক মূল্য দাঁড়ায় সতের আঠার টাকা। শতবার্ষিকী কমিটির সংগৃহীত অর্থে গ্রন্থ প্রকাশের সকল ব্যয় নির্বাহ হয়নি, আমাদের বেশ কিছু ঋণও করতে হয়েছে। কল্যাণকর দরবেশ দর্শনের বহুল প্রচারের আবশ্যকতা স্বীকার করেও গ্রন্থ মূল্য দশ টাকার কম করা গেল না।

শ্রম, অর্থ এবং উৎসাহ দানে যাঁরা আমাদের সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীদরবেশজী মহারাজ জয়যুক্ত হোন।

**শিশির কুমার সেনগুপ্ত**
সম্পাদক
দরবেশজী শতবার্ষিকী কমিটির পক্ষে।

## দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ উপলক্ষে

# নিবেদন

দরবেশ দর্শন গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত সমস্ত সংখ্যা অনেক দিন আগে নিঃশেষে বিতরণ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমরা দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে বেশ দেরী করে ফেলেছি। এজন্য আমরা লজ্জিত। ধর্মার্থী ও ধর্মজিজ্ঞাসু অনেকের মধ্যেই গ্রন্থটি যে সাড়া জাগিয়েছে তা আমাদের আনন্দ ও গৌরবের কারণ।

বর্তমান সংস্করণে শ্রদ্ধেয় সংকলক মহাশয় নতুন একশ' ছয়খানি পত্রাংশ সংযোজন করে দিয়েছেন। গ্রন্থের ব্যবহারিক মূল্য এতে বৃদ্ধি হয়েছে, নিঃসন্দেহ।

গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যয় গত কয়েক বছরে অনেক বাড়লেও আমরা গ্রন্থের মূল্য দশ টাকা স্থলে মাত্র বারো টাকা করেছি।

দরবেশজী প্রভুর জন্ম-শতবার্ষিকী বৎসরের শুভ সূচনা উপলক্ষে সকলকে আমাদের অভিবাদন জানাই।

ইতি

শিশির কুমার সেনগুপ্ত

# —সূচীপত্র—

## শ্রীশ্রীদরবেশজী জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত গ্রন্থাদির তালিকা ঃ

| | | |
|---|---|---|
| ১। | স্মরণ মনন | চার টাকা |
| ২। | দরবেশ দর্শন ( দ্বিতীয় সংস্করণ ) | বারো টাকা |
| ৩। | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ চিত্রাবলি | বারো টাকা |
| ৪। | শ্রীশ্রীদরবেশ চিত্রমালা | দশ টাকা |
| ৫। | শ্রীশ্রীদরবেশজী জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ | পাঁচ টাকা |
| ৬। | দরবেশ দরবার, প্রথম খণ্ড | দশ টাকা |
| ৭। | দরবেশ দরবার, দ্বিতীয় খণ্ড | দশ টাকা |
| ৮। | শ্রীশ্রীদরবেশজী ও দেবী সরোজবালার বহুবর্ণ রঞ্জিত চিত্র ( বড় সাইজ )—প্রত্যেকটি | দেড় টাকা |
| ৯। | শ্রীশ্রীকিরণচাঁদ দরবেশজীর অষ্টোত্তর-শতনাম | পঞ্চাশ পয়সা |

## শ্রীশ্রীদরবেশজী প্রভুর হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ।
বারাণসী।
২০ চৈত্র, ১৩৬০.

কল্যাণভাজনেষু—

তোমার চিঠি পাইয়াছি। এই সাধন পাইতে হইলে অভিভাবকের অনুমতি চাই। তোমার দাদুর যদি মত থাকে, তবেই হইতে পারে। তুমি কি অনুমতি পাইলে কাশী আসিতে পারিবে?

আমি জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সম্ভবত পুরীর ফেরত কলিকাতায় আসিব। সেই সময় যদি কলিকাতায় আসিতে পার, তবে হইতে পারে। এ বিষয়ে অভিভাবকের অনুমতি লইয়া তুমি আমাকে চিঠি দিও।

তোমার কল্যাণ হোক।

শুভার্থী
কিরণচাঁদ দরবেশ

'আমার কথার মধ্যেই আমার জীবনী তোমরা পাবে। সেইগুলি ঠিকঠাক করে লিখতে পারলেই আমার জীবনী তোমরা জানতে পারবে। তোমাদের কাছে আমি যে সমস্ত পত্র লিখেছি সেগুলি সংগ্রহ করে বেছে নিয়ে যদি কোনদিন ছাপাতে পার, তবে আমাকে আরও জানতে পারবে।'

—দরবেশজী—

# দরবেশ দর্শন

## ভূমিকা

বর্তমান গ্রন্থে স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশজীর পত্রাবলীর নির্বাচিত কিছু কিছু অংশ কুড়িটি বিষয় অনুসারে সাজিয়ে পরিবেশন করা হয়েছে।

স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর শিষ্য ছিলেন। গোস্বামী প্রভুর যে কজন শিষ্য-শিষ্যা উত্তরকালে তাঁর প্রবর্তিত সদ্‌গুরু-সাধনের ধারাটি অব্যাহত রেখেছেন দরবেশজী তাঁদের অন্যতম।

দরবেশজীব বিচিত্র জীবনকাহিনীর বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই; তবু সংক্ষিপ্ত একটু পরিচয় দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। দরবেশজীর গার্হস্থাশ্রমের নাম কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর পিতার নাম কুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা রসময়ী দেবী। বাংলা ১২৮৫ সালের ২৭ শ্রাবণ রবিবার ( ইং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১১ আগষ্ট ) ঝুলন চতুর্দশী তিথিতে ফরিদপুর ( তৎকালীন বাখরগঞ্জ ) জেলার খালিয়া গ্রামে পিত্রালয়ে কিরণচন্দ্রের জন্ম হয়। ঢাকা, কলিকাতা ও শেষে বরিশালে তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়। ছাত্রাবস্থায় মাত্র সতের বছর বয়সে ১৩০২ সালের ১৭ আষাঢ় বৃন্দাবনধামে তিনি গোস্বামীপ্রভুর নিকট সাধন লাভ করেন। বছর খানেক পরে ১৩০৩ সালের ২৫ আষাঢ় জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে গোঁসাইজীর নির্দেশ অনুসারে কিরণচন্দ্রের সহিত ঢাকা, আড়িয়ল নিবাসী হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা দেবী সরোজবালার পরিণয় হয়। গোঁসাইজীর তিরোভাব ১৩০৬ সালের বৈশাখ কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কিরণচন্দ্র মোট ২৮৪ দিন বিভিন্ন স্থানে সাক্ষাত ভাবে গোঁসাইজীর সঙ্গ করেন।

গোস্বামীপ্রভুর তিরোধানের পর কিরণচন্দ্র রীতিমত সংসার আশ্রমে প্রবেশ করলেন। পৈতৃক জমিদারীর তত্ত্বাবধান ও অন্যান্য বিষয় কর্মের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাধন ভজন, সৎসঙ্গ ও তীর্থভ্রমণ চলতে থাকে। ১৩১০ সালের

শেষাশেষি তিনি বরিশাল সহরে ফটোগ্রাফি, জীবনবীমার এজেন্সী ইত্যাদি নিয়ে নিজস্ব ব্যবসায় শুরু করেন। ১৩১৭ সালের মধ্যে তাঁর কারবারটি বরিশালের এক সুপরিচিত ও সঙ্গতিপন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়; তাঁর মাসিক আয় প্রায় দু'হাজার টাকার মত দাঁড়ায়। এই সময় ১৩১৮ সালের ১৮ বৈশাখ সন্ধ্যার পর তিনি যখন তাঁর অফিস ঘরে টেবিলে টোকা দিয়ে খেয়াল গাইছিলেন তখন গোঁসাইজী আবির্ভূত হয়ে তাঁকে অবিলম্বে বরিশাল ত্যাগ করার নির্দেশ দান করেন। দশদিনের মধ্যে কিরণচন্দ্র কারবারটি বিক্রী করে দিয়ে বরিশাল ত্যাগ করেন। পৈতৃক সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা ও অন্যান্য বৈষয়িক ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে সংসারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ১৩১৯ সালের ২৩ কার্তিক তিনি প্রয়াগের পথে বারাণসী যাত্রা করেন।

১৩১৯ সালের মাকরী সপ্তমী তিথিতে প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে কিরণচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁর সন্ন্যাসের নাম হল স্বামী কৈশোরানন্দ সরস্বতী। কিন্তু এ নাম তিনি কখনো ব্যবহার করেন নি। গোঁসাইজী আদর করে তাঁকে দরবেশ বলে ডেকেছিলেন সেই স্মৃতির প্রতি অনুরাগে তিনি নিজেকে উত্তর-জীবনে কিরণচাঁদ দরবেশ বলে পরিচয় দিতেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ তীর্থপর্যটনে বেরিয়ে পড়েন। প্রায় দুই বছর তিনি পরিব্রাজক জীবন যাপন করেন। ১৩২১ সালে জন্মভূমি পালিয়ায় এলে এক অভিনব পরিবেশে তিনি গোঁসাইজীর আদেশে যদুনাথ বিশ্বাসকে সর্বপ্রথম সাধন প্রদান করেন। ১৩২২ সাল থেকে তিনি স্থায়ীভাবে বারাণসীধামে আসন করেন। তাঁর সদগুরু রূপটি এই সময় থেকেই ক্রমশ প্রকাশিত হতে থাকে। বারাণসীর বিভিন্ন ভাড়া বাড়িতে দীর্ঘদিন কাটাবার পর শিষ্য-শিষ্যাদের অনুরোধে তিনি একটি স্থায়ী আশ্রম স্থাপন করতে আগ্রহী হন। ১৩৪৩ সালের অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে বারণসীতে শ্রীশ্রীবিজয়-কৃষ্ণ মঠের প্রতিষ্ঠা হয়। এই মঠেই ১৩৫৩ সালের ১৭ আষাঢ়, আষাঢ়ী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে দরবেশজী লীলাসংবরণ করেন।

আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস গ্রহণ করার পরেও দরবেশজী সন্ন্যাসীদের প্রচলিত রীতি অনুসারে পারিপার্শ্বিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখে উদাসীন জীবন যাপন করেন নি। কাশীধামে স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করেই তিনি তাঁর গার্হস্থ্যাশ্রমের সহধর্মিণী ও গুরুভগ্নী দেবী

সরোজবালার সঙ্গে একই আশ্রমে বসবাস করেছেন। সেই সময়কার রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁর শুধু নীরব সহানুভূতিই ছিল না, সন্ন্যাসী হয়েও তিনি দীর্ঘদিন সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেছেন। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর সাহিত্য প্রতিভার উন্মেষ ঘটে এবং জীবনের প্রায় সায়াহ্ন পর্যন্ত তিনি অজস্র সঙ্গীত ও বেশ কয়েকখানা কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল; সুচিকিৎসক হিসাবেও তিনি সাধারণের মধ্যে পরিচিত ছিলেন। দরবেশজী নিয়মানুবর্তিতার প্রতিমূর্তি ছিলেন। তাঁর দৈনন্দিন কাজকর্ম ঘড়ির কাঁটার মত নিয়ন্ত্রিত হত। এক কথায় মানুষ হিসাবে তিনি সর্বাঙ্গসুন্দর ছিলেন।

দরবেশজীর শিষ্য-শিষ্যাদের সংখ্যা দু হাজারের কিছু বেশি। তাদের কাছ থেকে তিনি নিয়মিত চিঠিপত্র পেতেন। তিনি সাধারণত প্রায় সব চিঠিরই উত্তর দিতেন। শিষ্য-শিষ্যা ছাড়াও তাঁর নিজের গুরুভাই-ভগ্নী ও অন্যান্য ধর্মজিজ্ঞাসুদের প্রশ্নের উত্তরও তাঁকে চিঠি লিখে দিতে হত। এইভাবে তাঁর অসংখ্য চিঠি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। তাঁর রক্ষিত হিসাব থেকে দেখা যায় যে তিনি ১৩৫০ সালে মোট ৩২৮০ খানা এবং ১৩৫১ সালে ৩৪৬৩ খানা চিঠি লিখেছিলেন। এ তথ্য থেকে তাঁর লেখা মোট পত্রাবলীর একটা আনুমানিক হিসাব করা যেতে পারে। এই বিপুল পত্রাবলীর অধিকাংশই এ যাবত অপ্রকাশিত। তাঁর দেহত্যাগের পর তাঁরই প্রতিষ্ঠিত 'মন্দির' মাসিক পত্রিকায় এই পত্রাবলীর কিয়দংশ বিভিন্ন কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য স্বামী অসীমানন্দজীর নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই এইসব চিঠিপত্র প্রকাশ বহুলাংশে সম্ভব হয়েছে। 'মন্দিরে' প্রকাশিত পত্রাবলী ছাড়াও আরও অনেক চিঠি দেখার সুযোগ আমাদের হয়েছে। মূল চিঠিগুলি দেখলে যে কথা সর্বপ্রথম মনে হয় তা হল দরবেশজীর হাতে লেখা চিঠিগুলির অবিশ্বাস্য পরিচ্ছন্নতা। হাজার হাজার চিঠির মধ্যে বলতে গেলে কোথাও একটি কাটাকুটি নেই। প্রত্যেকটি চিঠিতে বক্তব্যের স্বচ্ছতা ও ভাষার প্রাঞ্জলতা স্থিতধী পত্রলেখকের গোছানো মনের প্রকাশে সোচ্চার। কোন কোন পত্র তো মহৎ সাহিত্যের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত পত্রাংশগুলির বিষয় ও বক্তব্য সম্বন্ধে কোন আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন; মরমী পাঠক নিজেই সে আস্বাদনের ভার গ্রহণ করতে

পারবেন। যদিও অধিকাংশ পত্রই গোস্বামী প্রভুর প্রবর্তিত সাধন প্রণালীর বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত তবু অন্যান্য প্রণালীর সাধক এবং সাধারণ সমস্ত ধর্মার্থী ও ধর্ম-জিজ্ঞাসুদের মনের যথেষ্ট খোরাকও এই সব চিঠিতে জুটবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

গ্রন্থের নামকরণ সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলা আবশ্যক। কোন বিষয় বা বস্তুর রূপটি খণ্ড খণ্ড ভাবে না দেখে সমগ্র ভাবে দেখতে বা ধারণা করতে পারাকে বলা হয় দর্শন। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে সাধক ও জিজ্ঞাসুদের সমস্ত প্রশ্ন ও আচার আচরণের পৃথক পৃথক উত্তর বা সমাধান দেয়া যায় বটে, কিন্তু যিনি অভিজ্ঞ দিশারী বা দ্রষ্টা তিনি একেবারে সামনের ছোট প্রশ্নটির পেছনের মূল জিজ্ঞাসার পুরো রূপটি দেখতে পান এবং তাঁর উত্তরও সবসময় সেই সমগ্র সমস্যাটির সমাধানের ইঙ্গিত বহন করে। সাধকের অবস্থার তারতম্য অনুসারে এই উত্তরের বাইরের ভাষা বা চেহারার কখনো কখনো রকমফের হলেও একটা মূল সুর অব্যাহত থাকে—যা সন্ধানী পাঠকের চোখ বা মনকে এড়াতে পারে না। দরবেশজীর বিপুল পত্রাবলীর যে সামান্য অংশ এখানে সংকলিত হয়েছে তার মধ্যেও তাঁর বক্তব্যের এই মূল সুরটি কখনো প্রকাশ্যে কখনো বা প্রচ্ছন্ন ফল্গু স্রোতের মত বিধৃত হয়ে রয়েছে। সমগ্রের অনুভবটি যখন বক্তব্যের রূপ নিয়ে ভাষায় প্রকাশ পায় তাকেও বলে দর্শন। বর্তমান সংকলন গ্রন্থটি এই অর্থে দরবেশজীর দর্শন।

সুবিপুল হিন্দু শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাও সাধারণত পৃথক পৃথক দর্শন বলে পরিচিত, যেমন, পাতঞ্জল দর্শন, সাংখ্য দর্শন ইত্যাদি। সমগ্র হিন্দু দর্শনের এ গুলি এক একটা দিক মাত্র; ফলিত ধর্মের যে কোন একটি মত বা পথ আশ্রয় করে এগুলি প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। 'দরবেশ দর্শনের' দর্শন ঠিক এরকমের নয়, এটি নতুন কোন দর্শনই নয়। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর সাধন তত্ত্ব গোটা হিন্দুশাস্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। দরবেশজী মনে প্রাণে আত্মায় গোঁসাই-ময় ছিলেন। তাঁর কোন বক্তব্য বা বাক্যই গোঁসাইজীর বাণীকে লঙ্ঘন করে নি। দরবেশ-দর্শন তাই গোঁসাইজীর দর্শনের প্রতিধ্বনি—যে প্রতিধ্বনি দরবেশজীর লেখনীতে কোথাও কোথাও ধ্বনির চেয়ে একটু বেশি মুখর হয়ে উঠেছে, এই মাত্র।

দরবেশজীর আত্মজীবনী সম্বন্ধে এই গ্রন্থেরই একটি পত্রাংশে একটু তথ্য রয়েছে। তাঁর অনুরাগীরা স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর জীবনকথা বিস্তৃত রূপে জানতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি যখন দেহে ছিলেন তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'আমার কথার মধ্যেই আমার জীবনী তোমরা পাবে। সেইগুলি ঠিকঠাক করে লিখতে পারলেই মোটামুটি আমার জীবনী তোমরা জানতে পারবে। তোমাদের কাছে আমি যে সমস্ত পত্র লিখেছি সেগুলি সংগ্রহ করে বেছে নিয়ে যদি কোনদিন ছাপাতে পার, তবে আমাকে আরও জানতে পাবে।'—(শ্রীশ্রীদরবেশজী প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা ১১০।) দেখা যাচ্ছে যে দরবেশজীকে জানবার, তাঁকে দেখবার অন্যতম পদ্ধতি হিসাবে তাঁর পত্রাবলীর সাহায্য নেয়া দরবেশজীর নিজের সম্মত ব্যবস্থা। তাঁর পত্রাবলীর সামান্য অংশই এই গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রন্থের প্রায় প্রতি পাতায় বক্তব্যকে ছাপিয়ে বক্তা বা পত্রলেখক অতি উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়েছেন। তাঁর সেই অপরূপ রূপটির উন্মোচন ভাষা দ্বারা সাধ্য নয়। অনুরাগী ও সন্ধানী পাঠক আপন অনুভবে সেই রূপটি আস্বাদন করে তৃপ্ত হবেন। তাই 'দরবেশ দর্শন' দরবেশজীকে জানার, তাঁকে দেখার আয়োজনও বটে। গ্রন্থের নামকরণের এ ভাবেও সার্থকতা আছে।

সংকলনের কাজে বেশ কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটেছে। যেমন, সংগৃহীত পত্রাবলী বিষয়ানুক্রমিক ভাবে সাজাতে গিয়ে সব সময় একই মান বজায় রাখতে না পারায় কোন কোন পত্রাংশ বিষয়ান্তরে সন্নিবিষ্ট হলে ভাল হত —এরকম বোধ হতে পারে। তেমনি বিষয়ানুক্রমে সাজাবার পর পত্রাংশগুলি রচনার তারিখ অনুযায়ী পুনর্বিন্যাস করে দিতে পারলে অনেক স্থানে পারম্পর্য রক্ষার সুবিধে হত। এই সব ত্রুটি শোধরানো বহু সময় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ বলে সে চেষ্টা করা হয়নি। যে কুড়িটি বিষয় বেছে নিয়ে সংকলনের কাজ করা হয়েছে তার যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তোলার যথেষ্ট অবকাশ থাকতে পারে।

মূল পত্রের ভাষা সংকলনের সময় প্রায় সম্পূর্ণ অবিকৃত রাখা হয়েছে। মুদ্রনের সুবিধের জন্য শুধু কিছু কিছু শব্দের বানানের আধুনিকীকরণ না করে পারা যায়নি। কোন কোন পত্রাংশের নকল করতে গিয়ে গোটা পত্রের অভাবে

প্রসঙ্গ বোঝাবার জন্য একটি আধটি বাইরের শব্দ তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে ব্যবহার করতে হয়েছে। অন্য যে সমস্ত পত্রাংশে প্রথম বন্ধনীর ব্যবহার আছে তা মূল চিঠিতে পত্রলেখকেরই ব্যবহৃত।

মূল গ্রন্থের শেষে প্রকাশিত পত্রাংশগুলির একটি নির্দেশক সংযোজিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য দুইটি—প্রথমত পত্রগুলো যে প্রামাণ্য—তা এতে বোঝা যাবে; দ্বিতীয়ত, কোন কোন পত্রাংশ পড়তে পড়তে পত্রপ্রাপকের নাম কিংবা পত্রের তারিখ ইত্যাদি জানতে চাওয়ার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। নির্দেশক অনেকাংশে এই কৌতূহল মেটাবে। পত্রের তারিখ সম্বন্ধে বলা দরকার যে দরবেশজী চিঠিতে প্রধানত সম্বৎ উল্লেখ করতেন, কোথাও কোথাও বাংলা সনও ব্যবহার করেছেন। গ্রন্থের ১০।১০১ নম্বর পত্রাংশে এ বিষয়ে উল্লেখ আছে। পাঠকের সুবিধের জন্য আমরা প্রায় সমস্ত তারিখই বাংলা সন অনুসারে পরিবর্তন করে দিয়েছি। যে দু'এক জায়গায় ইংরেজী তারিখ রেখেছি তা নির্দেশকে পৃথক ভাবে দেখানো আছে। 'মন্দির' পত্রিকায় প্রকাশিত কোন কোন চিঠির তারিখ বা পত্র লেখার স্থানের উল্লেখ না থাকায় মূল চিঠি দেখার সুযোগ ছিল না বলে আমরা ঐ খবর সংগ্রহ করে নির্দেশকে সন্নিবেশ করতে পারিনি।

পুরুলিয়ার শ্রীমদন গোপাল তেওয়ারীর প্রেরণাতেই দরবেশজীর পত্র সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। সংকলন ও গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে যাঁদের উৎসাহ আমাদের পাথেয় স্বরূপ ছিল সেই দরবেশ-অনুরাগীদের মধ্যে শ্রীঅম্বুজাক্ষ ঘোষ, শ্রীদীনেশ চন্দ্র ঘোষ, শ্রীমনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপঞ্চানন গাঙ্গুলী, শ্রীপরিমল দে, শ্রীশান্তিময় কুণ্ডু, শ্রীবিমল চন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীশিশিরকুমার সেনগুপ্ত ও শ্রীপ্রণবকুমার ভৌমিকের নাম কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

--সংকলক—

গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণঃ সদগুরুর্জটিয়াবাবাঃ
স্বামিচ্চৈবাচ্যুতানন্দঃ সরস্বতীত্যুপাধিকঃ।
এতন্নাম ত্রয়োহ্যাসী তত্ত্বত্রয়স্বরূপকঃ
জয়তাজ্জয়তান্নিত্যং মদীয়-প্রাণবল্লভঃ॥

—শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ লীলামৃত।

## এক

## শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু

১

তোমরা উৎসব করিয়াছ শুনিয়া বড় আহ্লাদ হইল। ঘরে ঘরে গোঁসাইজীর জন্মোৎসব হোক এই আমার আকাঙ্ক্ষা।

২

গুরুশক্তি তোমার গুরুতে আছেন, তাই তিনি তোমার পূজ্য; সেই দেহ তোমার এত আদরের। পরমহংসজী এই শক্তির আকর, তাই তিনিও পূজ্য। কিন্তু গোঁসাই ঠিক সে ভাবে পূজ্য নহেন। গোঁসাইয়ের যে দেহ উহা অপ্রাকৃত; অর্থাৎ মৃত্যুর সঙ্গে ঐ দেহ লোপ হয় নাই। এই শক্তি দিবার জন্য সদ্‌গুরু রূপে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এ তত্ত্ব অল্পদিনের মধ্যে তুমি বুঝিতে পারিবে। আমার গুরু বলিয়া গোঁসাইকে বড় বলিতেছিনা, যথার্থই তিনি সদ্‌গুরুরূপে অবতীর্ণ। তাঁহার দেহ নশ্বর নহে। ব্যাপারটা আর একটু বুঝাইয়া বলিতেছি। গোঁসাই এই শক্তি বিতরণের জন্য যে কয়টি আধারে বিরাজ করিতেছেন, এই আধারগুলি নশ্বর। অর্থাৎ এবার মরিয়া গিয়া গোঁসাইর হুকুমে পুনরায় যদি শক্তি বিতরণের জন্য ইহাদের কাহাকেও আসিতে হয়, তবে নূতন একটা দেহ ধারণ করিতে হইবে। সে দেহের সঙ্গে বর্ত্তমান বারের দেহের আকৃতি সম্পূর্ণ অমিল হইবে। কিন্তু গোঁসাই স্বয়ং যদি আসেন, ঠিক ঐ প্রকারের দেহের আকৃতি লইয়া আসিবেন। কেননা সে দেহই অপ্রাকৃত। পরমহংসজী প্রণালী অনুসারে গোঁসাইয়ের গুরু, কিন্তু সে দেহও নশ্বর।

ইহার প্রমাণ আছে। ইতিপূর্বে গোঁসাই আর তিনবার আসিয়াছিলেন। সে তিনবার ও এই বারের আকৃতি একেবারে এক প্রকার। শাস্ত্রে প্রমাণ আছে। কিন্তু এই সব কথা তোমাকে আমি মুখে বলিয়া বিশ্বাস করাইতে চাই না। শুনিয়া কখনও বিশ্বাস হইবে না। সে বিশ্বাস কখনও স্থায়ী হয় না। ক্রমে ইহা দর্শন হইবেই।

৩

শ্রীশ্রীমাতা যোগমায়াদেবীর জন্মতিথি—শ্রাবণ কৃষ্ণা দ্বাদশী * * * গোঁসাইজীর জন্মতিথি রাখী-পূর্ণিমায়, তার পরের দ্বাদশী মাতাজীর জন্মতিথি।

মাতা যোগমায়া কৃপার আধার। গোঁসাইজীর দয়া মাপাজোখা; কিন্তু মায়ের দয়া অজস্র অসীম। ক্রমশ বুঝিবে।

৪

গোঁসাই অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। তিনি নানকপন্থী মহাত্মার মন্ত্রশিষ্য, শংকরাচার্যের দশনামী সন্ন্যাসীর সরস্বতী মঠের সন্ন্যাসী এবং অদ্বৈতবংশের সন্তান ও মহাপ্রভুর নিকট কৃপাপ্রাপ্ত বৈষ্ণব। সুতরাং যে তিনদল সাধু ভারতে প্রধান, নানকপন্থী, দশনামী সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণব—এই তিনদলের যে কোন সম্প্রদায় ধরিয়াই আমরা বাহ্যিক পরিচয় দিতে পারি তাহাতে দোষ হয় না। কিন্তু পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমই আমাদের লক্ষ্য, মোক্ষ বা নির্বাণ নহে। অধিকন্তু আমরা অদ্বৈতবাদী নহি; মহাপ্রভুর অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদী। সুতরাং মধ্বাচারী বৈষ্ণবই আমাদের যথার্থ পরিচয়।

৫

আপনি অনেক প্রশ্ন তুলিয়াছেন, উহার জবাব দেবার মত মনের অবস্থা আমার নয়। কিন্তু উহার মধ্যে গোঁসাইজীকে ঘোর অপবাদ দেওয়া হইয়াছিল,—এ সংবাদটা আমার নিকট নূতন। গোঁসাইয়ের মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রাবস্থায় বাগআঁচড়ার লোকেরা একজন প্রচারক চাহিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে ও কেশব সেনকে চিঠি দেন। গোঁসাই পড়া ছাড়িয়া দিয়া এই কার্যের জন্য বাগআঁচড়া যাইতে উৎসাহী হইয়া উঠিলে তাঁহাকেই পাঠান হয়। যে জন্য গোঁসাই ডাক্তার Cromby এর ব্যবস্থামত মর্ফিয়া খাইতে আরম্ভ করেন, সেই heart trouble তখন আদৌ জন্মে নাই।

ইহার বহু পরে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক হইয়া অতিরিক্ত পরিশ্রম আরম্ভ করিলে এবং অনেক দিন ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর হইয়া অন্ন না জুটায় নদীর পলিমাটী জল দিয়া গুলিয়া খাওয়ায়, তাঁহার heart disease জন্মে। সুতরাং মর্কিয়ার জন্য পয়সা চুরি ও পলাইয়া বাগআঁচড়া যাওয়া—একেবারে অপূর্ব সৃষ্টি, সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মসমাজ শেষভাগে তাঁহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল তাহা কাহারও অজ্ঞাত নয়; এমন কি গোঁসাইকে বিষ দিয়া পর্যন্ত মারার চেষ্টা হইয়াছিল। সাধু চিরঞ্জীব শর্মা বা ত্রৈলোক্যবাবু এই বিষদানের প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় যথেষ্ট দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন। নতুবা যাঁহার উদ্যোগ আয়োজন অক্লান্ত চেষ্টায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল, তাঁহার নাম নিজের আত্মজীবনীতে নিতান্ত অবজ্ঞাভরে উল্লেখ করিয়াছেন। * * * এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে দ্বিজপদ দত্ত প্রণীত 'Behold the man' নামক কেশব সেনের জীবনী পাঠ করিবেন। * * * *

আমরা একান্ত অক্ষম ও দুরদৃষ্টগ্রস্ত, তাই এতদিনে গোঁসাইজীর একখানা সর্বাঙ্গসুন্দর বিস্তৃত জীবনীও লিখিতে সক্ষম হইলাম না। এ অপরাধের পারকূল নাই। * * * *

গোঁসাই জীবনী বঙ্কুবাবুরই সুন্দর ( অন্তত খানিকটা ) হইয়াছে। নবকুমার বাকচির লেখা জীবনীও মন্দ নয়। জগদ্বন্ধু ও অমৃতের লেখা জীবনী তেমন ভাল লাগে না।

৬

গোঁসাইয়ের পিতার নাম আনন্দকিশোরই, আনন্দচন্দ্র নহে। দীক্ষার পর তিনি এক দিনের জন্যেও নিরুদ্দেশ হন নাই। * * * আসল কথা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া একজন লেখকও বই লিখেন নাই। এই জন্য আপনাকে একখানি যথাযথ জীবনী লিখিতে আমি অনুরোধ করিয়াছিলাম। যথার্থ ঘটনা লিখিবার সময় কাহারও প্রতিবাদ করিতে হয়, বইয়ের মধ্যে তাহা করা যাইতে পারে। উহা লইয়া বাহিরে মাথা ঘামান অনাবশ্যক বিবেচনা করি।

৭

১২৯০ সালে গোঁসাইজীর আকাশ-গঙ্গায় দীক্ষা হয়, সে সম্বন্ধে কোনো

সন্দেহ নাই। কারণ তাঁহার নির্দেশ অনুসারে তাঁহার শিষ্য বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দীক্ষাস্থানে যে একখানি পাথর খোদাই করিয়াছিলেন উহাতে ১২৯০ সাল লেখা আছে। কি খোদাই করিতে হইবে তাহা গোঁসাইজী নিজে লিখিয়া দিয়াছিলেন। সে লেখাটি এই—'ওঁ এই স্থানে মানসসরোবরের পরমহংস শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে দীক্ষা প্রদান করেন। জয়গুরো ওঁ ১২৯০'। সুতরাং ১২৯০ সালে দীক্ষার কোন ভুল নাই। ঐ সনে আষাঢ় মাসে গোঁসাই কলিকাতায় ছিলেন এমন যদি প্রমাণিত হয়, তবে ভাদ্র মাসই তাঁহার দীক্ষার সময় বুঝিতে হইবে।

* * *

আশাবতীর উপাখ্যান খানিকটা কাল্পনিক, খানিকটা তাঁহার নিজের জীবনের কথা। তাঁহার কি ভাবে দীক্ষা হইয়াছিল তাহা লীলামৃত পুস্তকে যথার্থ লেখা হইয়াছে। আমি নিজে গোঁসাইজীর মুখে যে বিবরণ শুনিয়াছিলাম তাহাই লীলামৃতকার লিখিয়াছেন।

শিষ্যদের সঙ্গে তাঁহার যে লীলা তাহা অপূর্ব। কিন্তু জীবিতকাল মধ্যে উহা তাঁহারা দু' একজন ছাড়া আর কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। উহা সংগ্রহ করা খুব সহজ নহে।

গোঁসাই বলিতেন, সাধকদের দুইটি পথ—Mission ও Devotion. তিনি বলিতেন আমাদের কোন mission নাই। তাঁহার শিষ্যরাও তদ্ভাবে ভাবিত ছিলেন। প্রচারের দিকটা তাহাদের একেবারেই ছিল না। শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন, আমি যখন 'মন্দির' প্রকাশ করি, তখন, 'গোঁসাইজীর কথা কেন লিখিব ?'—এই বলিয়া অনেক গুরুভাই আমাকে ধমকাইয়াছেন। গোঁসায়ের প্রধান প্রধান শিষ্যেরা সকলেই মরিয়া গিয়াছেন। বহুদিন কাছে থাকিয়া গোঁসায়ের সঙ্গ করিয়াছেন, এমন শিষ্য মাত্র চারিজন জীবিত আছেন, সরল নাথ, রেবতী মোহন, ললিত গুপ্ত ও আমি। আর যাঁহারা আছেন তাঁহারা দীক্ষাই পাইয়াছেন, কিন্তু গোঁসাইয়ের কখনো সঙ্গ করেন নাই।

* * *

গোঁসাই যে কাশী বৃন্দাবন প্রভৃতি গিয়াছিলেন, উহা যোগমায়া দেবীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া নহে। গোঁসাইজীর নিকট পরমহংসজী প্রকাশ হইয়া বলিয়াছিলেন, তুমি কাশী হইয়া বৃন্দাবন যাও, সেখানে আমার দেখা পাইবে।

এই আদেশ পাইয়া এবং আদেশের কথা প্রকাশ না করিয়া গোঁসাইজী মা ঠাকুরাণীর নিকট কাশী যাওয়ার খরচ চাহিয়াছিলেন, মাঠাকুরাণী একবার মাত্র বলিয়াছিলেন, 'সামান্য টাকা রহিয়াছে, তুমি যদি উহা লইয়া যাও, ছেলেপেলে ও আমরা কি খাইব?' ইহা শুনিয়া রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তাহা আমি জানি না। আমার টাকা চাই।' ইহা শুনিয়া মাঠাকুরাণী রাগ করিয়া বাক্স হইতে সমস্ত টাকা বাহির করিয়া দেন। গোঁসাই উহা হইতে কাশী যাইবার আবশ্যকীয় খরচ বাহির করিয়া লইয়া বাকী টাকা ফেলিয়া রাখিয়া তখনই রওনা হন। ইহাকে ঝগড়া বলা যায় না।

৮

পরমহংসদেবকে গোঁসাই মুক্তাত্মা বলিয়াই বলিয়াছেন। একবার তিনি তাঁহাকে ভগবান বিষ্ণুর অংশ বলিয়াও বলিয়াছেন। ঐ সম্বন্ধে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছেন, আমরা সকলেই তো মহাবিষ্ণুর অংশ, কাহারও ভিতর উহা প্রকট হয়, কাহারও ভিতর অপ্রকট থাকে। রামকৃষ্ণ লীলামৃতে আপনি গোঁসাই সম্বন্ধে যাহা পড়িয়াছেন, তাহা সঠিক নহে। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের পরে তিনি অপর কোন অবতারী হইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তিনি গম্ভীরনাথকে পরম যোগী বলিয়াছেন, বারদির ব্রহ্মচারীকেও তাহাই বলিয়াছেন। ষোল আনা, আট আনার কোন কথাই গোঁসাইয়ের মুখ দিয়া বাহির হয় নাই।

৯

শ্রীচরণেষু, দিদি, তোমার চিঠি পাইয়াছি। নারুকে আমি চা ভোগ দিতে নিষেধ করিয়াছি, এ কথা সত্য নহে। কাহাকেও ঠাকুরের ভোগ সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন নির্দেশ দেওয়ার ধৃষ্টতা আমার নাই। তবে নারু কিছুকাল আমার এখানে ছিল তাহাতে সে দেখিয়াছে যে নির্দিষ্ট ভাবে চা ভোগ দেওয়ার পক্ষপাতী আমি নই, এবং আমি যে দলিল করিয়াছি উহাতে ভোগের তালিকায় চা নাই। এমন কি চা-খোর দিগকে এই আশ্রমে বারো মাস বাস করিবার অধিকার পর্যন্ত দেই নাই। কেবল মাত্র নবাগত অতিথিদের মধ্যে কাহারও চা খাওয়ার অভ্যাস থাকিলে চা প্রস্তুত ও ঠাকুরের ভোগ দিয়া তাহাদের দেওয়া হয়। স্থায়ী আশ্রমবাসী কেহ চা পায় না, এই নিয়ম দেখিয়া নারুর ইহা হইতে আমাকে চা ভোগের বিরুদ্ধবাদী মনে করা আশ্চর্য নয়।

শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতবংশে সদ্‌গুরু রূপে স্বয়ং ভগবান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা আমি বিশ্বাস করি। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌর যেমন অবতীর্ণ ভগবান, আমার ন্যায় ভ্রষ্টজীবের বিচারে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ উহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি রূপে ভগবান গোলোক হইতে তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া আসিয়া এ জগতে লীলা করিয়া গিয়াছেন আমার জন্য কিছুই করেন নাই। তাঁহার পার্ষদেরা কেহ পাপী সাজিয়াছে, কেহ দস্যু সাজিয়াছে, তারপর ভগবান তাহাদের উদ্ধার করিয়াছেন। যথার্থ পাষণ্ড একটাও উদ্ধার করেন নাই। কংসই বল, আর জগাই মাধাইই বল সব তাঁহার পার্ষদ। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ একম্ অদ্বিতীয়ম্ সদ্‌গুরু রূপে আসিয়াছিলেন। পার্ষদ সঙ্গে লইয়া লীলার অভিনয় করেন নাই। আমার ন্যায় বহু ভ্রষ্ট জীবকে তিনি উদ্ধারের পথে আনিয়াছেন, ভগবৎ লীলার যথার্থ মর্ম বুঝাইয়াছেন এবং লীলা সম্ভোগের অধিকারী করিয়াছেন। কে জানিত রাম, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ কোন্ জিনিষ, তাঁহাদের কোন্ লীলার কি উদ্দেশ্য যদি না বিজয়কৃষ্ণ আসিতেন?

ভগবান যখন মানুষ হইয়া আসেন তখন দেশ কাল পাত্র অনুসারে তাঁহার আহার নিদ্রা চালচলন অবলম্বন করিতে হয়। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ ডালরুটি খাইতেন, শ্রীগৌরাঙ্গ ডালভাত খাইতেন। কেহ যদি বলেন নন্দ ঘোষের বেটা ডালরুটি খাইত সুতরাং ডালরুটি না হইলে শ্রীকৃষ্ণের ভোগ হইবে না, তবে তুমি তাহা মানিয়া লইবে কি? শুধু ডালরুটি নয়, শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জুনের সঙ্গে বসিয়া মদ খাইতেন, এইরূপ প্রমাণও পুরাণে আছে। এখন বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর সামনে যদি কেহ মদ ভোগ দেয়, তবে কেমন হইবে?

বিজয়কৃষ্ণ চা খাইতেন বলিয়া যাহারা তাঁহাকে চা ভোগ দিতেই হইবে বলে, আমি তাহাদের দলে নাই। শ্রীকৃষ্ণকে মদ ভোগ দেওয়ার মত এই মূর্খের অজুহাত আমি মানি না। শুধু চা নয় মরফিয়াও ভোগ দিতে আরম্ভ করা উচিত। অবশ্য যে চা খায়, ভোগ দিয়া খাইতে আপত্তি কি? কিন্তু ভগবান সদ্‌গুরু বিজয়কৃষ্ণের ভোগতালিকায় কখনও নিশ্চিতরূপে চা থাকা উচিত নয়। তাঁহার নামের দোহাই দিয়া যে প্রকার চা-খোরের ভিড় জমিয়াছে তাহা একান্ত অসহ্য ও অশোভন। আমার এই লিখিবার ধৃষ্টতা মার্জনা করিও। আশা করি তোমার শরীর ভাল আছে।

১০

তুমি গোঁসাইয়ের আলোচনা কর, ইহা বড়ই তৃপ্তিকর। শিষ্যদের কাহারও দ্বারা জগতের সামনে গোঁসাইজীকে proper angleএ put করা হইল না। উহা তোমাদের কাহারও দ্বারা হইবে, যদি তিনি ইচ্ছা করেন। তোমার হাজার খাটুনীর মধ্যেও তোমাকে দিয়া করাইয়া লইতে পারেন। আমাদের দ্বারা কিছুই হইল না। যে কেহ এই কার্যে প্রবৃত্ত হইবে, তাহার জন্য প্রাণভরা প্রীতি ও আশীর্বাদ রাখিয়া এইবার চোখ বুজিব।

১১

[ গোঁসাইজীর ] শতবার্ষিকী সম্বন্ধে ব্রহ্মচারীর শিষ্য ২-৩ জন ছাড়া এ পর্যন্ত কি শিষ্য কি প্রশিষ্য, আমাদের ও তোমাদের কাহারও নিকট হইতে কোনো সাড়া পাই নাই। সকলেই উৎসব হোক, ইচ্ছা করে; কিন্তু তজ্জন্য কোনো কাজ করিতে প্রস্তুত নয়। :সেবার গিয়াছিলাম বলিয়া, পরে শিমুলতলা ও কাশী হইতে প্রায় প্রত্যহ চিঠিতে তাগিদ দিতে দিতে আবেদনটি ছাপা হইয়াছে। এখন যদি একটা পাকা কমিটি হইয়া যাইত, তবে আমি জুন মাসে কলিকাতা গেলেও ক্ষতি হইত না। * * * কলিকাতা গিয়া কমিটির হৈ চৈ না তুলিয়া একদম শিলং যদি চলিয়া যাই,—কলিকাতা গিয়া এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা না করিয়া প্রস্থান সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্র, ঠিক বোমার আঘাতে যে ক্ষুদ্র উৎসাহ আছে, উহা বিচূর্ণ হইবে।

* * * অবশ্য কলিকাতায় এখন যদি দেখি, কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই, তবে আর কি করিব? তাঁহার ইচ্ছা বলিয়া মাথা পাতিয়া লইব।

১২

দেশরত্ন রাজেন্দ্রপ্রসাদের দত্ত চিঠির কাগজে যে চিঠি লিখিয়াছ উহা পাইলাম। এক সময়ে তোমার মুখে শুনিয়াছিলাম, তুমি কখনও আর politicsএ যোগ দিবে না। কিন্তু এত বড় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির ডাক অগ্রাহ্য করা সব সময়ে সম্ভব হয় না। তাই উহা শুনিতে বাধ্য হইয়াছ তাহা বুঝিলাম। কিন্তু গোঁসাইজীর দেশপ্রাণতার কথার দোহাই দিয়া এ কার্যে অগ্রসর হওয়া হাস্যকর। এইসব political organizationএর মধ্যে প্রবেশ করিতে গোঁসাইজী কাহাকেও প্রবুদ্ধ করেন নাই।

১৩

তুমি কি মনে কর, তোমার জেলে যাওয়ার ভয়ে আমি Congressএ ঢুকিতে নিষেধ করিয়াছি? আদৌ তাহা নহে। 'ভগবৎ কৃপাপ্রার্থী কখনও রাজনৈতিক চালবাজিতে প্রবেশ করিবে না'—গোঁসাইজীর এই বাক্য প্রতিপালন করিবার জন্যই তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম। * * *

আমি যাহা ভাল বুঝিয়াছি, তাহা বলিয়াছি। তুমি যাহা ভাল বুঝ তাহা কর। ঠাকুর তোমাকে স্থির বুদ্ধি দিন।

১৪

তোমার লেখাটি দেখিয়া ফেরত পাঠাইলাম। মোটামুটি প্রবন্ধ হিসাবে বেশ হইয়াছে। কিন্তু গোঁসাইজীর জীবনের ঘটনার দ্বারা তাঁহার সর্বজীবে পরিপূর্ণ ভালবাসা ও অসাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দিতে পারিলে ভাল হইত। এ বিষয়ে প্রচলিত অধিকাংশ বইগুলি নীরব, তাই তুমিও ধরিতে পার নাই। * * *

একটা ভুল ছিল, উহার সংশোধন করিয়া দিয়াছি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় গোঁসাই ও কেশবচন্দ্র যে আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাহির হইয়া সমাজ স্থাপন করেন উহার নাম ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ। ইহার পরে কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহে আলাদা হইয়া ইঁহারা যে সমাজ স্থাপন করেন তাহার নাম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এবং কেশবচন্দ্র ইঁহাদের সঙ্গে আলাদা হইয়া নূতন সমাজ স্থাপন করিয়া উহার নাম দেন 'নববিধান'। নববিধান আগে নহে।

১৫

গোঁসাই কখনই মহাপ্রভুর অবতার নহেন। গ্রন্থকার যে সব স্থানে উহা ইঙ্গিত করিয়াছেন, উহার অর্থ মহাপ্রভুর ভাবাবতার—লীলাবতার নহে। অর্থাৎ দুইজনের ভাব, ধরণ ও শিক্ষায় আশ্চর্য সামঞ্জস্য রহিয়াছে। ইহাই বলা গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

গোঁসাইজীর স্বরূপ—তিনি সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরু দুইরকম হন। একরকম ভগবান সদ্‌গুরুরূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হন—যেমন দত্তাত্রেয়, কপিল, ঋভু প্রভৃতি। আর এক প্রকার সদ্‌গুরু—যেমন মুক্তাত্মা পুরুষেরা ভগবানের বিশেষ আদেশে সদ্‌গুরুরূপে জন্মগ্রহণ করেন। যেমন জনক ঋষি গুরু নানক হইয়া জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন। বলিতে গেলে দুই রকমই একপ্রকার। সিদ্ধ মহাত্মারা সদ্‌গুরু নহেন, তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্ সিদ্ধগুরু কিন্তু সদ্‌গুরু নহেন। সিদ্ধ গুরুগণ মোক্ষের উৎকৃষ্ট পথ দেখাইয়া দিতে পারেন; কিন্তু সদ্‌গুরু একেবারে মোক্ষ দিতে পারেন এবং দেন।

শান্তিপর্বে ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণের যে স্তব করিয়াছেন, উহাতে ভগবানের যত প্রকার স্বরূপ আছে, তাহার সকল প্রকার উল্লেখ করিয়াই একটি দুইটি করিয়া শ্লোক আছে। সদ্‌গুরু সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে, যথা,

জটিনে দণ্ডিনে নিত্যং লম্বোদর-শরীরিণে।
কমণ্ডলু-নিষঙ্গায় তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ ॥

সদ্‌গুরু কিরূপ?—তিনি জটাধারী, দণ্ডধারী, কমণ্ডলুধারী, লম্বোদর বা স্থূলকায় এবং ব্রহ্মই তাঁহার আত্মা।

এই রূপের সঙ্গে গোঁসাইজীর পূর্ণ মিল। দত্তাত্রেয় ও কপিলের শাস্ত্রে যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাও ঠিক এইরূপ। গোঁসাই অবতীর্ণ সদ্‌গুরু (অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান) অথবা অবতার সদ্‌গুরু (অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ ভগবানের আদেশে জন্মিয়াছিলেন) তাহা এখন জানিয়া কাজ নাই। ক্রমশঃ জানিবে। দুই প্রকারই সম্পূর্ণ এক—কর্তার নিজ হাতে কর্ম করা অথবা অতি প্রিয় বিশ্বাসী লোক দ্বারা যে কর্ম করানো—ফলের দিক দিয়া আমাদের সব সমান।

১৬

গোঁসাইয়ের শেষ জীবন শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ ও আচার্য প্রসঙ্গ পড়িলে অনেকটা জানা যায়। সত্য বটে, শেষ জীবন লইয়া সুন্দর আলোচনা কিছুই এ পর্যন্ত হয় নাই। কিন্তু facts প্রকাশ হইতে বড় কিছুই বাকী আছে বলিয়া মনে হয় না। মাতা যোগমায়ার একখানি জীবনী বাহির হইয়াছে বটে, কিন্তু সেখানা খুব বিস্তৃত নয়। এ সব দেখিয়া শুনিয়া প্রকাশ করা 'মন্দির' কাগজের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার দরুন নিজের লেখার উৎসাহ ও প্রেরণা না থাকায়, এবং অন্য কোনো লেখক অগ্রসর না হওয়ায় কিছুই হইয়া উঠিতেছে না। আমার মনে সবই আছে কিন্তু কার্যে পরিণত করিতে পারিতেছি না, তিনি দয়া করিয়া লিখাইলে তবেই হইবে।

১৭

গোঁসাই সম্বন্ধে ঘটনার তারিখ দেওয়া যে একান্ত আবশ্যক তাহা বুঝি।

কিন্তু কোনো লেখকই তারিখ সহ কোনো নোট রাখেন নাই। এখন উহা আবিষ্কার করা মুস্কিল। তবে মোটামুটি সময়টা বুঝা যায়। ১২৯১ সালে গোঁসাই সাধন দিতে আরম্ভ করেন। উহার পর হইতেই সব কথা।

১৮

গোঁসাইজী তোমাদের পরিবারে ইতিপূর্বেই আসন পাতিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার এই সাধনে তোমাদের ন্যায়ত দাবী ও অধিকার আছে।

১৯

সামনের বছর ১৩৪৭ সালের ঝুলন পূর্ণিমা হইতে ১৩৪৮ সালের ঝুলন পূর্ণিমা পযন্ত একটি বৎসর গোঁসাইয়ের শতবার্ষিকী জন্মতিথি উপলক্ষে দেশময় এই উৎসব করা চাই। * * * * আমি যে এতদিনও বাঁচিযা আছি সে শুধু এই শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের জন্য।

২০

রবিবার দিন কিসের এত উৎসব তোমরা করিলে? গোঁসাই সদ্গুরুরূপী ভগবান ছিলেন। এ পর্যন্ত ভগবানের যত অবতার হইয়াছেন, রাম কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ প্রভৃতি কাহারও তিরোভাব তিথি নাই। বিশেষভাবে সদ্গুরুর তো তিরোভাব হইতেই পারে না। তোমাদের কাশীর আশ্রমে গোঁসাই সম্বন্ধে সমস্ত তিথিতেই বিশেষ ভোগের বন্দোবস্ত আছে, কেবল এই পুরীর তিথিতে কিছুমাত্র অনুষ্ঠান নাই। পুরীতে তাঁহার দেহ রক্ষিত আছেন বলিয়া কেবলমাত্র এই স্থানেই তাঁহার দেহের সমাধি তিথি প্রতিপালিত হইতে পারে। অন্যত্র কেহ এই কার্য করিলে— যেমন তোমরা করিয়াছ—উহা অশাস্ত্রীয় এবং আমার বেদনার কারণ হয়।

২১

গোঁসাইয়ের ছবি পূজা করিতে হইবে, এমন কথা আমি কখনও কাহাকে বলি নাই। কেবল শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করা ব্যতীত অন্য কিছু করিতেই আমার স্পষ্ট আদেশ নাই। এই শ্বাস প্রশ্বাসে নাম করিতে করিতে কেহ কেহ বলেন কীর্তন করিতে ইচ্ছা করে, কেহ কেহ বলেন পাঠ করিতে ইচ্ছা করে, কেহ বলেন গোঁসাইয়ের ছবি সেবা পূজা করিতে ইচ্ছা করে। আমি ইহাদিগকে ইহাদের ইচ্ছামত ঐ ঐ কার্য কি ভাবে করিতে হইবে তাহা বলিয়া দেই। কেহ কেহ কেবল মাত্র শ্বাস প্রশ্বাসে নাম লইয়াই থাকেন, তাহাদের আমি কিছুই করিতে বলি না।

লিখিয়াছ, 'গোঁসাই তো আমার ইষ্টদেবতা নহেন।' তুমি কি করিয়া জানিলে যে, গোঁসাই তোমার ইষ্টদেবতা কি না। তুমি তো এখন পর্যন্ত তোমার ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার লাভ কর নাই। সুতরাং কে তোমার ইষ্ট তাহা বুঝিবে কি করিয়া? তোমার ইষ্টদেবতা গোঁসাই বা দরবেশ, কৃষ্ণ বা কালী, শিব বা সূর্য, গণেশ বা ব্রহ্মা অথবা উহারা সকলেই, তাহা তুমি এখন পর্যন্ত নিজের বুদ্ধি বিচার দ্বারা যাহা ঠিক করিয়াছ তাহা নাও হইতে পারে। তোমার বুদ্ধি এখনও বিশুদ্ধ হয় নাই। সুতরাং কে ইষ্ট কে অনিষ্ট উহা কল্পনা না করিয়া কেবলমাত্র শুদ্ধ সত্য যাহা লাভ করিয়াছ সর্বান্তঃকরণে সেই নামের শরণাপন্ন হও।

## ২২

'শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও দিদিমার প্রস্তর মূর্তি কতদূর হইল' জিজ্ঞাসা করায় এ বিষয়ে তোমাকে কিছু বলিবার জন্যই এই চিঠির অবতারণা।

গোঁসাই সদ্‌গুরুর অবতার ছিলেন। ভগবান জন্মগ্রহণ করিয়া মানবদেহের নিয়ম অনুসারে ৫০-৬০ বছর বাঁচেন, কিন্তু তিনি মরিয়া অদৃশ্য হইলেই তাঁহার কার্য অত অল্প দিনেই শেষ হয় না। সদ্‌গুরু গোঁসাই তাই তাঁহার কোন কোন নির্বাচিত শিষ্যের ভিতর দিয়া এই সদ্‌গুরু-শক্তি সঞ্চার করিতেছেন। যতদিন বাঁচিয়াছিলেন ততদিনেই তাঁহার কাজ শেষ হয় নাই। সুতরাং তোমরা যাহা পাইয়াছ তাহা সদ্‌গুরু বিজয়কৃষ্ণেরই শক্তি। তিনিই তোমাদের যথার্থ গুরু। ব্যবহারিক হিসাবে আমি তোমাদের গুরু বটে কিন্তু তিনিই গুরু। যখন সাধন দ্বারা আমাতে ও গোঁসাইতে একত্ব বোধ হইবে সেইদিন এই ধাঁধা ঘুচিবে।

গোঁসাই সদ্‌গুরু। গুরুর ধ্যান, 'বামাঙ্গ-পীঠস্থিত-দিব্যশক্তিং'; শক্তি ভিন্ন গুরু নয়। দেবী যোগমায়া এই সদ্‌গুরুর শক্তি—এই হিসাবেই ইহাদের পূজা অর্চনা মূর্তি প্রতিষ্ঠা তোমাদের কাম্য। গোঁসাই তোমাদের দাদা নহেন, দেবী যোগমায়া তোমাদের দিদিমা নহেন। যদি বল, ব্যবহারিক হিসাবে যখন গুরুর গুরু তখন দাদামশাই ও দিদিমা ব্যবহারিক হিসাবে বলিতে দোষ কি? এ কথা মানুষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য—সদ্‌গুরু ভগবান বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য নয়। তোমার বাবা মহাদেবকে বাবা বলেন, মা কালীকে মা বলেন। সে হিসাবে তুমি কি তাহাদিগকে মহাদেব দাদামশাই ও কালী দিদিমা বলিবে?

অতএব স্বপ্নেও সদ্‌গুরু অবতার যোগমায়া অবলম্বনে প্রকটিত বিজয়কৃষ্ণ —যোগমায়াকে দাদা দিদি যেন ভুলেও মনে না হয়।

২৩

সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে গোঁসাই একজন সন্ন্যাসী ও মহাত্মা ছিলেন। ইহাই গোঁসাইজীর বাহ্যিক রূপ।

কিন্তু যথার্থ অন্তরঙ্গের দৃষ্টিতে তিনি অন্যান্য সাধু মহাপুরুষের মত নহেন; তিনি সদ্‌গুরু অবতার ছিলেন। এইজন্য তাঁহার সময়ের দুইজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, বারদির ব্রহ্মচারী ও পরমহংসদেব কখনও কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই। কেহ সদ্‌গুরু পাইবার আকাঙ্ক্ষা জানাইলে, উহারা গোঁসাইয়ের কাছে পাঠাইয়া দিতেন। কারণ তাঁহারা গোঁসাই যে সদ্‌গুরু অবতার, তাহা জানিতেন।

সাধারণের দৃষ্টিতে গোঁসাইয়ের বামে স্ত্রীমূর্তি বিসদৃশ। কিন্তু তোমরা জান, গোঁসাই তোমাদের ত্রাণকারী সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরুর ধ্যানে আছে বামাঙ্গ-পীঠস্থিত-দিব্যশক্তিং। অর্থাৎ শিবপার্বতী মিলিত যে রূপ তাহাই সদ্‌গুরুর রূপ! ঊরুর উপরে শক্তি বসিয়া আছেন, ইহাই সদ্‌গুরু, অথচ ইহা রাধাকৃষ্ণের মত যুগল নহেন। যুগলমূর্তি হইলে উভয়কে সম উচ্চ আসনে একত্রে স্থাপন করিতে হয়; কিন্তু এ তাহা নহে। সদ্‌গুরু হইতে তাঁহার শক্তিকে একটু উচ্চ স্থান দিতে হইবে। এ শক্তির পৃথক কোন সত্তা নাই। কেবল বামাঙ্গে শক্তি না থাকিলে ধ্যানমত সদ্‌গুরু মূর্তি পূর্ণ হয় না বলিয়াই বামাঙ্গে ঊরুর উপর শক্তি।

সাধু মহাত্মা বলিয়া বা কেবলমাত্র আমার গুরু বলিয়া আমি এ মূর্তি স্থাপন করিতে প্রস্তুত হই নাই। সদ্‌গুরু রূপে ভগবানের যত অবতার হইয়াছেন, সেইসব অবতারের সর্বশ্রেষ্ঠ অবতারকে বিশ্বনাথের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করাই আমার উদ্দেশ্য।

গোঁসাই সন্ন্যাসী কিন্তু মহাপ্রভুর মত স্ত্রীত্যাগী সন্ন্যাসী নহেন। গোঁসাই গোলোকপতি কিন্তু রাধাকৃষ্ণের মত যুগলরূপেও প্রকাশিত নহেন। গোঁসাই সদ্‌গুরু অবতার। তিনি সম্পূর্ণ একক। কিন্তু তাঁহার 'বামাঙ্গ-পীঠস্থিত-দিব্যশক্তিং'।

কালে কালে দেশের ভাগ্যবান জনেরা ক্রমশ ইহা টের পাইবে—তাঁহাকে চিনিবে; এই ভরসায় মূর্তি প্রতিষ্ঠা।

## ২৪

গোঁসাই যেদিন দেহত্যাগ করিলেন, সেদিনটা তোমাদের এত ঘটা করিয়া মনে রাখিবার কি আবশ্যক আছে ?

গোঁসাই সদ্‌গুরু অবতার ছিলেন। পৃথিবীতে যত অবতার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কাহারও তিরোভাব তিথি নাই। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত, কাহারও মৃত্যু তিথি প্রতিপালিত হয় না। বিশেষত সদ্‌গুরুর মৃত্যু হয় না। গুরুর মৃত্যু তিথি প্রতিপালন একেবারে শাস্ত্রবিধি বহির্ভূত। পুরীতে তাঁহার মরদেহ সমাধিস্থ আছেন বলিয়া এই স্থানে ঐ তিথিতে সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে ডাকা ও তাঁহার জন্য কাঁদাই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। অন্যত্র ইহার অনুষ্ঠান একেবারেই অবিধেয়।

## ২৫

উড়িয়া ভাষায় গোঁসাইজীর জীবনী তোমার দ্বারাই লিখিত হইবে। উহা করিতে হইলে তুমি ধীরে ধীরে Life of Bijoy Krishna, বিজয়শ্রী, শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ লীলামৃত, সদ্‌গুরু সঙ্গ প্রভৃতি বইগুলি প্রথমে পড়িয়া লইবে। ইহা অপেক্ষা আমার প্রিয় কায আর কিছুই নাই, জানিবে। তোমার এই কর্ম সফল হোক

## ২৬

গোঁসাইজীর জীবনী তোমার দ্বারাই উড়িয়া ভাষায় লেখা সম্ভব হইবে। কি করিয়া তাঁহার জীবনে ভাগবদোক্ত 'ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে' প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাই দেখাইতে হইবে। তাঁহার জীবনী বইগুলি আগে পড়িয়া লও।

## ২৭

বিপিনচন্দ্র পালের 'প্রবর্তক বিজয়কৃষ্ণ' সুন্দর গ্রন্থ, তুমি অসঙ্কোচে সেই বইয়ের সাহায্য গ্রহণ করিতে পার * * * * ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান সম্বন্ধে তুমি মোটামুটি যে সিদ্ধান্ত লিখিয়াছ উহা চৈতন্য চরিতামৃতের সিদ্ধান্ত মতে ঠিক লিখিয়াছ। এই ত্রিতত্ত্ব কি ভাবে গোঁসাইজীর জীবনে ফুটিয়াছিল তাহা দেখানই তোমার কৃতিত্বের উপর নির্ভর করিবে। উহা আপনা হইতেই ঠিক হইয়া যাইবে। নিত্য নিয়মিত সাধনে গোঁসাইজীর জীবন্ত কৃপার ভিতর দিয়া সমস্ত তত্ত্ব তোমার চিত্তে পরিস্ফুট হইবে। যেমন বিষ্ণু বাবাজীর হইয়াছিল।

বিষ্ণু বাবাজীর বিবরণ অন্য সময় বলিব। বিষ্ণু আমারই এক গুরুভ্রাতা ছিলেন। কিন্তু সামান্য একটা বাসনার বশে তাঁহার এই জন্ম হয়। তাই অতি সত্বর গোঁসাই তাঁহাকে ডাকিয়া লইলেন। বিষ্ণু গোস্বামীতত্ত্ব সামান্য কিছু প্রকাশ করিয়া যাইতে পারিয়াছে।

২৮

গোঁসাইজীর জীবন সম্বন্ধে যে সব গ্রন্থ পড়িয়াছ উহা যথেষ্ট। হরিদাস বাবুর সদ্‌গুরু সাধন তত্ত্ব বই পড়িও না। উহা স্থানে স্থানে বৈষ্ণব ধর্মের নিন্দায় পরিপূর্ণ। পড়িলে ক্লেশ পাইবে। অথচ বইখানি অন্য দিক দিয়া উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বঙ্কুবিহারী করের লিখিত * * * বইতে গোঁসাইজীর ব্রাহ্মসমাজের জীবনী সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি অবিলম্বে উড়িয়া ভাষায় গোঁসাইজীর জীবন চরিত্র লিখিতে আরম্ভ কর। অমৃতলাল সেন, জগদ্বন্ধু মৈত্র ও নবকুমার বাগচী এই তিনজনে জীবনী লিখিয়াছেন। ইচ্ছা হইলে উহাও দেখিয়া লইতে পার। তুমি যে গোঁসাইজীকে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছ ইহাই তোমার সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট।

২৯

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে 'আর দুই জন্ম' বলিয়া যাহা লেখা আছে, ঐ শ্লোক quote করিয়া তৎকালে অনেক অবতারের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহারই প্রতিবাদ স্বরূপ গোঁসাই ঐ কথা বলিয়াছিলেন। তিনি অযোগ্য পাত্রের নিকট নিজেকে ঢাকিতে যাওয়ার চেষ্টা সর্বদাই করিতেন। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

মহাভারতে ভীষ্ম যে বিখ্যাত স্তবটি করিয়াছিলেন উহার একটা শ্লোক এই—

জটিনে দণ্ডিনে নিত্যং লম্বোদর-শরীরিণে।
কমণ্ডলু-নিষঙ্গায় তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ॥

এই শ্লোকটি পাইয়া আমি গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ভীষ্ম ভগবানের এ কোন্ রূপের কথা উল্লেখ করিয়াছেন? গোঁসাই বলিলেন, সত্যযুগে ঋভু নামে অবতার হইয়াছিল; এ তাঁহারই রূপের বর্ণনা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ঋভু কেন আসিয়াছিলেন? ঠাকুর বলিলেন, 'তিনি সদ্‌গুরু ছিলেন। দত্তাত্রেয়-ও সদ্‌গুরু ছিলেন, তাঁহারও এই রূপ ছিল। যুগে যুগে যত সদ্‌গুরু অবতীর্ণ হন তাঁহাদের সকলেরই এই মূর্তি।'

৩০

গোঁসাইজীর আগমন সম্বন্ধে তুমি যে অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ ভাব লিখিয়াছ—উহা সবটা ঠিক নহে। এ সম্বন্ধে আমার একটা কবিতা আছে তাহা এই সঙ্গে লিখিয়া পাঠাইলাম। বাংলা কবিতা হইলেও তুমি তাহা বেশ বুঝিবে। এই কবিতা পড়িয়া তোমার কি ভাব হয়, তাহা জানিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

**কর্মফের**

গোপিনী-মোহন ওহে বিনোদন
রসিক নাগর রায়
মোর রাধারাণী কেমন না জানি
ঠকিলে এ ভাবনায়।

[ গোটা কবিতাটি দীর্ঘ, শ্রীঅদ্বৈত অভিশাপ
গ্রন্থের ২১ ও ২২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত। ]

যে তিন বাঞ্ছা আস্বাদন করিবার জন্য মহাপ্রভুর অবতার, গোঁসাই সেই রস আস্বাদন করিবার জন্য জন্মেন নাই। মহাপ্রভু ঐ রস মাত্র চারিজনকে দিয়াছিলেন। নিজের ভাবে নিজে এমনই মগ্ন ছিলেন যে অন্য কাহারও দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। তাই ঘরে ঘরে এই রস বিতরণের জন্য গোঁসাইয়ের আগমন।

৩১

আমার কবিতাটি সম্বন্ধে তুমি যাহা বুঝিয়াছ উহাই ঠিক, তিনটি বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য নবদ্বীপের অবতার। আনুষঙ্গিক জীব উদ্ধারের কার্য তাঁহার প্রেরণায় নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতপ্রভু সম্পাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা কেবল জীব উদ্ধারই। ব্রজরস সঞ্চারণ নহে। দ্বারে দ্বারে ঐ রস উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া সঞ্চার করিবার জন্যই শ্রীবিজয়কৃষ্ণের আবির্ভাব। তাঁহার দত্ত প্রণালীর মধ্যে সুকৌশলে এমনই ব্যবস্থা হইয়াছে যে যদি কেহ নিষ্ঠার সঙ্গে এই সাধন করে তবে ধীরে ধীরে এই বৈধী-সাধনের ভিতর দিয়া তাঁহাকে রাগানুগায় পৌছাইয়া দিবে। এই বৈধী সাধন প্রণালীগত বৈধী সাধন নহে। এই সাধন ছদ্মবেশে ব্রজরস ব্যতীত আর কিছুই নয়।

৩২

গোঁসাইজীর উপবীত ত্যাগ সম্বন্ধে তুমি যে অনুমান করিয়াছ, উহা সত্য

এবং সুন্দর। 'বিপ্রত্বে সূত্রমেবহি'—কেবল সূত্র থাকিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। এই সত্যই গোঁসাইজীর উপবীত ত্যাগ হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। নিত্যানন্দ প্রভুর অবধূত বেশ ছাড়িয়া গৃহস্থ হওয়া এবং গোঁসাইজীর উপবীত ত্যাগ এবং এখনও সময় হয় নাই বলিয়া পুনরায় উপবীত গ্রহণ, অবশেষে যথাসময়ে যথার্থই শিখা-সূত্র ত্যাগ—এ সমস্তই তদ্‌ভাব হইতে জাত। ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিও, ইহার মধ্যে অনেক কিছু পাইবে।

৩৩

গোঁসাইজীর দীক্ষা সময় সম্বন্ধে আমার মত পরিবর্তন হইবার উপক্রম হইয়াছে। একজন প্রফেসারকে ব্রাহ্মসমাজের রেকর্ড খুঁজিবার জন্য পাঠাইয়াছিলাম। সে লিখিয়াছে ১২৯০ সালে যদি দীক্ষা হইয়া থাকে তবে আষাঢ় মাস নহে। আষাঢ় শ্রাবণ মাস গোঁসাই কলিকাতায় ছিলেন। ভাদ্র মাসে পশ্চিমে যান, সুতরাং দীক্ষা সময় ভাদ্র মাস হইবে। আমি বিজয়শ্রীতে তাহাই লিখিয়াছি। কিন্তু ভুল করিয়া লীলামৃতে আষাঢ় মাস লেখা হইয়াছে। তুমি শক ও বাংলা শাল এই দুইটিকেই খৃষ্টাব্দে পরিণত করিয়া লইও। সমস্ত বইয়ে মাত্র ইংরাজী তারিখ থাকিলেই ভাল হয়।

৩৪

[ গোঁসাইজীর জন্ম লগ্ন ] ১২৪৮ বঙ্গাব্দের ১৯ শ্রাবণ, সোমবার; ইহা ১৭৬৩ শকাব্দ এবং ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ২ আগষ্ট। শেষ রাত্রে বা ভোর সময়ে জন্ম, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অন্য পুস্তকে যাহা কিছু লেখা হইয়াছে তাহা ভুল। শিকারপুর ও দহকুল একই গ্রাম। শিকারপুরের একটি পাড়ার নাম দহকুল। * * *

নদীয়া বিনোদ গোস্বামী যাহা বলিয়াছেন, অদ্বৈতের দশমপুরুষে তিনি আসিবেন, ইহা সম্পূর্ণ ঠিক। এ বিষয়ে একটা বিবরণ আছে তাহা অবলম্বন করিয়া আমি একটা পালাগান রচনা করিয়াছিলাম। [ শ্রীঅদ্বৈত অভিশাপ। ] আগে মোটামুটি বিবরণ লিখিতেছি।

গোঁসাইজীর অন্তরঙ্গ শিষ্য শ্রীধর পায়ে হাঁটিয়া নবদ্বীপ হইতে মহাপ্রভুর সাধনের স্থান কাটোয়া দর্শন করিবার জন্য যাইতেছিলেন। রাস্তায় একটা গ্রামে তিনি এক বৈষ্ণবের বাড়ি অতিথি হন। বৈষ্ণবের বাড়ির বিগ্রহের পাশে একখানি গ্রন্থ রক্ষিত হইয়াছে এবং চন্দন ছিটাইয়া ছিটাইয়া বাবাজী উহার

উপরের পৃষ্ঠাটি একেবারে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছেন, দেখিতে পান। শ্রীধর জিজ্ঞাসা করেন, ওখানা কী গ্রন্থ? বৈষ্ণব বলেন, তাঁহার আদিপুরুষ পরমানন্দ দাসের রচিত অদ্বৈত প্রভুর জীবনী। এই পুস্তক রচনা করিয়া পরমানন্দ দাস মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু ও অদ্বৈত প্রভুর অন্তর্ধানের পরে যখন ঐ গ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজে দেখাইয়াছিলেন তখন সমস্ত বৈষ্ণব সমাজ ঐ গ্রন্থ শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া প্রচার করিতে নিষেধ করেন। এমন কি তাঁহার জীবনের ভয় পর্যন্ত দেখাইয়াছিলেন। পরমানন্দ দাস ভয়ে আর ঐ পুস্তক প্রকাশ করেন নাই। তদবধি ঐ গ্রন্থ গৃহদেবতা রাধা-গোবিন্দের পাশে রাখিয়া পূজা করা হইতেছে। তাঁহারা ভয়ে কেহ ঐ গ্রন্থ পাঠ করেন না। পরমানন্দ দাস অদ্বৈত প্রভুর বাড়িতে চাকর ছিলেন।

শ্রীধর কৌতূহলী হইয়া তাঁহাকে বইখানি একবার দেখাইবার জন্য গৃহস্থের অনেক খোসামোদ করেন। গৃহস্থ বলেন, ঐ গ্রন্থ পড়িলে আপনি নির্বংশ হইবেন, এইরূপ অভিশাপ আছে। শ্রীধর হাসিয়া বলিলেন, আমি নির্বংশই আছি; নূতন আর কিছু হইবে না, তুমি আমাকে এই গ্রন্থখানা পড়িতে দাও। শ্রীধরের অনুনয়ে বাধ্য হইয়া গৃহস্থ তাঁহাকে বই পড়িতে দেয় এবং গোপনে বাড়ির দরজা বন্ধ করিয়া ঐ বই পড়িতে বলে। শ্রীধর তাহাই করেন। দেখিলেন, গ্রন্থখানি অদ্বৈত প্রভুর জীবনী। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে একটা অধ্যায়ের শিরোনামা দেখিলেন, লেখা রহিয়াছে, 'অদ্বৈত প্রভুর মহাপ্রভুকে অভিসম্পাত।' ইহা দেখিয়া শ্রীধর কৌতূহলী হইয়া সেই অধ্যায় পড়িতে আরম্ভ কারলেন। পড়িয়া আশ্চর্য হইয়া শ্রীধর ঐ অধ্যায়টি নকল করিয়া লইয়া আসেন। আমি সে নকল পাঠ করিয়াছি। তাহার মোটামুটি বিবরণ এই।

মহাপ্রভু কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে নিত্যানন্দপ্রভু ও চন্দ্রশেখর প্রভৃতি মহাপ্রভুকে বৃন্দাবনের রাস্তা বলিয়া ক্রমে গঙ্গাতীরে লইয়া আসেন। মহাপ্রভু যমুনাভ্রমে গঙ্গায় স্নান করেন। ঐ সময়ে অদ্বৈতপ্রভু নূতন কৌপীন বহির্বাস লইয়া উপস্থিত হন। অদ্বৈত প্রভুকে দেখিয়া মহাপ্রভু বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাকে ভুলাইয়া আনা হইয়াছে। ইহার পর অদ্বৈতপ্রভু অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া মহাপ্রভুকে শান্তিপুরে তাঁহার নিজ বাটীতে লইয়া আসেন। এ সমস্ত কথাই চরিতামৃতে আছে, তাহা তুমি জান।

ইহার পর পরমানন্দ লিখিতেছেন, 'মহাপ্রভূকে লইয়া মহোৎসব হইয়া গেল। নবদ্বীপ হইতে শচীমাতা আসিলেন। সীতাঠাকুরাণী ( অদ্বৈত গৃহিনী ) আহ্লাদে উন্মত্তের মত হইলেন। সারাদিনরাত দীয়তাং ভুজ্যতাং ও খোল করতাল চলিতে লাগিল। আমার যে কী খাটুনি বাড়িল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত হয় না। একদিন সীতাঠাকুরাণী রান্না চাপাইতে গিয়া দেখেন মশলা জিরা ফোড়ন ফুরাইয়া গিয়াছে। তখন পরমা পরমা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন এবং আমি সম্মুখে গেলে, হারামজাদা কিছু দেখনা বলিয়া গাল দিতে লাগিলেন। আমি তখন জিরা গোলমরিচ আনিবার জন্য বাজারের দিকে ছুটিলাম।

'অদ্বৈত প্রভুব বাড়ির সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড আমগাছ। তাহার পেছনে কতগুলি বেতের ঝোঁপ। দেখিলাম, মহাপ্রভু আমতলায় বসিয়া আছেন। অদ্বৈত প্রভু হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কী যেন মিনতি করিতেছেন, আর নিত্যানন্দ প্রভু সম্মুখে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া আমার কৌতূহল হইল। জিরার কথা ভুলিয়া গিয়া আমি সেই ঝোঁপের আড়ালে গিয়া লুকাইলাম। তখন শুনিলাম, অদ্বৈত প্রভু মিনতি করিয়া মহাপ্রভুকে বলিতেছেন, "সন্ন্যাসীর নিজ গ্রামে থাকিতে নিষেধ আছে। শান্তিপুর তো তোমার নিজ গ্রাম নয়, তুমি এই স্থানে বাস কর। আমি গঙ্গাতীরে তোমাকে একখানি কুটীর তৈয়ারী করিয়া দিব এবং সকলকে নিষেধ করিয়া দিব, কেহ গিয়া তোমাকে বিরক্ত না করে। তুমি সারাদিন সেই স্থানে থাকিয়া ভজন করিবে।" মহাপ্রভু হাসিয়া কহিলেন, "শান্তিপুর ও নবদ্বীপ বড় বেশি দূর নহে। স্বদেশে কী করিয়া সন্ন্যাসীর বাসস্থান হইবে? আমি নীলাচলেই যাইব।" তখন অদ্বৈত প্রভু করজোড়ে বলিলেন, "তবে আমাকে সঙ্গে নিয়া চল।" মহাপ্রভু বলিলেন, "তুমি কি করিয়া যাইবে? তোমার স্ত্রী, পুত্র-কন্যা রহিয়াছে; তাহাদের উপর তোমার কর্তব্য আছে। সে কর্তব্য ত্যাগ করিলে তুমি প্রত্যবায়ের ভাগী হইবে।" তখন আবার অদ্বৈত প্রভু বলিলেন, "তবে তুমি শান্তিপুরে থাক।" মহাপ্রভু দৃঢ়স্বরে 'না' বলিলেন। অদ্বৈত প্রভু ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, "তবে তোমাকে আমি অভিসম্পাত দিব, তোমাকে আবার আসিতে হইবে।" মহাপ্রভু হাসিয়া বলিলেন, "আরাধনা অভিসম্পাত সব আমার কাছে সমান। একবার তোমার আরাধনায় আসিয়াছি, আবার

না হয় অভিসম্পাতে আসিব।" তখন অদ্বৈত প্রভু অভিসম্পাত দিলেন, "তোমাকে আবার আসিতে হইবে। সন্ন্যাসের পর দশদিন আমার ঘরে রহিলে, দশম দিবসে চলিয়া যাইতেছ; আমি অভিসম্পাত দিতেছি, আমার দশম পুরুষে আবার আসিয়া তোমাকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। শোকে দুঃখে উন্মাদিনী শচীদেবীকে ফেলিয়া তুমি চলিয়া যাইতেছ, সেবারও তোমার মা উন্মাদিনী হইবে এবং তোমাকে তাহার সেবা করিতে হইবে। বিবাহিতা পত্নী বলিয়া দুঃখিনী বিষ্ণুপ্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ, সেবার সন্ন্যাসী হইয়াও পত্নীকে সঙ্গে রাখিয়া তাহার সেবা গ্রহণ করিতে হইবে। আমার পুত্র-কন্যা আছে বলিয়া আমাকে নিলে না—সেবার তোমারও পুত্র-কন্যা হইবে এবং তাহাদের সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে হইবে। চেয়ে দেখ, শান্তিপুরবাসী সকলেই তোমার জন্য কাঁদিতেছে—তুমি তাহাদের অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া যাইতেছ। সেবার এই শান্তিপুরবাসীরা তোমার গায়ে ধুলা কাদা দিয়া তোমাকে তাড়াইয়া দিবে।" মহাপ্রভু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার অভিশাপ শিরোধার্য, কিন্তু আমি তো আর একা আসিব না—ব্রহ্মতত্ত্বরূপী তুমি, পরমাত্মতত্ত্বরূপী নিত্যানন্দ এই ভগবৎ তত্ত্বের সঙ্গে একত্রিত হইয়া ব্রহ্ম আত্মা ভগবান এই ত্রিতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য তিনদেহ জড়াইয়া একরূপ হইবে।"

ইহার পর পরমানন্দ লিখিতেছেন, বাড়ির ভিতর হইতে সীতাঠাকুরাণীর গলায় আমাকে গালাগালি করিতেছেন শুনিয়া আমি জিরা কিনিবার জন্য বাজারের দিকে দৌড়াইলাম।'

পরমানন্দের পুস্তকের এই অধ্যায়ের নকল আমি শ্রীধরের নিকট নিজে পাঠ করিয়াছি। ইহার কিছুদিন পর শ্রীধরের বসন্ত হয়। রোগ সারিলে গোঁসাই শ্রীধরের সমস্ত কাপড় বই ইত্যাদি পোড়াইয়া দিতে বলেন। শ্রীধর এই বইখানি গোপনে রাখিয়া আর সব বাহির করিয়া দেন। কিন্তু গোঁসাই যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—শ্রীধর, আর কিছু নাই তো? তখন আর শ্রীধর মিথ্যাকথা বলিতে পারিলেন না। এই বইখানি রাখিবার জন্য কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। গোঁসাই শুনিলেন না। সুতরাং সেখানিও অগ্নিতে বিসর্জন দিতে হইল। আমি এই বইখানি নকল করিয়া রাখিব বলিয়া কতদিন মনে করিয়াছিলাম কিন্তু আলস্য বশত আজ কাল করিয়া উহা হয় নাই। ইহার পর গোঁসাই ও পরে শ্রীধর মর্ত্যলোকে অদৃশ্য হইলে আমি একবার নবদ্বীপ হইতে কাটোয়ায় হাঁটিয়া

যাইবার পথে এই পরমানন্দের বংশের বাটী বাহির করিবার জন্য অনেক খুঁজিয়াছিলাম। প্রায় ১৫ দিন অনেক গ্রামে অনুসন্ধান লইয়াছি, কিন্তু গ্রামের নাম জানা না থাকায় পরমানন্দের বাড়ি খুঁজিয়া পাই নাই। ইহা হইতে তুমি ব্যাপার বুঝিয়া লইবে।

তুমি লিখিয়া যাও। নিজের কর্তৃত্ব রাখিও না। তবে লীলা ঠিক ঠিক রূপে তোমার হাত দিয়া বাহির হইবে। প্রাণে যেরূপ আসে ধ্যান করিয়া তাহার সমাধান করিয়া লইবে। আবশ্যক মত আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে।

৩৫

পরমানন্দ দাসের সে লেখা উদ্ধারের কোন উপায় আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্বে আমি ঐ লেখা উদ্ধার করিবার জন্য পায়ে হাঁটিয়া নবদ্বীপ ও কাটোয়ার মধ্যে বহু গ্রামে ভ্রমণ করিয়াছিলাম।

আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ॥

—শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত

## দুই

### গুরু ও সদ্‌গুরু

১

এখনই অধৈর্য হইও না। গুরু কে তাহা চিনিতে বহুদিন লাগিবে। ধৈর্যের সঙ্গে নিয়মিত সাধন করিয়া যাও। সংসারও করিয়া যাও। তোমার প্রাণবল্লভ গুরু তোমারই আশায় অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার ধৈর্যের অভাব নাই। যথাসময় পর্যন্ত অপেক্ষাই করিবেন।

২

লোকের কাছে আবশ্যক হইলে বলিতে পার, তোমার গুরু শৃংগেরী মঠের সরস্বতী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী।

৩

চলে তো যেতেই হবে, আজ না হয় কাল, যখন তিনি ডাক দিবেন। কিন্তু তাতে তোমাদের কি? গুরু কখনই মরেন না।

৪

পৃথিবীতে একমাত্র উপাস্য শ্রীগুরু। একমাত্র দয়া করিতে সমর্থ শ্রীগুরু। একমাত্র ত্রাণকর্তা শ্রীগুরু। দোষ করিলেও রাগ করেন না—কেবলমাত্র শ্রীগুরু।

বল, গুরু কৃপাহি কেবলম্।

তোমাদের দাসানুদাস, দরবেশ।

৫

গুরুতে রতি যত হইবে, দেহাত্মবুদ্ধি তত ছুটিয়া যাইবে। সব হইবে, কেবল ধরিয়া থাকিতে পারিলেই হইল। লেগে থাকলে মেগে খায় না।

৬

গুরু যে পর্যন্ত দেহে বর্তমান থাকেন, সে পর্যন্ত তাঁহার মূর্তি পূজা করা বা ভোগ দেওয়া একেবারেই নিষেধ। উহাতে জীবিত গুরুর আয়ুক্ষয় হয়।

৭

কোন প্রকার না ভাবিয়া সহজ ও সরল ভাবে যে কথা গুরুর মুখ হইতে শিষ্যের নিকট বাহির হয়, সে কথা সত্য হইবেই। ঐ বাক্য সমস্ত শাস্ত্র ও ঋষিগণের সম্মত বাক্য।

৮

তোমার গুরু বড় কি যাঁহার সাধন তিনি বড় এই প্রশ্নের উত্তর চাহিয়াছ। এই তত্ত্ব উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা বুঝাইয়া বলা সম্ভব নহে। তোমার গুরু কে? সরিফাবাদে তুমি যে দেহটার নিকট হইতে মন্ত্র পাইয়াছ উহা তো দুদিন বাদে নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব তোমার গুরু কি নশ্বর? তোমার গুরু ও এই দেহটা সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। তবে তোমার গুরু এই দেহে বাস করিতেছেন বলিয়াই দেহটার একটু আদর। গুরু দেহী নহেন, গুরু একটা শক্তি। এই শক্তি ও যাঁহার সাধন, তিনি এক বস্তু; বিন্দুমাত্র পৃথক নহেন। যে পর্যন্ত এই জ্ঞান না হয়, সে পযন্তই গোলমাল। যে মহাশক্তি তুমি লাভ করিয়াছ, সেই মহাশক্তিই তোমার যথার্থ গুরু এবং একমাত্র সেই শক্তিই তোমার নিকট বড়। তুমি এই শক্তি চক্ষে দেখ নাই। কিন্তু একটা দেহের খাঁচার মধ্যে এই শক্তির পূর্ণ খেলা দেখিয়াছ, তাই সেই দেহের খাঁচাটা তোমার গুরুপদবাচ্য। আবার গোঁসাই ও এই শক্তি একই জিনিষ। তাই গোঁসাই তোমার উপলক্ষ।

নাম করিতে করিতে এ সব তত্ত্ব তোমার নিকট আপনা হইতে স্ফুরিত হইবে। অনুভবের বিষয় মুখে বলিয়া বুঝান যায় না।

ভূমা অর্থ—যিনি এক হইয়াও বহুত্বরূপে প্রকাশিত হন। অর্থাৎ বিরাট পুরুষ। পরমাত্মা অর্থ জ্যোতির্ময় বস্তু। ভূমা পরমাত্মা অর্থ জ্যোতিরূপে বা চিদঘন রূপে যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত করেন।

স্মরণ অর্থ মনে করা এবং মনন অর্থ ঐ মনে করা জিনিষটি ভিতরে ধরিয়া রাখা।

৯

ধীর ও শান্ত হইতে হইবে। ঘোড়-সোয়ার যেমন অদম্য শক্তিশালী

তেজীয়ান ঘোড়ার রাশ টানিয়া রাখে, সেই প্রকার এই যে নূতন জগতে প্রবেশ করিয়াই মনে নানা বিচিত্র প্রকাশের উদয় হইতেছে, এই কৌতূহলের রাশকে প্রাণপণে দমন করিতে হইবে। কেননা, উত্তর পাইতে হইলে, মীমাংসায় উপস্থিত হইতে হইলে, প্রশ্ন করা মোটেই আবশ্যক নয়।

তোমার পূর্বজন্মের গুরু কে, জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তত্ত্বটি পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারিলে, এ প্রশ্ন হইত না। দৃষ্টান্ত দিতেছি। একটি কলসীতে গঙ্গাজল আছে। দুইটা চুমকি লইয়া আসিয়া তুমি ও আমি গঙ্গাজল কলসী হইতে ঢালিয়া পান করিলাম। পান করিয়া দুইজনের চুমকিতেই কিছু কিছু জল অবশিষ্ট রহিল। এই জলটা আমি কলসীতে ঢালিয়া রাখিলাম।

এক ঘণ্টা পরে আবার পিপাসা পাইল এবং তুমি আবার কলসী হইতে একটা চুমকিতে জল ঢালিয়া পান করিলে। এখন সেই সাবেক চুমকিতে এবার আর জল খাওয়া হইল না। কেননা সেটা হইতেছে মেটে বাসন, ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এবার আমরা দুইজনেই নূতন দুইটা ভাঁড়ে জল খাইলে এখন ইহাকে তুমি কি বলিবে? তোমার আগের জল কি আমি খাইলাম, না, আমার জল তুমি খাইলে? সেই কলসা, সেই গঙ্গাজল কেবল নূতন পাত্রে সেবন করা হইল। এখন তোমার আমার গঙ্গাজল বদল হইয়া গেল না তো? দুইজনের অবশিষ্ট জলই যে কলসীতে ছিল।

গুরুশক্তি এক। কেবল ইহলোকে আধার ভিন্ন ভিন্ন। পরলোকে আবার এক হইযা যায়। আবার প্রয়োজন বশত আসেন,—নূতন দেহ লইয়া। যে আত্মা মুক্তি লাভ করে নাই, তাহাতে সদ্‌গুরু শক্তি প্রেরণ করেন না। তথাপি পৃথক আধার চেনা যায়; উহার সংকেত আছে। তোমার পূর্ব জন্মের গুরু কে, সে প্রশ্নের উত্তর সেই পত্রে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম, যে পত্রে তোমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা পাঠান হয়। আবার সেই চিঠিখানা পড়িয়া দেখিও।

১০

'সমীরণ গুরু' শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছ। যখন গুরুতে নিষ্ঠা ও রতি ঘনীভূত হয়, তখন শ্রীগুরু যে সবব্যাপী, এই ধারণা স্পষ্ট অনুভব হয়। সাধক তখন শ্রীগুরুর সর্বব্যাপিত্ব বুঝাইবার জন্ত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠে,—'তুমি বাতাস,' কেননা একমাত্র বাতাস ব্যতীত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আর কিছুই নাই, যাহা

সর্বব্যাপী। তাই প্রাকৃত জগতের 'সমীরণ' ব্যতীত গুরুগতপ্রাণ সাধকের শ্রীগুরুকে বুঝাইয়া বলার আর দ্বিতীয় ভাষা নাই।

যখন সাধক সমস্ত কল্পনার ধর্মকে বিসর্জন দিয়া কেবলমাত্র সত্যের উপাসনা করে, তখন ঈশ্বর, দেবদেবী প্রভৃতি কিছুতেই তাহার মন ভুলাইতে পারে না। সে প্রত্যক্ষবাদী হইয়া কেবল যে পিতা মাতা হইতে এই পৃথিবী দর্শন করিয়াছে এবং যে গুরু হইতে পরাশান্তির আস্বাদ পাইয়াছে—এই তিন ছাড়া, যাহা এখন পর্যন্ত চোখে দেখে নাই, সেই ঈশ্বর পর্যন্ত স্বীকার করে না, তখন প্রত্যক্ষবাদী এই তিন দেবতার তুলনা দিতে গিয়া বলে,—

'সমীরণ গুরু আর মহাবিষ্ণু পিতা,
মহতী এ বসুন্ধরা সকলের মাতা।'

প্রত্যক্ষ এই পৃথিবীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ এই তিন দেবতার তুলনা করিয়া সাধক তৃপ্তি লাভ করে।

এই অবস্থার পরেই অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বর সাধকের নিকট প্রত্যক্ষ হন।

১১

গোঁসাইজী ও তোমার গুরুদেব সম্বন্ধে তুমি যে প্রশ্ন তুলিয়াছ, উহা তুমি ইহাদিগকে পৃথক মনে কর বলিয়াই এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারিয়াছে। নাম ও নামী বা ইষ্ট এই দুইটির মধ্যে তোমার কোন্‌টি প্রিয়, তাহা কি তুমি বলিতে পার? যিনি ব্রজরসের উপাসক তাঁহার মনে কি কখনও এমন প্রশ্ন বা সংশয় আসে যে ব্রজরাজকে ভালবাসিব কিংবা তাঁহার নামকে, গুরুদত্ত নামকে ভাল বাসিব? এ প্রশ্ন অস্বাভাবিক।

সমস্ত সম্প্রদায়ের রীতি অনুসারে গুরু ও পরমগুরু বলিয়া যে পার্থক্য আছে, তোমাদের এ সাধনে তাহা নাই। গুরুর কাছে মন্ত্র পাইয়া, যখন খুশী সুবিধা বুঝিয়া একজন শিষ্য করিলাম, তোমাদের তাহা হইবার যো নাই। যেদিন সেরূপ মরা মন্ত্র চলিবে, সে দিন সংসারের লোকের মত মালা টপ্‌ টপ্‌ ও চুরি একসঙ্গে চলিবে।

এই সাধন একটা শক্তি। এই শক্তি নিজে লাভ করিলেও শ্রীগুরুর প্রত্যক্ষ অনুমতি ব্যতীত অন্যের দেহে সঞ্চার করার ক্ষমতা জন্মে না। এই অনুমতি তোমার গুরু লাভ করিয়াছে বলিয়াই তোমরা বাঁচিয়া গেলে; নহিলে সেই গতানুগতিক অবস্থা হইত। শক্তিদাতা গোঁসাইজী।

সুতরাং তোমার যথার্থ গুরু গোঁসাইজী। এবং যথার্থ গুরু ও ব্যবহারিক গুরু এই দুইটিই দরবেশ। যখন সাধনে অগ্রসর হইবে তখন নাম ও নামী যেরূপ অভিন্ন বুঝিতে পারিবে, সেইরূপ তোমার গুরু ও গোঁসাইজী একই জন, তাহাও জানিবে।

১২

সম্পূর্ণরূপে সব বিষয়ে গুরুর অনুগত হইয়া চলিতে পারা একটি উৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা। এই অবস্থা লাভ করিতে তপস্যার প্রয়োজন। যাহাদের এই অবস্থা লাভ হয় নাই ( বলা বাহুল্য অধিকাংশেরই এই অবস্থা লাভ হয় নাই ) তাহাদের সমস্ত ব্যাপারে গুরুর নির্দেশ লাভ করা সম্ভব নয়। কেন নয়, উহা বুঝিতে হইলে অনেক বুঝিবার আবশ্যক।

১৩

স্ত্রীলোকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ গোঁসাই সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয় বলিতেন। এ বিষয়ে সদ্গুরুসঙ্গে যাহা দেখিয়াছেন তাহাই ঠিক। তবে গোঁসাই বলিতেন, অনেক গুরুবংশে এই প্রকার নিয়ম আছে যে পূর্বাপর স্ত্রীলোকেরা দীক্ষা দিয়া থাকে। *ঐ দীক্ষা দেওয়ার সময় উপগুরু হিসাবে একজন পুরুষ থাকে।* তিনি কানে মন্ত্রদান করেন। গোঁসাইও সর্বপ্রথম তাঁহার মায়ের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে শান্তিপুরের পণ্ডিত কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী তর্করত্ন মহাশয় উপগুরুর কায করিয়াছিলেন। শান্তিসুধা যে দীক্ষা দিতেন, তাঁহাতে তিনি তাঁহার স্বামী জগদ্বন্ধু মৈত্রকেই উপগুরু বলিয়া প্রকাশ করিতেন।

১৪

আমার অনুমতি ব্যতীত কোনো বিষয়ে কোন প্রতিজ্ঞা করা তোমার পক্ষে অপরাধ। * * *

সৎ কাজ করিতে হইলে, পূর্বে কোনো প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া লইতে হইবে, ইহা আমাদের দেশের ভাব নহে; উহা বিলাতী আমদানি। আর প্রতিজ্ঞা করা অর্থ সেই নিয়মগুলিকে তোমার গুরু বলিয়া স্বীকার করা। একমাত্র গুরু ব্যতীত অন্য কোন কিছুর নিকট মাথা নীচু করিয়া বন্ধন স্বীকার করিলে ব্যভিচার করা হয়। সৎ কাজের পূর্বে প্রতিজ্ঞা করাটা নিতান্তই হাস্যকর। * * *

মহৎ কাজ সম্পাদন করিতে হইলে পূর্বে কোন কিছু প্রতিজ্ঞা করিতে হয় না। এই বিলাতী ভাবে দেশের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। তবে একত্রে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হইলে, সমিতির হিতজনক কতকগুলি নিয়ম অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হয়। এই প্রকার সাধারণ নিয়মের প্রতিজ্ঞা হইলে সে স্বতন্ত্র কথা। এই জন্যই লিখিতেছি নিয়মগুলি স্পষ্ট আমাকে জানাইবে। তৎপূর্বে কোনো প্রতিজ্ঞা করিও না।

১৫

তোমার দাঁতের এত দুর্দশা হইয়াছে জানিয়া দুঃখিত হইলাম। দাঁত সম্বন্ধে আমি বোধহয় শিমুলতলায় কিছু বলিয়াছিলাম, উহা এক বছর আগের কথা। ইহার পর বলিয়াছি কিনা, আমার মনে নাই। আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি ঠিক তখনকার অবস্থাই বিচার করিয়া বলিয়াছিলাম; এখন dentist বলিতেছে, দাঁত ছয়মাস আগে তোলা উচিত ছিল। সুতরাং dentist এর কথার সঙ্গে আমার কথা মিলিতেছেনা। ছয়মাস পূর্বে তোমার দাঁতের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা এখনকার দাঁত দেখিয়া ঠাহর করার মত dentist তাহা হইলে কলিকাতায় রহিয়াছে, দেখা যাইতেছে। আমি যদি বলি ঠিক দাঁত তোলার যেদিন দরকার ছিল, তুমি গড়িমসি করিয়া উহাতে ৫-৭ দিন মাত্র দেরী করিয়া ফেলিয়াছিলে,—তাহা হইলে তোমার dentist কি তাহার বিদ্যা দ্বারা প্রমাণ করিতে পারিবে যে ৫-৭ দিন নয়, ৬ মাস অর্থাৎ ১৮০ দিন হইয়াছে?

চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে আমি যে অজ্ঞ, তাহা তোমাদের কাহারও কাছে অবিদিত নাই। সুতরাং ব্যাধি সম্বন্ধে আমার বাক্য ও সিদ্ধান্ত ঠিক আমার চিকিৎসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলাইয়া গ্রহণ করা উচিত। উহা গুরুবাক্য হিসাবে গ্রহণ করিতে চাহিলে পদে পদে এইরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়া আশ্চর্য কি? আর দেখা যাইতেছে তুমিও কথাকে ঠিক গুরুবাক্য হিসাবে গ্রহণ কর নাই। যদি তাহা পারিতে, তবে তোমার সব দাঁত চুরমার হইয়া যাইতে বসিলেও মন টলিত না এবং আমাকে আবার জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছুতেই দাঁত তুলিতে পারিতে না। অতএব আমার ডাক্তারী বাক্য তুমি ডাক্তারের মত গ্রহণ করিয়াছিলে, দেখা যাইতেছে। গুরুবাক্যে দুর্দৈব কখনও হয় না।

* * * *

গুরুবাক্য আমার ভিতরে যে সত্য হইয়া উঠিবে, উহা আমার গুরুদেবের সিদ্ধত্ব বা অসিদ্ধত্বের উপর নির্ভর করে না। উহা সম্পূর্ণরূপে আমার নিজ কেরামতের উপর নির্ভর করে। বুঝেছ কি?

গুরুবাক্য, ঋষিবাক্য ও ভগবৎবাক্যের সঙ্গে একেবারে এক। কিন্তু যদি আমার ভিতরে ঐ সত্য ফুটিয়া থাকে তবেই, নতুবা কিছু নয়। বুঝিলে কি?

তুমি সরল বিশ্বাসে আমার কথায় যে নিশ্চিন্ত হইয়া এতদিন ছিলে, যদিও উহা ভাল করিয়াছ কি মন্দ করিয়াছ সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে, তথাপি তোমার এই কষ্ট পাওয়ার জন্য আমি দুঃখবোধ করিতেছি।

১৬

তোমার বুকে কোনো প্রকার পীড়া নাই, ইহা দৃঢ় প্রত্যয় রাখিও। মনের উৎসাহে কাজ করিয়া যাও; যথার্থই আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছি এবং থাকিব। সাধন যতটুকু পার করিও; না পারিলে করিও না। আমার সম্বন্ধে যাহা কিছু উপলব্ধি হয়, তাহা তখন তখন কাহার নিকটেই বলিও না। অনেক দিন পরে একান্ত মরমী গুরুভাই কেহ হইলে বলিতে পার। যদি তাহাতে তাহার উপকার হইতে পারে বুঝ—তবেই বলিও। নতুবা অনাবশ্যক।

১৭

প্রীতি একদিনে হয় না। এইরূপ সাধন করিতে করিতে এবং শ্রীগুরুর বাক্য—কায—চেষ্টা অনুধ্যান করিতে করিতেই গুরুতে প্রীতি জন্মে। ধৈর্য্য ধর, সব হইবে।

পোখরাজ বৃহস্পতি বা শ্রীগুরুরত্ন। পোখরাজ ধারণ করিলে মহাগুরু বৃহস্পতি ও মহামাতা তারা প্রসন্ন হন। পোখরাজ ধারণ তোমার পক্ষে অনাবশ্যক। জ্যোতিষী তোমার কুষ্ঠি দেখিতে ভুল করিয়াছে, অথবা কুষ্ঠিটাই ভুল। বৃহস্পতি গ্রহ তোমার উপর একান্ত সদয়। বলিতে গেলে তাঁহারই কৃপায় তুমি রোগমুক্ত হইয়াছ। পোখরাজ মণি তোমার জন্য নয়।

মাছ খাইয়া বেশ করিয়াছ। ভাল লাগিলে উহা খাইতে কোন বাধা নাই।

* * * * *

বিভার দেহ আর সন্তান প্রসবের উপযোগী নাই। এ বিষয়ে তোমাদের দুইজনেরই সংকল্প দৃঢ় হওয়া উচিত।

কিছুতেই ভীত হইও না। আমিই তো রহিয়াছি।

১৮

গুরুর সেবায় দানের জন্য যদি দশজনে জুড়িয়া চাঁদার ব্যবস্থা করিতে হয়, তবে সে গুরুর মরণ ভাল। আশ্রম করা শিষ্যদের নিজ কার্য, উহাতে সভা ও চাঁদা চলিতে পারে; কিন্তু সেবা তাহা নহে। নিজে কিছু দিয়া গুরুর উপকার করিলাম—এ বুদ্ধি হইলে সেবায় কিছু দেওয়া কাহারও উচিত নহে। নিজে কৃতার্থ হইলাম—এই বুদ্ধি হওয়া চাই। আপন বোধ বহু সাধন সাপেক্ষ। উহা না হইলে দোষ নাই, কিন্তু ইহা না হইয়াও হওয়ার ভান করা একান্ত ক্ষতিকর। তোমাদের মধ্যে এমন অনেক আছে, যাহাদের নিজ স্ত্রী বা পুত্রের এইরূপ কঠিন ব্যারাম হইলে নিজেরাই যে ভাবে পারে বাধ্য হইয়া সে খরচ চালায়। আর গুরুর বেলায় চাঁদার কথা উঠে কেন? যে যাহার মানসিক অবস্থার উপর চলিতেছে, এবং ইহাই স্বাভাবিক।

১৯

তোমাদের সমস্ত পাপ তাপই আমাকে হজম করিতে হইবে। তোমাদের সকলের সর্বপ্রকার দুর্বুদ্ধির জন্য নিজে ভুগিতে প্রস্তুত হইয়াছি বলিয়াই ঠাকুর আমাকে এই ভার দিয়াছেন। যেন উহাতে পশ্চাৎপদ না হই, এইমাত্র ভগবৎ চরণে প্রার্থনা।

* * * গুরুভাইয়ের দুর্দশা অন্যের নিকট বলিতে নাই। আমি সতীশকে ধীরে ধীরে পথে আনিব।

সতীশের দরুন তুমি এতদিন তিলে তিলে যে কষ্ট পাইয়াছ এবং অসুবিধা ভোগ করিয়াছ, সে জন্য তোমার নিজের দোষ নাই, তাহা মনে করিও না। যখন সর্বপ্রথমে তোমার সতীশের ব্যবহারে বেচাল মনে হইয়াছিল, তন্মুহূর্তে তোমার সে কথা আমার নিকট বলা উচিত ছিল। 'বাবা' বলিয়া ডাক বলিয়া আমার সঙ্গে তোমার মাত্র ছিল পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ নয়। আমাকে তোমার পিতার মত ভক্তি, সন্তানের মত স্নেহ, বন্ধুর মত মনের মানুষ, স্ত্রীর মত প্রিয়তম মনে করা উচিত। নিজের অন্তরতম প্রদেশে যে সমস্ত গুপ্ত ভাব বা প্রবৃত্তি আছে, যাহা নিজের স্ত্রীকে, নিজের বন্ধুকেও বলা যায় না, তাহাও আমার নিকট গোপন রাখিতে নাই। জানিয়া রাখ, আমার মত এ পৃথিবীতে আর কেহ তোমার প্রাণের অবস্থার

সঙ্গে সহানুভূতি করিতে পারিবে না। শুধু সতীশের ব্যাপার নয়, যে কোনো কারণেই অতি সামান্য মাত্র অসোয়াস্তি মনে হয়, তৎক্ষণাৎ উহা আমাকে জানাইতে হয়। না জানাইবার দরুন সতীশের ব্যাপারে অকারণ মনস্তাপ পাইলে। ইহাই তোমার অপরাধ।

সতীশের নিকট তুমি ইচ্ছা করিয়া চিঠি লিখিও না, যদি সে তোমাকে চিঠি লিখে, তবে দস্তুরমত তাহার চিঠির মোটামুটি জবাব দিবে। দেখা হইলে গুরুভাই বলিয়া খুব সৎ ব্যবহার করিবে, কিন্তু কখনও আর তোমার বাসায় স্থান দিবে না। ইহাই আমার আদেশ জানিবে।

২০

এবার যেমন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, কোনো ব্যাপারে বুঝিতে না পারিলে এই প্রকার জিজ্ঞাসা করাই রীতি। অবিচারে আমাকে মনের যে কোনো ভাব খুলিয়া বলাই কল্যাণকর। তোমাদের যে কোনো জঘন্যতম ভাব আমার নিকট প্রকাশ করিলেই উহা দূর করিবার উপায় হইবে। আমি তোমাদের বিচারক নহি; তোমাদের প্রত্যেকের স্বপক্ষে ভগবানের দরবারে উকীল। উকীলকে মকদ্দমায় সমস্ত অবস্থা যথার্থরূপে বুঝাইয়া না দিলে, জয়ের আশা থাকে না।

২১

লোক সেবাই শ্রীগুরু সেবা, নামের সেবাই শ্রীগুরু সেবা; বৈরাগ্যই মানুষের যথার্থ স্বরূপ।

২২

সামান্য একটু সহানুভূতি পাইয়া বৌমা একেবারে গলিয়া গিয়াছেন। মেয়েরা এমনিই কোমল। তাহাকে আশীর্বাদ জানাইয়া বলিবে, সদ্‌গুরু শুধু পরকাল নহে, ইহকালেরও বান্ধব। এই জন্য সৎ শিষ্যের কর্তব্য শুধু পরকালের জন্য সাধন ভজন করা নহে, ইহকালেও সৎকর্ম দ্বারা শ্রীগুরুর প্রীতিসাধন করা।

২৩

সদ্‌গুরুর কার্য শুধু তাঁহার দেহ ধারণের ৫০-৬০ বছর অতীত হইলেই শেষ হইয়া যায় না। এত অল্প কাজের জন্য ভগবান অবতীর্ণ হন না। সদ্‌গুরুর কার্যধারা ও শক্তি প্রায় ৫০০ বছর পর্যন্ত কার্যকরী থাকে। তাঁহার অনুমতি

প্রাপ্ত শিষ্য-প্রশিষ্যগণের ভিতর দিয়া তিনি কাজ করিতে থাকেন। ক্রমশ এই শক্তি উক্ত দেহধারী শিষ্য-প্রশিষ্যগণের অযোগ্য সংসর্গে আসিয়া ধীরে ধীরে মলিন হইতে থাকে, এবং ৪-৫ শত বর্ষ পরে আর শক্তি কার্যকরী থাকে না। তখন সদ্‌গুরু আবার অবতীর্ণ হন। ইহাই সদ্‌গুরুর ধারা। তোমরা সদ্‌গুরু কৃপা প্রাপ্ত।

২৪

শ্রীগুরুর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিতে হইবে, একথা গোঁসাই কখনও বলেন নাই। কিন্তু নিজের পত্নী যোগমায়া দেবীর মূর্তি স্থাপন করিয়া পূজা প্রবর্তন করিতেও কিছুমাত্র বাধে নাই। ব্রহ্মবিদ্‌গণের কার্যাকায কিছুই বোঝা যায় না। তাঁহার গুরুর বাহ্যপূজা প্রবর্তন করা কখনও সম্ভব ছিল না, বিশেষত তিনি সদ্‌গুরুও ছিলেন না, তাঁহার কোন ছবিও পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে গোঁসাই শ্রীগুরুর হুকুম অনুসারেই চলেন, এ কথা বহু-বারই বলিয়াছেন। বাহ্যপূজা সকলকেই করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। সাক্ষাত মত এ বিষয়ে বিস্তৃত বলিব।

২৫

তোমার বাঁধা গৎ, আমি মূর্খ যেন সাধন করিতে পারি, যেন আপনার চরণে মতি থাকে ইত্যাদি পূর্ণ চিঠির জবাব কি?

নাম কর, সাধন কর, সাধন করাই গুরুকৃপা লাভের উপায়। এজন্য আমাকে খোসামোদ করিয়া চিঠি লিখা অনাবশ্যক।

২৬

নাম অর্থাৎ মন্ত্র, নামী অর্থাৎ ইষ্টদেব এবং নামদাতা অর্থাৎ গুরুদেব —এই তিন একই। একেরই তিন রূপ। বহু সাধনা দ্বারা অবস্থা লাভ হইলে উহা বুঝা যায়। নতুবা বাহিরে বাহিরে শুনিয়া মুখস্থ করিয়া রাখিলে হয় না। গুরু সমস্ত আপদ বিপদের রক্ষাকর্তা। কিন্তু মানুষ যাহাকে আপদ বিপদ বলে, গুরু তাহাকে আপদ বিপদ বলিয়া মনে না করিতে পারেন। অথবা আমরা যাহা রক্ষা করা বলিয়া বুঝি তিনি সে প্রকার না বুঝিতে পারেন। চুরি করিয়া জেল হইতে বাঁচা আমরা রক্ষা মনে করিতে পারি, কিন্তু গুরু আমাকে জেলে দেওয়াই রক্ষা মনে করিতে পারেন।

সাধন কর, সাধন কর। এ সব তত্ত্ব বুদ্ধি দ্বারা বুঝিয়া ঠিক রাখা যায় না।

সাধন দ্বারা তত্ত্ব আপনা হইতে প্রাণে উদয় হয়। গুরুমূর্তি ধ্যান করিতে কোন বাধা নাই।

২৭

গুরু কৃপা ও ভগবৎ কৃপা একই। যাঁহারা প্রত্যক্ষ গুরুজীর আদেশ মত চলিতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে তাহারাই অনায়াসে গুরু কৃপা বা ভগবৎ কৃপার অধিকারী হয়।

২৮

তোমার তসরের কাপড়খানা পাইয়াছি। ব্যবহার করিব। কিন্তু ইহা 'গুরু বরণ' স্বীকার করিতে দ্বিধা হয়।

কেবল মাত্র শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম ব্যতাত আর কিছু দিয়াই তোমার গুরুকে বরণ করা চলিবে না।

২৯

শ্রীগুরু কখনও দূরে থাকেন না। প্রত্যেকবার নাম স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি উপস্থিত থাকেন। সাধন ঠিক ঠিক নিত্য নিয়মিত হইতে থাকিলেই তাঁহার দর্শন সুলভ হয়। বাহিরে চিঠি পত্র লেখা না লেখার সঙ্গে উহার কোনো সম্বন্ধ নাই।

যতই কাজের ঝঞ্চাট থাকুক উহার সঙ্গে সঙ্গে নামের স্মরণ না থাকিলে উহা বন্ধনের কারণ হয়। নামই অকাজকে কাজে পরিণত করে।

৩০

তোমার সুবিস্তৃত চিঠি পাইলাম। যাহা পাইয়াছ, যতই দিন যাইবে, যতই অবিরাম নামের অনুশীলন হইবে ও রস পাইবে ততই ক্রমশ বুঝিতে পাইবে, কী অমূল্য বস্তুর সাক্ষাত পাইয়াছ। পূর্বের সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া যাও। অফুরন্ত অবসর পাইয়াছ। কেবল নাম করিয়া যাও। যত ভজন করিবে ততই প্রাণে প্রাণে শ্রীগুরুর পরিচয় লাভ হইবে। বাহিরে আলাপ আলোচনা হোক না হোক, কিছু যায় আসে না।

যে যত সাধন করে, তাহাকে তত কাছে মনে হয়।

৩১

তুমিও কমলার ব্যারামে যেরূপ সেবা করিতেছ বলিয়া শুনিলাম, তাহাতে আমি বড়ই আনন্দিত ও গৌরবান্বিত হইলাম। এই প্রকার গুরুভাই বা গুরুভগ্নীর সেবা দ্বারা সাক্ষাত শ্রীগুরুদেবেরই সেবা করা হয়।

* * * এতদিন তুমি শান্তি লাভের যথার্থ পথ পাইয়াছ। যত সাধন করিবে ততই আনন্দ বিকশিত হইবে। ভাবনা চিন্তার আর কোনো কারণ নাই। অবিরাম নাম কর ও গুরুকে ভালবাস, তবেই সব হইবে।

৩২

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু গোঁসাইজীর সেবা-পূজা ভোগ ইচ্ছা হইলে বা ভাল লাগিলে করা যাইতে পারে। উহার অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে কোন নির্দেশ নাই। যে অনাবশ্যক মনে করে তাহার নিকট নিশ্চয়ই উহা অনাবশ্যক। কেবল নাম দ্বারাই পূজা-অর্চনা ও ভোগ নিবেদন করিতে হয়! অন্য মন্ত্র অনাবশ্যক।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও দরবেশ একই সদ্‌গুরু শক্তি। এই একত্ববোধ হইলে একই দণ্ডবতে উভয়কে দণ্ডবৎ করা হয়। একত্ববোধ যদি না হয় তখন পৃথক দণ্ডবৎ করিতে বাধা নাই। কিন্তু মরজগতে এই দুইজন পৃথক ব্যক্তি—গুরু ও শিষ্য। এই মরজগতের কোনও আসনে ( নিজের চিত্ত ছাড়া বাহ্যিক সর্বত্র ) এই দুইজনের আসন পৃথক রাখিতে হইবে। এই স্থানে বিশেষ কথা এই যে, জীবিত ব্যক্তির ছবি কখনও পূজা করিতে নাই; উহাতে তাহার আয়ুক্ষয় হয়। মৃত্যুর পরে তাহার ছবির পূজা ও ভোগ দেওয়া চলে।

৩৩

যাহারা সদ্‌গুরুর শিষ্য, মৃত্যু সময়ে তাহারা নিশ্চয় শ্রীগুরুর সাক্ষাতকার লাভ করে।

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটিকে পুরুষার্থ বলে। অর্থাৎ এই চারিটি ছাড়া মানুষ কি ইহলোক কি পরলোকে আর কিছুই আকাঙ্ক্ষা করে না। আস্তিক হোক বা নাস্তিক হোক মানুষ মাত্রেই ঐ চারিটির একটি বা দুইটি বা চারিটিই চাহিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম কেহ যথার্থ চাহে না, বা চাহিলেও শ্রীগুরুর কৃপা ব্যতীত পায় না। অর্থাৎ প্রেম লাভ করিবার কোন উপায় বা সাধনা নাই। এই জন্যই উহাকে পঞ্চম পুরুষার্থ কহে। উহা সুদুর্লভ। মোক্ষও মানুষ চেষ্টা দ্বারা সাধন ভজন করিয়া লাভ করিতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপ্রেম চেষ্টা সাপেক্ষ নয়।

যে কোন বিগ্রহ হোক না কেন, উহার মধ্যে আমার ইষ্টদেব আছেন—এই বুদ্ধিতে যথাযোগ্য দণ্ডবৎ নিশ্চয় করা উচিত। নিজ ইষ্টবুদ্ধি না হইলে সব প্রণাম বিফল হইবে। শুধু বিগ্রহ নয়, যে কোনো মানুষকে প্রণাম

করিতে হইলেই আমার ইষ্টদেব ইহার মধ্যে বিরাজ করিতেছেন—এই বুদ্ধিতেই প্রণাম করিতে হইবে। কেবল মাত্র ইষ্টদেব ছাড়া এ জগতে কেহ প্রণম্য নাই।

### ৩৪

কোন শিষ্যেরই গুরুকে অবতার বলায় দোষ হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া উহা অপরের উপর জুলুম করিয়া চালাইতে যাওয়া নিতান্তই বোকামি। স্ত্রীর সঙ্গে বসিয়া কখনও সাধন করিবে না। সাধনের দিক দিয়া জগদ্বন্ধুর দলের সঙ্গে তোমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু সমস্ত বিষয়েই স্ত্রীর মত ব্যবহার করিবে। ঋতুর পর পঞ্চম দিন হইতে ষোড়শ দিনের মধ্যে এক বার মাত্র স্ত্রী-রমণ করিলে উহাতে বীর্য ধারণ করা হয়—কিন্তু উহা সহজ নহে। ঐরূপ করিতে হইলে স্নান, আহার, নিদ্রা ইত্যাদি যথেষ্ট নিয়ম করিয়া করা প্রয়োজন।

নাম করিয়া যাও, তবেই গুরু দেহে না থাকিলেও উহার নিকট হইতে সমস্ত বিষয় মীমাংসা পাইবে।

### ৩৫

গুরুকে কৃপা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে নাই। তিনি তোমার সম্বন্ধে তাঁহার কখন কি কর্তব্য তাহা বেশ ভালো জানেন। তোমার কথায় উহা এক মুহূর্ত পূর্বে বা পরে হইবে না। তোমার কল্যাণ কিসে হইবে তাহা তিনি তোমা অপেক্ষা ভাল জানেন। তুমি তোমার নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হও, তবেই সব হইবে। চিঠি লিখিয়া দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা অনর্থক।

### ৩৬

তোমার মানসিক অবস্থা এই প্রকার যে, তুমি নিজের উপর আস্থা রাখিয়া তো কোন কাজ করিতে পারনা, আবার তোমার অত্যন্ত প্রিয় গুরুদেবের কথায়ও পরিপূর্ণ আস্থা রাখিয়া কিছু করিতে পারনা। তুমি চাহ যে, তোমার নিশ্চিতই সুবিধা হইবে এইরূপ বাক্য দ্বারা তোমাতে উদ্বুদ্ধ করা হোক। কিন্তু জানিয়া রাখ, জগতে যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্ গুরু তাঁহারা কখনও শিষ্যের ভবিষ্যৎ নির্দেশ করেন না। উহা শিষ্যের আত্ম বিকাশ সম্বন্ধে একান্ত হানিকর। তাঁহারা যেরূপ ভাল বুঝেন তাহা শিষ্যকে বলেন। শিষ্যের কর্তব্য এই কথার কোনও টীকা টিপ্পনী অবিশ্বাসী বুদ্ধি দ্বারা বাহির না করিয়া দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে সরল ভাবে করিয়া যাওয়া। ভগবৎ

রাজ্যে এই নিয়ম সুদৃঢ় ভাবে প্রমাণিত আছে যে, শ্রীগুরুর কথা অনুসারে অবিচারে চলিয়া শিষ্যের এ পর্যন্ত কখনও অপকার হয় নাই।

যাক—মন কখনও কথায় বদল হয় না। নিত্য নিয়মিত সাধন দ্বারাই অতি ধীরে ধীরে মানুষ পূর্ণতার দিকে যায়। তুমিও তাহাই যাইতেছ, সুতরাং হতাশ হইবার কোনো কারণ নাই। তোমার মন হয়তো এখন ঠিক তোমার মনের মত নহে; কিন্তু হইবে, হইবে, অবশ্যই হইবে, সন্দেহ নাই। * * *

তোমার মন ভীরু বলিয়া দুঃখ করিও না। সাধনের পূর্বে যাহা ছিলে তাহার সঙ্গে বর্তমান জীবন সব দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে ভগবানের কী মহিমা! তিনি কী কৌশলে তোমাকে কোন দিক দিয়া কোথায় লইয়া গিয়া কল্যাণ সাধন করিতেছেন।

এই মন পাথরের মত সবল হইবে। কিন্তু ধীরে।

৩৭

গুরুদেব কখনও মরেন না, এ বিশ্বাস মনে দৃঢ় রাখিও। আমার দেহ তোমাদের চক্ষুর অগোচর হইলে এখনকার মত চিঠি লিখিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না; জিজ্ঞাসার আবশ্যকও হইবে না। কোনও সন্দেহজনক প্রশ্ন মনে উঠিলে নির্জন ঘরে প্রশান্ত মনে শ্রীগুরুমূর্তি ধ্যান করিবে। ধ্যানের ফলে যেরূপ করা নিজের মনে উদয় হয় অবিচারে উহাই গুরুর আদেশ জানিয়া তদনুযায়ী কায নির্বাহ করিবে। সময় সময় হয়তো স্পষ্ট ভাষায় বাণীও শুনিতে পাইবে। এখন বরং আমি তোমাদের অনেক প্রশ্নের জবাব স্পষ্ট না দিয়া তোমাদের মনের অবস্থার দিকে লক্ষ রাখিয়া জবাব দিয়া থাকি। তখন আর তাহা হইবে না। সিদ্ধান্ত বাক্য যাহা তাহাই পাইবে।

৩৮

যে বিষয়ে আমি কিছুই বলিব না, দেখিতেছি তুমি সেই বিষয়ে পুনঃ পুনঃ আমাকে খোঁচাইয়া একটা জবাব আদায় করিতে চাও। ইহা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। নিজে না বুঝিয়া যদি একটা ভুল কর, সে দোষের জন্য ক্ষমা আছে। কিন্তু কোন বিষয়ে আমার বাক্য পাইয়াও যদি তদনুযায়ী কাজ করিতে না পার তবে সে অপরাধের কোনও প্রকার জবাব বা ক্ষমা নাই। এই জন্যই সদ্‌গুরু কখনও শিষ্যকে আদেশ করেন না।

বিবাহ করিব কি না, চাকরী করিব কি না, ভাত খাওয়া ভাল কি রুটি

খাওয়া ভাল, চাকরী করা ভাল কি ব্যবসায় করা ভাল, কালো মেয়ে ভাল কি ফর্সা মেয়ে বিবাহ করা ভাল—এ সবই সদ্‌গুরুর নিকট এক ধরণের প্রশ্ন। কেননা তিনি বিশিষ্ট প্রকারে অবগত আছেন যে উহা দ্বারা আত্মার কোনও কল্যাণ অকল্যাণ হয় না। এই সব বিষয়ে তাহাকেই হুকুম করা চলে যে কখনও কোনো হুকুমের বিরুদ্ধেই চলিবে না বলিয়া নিশ্চিত জানা যায়। স্ত্রীলোকের দিকে তাকানো অভ্যাস আছে কিংবা নাই, রান্না করিবার লোক আছে কিংবা নাই—এ সব বিচার করিয়া বিবাহের কর্তব্যাকর্তব্য স্থির হয় না। সদ্‌গুরুর সে রীতি নয়। তুমি আমার হুকুম মতই যে সারা জীবন সব বিষয়ে চলিবে সে দিন তোমার আসে নাই।

৩৯

তুমি নামে রস পাও কি পাও না, তাহার বিচারক নিজে নহ।
অকূল সাগরে হাবুডুবু খাইতেছি।
কুকুরের মত প্রভুর দরজায় পড়িয়া আছি।
নরকেও যেন নাম ভুল না হয়।
নাম যেন সর্বাবস্থায় করিতে পারি।

এই সমস্ত মনের ভাব সাধক জীবনের সুস্থতার লক্ষণ। ধীরে ধৈর্যের সঙ্গে নামকে নিঙড়াইতে থাক। রস টপ্‌ টপ্‌ করিয়া পড়িবে। চিত্ত ধন্য হইয়া যাইবে।

সৎ বা অসৎ হওয়া, নাম করিতে পারা বা না পারা—এ সমস্তই সদ্‌গুরুর হাতে, সন্দেহ নাই। গুরু প্রত্যেকের আবশ্যক বুঝিয়া সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ব্যবস্থা করেন। সকলের পক্ষে এক ব্যবস্থা নয়। আবশ্যক হইলে বিনা চেষ্টায় কেহ নামের রসে ডুবিয়া থাকে, আবার প্রাণপাত করিয়া সহস্র চেষ্টায় কেহ একটা নামও করিতে পারে না। যাহার যাহাতে কল্যাণ হইবে, গুরু কোনো প্রকার আশু মায়া বশে বা বৃথা দয়া করিয়া কখনও সে পথ হইতে অন্য পথে যান না। তবে এ কথা ঠিক, যে ক্রিয়াশীল নহে, কোনো প্রকার চেষ্টা করে না গুরুও তাহার পক্ষে নিষ্ক্রিয় হন। কেহ চেষ্টা করিয়েছে দেখিলে অমনি গুরু তাহাকে সাহায্য করেন, এবং আবশ্যক মত সাধকের কল্যাণার্থে তাহাকে নরকের হোক স্বর্গের হোক সহজ সরল পথ যাহার পক্ষে যেরূপ, সাধককে সেই পথে লইয়া যান।

৪০

প্রত্যেকের ইহকাল পরকাল কেবলমাত্র শ্রীগুরুদেবের হাতে। ইহা যে বুঝিতে পারে সে-ই ভাগ্যবান।

৪১

ঘনশ্যাম পট্টনায়ক সম্বন্ধে বিস্তৃত অবগত হইলাম। তিনি যদি গুরুকরণ করিয়া থাকেন তবে সেই গুরুর নির্দেশমত নিষ্ঠার সঙ্গে সাধন করিতে থাকুন, তবেই তাঁহার কল্যাণ হইবে। আর যদি গুরুকরণ না হইয়া থাকে, অথবা গুরুকরণ করিতে ইচ্ছা না থাকে, তবে যেন একটি তুলসীর মালা লইয়া তারকব্রহ্ম হরেকৃষ্ণ নাম প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে জপ করেন। তাহাতেও তাঁহার যথেষ্ট কল্যাণ হইবে।

৪২

'এ সাধন অতঃপর কেহ না পাইবে'—অতি সত্য কথা। অতঃপর অর্থ গোঁসাইজীর নশ্বর দেহের অভাব হইলেই নহে। সদ্‌গুরু মানুষ হইয়া পঞ্চাশ ষাট বছর লোকের কল্যাণ করিয়াই তিরোহিত হন না। এই সদ্‌গুরুর ধারা তাঁহার শিষ্যগণের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতে হইতে ক্রমশঃ পঙ্কিল হইয়া উঠে। তখন শক্তি বন্ধ হইয়া যায়।

আমি সদ্‌গুরু নহি; সদগুরুর চিহ্নিত পতাকা বাহক। তোমরা যে সাধন পাইয়াছ, উহা শক্তিপূত সদ্‌গুরু দীক্ষা ব্যতীত অপর কিছুই নহে। আমি নিজেকে সম্পূর্ণ করিয়া দিতে পারিয়া তবে এই শক্তি সঞ্চারের অধিকার পাইয়াছি। সে পরীক্ষা—সে ইতিহাস তোমাদের নিকট গোপনেই থাকিবে।

নাম কখনও হু হু করিয়া চলে, কখনও বন্ধ হইয়া যায়—ইহাই সাধক জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা। এরূপ না হইলে শুধু হু হু করিয়া অবিরাম নাম হইতে থাকিলে তোমার উপর [ সংসারের ] রাজত্ব ঘুচিয়া যাইবে এবং বউমা ভাতে মরিবে। দিন রাত নাম হওয়ার মত অবস্থা হইলেই উহা হইবে।

কর্মের জন্য চেষ্টা—শীঘ্র শীঘ্র কর্মকে ক্ষয় করে। যাহার চেষ্টা নাই, তাহাকে অনেক বেশি ভুগিতে হয়। তিন জন্মই বটে; কিন্তু উহার কোন মূল্য নাই। কেননা দুইটি জন্মের ফাঁকে পাঁচ হাজার বছরও বিনা জন্মে কাটিয়া যাইতে পারে।

সাধন কে পাইবে, তাহা পূর্বে আমি জানিতে পারি না। আমি আমার নিজ পছন্দ মত হ্যাঁ বা না বলি। যাহাকে হ্যাঁ বলি, তাহারও না হইতে পারে, যাহাকে না বলি, তাহারও হইয়া যাইতে পারে। আমি নিজে এ বিষয় বিচার করিয়া এই বুঝিয়াছি যে, লোকের কল্যাণ ও ধর্মাকাঙ্ক্ষা বাড়াইবার জন্য গোঁসাই এরূপ করিয়া থাকেন। ইহার বহু সুন্দর দৃষ্টান্ত আমার জীবনে ঘটিয়াছে।

নাম্না হি লভ্যতে ভক্তির্ভক্ত্যা প্রেম হি লভ্যতে।
প্রেম্না লভ্যতে গোবিন্দস্ততো নাম্নঃ পরং ন হি ॥

—বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

## তিন

## নাম

১

'আমার প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম হোক' ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন প্রার্থনা ভগবানের চরণে অনাবশ্যক। সমস্ত সাধু-সজ্জন-মহাত্মা কাহারও নিকটেই 'শ্বাসে প্রশ্বাসে যেন নাম হয়' ইহা ছাড়া অন্য কোনো প্রার্থনাই করিবে না। যেমন বীজের মধ্যে বৃক্ষের অস্তিত্ব থাকে, তেমনি ঐ শ্বাস-প্রশ্বাসে নামের মধ্যেই নিখিল ধর্মবিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম—সমস্তই অবস্থিত আছে।

২

নাম ধরিয়া থাক। শ্বাসে-প্রশ্বাসে হোক বা না হোক—সেদিকে লক্ষ দিয়া মাথা গরম করিবার আবশ্যক নাই।

নামকে ছাড়িয়া দিবার চেষ্টা বিফল। কেননা তুমি তো নামকে ধর নাই, যে ইচ্ছামত ছাড়িয়া দিবে। নাম তোমাকে ধরিয়াছেন, এবং দুর্দিনে তিনি কখনই তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। নাম দুর্দিনের বান্ধব। নাম সৎ অসৎ ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য—সর্বাবস্থায় একমাত্র বান্ধব।

অসৎ চেষ্টা অসৎ কার্য অসৎ অনুষ্ঠান—সর্বকার্যে সকল সময়ে নাম তোমার সঙ্গী ও বান্ধব। তোমার তো তাঁহাকে ত্যাগ করিবার সাধ্য নাই। তিনি কখনই তোমাকে ত্যাগ করিবেন না।

৩

নিজের সঙ্গে এত পারিবার আবশ্যক কি? নাম কর—নাম কর। নামই সব পারিবে, তোমাকে কিছু পারিতে হইবে না। নিজেকে নিজের প্রভু ভাবিও না।

প্রত্যহ যতক্ষণ পার, যখনই সময় করিতে পার—অফিস, স্নান-আহার-নিদ্রা ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্যের সঙ্গে সঙ্গে তো নাম লক্ষ্য থাকিবেই, বাকী সময় আসনে বসিয়া কাটাইতে চেষ্টা করিবে।

নামের সঙ্গে সর্বকার্য জড়িত হইয়া যাওয়া চাই। নহিলে সব বৃথা।

নাম পৃথক কিছু, অন্যান্য কার্য পৃথক কিছু, তাহা নহে।

নামের সঙ্গে সব জড়াইয়া লও। কুচিন্তা কুকার্য যদি কিছু হয়, উহাও নামের সঙ্গে জড়াইয়া দাও।

৪

সাময়িক দুর্দৈবের জন্য এত ব্যতিব্যস্ত হইও না। ভাল বা মন্দ যাহা কিছু হঠাৎ ঘটিয়া যায়—পরে আর সেই গত কথা স্মরণ করিয়া আফিংখোরের মত ঝিমাইয়া লাভ নাই। গত বা আগত কোন বিষয় লইয়া মাথা না ঘামাইয়া শুধু বর্তমানের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখ। বর্তমান মুহূর্তই ভবিষ্যতের জন্মদাতা। নাম—

৫

নামে আনন্দ কি এতই সহজ মনে করিয়াছ। বহু ভাগ্যে উহা জন্মিয়া থাকে। নিয়মিত আসনে বসিয়া সাধন ও সাধন উপদেশগুলি অন্তত কিছুকাল নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালন করার পর তবে নাম আনন্দ বিতরণ করেন।

৬

চারদিক হইতে, কি ধর্মে, কি সংসারিক বিষয়ে, কি ব্যবহারে সব দিক দিয়া তোমার যে দুর্দশা দেখিতেছি, উহাতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইযাছে। আমি বড় হতভাগা—তাই তোমার এই অধঃপতন। কী আর বলিব। মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছ, কিন্তু ঐ দেখ তোমার সম্মুখে একখানি কাঠ ভাসিয়া যাইতেছে। ঐ কাঠখানি ধর, নিশ্চয় ডুবিবে না উহাকে ছাড়িয়া অতল জলে ডুবিয়া যাইও না।

সে কাঠখানি নাম।

৭

লিখিয়াছ, টাকা না থাকিলে লোকের চোখে পূর্বে যাহা গুণ ছিল, তাহা দোষ বলিয়া গণ্য হয়। এ কথা আংশিক সত্য। এমন অনেক টাকাওয়ালা আছে, যাহাদের টাকা আছে বলিয়া লোকে আর দশটা মিথ্যা মিথ্যা গুণ

আরোপ করিয়া প্রশংসা করে। এই সব লোক যখন অর্থশূন্য হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা যে সব গুণ আরোপ করা হইয়াছিল, তাহাও দূর হয়। কিন্তু যথার্থ কোন গুণ থাকিলে, অর্থহীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা কখনো নষ্ট হয় না। অর্থশালী সত্যবাদী ব্যক্তি অর্থহীন হইলে কখনও মিথ্যাবাদীরূপে প্রচার লাভ করে না; কিন্তু মিথ্যাবাদী ব্যক্তি অর্থশালী হওয়ার দরুন যদি সত্যবাদী বলিয়া প্রচারিত হয়, তবে অর্থহীন হইলেই লোকে তাহাকে পুনরায় মিথ্যাবাদী বলিতে কুণ্ঠিত হয় না।

কিন্তু আমি, লোকে তোমাকে কি ভাবে তাহা লিখি নাই। ধর্মে ও ব্যবহারে তোমার বর্তমানে দারুণ দুর্দশা লক্ষ করিয়াই আমি তোমাকে উহা লিখিয়াছি। তোমার টাকা থাকা না থাকার উপর তোমার সম্বন্ধে আমার মতামত নিয়ন্ত্রিত হয় না,—অন্ততঃ এটুকু বুঝিবার সুবুদ্ধি তোমার এখনো আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

নাম করা সম্বন্ধে তুমি যে এত আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে লিখিয়াছ, ইহা আমার প্রাণারাম, সন্দেহ নাই। সাধন তুমি কোনোদিনই কর নাই, এখনও কর না। কিন্তু পূর্বে সাধন না করিলেও, প্রাণে সরসতা ছিল বলিয়া যে দুই চারিবার নাম করিয়াছ, উহাতেই কাজ হইয়াছে। এখন তোমার অবস্থা—মনের অবস্থা—প্রায় নাস্তিকতার কাছাকাছি। তাই ভীত হইয়া বলিয়াছিলাম, সর্বান্তঃকরণে নামের আশ্রয় গ্রহণ কর। পূর্বের ন্যায় ঐ মামুলী সাধন করায় আর চলিবে না, জোর করিয়া যথেষ্ট সময় নামের খোসামুদীতে কাটানো আবশ্যক।

অন্ধকার কাটিবে—আবার চাঁদ উঠিবে। চিরকাল কাহারও অন্ধকার থাকে না। ভয় নাই। আবারও বলি, নামকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধর।

৮

নাম শুধু অক্ষর নহে; উহার ভিতরে যে শক্তি আছে, তাহাই নাম। সদ্‌গুরু যে কোনো অক্ষরে শক্তি সঞ্চার করিয়া দিতে পারেন। তুমি এ জন্মে যে নাম পাইয়াছ, ইহাই তোমার এ জন্মের শক্তিপূত নাম। তাই বলিয়া স্বপ্নে প্রাপ্ত নামটিকে ভয়ে ভয়ে বর্জন করিবার আবশ্যক নাই। যদি ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি হয়, তবে যখন ইচ্ছা ঐ নাম জপ করিতে পার; কিন্তু শ্বাসের সঙ্গে মিলাইয়া নহে। সতী স্ত্রী পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ইত্যাদিকে যে হাত দিয়া স্পর্শ

করেন, স্বামীকেও ঠিক সেই হাত দিয়াই স্পর্শ করেন বটে, কিন্তু স্বামীর স্পর্শে ও অন্যের স্পর্শে কত পার্থক্য। স্বামীকে প্রাণ দিয়া স্পর্শ করেন, অন্যকে নয়। সেই প্রকার তুমিও এই নাম মুখ দিয়া জপ করিতে পার—জিহ্বা দ্বারা, অথচ অন্যে শুনিতে না পায়। কিন্তু শ্বাসের সঙ্গে মিলাইয়া নহে। শ্বাসের সঙ্গে মিলাইয়া শুধু ঐ স্বপ্নের নাম কেন, যে কোন একটি শব্দ জপ করিলেই তোমার ব্যভিচার করা হইবে। ইচ্ছা না হইলে উহা জপিবে না, আবার ইচ্ছা হইলেও স্বপ্নের নাম বর্জন করিবার আবশ্যক নাই। এ বিষয় সম্পূর্ণরূপে তোমার প্রবৃত্তির উপর নির্ভর।

৯

যে নাম পাইয়াছিলে, উহা মহাপুরুষগণদত্ত যে সনাতন পাঁচটি নাম আছে, উহারই একটি। যাক্, উহাতে এবার তোমার কোন আবশ্যক নাই। এবার তুমি তোমার প্রিয়তমকে যে নামে জানিয়াছ, উহাই তোমার সর্বস্ব। শ্বাসের সঙ্গে নাম মিলাইতে সর্বদা চেষ্টা করিবে। উহা দুই চারি দিনে হয় না। নামের একটা তাল আছে, প্রত্যেকের শ্বাসেরও একটা তাল আছে। শ্বাসের সম ও ফাঁকের সঙ্গে যেদিন নামের সম ও ফাঁক মিলিয়া যাইবে, আজ তুমি নব বিবাহিতা কিশোরী—যেদিন প্রথম ঋতুমতী হইবে, সেই দিন হইতে তোমার প্রিয় সঙ্গম আরম্ভ হইবে।

নামীকে তো দেখ নাই,—কাতর প্রাণে নামের চরণে প্রার্থনা কর, যেন সেদিন শীঘ্র আসে। কোনো প্রকার কল্পনা করিও না।

১০

কেবল মাত্র নামে সব হইবে। নাম কর। মন স্থির হইল না, কাম গেল না, ক্রোধ গেল না, অভিমান গেল না,—এই সব বাজে ভাবনায় সময় দিও না, কেবল নাম কর। ঐ সব 'গেলনার দল' তাড়ানো তোমার কার্য বা duty নহে। নাম করাই, যৈছে তৈছে নাম করাই তোমার duty.

* * * * যাহা প্রয়োজন, তাহা তিনি দিবেন। না দেন যদি, তাহাও ভাল। ধার শোধ করিবার চেষ্টা চাই। ধার থাকা ভাল নয়।

১১

তোমার ঝঞ্ঝাট ও যন্ত্রণা সম্পূর্ণরূপে আমি হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। ইহার নাম ভব-ব্যাধি। ইহার একমাত্র ঔষধ নাম। নাম করিলে এ সব ঝঞ্ঝাট

কখনও ঘটিবে না, তাহা মনে করিও না। দেহধারী মাত্রকেই এইরূপ অল্পাধিক পরিমাণে ভুগিতে হয়। কিন্তু নাম করিলে এই সব ঝঞ্ঝাট মনকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং যন্ত্রণাদাতা কর্মদেব বড়ই জব্দ হইয়া যান। পুনঃ পুনঃ জব্দ হইলে তখন যন্ত্রণা দিতেও লজ্জাবোধ করেন।

আমি যাহা কিছু তোমাদিগকে লিখি, উহা বই পড়া মুখস্থ কথা নয়। নিজ জীবনে যাহা প্রত্যক্ষ করি নাই, তাহা তোমাদিগকে বলি না।

* * * * ভোগটাকে দূরে ঠেলিয়া উহা এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিয়া কোন লাভ নাই। বাগে পাইলেই সে তোমাকে পাকড়াও করিবে। উহা অপেক্ষা সুবুদ্ধির মত ভোগের ভিতর ঝাঁপাইয়া পড়াই সুবিধাজনক।

* * * *

ফাঁক পাইলেই দড়ি ছেড়া গরুর মত এক দৌড়ে গিয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়া যাইবে। একটু সংযত হইলেই অনেকখানি জ্বালা এড়াইয়া চলা যায়।

১২

দুঃখ করিও না, হতাশ হইও না। জীবন নদীর মত ঢেউশীল, একবার উঠে, একবার পড়ে। যদি পড়িবার দুঃখ না থাকিত, তবে উঠিবার সুখের সার্থকতা কি? তোমার পরমবান্ধব নাম তো তোমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে; সে কখনো দুর্দিনে তোমাকে পরিত্যাগ করিবে না। সেই একান্ত বান্ধবের সঙ্গে মনে মনে সলাপরামর্শ করিয়া সমস্ত কার্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিও।

১৩

ভগবানের প্রকাশ উপলব্ধি করা এবং তাঁর শ্রীচরণে স্থান পাওয়া এ দুটিই কেবলমাত্র নাম সাপেক্ষ। সেই নাম ইচ্ছা করিলেই করা যাইবে না। যাঁহার উপর তাঁহার কৃপা অবতীর্ণ হইবে কেবল মাত্র তাঁহার পক্ষেই শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করা সম্ভব।

এখন বিচার্য এই যে কাহার উপর ভগবৎ কৃপা অবতীর্ণ হয়। এ বিষয়ে আর্য ঋষিরা ও মহাপুরুষগণ নিজেদের জীবনের পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে অভ্যাস যোগে তাঁহার কৃপা অবতীর্ণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হইয়াও যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করে, সাঁতার জানিনা

এ কথা বুঝিয়াও জলে পড়া মানুষ যেমন সাঁতার দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া হাত পা ছোড়াছুড়ি করে, সেই প্রকার কিছুই হইতেছে না এ কথা বুঝিয়াও যে ব্যক্তি নাম করার আপ্রাণ চেষ্টা কখনও ত্যাগ করে না, কৃপা তাহারই উপর অবতীর্ণ হয়। ইহাই একমাত্র উপায়।

আমি কামুক, আমি ক্রোধী, আমি লোভী এ সব অনর্থক বিচার তাহারাই করে, যাহারা মনে করে আমি পবিত্র হইলেই ভগবানকে পাইব। এই আমিত্ব অহংকার-প্রসূত জানিতে হইবে। আমি সহস্র পবিত্র হইয়াও তাঁহাকে পাইব না, যদি তিনি কৃপা না করেন এবং সে কৃপা পাইবার একমাত্র উপায় অভ্যাস।

১৪

তিন বছরে [ সাধন পাবার পর ] কি পরিবর্তন হইয়াছে বা না হইয়াছে তাহার হিসাব তোমার কাছে থাকার কথা নয়, সেটা তোমার গুরুর সেরেস্তা। এবং এতই গোপন সেরেস্তা যে তোমার সম্বন্ধে হইলেও তোমার তাহা জানিবার বা দেখিবার কোনো সুযোগ নাই। সুতরাং যাহা অন্যের হিসাব তাহা লইয়া বৃথা মাথা ঘামাইও না।

পাপের ছায়াস্মৃতি যদি এখনই তোমার ভিতর হইতে সবটা চলিয়া যায়, তাহা হইলে তোমার অহংকারে ও অভিমানে শান্তিপুরে অন্য লোকের থাকা কঠিন হইয়া উঠিবে। অতএব তোমার জন্মজন্মের বান্ধব শ্রীগুরু এখনই তোমাকে পাপের ছায়া হইতে মুক্ত করিতে ইচ্ছুক নহেন। তিনি জানেন কখন কি করিতে হইবে।

কেবল নাম, বিরামশূন্য শ্বাসে শ্বাসে নাম। এজন্য নূতন শক্তি সঞ্চারের কোন আবশ্যক নাই। নিজের চেষ্টা যতই ক্ষুদ্র হোক, এই চেষ্টার বেগ যত বাড়িবে, নব নব শক্তিতে চিত্ত ছাইয়া যাইবে। পড়িয়া পড়িয়া সংসারের মার খাওয়া এবং সেই সঙ্গে পড়িয়া পড়িয়া নাম করা ইহাই ঠাকুর তোমার নিকট চাহেন।

১৫

তোমার ঊর্দ্ধরেতা হইবার সখ কেন? জীবনের উদ্দেশ্য ভগবানকে প্রাপ্তি; ঊর্দ্ধরেতা হওয়া নহে। এখন কেবলমাত্র নাম যাহাতে চব্বিশ ঘণ্টা হয়, সেই অভ্যাস কর। ইন্দ্রিয়সংযম, ঊর্দ্ধরেতা ইত্যাদির দিকে মন দিও না।

তোমার গুরু যাহা বলিয়াছেন তুমি কেবল প্রাণপণে তাহা করিতে চেষ্টা কর ; যদি তাহা কর তবে তোমার গুরুই in turn তোমার ইন্দ্রিয় সংযম ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি দিবেন। এ সব তুমি ভাব কেন ? ধর্ম জগতে কেবল military discipiline চাই।

আর কিছু এখন করিতে হইবে না, কেবল সাধনের সময়ের আদেশগুলি পালন কর।

১৬

নাম তোমার ভিতরে বেশ সাড়া দিয়াছে কিন্তু এখন পর্যন্ত সে খবর তোমার নিকট পৌছায় নাই। সে জন্য অযথা ব্যস্ত হইও না। কেবল নাম করিবার জন্যই একটা উদ্যম ও আগ্রহ রাখিবে—সম্পূর্ণ অনাসক্ত ভাবে—কিছু পাওয়ার আশা না রাখিয়া। কোনো অবস্থা লাভের জন্য যেন তোমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ না থাকে। উহাতে সেই অবস্থা আরও দূরে সরিয়া যায়।

১৭

সারাদিন তো কাজ কর ও বাজে চিন্তা কর। রোজ অন্ততঃ একটি ঘণ্টা নামকে দাও। গভীর ভাবে সব ভুলিয়া এক ঘণ্টার জন্য নামে ডুবিয়া যাও। এরূপ একমাস করিতে পারিলে দেখিবে কোনো অভাবকে আর অভাব বোধ হইবে না। নামটিকে তো এখন পর্যন্ত ধরিতেই পার নাই। *** ঠোঁট, জিহ্বা, মুখ একটুও কাজ করিবে না। ইহারা অচল অবস্থায় থাকিবে। শুধু মন শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত যোগ রাখিয়া নাম স্মরণ করিবে। তোমার তাহা হইতেছে না। মৌখিক জপ করিতে করিতে অন্তরে জপ হইবে, এমন কথা আমি পাগল না হইলে তোমাকে লিখিতেই পারি না। তুমি কি বুঝিতে কি বুঝিয়াছ। যদি সে চিঠি তোমার কাছে থাকে, খুলিয়া পড়িয়া দেখিও।

প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে আমার নির্দেশ অনুসারে সাধন করিতে হইবে এবং চেষ্টা করিয়া ভাল চাকরীর সন্ধান লইতে হইবে, এই দুটি সহজ সরল মনে করিয়া যাও। টাকা হোক না হোক উহাতে শান্তি পাইবে।

১৮

তুমি আমার গুরুভ্রাতা রাইচরণ পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্র বলিয়া আমারও স্নেহের পাত্র। তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল।

তোমার ব্যক্তিগত সমস্যা একটু জটিল হইয়া পড়িয়াছে। তুমি যদি অন্য দিকে দৃষ্টি না দিয়া কেবল গোঁসাইজীর কৃপার দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিতে, তবে এতদিনে তোমার সমস্যা পূরণ হইয়া যাইত। কিন্তু····· নিকট হইতে নাম লইয়া খানিকটা অন্য দিকে চলিয়া গিয়াছ।

এখন তোমার কর্তব্য অন্য সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, যে নাম পাইয়াছ, যদিও সেই নাম আর্য ঋষিদের কথিত সিদ্ধ নাম নহে, তথাপি ঐ নাম লইয়াই পড়িয়া থাকা। ও নামে তোমাকে মোক্ষ দিতে পারিবে না, কিন্তু যে ভাবে মোক্ষের পথে চালিত হইতে পারিবে, সেই ভাবটা বিশেষ ভাবে তোমার ভিতর জাগ্রত করিয়া দিবে।

স্বপ্নে যে নাম পাইয়াছিলে, সেই নাম লইয়াই তোমার পড়িয়া থাকা উচিত ছিল; কালে উহা হইতেই প্রত্যক্ষ দীক্ষা লাভ হইত। যাহা হউক, এখন তোমাকে একটা দিক ধরিতে হইবে, এটা ওটা দুইটা চলিবে না। হয় স্বপ্নদীক্ষার নামটি ছাড়িয়া দাও, নতুবা অন্যটি ছাড়িয়া দাও। দুইটার একটা লইয়া থাকিতে পারিতেছ না বলিয়াই এরূপ গোলমাল হইতেছে।

আশা করি আমার কথা ও উদ্দেশ্য তুমি বুঝিতে পারিয়াছ। গোঁসাই তোমাকে শীঘ্র আত্মসাৎ করুন, এই প্রার্থনা।

১৯

তোমার দীক্ষার বিবরণ যাহা লিখিয়াছ, উহাতে বড়ই সুখী হইলাম। তুমি নাম পাইয়াছ, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? * * * এখন দৃঢ় ভাবে নিত্য নিয়মিত আসনে বসিয়া ঐ নাম জপ করিও। আর কোন সংশয় যেন তোমার চিত্তে স্থান না পায়। তোমার দীক্ষাটি সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা।

নামের অর্থ বুঝিতে গোল করিও না। কী শক্তির নাম, কী শিবের নাম, কী হরির নাম, সমস্ত নামেরই প্রতিপাদ্য অর্থ ব্রহ্ম। অবিনশ্বর ব্রহ্ম ব্যতীত কোন নশ্বর দেবতা উপাস্য হইতে পারে না। 'হরি' এই শব্দের অর্থ যিনি পাপ তাপ হরণ করেন। শিব মূর্তি চিন্তা করিতে করিতে তুমি যদি হরিনাম কর তাহা হইলেও তোমার কোন ভুল হইবে না। 'শিবম্' শব্দের অর্থ যিনি মঙ্গলময়। শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি চিন্তা করিতে করিতে তুমি যদি 'শিবম্' নাম জপ কর, তাহা হইলেও কোন বেঠিক হইবে না। এব সব মোটা কথা বুঝিতে তোমার

যেন কিছুমাত্র গোল না হয়। এ বিষয়ে তোমাকে বুঝাইয়া লিখিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

পঞ্চদেবতার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান করাই গোঁসাইজীর প্রচারের প্রধান কথা ছিল। আমিও জীবনের উহাই শ্রেষ্ঠ ব্রত বলিয়া মনে করি। ভগবানের যে কোনো মূর্তি (পুরুষ বা স্ত্রী) ধ্যান করিতে করিতে তুমিও ভগবান বা ভগবতীর যে কোন নাম জপ করিতে অধিকারী।

২০

মন দৃঢ় কর। কেন ভাল লাগেনা? নাম স্মরণ করিলে সব ভাবনা দূর হয়।

২১

তুমি বড় অস্থির হইয়া পড়িয়াছ, শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নাম করিতে করিতে স্থির মনে কাজ করিও; সমস্তই সহজ ভাবে নিষ্পন্ন হইবে। সব দিকে সমান দৃষ্টি রাখা চাই। ইহাই সংসারে ঠাকুরের পরীক্ষা। মন সর্বদা স্থির রাখা চাই।

২২

ভবিষ্যৎ বিদ্যা অর্জন সম্বন্ধে নিজে যাহা ভাল মনে কর, এবং যাহাতে উন্নতির আশা কর, নিজ অভিবাবকের সঙ্গে সে বিষয়ে পরামর্শ করিয়া মত স্থির করাই সর্বাপেক্ষা সমীচীন। এ বিষয়ে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। যখন যাহা কর বা যে পথই ধর না কেন, সর্বদা নামকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিবে; ইহা হইলেই আমি যথেষ্ট মনে করি। * * *

কোনো চিন্তা নাই। সর্বাবস্থায় নাম স্মরণ থাকিলে আর ভাবনা কি?

২৩

তোমার কার্য, কারণ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ পরিষ্কার জ্ঞান জন্মিয়াছে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম।

**Pox** তো অতি সামান্য কথা, ভগবান তোমার ন্যায় ভীরু স্বভাবের মানবকে জন্ম-মরণজয়ী করিতে চান, ইহাই তাঁহার লীলা। তিনি শ্যাওড়া গাছকে চন্দন করিবার খেলা ভালবাসেন।

শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামই ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত ব্যাধির প্রতিষেধক বা **Prophylactic.**

২৪

আহার সম্বন্ধে সাবধান হইতে গিয়া নিজের শরীরকে নির্যাতন দিও না। তোমাদের নাম ছাড়া আর কিছুর দিকে দৃষ্টি দিবার আবশ্যক নাই। যদি নাম কর, **everything will be added unto you.**

২৫

সাধন করিতে করিতেই অহমিকা কমে। সবই ভগবানের কৃপায় হয়, আমার নিজের কোন সাধ্য-শক্তি নাই—এই বুদ্ধি যতই প্রবল হইবে, অহংকার ততই কমিবে।

আমি খুব নাম করি, খুব সাধন করি—এইরূপ বুদ্ধি হইলেই তাহা নাম অপরাধ। আর কিছুতেই এমন অপরাধ হয় না।

২৬

তোমার চিঠি পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। সাধন করিতে করিতে এক একটি তত্ত্ব লাভ হইয়া থাকে, ইহারই নাম তত্ত্বের সাক্ষাৎকার। তুমি যে তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছ, উহা নিষ্ঠার সঙ্গে নামের অনুগত হওয়ায় সম্ভব হইয়াছে। নাম দ্বারা 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি।' সত্ত্ব, রজ, তমের যে সব গ্রন্থি আছে, তাহা এই নামের দ্বারাই ভেদ হয়। এই গ্রন্থিগুলির নাম কোষ। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পাঁচটি কোষই তম রজ সত্ত্বেরই বহিঃপ্রকাশ। অন্নময় কোষ ভেদ হইলে সমস্ত পার্থিব বস্তুতে অনাসক্তি জন্মে। ইহাই প্রথম কথা। দ্বিতীয় প্রাণময় কোষ ভেদ হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি সমতাপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি নষ্ট হয় না কিন্তু অধীন হইয়া যায়। তৃতীয় মনোময় কোষ ভেদ হইলে সমস্ত সংকল্প বিকল্প ও কল্পনা নষ্ট হইয়া যায়। খারাপ সংকল্প তো থাকেই না, এমন কি সাধু হইব এরূপ কল্পনাও থাকে না। চতুর্থ বিজ্ঞানময় কোষ ভেদ হইলে ঈশ্বর আছেন, পরমাত্মা আছেন, এই বিশ্বাসের দৃঢ়তা জন্মে। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস যেমন ধাপে টেকে না, এ বিশ্বাস সেরূপ নহে। পরমাত্মা আছেন, এবং তিনি আমার সুহৃদ এবং তিনি সর্বশক্তিমান—এই বিশ্বাস দৃঢ় হইলে মানুষ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া যায়। পার্থিব মানুষ যদি জানিতে পারে যে ইংলণ্ডের রাজা তাহার পরম বন্ধু তবে স্ফূর্তিতে তাহার চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠে।

ইহাও অনেকটা সেইরূপ। অনেক সাধু এই আনন্দকেই ব্রহ্মানন্দ মনে করিয়া এই স্থানেই আটকিয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহারা নাম সাধন করেন, তাঁহাদের এই আনন্দময় কোষ ভেদ হইয়া যায়। তখন আত্মদর্শন হয়। ব্রহ্মদর্শন তাহারও পরের কথা। আত্মদর্শন হইলেই ব্রহ্মদর্শন সহজ হইয়া আসে। কেবলমাত্র শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম জপ দ্বারাই এই অবস্থাগুলি যেরূপ সহজ ও সুগম হইয়া উঠে, এরূপ সহজে আর কিছুতেই হয় না। তোমার এই তত্ত্ব সাক্ষাৎকারটি জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম।

ঠাকুর ধীরে ধীরে তোমাকে হাত ধরিয়া লইয়া যাউন, এই আশীর্বাদ করি।

২৭

নামকে যদি ধরে থাক, তবে জীবনের প্রত্যেক কাজ প্রত্যেক ভাব প্রত্যেক চেষ্টা স্বাভাবিক ও সরল হয়ে যাবে। নামই জীবনের একমাত্র জীবন্ত জ্যোতি। তোমার নামে রতি হোক।

২৮

তোমার চিঠি পড়িয়া বড়ই আনন্দ হইল। সর্বপ্রকার ভরসা ছাড়িয়া দিয়া কেবল মাত্র নামের শরণাপন্ন হইয়া জীবন কাটাইতে পারাই যথার্থ অবস্থা। নাম কল্পতরু। তোমার জীবন পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে যাহা কিছু আবশ্যক কেবলমাত্র নামই তোমাকে তাহা দিবেন। যদি অর্থ আবশ্যক হয়, নাম তাহা তোমাকে দিবেন; যদি দরিদ্রতা আবশ্যক হয়, নামই তাহা তোমাকে দিবেন। যাহা তোমার জীবনে কল্যাণদায়ক, নাম তোমাকে ঠিক সেই পথেই লইয়া যাইবেন।

কেবল মাত্র নামের অনুগত ও আশ্রিত হওয়াই নিরাপদ জীবন। তোমার জীবন নামের মহিমায় ভরিয়া উঠুক, এই আশীর্বাদ করি।

২৯

যেখানেই থাক সর্বদা নাম করিতে চেষ্টা করিও এবং আমাকে স্মরণে রাখিও। তবে আর কোনো বিপদ ক্লেশ দিতে পারিবে না। যেখানেই থাক, নাম করিলেই আমি তাহা টের পাই। তোমাদের কাহারও মনের কোনো ভাবই আমার নিকট অজ্ঞাত নাই, জানিবে।

প্রতিভার কথা আমার মনে নাই—তাহার এ ধারণায় হাসি পাইল।

আমার কি প্রকার কতটুকু মনে আছে বা নাই, উহা বুঝা অবস্থা সাপেক্ষ। আমার তাহাকে মনে না থাকিলেও চলিতে পারে কিন্তু তাহার যে আমাকে মনে না রাখিয়া আর উপায় নাই, ইহা সে বুঝিতে পারিলেই যথেষ্ট। সে যেদিন এ কথা দৃঢ়রূপে বুঝিতে পারিবে, সেই দিন আমার বড় আনন্দের দিন। অবিশ্রান্ত নাম করাই উহা বুঝিবার একমাত্র উপায়।

৩০

কেবলমাত্র শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করিতে পারিলেই সব দিকে আনন্দ শান্তি ও সরলতা আসে; নহিলে কিছুতেই কিছু নয়।

৩১

তোমার সমস্ত চিত্ত নাম সমাধিতে মগ্ন হোক। নামের ঢেউয়ের ভিতর হইতে প্রেম পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া নামীর স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া উঠুক।

৩২

তোমার ব্রত সফল হোক এই আশীর্বাদ করি। এই ব্রতকালে নাম মন্ত্রটি যদি শ্বাসে ও প্রশ্বাসে বাঁধিয়া ফেলিতে পার, স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস মরিয়া গিয়া যদি নামরূপে নবজন্ম গ্রহণ করে, তবেই ধন্য ও কৃতার্থ হইবে, জীবনের সকল অবস্থার মধ্যেই আনন্দের সন্ধান পাইবে। তুমি এই আনন্দের অধিকারী হওয়ার যোগ্য পাত্র, সন্দেহ নাই।

৩৩

এই শ্বাসে-প্রশ্বাসে যেদিন ঠিক নামটি মিলিয়া যাইবে, সেইদিনই একেবারে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবে। নীলমণিরও হইবে, তোমারও হইবে। প্রথমে কিছুদিন সাধন করিয়া নামের স্বাদ পাইলে তখন যে প্রশ্ন মনে উঠিবে, উহাই জীবনের খাঁটি প্রশ্ন। এখন যাহা কিছু জিজ্ঞাসা আসে, উহা কেবল বাহিরের সঙ্গ ও সংস্কার হইতে জাত। উহা তোমার নিজের প্রশ্ন নয়। নামের সঙ্গ কর, তখন নিজের প্রশ্ন জাগিবে।

* * * *

এত বয়স হইয়াছে; যাঁহার কৃপায় বাঁচিয়া আছ, যে আছে বলিয়া আছ, যে না থাকিলে তৎক্ষণাৎ মরিবে, সেই শ্বাস প্রশ্বাসকে তো একবারও এতকাল লক্ষ্য কর নাই। এইবার ঐ শেষের বান্ধবের সঙ্গে প্রীতি কর। মরার সময় যখন হাত অবশ হইবে, জপ ও কর ঘুরানো বন্ধ হইয়া যাইবে।

ঠোঁট অচল হইবে। কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসই একমাত্র শেষের সাথী। ও যখন বন্ধ হইবে, তখন তুমিও থাকিবে না। এই জন্যই এই শেষের বান্ধবের সঙ্গে তোমাদের খাতির করাইয়া দিতে চাই। নহিলে শেষ মুহূর্তে নাম হইবে কেন ?

* * * নীলমণি, একবার নামটি ঠিক করিয়া লও। তখন বুঝিবে সমস্ত ব্রজমণ্ডল তোমার ঐ নামের মধ্যে।

৩৪

নাম করাই এক শক্তিশালী প্রার্থনা, উহার উপর আবার কতকগুলি কথা জড়াইয়া বুলি আওড়ানো অনাবশ্যক। তোমার প্রার্থনা ঠিক নামরূপ মধু খাওয়ার পর, চিটা গুড়ের আবদারের মত শুনায়। নামই অখণ্ড প্রার্থনা। উহাতে ঐহিক পারমার্থিক সমস্ত কল্যাণ সাধিত হয়। অবশ্য ইচ্ছা হইলে করিও. উহাতে বাধা নাই। কিন্তু জানিয়া রাখ, যাহাতে তোমার কল্যাণ হইবে না এমন প্রার্থনা হাজার বার করিলেও গুরু উহা শুনিবেন না। কিসে কল্যাণ হইবে তাহা তো তুমি জান না।

নামের অর্থ সাক্ষাতে বলা চলিবে।

৩৫

নিজের ইষ্টমন্ত্র কাগজের উপর কালি অঙ্কিত করিতে কিছুমাত্র হাত কাঁপে নাই! নিজের এই পাণ্ডিত্যের পরিচয় না দিয়া যদি নামটি জানিবার জন্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতে তবেই ভাল হইত না কি ?

৩৬

অমৃত ইষ্টনাম মুখে উচ্চারণ করিয়া কীর্তন করে শুনিয়া আমি বড়ই আশ্চর্য বোধ করিতেছি। এইরূপ নাম যে মুখে, এমন কি ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া ঠোঁটেও উচ্চারণ করে তাহার নামের সমস্ত শক্তি ক্রমশ নষ্ট হইয়া যায়। অমৃতের মত বুদ্ধিমান এমন কার্য করিতেছে ইহা শুনিয়া আমার চমক লাগিয়াছে। তাহাকে চিঠির এই অংশ দেখাইয়া অবিলম্বে এই দুষ্কার্য হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিবে।

নাম সকলের এক নহে ; যাহার পক্ষে যেমন প্রয়োজন, তাহাকে সেইরূপ নাম দেওয়া হয়। কিন্তু শক্তি সকলের এক।

৩৭

নামের রাস্তা কোনটা তাহা না জানা থাকাই ভাল। কি জানি, একটার

লোভে যদি আর একটার উপর অবজ্ঞা বা অমনোযোগিতা আসে তবে ক্ষতি হইবে। পিছনের মেরুদণ্ডই নামের প্রকৃত রাস্তা বটে, কিন্তু উহা প্রাণবায়ুর (অর্থাৎ বুক হইতে নাভি) সাধনা সাপেক্ষ। জ্যোতি দর্শন সম্বন্ধেও কিছু বুঝাইয়া বলিতে চাই না। যাহা তোমাকে পাইতে হইবে, যে স্থানে যাইতে হইবে তাহার তুলনায় এ সব কিছু নয়। কোথাও দাঁড়াইও না, কোনো অবস্থাকেই চরম মনে করিও না, চলিতে থাক। সহজ মনে সরল প্রাণে পরমানন্দে চলিতে থাক। সব বাধা আপনা হইতে সরিয়া গিয়া অনুকূল অবস্থা আসিবে।

প্রত্যহ নিয়মিত আসনে বসা যাহার অভ্যাস নাই সে যদি বলে, সর্বদা হাঁটিতে চলিতে তাহার নাম হয়, তবে সে আত্ম-প্রতারিত। কখনও কোনো দিন নাম হইতে পারে; উহাতে কী আসে যায়? নাম নামতা পড়ার মত মুখস্থ করা চাই। মুখের ভিতর দিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস ফুসফুসে উহাকে জড়াইয়া দিবে। ফুসফুস হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ে, শিরা-উপশিরায় রক্তের কণায় কণায় বাতাস চালিত ঢেউয়ের মত মন-চালিত নামেব ঢেউ আছাড়ি-পিছাড়ি খাইবে। এইরূপে বহুকাল চলিতে চলিতে প্রকৃত শ্বাসের পথের ঠিকানা মিলিবে, তখন হাঁটিতে চলিতে নাম হইবে। এক সময় দুটা নাম হইলেই আহ্লাদে আটখানা হইবার কিছু নাই। প্রত্যহ নিয়মিত বসিতে হইবে।

৩৮

রোগের সময় কাহারও শুশ্রূষা করা ঠিক আসনে বসিয়া নাম করার মত উপকারী। যে কখনও জীবনে অন্যের সেবা করিবার অধিকার বা সুযোগ পায় নাই, সে দুর্ভাগা। তুমি কমলার সেবা করিয়া ঠিক আমারই সেবা করিয়াছ।

তোমার প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম লগ্ন হউক, এই আশীর্বাদ করি।

৩৯

সাধনে উন্নতি-অবনতি রিপুদমন মনস্থির—এ সব কিছুই যেন তোমার চাহিবার বস্তু না হয়। কেবল চাহিবে—অবিরাম নামে ডুবিয়া থাকার ন্যায় সৌভাগ্য। যথাযোগ্য কর্ম ও যথাযোগ্য সাধন—এই দুইটির সমতা (harmony) হইলেই নামের রাজ্যে পৌছান যায়।

৪০

মন কখন কোথায় যায়, কী ভাবে, ঐ ভাবনার কতটুকু পবিত্র কতটুকু অপবিত্র—এই সব তদারকে চিত্তকে নিয়োগ না করিয়া কেবল মাত্র কতক্ষণ নাম হইল তাহারই মাত্র হিসাব রাখিও।

সারাদিনের অধিকাংশ সময় যদি নাম হইয়া থাকে অথচ এক সময়ে পরস্ত্রীর উপরে কামভাবে দৃষ্টি করিয়া থাক তথাপি ঐ দিনটা সুদিন বলিয়া জানিও।

সারাদিন যদি ভাগবত পাঠে বা ধর্মালোচনায় কাটাইয়া থাক অথচ যথেষ্ট নাম শ্বাসে প্রশ্বাসে না হইয়া থাকে তবে ঐ দিনটি দুর্দিন বলিয়া জানিও।

৪১

নিজ দুর্মতির জন্য উদ্ধারের আশায় লোকে প্রাণপণে শ্রীগুরু ও নাম আঁকড়াইয়া ধরে। তোমার দেখিতেছি বিপরীত। ইহা দারুণ অহংকারের পরিণতি।

৪২

নাম পায়খানায় বসিয়া করা যায়। এতকাল পরে রাত্রিতে বিছানায় বসিয়া নাম করা যায় কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ? বিছানায় আবার আসন পাতার হাঙ্গামা কেন? শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে যদি নাম না কর, তবে উহাকে নাম করা বলে না; উহা ধান ভানা। * * * এখন পর্যন্ত নাম তো আরম্ভই হইল না, তবে ডুবিবে কোথায়? নিত্য নিয়মিত ভাবে নাম না করিলে নামে ডোবা যায় না। চেষ্টা কর, সব হইবে।

৪৩

নামই প্রধান পূজা এ কথা মনে রাখিও। নামটি যাহাতে শ্বাসে ও প্রশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়া যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখিও। উহা মিলিয়া যাইতে একটু সময়ের আবশ্যক হয়।

৪৪

তোমার ভগ্নীর নামটি ঠিক মত হইতেছে না শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। যাহারা লেখাপড়া জানে নাম বিস্মরণ হইলে তাহাদের নাম কাগজে লিখিয়া পাঠান যায়। কিন্তু যাহারা লেখাপড়া জানে না, আমার নিকট

উপস্থিত না হইলে তাহাদের বিস্মৃত নাম জানিবার আর কোন উপায় নাই। ইহার পর কোন সুযোগে আমার নিকট উপস্থিত হইলে তবে তাহার নাম ঠিক হইবে।

আর একটি উপায় আছে। যে নাম ভুলিয়া গিয়াছে উহার একটি অক্ষরও যদি মনে থাকে তবে নির্জনে আসনে বসিয়া প্রত্যহ অন্তত এক ঘণ্টা করিয়া ঐ মনে থাকা অক্ষর কয়টি স্মরণ করিতে বলিও। ঐ রূপ স্মরণ করিতে করিতে কালে হয়তো নামটি মনে হইতে পারে।

৪৫

স্ত্রীলোকের ওম্ উচ্চারণ করিতে নাই, এ কথা সত্য। কিন্তু নাম করা তো উচ্চারণ নহে। উচ্চারণ অর্থ বড় করিয়া বলা। মনে মনে জপ করাকে উচ্চারণ বলে না, সুতরাং তোমার নামের * * * কিছুই বাদ দিও না। শ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে নজর রাখিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ঐ * * * নাম মনে মনে চিন্তা করিবে। ঠোঁট নাড়িয়া কখনও উচ্চারণ করিবে না।

যে মহারথীরা তোমার পিছনে আছেন তাহাদের জন্য তুমি যে বেশীক্ষণ বসিয়া স্থির হইয়া নাম করিবে, এমন আশা করা যায় না। উহারই মধ্যে যতটুকু পার, করিবে। এবং বাকী সময় তোমার নারায়ণ, গোপাল ও মা গৌরীর সেবায় কাটিবে।

৪৬

মন অন্যদিকে যায়, তাহার উপায় নিত্য নিয়মিত ভাবে সাধন করিতে বসার দৃঢ়তা থাকা। উহা থাকিলে মন প্রথম প্রথম অন্য দিকে গেলেও ক্ষতি হয় না, তৎপরে স্থির হয়। মন লইয়া এত মাথা ঘামাও কেন? শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম হওয়াই আসল উদ্দেশ্য, মূর্তি ধ্যানে উহার বিন্দুমাত্র বাধা হইলে ধ্যান ছাড়িয়া দাও। ধ্যান পরে আপনা হইতেই আসিবে। নাম তোমার মন করে, জিহ্বা বা মুখ নহে। মনের যে কোন চিন্তা কখনও বাহিক কথার মত সহজে হৃদয়গ্রাহী হয় না (অবশ্য প্রথম অবস্থায়)। কাজেই নাম তোমার অস্পষ্ট মনে হয়। মনে মনে পরিপূর্ণ চিন্তা করার নাম নাম করা। বাহিরের জিহ্বার মত মন উহা স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া চলিবে, ইহা ভুল আশা।

হয়তো কিছুই বুঝিলে না। সাক্ষাত আলাপ ব্যতীত চিঠিতে ইহা পূর্ণভাবে বুঝানো যায় না।

ভগবান হাত ধরিয়াই নিতেছেন এবং নিবেন। কিন্তু তোমার নির্দেশিত পন্থায় নহে। তাঁহার পন্থা স্বতন্ত্র।

৪৭

নাম করিতে শ্বাস লম্বা করিবে কেন? নাম তো তোমার জিহ্বা, ওষ্ঠ বা মুখ, অথবা অন্য কোন ইন্দ্রিয় করে না। নাম করে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের রাজা মন। মন বায়ু অপেক্ষা বহুগুণ দ্রুতগামী। তোমার মন এক মিনিটের মধ্যে তোমার সমস্ত চেনা রাস্তা দেখিতে দেখিতে একেবারে নিজেদের বাড়ির ঘাটে চলিয়া যাইতে পারে। একটা কেন, এরূপ তিনটা নাম তোমার মন একটা শ্বাসে-প্রশ্বাসে ভাবিয়া লইতে পারে। একটু সতর্ক হইয়া অভ্যাস করিলেই ঠিক স্বাভাবিক শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম বসিয়া যাইবে। স্বাভাবিক শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামকে খাচে খাচে দৃঢ় ভাবে মিলাইয়া দিবার যে চেষ্টা, উহারই নাম সাধন। কতকগুলি নাম মনে মনে repeat করিয়া যাওয়া সাধন নয়।

৪৮

ঠিকই বলিয়াছ, মন সংযোগ থাকিলে শ্বাস-প্রশ্বাস অপেক্ষা নাম বড় মনে হইবে না। যেদিন শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামটি ঠিক মত খাপে খাপে মিলিয়া যাইবে, সেই দিন হইতেই আর নাম ও শ্বাস সম্বন্ধে সতর্ক থাকিতে হইবে না। 'নাম করা' সাধন নয়, নামের সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাসকে ঠিক মত মিলাইতে যে চেষ্টা ও উদ্যম, তাহারই নাম সাধন করা।

নামের সংখ্যার বেশী-কমের উপর কিছু নির্ভর করে না। সর্বদা সতর্ক থাকিবে, যাহাতে শ্বাস-প্রশ্বাস ও নাম—দুইজনের বেশ খাতির হয়।

৪৯

কেহ যদি নাম ভুলিয়া যায় তবে সে লেখাপড়া না জানিলে তাহাকে অবশ্যই আমার কাছে উপস্থিত হইতে হইবে। যাহারা লেখাপড়া জানে তাহাদের নাম লিখিয়া পাঠাইলেই সমস্ত সংশয় দূর হইয়া যায়। কিন্তু যে লেখাপড়া জানে না, অন্যের নিকট হইতে সে যদি নাম শুনিয়া লয় তবে তাহার দ্বারা তাহার কোনোই ফল হইবে না। কেবল কয়টা অক্ষর তোমাদের নাম নহে যে অপর কেহ তাহা মনে করাইয়া দিবে। ঐ অক্ষর কয়টি জড়াইয়া যে শক্তি রহিয়াছে, সেই শক্তিই আসল কথা। অপরের মুখ হইতে অক্ষর কয়টা শুনিলে শক্তি খর্ব হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এমতাবস্থায় কুঞ্জর স্ত্রীর আমার

নিকট উপস্থিত না হইলে আর এই নাম পাইবার কোনই উপায় নাই। কাশীতে যদি আসিতে না পারে তবে গরমের দিনে আমি যখন কলিকাতা যাইব সে সময় অন্তত কলিকাতা আসিলেও নাম জানিয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া আর কোন উপায় দেখি না।

৫০

একমাত্র নামই আশ্রয়। অনন্য মনে নামের আশ্রয় গ্রহণ কর। নাম সর্বসিদ্ধিদায়ক। নামকে দৃঢ় প্রাণে বিশ্বাস কর। নামকে ধরিয়া থাকিলে কখনও কোনো অশান্তি অভাব বা ঝঞ্ঝাট তোমাকে উদ্বেগ দিতে পারিব না।

৫১

শ্বাসের সঙ্গে নাম মিলিয়া গেলে শ্বাস কখনও দীর্ঘ বা হ্রস্ব মনে হয় না। উহা না মেলা পর্যন্তই যত গোল। এই জন্যই প্রত্যহ অভ্যাসের প্রয়োজন।

নাম অভ্যাস কর, সবই আপনা হইতে হইয়া যাইবে।

৫২

তোমার সকল ব্যাধির একমাত্র ঔষধ পরিত্রাণে পড়িয়া অবিশ্রান্ত কেবল নাম করা। যে নাম করিতে চেষ্টা না করে, নাম হোক না হোক বিশ্বাস থাক কি না থাক, পাগলের মত যা তা না ভাবিয়া কেবল নামেরই দিকে লক্ষ রাখিতে চেষ্টা না করে, তাহার প্রতি কোনো প্রকারেই আমার প্রীতি থাকা সম্ভব নয়। চিঠিতে যতই বক্তৃতা দাও সব বিফল। নাম করিবার জন্য দেহপাত করিতেও তুমি প্রস্তুত আছ, ইহা না দেখা পযন্ত আমাকে চিঠি লিখিয়া বা কাছে আসিয়া বিন্দুমাত্র আকর্ষণ করিতে পারিবে না।

নাম করিতে অবিশ্রান্ত চেষ্টা কর।

৫৩

যে প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে বসিয়া অল্প সময়ের জন্যও নাম করে, নামে সে আপনা হইতেই রস পাইবে; সে জন্য বিশিষ্ট কোন কৃপা আবশ্যক হয় না। কিছুকাল ঐরূপ নিয়মিত বসিয়াও যদি রস না পাওয়া যায়. তবে বুঝিতে হইবে, হয় নাম ভুল হইতেছে, অথবা নাম করিবার প্রণালীর ভুল হইতেছে।

নামে রস পাইলে নামে রতি হইবে। রতি হইতে আসক্তি এবং নামে আসক্তি হইলে ধীরে ধীরে মন স্থির হইয়া যাইবে। এজন্য ঘণ্টায় ঘণ্টায় কৃপার আবশ্যক হয় না।

আমি আহম্মক নহি। হাতে জল খাইয়া পরে জাতির খবর লই না, পূর্বেই লইয়া থাকি। কাহারও প্রকৃতি পূর্বে না জানিয়া কখনও সাধন দেই না। এ বিষয়ে আমাকে আহাম্মক স্থির করা তোমার ভুল হইয়াছে।

৫৪

তোমাকে নিয়ম মত বসিয়া আমি নাম করিতেই বলিয়াছি, 'মন স্থির করিয়া নাম করিবে'—এমন কথা কথা কখনও বলি নাই। তথাপি যে মন স্থির হইল না বলিয়া এক ঘটী কাঁদিয়াছ, তোমার ঐ বই পড়া মুখস্থ সংস্কারের জবাব দেওয়া বিফল। মন স্থির করিয়া নাম করিতে হইবে—ইহা প্রলাপ বাক্য। নাম করিতে করিতে, জোর করিয়া সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়ও নিয়ম মত বসিতে বসিতে মন স্থির হইবে—ইহাই সাচা কথা।

৫৫

আহারের সংস্থান হইয়াছে, এখন নির্বিরোধে নাম করিয়া শান্তিলাভ কর, ইহাই ইচ্ছা করি। যদি না পার, আপন কর্মভোগ মনে করিয়া ভোগ কর।

নামই সর্বব্যাধির একমাত্র ঔষধ।

৫৬

নাম করিতে করিতে যে অবস্থা স্বতঃই ভিতরে ফুটিয়া উঠে, উহাই স্বাভাবিক অবস্থা।

৫৭

নাম উচ্চারণ করিয়া ফেলার জন্য এখন আর হায় হায় করিয়া কোন লাভ নাই। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইও।

৫৮

নামের শুষ্কতা সময় সময় আসিবেই। সে জন্য ঘাবড়াইবার কিছু নাই। কখনও আনন্দ পাইবে, কখনও ভিতর জ্বলিয়া যাইবে। রাস্তা চলিতে চলিতে মানুষের দুই দিকেই যে কেবল ফুলের বাগান থাকিবে, এমন আশা তুমি করিতে পার না। চলা রাস্তার পাশে পায়খানা পগার খানাডোবা সুন্দর বাড়ি ও মনোরম বাগান সবই আছে। সমস্তই ধীরে ধীরে ধৈর্যের সঙ্গে পার হইয়া যাইতে হইবে।

তুমি যে এতো দিনেও অভ্যাসদোষের হাত এড়াইয়া যথার্থ মানুষ হইতে

পার নাই, সে দোষ তোমার নহে, আমার। এ জন্য আমি তোমার নিকট বড়ই লজ্জিত। আশা করি আমার এ অক্ষমতা ক্ষমা করিবে।

* * * *

তুমি যদি মানুষ না হইতে পার, তবে আমার পক্ষে উহা মৃত্যুতুল্য হইবে। ইহা জানিয়া যাহা ভাল বুঝ, করিও।

৫৯

প্রশ্বাস কোথায় হ্রস্ব বা দীর্ঘ হইয়াছে তাহা প্রথমে জানার চেষ্টা না করিলেও চলিবে। প্রথমে কোন শ্বাস প্রশ্বাসের duration অনুসারে নামটি দ্রুত বা ধীর করিয়া দাও। এইরূপ করিতে করিতে হঠাৎ একসময় নামের মাত্রা ও শ্বাস-প্রশ্বাসের হ্রস্ব-দীর্ঘ আপনা হইতে মিলিয়া এক হইয়া যাইবে। নিজেকে এ জন্য বেগ পাইতে হইবে না।

৬০

তোমার ব্যারামটা কী, সঠিক বুঝিতে পারিলামনা। আগেই এতটা হতাশা ও অস্থিরতা অস্বাভাবিক মনে হয়। সর্বাগ্রে কলিকাতা গিয়া ভাল ডাক্তার দ্বারা বা মেডিক্যাল কলেজে পরীক্ষা করাইয়া জানিয়া লও, কী ব্যাধি। * * * আগে তো ব্যারামটা জানা আবশ্যক, পরে চিকিৎসার কথা ভাবিও। নামের সঙ্গে তোমার যথার্থই বড় একটা সম্পর্ক দেখিতেছি না। কিন্তু সে জন্য ভাবনার কিছু দেখি না। নাম এমনই মহা শক্তিশালী যে তোমার ন্যায় দুর্বিনীত মূঢ় ব্যক্তিকেও তাঁহার পায়ের নীচে লইয়া যাইতে সক্ষম। রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্য অপমান ইত্যাদি শ্রীনামের অনেক অস্ত্র আছে। কোনটা কোন্ সময়ে কাহার উপর প্রয়োগ করিবেন তাহা আমাদের অজ্ঞাত।

নাম সর্বাত্মস্নপনম্। নামে যাঁহার আত্মা নিত্য স্নান করেন তিনি ধন্য।

৬১

তোমার পত্নী লেখা পড়া না যদি জানে তবে আমার কাছে নিয়া আসা ছাড়া নাম মনে করিবার কোন সহজ উপায় নাই। একটা নিয়ম আছে, বড় কঠিন; তোমার স্ত্রী তাহা পারিবে বলিয়া মনে হয় না। নামের দুই একটি অক্ষর বা শব্দ নিশ্চয় মনে আছে। তোমার স্ত্রী যদি একান্তে ঘরে দরজা দিয়া আসনে বসিয়া প্রত্যহ দুই ঘণ্টা চোখ বুজিয়া স্থির মনে ঐ অক্ষর কয়টি, যাহা মনে আছে, তাহাই জপ করে এবং গুরুমূর্তি ধ্যান করে তবে পাঁচ সাত দিনের

মধ্যেই নাম মনে হইবে। বসিবার কালে সে ঘরে কেহ থাকিলে চলিবে না। স্থির হইয়া গুরুমূর্তি ধ্যান করিতে হইবে। অন্য কোন উপায় নাই। যে তাহাকে নাম বলিতে যাইবে তাহারই অপকার হইবে।

প্রত্যহ নিয়মিত বসিও।

৬২

সাধনের কথা ছাড়িয়া দাও। সাধন কখনও প্রাণপণে কর নাই, আর করিবেও না। দুইবার আশ্রমে যাও লিখিয়াছ। কিন্তু বাবা, স্নানের সময় একবার ব্যতীত আমি তো তোমাকে আশ্রমে বড় একটা দেখিতে পাই না। প্রাণপণে নামকে ভাল বাসিতে হইবে, প্রত্যহ আসনে বসিয়া চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত একঘণ্টা নামের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। তবে যদি নামের কৃপা হয়। যাহাকে তুমি ভালবাসিতে পার নাই, সে তোমাকে ভালবাসিবে কেন? তোমাদের কথা ভাবিয়া প্রাণে বড় দুঃখ হয়। আমার বুক-চেড়া ধন তোমাদের বিলাইয়া দিলাম কিন্তু তোমরা একবার পরখ করিয়া দেখিলে না আমি কী দিলাম বা ফাঁকী দিলাম কি না। ঠাকুর তোমাদের সুবুদ্ধি দিন।

৬৩

কোনরূপ লক্ষ না করিয়া নির্ভয়ে মনের আনন্দে প্রাণায়াম করিয়া যাও। * * *

সাত্ত্বিক আহার করিলে ঘুম কমিয়া যায়। শেষ রাত্রে উঠিয়া প্রথম কিছু-দিন সাধন করিতে না বসিয়া কেবল হাঁটিয়া বেড়াইতে হয়। নতুবা সাধন করিতে চোখ বুজিলেই ঘুম পাইবে। ঐ হাঁটিয়া হাঁটিয়া বেড়াইলে যখন জাগাটা স্বাভাবিক হইয়া যাইবে তখন বসিয়া সাধন করা যাইবে। * * *

স্ত্রীরমণ করিবার সময়ও শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করিবে।

৬৪

তোমার শ্বাস প্রশ্বাস সম্বন্ধে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির (অর্থাৎ আমারও) কোন হুকুম চালানো স্বাভাবিক নহে। এ সাধন হুকুমে অন্ধের মত চলার সাধন নয়। ধীরে ধীরে স্বাভাবিকতা ফুটিয়া উঠিবার সাধন। একটা দিন সম্পূর্ণরূপে নাম করা ছাড়িয়া দিয়া কেবল নিজের শ্বাস ও প্রশ্বাসকে লক্ষ করিতে থাক। লক্ষ করিতে করিতে, কিছু বেশি সময় লক্ষ করিলেই, শ্বাস উঠিতে তোমার কতটুকু সময় লাগে, তাহার মোটামুটি একটা ধারণা হইবে। * * * *

শ্বাস প্রশ্বাস ছাড়িয়া দিলে আরও বেশি বার নাম আওড়ানো যায়। কয়বার নাম হইল, ইহার কোন মাত্‌বরী থাকিলে হাজার দশ হাজার বার সংখ্যা রাখিয়া তোমাদিগকে নাম করিতে বলিতাম। কিন্তু তাহা নয়—এ সাধন তত সহজ নয়।

নাম কয়বার হইল, তাহা ধর্তব্য নহে। ঠিক শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম মিলিয়া গেল কিনা, তাহাই প্রধান কথা। শ্বাসে প্রশ্বাসে মিলিয়া গিয়া একটি নাম হইলে, উহা অপর ভাবে একশতটি নাম হইবার সমান।

নামের অর্থ জানা অনাবশ্যক। সাধনের সময় মাত্র একবার বলিয়া দেওয়া হয়। উহা এমন কিছু আবশ্যক নয়, যাহা চিঠি লিখিয়া জানাইতে হইবে, সাক্ষাত মত প্রশ্ন করিলে বলিয়া দেওয়া হইবে।

৬৫

তোমার মায়ের নামটি এই সঙ্গে একখানি পৃথক কাগজে লিখিয়া পাঠাইলাম। ইহা তাহাকে দেখাইবে। তাহার দেখা হইয়া গেলে, কাগজখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া সম্ভব হইলে জলে নহিলে আবর্জনা স্থলে ফেলিয়া দিবে।

৬৬

ঠাকুর ঘরে যে কোনও দেবমূর্তি থাকুক না কেন, উহা নিজের ইষ্ট মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। গুরুর সামনে অন্য দেবতা পূজা করিতে নাই; ইহার অর্থ কোনো দেবতাকেই স্বতন্ত্র মন্ত্রে অর্চনা করিবে না। নিজ ইষ্ট মন্ত্রে পূজা করিলে সেই সেই দেবতা ও তাঁহাদের মধ্য দিয়া নিজ ইষ্টদেব তৃপ্ত হইবেন।

তপো ন পরং প্রাণায়ামাৎ ততো বিশুদ্ধির্মলানাং দীপ্তিশ্চ জ্ঞানস্যেতি।

—পাতঞ্জল যোগসূত্র।

# চার

## প্রাণায়াম

### ১

মুখ বন্ধ করিয়া প্রাণায়াম আরম্ভ করিয়াই কুম্ভক করিতে নাই। মুখ বন্ধ প্রাণায়াম কয়েকদিন পর্যন্ত করিয়া যখন উহা সরল ও স্বাভাবিক হইয়া আসিবে, কোন উদ্যম বা সমস্ত শরীরের বিশিষ্ট প্রকার আয়োজনের আবশ্যক হইবে না, তখন প্রত্যেকটি প্রাণায়াম ছাড়িয়াই কুম্ভক করিতে হয়। * * * *

এইরূপ সাধন করায় বিশেষ ধৈর্যের আবশ্যক হয়। কেহ কেহ দুই তিনদিন তিনবার কুম্ভকে নাম করিয়াই মনে করে, এখন চারিবার করিব। এই স্থানেই ভুলের সম্ভাবনা। একটি নিয়ম হইতে আর একটি নিয়মে যাইতে কিছুতেই এক মাসের কম সময় দেওয়া উচিত নয়। স্থল বিশেষে তিনমাস আবশ্যক হয়।

যাঁহারা একদিনও বাদ না দিয়া প্রত্যেকদিন নিয়মিত সাধন করে, তাঁহারা সাধন পাইয়া একমাস মুখখোলা প্রাণায়াম করিবেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে মুখ বন্ধ করিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিবেন। চতুর্থ মাস হইতে কুম্ভক আরম্ভ করিবেন। চতুর্থ মাসে প্রতি কুম্ভকে তিনবার নাম করিবেন। পঞ্চম মাসে চারিবার, ষষ্ঠ মাসে পাঁচবার, সপ্তম মাসে ছয়বার, অষ্টম মাসে সাতবার, নবম মাসে আটবার, দশম মাসে নয়বার, একাদশ মাসে দশবার, দ্বাদশমাসে এগারোবার। দ্বাদশমাস বা এক বৎসর পর হইতে প্রতি কুম্ভকে বারোবার নাম হইবে। ইহার বেশি বিশেষ অনুমতি না লইয়া বাড়াইতে নাই।

প্রত্যহ নিয়মিত সাধকদের পক্ষে এই নিয়ম। যাহাদের রোজ বসা সম্ভব হয় না, তাহাদের আরও দেরী হইবে।

ধৈর্য ও তিতিক্ষা সাধকজীবনের প্রধান অবলম্বন।

২

মেয়েরা কেহই নিয়মিত প্রাণায়াম করে না। তাহাদের সাধন পাওয়া দেখিতেছি বিড়ম্বনাস্বরূপ হইয়াছে।

প্রাণায়ামে কাশি দূর হয়। প্রাণায়ামে সর্দি-কফ্ উঠিয়া যায়। প্রাণায়াম করিবার সময় কফ্ ফেলিবার একটি পাত্র কাছে লইয়া বসিতে হয়।

৩

প্রাণায়াম করিবার জন্য কোন নির্জন স্থান ঠিক করিয়া লইবে। গ্রামে তো কত নির্জন মাঠ, নদীতীর, ঝোঁপ ও ময়দান থাকে। ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকিলে নির্জন স্থান পাওয়া কঠিন নয়।

৪

প্রাণায়াম অল্প অল্প করিও। প্রাণায়াম একেবারে না করিলে শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম ঠিকমত হয় না। অল্প করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমশ বাড়াইতে হয়। প্রাণায়াম রীতিমত হইলে সমস্ত ব্যাধি দূর হয়।

৫

প্রাণায়াম ও আসন একবারেই ঠিক হয় না। ধীরে ধীরে বাড়াইতে হয় সাধনে তাড়াতাড়ির কোন মূল্য নাই। ধৈর্যই ধর্ম।

৬

রাত্রে বিছানায় বসিয়া প্রাণায়াম করিতে কোন বাধা নাই। বিছানার উপর আসন পাতিবাব কোন আবশ্যক নাই।

৭

একাদশীতে প্রাণায়াম করিতে বাধা নাই। খুব ক্ষুধা হইলে না খাইয়া প্রাণায়াম করিতে নাই। একাদশীর মত প্রত্যহই তো সকাল বেলা খালি পেট থাকে, উহাতে বাধা কি?

৮

প্রাণায়াম করার জন্য যদি বাসায় স্থান না হয়, তবে সন্ধ্যার পরে পার্ক বা অন্য কোন বাগানে গিয়া নির্জন স্থানে বসিয়া প্রাণায়াম করিয়া আসিতে পার। প্রাণায়াম খুব ভালরূপে ফুটিলে তখন মুখ বন্ধ করিয়া নাক দিয়া প্রাণায়াম করিও। উহাতে শব্দ কম হইবে। যতটুকু পার আসনে বসিবেই। নিয়ম কখনও ছাড়িও না। পরে অবসর ও সুবিধা পাইলে তখন আবার বেশি

সময় বসিও। যদি প্রাণের আগ্রহ ও 'অবশ্য কর্তব্য' বলিয়া বোধ হয়, তবে সময় ভগবানই করিয়া দিবেন।

পড়ার উৎসাহ হারাইও না। উহাই এখন তোমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ তপস্যা। তারপর তোমার নিয়তি তোমাকে কোন দিকে টানিয়া লইবে, সে পরের কথা। এখন যদি পড়ার উপরে কর্তব্য বুদ্ধি থাকে, তবে সারা জীবনই কর্তব্য বুদ্ধি সব বিষয়ে জাগ্রত থাকিবে।

৯

বাসায় ঘর বন্ধ করিয়া প্রাণায়াম সকলেই তো করে। এজন্য জিজ্ঞাসা অনাবশ্যক। ঘরে লোক না থাকিলেই হইল। কেহ উঁকি দিয়া কিছু দেখিতে না পারে, সে ব্যবস্থাও করিতে হইবে। শব্দ যাহাতে অন্যের কানে না যায়, সে জন্য যথা প্রয়োজন সাবধান হইবে। তারপর যদি একটু আধটু শব্দ কাহারও কানে যায় তো কি করা যাইবে? কেহ শব্দের জন্য প্রশ্ন করিলে, কথাদ্বারা তাহাকে বুঝ দিতে পারিলেই হইল। 'কি জানি, আমি কিছু জানিনা' বলিয়া পাশ কাটাইবে।

১০

ও স্থানে তোমার সাধন করার সুবিধা হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। বৈঠকে দুইটা প্রাণায়ামের মধ্যে কেন দেরী হয় তাহা দেখিতেছি তুমি জাননা। প্রত্যেক প্রাণায়ামের শ্বাস ছাড়িয়া দিয়াই আর না টানিয়া শ্বাস বন্ধ করিয়া দিতে হয় এবং বদ্ধাবস্থায় তিনবার নাম করিয়া, পরে আবার দ্বিতীয় প্রাণায়ামের জন্য শ্বাস টানিতে হয়। ইহার নাম কুম্ভক। প্রত্যেক প্রাণায়ামে কুম্ভক করিতে হয়। প্রাণায়াম, যতক্ষণ হয়রান না হও ততক্ষণই করিবে, ৩০ বার ৬০ বারের কোন অর্থ নাই। তবে ১০৮ বারের বেশি কিছুতেই নয়।

১১

শরীরের স্নিগ্ধ শান্ত ভাব ও মনের ধারণা সব সময়ে প্রাণায়ামের উপযো[illegible] থাকে না। মনে বিন্দুমাত্র তাড়াতাড়ির ভাব থাকিলেও প্রাণায়াম রা[illegible] হইতে চাহেন না। এ সময়ে জোরে জোরে প্রাণায়াম না করিয়া, কিছু সম[illegible] প্রাণায়াম ছাড়িয়া কেবল নাম করিতে হয়, এবং মাঝে মাঝে খুব ধীরে দু[illegible] একটা টান দিতে হয়। কিছু সময় ঐ রূপ করিলেই প্রাণায়ামের অভিমান দূ[illegible] হয়। জোর করা একান্ত অবৈধ।

১২

প্রাণায়াম দীর্ঘকাল ধরিয়া নিয়মিত চালাইলে খাঁটী শরীর প্রস্তুত হইবে। যে শরীর মাংস, ঝুটা ও মদে পুষ্ট, উহা শুকাইবে না, এমন আশা কর কেন? বিশুদ্ধ ও নীরোগ দেহ প্রস্তুত হইতে হইলে 'ঢোস্‌কা' লাবণ্য দূর হইবেই। ইহার পর যে লাবণ্য ফুটিবে, উহাই খাঁটী। শরীর শুকাইয়া যাক, সেজন্য ভাবনা করিও না। কিন্তু যেদিন নিজে অসুস্থ বোধ কর, প্রাণায়াম করিও না। অন্যের মুখে শুনিয়া শরীর খারাপ ঠিক করিবে না; পরন্তু যথার্থই যেদিন নিজে দুর্বল ও অসুস্থ বোধ করিবে, সেদিন দেহকে ছুটী দিও। শ্বাসে নাম অভ্যাস করিতে গেলে, স্বভাবতই প্রথম প্রথম মাথা গরম হয়, ক্রমে সেটা সারিযা যায়।

১৩

যতদিন কাশি থাকে ততদিন প্রাণায়াম করিও না। প্রাণায়ামের জন্য ভিতরে উদ্বেগ বোধ হইলে দুই একবার করিতে পার। অনেকে প্রাণায়াম না করিয়া স্থির থাকিতে পারে না, প্রাণ অস্থির হয়। তাই একথা লিখিলাম।

শরীর খুব ভালই হইতেছে। দেহ ক্রমে সাত্ত্বিক হইতেছে। ইহার পর খাঁটী চেহারা দাঁড়াইবে।

১৪

প্রাণায়াম এক রকমই। তবে পৃথক্ অবস্থা অর্থাৎ ষট্ চক্রের বিভিন্ন সঞ্চার অনুসারে প্রাণায়ামের শব্দের পার্থক্য হয়। তোমার প্রাণায়াম ভুল হয়, এমন বিদ্‌ঘুটে কথা তোমার মনে হইল কেন?

১৫

নববর্ষের প্রথম দিনে আশীর্বাদ লও। তোমার সমস্ত বন্ধন শিথিল হইয়া যাক।

সব অবস্থার মধ্য দিয়াই মানুষকে—সাধককে যাইতে হয়। শুষ্কতাও একটা অবস্থা। কিন্তু তোমার ভিতরে তো শুষ্কতা দেখিতেছি না।

'অপানে জুহ্বতি······প্রাণেষু জুহ্বতি ॥'

তথা (আবার) অপরে (অপর যোগীগণ) অপানে (অপান বায়ুতে) প্রাণম্ (প্রাণবায়ু) প্রাণে (প্রাণ বায়ুতে) অপানম (অপান বায়ু) জুহ্বতি

( হোম করেন ) প্রাণায়াম-পরায়ণা ( প্রাণায়াম পরায়ণ ) নিয়তাহারা ( মিতাহারী ) অপরে ( অন্য যোগীগণ ) প্রাণাপানগতি ( প্রাণ ও অপানবায়ুর গতি ) রুদ্ধা ( রোধ করিয়া ) প্রাণান ( বায়ুসকলকে ) প্রাণেষু ( বায়ুসমূহে ) জুহ্বতি ( আহুতি দেন )।

প্রাণ ও অপানের গতির নাম শ্বাস প্রশ্বাস। এইবার পরিষ্কার বুঝিলে তো? প্রাণায়াম ও কুম্ভকের কথা বলা হইয়াছে। ১০৮ প্রাণায়াম করে গনিয়াই ঠিক রাখিতে হয়।

১৬

রাত্রিবাস কাপড় না ছাড়িয়াও শেষ রাত্রে বিছানায় বসিয়া প্রাণায়াম করা যায় যদি নিজেকে অপবিত্র মনে না হয়, এ জন্য নিজের পৃথক বিছানা আবশ্যক। যে বিছানায় অন্যে শোয়, সে বিছানায় চলিবে না। কাপড় যদি অপবিত্র মনে না হয়, তবে দোষ নাই।

কোনো বই দেখিয়া কিছু করিতে চেষ্টা করা বাতুলতা, কেবল মাত্র যাহা বলিয়াছি তাহা করিবে। কুম্ভক শ্বাস গ্রহণ করিয়া করিতে হয়, তাহাই করিবে। প্রশ্বাস ত্যাগ কবিয়া কুম্ভক কি প্রকার তাহা বুঝ নাই বলিয়াই বোধ হয় বুকে লাগে। স্নুতরাং উহা করিও না, পরে সাক্ষাতমত বলিয়া দিব।

খালি পেট অর্থাৎ যদি ক্ষুধার উদ্রেক হয়। নতুবা ভোর বেলা প্রাণায়াম করিতে হইলে খাইয়া লইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই।

আসন পাইবার এখনও সময় হয় নাই, সময়ে পাইবে। যে ভাবে বসিতে আরাম পাও, ঠিক সেইভাবে বসিবে। তবে প্রত্যহ একই ভাবে বসা চাই।

১৭

প্রাণায়াম প্রত্যহ করা চাই। অন্তত কোন ফাঁকে দুই চারিটা টান দিলেও দিবে, যেন বাদ যায় না। পূর্বে মন স্থির হইবে পরে নাম করিবে, তাহা নয়। নাম করিতে করিতে ক্রমশ মন স্থির হইয়া আসিবে। তোমার প্রাণায়াম ঠিক হয়। সকলের শব্দ একপ্রকার হইবে, এমন কোন কথা নাই।

১৮

প্রাণায়াম করিলে আশু চেহারা খারাপ ও দুর্বল হইতে পারে, কিন্তু দেহের অবিশুদ্ধ উপাদান যখন সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়, তাহা সুন্দর তেজঃপুঞ্জ

কায়া রূপে ফুটিয়া উঠে। প্রাণায়ামের একটি স্বতন্ত্র রস আছে। প্রত্যহ পনর মিনিটের বেশি ও আধ ঘণ্টার কম প্রাণায়াম করিতে হয়। আরম্ভে উহাই যথেষ্ট।

১৯

তোমার চিঠিতে তোমার শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়া দুঃখিত হইলাম। ধমনীর কোন স্থান শক্ত হইয়া টিউমারের মত হইয়া উঠিয়াছে, মোটামুটি ইহাই বুঝিলাম।

প্রাণায়াম করিয়া এইরূপ হয়, ইহা অপেক্ষা হাস্যজনক কথা আর নাই। শুধু তুমি নও, হাজার হাজার লোক এই প্রাণায়াম করিয়া থাকে। তোমার মত বয়সে আমরা দল বাঁধিয়া একত্রে একটানা দুই ঘণ্টা করিয়া প্রাণায়াম প্রত্যহ করিয়াছি। তুমি উহার সিকি সময় কর কিনা সন্দেহ। এত লোকের মধ্যে কাহারও হইল না, কেবল তোমারই হইল—ইহা অদ্ভুত কথা। যাহারা বই দেখিয়া বা বিনা গুরু উপদেশে প্রাণায়াম আরম্ভ করে তাহাদের নানা প্রকার ব্যাধি জন্মিতে পারে। তোমার সে ভয় নাই।

২০

রেচকের কুম্ভক সহ প্রাণায়াম সমাপণ হইলে, নবদ্বার বন্ধ করিয়া পূরকের কুম্ভক করিবে। কিন্তু 'চেষ্টা করিয়া' কিছু দেখিতে হইবে, সেরূপ বলি নাই। তোমার বুঝিতে ভুল হইয়াছে। যে স্থানে দর্শনের জন্য কোন প্রকার 'চেষ্টা' হয়, সে স্থানে আর দর্শনের সম্ভাবনা থাকে না।

২১

শ্বাস প্রশ্বাস নাক দিয়া বাহির হওয়াটাই খাঁটি প্রাণায়াম নয়। উহা ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়া ঢেউ তুলিবে এবং **superfluous** শ্বাস যেটা নাক দিয়া বাহিব হইবে, তাহার দরুনই শব্দ হইবে। ইহাই যথার্থ প্রাণায়াম, ইহারই নাম নিঃশব্দ প্রাণায়াম। চিবুক কণ্ঠে সংলগ্ন করিয়া প্রাণায়াম করিলে ইহা অতি সহজে অভ্যাস হয়। কিন্তু যাহাদের স্ত্রী রমণ করিতে হয়, বীর্য স্থির নয়, চিবুক ও কণ্ঠে সংলগ্ন 'জলন্ধর বন্ধমুদ্রা' প্রত্যহ তাহাদের করা উচিত নয়। উহাতে মাথার ব্যারাম জন্মিবার আশঙ্কা আছে। মাঝে মাঝে উহা করা ভাল, প্রত্যহ নয়। অন্তত বীর্যস্খলনের পর তিন রাত্রির মধ্যে নয়।

২২

প্রাণায়াম সিদ্ধ অর্থ যিনি ইচ্ছা মত হাল্‌কা বা ভারী হইতে পারেন। * * * বারো বৎসর এক দিনও বাদ না দিয়া যিনি একাদিক্রমে অন্তত আধ ঘণ্টা করিয়া প্রাণায়াম করিতে পারেন তিনি প্রাণায়াম সিদ্ধ হইতে পারেন। গুরু অবস্থা বুঝিয়া যাহার কর্মভোগ কম তাহাকে প্রাণায়াম সিদ্ধ করিয়া দিতে পারেন। যাহার কর্ম শেষ হইতে দেরী আছে তাহাকে ওসব অবস্থা দেন না।

২৩

তোমার বাড়ীর সামনেই তো অনেকটা খোলা জায়গা; উহার মধ্যে এমন আড়াল নাই কি যেখানে বসিয়া প্রাণায়াম করা যায়? অথবা অন্য কোনো ঝোপ সংযুক্ত বাগান কাছাকাছি কোথাও থাকিলে সেখানে গিয়া প্রাণায়াম করিতে পার। * * * তবে শেষ রাত্রে প্রাণায়াম করা বাহিরে গিয়া কখনো সম্ভব হয় না। না-ই বা হইল ' সন্ধ্যায় মাত্র একবারই না হয় ( অন্য সুবিধা না হওয়া পর্যন্ত ) প্রাণায়াম করিও।

২৪

প্রাণায়ামের সময় ঠিক রাখা সোজা। কর ঘুরাইতে জান তো? আঙ্গুলের রেখার মধ্যবর্তী স্থানটুকুকে পর্ব বলে। প্রত্যেক হাতে বারোটি করিয়া পর্ব থাকে। এক একটি প্রাণায়াম ও যথানির্দিষ্ট কুম্ভক করিবে আর ডান হাতের পর্ব দিয়া উহার গণনা রাখিবে। এইরূপে ১২টি প্রাণায়াম হইলে হাত শেষ হইয়া যাইবে। তখন বাঁ হাতে এক পর্ব ধরা রাখিয়া ডান হাতে পুনরায় এক একটি প্রাণায়াম গণনা করিতে থাকিবে। দ্বিতীয় বার বারোটি হইলে, বাম হাতে দ্বিতীয় পর্ব ধরিয়া পুনরায় প্রত্যেকটি ডান হাতে গণিবে। এইরূপে বাঁ হাতে যখন ৯টি পর্ব ধরা হইবে তখন তোমার ৯×১২=১০৮টি প্রাণায়াম হইবে। কুম্ভক সহ প্রাণায়াম করিলে ১০৮টি প্রাণায়াম হইতে ঠিক আধ ঘণ্টা লাগিবে। এক সময়ে আধঘটা বা ১০৮টি প্রাণায়ামের অতিরিক্ত কখনও করিতে নাই। কিছু সময় বাদ দিয়া করা যাইতে পারে। তুমি এক সময়ে ১০৮টি প্রাণায়াম একেবারে পারিবে না। প্রথমে এক চতুর্থ ২৭টি অর্থাৎ ৮ মিনিট প্রাণায়াম করাই ভাল। উহা অভ্যস্ত হইলে ৫৪টি অর্থাৎ ১৫ মিনিট প্রাণায়াম করিবে। উহার পর ৮১টি অর্থাৎ ২২ মিনিট এবং সর্বশেষে ১০৮টি বা আধ ঘণ্টা। কুম্ভকের নামও শীঘ্র শীঘ্র বাড়াইও না। ধৈর্যই ধর্ম।

২৫

কুম্ভকে এগারো বার নাম হওয়া বড় সহজ কথা নহে। অতি অল্প সংখ্যক লোকেরই উহা হইয়া থাকে। তোমার উহা হইয়াছিল জানিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। নামগুলি খুব তাড়াতাড়ি **repeat** করার মত চালাইয়া যাও নাই তো? যাহা হোক, এখন নূতন প্রাণায়াম আরম্ভ করিতে উহার অর্ধেক অর্থাৎ ছয়টি নাম কুম্ভকে করিও। নামের প্রতিটি বর্ণ অতি স্নিগ্ধতার সঙ্গে চিন্তা করা আবশ্যক।

২৬

প্রবোধের সঙ্গে একত্রে বসে প্রাণায়ামটি ঠিক করে নেবে। প্রথমে মুখ খুলেই অভ্যাস করবে; কিছুদিন বাদে ধীরে ধীরে মুখ বন্ধ করে প্রাণায়াম করতে অভ্যাস করবে। তোমার স্ত্রীকে তুমি শিখে পরে শেখাবে।
প্রাণায়াম যথারীতি নিয়মমত করলে সমস্ত ব্যাধি দূর হয়ে যায়। শরীর সুস্থ ও মন একাগ্র হয়।

২৭

সারাদিনের উপবাসের পর শরীর অসুস্থ বা দুর্বল বোধ করিলে সেদিন প্রাণায়াম করিতে নাই। অনেকে আছেন যাঁহাদের উপবাসের দরুন শরীর আদৌ ঝিম্ ঝিম্ করে না; তাঁহারা প্রাণায়াম করিতে পারেন। শরীর বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবে।

২৮

কুম্ভক ইচ্ছামত করিলে চলিবে না। নিয়মপূর্বক করিতে হয়। প্রত্যেক প্রাণায়ামের শ্বাসটা ছাড়িয়া আর টানিবে না; তিনটি নাম করিয়া পরে দ্বিতীয়বার প্রাণায়ামের জন্য শ্বাস টানিয়া তখনই প্রাণায়াম ছাড়িবে। অর্থাৎ কুম্ভক শ্বাস টানিয়া নহে, শ্বাস ছাড়িয়া করিতে হইবে।

২৯

প্রাণায়াম দ্বারা কফ নষ্ট হয়। প্রাণ ভরিয়া প্রাণায়াম করিবে, ইহাতে সব কফ উঠিয়া গিয়া ২-৪ দিনে বুক পাতলা হইয়া যাইবে এবং নিজেকে শোলার মত হালকা মনে হইবে। আমার বড় দুঃখ যে এমন সাধন পাইয়াও তোমরা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে না যে, এ সাধনে কি হয়। * * * প্রাণায়াম বিছানায় করা চলিবে না। উহা পৃথক আসন করিয়া বসিয়া শুদ্ধ মনে শুদ্ধ বস্ত্রে করিতে হয়।

৩০

পূরকের কুম্ভক, প্রাণায়াম শেষ হইয়া গেলে মাত্র একবার বা দুইবার করিতে হয়। তুমি যেরূপ লিখিয়াছ ওরূপ কখনও করিওনা। রেচকের কুম্ভক আছে। উহা প্রত্যেকবার প্রাণায়ামে করিতে হয়। যখন দেখা হইবে তখন রেচকের কুম্ভক দেখাইয়া দিব। এখন কেবল প্রাণায়াম শেষ হইয়া গেলে একবার পূরকের কুম্ভক করিও।

৩১

যেদিন যতটা পার বসিবে, মোট কথা প্রত্যহই বসা চাই। প্রাণায়াম করিতে অভ্যস্ত হইলে কাশি ইত্যাদি সমস্ত দূর হইবে, একটু দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে শরীর সম্পূর্ণ নীরোগ হইবে। যতটুকু পার তাহাই করিবে। অন্যে শব্দ শুনিলে এই আশঙ্কা আছে যে, তাহারা হয়ত কৌতূহল বশত আড়াল হইতে দেখিয়া ঐরূপ শব্দ নিজেরা অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়া নানাবিধ দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইবে। এই ভয়েই ঐরূপ নিষেধ। যে স্থানে ওরূপ আশঙ্কা নাই সেরূপ স্থলে শব্দ শুনিলে তত দোষ হয় না।

মুখ বন্ধ করিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে শব্দও খুব কম হইবে।

৩২

প্রাণায়াম ছেলেরা ঘুমে থাকিলেই করিও। যদি জাগিয়া পড়ে এবং অপর ঘরে পাঠাইয়া দিয়া প্রাণায়াম করা সম্ভব হয় তবে তাহাই করিও। শব্দ শুনিলে দোষ হইবে না। তোমার খুড়তুত ভাইটির যদি উঁকি দেবার জন্য এবং কিসের শব্দ জানিবার জন্য অযথা কৌতূহলী হইবার ভয় না থাকে, তবে শব্দ শুনিলই বা। তথাপি সাবধানে চাপা ভাবে প্রাণায়াম করিও।

৩৩

সংসারে এ সব বিপদ-আপদ ঝড়-ঝাপটা তো আসিবেই। সেজন্য মনকে দৃঢ় করা ও ভগবৎ-বিশ্বাসী হওয়া একান্ত আবশ্যক।

ছেলেমেয়েরা ঘুমাইলে প্রাণায়াম করিতে পার। কেননা, পূরা মানুষের মত শয়তানী করিয়া ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়া থাকিতে পারে, ইহাদের কচি মনের দ্বারা সেরূপ আশঙ্কার কোনো কারণ নাই। ছোট মেয়েটি জাগা থাকিলেও প্রাণায়াম করা যায়, যদি বুঝিয়া করা হয়। প্রাণায়ামের শব্দের প্রতি কোনো রকম একটু লক্ষ গিয়াছে ইহা বুঝিতে পারা মাত্র প্রাণায়াম বন্ধ করিতে হয়।

৩৪

তোমার কুম্ভকে কয়টি নাম করার ব্যবস্থা আছে তাহা লিখ নাই। যদি কোনো রূপ উদ্যম ও চেষ্টার আবশ্যক দেখ, তবে অবিলম্বে কুম্ভকের নামের সংখ্যা কমাইয়া দিবে। বরং একটি নাম কুম্ভকে হয় সে-ও ভাল, কিন্তু অস্বাভাবিক উদ্যম ভাল নয়।

৩৫

কুম্ভকে তিনটি করিয়া নামই সাধারণত আরম্ভ করিতে হয়। এমন কেহ থাকিতে পারে, যাহার হয়তো তিন নাম কুম্ভকে করিতে উদ্যম আবশ্যক হয়। পূর্ব চিঠিতে তাহাই বলিয়াছি। এ ক্ষেত্রেও সংখ্যার কোনো মূল্য নাই। সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে যদি তিনটি হয় তবে তাহাই করিবে। কিন্তু তিনটি করিতেই হইবে বলিয়া কিছু করিবে না। বহুদিন পরে পরে কুম্ভকে নামটি সুন্দর স্বাভাবিক হইয়া গেলে, তবে আর একটি বাড়ানো যায়। নহিলে 'বাড়াইতে হইবে' এই ধারণায় কখনও বাড়াইবে না।

৩৬

প্রাণায়াম মন স্থির করিবার প্রশস্ত উপায়। প্রথমে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে একটু কঠিন মনে হয়। মুখ খোলা অবস্থায় একমাস মুখ দিয়া খুব জোরে শ্বাস ছাড়িলে যে শব্দের সৃষ্টি হয়, একমাস পরে মুখ বন্ধ প্রাণায়াম আরম্ভ করিলে ঐ শব্দ ঠিক বাঁশীর মত হইয়া অনেক কমিয়া যায়। একমাস মুখখোলা প্রাণায়াম, পরে তিন মাস মুখবন্ধ প্রাণায়াম অভ্যাস হইলে প্রাণায়ামের তৃতীয় Stage বলিয়া দিব। 'সাধন উপদেশ' বইখানি ভালরূপ পড়িয়া লইও।

৩৭

প্রাণায়াম অতিরিক্ত করিলে মাথা দুর্বল হওয়া আশ্চর্য নয়। এক আসনে বসিয়া প্রথমে ৫ মিনিট ১০ মিনিট করিয়া প্রাণায়াম করিয়া ক্রমশ আধঘণ্টা পর্যন্ত বাড়াইতে হয়। একক্রমে ইহার বেশী প্রাণায়াম করিতে নাই। প্রাণায়াম heart, lungs এর exercise, বেশী exercise করিতে দুর্বল বোধ হয়, ইহা স্বাভাবিক।

৩৮

প্রাণায়াম করিলে মাথা ধরে শুনিয়া বাস্তবিকই আমি আশ্চর্য বোধ

করিতেছি। ইহার কারণ কি তাহা ঠাহর করিতে পারিতেছি না। আমার মনে হয় প্রাণায়ামে কোথাও কিছু গোল হইতেছে। সাক্ষাতভাবে তোমার নিকট প্রাণায়াম না দেখিলে বুঝিব না। যাহা হউক, তুমি প্রত্যেক শ্বাসে প্রশ্বাসে নামটি মিলাইয়া দিবার চেষ্টা করিও। উহাই শ্রেষ্ঠ সাধন।

৩৯

প্রাণায়াম সকলে সমান পারে না; অনেকটা দৈহিক formation-এর উপর প্রাণায়ামের শক্তি নির্ভর করে। উহা বাড়াইবার উপায়, নিয়ম করিয়া ধীরে ধীরে বাড়ানো; at random করিলে বাড়ানো যায় না। অর্থাৎ দশটি প্রাণায়াম নিয়মিত একমাস করিয়া যখন উহাতে কষ্ট রহিল না, তখন বারোটি শুরু করিলাম। উহা নিয়মিত দুই একমাস করিয়া যখন অভ্যস্ত হইয়া গেল, তখন হয়ত পনরটি আরম্ভ করিলাম। এই steadiness থাকিলেই বাড়ানো সম্ভব; নতুবা নয়।

৪০

তোমার সব উদ্ভট প্রশ্ন। মন যতটুকু সাধন চায়, তাহাকে ততটুকু সময় না দিলেই এই সব অ-প্রশ্নের উদয় মনে স্থান পায়।

যে ব্যক্তি এই সাধন শক্তি পায় নাই বা প্রাণায়ামের কৌশলের কথা অবগত নহে, সে যদি একজনের দেখাদেখি এইরূপ করিতে আরম্ভ করে, তবে তাহার হার্নিয়া হইবার ভয় থাকিতে পারে। এই জন্যই অন্যের সাক্ষাতে প্রাণায়াম করা নিষেধ। তোমার সে ভয় নাই। ইহার প্রমাণ এই যে, তোমার চেয়ে ঢের বেশি প্রাণায়াম করেন, এমন লোকের অভাব নাই; কিন্তু তাঁহাদের কাহারও হার্নিয়া হয় নাই।

সকল বিধান সকল নিষেধ নামের মন্ত্রে সাধা ;
মন্দির পথে জপিতে জপিতে ঘুচিবে সকল বাধা।

—দরবেশ

## পাঁচ

### সদাচার

১

এখানে ( কাশীতে ) এবার খুব শীত, সেই সঙ্গে পুনরায় বেরী বেরী দেখা দিয়াছে। * * * কাশীতে মৃত্যুটা বড়ই এবার সস্তা দেখিতেছি।

অনাচারে ও দুরাচারে অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশীধাম যেন কাঁদিতেছেন। বাজারে তরকারীর দোকানের ফাঁকে ফাঁকে মুরগীর ডিমের দোকান। ঐ ডিম নাকি বেরী বেরীর ঔষধ। খুব খাইতেছে ও মরিতেছে।

কালভৈরব এই অক্ষম অবোধ পাপিষ্ঠদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন।

২

মাছ খাওয়া তো অবশ্যই ক্ষতিকর। কিন্তু তাই বলিয়া পরামর্শ করিয়া মাছ ছাড়া যায় না। ছাড়িলে লোভে পড়িয়া হয়ত আবার খাইতে হইবে। যদি লোভ না থাকে, তবে একেবারে ছাড়িতে পার। অথবা মাঝে মাঝে ছাড়িয়া, আবার খাইয়া, আবার ছাড়িয়া ইত্যাদি নিয়মে পরখ করিতে পার। * * *

সাত্ত্বিক আহার করিবে, সাত্ত্বিক ভাবে থাকিবে, সাত্ত্বিক নিয়মে সাধন করিবে। তবেই দারুণ ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা পাইবে।

৩

স্ত্রীলোক পারত পক্ষে ছুঁইবে না। কিন্তু নিজের মা ও স্ত্রীকে ছুঁইতে কোন প্রকার বাধা নাই। স্ত্রীকে লইয়া এক বিছানায় শয়ন করিতে কোনই বাধা নাই ; কিন্তু যদি একই ঘরে থাকিয়া পৃথক বিছানা করিয়া

লও, তবে উহাতে যথেষ্ট অধিক আরাম পাইবে। দুইচারিদিন পরে উভয়েই বুঝিতে পারিবে যে পৃথক বিছানাই আরামদায়ক।

৪

তোমার জ্যাঠাইমার দেহত্যাগের সংবাদ পাইলাম। * * * শ্রাদ্ধের দিন মন্ত্র পাঠের পূর্বেই খাওয়াটা সারিয়া লইতে পার না? কাজকর্মের বাড়িতে যাহারা কাজ করে, তাহাদের পূর্বেই খাইয়া লওয়া ভাল। মন্ত্রপাঠের পর সে বাড়িতে ভোজন করা প্রেতের উচ্ছিষ্ট হয়। হিন্দু-শাস্ত্রের এমন নিয়মটা কি করিয়া সমাজ হইতে উঠিয়া গেল, বুঝিতে পারি না। পূর্বে কোন ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধের দিবস খাওয়ানো যাইত না, এজন্য পরদিন নিমন্ত্রণ দিবার প্রথা ছিল।

৫

পুরীতে দেখিয়াছ ব্রহ্মচারীর শিষ্যেরা উৎসবে কি খাটুনি খাটে। সতীশ গিয়া এবার সেইরূপ খাটিতে পারিবে না। সুতরাং যাওয়াও উচিত হইবে না। পুরী গিয়া আশ্রমবাসী সকলের নফরগিরি যদি করিয়া আসিতে না পারে, তবে হাওয়া খাইতে গিয়া লাভ কি?

৬

আষাঢ় মাসে লাবণ্যর দেহত্যাগের একটি বৎসর গত হইয়া গেল। এখন তোমার একবার সুযোগমত গয়াধামে আসিয়া পিণ্ডদান করিতে হইবে। লৌকিক নিয়মে এখনও লাবণ্য সম্বন্ধে তোমার এই কর্তব্য বাকী আছে।

৭

তোমার রাত্রের ব্যবহৃত কাপড় লইয়া বিছানায় বসিয়া নাম ও প্রাণায়াম করিতে কোন বাধা নাই। যেদিন নিজেকে অপবিত্র মনে হইবে, মাত্র সেই দিন বরং কাপড়টা ছাড়িয়া লইও।

গুরুগীতার কোন অংশ বাদ দিও না। সব পড়িবে। পড়িতে পড়িতে ক্রমশ লক্ষণের অর্থ বোধগম্য হইবে। বাদ দিলে সে সুযোগ হারাইবে।

৮

কর্ম করিবার উৎসাহে তুমি অতীব বিপথে, নিতান্ত অনুপযুক্ত ও অসৎ সংসর্গে গিয়া মিশিয়াছ, ইহাতে আমি উদ্বেগ বোধ করিতেছি। তোমার

সামান্য অসুখ তো দূরের কথা, প্রত্যহ রাশিকৃত উচ্ছিষ্ট খাইয়াও যে এখন পর্যন্ত তুমি কঠিন ব্যারামে একেবারে শয্যাশায়ী হও নাই, ইহাই আশ্চর্য। অবিলম্বে তুমি ঐ দল হইতে মুক্তি লাভ করিবে। এ বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য।

আমি ২রা পৌষ কলিকাতা যাইতেছি। * * * এই সময় আসিয়া দেখা করিও। সাক্ষাৎ মত কথা হইবে।

৯

বৃন্দাবনের বাৎসরিক সপিণ্ডকরণের কোনো আবশ্যকতা নাই। তাহার মৃত্যুতিথি ফাল্গুনী শুক্লা দশমী ; এ বৎসর উহা কিছু আগাইয়া ২২শে ফাল্গুন তারিখে পড়িয়াছে, দেখিলাম। ঐ তারিখে তুমি গঙ্গাস্নান করিয়া বৃন্দাবনের তর্পণ করিবে , এবং কোন ব্রাহ্মণকে একটি ভোজ্য দান করিবে, ভিখারীদের কিছু পয়সা দিবে। আর কিছু করিতে হইবে না। আধ সের চাউল ও উহার উপযোগী ডাল, সৈন্ধব. একটু তৈল, একটু ঘি, কিছু মশলা, একটু তরকারী, দুটী সন্দেশ এবং চার আনা দক্ষিণা—ইহাই ভোজ্য।

১০

শিবরাত্রির উপবাস দিন রাত্রি সম্পূর্ণ নিরম্বু থাকিয়া করিতে হয়। চতুর্দশীতে যে কোনো শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া তাঁহার মাথায় গঙ্গাজল ও বিল্বপত্র, ফলফুল ইত্যাদি নাম করিয়া দিবে। পরদিন খুব ভোরে গঙ্গাস্নান করিয়া শিবরাত্রির ব্রতকথা শুনিবে বা কোন বই হইতে নিজেই পাঠ করিবে। উহাতে সুবিধা না হইলে কোন শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া আসিয়া জলযোগ করিবে। শিবপূজা করা বোধ হয় তোমার পক্ষে সুবিধা হইবে না বলিয়া লিখিলাম না।

১১

কীর্তনের সময় ঠাকুর ঘরে যে কোনো জাতীয় যে কেহ যাইতে বাধা নাই। তবে ঠাকুর হইতে সম্ভবমত একটু দূরে বসিলেই হইল। ঠাকুর অঙ্গে স্পর্শ না করাই ভাল।

ভোগ ঠাকুরের সম্মুখে বাড়িয়া রাখিবে। জলের পাত্র দিবে এবং অন্য পার্শ্বে আচমনের জল দিবে। মায় দাঁতের খড়কে, মুখশুদ্ধি বা পান দিবে। প্রত্যেকের উপর নাম করিয়া তুলসী দিয়া, ঠাকুরকে খাইতে বলিয়া, দরজা

বন্ধ করিয়া চলিয়া আসিবে। তখন কেহই ঘরে থাকিবে না। নিবেদন করিবার সময়ও যে নিবেদন করে, সে ছাড়া অন্য কেহ থাকিবে না। দরজা মধ্যাহ্ন ভোগে কুড়ি মিনিট ও নৈশ ভোগে পনের মিনিট বন্ধ রাখিবে। তখন বাহিরে আরতি বাজাইতে পার, ভোগের গান গাহিতে পার, বা নীরবে বসিয়া নাম করিতে পার ; যাহা খুসি। ঘরের মধ্যে কেহ থাকিবে না।

রসুই করা লইয়াই যত গোলমাল। ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ কি অপর জাতি যে কেহ রসুই করিতে পারে। তাহাতে বাধা নাই বটে, কিন্তু তোমাদের আপনার জন অর্থাৎ গোঁসাইগণের কাহারও রসুই হইলে সর্বোৎকৃষ্ট হয়। অন্তত যিনি রসুই করিবেন, তিনি দীক্ষিত হইবেন। নতুবা বিধি বজায় থাকে না। এ বিষয়ে যিনি ভোগ নিবেদন করিবেন, সমস্ত ঝুঁকি তাহার উপর। এমন জিনিষই নিবেদন করা চলে, যাহা তুমি অসংকোচে প্রত্যক্ষ ভাবে খাইতে দিতে দ্বিধা বোধ কর না। * * * যিনি ভোগ রাঁধিবেন প্রখর উচ্ছিষ্ট বোধ থাকা চাই। ঠাকুরের জন্যে রাঁধিতেছি, এইটি মনে থাকা চাই। * * * যিনি রাঁধিবেন, তাঁহার প্রকৃতি সাত্ত্বিক হওয়া চাই।

যাহা যতদূর পার করিবে। নিয়মের জন্য কোন উৎকট উপায় অবলম্বন করিবার আবশ্যক নাই। সহজ সরল ভাবে যতটুকু হইয়া উঠে। ভোগ নিবেদন কেন করিতে হয়, ইহা দ্বারা কত সহজে অপবিত্রতার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, সে সব সাক্ষাতমত জানিয়া লইও।

## ১২

সমস্ত সম্প্রদায়কে শ্রদ্ধা দিতে হইবে। কিন্তু শ্রদ্ধা দেওয়ার অর্থ নয় যে, নিজের অবলম্বিত প্রণালী হতমান করিয়া অপরের প্রণালীকে সম্মান দিতে হইবে। সাধারণত হুজুগে ও লজ্জার খাতিরে অনিচ্ছায় তোমরা উহা করিয়া ফেলিতে পার ; সুতরাং হুজুগ ও লজ্জাশীলতার গণ্ডি পার না হওয়া পর্যন্ত অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশিবার অধিকার জন্মে না।

—সম্প্রদায় আমাদের মত শাস্ত্র ও সদাচারের সম্পূর্ণ রাজত্ব স্বীকার করে না। অবশ্য উহা করে না বলিয়া যে তাহাদের কোনো দোষ আছে তাহা বলি না। কেবল ইহাই বক্তব্য যে, যাহারা শাস্ত্র সদাচার অবলম্বন করিয়া আছেন, খুব পাকা না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের, উহার বিরুদ্ধবাদীর অ হজম হইবে না। অতএব তোমার বর্তমান অবস্থায়, যে সাধুর আশ্র

কোনো প্রকার মাংসের কারবার আছে, সেস্থানে কিছুই ভোজন করা কর্তব্য নহে।

—সম্প্রদায় গোঁসাইগণের support চায়, তাহা আমি জানি। কিন্তু মূল কথা তাহাদের—আমাদের অনেকাংশে এক হইলেও রাস্তা এতই বিভিন্ন যে কোনো কালেই তাহাদের সহিত আমাদের রাস্তায় দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। * * * *

মাঝে মাঝে যাইতে পার—খুব কম, কিন্তু তাহাদের জমাট কীর্তনে কখনই যোগ দিবে না। উচ্ছিষ্ট বাঁচাইয়া এটা সেটা প্রসাদ পাইতে পার; অন্ন নহে। আর যদি কিছু না কর, তবে তো কথাই নাই।

এঁটো খাইয়া এখন আর হজম করিতে পারিবে না। অতএব সে দিকে চেষ্টা করিতে গিয়া আমার ক্লেশের কারণ হইয়া লাভ নাই।

১৩

জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি, একাদশী ইত্যাদি ব্রত তোমরা স্মার্ত মতে পালন করিবে। বৈষ্ণব মতে নহে। অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈত প্রভু নিজে যাহা করিতেন, এবং অদ্বৈত-সন্তানেরা এখনও যাহা করেন, আমাদের তাহাই করণীয়। বাবাজীদের মত আমাদের নহে।

১৪

আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধ যাহা অন্নপ্রাশন, বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে প্রেতকে আহ্বান করিয়া প্রেতের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য পিণ্ড দান করা হয় না। এই পিণ্ড দান ভেট দানের মত পিতৃপুরুষের আশীর্বাদ লাভের জন্য। কিন্তু মৃত্যুর পর দশদিন, একোদ্দিষ্ট দিবস, প্রথম বৎসরের প্রতি মাসে এবং সপিণ্ডকরণে যে পিণ্ডদান করা হয়, উহা প্রেতের ভক্ষণের উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়। সুতরাং প্রেতের পিণ্ডদানের মত পিতৃপুরুষকে অন্নদান দিবসে আমাদের ভোজনে বাধা নাই। তর্পণও শ্রাদ্ধ; নিত্যতর্পণশীল ব্যক্তির গৃহে আহারে আপত্তি হয় না।

১৫

কাহারও গুরুদশার বৎসর কখনও বিবাহ করা উচিত নয়। উহাতে পিতৃপুরুষের অভিসম্পাতের ভয় আছে। এ জন্য পাত্র ও পাত্রপক্ষের লোকেরাই সম্পূর্ণ দায়ী। তুমি মেয়ের বাপ, তোমার এ বিষয়ে বিচারের

অধিকার কম। এ চিঠি পাইবার পূর্বেই হয়তো বিবাহ হইয়া যাইবে। নিয়তি যাহা তাহাই তো হইবে। * * * কিন্তু গৌর আমারই ছেলে। সে মহাগুরু মাতৃ-বিয়োগের এক বৎসর মধ্যে বিবাহ করিল অনুমান করিয়া আমার দুঃখ হইতেছে।

১৬

মাকে সাষ্টাঙ্গ দিবে। লোকে দেখিবার লজ্জা ত্যাগ করিতে হইবে। মাকে নিয়মিত সাষ্টাঙ্গ দিলে দেহ শুদ্ধ হয়।

নিবেদনে অন্ন শুদ্ধ হয়। তুলসী ব্যতীত নিবেদন হয় না। কেবল যে স্থানে তুলসী দুর্ঘট সেখানে শুধু জল দ্বারা নিবেদন চলে। * * * লোকে দেখিবার লজ্জা এবং আমার নিজের বিশুদ্ধ অন্ন ভোজন, এই দুইটি তৌল করিলে বিশুদ্ধান্নের দিকটা এত বেশী গুরু হয় যে লোকের দিকে চাহিবার তখন আর অবসর থাকে না।

১৭

শৌচান্তে সাধন করাই সাধারণ প্রশস্ত নিয়ম। নতুবা প্রাণায়াম ভাল খোলে না; অথবা কাহারও কাহারও বা প্রণায়াম করিতে করিতে মাঝখানে বাহ্যে পায়। বহুকালের অভ্যাস একদিনে বন্ধ করা সম্ভব নয়। বাহ্যে হোক না হোক শৌচে যাইবই এই মননে দুই এক মাস চলিতে পারিলে অবশেষে বহুকালের অভ্যাস বদল হইয়া বাহ্যে হইবে।

যদি পূর্বে শৌচে যাওয়া মনঃপূত না হয়, তবে তাহাতেও বিশেষ ক্ষতি নাই। সাধন অন্তে ভোর বেলা পায়খানা যাওয়ার নিয়ম করাও মন্দ কি? যাহাই হয়, সর্বদা এক প্রকার নিয়ম চালাইবে। এক এক দিন এক এক প্রকার হইলে চলিবে না। স্নান সূর্যোদয়ের পূর্বে অথবা সূর্যোদয়ের একঘণ্টা মধ্যে সারিবার অভ্যাস করাই ভাল।

১৮

তর্পণ বন্ধ করিয়া ভাল কর নাই; পুনরায় উহা আরম্ভ করিবে। সৎ সন্তান হইলে মৃত পিতামাতা সেই সন্তানের তর্পিত জল আরও বেশি আগ্রহের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা করেন।

তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। যখন স্নান করিবে তখনই তর্পণ করিতে পারা যায়। আহারের পরে স্নান করিলে আহারের পরই তর্পণ করিতে

পার। যেদিন স্নান না কর, সেদিন তর্পণ বন্ধ রাখিলেও ক্ষতি নাই। অবশ্য কাপড় ছাড়িয়া তর্পণ করিয়া লইলে সর্বাংশেই উত্তম হয়। কলে বা স্রোত জল ভিন্ন অন্য জলে স্নান করিলে কাপড় ছাড়িয়া পরে কোষা ও অন্য পাত্রে জল লইয়া তর্পণ করিবে। স্রোত জলে ডুব দিয়া উঠিয়াই জলে দাঁড়াইয়া তর্পণ করা ভাল। তর্পণে মাত্র এক মিনিট বা দেড় মিনিট সময় লাগে। উহা সারিয়া আর একটা ডুব দিয়া উঠিয়া গা মুছিলেই বোধ হয় কাজটা সহজ হয়। একান্ত উহাতে অশক্ত হইলে কাপড় ছাড়িয়া কোন পাত্রে জল লইয়া তর্পণ করিতে হইবে।

অর্থাৎ, ভিজা কাপড়ে তর্পণ করিলে হাতে জল লইয়া তর্পণ করা চলে; উহাতে তর্পণের পর পুনরায় ডুব দেওয়া আবশ্যক। আর কোষাতে বা পাত্রে জল লইয়া তর্পণ করিলে কাপড় ছাড়িয়া চলিবে এবং পুনরায় স্নান না করিলেও চলিবে।

সিদ্ধ চিড়ার কথা বা সিদ্ধ চাউলের কথা—এ বিষয়ে যথার্থ ভাবটা বুঝিতে পারিলে আর কোন গোল থাকে না। সাধারণত সিদ্ধ চাউল বা সিদ্ধ চিড়া কিছুই তুমি খাইবে না। এক স্থানে যাইতে আসিতে রাস্তায় অথবা বাড়িতেও কোনদিন ইচ্ছা বশত যদি সিদ্ধ চিড়া খাও উহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। সেইরূপ কোনো স্থানে এরূপ অবস্থায় পড়িতে পার, হয়ত সেদিন সে গৃহস্থের বাড়িতে তুমি সিদ্ধ চাউলের ভাত না খাইলে গৃহস্থকে মহা অসুবিধায় পড়িতে হয়। সে স্থলে সিদ্ধ চাউল খাইতে হয়।

অর্থাৎ সিদ্ধ জিনিষ তোমার নিত্য খাদ্য নয়, occasionally প্রয়োজন বুঝিয়া অন্যকে উদ্বেগ না দিবার জন্য বা সুবিধার জন্য যদি কখনো উহা গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। কোন্ স্থানে কোন্ নিয়ম ভঙ্গ করা চলে, কেবল মাত্র তপস্যা দ্বারাই সে বুদ্ধি লাভ হয়।

১৯

অবিনাশ গোঁসাইয়ের নাম দিয়া যাহা বলিয়াছে—'যাহার পিতামাতা অত্যন্ত মৎস্য-মাংসাশী তাহাদের একেবারে মাছ মাংস ছাড়িলে ডায়েবেটীস্ ব্যারাম হয়;' এই বাক্যের দুইটি শব্দ পরিবর্তন করিয়া নিজেদের সুবিধামত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 'একেবারে'র স্থলে 'হঠাৎ' হইবে এবং 'হয়' স্থলে 'হইতে পারে' হইবে। আমিষ খোরের সন্তানের হঠাৎ মাছ ছাড়া উচিত নয়,

উহাতে ডায়েবেটীস্ হইবার আশঙ্কা আছে—ইহাই গোঁসাইয়ের কথা। এই কথার দৃষ্টান্ত আমি স্বয়ং। আমার পিতা ঘোরতর মৎস্য-মাংসাশী ছিলেন। মাছ অপর্যাপ্ত পরিমাণে প্রত্যহ না হইলেই চলিত না, এবং সপ্তাহে মাত্র দুইদিন, রবি ও বৃহস্পতি, বাদ দিয়া বাকী পাঁচদিন তিনি মাংস খাইতেন। তাহার পুত্র আমি নিরামিষাশী এবং আমার ডায়েবেটীস্ হয় নাই। আমি হঠাৎ না ছাড়িয়া ধীরে ছাড়িয়াছি।

তোমার মাছ ও সিদ্ধ চাউল—ইহাই কোনটাই খাওয়া নিরাপদ মনে হয় না। হয়তো পুনরায় সেই ব্যারাম হইয়া পড়িতে পারে।

অন্যের 'মাখাজোখা' ও মায়ের থুথুমাখা অমৃত—এই দুইটার আকাশ পাতাল প্রভেদ বুঝিবার মত সৌভাগ্য তোমার হউক, এই আশীর্বাদ করি। মায়ের পাতে খাইতে ঘৃণা বোধ হইলে, উহা অনিচ্ছায় জোর করিয়া পুনঃ পুনঃ খাওয়া ও সেই সঙ্গে মায়ের চরণামৃত গ্রহণ করা এই দুইটিই এ রোগের চিকিৎসা।

গেণ্ডেরিয়া আশ্রমে সেবার কাজ লইয়া থাকিতে পারিলে ভিতর যে একেবারে নির্মল হইয়া যাইবে, শান্তিদেবীর এই বাক্য অতি সত্য। কিন্তু তুমি তাহা পারিবে বলিয়া আমার ভরসা নাই। আশ্রমে যথেষ্ট উপদ্রব আছে। তুমি সেই উপদ্রব কাটাইয়া উঠিতে পারার আমি কোন সম্ভাবনাই দেখিতেছি না।

তোমার আশ্রমে থাকার ইচ্ছাকে আমার দুঃসাহস মনে হইতেছে। কেবল উৎকৃষ্ট স্থান হইলেই হয় না। নিজের অবস্থার উপযোগী অনুকূল স্থান চাই। ইহার পর হয়তো নিজের যথেষ্ট অপকার করিয়া তোমাকে এই সত্যটি অবগত হইতে হইবে। কাজেই পূর্বে বলা আবশ্যক মনে করিলাম।

২০

মাংস ও ডিমের ছোঁয়া খাওয়া পাঠ্যাবস্থায় বরং সহনীয়। কিন্তু অন্যে তোমার পাত হইতে কিছু তুলিয়া নিলে, তোমার সে উচ্ছিষ্ট খাওয়া খুব অন্যায় হইয়াছে।

না খাইয়া এবং কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া একদিন যদি পাত ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতে, তবে ছেলেরা মুখে যতই ঠাট্টা করুক, তোমার পাত ছুঁইত না। দ্বিতীয় দিন ছুঁইলেও যদি উঠিয়া যাইতে, অথচ মুখে বিন্দুমাত্র

প্রতিবাদ বা ক্রোধ না করিতে, তবে তৃতীয় দিন হইতে তোমার অবস্থা একেবারে নিরাপদ হইত। মানুষের প্রকৃতির এই সামান্য দুর্বলতা তুমি জান না। নিজেকে রক্ষা করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা বা দৃঢ়তা তোমার নাই; ইহা দুঃখের কথা।

আমার প্রতি তোমাদের যে ভালবাসা আছে, উহার মাত্র চারিটি নিদর্শন আছে। (১) মাংস বা ডিম না খাওয়া, (২) কোন নেশা না করা, (৩) উচ্ছিষ্ট না খাওয়া এবং (৪) প্রত্যহ অন্তত ৫।১০ মিনিটের জন্যও নাম করিতে বসা।

ইহার কোন একটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেই আমি বুঝি তোমরা আমাকে ভালবাস না। তখন আমার মনে মৃত্যুতুল্য যাতনা হয়। আমার এই কষ্টের মধ্যে একমাত্র সান্ত্বনা এই যে তুমি তোমার ক্রটীর কথা আমাকে স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিয়াছ। যদি না বলিতে, তবে আমার যন্ত্রণা চতুর্গুণ হইত।

২১

তোমার চিঠিখানি পড়িয়া আনন্দ পাইলাম। অহরহ সহজ সরল যথার্থ মনের ভাব প্রকাশ করিয়া আমাকে এত সুখ বড় একটা কেহ দেয় না।

খুব সংক্ষেপে তোমার কথার জবাব দিব। তোমাকে যে লোটা কম্বল না লইয়া সার্ভে পড়িতে অনুমতি দিয়াছিলাম, সে জন্য সমস্ত দায়িত্বই আমার। তোমাকে পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, এই পড়া শেষ না করা পর্যন্ত তোমাকে field work করিতে গিয়া বাধ্য হইয়া যদি মাংসের ছোঁয়া খাইতে হয়, সে জন্য তোমার কোন অপরাধ হইবে না। নিজে ইচ্ছা করিয়া মাংসের ছোঁয়া ও উচ্ছিষ্ট না খাইলে, পাঠ্যাবস্থায় এই অনাচার দরুন সমস্ত ভোগ আমার—তোমার নয়। এই অনুমতিটি কেবল মাত্র তোমার বর্তমান পাঠ্যাবস্থার জন্য।

কিন্তু তুমি বিলাত যাইতে যদি দেঁড়ে চাচার রান্না ও গরুর মাংস খাও, সে জন্য দায়িত্ব কাহার? ভোগ সকলের সমান হয় না। কাহারও গলা দিয়া রক্ত উঠে, কাহারও রক্তবাহ্য হয়, কাহারও শূল ব্যথা হয়। কাহারও কুষ্ঠব্যাধি হয়। তুমি ঐরূপ নিজের মতলবে উচ্ছিষ্ট ও মাংসের সংশ্রবে গেলে, তোমার কুষ্ঠ হইবার আশঙ্কা আছে বলিয়াই আমি তোমাকে সত্য কথাটা জানাইয়াছি; ক্রোধ করিয়া কোনো অভিসম্পাত করি নাই।

তুমি বিলাত যাইবে না বা যাইতে চেষ্টা করিবে না জানিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। ভবিষ্যতে বিলাত গেলে অর্থাৎ কাজেই বাধ্য হইয়া উচ্ছিষ্ট ও মাংস খাইলে, তোমার যে পরিণামের আশঙ্কা ছিল, আজ তোমার এই স্বীকৃতিতে আমি সে উদ্বেগ হইতে মুক্ত হইলাম।

আমি তোমাদের নিকট টাকা পয়সা চাই না, সম্মান পূজা চাই না, শ্রদ্ধাভক্তি চাই না; কেবল মাত্র তোমাদের প্রাণের ভালবাসা চাই। তোমার প্রাণের যে ভালবাসা আমার প্রতি আছে, বিলাত গেলে উহার লেশ মাত্রও আর থাকিবার সম্ভাবনা নাই; উহা আমি সহিতে পারিব কেন?

এখানেই যথেষ্ট উন্নতির উপায় আছে। মন দিয়া প্রাণপণে পড়াশুনা কর। কোনো চিন্তা নাই।

২২

সাধন ভজন করিতেছ এবং গোঁসাইজীর কৃপা অনুভব করিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। গোঁসাইজীর কৃপা সর্বদাই তোমাদের উপর বর্ষিত হইতেছে। উহা যে এখন বুঝিতে পারিতেছ এজন্য তোমার ভাগ্য মনে করি।

সন্ন্যাসীর ভিক্ষা শব্দের অর্থই কাহারও বাড়িতে গিয়া সম্পূর্ণ ভিক্ষা গ্রহণ করা, অর্থাৎ তাহাদের চাউল ইত্যাদি লইয়া সেখানেই রান্না করিয়া খাওয়া। এইরূপ ভিক্ষা ব্রাহ্মণ বা গুরুভ্রাতা ব্যতীত আর কাহারও বাড়ি করা চলিবে না। তুমি যে ভাবে বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া চাউল, ডাল আনিয়া নিজে রাঁধিয়া খাইবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, উহা সন্ন্যাসীর পক্ষে অতি নিম্ন শ্রেণীর ভিক্ষা। উহাকে ভিখারীর ভিক্ষা বলে। দায়ের চোটে এরূপ ভিক্ষা করিতে হইলে তখন আর ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার নিরর্থক। এইরূপ ভিক্ষার কথা আমি তোমাদিগকে বলি নাই, জানিবে। এইরূপ ভিক্ষা করিয়া খাইতে হইলে আতপ বা সিদ্ধ, লবণ বা সৈন্ধব, এসব বিচার করা চলিবে না। উহা খাইতেই হইবে, ভিক্ষান্ন সর্বদাই শুদ্ধ। কিন্তু ঐরূপ ভিক্ষা করিয়া আনিয়া রাঁধিয়া খাওয়ার বৃত্তি, এখন না পার, ক্রমশ ত্যাগ করিতে সচেষ্ট থাকিবে। কারণ সন্ন্যাসীর এরূপ ভিক্ষা নীচ বৃত্তি।

কাঠের জন্য বা অন্য কোন কারণে যে মুহূর্তে টাকা পয়সা ভিক্ষা আরম্ভ করিবে, সেই মুহূর্তে হিমালয় পাহাড় হইতে নিম্নে পতিত হইবে। এই দুষ্কর্ম

কখনও করিও না। আভাসেও কাহারও নিকট টাকা পয়সা চাহিও না। কেহ যদি ইচ্ছা করিয়া দেয়, তবে গ্রহণ করিতে পার।

আসল কথা, চাহিয়া ভোজন ব্যতীত অন্য কিছু ভিক্ষা করা কখনও তোমার ধর্ম নহে। উলঙ্গ থাকিলে কাপড়ও ভিক্ষা করা চলিবে না। বাড়ি বাড়ি চাউল ডাল ভিক্ষা করাও তোমার ধর্ম নহে। এখন হয়ত এ সব রক্ষা করিতে পারিবে না, কিন্তু আদর্শ যেন ইহাই থাকে।

২৩

দিদিমণি, তোমার চিঠি পাইয়াছি। শ্রীমান্ ব্রজভূষণকে আমার আশীর্বাদ জানাইয়া বলিবে, এই সাধন আমার ঘরের সম্পত্তি নয়। এই সাধন আর্যঋষিদের আশীর্বাদ-পূত গোঁসাইজীর সাধন। আমি তাঁহার পতাকাবাহক মাত্র। সাধনের নিয়ম ইত্যাদি আমার তৈরী নয যে আমি তাহাকে কোনো নিয়ম হইতে রেহাই দিব, অথবা নূতন নিয়ম বাতলাইব। সাধনের যে সমস্ত নিয়ম আছে, উহা যতটা মানিতে পারিবে ততটাই কল্যাণ হইবে। যদি না মানিতে পারে, তবে নানা প্রকার রোগ ও অনর্থ আসিয়া তাহার যে ক্ষতি করিবে তাহার প্রতিকার আমার হাতে নয়। কেহই তাহাকে এ বিষয়ে রক্ষা করিতে সমর্থ নয়। সে সাধন পাইবার পরে আহারাদি সম্বন্ধে যে সব অনিয়ম করিয়াছে এবং করিতেছে, শুধু সেই জন্যই তাহার উন্নতি হইতেছে না, এবং শরীর ভাল থাকিতেছে না। ইহা সে যত শীঘ্র বুঝিতে পারে ততই কল্যাণ। তোমার কিরণশশী।

২৪

সাধনের নিয়মাদি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন না করিলে, সে জন্য যেটুকু ভুগিতে হইবে তাহা এড়াইবার কোনো উপায় নাই।

২৫

শান্তিলতার আত্মহত্যার কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। দারুণ অভিমানী ও ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন না হইলে কেহ আত্মহত্যা করিতে পারে না।

* * * *

এখন তাহাকে একটি বৎসর অতিশয় দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। কোনো অবস্থায়ই ইহা এড়াইবার কোনো উপায় নাই। এ বৎসর পরে যদি

কেহ গয়ায় আসিয়া ইহার পিণ্ডদান করে, তবে যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইবে; ইহা ছাড়া অন্য কোনো দ্বিতীয় উপায় নাই।

ভালবাসা যদি যথার্থ হইয়া থাকে, তবে যেভাবে পার, এক বৎসর পরে গয়া আসিয়া পিণ্ড দান করিয়া এই হতভাগিনীকে যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি দিতে চেষ্টা করিও। নতুবা যন্ত্রণা চলিতেই থাকিবে।

২৬

মাছ খাওয়া খুব ভাল নয়, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। খুব ক্ষতি হয় না বলিয়া সাধনের সময় নিষেধ করা হয় না। যাহার প্রবৃত্তি হয়, সে খাইতে পারে। ইচ্ছা না হইলে না খাওয়াই ভাল।

২৭

তুমি শারীরিক অসুস্থতার জন্যই এতটা উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছ। নিজের শরীর ভাল না থাকিলে পারিপার্শ্বিক কিছুই ভাল লাগে না। তোমাকে যে ভাবে চলিতে হইবে, তাহা পূর্ব পত্রেই লিখিয়াছি। উহার মধ্যে কাহারও বাড়ি গিয়া কিছু খাইবে না,—এমন কি একগ্লাস জল বা একটা পানও নয়—ইহাই তোমার পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় নিয়ম। ডাক্তারী করিতে গিয়া বা অন্য কোনো ভ্রাতৃভাবে গদগদ হইয়া যে সব বাড়িতে যাও * * * সে সব বাড়িতে প্রাণান্তেও কিছু খাইবে না, ইহাই আমার mandate জানিবে।

* * * * তোমাকে বহু কাজ করিতে হইবে, সম্মুখে তোমার অসীম কর্মক্ষেত্র। এখনই এতটা ম্যাজ্‌ম্যাজে হইলে চলিবে কেন? 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'—উঠ, জাগো—তোমার প্রাপ্য বর গ্রহণ কর।

২৮

তুমি আহারাদি ও স্পর্শ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান থাকিও; তবেই শরীর সুস্থ থাকিবে। আতপ চাউল ও নিরামিষ খাইবে। একান্ত ইচ্ছা হইলে কোনো কোনো দিন মাছের ঝোল ও মাছ খাইতে পার, কিন্তু সর্বদার জন্য নিরামিষ তোমার খাদ্য। মাছ যেদিন খাইবে, সেদিনও আতপ চাউলই খাইবে। তুমি সিদ্ধ চাউল কখনই খাইবে না। call এ কাহারও বাড়িতে বিন্দুমাত্র জলস্পর্শ করিবে না।

২৯

বড়ই দুঃখ হয় যে, পুনঃ পুনঃ এইরূপ তোমার অবিমৃষ্যকারিতা প্রকাশ

পাইতেছে। 'অমুক স্থানে খেয়ো না'—এইরূপ নির্দেশ একজন সামান্য বুড়া আত্মীয় লোকে বলিলেও শুনিতে হয়। তোমরা আমাকে সেরূপ সাধারণ আত্মীয়ের স্থানও দিতে প্রস্তুত নহ। তবে তোমার সাহসের প্রশংসা করিতে হয় বটে।

আশা করি ফোঁড়াটা কমের দিকে আসিতেছে। চিকিৎসা যেরূপ সুবোধ বলে, ঠিক সেইরূপ করিও। তাহাকে না জানাইয়া অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা করিও না। তবেই ভাল হইয়া যাইবে।

৩০

যার তার রান্না বাস্তবিক ক্ষতিকর। কিন্তু কার্যগতিকে বাধ্য হইয়া অনেকের উহা খাইতে হয়। কিন্তু যাহারা একটু সাবধান বা সতর্ক হইলেই উহা এড়াইতে পারে, তাহাদের খাদ্য বিষয়ে খুবই অবহিত হওয়া উচিত।

* * * * * এখানে যে তোমার কল্যাণে গোঁসাইয়ের পূজা দিতে লিখিয়াছ, ঐরূপ ধরণের সংকল্পযুক্ত পূজা গোঁসাইকে নিবেদন করা সম্ভব নয়। কোনও হিন্দু তীর্থে লোকে টাকা পাঠাইয়া যেমন পুরোহিত দ্বারা পূজা দেয়, সেরূপ পূজা দেওয়া গোঁসাইয়ের নিকট সম্ভব নয়। যার যার নিজের নিবেদন নিজেরই করিতে হইবে। গোঁসাই মধ্যবর্তীর ভিতর দিয়া কাহারও কথা গ্রাহ্য করেন না। তবে ভোগ দিতে কোন বাধা নাই; তবে যে জন্য ভোগ, সে নিবেদনও নিজেকেই করিতে হইবে।

৩১

গুরুজনের বাধা দেওয়াকে তুমি জীবন পথের অন্তরায় মনে করিয়াছ, কিন্তু কথাটা ঠিক উহার বিপরীত। পদে পদে সকল কাজে গুরুজনের বাধা না থাকিলে তোমার মত বালক নিশ্চয় স্রোতের টানে দিশাহারা হইয়া যাইত। মাছ খাইতে যদি নিজের প্রবৃত্তি থাকে, তবে কেবলমাত্র ব্রহ্মচর্যের নিয়মের অনুরোধে উহা ত্যাগ করা উচিত নয়। মাছ যখন খাইতে ইচ্ছা থাকিবে না, বা লোভ হইবে না, মাছ দেখিলেই বমির উদ্রেক হইবে, তখনই মাছ ছাড়া ভাল। মাছ না খাইলে চক্ষু খারাপ হয়, এ কথা সত্য নহে। উহা মাছখোরদের কল্পনা মাত্র। বিশুদ্ধ আতপান্ন এবং শাকশবজীর মত উপকারী ও পুষ্টিকর খাদ্য আর নাই। একটু ঘৃত বা মাখন পাইলে উহার আর তুলনা নাই। কিন্তু তাই বলিয়াই যদি মাছের উপর দারুণ লোভ থাকে,

তবে উহা খাওয়াই ভাল। বেশি বেশি নাম জপ করিলে মাছের লোভ কমিয়া যায়।

শুধু মাছ না খাইলেই উহাকে নিরামিষ খাওয়া বলে না। যদি সিদ্ধ চাউল, মশুর ডাইল ছাড়িতে পার, গরম মশল্লার রান্না না খাও, তবেই যথার্থ নিরামিষ খাওয়া হয়। * * * যদি মাছ খাইতেই হয়, তবে উহা খুব অল্প পরিমাণে খাইয়ো। মাছে ফস্‌ফরাস্ আছে, অল্প পরিমাণে খাইলে উহাতে মস্তিষ্ক সবল হয়।

কিছুতেই হতাশ হইও না। এখন খুব মন দিয়া লেখা-পড়া কর, সময়ে সমস্তই হইবে। সম্মুখে নূতন জীবন রহিয়াছে, নিরাশ হইবার কিছুই নাই। আমি সর্বদা তোমাদের কাছে থাকিয়া রক্ষা করিতেছি। একটু আত্মস্থ হইলেই উহা বুঝিতে পারিবে।

* * * * বিবেক ও তিতিক্ষা—এ দুটি যেন অহরহ জাগ্রত থাকে। যাহা অসৎ—তাহা দারুণ ঘৃণার সহিত দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিবে।

**Act aet in the living present**

**Heart within and guru o'erhead.**

সর্বদা সচেতন থাক—এই আমার আশা।

৩২

উচ্ছিষ্টের হাত হইতে এড়াইবার একটা সহজ উপায় বলিয়া দি। তুমি তোমার মাকে বলিবে যে, তাহার পাতের জিনিষ ছাড়া তুমি কিছুতেই অন্য জিনিষ খাইবে না। ভাতই হোক বা জলখাবার কিছু হোক, মা প্রথমে অন্তত একবার খাইয়া না দিলে, তুমি কিছুই খাইও না। এই উপায়ে তুমি উচ্ছিষ্টের হাত হইতে এড়াইতে পারিবে। বাবা মায়ের খাওয়ার পরে খাইলে উচ্ছিষ্ট দোষ ঘটিবার উপায় থাকিবে না।

৩৩

ঠাকুরমাতার শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধের মন্ত্র পাঠের দিন সে বাড়িতে তোমার অন্ন গ্রহণে কোনো নিষেধ নাই, জানিবে। জীবিতাবস্থায় যাহাদের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ বলিয়া খাওয়া যায় তাহাদের মৃত্যুতিথির শ্রাদ্ধান্ন গ্রহণ করা যাইতে পারে, অপরের নহে। গুরু ভাইদের শ্রাদ্ধেও নিষেধ নাই।

যে ঠাকুরের প্রত্যহ নিয়মিত সেবা পূজা হয় না, তাহাকে ঠিক সামাজিক

হিসাবে ঠাকুর ঘর বলা যায় না, অশৌচাবস্থায় ঐ ঘরে প্রবেশ করিতে বা উক্ত ঠাকুরকে স্পর্শ করিতে কোনো বাধা নাই। যদি নিয়ম মত সেবা পূজা যুক্ত ঠাকুরও হয়, তাহা হইলেও সাধারণ জাতক বা মৃতাশৌচে সে ঘরে প্রবেশ করিতে কোন বাধা নাই; কিন্তু ঠাকুর স্পর্শ করিতে নাই।

৩৪

তোমার পক্ষে অপর কোথাও গিয়া খাইতে বাধ্য হইলে চার পাঁচটি তুলসী দিয়া খাদ্য জিনিষ নিবেদন করিয়া দিবে। তৎপর ঐ তুলসী সহ ভোজন করিবে। বোধ হয় ইহাতে অনেকটা পেটের অসুখের হাত এড়াইতে পারিবে।

৩৫

ব্রাহ্মণ ছাড়া যে কেহ রান্না করিয়া গোঁসাইজীর ভোগ লাগাইতে অধিকারী। ভোগ রসুই করা ও নিবেদন করা সবই করিতে পারে। অবশ্য ও রূপ করিলে কোনও ব্রাহ্মণকে ঐ প্রসাদ পাইতে বলিবে না; তাহার ইচ্ছার উপর উহা নির্ভর করে। উৎসব বা অনুৎসব সব সময়ই পূজা ও ভোগ সম্বন্ধে একই রীতি।

৩৬

যাহা কিছু খাইবে তাহাই নিবেদন করিয়া খাওয়া যায়। মাছ কোনো ঠাকুরের নিকট ভোগ দেওয়া যায় না, কিন্তু নিজে যখন খাইবে তখন উহা নিবেদন করিয়া খাইতে কোনো বাধা নাই।

৩৭

মাংস বাড়িতে রাঁধিয়া অন্য কাহারও ভোজন বিলাস সম্পাদন করায় কোনোই দোষ নাই। কিন্তু মাংস স্পর্শিত থালা বাটি বা রন্ধনের পাত্রাদি সম্পূর্ণরূপে গরম জলে স্টেরিলাইজ করিয়া লইতে হইবে; নইলে তোমাদের ব্যবহার চলিবে না। এজন্য বাড়িতে মাংস রান্নার পৃথক উনুন ও বাসন এবং ভোজনপাত্র থাকিলেই ভাল হয়। 'জীবহত্যা' হিসাবে তোমাদের সাধনের দিক দিয়া কোন নিষেধ নাই। তবে সাধন করিতে করিতে কেহ এমন অবস্থায় যাইতে পারে যখন জীবহত্যা তাহার দ্বারা অসম্ভব হইয়া উঠে। সে কথা স্বতন্ত্র।

৩৮

শ্রাদ্ধ নিজের বাড়িতে হইলেই হইবে না। যাঁহার শ্রাদ্ধ তিনি একান্নভুক্ত পরিবারস্থ কেহ হওয়া চাই। তবে আর আহারে দোষ ঘটিবে না।

৩৯

অশৌচ অবস্থায় আসনে বসিয়া রীতিমত সাধন করিতে কোন বাধা নাই। কেবল ঠাকুর পূজা করা চলেনা, নিজের ইষ্টনাম প্রাণায়াম ইত্যাদি করিতে কোন বাধা নাই। শঙ্খ যদি ধুইয়া লওয়া যায় তবে আর উহা বাজাইতে উচ্ছিষ্টের কোন কথা আসে না।

* * * *

কেবল মাত্র নিজের গৃহে শ্রাদ্ধ হইলে ঐ অন্ন গ্রহণ করা যাইতে পারে। অন্য বাড়ির ( পৃথকান্ন ) কাহারও শ্রাদ্ধে ভোজন চলিবে না। অশৌচ বাড়িতে ভোজনে কোন বাধা নাই কিন্তু অশৌচ ব্যক্তির রান্না বা অশৌচ হাঁড়ির রান্না খাওয়া উচিত হইবে না।

৪০

তুমি ঠিক পথে চলিতে পারিবে বলিয়া আমার বেশ ভরসা আছে। বিধিনিষেধ গুলি যতদূর সম্ভব পালন করিয়া চলিবে। উহা যত বেশি পালিত হইবে, ততই সাধনে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। তাই বলিয়া উহা লইয়া কাহারও সঙ্গে বাদানুবাদ বা জোর করা উচিত নহে। * * * নিবেদিতাকে আমার আশীর্বাদ জানাইয়া বলিবে, সে ছোট্ট মানুষটি এবং রুগী। কোনরকম কঠোরতার তাহার আবশ্যক নাই। কাহারও সঙ্গে এক থালায় না খাওয়া এবং মাংস না খাওয়া এই দুটি নিয়ম পালন করিলেও তাহার পক্ষে যথেষ্ট। অন্যান্য নিয়মগুলি যতটা পারে পালন করিবে।

৪১

বৃন্দার আসনে একটি ব্রাহ্মণ বসিয়া তখন তখনই যদি উঠিয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে আর আসন বদলাইবার দরকার নাই। তুলসী সংযুক্ত জলের ছিটা দিয়া বৃন্দাজী ব্যবহার করিতে পারে।

৪২

তোমাদের নিজ বাড়িতে যে কোন স্ত্রীলোক আসিয়া রান্না করুক না কেন, তাহার হাতেই খাইতে পার। এই নিয়মের অর্থ এই যে অপর বাড়িতে গুরুভগ্নী বা গোঁসাইগণের কেহ ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের লোকের হাতে খাইবে না। গোঁসাইগণ শব্দের অর্থ—ঠাকুর শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ বুঝায়।

৪৩

তোমার পিতার দেহত্যাগের সংবাদে দুঃখিত হইলাম। এতদিনে সংসারের সমস্ত বোঝাটা তোমার ঘাড়ে বেশ ভাল করিয়াই পড়িল। ভীত হইও না। যাহার বোঝা তিনিই বহিবেন; তুমি মাত্র কর্তব্য বোধে প্রাণ-পণে কার্য করিয়া যাও।

এখন আর আহার সম্বন্ধে পূর্ব নিয়ম চলিবে না। তোমার আত্মীয়দের হাতে রান্না খাইতে পার। তবে যাহার রান্নাই খাও না কেন, নিবেদন না করিয়া কিছুই খাইও না।

গোঁসাইজীর শিষ্য যদি মাংস না খায় এবং উচ্ছিষ্ট মানে তবেই তাহার রান্না খাইতে পার। সে পেঁয়াজ খাক, তুমি না খাইলেই হইল।

আহার শুদ্ধি ইন্দ্রিয় সংযমের প্রধান উপায়।

৪৪

উচ্ছিষ্ট খাইলে যে সাধনের অকল্যাণ হইবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। উহা বর্জন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। যদি চেষ্টা দ্বারা বর্জন করিতে না পার তবে আর কি করিবে? সঙ্গে সঙ্গে অকল্যাণও বরণ করিয়া লইতে হইবে। ইহার নাম কর্মভোগ।

সকলকেই নিজ অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী যতদূর সম্ভব আপন নিয়ম প্রণালীর বন্দোবস্ত করিতে হয়। যতটা পারে, কল্যাণ-অকল্যাণও ততটাই হইয়া থাকে। এ স্থলে কৃপা অকৃপার কোনো কথা নাই।

৪৫

আহার তোমার প্রধান অসুবিধা। আমার ইচ্ছা হয়, তুমি একটি ছোট একজনের রান্নার পরিমাণ ইকমিক কুকার কিনিয়া লও এবং ইহাতে নিজের রান্না করিয়া খাও। প্রথম প্রথম অসুবিধা মনে হইবে, কিন্তু কিছুদিনে অভ্যাস পাকা হইয়া গেলে ইহাতে বড়ই আরাম পাইবে। জিহ্বার লালসা ত্যাগ করিতে পারিলে এমন সুন্দর ব্যবস্থা আর কিছুই হইতে পারে না। ইহাতে সময়ের প্রয়োজন নাই, রান্না তুলিয়া দিয়া যে কোনো স্থানে চলিয়া যাওয়া যায়। দুইঘটা পরে নামাইয়া লইলেই হইল। কেবল কুকার ও বাসনগুলি প্রত্যহ পরিষ্কার করা প্রয়োজন হয়। * * * আহারের এই প্রকার ব্যবস্থা করিতে পারিলে তোমার অনেক যন্ত্রণার উপশম

হয়। আতপ চাউল ও নিরামিষ তোমার শরীরের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী আহার।

৪৬

তোমার অবিশ্রান্ত নালিশ নিজে আলস্য ত্যাগ না করিলে কিছুতেই দূর হইবার নহে। পুরোহিতের অন্ন কেন খাও? বিশুদ্ধ ভোজন যদি অর্থের সাহায্য হওয়া অপেক্ষা তোমার নিকট যথার্থই গুরুতর প্রয়োজন মনে হইত, তবে অবিশ্রান্ত কেবল খাওয়ার নালিশ না করিয়া বহু পূর্বেই তোমার নিকট ইকমিক কুকার আসিত এবং তুমি নিজ হইতেই বিশুদ্ধ অন্ন ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিতে। আলস্য সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিলেই মানুষের বহুতর অসুবিধা দূর হইয়া যাইতে পারে। চেষ্টা দ্বারা বহুতর শান্তি উপার্জন করা যায়; অবশ্য সবটা নয়।

৪৭

ইতিমধ্যে সচ্চিদানন্দ এক চিঠি লিখিয়াছে যে, সে গোষ্ঠ ও রজনী তিনজন এক হোস্টেলেই থাকে। ছেলেরা ঠাট্টা করে বলিয়া প্রস্রাব করিতে উহারা জল লইতে পারে না। এ বিষয়ে তুমিও কিছু তাহাদের লিখিও। এই বৃথা লজ্জা যেন অবিলম্বে ত্যাগ করে।

৪৮

এইসব ছেলেদের—ভগবান, গোষ্ঠ, সচ্চিৎ, রজনী প্রভৃতির বাধ্য হইয়া পেঁয়াজ খাইতে হইতেছে—ভাবিয়া আমি অসোয়াস্তি বোধ করিতেছি। কিন্তু উপায় নাই। ইহারা শীঘ্র শীঘ্র পাশ করিয়া বাহির হইতে পারিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম।

৪৯

আতপ চাউল যে-কোনো ভাবে খাওয়া যাইতে পারে। আতপ চাউল কোষ্ঠ বদ্ধ করে, আতপ চাউলের সঙ্গে ঘী বা দুধ খাইতেই হয়, ইত্যাদি সমস্ত ভুল ধারণা প্রসূত। যে কোনো ভাবে, এমন কি মাছের ঝোলের সঙ্গেও আতপ চাউলের অন্ন খাওয়া যাইতে পারে।

৫০

আসনে বসিবার সুবিধা করার জন্য উহার নীচে তুলা ইত্যাদি ব্যবহার করায় কোন দোষ নাই। মুসুরীর ডাল খাইতে কোন বাধা নাই। চিংড়ী

মাছও খাইতে পার। কিন্তু পাউরুটি নহে। ডিম না দিয়া পাউরুটি তৈয়ারী হয় না। উহা অখাদ্য।

৫১

একাদশী নিরম্বু করিলে উহা ব্রত বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু সাধারণ একাদশীর নিয়ম—সারাদিন উপবাস করিয়া রাত্রে জলযোগ করা। ফল ও দুধ। তুমি যাহা কর [ দুইবেলা রুটি ও তরকারী খাওয়া ] উহা কেবলমাত্র বাড়িতে ঠাকুর সেবা থাকিলেই করা যায়। নতুবা অকর্ত্তব্য। তবে একাদশীর দিন ভাত খাওয়া অপেক্ষা তোমার ঐ একাদশী ঢের ভাল। কিছু উপকারীও। কুলপ্রথা অনুসারে যেরূপ নিয়ম আছে, ঐরূপ করাই ভাল। সেদিন দ্বাদশী কি ত্রয়োদশী, তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই।

৫২

জাতাশৌচ ও মৃতাশৌচ সম্বন্ধে সমাজে যে নিয়ম প্রচলিত আছে, ঠিক তদনুরূপই করিতে হইবে। একটুও ব্যতিক্রম হইবে না। সমাজ ছাড়িয়া অন্য প্রকার অশৌচের ব্যবস্থা নাই।

৫৩

ঋতু হইলে ঠিক অপর স্ত্রীলোকের মতই নিজের স্ত্রীকে স্পর্শ করিলে স্নান আবশ্যক; এক সঙ্গে শয়ন তো একেবারেই অসম্ভব।

৫৪

অম্বলের ব্যাধির জন্য তোমার স্বামী কষ্ট পাইতেছে জানিয়া দুঃখিত হইলাম। আহারের বিষয়ে অতিরিক্ত সাবধান হইয়া কবিরাজী ঔষধ খাইলে ব্যাধি ভাল হইয়া যাইবে।

কেন ব্যাধি হইয়াছে, ইহার জবাব কি আমার নিকট চাও? পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মভোগ থাকিলেই মানুষের রোগ শোক দরিদ্রতা ইত্যাদি অনর্থ ভুগিতে হয়। কিন্তু জিতেনের অম্বলের ব্যাধি সে জন্য নয়। পুনঃপুনঃ পেটে উচ্ছিষ্ট খাদ্য পড়িয়াছে বলিয়াই এই ব্যাধির উৎপত্তি। খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। মুখে হাত লাগানো মাত্র যে হাতটা উচ্ছিষ্ট হয়, তোমাদের সমাজে সে জ্ঞান খুব কম লোকেরই আছে। সুতরাং সকলের হাত হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে হইবে।

তাঁর কৃপা ব্যতীত যে কিছুই হবে না, এটি পরিষ্কার রূপে বুঝবার জন্যই সাধন ভজন।

—গোঁসাইজী

## ছয়

### সাধন-ভজন

১

সাধনে তোমার দৃঢ় সংকল্পের কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। প্রত্যহ নিয়মিত বসিবার নিয়ম স্নান আহারের মত যাহার জীবনে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার পক্ষেই ধর্মজীবন প্রাপ্য।

২

এই সব সাধনের গুহ্য কথা, অর্থাৎ নিজে কোন ধাপে আছ এবং কিরূপ কি করিতেছ তাহা অতি বড় বন্ধুর নিকটও খুলিয়া বলিতে নাই। কেবলমাত্র গুরুকে বলা যায়। এ বিষয়ে সাবধানতা প্রয়োজন।

৩

মনের দিকে খেয়াল রাখিও না। মন যাহা খুসী ভাবুক, একেবারে তাহাকে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দাও। কেবল নিত্য নিয়মিত সাধন হইল কিনা, সমস্ত খেয়াল সেই দিকেই রাখিও। মন কি ভাবিতেছে, নাম করিতে বসিয়া সেদিকে চিন্তা না দিয়া, কেবল শ্বাস-প্রশ্বাসে নামের দিকেই দৃষ্টি রাখিতে চেষ্টা করিবে। মন যাহা খুসী করুক। যদি মনের ভাবনার দিকে তুমি আদৌ দৃষ্টি না রাখ, তবে আপনা হইতে মন কখন তোমার পদানত হইয়া যাইবে, তাহা তুমি টেরও পাইবে না।

৪

নাম সময় সময় শ্বাস অপেক্ষা দীর্ঘ বা হ্রস্ব মনে হওয়া স্বাভাবিক। সময় সময় শ্বাস ধরিয়া নাম করা সম্ভব না হইতে পারে। সে জন্য চিন্তিত হইবার আবশ্যক নাই। তখন শ্বাস ছাড়িয়াই নাম করিবে।

৫

এই সাধনের উদ্দেশ্য—সমস্ত অনর্থের নিবৃত্তি হইয়া পরা শান্তি লাভ। কোন বিষয়ে সিদ্ধ-মনোরথ হওয়া কখনও এ সাধনের উদেশ্য নয়।

ভজন অর্থ—সাধনে পরিপূর্ণ পরা শান্তি লাভের জন্য শ্রীগুরুর নির্দেশ অনুসারে কার্যের অনুষ্ঠান।

সুখের সময়, আনন্দের সময়, দুঃখের সময়, বিপদের সময়, মৃত্যুর সময় ও যন্ত্রণার সময়—কখনই ডাক আসিবে না যদি না সর্বদাই ডাকার অভ্যাস কর। এই জন্য প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে ডাকার প্রয়োজন। নীরবে শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করাই ডাকা। নইলে, 'হে ঠাকুর, আমাকে রক্ষা কর' এই ভাবিয়া নিজ মন গড়া ভাষায় ডাকিলে সে ডাক কখনও পৌছায় না। কেবলমাত্র নাম করিলেই নামী শুনিতে পান।

৬

যত কথা বলিবার থাকে, মনে মনে বলিলেই হইবে। বাহিরে ভিতরের অবস্থা প্রকাশ করা সব সময় তো সম্ভব না হইবারই কথা। যতটুকু সাধ্য, প্রাণপণে চেষ্টা করার নামই যোগ সাধন।

অতি অল্প পরিমাণ অনুষ্ঠিত সাধনই মহৎ ভয় হইতে ত্রাণ করে। যাহা হইতেছে, ততটুকুতে তৃপ্ত থাকিও না। আরও চাই। ফল কতটুকু হইল, সে বিচারের সময় এখনো আসে নাই।

৭

অবিশ্বাস, শুষ্কতা ইত্যাদি সাধকজীবনে অবশ্য ঘটনীয় দুর্দশা। প্রত্যেক সাধককে এই দুর্দশার ভিতর দিয়া চলিতেই হইবে। এ সময়ে প্রাণপণে সাধনকে আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে হয়। ভাল না লাগিলেও, রোগের অবস্থায় যেমন মুখ বিকৃত করিয়া লোকে তিক্ত ঔষধ গেলে, তেমনিভাবে জোর করিয়া নিত্য সাধন করিতে হয়। সাধক জীবনে তিন চার বার এই অবস্থা আসিয়া থাকে।

৮

যে কোন স্থানে নিশ্চিন্তমনে সাধন করিতেই ভয়ের কোন কারণ নাই। সাধনের সময়ে কেহ কোন অনিষ্টই করিতে পারিবেনা, জানিও। আশা করি আমার কথায় তোমার সর্বপ্রকার অজানিত আশঙ্কা দূর হইবে।

৯

চিন্তার কোন কারণ নাই। 'অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা।' সাধক জীবনে অধৈর্য হইবার অবসর নাই। দুর্দিনের অন্ধকারে ঝড়ের মধ্যে রাস্তা চলিতে গেলে পথিক যেমন অন্য সবদিকে দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র সঙ্গের লণ্ঠনটীকে ঝড় ঝাপটা হইতে বাঁচাইবার জন্য অতি সন্তর্পণে রাস্তা চলে; সে যেমন জানে সঙ্গের আলোটী যে ভাবে মিন্ মিন্ করিয়া জ্বলিতেছে, ইহাতে রাস্তা দেখার কোন সুবিধা না হইলেও, এই আলোটিই মাত্র তাহার সম্বল; এ আলোটি নিভিয়া গেলে তাহাকে দারুণ অন্ধকারে পড়িতে হইবে; সেইরূপ দারুণ অবিশ্বাস ও শুষ্কতার অন্ধকার ঝড়ে একমাত্র সম্বল ঐ সঙ্গের মিনু মিনু আলো—নামের অক্ষর কয়টি। এ নামে বিন্দুমাত্র রাস্তা দেখার সুবিধা না হইলেও, অতি সন্তর্পণে নামকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। ঝড় থামিয়া গেলে এই নামেব মিন্‌মিনে আলোই উজ্জ্বল হইয়া পথ দেখাইবে; কিন্তু এখন নিভিয়া গেলে, তখন উপায় কি? ধৈর্যই ধর্ম।

১০

খুব খোস মেজাজে সাধন করিযা যাও। ভিতরের যে সব কুৎসিত ভাবের কথা লিখিয়াছ, উহা মিথ্যা, উহা কল্পনা, কুৎসিত ভাবের রাজ্যে তোমার স্থিতি নাই। মনের উপর দিয়া যদি কল্পনায় কিছু খেলিয়া যায়, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার আবশ্যক নাই।

আনন্দ কর, নাম কর। একাকী নির্জনে নামের তালে তালে তোমাব ইন্দ্রিয়গণ নৃত্য করুক। ভাল লাগে না, মিথ্যা কথা। ভাল লাগে—আরও লাগিবে।

ভাবনা কি? আমি রহিয়াছি। নামে ডুবিয়া যাও।

১১

এ সময়ে নাম ছাড়িতে নাই। সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়, নাম হোক কি না হোক, প্রত্যহ নিয়মিত আসনে বসা জোর করিয়া বজায় রাখিতে হইবে, তবেই অতি অল্পদিনে এ দুর্দশা কাটিয়া যাইবে।

তুমি পথিক, রাস্তা চলিতেছ। পথবাহক যদি আশা করে, তাহার জন্য কেবল পথের উভয় পার্শ্বে সুন্দর সুন্দর ফুলের বাগানই থাকিবে, একটিও অপরিচ্ছন্ন জঙ্গল থাকিবে না; যদি আশা করে রাস্তার দুই পাশে কেবল

সুন্দর সুন্দর কারুকার্যময় অট্টালিকাই থাকিবে—একটাও পায়খানা থাকিবে না ; তবে ঐ রূপ নবাব পথিককে তুমি কী বলিতে চাও ?

সবই সহিতে হইবে—কেবল সত্যস্বরূপ নামকে ধরিয়া। ধৈর্যই ধর্ম।

১২

কেবলমাত্র ভগবৎ প্রাপ্তিই এই সাধনের কাম্য। সাংসারিক সুখ সুবিধা বা যোগেশ্বর্য লাভ করা এ সাধনের উদ্দেশ্য নয়। এই ভাবে নামকে প্রয়োগ করিলে নিজের মোক্ষের হানি হইবে। * * * ভগবানকে লাভ করিব এই উদ্দেশ্য ছাড়া আর যে কোন উদ্দেশ্যে নাম প্রয়োগ করিবে, তাহাতেই অকল্যাণ হইবে।

১৩

মুখে বলিবার কী থাকিতে পারে ? যাহা বলিতে হয়, মনে মনে শ্বাসের দরজায় পরম বান্ধব নামের চরণে নিবেদন করিও।

পবিত্র হয়ে তবে ভগবানের দরবারে দাঁড়াইবে, এমন অহংকার মনে রাখিও না। সমস্ত স্খলন-পতন-ত্রুটী লইয়া অবিরাম তাঁহার দরজায় হানা দিবে। তিনি সব ধুইয়া পুছিয়া লইবেন।

১৩ক

মানুষ যদি ভগবানের হাত ধরে, তবে প্রতি মুহূর্তেই তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া পড়িয়া যাওয়ার ভয় থাকে। কিন্তু ভগবান যখন মানুষের হাত ধরেন, তখন আর সে মানুষের কিছুতেই পড়িয়া যাওয়ার ভয় থাকে না। ভগবান একবার গ্রহণ করিয়া কখনও আর কোন কারণেই তাহাকে ত্যাগ করেন না।

যে সাধন পাইয়াছ, উহা তোমার উপার্জিত কিছু নয়। তিনি কৃপা করিয়া দিয়াছেন, কোন অপরাধ দ্বারাই আর তাঁহার ধরা হাত ছাড়াইতে পারিবে না।

বিশ্বাসী হও। শ্রীগুরুকে যথার্থ দিশারী বলিয়া জান।

১৪

বেশী কথা বলা সাধক জীবনে অত্যন্ত ক্ষতিকর, সন্দেহ নাই। মাঝে মাঝে দুই একদিন বা দুই এক ঘণ্টার জন্য মৌনব্রত গ্রহণ করা ভাল। উহাতে ক্রমশ বাক্‌সংযম অভ্যাস হয়।

কাহারও কথারই প্রতিবাদ করিব না—মনে মনে এই দৃঢ়তা রাখিতে চেষ্টা করিলে কথা স্বাভাবিক ভাবেই কমিয়া আসে।

১৫

কাহার জন্য কী ব্যবস্থা সমীচীন, তাহা যিনি সকলের প্রিয়তম, তিনিই জানেন। তবে সহ্য করিবার শক্তি চাই বটে; সেই মার খাইবার শক্তি লাভ করার জন্যই সাধন।

সংসারে ভগবানের ব্যবস্থায় চিরদিনই কাহারও একভাবে যাইতে পারে না। তুমি যে চিরজীবন কেবল মারই খাইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছ, যদি এই অসম্ভব সম্ভব হয়, তবে এটা তাঁহার বিশেষ কৃপা বলিয়া গ্রহণ করিবে কারণ তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সকলের উপরই পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কেবল তোমার জন্য করেন নাই। অতএব তিনি তোমার জন্য কেবল মার খাইবার একটা বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন; তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি বহু ভাগ্যে নহে কি?

১৬

যে সহজ ও সরল ভাবে চেষ্টা করে, চেষ্টা সফল না হইলেও চেষ্টায় ফল তাহার লাভ হইবেই। এমনি করুণাময়ের দয়া।

১৭

এ সাধনে মৃত্যুভয় থাকে কিনা তাহাতে এবারই টের পাইয়াছ। * * * মৃত্যু ভয় আদৌ থাকে না, কিন্তু একটু উন্নত স্তরে না উঠিলে মৃত্যু যন্ত্রণার হাত এড়ানো যায় না। মৃত্যুর সময় শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাত অবশ্যই পাওয়া যায়, কিন্তু গুরুদেবের সাক্ষাত পাইলেই মৃত্যু হইবে, ইহা অবধারণ করা ভুল। গুরু যমের দূত নহেন।

তোমার একটি নবজীবন লাভ হইয়া গেল। পরবর্তী জীবন কিভাবে চলিলে কিরূপ হইবে তাহা মুখে বলিয়া দিতে হইবে না। যে অদৃশ্য শক্তির স্পর্শ পাইয়াছিলে ঐ অবস্থাটি ছুটিয়া যাওয়ার জন্যই যন্ত্রণা হইয়াছিল। সে শক্তি তোমারই ভিতরের শক্তি। বাহির হইতে আগত নহে। তোমারই ভিতরে উহা লুকাইয়া আছে।

কানে যে সমুদ্র গর্জনের মত শব্দ শুনিতে পাও, উহা 'নাদ' শ্রবণ হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু তোমার তাহা নহে।

১৮

কোজাগর পূর্ণিমা তোমার সাধন তিথি। আজ বার বৎসর পূর্ণ হইল।

এই সাধন না পাইলে এই বার বছরে কোথায় চলিয়া যাইতে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিও। তোমার সাধনে রতি হউক এই আশীর্বাদ করি।

১৯

আমার ছেলেরা যদি সকলে প্রত্যহ মাত্র পাঁচ মিনিট করিয়াও নাম করে এবং সদাচার প্রতিপালন করে তবে আমাকে সুদীর্ঘজীবী করিয়া তুলিতে পারে। প্রত্যেকের সদসৎ কার্যের ছবি তৎক্ষণাৎ বায়োস্কোপের ফিল্মের মত আসিয়া চোখের সামনে পড়ে, এবং এক একবার এমন ভয়ানক দৃশ্য চোখে পড়ে যে আমার অনেকখানি রক্ত জল হইয়া যায়। শরীর তাই ভাল হইতে হইতে মুষরাইয়া পড়ে।

২০

যে সাধন পাইয়াছ, উহা যদি প্রত্যহ ঠিক নিয়মিত সময়ে দুইবারে দুই ঘণ্টা মাত্র কর, তবে কাম-ক্রোধ-লোভ ইত্যাদি রিপু অবশ্যই কমিয়া যাইবে। কৈ তোমাকে তো নিয়মিত সাধন করিতে দেখি না।

আহার পেটের খানিকটা অংশ খালি রাখিয়া করিতে হয়। সমস্ত কার্যই একটা নিয়ম ও শৃঙ্খলার সহিত করিতে হয়। নিত্য নিয়মিত সাধন কর।

২১

শেষ রাত্রে উঠিয়া পায়খানা না পাইলে পায়খানায় যাইবে কেন? সাধন যখন তখন করা যায়। এজন্য পায়খানা, স্নান ইত্যাদি ঘটার আবশ্যক হয় না।

মন স্থির এর ব্যাপার কি এতই সহজ? দুই-পাঁচ-দশ বছর নিয়মিত যদি সাধন কর, তবে মন স্থির হইবে। মন স্থির হইলে তখন তো সমাধির অবস্থা! এখন যাহাতে শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামটি বেশ ভাল করিয়া মেশে, সেই চেষ্টা অভ্যাস কর। প্রত্যহ বসা চাই, নহিলে ধর্ম বিড়ম্বনা। একদিন বাদ দিলে একমাস পিছাইয়া যায়।

২২

নিত্য নিয়মিত সাধন করিয়া যাও। নীরবে থাকিও। এই সাধন লইয়া কাহারও সঙ্গে ঝগড়া করিও না। যত নীরবে থাকিবে, তত ভিতরের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

নামের সমুদ্রে হাবুডুবু খাও। আমাকে ভালবাসিও।

২৩

আমি লিখিলেই কাস্তোড়ের বামুন গোষ্ঠীর তাসপাশা খেলা বন্ধ হইয়া যাইবে, ওরূপ মনে করিও না। ভগবানের নামের স্বাদ যে না পায়, তাদের ওরূপ দুর্ভাগ্য চিরকাল। এই সাধনটা কি, সত্য অথবা ফাঁকি তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্যও লোকে সাধন করে। ইহাদের সে ভাবও নাই। কিন্তু নাকে দড়ি দিয়া ভগবান সে মতি লওয়াইবেনই। আজ আর কাল।

২৪

এই সাধন পাইলে অপর কিছু করিবার আবশ্যক থাকে না। কিন্তু কিছু করিতে নিষেধও নাই। তোমার যদি ইচ্ছা হয়, পূর্বমন্ত্র করে বা মালায়, যেমন কুলগুরু বলিয়াছিলেন, তেমন ভাবে কিছু সময় জপ করিতে পার। শ্বাস-প্রশ্বাসে অহরহ এই নাম জপ করিতে চেষ্টা করিবে।

২৫

তোমার চিঠি পাইয়া হাসি পাইল। স্বপ্নে কে আসিয়া তোমাকে কানে কানে কি বলিয়াছে, তাহাকে সাধন বলে না। সাধন সত্য, প্রত্যক্ষ জিনিষ। স্বপ্নে পাওয়া সাধনের কোন মূল্য নাই। আমি তোমার কানে কানে কিছু বলি নাই, জানিবে।

২৬

প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে আহার, নিদ্রা, শৌচ ইত্যাদি যেমন কর, ঠিক সেইরূপ নির্দিষ্ট সময় করিয়া লইয়া প্রত্যহ আসনে বসিয়া সাধন করিও। তবেই অতি অল্পদিনে তুমি যে একা নও, কেহ তোমার আছে তাহা বুঝিতে পারিবে।

২৭

সামান্য দশটা টাকা পাইয়া এতটা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছ। কিন্তু তোমাদের মত অজানা অচেনাকে ডাকিয়া লইয়া আমি যে আমার বুক-চেড়া ধন অবিচারে বিলাইয়া দিয়াছি, কৈ সেজন্য তো একবারও আনন্দ দেখি না। তোমরা আমার যথাসর্বস্ব গ্রহণ করিয়াছ, এ কথা মনে রাখিও। উহার প্রতিদানে তোমরা যদি যথাযোগ্যভাবে সাধন না কর, তবে তোমাদের কিরূপ বেইমানী হইবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিও। * * *

অদম্য চেষ্টা ও যত্ন যদি থাকে, তবেই তুমি উন্নতি করিতে পারিবে। সর্বোপরি ভগবানে বিশ্বাস ও নির্ভর রাখিও। প্রাণ গেলেও কাহাকেও ঠকাইও না। তবেই দুর্দিন কাটিয়া সুদিন আসিবে।

২৮

তোমার প্রশ্ন দুইটির জবাব লিখিতেছি। পূর্বেই বলিয়া রাখি প্রশ্ন দুটিই personal; উহার খাঁটী জবাব কখনই universal হইতে পারে না। universal জবাব আছে, উহা কেবল বক্তৃতার মুখে বলা চলে, কার্যকরী নহে। যথার্থ জবাব প্রত্যেকের পক্ষে স্বতন্ত্র।

'সাধন পথে অগ্রসর হইতেছি কিনা, ইহা বুঝিবার প্রকৃষ্ট উপায় কি?' —এই প্রশ্নের universal জবাব দিতে হইলে বলিতে হইবে,—দিন দিন ধর্মভাব বৃদ্ধি পাইতেছে কিনা, সত্যে নিষ্ঠা, ভগবানে ভক্তি, জীবে দয়া ইত্যাদি ইত্যাদি বাড়িতেছে কিনা। যদি বাড়িতে থাকে, তবেই বুঝিব সাধনে অগ্রসর হইতেছি। বিষয় বাসনা কমিতেছে কিনা, ইত্যাদি।

কিন্তু personally তোমার পক্ষে ও জবাব নয়। এই পন্থায় যদি তুমি নিজের উন্নতি অবনতি নির্ধারণ করিতে যাও, তবে ঠকিবে। তুমি যদি দেখ, তোমার দিন দিন নামে নিষ্ঠা বাড়িতেছে, নামদাতার প্রতি ভালবাসা বাড়িতেছে এবং অজানা নামীকে জানিবার জন্য চিত্ত দিন দিন ব্যাকুল হইতেছে, তবেই বুঝিবে ক্রমশ অগ্রসর হইতেছ। অন্যান্য বৃত্তি ও বাসনার খেলা তোমার দেহমনে যেমনই হোক না কেন, নাম-নামদাতা-নামীতে অনুরাগই উন্নতি বুঝিবার প্রকৃষ্ট উপায়। এই অনুরাগ বিহীন হইয়া যতই লোকের কাছে সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হওনা কেন, প্রত্যহ হরিনামে এক ঘটী করিয়া কাঁদন ও এক উঠান করিয়া নাচন হোক না কেন, কিছুই অগ্রসর হইতেছ না, বুঝিতে হইবে। এই অনুরাগই সোনা চিনিবার যথার্থ ও খাঁটী কষ্টিপাথর।

'আত্মচিন্তা কাহাকে বলে?'—ইহার universal answer, নিজের ভালমন্দ বিচার এবং মন্দ ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে সৎকে অবলম্বন করার নাম আত্মচিন্তা। তোমার personal answer—আত্মচিন্তা বলিয়া কোন কিছু তোমার অনাবশ্যক। তোমার ধর্ম গুরুমুখী। তুমি ইচ্ছা কর আর না কর, তোমার চাইতে ঢের বেশী জোর তোমার গুরুর আছে, এবং তিনি

তোমার অনিচ্ছা হইলেও বলাৎকারে তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং মূঢ়ের মত আত্ম জিনিষ কিছু আছে মনে করিয়া যদি সেই চিন্তা শুরু করিতে চাও, তবে অযথা মাথা গরম করা ব্যতীত ঐ চিন্তার অন্য কোন সার্থকতা নাই। তোমার পক্ষে আত্মচিন্তা, গুরুবাক্য কোনো দিকে লঙ্ঘিত না হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে চেষ্টা করা।

২৯

ভগবান মানুষের এমন কি অবস্থা আছে, যাহা অবগত নহেন? তথাপি সর্বদাই তাঁহাব চরণে নিজের ত্রুটি জানাইয়া প্রার্থনা করিতে হয়। সেই প্রকার তোমার ভিতরের যাহা কিছু অবস্থা, সমস্তই নিজ মুখে আমার নিকট খুলিয়া বলাই কল্যাণকর। বলিলে নিজের প্রাণের ভার অনেকটা লাঘব মনে করিবে।

নিজেকে সম্পূর্ণরূপে কোন কাজ ও নিয়মিত সাধনের মধ্যে ধীরে ধীরে ডুবাইয়া দিতে অভ্যাস করিতে থাক। যদি ধৈর্যের সঙ্গে চাতকের ন্যায় মেঘের পানে চাহিয়া থাকিতে পার, অবশ্য বর্ষণ হইবে।

তোমার মত যুবকের কাম থাকাই স্বাভাবিক। সেজন্য তত বেশী ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। * * * *

এখন শুধু নিয়মিত সাধন এবং সাধনের সময় যে নিয়মগুলি বলা হইয়াছে, উহা প্রাণপণে যতদূর সাধ্য পালন করিয়া যাও। সাধনে তুখোড় দৃষ্টি থাকা চাই। ভাবিও না, সব সহজ হইয়া আসিবে।

৩০

প্রাত্যহিক নিয়মিত সাধন ছাড়িও না। শুধু এই সূত্রটী ধরিয়া থাকিতে পারিলেই কালে সমস্ত আশা চরিতার্থ হইতে পারে।

৩১

ভাল লাগুক না লাগুক, প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে সাধন করিতে বসিতেই হইবে, এ বিষয় তোমার কোন choice চলিবে না। সময় সময় নীরসতা আসে, উহা থাকিবে না। কিন্তু সাধন ছাড়িয়া দিলে বিপদের সম্ভাবনা।

৩২

দৃষ্টি সাধনে আরও অগ্রসর হইলে, বহুপ্রকার দর্শনাদি হইবে। আহারের বিশুদ্ধতা ও বীর্যরক্ষার খুবই প্রয়োজন। সুবিধা হইলে খাটের উপর বসিয়া দৃষ্টি সাধনে দোষ নাই।

৩৩

মন চঞ্চল তো হইবেই। একটা কিছু কাজ কর্মে ঢুকিতে না পারিলে মনস্থিরের যথার্থ উপায় হইবে না। যৌবনের চঞ্চলতাও স্বাভাবিক। এ সব আগে চলিয়া যাইবে, তারপর তুমি সাধন করিবে—তাহা হইবে কেন? নিত্য নিয়মিত ভাবে সাধন করিতে করিতে ধীরে ধীরে মন স্থির হইবে, ইন্দ্রিয় শান্ত হইবে। ভাবিও না। গোঁসাইজী তোমাকে কৃপা করিয়াছেন বলিয়া সাধন পাইয়াছ। তোমার কর্তব্য নিত্য নিয়মিত ভাবে সাধন করা। এই কর্তব্যে শিথিল হইও না। তাঁহার তোমার প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে reminder দিতে হইবে না।

নাম করিতে জিহ্বা এক বিন্দুও ওঠানামা করিবে না। ঠোঁট, জিহ্বা গলা, মুখ—সব স্থির থাকিবে। অন্য কোন বিষয় যখন মনে চিন্তা কর, তখন কি তোমার জিহ্বা ওঠা-নামা করে? সাবধান!

৩৪

ইচ্ছা হইলে গোঁসাইজীর চরণে ফুলতুলসী দিতে কাহারও বাধা নাই। নিজের ইষ্টমন্ত্র দ্বারা তুলসী নিবেদন করিতে হয়।

৩৫

না, হোম করা তোমার চলিবে না। হোম সকাম ক্রিয়া; উহা কেবল ব্রহ্মচারীদের পক্ষে কল্যাণদায়ক হয়। ঐ ঝঞ্ঝাটে যাওয়ার আবশ্যক নাই।

গীতা ও চণ্ডী অতি উত্তম গ্রন্থ। উহাই পাঠ কর। অর্থ না বুঝিলেও লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই। কালে ধীরে ধীরে আপনা হইতেই অর্থবোধ হইবে। টীকা বা অনুবাদ পড়িবার আবশ্যক নাই। বরং পাঠের সময় ব্যতীত অন্য কোনও সময় সমস্তটা বঙ্গানুবাদ দুই একবার দেখিয়া মোটামুটি একটা idea করিয়া লইও।

কিছু খেয়ালের আবশ্যক নাই। নাম ও প্রাণায়াম কর। অর্থ উপার্জন করিয়া পরিবারের দুঃখ মোচন করিতে চেষ্টা কর। ইহা দ্বারাই পরিপূর্ণ ধর্মলাভ হইবে।

৩৬

হোম করিবার কোন আবশ্যকতা দেখি না। তবে যদি একান্ত ইচ্ছা হয়, তবে এখন করিতে কোন বাধা নাই। বিল্বপত্র ও খাঁটী গাওয়া ঘী চাই।

মস্তকে শিখা থাকা চাই। প্রত্যহ প্রাতে কেবল গায়ত্রী মন্ত্র পড়িয়া 'অগ্নয়ে স্বাহা' বলিয়া আহুতি দিতে হইবে। এইরূপ প্রত্যহ প্রাতে ২৮টী গায়ত্রী মন্ত্রে ২৮ বার আহুতি দিতে হইবে।

৩৭

মানুষের মনে জোয়ার ভাঁটার মত ভাবের যাওয়া আসা হয়। কখনও মানুষ স্বর্গের দেবতা, কখনও নরকের কীট। কুভাব আসা স্বাভাবিক। কেবল উহা স্থায়ীভাবে মনে বাসা না বাঁধিতে পারে সে দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিবে।

স্থানীয় কোন্ কারণে কুভাবের আনাগোনা হয়, তাহা একটু চিন্তা করিলেই তুমি বুঝিতে পারিবে। ঐ সব কারণ দূর করিতে হইবে। প্রত্যহ আহারে বসিয়া ভাতের ও জলের সঙ্গে অন্তত ৫টী তুলসী পাতা খাইতে পারিলে ভাল হয়। তুলসী গাছ পাবে তো?

* * * * রবিবার শৈলেনের বাড়ি না আসা সকলেরই অন্যায় সন্দেহ নাই। তুমি অবশ্যই শৈলেনের বাড়ি বৈঠকে যোগ দিও।

৩৮

প্রত্যহ বসিতে পাবা চাই; নতুবা ক্ষতি হইবে। যাহাই কর, সাধনটিকে যদি ধরিয়া থাকিতে পার, তবেই কল্যাণ। উচ্ছিষ্ট সম্বন্ধে সাবধান হইও।

৩৯

প্রত্যহ নিয়মিত সাধন করিতে বসা চাই-ই। অন্তত আসন করিয়া বসিয়া একবার নাম, প্রাণায়াম করিয়া একটি দণ্ডবৎ করিলেও কল্যাণ হয়। অনেকদিনের সংস্কার, হঠাৎ চলিয়া যায় না। যে সাধন পাইয়াছ, এই সাধনই তোমাকে সর্বদা রক্ষা করিবে।

৪০

তোমাকে এখন দৃষ্টিসাধন বা ত্রাটক সাধন করিতে হইবে। প্রত্যহ যে কোনো সময়ে দিবসে, কোনও বৃক্ষের পাতার নির্দিষ্ট কোন সবুজ বিন্দুর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া নাম করিবে, চোখের পলক ফেলিবে না। চোখে জল আসে, চোখ মুছিয়া পুনরায় চাহিবে। প্রথম প্রথম পলক পড়ে পড়ুক। এই প্রকার আধ-ঘণ্টা থাকিতে হইবে। অর্থাৎ চোখ না বুজিয়া, বাহিরে কোন বৃক্ষের সবুজ পাতার দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, আধ ঘণ্টা

নাম করিতে হইবে। ত্রাটকের পাঁচটি অঙ্গ। প্রথম অঙ্গটি বলিলাম, অন্যান্য পরে সময়মত বলিব। যখন এই আধঘণ্টা একবার পলক না ফেলিয়া বা চোখে জল না আসিয়া স্থির দৃষ্টে নাম হইবে, তখন দ্বিতীয় অঙ্গ বলিব। তাই বলিয়া তুমি তাড়াতাড়ি সারিতে গিয়া চক্ষুকে অযথা পীড়িত করিও না। ধীরে ধীরে অভ্যাস করিবে। ধর্মের আর এক নাম ধীরতা, ইহা কিছুতেই বিস্মৃত হইও না।

এই সাধন অন্যে দেখিলে ক্ষতি নাই। কিন্তু এটা যে তোমার একটা সাধন, তাহা অন্যকে বলার আবশ্যক কি ? লোকের সঙ্গে হাসিয়া, নিজেকেই টিট্‌কারী দিয়া, ফাঁকি দিয়া, মিথ্যা বলিয়া, যে ভাবে হউক অন্যের চক্ষে ধূলা দিবে।

'যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।'

৪১

শ্বাস-প্রশ্বাসে নামই প্রকৃত সাধন। নাম ছাড়িয়া আত্মস্থ হইলে একটা অতুল আনন্দ পাওয়া যায় বটে, উহা প্রাণায়াম জনিত একটা দৈহিক আনন্দ। ঐ আনন্দ সাধন পথের বিরোধী। নাম ছাড়িয়া যে ভাবেই থাকনা কেন, উহাই দুর্দশা। নাম থাকা সময়ে মন স্থির হোক কি না হোক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। ইহার পর প্রকৃত শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত যখন নাম হইতে থাকিবে, তখন এই বাহিরের শ্বাস ছুটিয়া যাইবে, এবং শ্বাসের টানে দেহেরও কোন তরঙ্গ থাকিবে না। শুধু নাম হইতেছে কিনা, এইটুকুই লক্ষ রাখিবে। যতক্ষণ জ্ঞান থাকিবে, ততক্ষণই যেন নাম বর্তমান থাকে। ইহা হইলেই যথেষ্ট হইল। আমরা সংস্কার বশত 'মনস্থির' করিবার জন্য ব্যস্ত হই বলিয়াই মন স্থির হয় না। যদি মন স্থিরের দিকে কোনো প্রকার লক্ষ না দিয়া, কেবল নাম হইতেছে কিনা, সেই দিকে লক্ষ রাখ, তবে যথার্থ মন স্থির ক্রমে হইবে।

৪২

সংসার করিতে হইবে, কিন্তু আসক্তি থাকিবে না,—উহাই এই সাধনের প্রথম অবস্থা। পার্থিব বস্তুতে আসক্তির নাম অন্নময় কোষ। সর্বপ্রথম এই আসক্তি দূর হইবে। সাংসারিক কার্য কেবল কর্তব্যের হিসাবে করিতে হইবে। উহাতে কোনো প্রকার অদম্য উৎসাহ বা অসম্ভব প্রত্যাশা থাকিবে

না। ইহার জন্য কোনো চেষ্টা চরিত্র বা ফিকির ফন্দি করিতে হইবে না; আপনা হইতে হইয়া যাইবে।

এই যে কাজকর্ম করিতেছ, ইহাও যেমন, সাধন ভজনও ঠিক তেমনই। কাজ করাও সাধন, আবার সাধন করাই কাজ। আসক্তির মূল ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে; এখন ডালপালা লতাপাতায় আর কয়দিন জড়াইয়া রাখিবে? একদিন ঘুম ভাঙিয়া দেখিবে,—আমার ইস্ত্রি, আমার পুত্তুর, আমার কন্যা, আমার টাকা,—এ সব কথা উচ্চারণ করিতে নিজেরই হাসি পাইবে।

আমরা প্রত্যেকে সম্পূর্ণ একা। দ্বিতীয় কেহ আমাদের সাথী বা কার্যাকার্যের জন্য দায়ী নাই। মাত্র দুইজন—তুমি ও তিনি। আর যত কিছু বা যে কেহ, সমস্তই ব্যবহারিক—প্রয়োজন মত। যেমনি গা পুছিতে গামছার প্রয়োজন, অন্য সময়ে উহা আড়ের উপর তোলা থাকে।

মুখে কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। নিজে দর্শক হইয়া নিজ জীবনে নামের এই লীলাখেলা নীরবে দেখিয়া যাও।

নামের সঙ্গে তোমার প্রেম হোক্।

৪৩

তোমার চাকুরীর গোল উঠিয়াছিল শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। কিন্তু তুমি আসল খবরটি তো কিছু লেখ নাই। চাকরী যখন যাইবেই বলিয়া তোমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তখনকার মনের অবস্থাটা কি প্রকার হইয়াছিল। নিজের কাছে নিজের মনটা ধরা পড়িবে, এই উদ্দেশ্যে ভগবান সাধককে লইয়া মাঝে মাঝে এমন কৌতুক করিয়া থাকেন। কোনোবার বা যথার্থই চাকরী নেন এবং হয়তো দুই চারিমাস আধপেটা খাওয়াইয়া রাখেন। উহাও তাহার কৌতুক। নিজের মনের কাছে নিজের বিশ্বাসের প্রশ্ন করা ভাল।

৪৪

বাবা, এখনও তো বেতের বাড়ি খাও নাই, কেবল চোখের সামনে বেত ঘুরিতেছে, দেখিতেছ। তাই মনে কর, বুঝি আঘাতেও ভয় নাই। আমাদের সহিবার শক্তি খুব কম। পাঁচ মিনিটে এমন যে প্রিয়তম নাম—উহার স্মৃতি পর্যন্ত ভুলাইয়া দিতে পারে, এমন বজ্র সেই রুদ্রদেবতার শ্রীহস্তে রহিয়াছে। আমার একটা কবিতার অংশ বিশেষ এই,—

সহিতে যদি শকতি থাকে
 সে ব্যথা নহে তোমার দান।
বিপদে যদি না থাকে ভয়,
 দুঃখে যদি লভিব জয়,
সে দুঃখ-তাপ তোমার নয়
 কেবল মিছা চাতুরী ভান,—
আপন হাতে রচনা করা
 আপন-ধরা মোহের ফান।

তারপর শুন—

যখন তুমি বেদনা দিয়ে শোধন কর দূষিত প্রাণ,
আকুল রবে কাঁদন ছাড়া কিছুতে আর নাহিক ত্রাণ।
ব্যথায় যদি ব্যথা না রবে, কেমনে তবে সাধনা হবে?
তোমার বাজ পরাণে সবে, কে আছে হেন শকতিমান?
যে ব্যথা আমি সহিতে পারি, সে ব্যথা নহে তোমার দান।

যে ব্যথা তাঁহার দান, সে ব্যথা কখনও সহ্য করা মানুষের সাধ্য নয়। যদি তাহা সম্ভব হইত, তবে তাঁহার ব্যথা দেওয়ার উদ্দেশ্যই বিফল হইয়া যাইত। তবে, যে সব ব্যথা সহজে কাটিয়া যায় দেখিতেছি, উহা তাঁহার দান নহে; উহা—আপন হাতে রচনা করা।

আপন-ধরা মোহের ফান।

অর্থাৎ উহা প্রারব্ধের ভোগ নহে, নিজকৃত সঞ্চিত কর্মের ফল। তাঁহার বজ্র ভীষণং ভীষণানাং। তবে রক্ষা, উহা কখনও তোমাদিগকে সহিতে হইবে না,—মাঝে মাঝে একটু আঁচ লাগিবে মাত্র। তাহাতেই পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে হইবে। এই বজ্রাঘাতের আভাস মাত্র পাইয়াই কত লোক নাম ও গুরুতে অবিশ্বাসী হইয়া সাধন পথ ভ্রষ্ট হয়। সাধকের জীবন বড়ই বিপদসঙ্কুল। একমাত্র পথ—সকলের পায়ের তলা দিয়া সন্তর্পণে নিজেকে টানিয়া লওয়া। এই পথ হইতে একটু এদিক ওদিক গেলেই বিপদ। সাধন পথে শক্তিশালী কেহই নাই—কেহই নাই। সকলেই নিতান্ত শক্তিহীন—কৃমিকীট। একমাত্র শক্তিমান—নাম—অর্থাৎ শ্রীগুরু—অর্থাৎ শ্রীভগবান।

স্বামীকে প্রাণ দিতে চাহ? বড়ই আহ্লাদের কথা। এজন্য প্রস্তুত

হইতে হইলে আগে মার খাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। উঠিতে বসিতে কেবল ঝাঁটা। ইহাই তাঁহার প্রেমের প্রথম পাঠ। আমার জীবন তোমরা কেহই জান না। যদি জানতে তবে বুঝিতে পারিতে কত বেতের বাড়ি খাইয়াছি। যে অপমান মানুষের চরম, তাহাও আমাকে সহিতে হইয়াছে।

ভাবিয়াছিলাম, দুই এক কথায় তোমার চিঠি শেষ করিব, কিন্তু পারিলাম না। তবুও কিছুই বলা হইল না। পাছে তোমরা ভয় পাও।

আমার আদেশে চলিবে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহাই করিও—তাহাই করিও। তবেই নিরাপদ। কিন্তু কখনও প্রত্যুপকারের আশা মনে রাখিয়া নয়। 'গোল্লায় যাইব, তবু তোকে ছাড়ব না'—এইভাবে চিন্তা পরিচালিত করিও।

৮৫

প্রথমে নাম কি এবং নাম আমার কতটা আপন জন, তাহা বুঝিতে হইবে। অবিশ্রান্ত নাম সাধন দ্বারাই এই বুদ্ধি জন্মে। নাম সর্বাপেক্ষা প্রিয় হইলেই নামে যথার্থ রুচি হইবে। নামে রুচি হইলে আত্মা কি এবং আত্মদর্শন হইলে ক্রমে ক্রমে পরমাত্মা তত্ত্ব প্রকাশিত হইতে থাকিবে। পরমাত্মা বা ইষ্ট দর্শন হইলে তবে গুরুতত্ত্বে প্রবেশ করা যায়। শ্রীগুরু চরণে নিষ্ঠা সর্ব-সাধনার শেষ কথা। ইহার পর আর সাধন নাই, তখন কেবল প্রেম রাজ্য। প্রেমরাজ্যে যিনি প্রবেশ করিবার অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহার সমস্ত সাধন মিটিয়া গিয়াছে। উহাই মোক্ষ।

মনে করিও না, নিজ সাধনের জোরে তোমাকে এই অবস্থা লাভ করিতে হইবে। কোটি কোটি জন্মেও উহা সম্ভব নহে। কেবল মাত্র গুরুকৃপায় অর্থাৎ ইষ্টদেবতার কৃপায় অর্থাৎ নামের কৃপায় ঐ অবস্থা অতি অল্পদিনে লাভ হয়। কিন্তু এই কৃপা লাভ করিবার অধিকার পাইতে হইলে একটি মাত্র qualification চাহি। সে qualification এই,—বিশ্বাস হোক আর না হোক সাধনের সময় গুরু যাহা বলিয়া দিয়াছেন military কায়দায় অবিচারে তাহা করিতে চেষ্টা করা। এই চেষ্টা যেদিন সফল হইবে ঠিক সেই মুহূর্তে কৃপা অবতীর্ণ হইয়া একটানে তোমাকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। কৃপা লাভের অন্য কোনো দ্বিতীয় qualification যে নাই, তাহা নহে, কিন্তু সে qualification অকথ্য এবং অতিশয় জটিল ও কঠিন।

নিত্য পাঠ্য গ্রন্থ—শ্রীমদ্‌ভগবৎ গীতা, জপজী, শ্রীগুরুগীতা ও বক্তৃতা ও

উপদেশ—ভাল। আরও বেশী সময় পাইলে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীমদ্‌ভাগবত বঙ্গানুবাদ পড়া যাইতে পারে। সব বই একটু একটু করিয়া পড়িলেই হইল।

৪৬

একটি দিন সাধন বাদ দিলে একমাস সাধনের ফল ভূমিসাৎ হয়। প্রত্যহ বসিতেই হইবে। প্রাণায়াম করিবার সুবিধা নাই,—এই অজুহাতে ভিতরের পাপ-পুরুষ সাধনে বসিতে নিষেধ করে। উহা শুনিও না। প্রাণায়াম নাই বা হইল। বসা চাই।

৪৭

সংসারের যাহা কিছু অভাব অনটন ও দুর্দৈব, উহার প্রতিকারের জন্য অনুত্তেজিত মনে চেষ্টা করাও সাধন। এই সাধন করিয়া যাও, ফল তো মানুষের হাতে নয়। মনকে একটু নির্লিপ্ত রাখিবার মত দৃঢ়তা যদি অভ্যাস হয়, তবে আর ভাবনা থাকে না।

৪৮

তোমার মত তরুণ বয়সে ব্রহ্মচর্যের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি ও সতর্কতা রাখিয়া ঐকান্তিক মনে পাঠে মনোযোগ করাই শ্রেষ্ঠ সাধন। আজকালকার শিক্ষায় বড়ই অবিনয়ী করিয়া দেয়। বিনয় নম্রতা মনুষ্য জীবনের সর্ব-শ্রেষ্ঠ ভূষণ একথা সর্বদা মনে রাখিবে। বিনয় শব্দের অর্থ মিন্‌মিনে সাত-চড়ে-কথা-কয়না, নহে। তেজীয়ান ব্যতীত যথার্থ বিনয়ী হয় না।

এই বয়সেই সাধনা আরম্ভ করিবার প্রকৃত সময়। কিন্তু আমাদের এই সাধনা পাইতে হইলে সর্বাগ্রে তোমার পিতামাতা বা অন্য যিনি অভিবাবক আছেন, তাঁহার অনুমতি আবশ্যক। নতুবা হইবার জো নাই। এই অনুমতি লইয়া পরে চিঠি লিখিলে, হওয়া না হওয়া সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে।

তোমার বাক্য, কার্য ও চেষ্টা ভদ্র হউক।

৪৯

সংসারের তাপে তাপিত হইয়া যে মানব-আত্মা জিজ্ঞাসু হইয়া ভগবানের দ্বারে জোড় হস্তে দাঁড়ায়, তিনি আমার নমস্য। আপনি আমার দণ্ডবৎ জানিবেন। আমি নিজ জীবনে যথেষ্ট তাপ সহ্য করিয়াছি। তাই আপনার দুঃখ বুঝিতে পারি।

আমাদের অনুষ্ঠিত সাধন প্রণালী কেবলমাত্র ভগবৎ ভজনের জন্যই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাতে কোনো প্রকার ব্যারাম আরোগ্য করে না, বা সাংসারিক সুবিধা আনে না। সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি বা প্রারব্ধের উপর নির্ভর করিয়া থাকি। সুতরাং এ সাধনে আপনার দেহ নীরোগ হইবার কোনো প্রকার আশা নাই। এই সাধনে প্রারব্ধের ভোগ শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় করিয়া মানুষকে অতি অল্প কয়েকটা জন্মের মধ্যে মুক্ত করিয়া দেয়। যে রাস্তা বহুদিন বসিয়া অতিক্রম করিবার কথা ছিল, উহা অল্পদিনে অতিক্রম করিতে হইলেই অসম্ভব দৌড়াইতে হয়। সুতরাং যদি আপনার প্রারব্ধে বহু ব্যারাম ভোগের কথা নির্দিষ্ট থাকিয়া থাকে, তবে সাধন পাইলে ব্যারাম পীড়া আরও বাড়িবে বই কমিবে না। সুতরাং আপনার এই সাধন গ্রহণে নিবৃত্ত হওয়াই সঙ্গত। কোন প্রকার সাংসারিক বা দৈহিক সুবিধা এ সাধনে পাইবেন না। বরং ঝঞ্ঝাট আরও বাড়িবে।

আপনার বিশুদ্ধ ধর্ম লাভ হউক। এই আশীর্বাদ করি।

৫০

সাধন ভজন যথার্থ কিছু নয়, ইহা বুঝিবার জন্যই সাধন ভজন করা একান্ত আবশ্যক। এই সত্য যত বুঝিবে ততই ভগবানের কৃপা উপলব্ধি হইবে। যে কার্যে ভগবৎ কৃপা উপলব্ধি করা যায়, সেই দুর্লভ সাধন ভজন সাধক কখনও পরিত্যাগ করিতে চায় না। কৃপার লোভেই সাধন করা একান্ত আবশ্যক।

৫১

নিরাপদ ভূমি কোথায়, তাহা আজ পর্যন্ত জান না ; ইহাতে বড়ই আশ্চর্য ও দুঃখিত হইলাম। কেবলমাত্র ভগবানের চরণে অনন্য শরণ গ্রহণ করাই নিরাপদ ভূমি। আর কোথাও নিরাপদ ভূমি নাই।

৫২

তুমি ঠিকই বুঝিয়াছ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্তিত সাধনই আমাদের সাধনা। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা যে প্রণালী ধরিয়া সাধন করেন, আমাদের প্রণালী তাহা হইতে বিভিন্ন। কল্পনা আমরা একেবারেই মানি না। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কল্পিত স্মরণ-মনন আমাদের নয়। কেবলমাত্র নামই সত্য ; এবং এই নাম সাধন যথানিয়মে করিতে করিতে যিনি বা যাহা সম্মুখে উপস্থিত হইবে,

মাত্র তাহাই আমাদের সত্য। পূর্ব হইতে যাহা দেখি নাই এমন একটা কল্পিত মূর্তি ধ্যান আমাদের সাধন নয়।

৫৩

সাধনে বিশেষ কিছু হয় নাই তাহার কারণ ধর্মের বাসনা। অর্থাৎ মন স্থির হোক, ইন্দ্রিয় সংযত হোক, সংস্বভাব হোক, এই সব বাসনাও সাধনের বিরোধী। কেবল মাত্র শ্বাস প্রশ্বাসে নাম হোক এই বাসনাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। আমার ইন্দ্রিয় অসংযত থাকুক কিন্তু প্রত্যেক শ্বাসে নাম হোক; আমার মন স্থির হোক বা না হোক, আমার শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম হোক; আমার স্বর্গ বা নরক হোক না কেন, শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম হোক। আমার যাহা খুশী তাহা হোক কিন্তু কেবলমাত্র যেন প্রতিশ্বাসে ভগবানের পাবন নাম জপ হয়, এই প্রার্থনা সম্বল করিতে হইবে।

৫৪

ষট্‌চক্রের কোন ক্রিয়া মনে স্থান না দিয়া, যে স্থানে মন রাখিবার সুবিধা বা নিয়ম তুমি করিয়াছ, সেই স্থানেই মন রাখিবে। মন স্থির হইলে তখন বুঝিবে গীতায় উক্ত সাধনের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল। আগে জানায় নিজের মনের উপর যে ক্রিয়া হয়, উহা ক্ষতিকর। সর্বশরীরে শ্বাস, প্রত্যেক অঙ্গ পৃথক পৃথক নাম করে ইহাই তোমাদের সাধন। ষট্‌ কেন, সহস্র চক্র তোমাদের। বাবারে, কেউ তো সাধন করিল না, এই সাধনের মর্মও বুঝিল না। সর্বাঙ্গ দিয়া কৃষ্ণসেবা শুধু এই সাধনের ভিতর দিয়াই সম্ভবে। অন্যদের কাছে ওটা বাইরের কথা।

৫৫

বাহিরে শক্তি দুর্দিনে মানুষকে কখনও রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না। শক্তি পাইবার জন্য কাশীর দিকে মুখ করিয়া যদি বসিয়া থাক, উহা বাতুলতা হইবে। এই শক্তি তোমার ভিতরে জাগ্রত করিয়া দেওয়া হইয়াছে; এখন অবিশ্রান্ত যতই নাম শ্বাসে প্রশ্বাসে চালাইতে থাকিবে, ততই শক্তির সমুদ্র তোমাকে ডুবাইয়া তরতর বেগে বহিতে থাকিবে। সে স্রোতে ইন্দ্রিয়লালসা, বিষয়বাসনা কোথায় ভাসিয়া যাইবে তুমি খুঁজিয়াও পাইবে না। এই জন্যই বলিয়াছি বাসনা জয়ের দিকে পৃথক দৃষ্টি দিবার কোন আবশ্যক

নাই। যেমন অন্ধকারের সঙ্গে লাঠি লইয়া মারামারি করিয়া তাহাকে দূর করা যায় না, সামান্য একটু প্রদীপের আলোতে উহা দূর হয়, তেমনি সহস্র চেষ্টায় ইন্দ্রিয় দমন করা যায় না, কেবল মাত্র সমস্ত চিন্তা হাহুতাশ ঠেলিয়া ফেলিয়া শ্বাসে শ্বাসে নামজপে অতি অল্প দিনেই উহা চলিয়া যায়। প্রত্যহ নিয়মিত সাধন যদি একটি দিনও বাদ না দাও, খুব অনিচ্ছা হইলেও উহা মেসিনের মত করিয়া যাইতে থাক, তবে অতি শীঘ্রই সমস্ত অনর্থের নিবৃত্তি হইবে।

আহার ও শয়ন সম্বন্ধে কঠোরতা কর কি না কর, কিন্তু ঐ বিষয়ে সংযম একান্তই আবশ্যক। অতিরিক্ত ভোজন ও অতিরিক্ত নিদ্রা বিষের মত ত্যাগ করিতে হইবে। নিরামিষ বা আমিষ যাহাই খাও না কেন, পরিমাণ এমন হওয়া চাই যেন খাইয়া উঠিয়াও পেটের খানিকটা অংশ বেশ খালি আছে বলিয়া মনে করিতে পার। দিবানিদ্রা অত্যন্ত অপকারী। ত্যাগ করিতে পারিলেই ভাল। রাত্রে ছয় ঘণ্টার বেশি ঘুমাইলে অপকার হয়। ক্রমশঃ নিদ্রা কমাইয়া তিন ঘণ্টায় আনিতে হইবে। বিছানাটা দেড় হাত উঁচু জাজিম হোক কিংবা সামান্য একখানা কম্বল হোক, তাহাতে আপত্তি নাই।

অন্যের বিছানায় বসিয়া কখনও সাধন করা ভাল নয়। সাধনের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিজের একখানি আসনের প্রয়োজন। এই আসন যেখানে যাওয়া হউক না কেন, অন্যান্য কাপড়ের মত সঙ্গে রাখিবে এবং বাধ্য হইয়া অপরের বিছানায় সাধন করিতে হইলে, এই আসন পাতিয়া লইবে।

মেরুদণ্ড টান করিয়া সরল সোজা হইয়া স্থির অটল পাথরের মত বসিতে হইবে। একটুও নড়িবে না বা পিঠ গুজা হইয়া বসিবে না। মুখ বুজিয়া প্রণায়াম করিতে পার তো? উহাই অভ্যাস করিবে। প্রাণায়ামের সময় দেহ যতটা সম্ভব স্থির রাখিতেই চেষ্টা করিবে।

একটু সামান্য বিষয় জানিতে হইলে নির্ভয়ে আমাকে কোনো প্রকার সংকোচ না করিয়া চিঠি লিখিবে। নিজের ভিতরের পাপ ও দুর্বলতা প্রাণ খুলিয়া আমাকে বলিবে। আমি তোমার সমস্ত অবস্থার সঙ্গে সহানুভূতি করিয়া যে প্রকার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে পারিব এরূপ তুমি আর কোথায় পাইবে? আমাকে তোমার বন্ধু বলিয়া জানিবে। প্রয়োজন বোধ

করিলেই চিঠি লিখিবে, কিন্তু বিনা প্রয়োজনে কেবলমাত্র ভদ্রতা ও আত্মীয়তা রক্ষার জন্য একখানা চিঠিও আমার নিকট লিখিও না। ঐ সংসারিক রীতি আমার সঙ্গে চালাইও না।

তোমার কল্যাণ হউক। মায়ের বাক্য অবিচারে পালন করিও, উহাতে কল্যাণ হইবে। প্রাণ ভরিয়া সাধন কর। যে কথা সাধন বিরোধী নহে, তেমন কথা শুনিয়া চলিতে বিন্দু মাত্র দ্বিধা করিও না।

৫৬

আমাদের এই সাধন প্রাচীন আর্য-ঋষিগণের সনাতন পন্থা। সুতরাং ইহাতে বর্তমান প্রচলিত শংকরাচার্য প্রবর্তিত সন্ন্যাসের বিধান নাই। ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিরা কেহই সন্ন্যাসী ছিলেন না। কেহ কেহ বিবাহ করিয়াছেন এবং স্ত্রীপুত্র লইয়াই আশ্রম জীবন যাপন করিয়াছেন; কেহ বা বিবাহ করেন নাই। অথচ সকলেই ত্যাগী ও আচরণে সন্ন্যাসীর মত ছিলেন। বাবা, সর্বদা মনে রাখিও, আমাদের আদর্শ এই ঋষিরা।

অতদূর যাইতে না চাও, বর্তমান দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। যাঁহাকে ত্রাণকর্তা বলিয়া আশ্রয় লইয়াছ সেই গোঁসাইজী সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু গৃহত্যাগ করেন নাই। স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করিয়াছেন। তোমার গুরুঠাকুর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্ত্রীর সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করিতেছেন। যাঁহারা মায়ের বুকে শেল মারিয়া, স্ত্রীকে কাঁদাইয়া একেবারে অদৃশ্য হন তাহারা মানুষের কাছে ত্যাগী বলিয়া বাহবা পাইতে পারেন, কিন্তু সমস্ত ঋষিগণ তাহাকে একবাক্যে অভিশম্পাত করিবেন।

সন্ন্যাসীর স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে, কিন্তু স্ত্রী ত্যাগ করা চলিবে না; মায়ের মমতা ছাড়িতে হইবে কিন্তু মাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া হইবে না। গৃহে বাস করিয়াও অর্থ উপার্জন বা ভিক্ষা, এই দুইটিই ত্যাগ করতে হইবে। এ সব বড় কঠিন। কঠিন বলিয়াই ইহার নাম সন্ন্যাস। সংসারের ঝঞ্ঝাট এড়াইবার জন্য দুই পয়সার গেরুয়া কাপড় ছোপাইয়া কোনো মঠে অলসের মত বসিয়া লাড্ডু খাওয়া সন্ন্যাস নহে।

ত্যাগ কে করিতে পারে? যে অর্জন করে নাই, তাহার ত্যাগ কখনো ত্যাগ নহে। সুতরাং ত্যাগী হইবার পূর্বে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটি উপার্জন করিতে হইবে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যে পরিশ্রম করিয়াছে

সে যদি নিজের সেই কষ্টার্জিত কর্মফল ত্যাগ করিয়া যায়, তবেই তাহার সন্ন্যাস হইল। সংসারের ঝঞ্চাট দেখিয়া যে ভয়ে আরামের জন্য দূরে সরিয়া দাঁড়ায়, তাহার ত্যাগ হইবে কি প্রকারে ?

বীর হও। যেখানে ঝঞ্ঝাট, যেখানে গোলমাল সেই খানেই মাথা ঢুকাইয়া দাও। নিজের শক্তিতে অবিশ্বাসী হইও না। দুই একবার যদিই বা পা পিছ্‌লাইয়া যায়, কুছ্‌ পরোয়া নাই। নিজেকে পদ্মপত্রের জলের মত সর্বদা মুক্ত মনে করিবে। এইরূপে মারামারি করিয়া সংসারকে জয় করিতে হইবে। কাপুরুষের মত সংসার হইতে দূরে পালাইয়া সংসার-জয়ী হওয়া যায়না।

৫৭

যে কোন কার্যকরী বিদ্যা উপার্জন করিয়া কার্যক্ষম হওয়া চাই। অথচ আসক্তিকে জয় করিতে হইবে। ইহা যতটা কঠিন মনে কর, ততটা পাহাড়-পর্বত নহে। যদি প্রত্যহ নিয়মিত সাধন চালাও, তবে সম্ভব হইবে। নতুবা নহে—নহে—কিছুতেই নহে।

নিজের দেহকে ভয়ঙ্কর কষ্টসহিষ্ণু করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। আগেই বোকার মত শান্তি শান্তি করিয়া চেঁচাইও না। কেবল ঝঞ্ঝাট খুঁজিয়া বেড়াও। তবেই শান্তির দেখা পাইবে। 'নিজের সমস্ত সম্পত্তি, সমস্ত দেহ, সমস্ত মানের বদলেও সত্যকে ত্যাগ করিব না'—এই ব্রত গ্রহণ কর; তোমার ঐ রমুনীয়ার মাঠের মধ্যে সন্ন্যাস গজাইয়া উঠিবে।

৫৮

ধর্ম-রক্ষাই সাধনের মূল মন্ত্র। ধর্ম রক্ষিত হইলে প্রাণায়ামে কোনোই অপকার করিতে পারে না। যদি ভিতরে সুস্থতা বোধ হয়, তবে বাহিরে শরীর শুকাইয়া যাওয়ায় কোনো ক্ষতি হয় না। সাধনের যদি একটা বাঁধা নিয়ম থাকে, তবে এই সব দুর্বলতা দু'দিনেই চলিয়া যাইবে। যখন খুসী তখন না বসিয়া একটা নির্দিষ্ট সময় থাকা ভাল। * * *

সাধনের বহুতর নিয়মই দুঃসাধ্য বটে; কিন্তু নিজের যদি পূর্ণ দৃঢ়তা থাকে, এবং লোকে কে কি বলিবে, এই দৃষ্টি না থাকে, তবে সমস্ত নিয়মই ক্রমশ সহজ হইয়া আসে।

৫৯

ঊর্ধ্বরেতা হইবার সাধনা আছে, কিন্তু সে সাধন আমাদের নয়। কেবলমাত্র

পরা শান্তি লাভ করিবার জন্যই আমাদের তপস্যা; অন্য কোনো প্রকার যোগৈশ্বর্য আমাদের কাম্য নয়। আমরা ভগবৎ প্রাপ্তি ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য সাধন করিতে রাজী নহি। উহাতে উর্দ্ধরেতা হই বা স্খলিতরেতা হই, সে দিকে দৃষ্টি দেবার আবশ্যক নাই। মনে এই ভাব থাকিলে আপনা হইতেই উর্দ্ধরেতা হওয়া যায়। নতুবা ঐ জন্য পৃথক সাধন করিলে উর্দ্ধরেতা হওয়া যায় বটে, কিন্তু ভগবান কোথায়?

৬০

চেষ্টা করিয়া কাম দমন করা সম্ভব নয়। যত চেষ্টা করিবে, ততই উহার উত্তেজনা বাড়িবে। কামের দিকে কোনো প্রকার দৃষ্টি না রাখিয়া সম্পূর্ণ দৃষ্টিটি নিত্য নিয়মিত সাধনের উপর দিতে হয়। যখন সহজ স্নান আহারের মত সাধনটি স্বাভাবিক হইয়া যাইবে, অর্থাৎ সহস্র ব্যস্ততা থাকিলেও যেমন স্নান আহারের কোনো ভুল হয় না, সেইরূপ যখন সহস্র ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও নিত্য সাধন করিতে বসা কিছুতেই বাদ পড়িবে না, তখন হইতে কাম তোমাকে তোমার সাধনের সহায়তা করিবে; তৎপূর্বে কেবল শত্রুতা সাধিবে।

সাত্ত্বিক আহার ও নিত্য নিয়মিত জীবন যাপন অভ্যস্ত হইলে ভগবৎ কৃপা অবতীর্ণ হয় এবং তখন কাম দমিত হয়। ধৈর্যই ধর্ম, অধৈর্য ও অস্থিরতা সাধন পথের বিঘ্ন।

প্রত্যহ শেষরাত্রে গাত্রোত্থান করিয়া শৌচ সমাপন করিয়া সাধন করা, গঙ্গাস্নান করা, পাঠ করা, সাত্ত্বিক আহার করিয়া নিয়মিত আফিসের কাজ করা, পরে একটু বেড়াইয়া সন্ধ্যায় পুনরায় সাধন করা বা বৈঠকে যাওয়া, অবশেষে আহারান্তে শীঘ্র শয়ন করা—এই প্রকার বাঁধা নিয়মে চলিতে চেষ্টা করিলেই অতি অল্পদিনে সুফল পাইবে।

ভগবানের উপর তাহারই অভিমান চলে, যে ব্যক্তি তাঁহার নিত্য নিয়মিত আদেশ কড়ায় গণ্ডায় পালন করিতে অন্তত চেষ্টা ও যত্ন করে। ঘড়ির কাঁটার মত জীবন হওয়া চাই।

৬১

কাপুরুষের ন্যায় রোজগার করিবার ভয়ে যদি বিবাহ হইতে নিবৃত্ত হও তবে পরিণত বয়সে সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। 'বিবাহ আমার পক্ষে

ধর্মলাভের বাধা স্বরূপ হইবে'—কেবলমাত্র এইরূপ বিশ্বাসবান ব্যক্তিই চিরকুমার থাকিবার অধিকারী।

সাধনে ঐকান্তিক দৃঢ়তা থাকিলে যে কোনো স্থানে পাহাড় জঙ্গলের নির্জনতা লাভ হয়। আবার যাহারা পাহাড়ে জঙ্গলে বাস করিতে চায়, বাড়ি হইতে পাহাড়ের berth reserve করিয়া তাহারা রওনা হয়, এ পর্যন্ত শুনি নাই।

দৃঢ়রূপে জানিয়া রাখিও কেবলমাত্র শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম হওয়া ব্যতীত অন্য কোনো কার্য দ্বারাই শান্তিলাভের বিন্দুমাত্র আশা নাই। কীর্তনের ঘটী ঘটী কোঁথের জল, গুরুঠাকুরের ঘটী ঘটী পাও ধোওয়া জল, ঠাকুর মন্দিরের ঘটী ঘটী পঞ্চপাত্রের জল, কোনো জলে আত্মার দারুণ পিপাসা দূর হইবে না। কেবলমাত্র শ্বাস—আর প্রশ্বাস।

নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

৬২

ভোগ যাহা আছে তাহা তো ভুগিতেই হইবে, কেননা মানবদেহ প্রারব্ধ ভুগিবার জন্যই। আবার সাধন ভজন যাহা সম্ভব করিতেই হইবে, কেননা মানবদেহ ভজনের জন্যই। এই দুইটির যতদূর সম্ভব সামঞ্জস্য বিধান করাই মনুষ্যত্ব। নিজের ইচ্ছা যদি দেহের বাধার জন্য পূর্ণ না হয়, সে জন্য অবিরত হা হুতাশ করিয়া ফল নাই। উহারই মধ্যে নিজের শরীরের উপযোগী ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে। ঠিক তোমার উপযোগী নয়, উহা করিও না। সিদ্ধাসন উৎকৃষ্ট। উহাতে কোনো অপকার হইবার ভয় নাই।

৬৩

আনন্দময়ী-মায়ের স্থান হইতে আগত লোকের মুখে তোমার চাতুর্মাস্য ও মৌনব্রতের কথা পূর্বেই শুনিয়াছি। মৌন থাকিয়া যখন গীতা ও অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ পাঠ কর, তখন উহা বড় করিয়া পাঠ করিও। তাহা হইলে মৌন থাকা সামলাইতে পারিবে। নতুবা চারি মাস মৌন থাকা বিড়ম্বনা হইবে।

খুব সৎ সঙ্গে রহিয়াছ; বিশেষত ভিক্ষার ভাবনা আদৌ ভাবিতে হয় না। এমন সুবর্ণ-সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া লও। নামে ডুবিয়া যাও—ডুবিয়া যাও।

কত লোকে কত তপস্যা করিয়াও একটু কিছু উপলব্ধি করিতে সক্ষম

হয় না, তুমি চারিদিন বসিয়াই কেন কিছু পাইতে চাও? নীরবে কেবল সাধনা করিয়া যাও। 'কিছু পাই না পাই, আমার তাহাতে কিছু যায় আসে না; আমি সাধন করিয়াই যাইব। কিছু না বুঝিয়াই সাধন করিব, দেহপাত করিব।' এই দৃঢ় সংকল্প লইয়া বসিয়া যাও, তবেই কৃপা অবতীর্ণ হইবে। বসিতে না বসিতেই কিছু চাও, এই জন্য তোমাদের দুঃখ ঘুচিতে চায় না।

৬৪

যে অবস্থা চাহিযাছ, উহা কেবলমাত্র সাধনসাপেক্ষ। প্রাণপণে সাধন কর, তোমার প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাস নামময় হইয়া যাক, তবেই অনন্য আশ্রয় লাভ হইবে। মুখের বক্তৃতায় হইবে না। সাধন করিতে যে শক্তি সঞ্চারের আবশ্যক, তাহা তোমাকে প্রদান করিতে হইয়াছে। বীজ যাহাতে সুফল হয়, সে চেষ্টা তোমার, গুরু তোমার সহায়ক মাত্র।

প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে সাধন করিতে হইবে। খাওয়া নাওয়া ঘুমানোর মত সাধন নিত্যক্রিয়া রূপে পরিণত হওয়া চাই। নতুবা কি করিয়া তোমার আশা পূর্ণ হইবে?

৬৫

সংকল্প বিকল্প তোমার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাই সাধনে সুষ্ঠুভাবে নাম করিতে পার না। সাধন করিতে বসিয়াই একটা কিছু আশা কর, এই দুরাশা হইতেই হতাশার উৎপত্তি হয়।

গুরুকে আপনবোধ, তাঁহার নিকট মনকে সবল করিয়া মেলিয়া ধরা, এই সব সাধনের একপ্রকার শেষ কথা। কিন্তু তুমিই এখনই ইহা হইল না বলিয়া দুঃখ করিতেছ। শুধু উহা নয়, সারাদিন অসংখ্য কল্পনা তোমার মনের উপর দিয়া বহিয়া যায়। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে কোন কল্পনাই ক্ষতিকর, উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

নামটি ঠিক শ্বাসে প্রশ্বাসে মিলাইয়া দিতে চেষ্টা করার নাম সাধন। * * * নামের খাতিরে শ্বাস একটুও বড় বা ছোট করা চলিবে না। শ্বাসকে কোন প্রকার disturb না করিয়া নামকে উহার সহিত মিলাইয়া ভাবিতে হইবে। ইহাই তোমার হইয়া উঠিতেছে না। এইরূপে শ্বাস ও নাম যখন মাপে মাপে মিলিয়া যাইবে, যখন শ্বাস দ্রুত হইলে নামও দ্রুত হইবে, শ্বাস

ধীরে বহিলে নামও ধীরে চলিবে, যখন কিছুতেই শ্বাস ও নামের পরস্পর বিচ্যুতি ঘটিবে না, তখন হইতেই সাধক জীবন আরম্ভ হইবে।

কিছু হইল না বলিয়া কল্পিত দুঃখকে প্রশ্রয় দিও না। কেবল শ্বাস ও নামে মিলন হইল কিনা এই দিকেই দৃষ্টি দাও। এইটি হইলে সবই হইবে।

নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ আসনে বসা চাই।

৬৬

তোমার সুদীর্ঘ চিঠি পাইয়াছি। আমাকে কোন কিছু বুঝাইতে হইলে এত দীর্ঘ চিঠি লিখিতে হয়, উহা তোমার উদ্‌ভ্রান্ত মনের ধারণা।

তোমার অবস্থাটি এই,—তুমি সাধন যৎটুকু কর, তোমার মন intellectually সে অপেক্ষা অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছে। বুদ্ধির দ্বারা সপ্তম স্বর্গের খবর পর্যন্ত তোমার অধিগত, কিন্তু পাঁচ সেকেণ্ড এক স্থানে সংযত রাখার মত সাধন সম্পদ তোমার নাই। শুধু তোমার নয়, আজকালকার বহু ছেলেরাই এই জ্যাঠামির দরুন ইচ্ছা থাকিলেও ধর্মজগতে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। একবার চোখ বুজিয়া বসিয়াই কি লাভ হইল না হইল তাহার জমা খরচ লিখিতে বস।

সব কিছু ভুলিয়া গিয়া—নম্র ও অবনত হৃদয়ে এই কারণ [অনুসন্ধান] করিতে হইবে। কিছুদিন নিত্য নিয়মিত সাধন করিবার পরে যদি নামের উপর টান হয়, নামকে ভালবাসিতে পার, নামে ধীরে ধীরে আনন্দ পাইতে থাক, তখন বুঝিবে, নামের কৃপা হইতেছে। ইহা না হওয়া পর্যন্ত গুরুর দর্শন চাহিতেছ কি হিসাবে? আর বায়োস্কোপের ছবির মত সেরূপ দর্শনে তোমার কি উপকার হইবে?

অত্যন্ত ক্ষুধার সময় যখন কেহ আহার করিতে বসে, তখন এক গ্রাস খাইয়াই তাহার পেট ভরে না। এমন কি প্রতি গ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে যে তাহার তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতেছে, অন্তত চারি বা ছয় আনা পেট না ভরা পর্যন্ত তাহার বোধই আসে না। অথচ প্রথম গ্রাস হইতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি আরম্ভ হইয়াছে। এক গ্রাস খাইয়াই 'পেট কেন ভরিল না' বলিয়া পেটের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া আহার বন্ধ করা মূর্খের লক্ষণ।

সাধন কর, যাহা কর উহা কিছুই নয়। ঐরূপ গোঁজামিল দিয়া কোন্ ধর্ম লাভ করিতে চাও? সাধনের নাম তপস্যা। হোক অল্প সময়, কিন্তু

প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে আসনে বসিয়া সাধন করিতে হইবে। সুশৃঙ্খলায় যদি প্রত্যহ পাঁচ মিনিট যথার্থ সাধন হয়, তবে উহাতেই ধীরে ধীরে নামে রতি ও ভগবানে প্রীতি হইবে। কিছু কিছু করা চাই। ধর্ম ভেল্কি নয়।

৬৭

তুমি কেন সর্বাবস্থায়ই ভাল থাকিবে না, তাহা বুঝিলাম না। সাধনে এ অবস্থা হইবে, সে অবস্থা হইবে—এরূপ বাসনা চিত্তে রাখিও না। নামের স্বাদ কিছুমাত্র পাও নাই বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে। যাহা হইতেছে, সব ঠিকই হইতেছে। তোমার জীবন যে রূপ ফুটিয়াছে, বহু ভাগ্যে ওরূপ হয়, তবে নিজের অবস্থা নিজের মনোমত নয়—এ কথা বলিতে পার। এইরূপ অভাব সর্বদার জন্য বোধ করাই ধর্মজীবনের প্রধান সম্বল। নিজের দুর্দশা দেখিয়া নিজের মনের দারুণ দুঃখ ইহাই উন্নতির প্রধান কথা। যিনি তোমাকে চালাইয়া হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন, তিনি কখনই অচেনা পথের পথিক নহেন। তবে ভয় কি?

তবে তাঁহাকে কাছে পাইয়া আনন্দ সম্ভোগ করিবার অবস্থা এখনও আসে নাই; কর্ম থাকিলে উহা আসে না।

৬৮

লিখিয়াছ, 'আমি যাহা চাই, তাহা দিবেন।' ইহা শুনিয়া হাসি পায়। তোমার বালক পুত্র যদি তোমার কোলে উঠিয়া আবদার করে, 'বাবা, ঐ যে সাপটা যাইতেছে, তুমি আমাকে উহা ধরিয়া দাও।' ইহা বলিয়া যদি কাঁদিয়া কাটিয়া অজ্ঞান হইয়াও পড়ে, তুমি কি ছেলেকে সাপটা ধরিয়া দিবে নাকি?

ছেলে অল্পবুদ্ধির দরুন যাহা চায়, বাপ কখনই তাহা দেয় না, যাহাতে কল্যাণ হইবে তাহা দিয়া থাকে। এই জন্যই বাপের কাছে এ দাও সে দাও, এরূপ চাওয়া বোকামী। বলিতে হয়, 'আমার যাহাতে কল্যাণ হয়, তুমি আমাকে তাহাই দাও।'

* * * *

আমাকে সব সমর্পণ করিয়াছ বলিয়া লিখিয়াছ। কিন্তু কিছুই তিলমাত্র সমর্পণ করিতে পার নাই। বহু জন্মের বহু সাধনায় গুরুতে সর্বস্ব সমর্পণ করা যায়। খুব সাধন কর, তবেই হইবে। সাংসারিক সুখসুবিধার জন্য ব্যস্ত

হইও না। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম অভ্যাস কর, যাহা প্রয়োজন সবই ভগবান দিবেন।

৬৯

সারাজীবন বড়ই খামখেয়ালীভাবে জীবন কাটাইয়াছ; কোন নিয়মের অনুগত হওয়াই যে যথার্থ স্বাধীনতা তাহা বুঝিতে পার নাই। এখন এই উচ্ছৃঙ্খল মনকে সংযত করিতে হইলে নিত্যকর্ম নিয়মিত ভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে, প্রত্যহ নিয়মিত সাধন করিতেই হইবে। রুচির কথা কি বলিতেছ? আগে তোমার নিয়মিত সাধন করার অভ্যাস যদি না হয়, রুচি কোথা হইতে আসিবে?

আলো না জ্বালিলে হাজার চেষ্টায়ও অন্ধকার দূর যইবার কোনো উপায় নাই। তুমি প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে সাধন করিয়া দেখ, যখন অভ্যাস দৃঢ় হইবে, তখন নিজের যত কিছু স্খলন-পতন-ত্রুটি সব একটি একটি করিয়া মিলাইয়া যাইবে।

৭০

তুমি মাত্র তোমাকে লইয়া কাল যাপন করিতে চেষ্টা কর। ভাল লাগুক বা মন্দ লাগুক, মন বসুক বা না বসুক—প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে আসনে বসিয়া সাধনের নিয়ম রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। এইরূপ কিছুদিন নিয়মিত ভাবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাধন করিলে, পরে ধীরে ধীরে মন সংযোগ হইবে। অন্য কোন উপায় নাই।

৭১

সাধন কেবল মাত্র গুরুকৃপাতেই করিতে পারা যায়। কিন্তু যাহার ভিতরে তীব্র পুরুষকার নাই, গুরু তাহাকে কৃপা করেন না। সুতরাং পরোক্ষ ভাবে পুরুষকার ভিন্ন গতি নাই। পুরুষকার দ্বারা নাম হউক না হউক, চেষ্টা করিতেই হইবে। নতুবা কৃপা পাওয়া যাইবে না। ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে দেখিলেই গুরু কৃপা করেন। আলসে লোককে তিনি কৃপা করেন না।

গুরুর অলক্ষিতে কোনো কাজই হয় না। তিনি সমস্তই জানেন। শিষ্য কোনো কার্যাকার্যের জন্যই দায়ী নহে। কিন্তু তাহার মাত্র একটি কার্য আছে—সেটি গুরুর বিধি-নিষেধগুলি প্রাণপণে পালন করার চেষ্টা করা। যদি এই

চেষ্টা পূর্ণভাবে কোনো শিষ্যের প্রাণে থাকে, তবে আর তাহার কোনো কার্যাকার্যের জন্যই সে দায়ী নয়। নতুবা সমস্ত ভালো মন্দ কার্যের জন্যই তাহাকে সুখ বা দুঃখ পাইতে হইবে। গুরুর আদেশগুলি যে প্রাণপণে পালন করিতে চেষ্টা করে, গুরুই তাহার সমস্ত কার্যাকার্যের জন্য দায়ী।

৭২

যে রসের কথা লিখিয়াছ, সেদিকে লক্ষ রাখিও না। লক্ষ দিলেই উহা বন্ধ হইয়া যাইবে। কাহারও নিকট বলিও না, ক্ষতি হইবে। চুপ চাপ নিজ কর্তব্য করিয়া যাও। আহার সম্বন্ধে কোনো নিয়ম আমার নিকট হইতে এখন গ্রহণ করিবার আবশ্যক নাই। যদি নিয়ম ভাঙ্গিয়া ফেল তবে অপরাধ হইবে। উহা অপেক্ষা নিজে পবিত্র আহারের নিয়ম করিয়া লইবে। অহংকার বিনাশের উপায়—নিজেকে দীনাতিদীন মনে করিতে চেষ্টা করা এবং যেখানে সেখানে যাকে তাকে কেবল সাষ্টাঙ্গ দেওয়া।

৭৩

তোমার যাহাতে লেখাপড়ার সুবিধা হয়, সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া তোমাকে তাহাই করিতে হইবে। ইহাই তোমার বর্তমান তপস্যা জানিও। প্রত্যহ নিয়মিত আসনে বসিয়া একটু সাধন করা চাই-ই-চাই। বাকী সমস্ত সময় তুমি বিদ্যার্জনের ধ্যানে কাটাইবে। আমার ইচ্ছায় উহাতেই তোমার ভগবৎ ভজনের ফল হইবে।

তোমার সমস্ত ভাবনা আমি ভাবিব। তুমি কেবল Universityর সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যার্থী হইতে চেষ্টা কর। আমার আশীর্বাদ ও স্নেহ তোমাকে সর্বদা রক্ষা করিবে। নিশ্চিন্ত হও।

৭৪

প্রত্যহ rigidly নিয়মিত সাধন করিও। সব কালিমা ধুইয়া যাইবে।

৭৫

ভগবান তোমাকে ভালবাসেন, এমন প্রমাণ পূর্বে পাইলে তুমি তাঁহার দিকে মন-প্রাণ দিতে পার, লিখিয়াছ। ভগবান প্রতি মুহূর্তে তাঁহার ভালবাসার প্রমাণ দিতেছেন। কিন্তু তাহা বুঝিবার capacity তোমার নাই। এইজন্যই সাধনের প্রয়োজন। সাধনে ভগবৎ কৃপা অনুভব করিবার শক্তি জন্মে। নতুবা তাঁর দয়া সাধক-অসাধক সমস্তর প্রতি সমান। তোমার পত্নীকে

কয়টি মাস সংসারের হাঙ্গামা হইতে দূরে রাখিলে তাহার শরীর ভাল হইবে,—এই আমার অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক কথাটা সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে এই দুই মাসেও সক্ষম হইলে না। অবশেষে আর উপায়ান্তর না দেখিয়া কাশীর স্বাস্থ্য ভাল নয়, এই অজুহাতে মেয়েটাকে শিমুলতলায় নিয়া, তার বুড়া বাপের ঘাড়ে চড়াইয়া পত্নীভক্তির চরম দৃষ্টান্ত দেখাইতে প্রস্তুত হইয়াছ অর্থাৎ মেয়েটা যাহাতে সমস্ত সংসার হইতে দূরে থাকিবার কিছুতেই সুযোগ না পায়, তোমার দুর্গ্রহ তোমাকে দিয়া তাহা করাইবেই। আমার একটা সহজ কথা—অর্থাৎ স্ত্রীকে কয়দিন একটু সংসার হইতে ছুটি দেওয়ার অনুরোধ তুমি ব তোমার পত্নী সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পার না, আবার মৎপ্রতি ভালবাসার দোহাই দাও ?

আমার একান্ত অনুরোধ, নিয়ম রক্ষা হিসাবে না বসিয়া, যথার্থই একটু বসিও।

৭৬

শ্রীগুরু কৃপা প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করিতে পারাই সাধক জীবনের সার্থকতা। সাধন পথের আহারের ঐটাই নুন। ঐ উপলব্ধি ছাড়া সব বিস্বাদ হয়ে যায়।

৭৭

নিত্যকর্মের ব্যাঘাত হইবার ভয়ে তুমি যে অর্থলোভ সংবরণ করিয়াছ তাহাতে আহ্লাদিত হইলাম। এ জন্য তুমি ভগবানের বিশেষ আশীর্বাদ পাইলে।

৭৮

তোমার মন এত অল্পে যেন বিচলিত না হয়। সে সাধন পাইয়াছ, যাহার আশ্রয় পাইয়াছ, উহা সত্য হইতেও সত্য ও সক্ষম বস্তু। তোমাকে যে কোন বিপদ, যে কোনো ক্লেশ হইতে রক্ষা করিবার ক্ষমতা তোমার যিনি দিশারী—তাঁহার আছে। তবে কেন ভাবনা ? বটবৃক্ষের আশ্রয়ে থাকিয়া বৃষ্টির ভয় কেন ? তোমার নামে স্থিতি হোক।

৭৯

তোমার বুকের মধ্যে কাঁপে ও নিজকে দুর্বল বোধ কর শুনিয়া বড়ই শঙ্কিত ও দুঃখিত হইলাম। একদিন—বেশী নয় একঘণ্টা আসন করিয়া বসিয়

নাম করিয়া দেখিও, সব বুক কাঁপুনি ভানুমতীর ভেল্কির মত চলিয়া যাইবে। সাধনের অভাবই ইহার কারণ।

৮০

একেবারে সাধন করিতে বসা যদি ছাড়িয়া দাও, তবে জীবনের শান্তি পাওয়া দুর্ঘট হইবে। আমার সঙ্গে ভদ্র ও মিষ্টি ব্যবহার করা অপেক্ষাও শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করা অধিক প্রয়োজন।

৮১

নদীতে যেমন জোয়ার ভাঁটা থাকে, মানুষের চিত্তেও ঐরূপ জোয়ার ভাঁটা খেলিয়া থাকে। ওরূপ মাঝে মাঝে হইবেই। সেজন্য না ভাবিয়া শুষ্কতাকে পরাস্ত করিয়া পুরুষকার বলে সাধন করিবে। রোগীর তেতো ওষুধ খাওয়ার মত জোর করিয়া চালাইবে।

ভুলে পেঁয়াজ খাইয়া ফেলিয়াছ শুনিয়া বড়ই দুঃখ হইল। ইহার প্রায়শ্চিত্ত তৎক্ষণাৎ স্নান করা ও আমাকে বলিয়া ফেলা।

৮২

সাধনের অবস্থা কখন কিরূপ হয়, যে পর্যন্ত নাম সম্পূর্ণ আয়ত্বে না আসে, সে পর্যন্ত উহা বোঝা যায় না। প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে নামটি গাঁথিয়া না গেলে, কোন অবস্থাই কিছুই নহে। উহাই সাধনের একমাত্র নিরাপদ ভূমি। নিজের সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা ও উর্দ্ধ দিকে চাতকের মত কৃপাবৃষ্টির আশায় চাহিয়া থাকা ইহা ব্যতীত আর কিছু করিবার নাই। পুরুষকার ও কৃপার মিলনই যথার্থ সাধকের জীবনের যুগল মিলন।

৮৩

পুরুষকার ও কৃপা—এ দুইটি একই রাস্তার দুই অংশ। এখানকার আশ্রম হইতে বিশ্বনাথের বাড়ি যাইতে হইলে, বাঙ্গালী টোলার রাস্তা ও দশাশ্বমেধ, পরে বিশ্বনাথের রাস্তা পার হইয়া তবে বিশ্বনাথের বাড়িতে যাইতে হয়। বাঙ্গালী টোলার রাস্তা পার না হইয়া কিছুতেই দশাশ্বমেধ পাইবার যো নাই। আবার দশাশ্বমেধ না ছাড়াইয়া বিশ্বনাথের গলিতে উপস্থিত হইবার যো নাই। একই রাস্তার বিভিন্ন অংশ হইলেও প্রথম অংশ পার না হইয়া কি করিয়া দ্বিতীয় অংশ পাইবে? পুরুষকার ও কৃপা সেইরূপ একই রাস্তার দুই অংশ। প্রথমটি পার না হইয়া দ্বিতীয়টি কখনও পাইবে না। তবে গমনের পার্থক্য

আছে বটে। কেহ যায় মোটরে, কেহ ঘোড়ার গাড়িতে, কেহ পাল্কীতে, কেহ বা পায়ে হাঁটিয়া। যে যত বেশী দাম দিয়া যান নিযুক্ত করিবে, সে তত দ্রুত যাইবে। রাস্তা কিন্তু সবকেই পার হইতে হইবে; নহিলে বিশ্বনাথ মিলিবে না। মোটর ভাড়ার কড়ি সংগ্রহ কর, অবিশ্রান্ত শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম কর, তবেই দ্রুত যাইতে পারিবে। ধৈর্য হারাইলে রাস্তার মাঝখানেই বসিয়া পড়িতে হইবে।

৮৪

পুরুষকার ও অদৃষ্ট—একটি জিনিষেই বিভিন্ন দুইদিক; উহার প্রধান—অপ্রধান বিচার হয় না। যেমন দুধ ও জল। এই দুইটির মধ্যে কোনটি বড় বলা যায় না। ক্ষেত্র বিশেষে দুইটিই সমান বড়। তেমনি পুরুষকার ও নির্ভরতা দুইটিই সমান প্রয়োজনীয়।

প্রত্যেক কাযে পুরুষকার অবলম্বন করিতে হইবে। অথচ সর্বদা মনে রাখিতে হইবে ভগবৎ কৃপা ব্যতীত উহা সম্ভব হইবে না। * * * জীবনে দুটিরই সামঞ্জস্য হওয়া চাই।

৮৫

প্রত্যহ নিয়মিত অন্তত পাঁচ দশ মিনিটের জন্য বসিলেও বসিতে হইবে। বসিবার অভ্যাসটি রাখা একান্তই প্রয়োজন। নহিলে যথেষ্ট ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। উচ্ছিষ্ট সম্বন্ধে যতটা সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, উহার অভাব আছে। কি আর করিবে, যতটা সম্ভব সাবধানে থাকিলেই যথেষ্ট।

৮৬

কাশীতে থাকিতে এই কয় বৎসর তোমরা শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু বিশ্বনাথদেবের সান্নিধ্যে ছিলে বলিয়া কোনো গ্রহই তোমাদের উপর জোর খাটাইতে পারে নাই। এখন দূরে সরিয়া যাওয়ায় সেই সব গ্রহেরা সুবিধা পাইয়া একটু আধটু ভোগ অবশ্যই দিবে। এ জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই। ভোগ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকাই ভাল। অল্প সময় হউক, বেশী সময় হউক প্রত্যহই নিয়মিত একটু বসিবার অভ্যাস থাকিলে এই সব ভোগ বেশী জোর করিতে পারিবে না। এখানে থাকিতে তোমাকে বা প্রতিভাকে আমি একটিবারও কোনো দিন সাধন করিবার কথা বলি নাই। কিন্তু এখন তাহার প্রয়োজন হইয়াছে। এখানে কাছে থাকায় তোমাদের সেই প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু

বাবা. মা, কাছে থাকা ও দূরে থাকা এ দুইটির মধ্যে কত যে তফাত তাহা এখন বেশ বুঝিতে পারিবে। এই জন্য এখন রীতিমত সাধন করার প্রয়োজন হইয়াছে। প্রত্যহ একটু একটু সাধন করিও। তবে আর কোনো বিপদই বিপদ হইবে না। ভয় কি? আমি আছি, এবং তোমাদের সর্বদা রক্ষা করিবার ক্ষমতা আমার ঠাকুরের আছে।

৮৭

নিজেকে ধরিয়া রাখিতে অভ্যাস কর। অমন করিয়া নিজেকে ছাড়িয়া দিও না। ভাবের বিকাশ বাহিরে যত না হইবে, ভিতরে তত দানা বাঁধিবে।

৮৮

ঠিক সময়টি না হইলে এই সাধন পাওয়া যায় না। সময় হইলে সব অসুবিধা দূর হইয়া যাইবে, এবং নিকটবর্তী হইবার পাথেয় জুটিবে।

কল্যাণীকে পৃথক চিঠি দিলাম না। সে যেন কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন না হয়। নিত্য নিয়মিত সাধন করিয়া গেলে ব্রহ্মাণ্ডের কোনও বিরুদ্ধ শক্তি কিছুই করিতে পারিবে না।

৮৯

প্রত্যহ দুইঘণ্টা অন্ধকার ঘরে বসিয়া থাকা এবং প্রত্যেক একাদশীতে চব্বিশ ঘণ্টা মৌন থাকা তোমার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। তুমি আমাকে 'মন্দির' সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করিতে চাও; কিন্তু আমি যে তোমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারিলে বেশি আনন্দিত থাকিব তাহা বিন্দুমাত্র ভুলিয়া যাইও না।

৯০

গোঁসাই তোমাদের ঘরেব ঠাকুর। তিনি যে তোমাদের কত আপন ও হিতকারী উহা ভালরূপ অনুভব করিতে পারিবে, যদি এই সাধন— যাহা তাঁহার কৃপায় পাইয়াছ—প্রত্যহ নিয়মিত রূপে কর। তোমার সংসার গোঁসাইয়ের সংসার হউক। তুমি তাঁহাকে কর্তা জানিয়া, তাঁহার দাস হইয়া সুখে সংসার যাত্রা নির্বাহ কর, এই আশীর্বাদ করি।

৯১

এখন পর্যন্ত [সাধন প্রাপ্তির একমাসের মধ্যে] তোমার বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের কোন কথাই উঠিতে পারে না। যে সাধন পাইয়াছ, উহা ঠিক নিয়মিত করিয়া যাও। আগামী কার্তিক পূর্ণিমা পর্যন্ত মুখ খোলা

প্রাণায়াম করিবে। পূর্ণিমা হইতে মুখ বন্ধ করিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। ঐ দিন হইতে আর একমাসের মধ্যেও যদি সাধনে রস না পাও, তখন বিশ্বাস-অবিশ্বাস বিচার করিও। এখন কেবল নীরবে সাধন করিয়া যাও বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কাহাকেও মনের মধ্যে স্থান দিও না।

৯২

নিজেকে নিয়ে এত বিচার অনুশীলন ও আলোচনার কি আবশ্যক আছে? নিয়মিত নাম করবে, নিয়মিত অফিস করবে, নিয়মিত স্নান-আহার নিদ্রা যাবে।

ভাবনাটা কি? নিজেকে এত বুদ্ধিমান মনে কর কেন, যে তোমার ভিতরে বিশ্বাস কি অবিশ্বাস আছে, তা তুমি নিজেই সব বুঝতে পেরেছ?

ধৈর্য চাই। সময়ের এক সেকেণ্ড আগেও ভগবান দিবেন না।

৯৩

যে কয়টি নিয়ম সাধনের সময় বলা হইয়াছে, যদি উহার বিপরীত বা বিরুদ্ধ না হয়, তবে নিজের রুচি অনুসারে যে কোনো অনুষ্ঠান করিতে পার।

দৃষ্টিসাধন আরম্ভ করার সময় তোমার এখনও আসে নাই। সময় আসিলে, যদি তখনও তোমার দৃষ্টি সাধন পাইতে ইচ্ছা জাগে, তবে পাইবে। কুণ্ডলিনী বুঝাইতে এত কথা বলিতে হইবে যে, উহা আমার লিখিতে কষ্ট হইবে। ও সব প্রশ্ন নয়; মনের কৌতূহল। ইচ্ছা হইলে সাক্ষাত মত জিজ্ঞাসা করিও।

৯৪

'ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে'—এবং ঐ সম্বন্ধ স্থাপনের একমাত্র উপায় এই ইষ্টনাম জপ,—ব্রহ্মচারী ডায়রীতে যাহা লিখিয়াছে উহা স্পষ্ট হয় নাই, কারণ এ বিষয়ে আমি আরও লোকদের নিকট হইতে তোমার ন্যায় প্রশ্ন পাইয়াছি। ব্রহ্মচারীর স্বগত কথার মর্ম এই—ইষ্টনাম জপিতে জপিতে যে পর্যন্ত ইষ্টদেবের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ বোধ না জন্মে, সে পর্যন্ত কিছু হইয়াছে বলিয়া আশা করা যায় না।

সম্বন্ধ স্থাপন অর্থ—ভগবানকে স্বামী বা পিতা বা মাতা বা বন্ধু বলিয়া বোধ। আমার যথার্থই এরূপ একজন আপনজন আছেন, এইরূপ দৃঢ়তা ও অবিচলিত ভাব হওয়া। তখন সমস্ত জীবন সরস হইয়া যায়।

নাম-নামী-গুরু এক—এইভাব মনে রাখিয়া সাধন করিতে হইবে,

এমন কোন কথা নাই। নাম unconditional, তবে ঐ সব ভাব মনে কখনো আসিতে পারে, কখনো না আসিতে পারে। এ জন্য সাধন সরস বা নীরস লাগিবার কোন কারণ নাই।

অতি তুচ্ছ ও ক্ষুদ্রতম বাজে কথাও সাধনের সময় মনে পড়িয়া যায়—শুধু তোমার নয় সাধন পথের প্রায় সকলের উপরেই মন এইরূপ অত্যাচার করে। ক্রমে সে হার মানিয়া আপনি লেজ গুটাইবে। সে জন্য কিছু ভাবিও না। বরং মনের এই কারচুপি অবজ্ঞার সঙ্গে দেখিয়া যাইবে। আরও ঢের জ্বালাতন তোমার মন তোমাকে করিতে থাকিবে। সব অবজ্ঞার সঙ্গে উড়াইয়া দিবে। নামই একমাত্র অবলম্বন।

৯৫

জোর করিয়া নামে বসিলেও যথেষ্ট উপকার হয়। এ জন্য প্রত্যহ নিয়মিত বসিবে। নাম একেবারে না হইলেও স্থির হইয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া বরং অপর চিন্তা আসিবে, কিন্তু নির্দিষ্ট বসা কখনও ছাড়িবে না।

৯৬

তুমি এত কাতর কেন? নিজ কর্তব্য কর্ম ও সাধন প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে করিয়া যাও, তোমার কোন আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ থাকিবে না। ভগবান এতই দয়াল যে, নিজ কর্তব্য করিলে তাঁহার নিকট পৃথক কোনো প্রার্থনা আর করিতে হয় না।

৯৭

তুমি যে সব প্রশ্ন করিয়াছ উহা বুঝিবার মত তত কথা চিঠিতে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। সাক্ষাতে আলাপ আলোচনা করিতে হয়। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধারে বা গুহ্যদ্বারের একটু উপরে অবস্থান করেন। ইহাকে জাগ্রত করিয়া দিতে না পারিলে তাহাকে দীক্ষা বলে না, সে আমাদের দেশীয় একটা মন্ত্র লওয়া হইয়া যায়। তোমাদের প্রত্যেকের এই শক্তি জাগ্রত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রাণায়াম ও শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম দ্বারা সুষুম্না নাড়ী ক্রমশ পরিষ্কার হয়, তখন ধীরে ধীরে কুণ্ডলিনী (ঠিক সাপের মত এই চিঠিতে যেমন আঁকা দেখিতেছ) সরল হইয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকে। কুণ্ডলিনীর ঊর্ধ্ব-গতি সাধন সাপেক্ষ। যত সাধন করিবে, ঊর্ধ্বগামী হইবে। কুণ্ডলিনী যখন মস্তকের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত উঠিতে পারিবে তখন সাধক সিদ্ধ হইবেন। * * *

প্রাণপণে সাংসারিক কর্ম করা, এবং প্রাণপণে নিত্যসাধন করা এই দুইটি যে সমান ভাবে চালাইতে পারে, কোন অবস্থাই তাহার অলভ্য থাকে না।

৯৮

সন্ধ্যাকালে শরীর অসুস্থ বোধ করিলে প্রাণায়াম করিবে না। সময় পালাটাইয়া যখন শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল বোধ কর, তখন প্রাণায়াম করিও।

অনভ্যাস বশত পায়ে ঝিন্ ঝিন্ করে, অসহ্য হইলে পা বদলাইয়া লইবে। কিন্তু ধীরে ধীরে একভাবে বসিতেই অভ্যাস করিতে হইবে।

অন্তত কমপক্ষে একাসনে বসিয়া এক ঘণ্টাকাল সাধনের অভ্যাস করিতে হইবে।

বিছানায় বসিয়া বা শুইয়া, হাঁটিতে চলিতে, শুচি অশুচি সকল অবস্থায় নাম করা যায়। * * * যাহারা খুব ঘন ঘন স্ত্রী রমণ করে, তাহাদের জীবনে এই সাধন স্থায়ী ভাবে কার্যকরী হয় না। মাসে চারিদিনের বেশী স্ত্রী রমণ করা সাধনের পক্ষে বিড়ম্বনা। ক্রমশঃ কমাইয়া মাসে একদিন করিতে হয়। স্বপ্নদোষ প্রথম প্রথম হইতে পারে, ক্রমশ উহা দূর হইবে। যে নিত্য নিয়মিত সাধন করিতে চেষ্টা করে, তাহার উপরে সর্বদা একটা দৃষ্টি থাকে।

৯৯

নিয়মিত জীবন যাপনের চেষ্টা করিবে। দৈনিক প্রত্যেকটি কার্য যদি ঘড়ির কাঁটার মত নির্দিষ্ট সময়ে করিয়া যাইতে পার, উহাই একটা প্রকৃষ্ট সাধন জানিবে। নিজের উন্নতি হইল কিনা, এখনই সেটির দিকে লক্ষ দিবার আবশ্যক নাই। মানুষ যখন কোনো কার্যে প্রবৃত্ত হয়, কাজ করিতে করিতে বসিয়া ভাবে না—ঐ কার্যে কতটুকু লাভ হইল। কাজটি সম্পন্ন করিয়া তাহার পরে ভাবিয়া দেখে, কী হইল। স্নান, আহার, অফিসের মত সাধনটি সহজ ভাবে যেদিন নিত্য নিয়মিত হইয়া যাইবে, কোনো ঝঞ্ঝাটে কোনো তাড়াতাড়িতে যেদিন ওটি নিত্য কর্মের তালিকা হইতে চ্যুত হইবে না, সেইদিন লাভ-লোকসান বিচার করিবে।

১০০

প্রাত্যহিক নিয়মিত সাধন বজায় থাকিলে মানুষের আর ভয় ভাবনার কোনোই কারণ থাকে না।

১০১

বাহিরের এ শ্বাস কিছুই নয়, নাভির নীচ হইতে যে স্রোত আসে উহাই যথার্থ নামের পথ। ঐটি ধরিবার জন্যই বাহিরের শ্বাসকে অবলম্বন করিতে হয়। বাহিরের শ্বাসের সঙ্গে ঐ ভিতরের শ্বাস আসিলে আর বাহিরের যোগ রাখিতে চেষ্টা অনাবশ্যক।

তোমার এই প্রকার শ্বাসের অবস্থার কথা, শুধু এই কথা কেন, কোনো প্রকার ভিতরের সাধন গত অবস্থার কথাই আমি ছাড়া দ্বিতীয় আর কাহাকেও বলিও না। বলিলে বড় ঠকিয়া যাইবে। এই গোপনতার উপর অনেকখানি অবস্থাপ্রাপ্তি নির্ভর করে।

১০২

সাধন সম্বন্ধে কেবলমাত্র গুরু ভিন্ন আর কাহারও কথা বা উপদেশ অনুসরণ করিতে যাওয়া বড়ই বিপদজনক। তোমার বা তোমার দাদার কাহারোই এই দুষ্কার্যে প্রবর্তিত হইতে যাওয়া উচিত নয়। আমি তো এখন পর্যন্ত বাঁচিয়াই রহিয়াছি। দুই লাইন চিঠিতে সব মীমাংসা হইতে পারে।

১০৩

নিজের বর্তমান অবস্থা ভালই হোক মন্দই হোক, উহা কাহারও নিকট খুলিয়া বলাই উচিত নয়। উহাতে নিজের কোনও ভাল অবস্থা পাওয়ার অযোগ্যতাই প্রমাণ হয়।

একটা দৃষ্টান্ত দেই। বৈশাখ মাসে আমার দারুণ জ্বর আরম্ভ হওয়ার দুইদিন পরে গোঁসাই আমাকে বলিলেন, 'দশদিন বা দুই মাস তোমাকে ভুগতে হবে।' কোথায় দশদিন আর কোথায় দুই মাস, শুনিয়া আশ্চয হইলাম। সাধারণত আমি এ সব কথা কখনও কাহাকে বলি না। কিন্তু জ্বরের দরুন মন অসাবধান থাকায় এবার আর ধারণা ঠিক রহিল না। বাড়ির সকলকে এবং গুরুভাই যাঁহারা আসিলেন সকলকে ঐ কথা বলিয়া ফেলিলাম। ফলে দশ দিনের দিন জ্বর একেবারে ছাড়িয়া গেল বটে, কিন্তু পরদিন আবার জ্বর হইল। ঠিক দুইমাস যেদিন পূর্ণ হইল সেদিন বেলা ১১টায় (প্রথম দিনও বেলা ১১টায় প্রথম জ্বর আসিয়াছিল) জ্বর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া গেল। পরে গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ১০ দিনে জ্বর ছাড়িয়া আবার হইল কেন। বলিলেন, 'ঢোল

দিলে যে। প্রেমের কথা কি বেহায়ার মত বাজারে ঢোল দিতে আছে! পীরিতিটা গোপনের জিনিষ।'

ইহা হইতে বুঝিয়া লও লোকের নিকট বলা কত দুষ্কার্য। এ বিষয়ে অতি সাবধান হইবে।

তোমার অবস্থা শুনিয়া প্রীত হইলাম। বাহিরের যে শ্বাস-প্রশ্বাস ইহা এই স্থূল দেহের শ্বাস-প্রশ্বাস। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের নাম মনন করিতে করিতেই পঞ্চকোষাতীত সূক্ষ্মদেহের শ্বাস-প্রশ্বাসে নামটি ধরা পড়ে বা জড়াইয়া যায়। ঐ শ্বাসের উল্টা গতি বক্ষ নিম্ন হইতে নাভি পর্যন্ত। এই শ্বাসে নাম ধরা পড়িলে তখন বাহিরের শ্বাসে আর নামের রেশ থাকে না। ধারণা যত দৃঢ় হইয়া সমাধির নিকটবর্তী যায়, ততই ঐ নাভিশ্বাস প্রখর রূপে সাড়া জাগায়। তোমার যাহা হইতেছে, ঠিকই হইতেছে। অতিরিক্ত কৌতূহলের অধীন হইয়া যদি ভিতরে একটা তাড়াতাড়ির ভাব না আসে, পরন্তু এ অবস্থা প্রাণপণে কেবল গোপন করিবারই চেষ্টা কর, তবে পরবর্তী অবস্থা আরও মনোরম। কিন্তু সে আলোচনায় এখন আবশ্যক নাই।

এ অবস্থায় বসিয়া বসিয়া যে ঘুম বা তন্দ্রা হয় যদি জাগিয়া দেখ নাভির টান পূর্ববৎই আছে তবে ঐ ঘুম অন্য কিছু নয়—যোগনিদ্রা—সমাধির প্রথম আভাস

এ অবস্থা আশা-জনক। ইহাতে তোমার কিছু করিবার নাই। কিন্তু যত বেশী সময় পার আসনে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতেই চেষ্টা করিবে।

## ১০৪

বাহ্যিক পূজা-অর্চনা ভোগ আরতি ইত্যাদি ঠাকুর পূজা সাধনের আর এক কণ্টক। পূজা-অর্চনা দুই প্রকার ব্যক্তির উপযোগী। যাহারা কিছু করিবে না তাহারা ফুল তুলসী ঘণ্টা শঙ্খ লইয়া কাটাইবে, ইহা মন্দের ভাল। আর যাহারা ইষ্টে তদ্গতজীবন হইয়াছে, ইষ্টকে পরিপূর্ণ রূপে পাইয়াছে, বাহ্য পূজা তাহাদের প্রাণের আনন্দের বাহ্য উচ্ছ্বাস। ইহা ছাড়া সাধকদের পক্ষে এই পূজা অর্চনা বিড়ম্বনা বিশেষ। সেই মন্দিরের কবিতা—

অবসর কালে
সন্ধ্যা সকালে
ঘণ্টা নাড়িয়া নাড়িয়া
দিছি তোমার পূজাটা সারিয়া।

ইহাও সাধকদের বাধা। তবে মুখ বদলাইবার হিসাবে আবশ্যক হইতে পারে।

১০৫

তোমার অবস্থা যাহা লিখিয়াছ তাহা অবগত হইয়া দুঃখিত হইলাম, কিন্তু আশ্চর্য হই নাই। সাধনের অবস্থার জোয়ার ভাঁটা মনুষ্য জীবনের স্বাভাবিক নিয়ম। প্রত্যেকের উহা হইয়া থাকে। নাম ধরিয়া থাকা ছাড়া বাস্তবিকই ইহার আর দ্বিতীয় কোনো প্রতিকার নাই। যাহারা ধর্মের নানা প্রকার অবস্থা লাভের জন্য ভিতরে লালায়িত থাকে এবং ধর্মের একটা কাল্পনিক ধারণা যাহাদের প্রাণে আদর্শ রূপে রহিয়াছে শুষ্কতা ও নীরসতায় তাহারা খুব বেশী বিচলিত হয়। যাহাদের ওরূপ কোনো দৃশ্য চোখের সামনে কল্পিত নাই, নিত্য অবশ্য কর্তব্য হিসাবে নাওয়া খাওয়া ঘুমানোর মত সাধনকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারিলে শুষ্কতার জন্য দুঃখ ও নিরাশা খুব কম হয়।

নাম কয় ঘণ্টা করা উচিত তাহার কোনও সাধারণ নিয়ম নাই। প্রত্যেকের পারিপার্শ্বিক অবস্থা স্বতন্ত্র, রুচি ও চেষ্টা স্বতন্ত্র। তবে এই পর্যন্ত বলা যায়, দিবা রাত্রির যতটা সময় দৈহিক ও সাংসারিক কর্তব্য বজায় রাখিয়া নামের দিকে দেওয়া যায় ততই ভাল।

১০৬

জ্বালা ও শুষ্কতা একবার নহে, জীবনে একাধিক বার আসিতে পারে। এই জ্বালায় গোঁসাইজী স্বয়ং একবার আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলেন। শুষ্কতায় পাগলের মত হইয়াছিলেন। কামে এত অধীর হইয়াছিলেন যে, পাঞ্জাবে অমৃতসরে থাকাকালীন একটি বালিকাকে দেখিয়া তাঁহার কামের উদ্রেক হইয়াছিল। অতএব তুমি-আমি কোথায় লাগি?

সাধক জীবনে এ সব আসিবেই। এ সময়ে যথেষ্ট ধীরতা প্রয়োজন।

জ্বালার জন্য প্রাণায়াম কমাইয়া দিবে; যাহা কর তাহার অর্ধেক করিবে, কিন্তু একেবারে ছাড়িয়া দিবে না। খুব ঠাণ্ডা জিনিষ খাইবে। পেঁপে (কাঁচা ও পাকা) এবং কমলা যথেষ্ট পরিমাণে খাইবে। লঙ্কার ঝালের রান্না আদৌ খাইবে না। আলু খাইবে না। কাঁচা মুগডাল ভাল, শুক্তার ঝোল (সরিষা না দিয়া) খাইবে। এখন বোধ হয় কচি আম পাওয়া যায়। কচি আমের অম্বল ও সরবৎ খাইবে, কোনো ঔষধ খাইও না।

শুষ্কতার জন্য শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করা একরূপ অসম্ভব হয়। অবিশ্বাস যতই আসুক, সাবধান, নাম ছাড়িয়া দিও না। বরং ঠোঁট নাড়িয়া মনে মনে উচ্চারণ করিয়া নাম করিবে। তথাপি নাম ছাড়িবে না।

১০৭

জোয়ার ভাঁটা মনুষ্য জীবনে অবশ্যই ঘটিবে। হতাশ হইবে না। ধৈর্যই বল। নামই অবলম্বন।

১০৮

তোমার জীবন বাস্তবিকই একান্ত নীরস হইয়া উঠিয়াছে। সাংসারিক কর্তব্য যাহারা সাধনের কর্তব্যকে বাদ দিয়া প্রতিপালন করিতে চায়, তাহাদিগকে তোমার মত শুষ্কতায় পুড়িতে হয়। সংসার ও সাধন যাহারা সমান প্রয়োজন বোধ করিতে পারেনা তাহারাই সংসারের বা সাধনের বিভীষণ। কবে চাকরী যাইবে এ ভাবনাটা বহু পূর্ব হইতেই শুরু না করিয়া কার্যকালে ভাবিবার জন্য প্রস্তুত থাকাই কি ঠিক নহে? চাকরী থাকা অবস্থায়ও চাকরী যাওয়ার দুঃখ অযথা ভোগ করিতেছ, সব কর্তব্য বজায় রাখিয়া কেবল সাধনের কর্তব্যটি ত্যাগ করিয়াছ। ইহা বড়ই দুঃখের কথা।

১০৯

কোনো প্রকার সাংসারিক সুখ সুবিধা, ব্যাধি, দরিদ্রতা ইত্যাদি কিছুই এই সাধনে লাভ বা নষ্ট হয় না। এমন কি এই সাধনপন্থী কেহ যোগৈশ্বর্য যদি আকাঙ্ক্ষা করেন তবে তিনি পথভ্রষ্ট হইয়া যাইবেন। কেবলমাত্র ভগবৎ প্রাপ্তিই এই সাধনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। যাঁহারা সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া কেবলমাত্র ভগবানকে চান, যাঁহারা বলিতে পারেন,—হে ঠাকুর, তোমার যদি ইচ্ছা হয় আমাকে খেতে দাও বা উপবাস করাও, তোমার যদি ইচ্ছা হয় আমাকে সুস্থ রাখ বা ব্যাধিতে ভোগাও; যাহা খুসী কর, আমি আর কিছুই চাই না, কেবলমাত্র যেন তোমাকে পাই।—এ সাধন তাঁহাদের জন্য।

সুতরাং দেখা যাইতেছে আপনি যে জন্য এ সাধনের জন্য ইচ্ছুক হইয়া উঠিয়াছেন—এ সাধনে আপনার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

১১০

এই সাধন-প্রাপ্তগণের সাংসারিক কর্মভোগ তো নষ্ট হয়ই না, বরং যাহা প্রারব্ধ বহুকাল বসিয়া ভুগিতে হইবে, সেই ভোগ অল্পকালের মধ্যে ভুগিয়া শেষ

শেষ করিতে হয় বলিয়া ভোগের তাড়না আরও বাড়ে। সাধনের প্রার্থনার পূর্বে প্রার্থীদের এ ধারণা বেশ স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হওয়া আবশ্যক।

১১১

তুমি তোমার স্ত্রীর সাধনের কথা কিছুই ঘুণাক্ষরে আমাকে বল নাই। এ সাধন চাহিলেই হয় না। এ জন্য আমাকে অনুমতি লইতে হয়। স্বামী-স্ত্রী হোক, বাপ-ছেলে হোক প্রত্যেকের অবস্থা আলাদা। এখন আর অনুমতির সময় নাই, তুমি একাই আসিবে। ইহার পর তোমার পত্নী প্রার্থী হইলে তাহার বিষয় পরে দেখা যাইবে।

১১২

কিছুর জন্যই ব্যস্ত হইও না। নিত্য নিয়মিত সাধন করিয়া যাও, সেই সাধনই তোমাকে অন্ধকারে হাত ধরিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে।

* * * *

সদ্‌গুরুর ধ্যান ইত্যাদি এখন নয়। আরও দেরী আছে। এখন কেবল যাহাতে শ্বাসে প্রশ্বাসে নামটি মিলিয়া যায়, শ্বাস ব্যতীত নামের পৃথক আর কোনো অস্তিত্ব না থাকে তাহারই চেষ্টা দেখ।

১১৩

সাধনের সময় যাহা বলা হইয়াছে, মাঝে মাঝে 'সাধন উপদেশ' পাঠ করিয়া নিজের স্মৃতিতে উহা জাগাইয়া রাখিবে এবং তদনুযায়ী চলিতে যত্ন ও চেষ্টা করিবে। ঐ 'সাধন উপদেশ' বইখানিই আমার চিঠি জানিবে। অন্য চিঠির আবশ্যকতা হইবে না। যে যত বেশি নাম করে, আমি ততই তাহার কাছে কাছে থাকি।

১১৪

কার্যান্তরে থাকিবার সময় শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম যদি হইত তবে আর আসনে বসিয়া নিত্য নিয়মিত সাধনের বিশেষ একটা প্রয়োজন থাকিত না। যাহাতে কার্যাকার্য সব সময় হাঁটিতে চলিতে নিদ্রায় বা জাগরণে কোন অবস্থায় নাম বিস্মরণ না হয় তাহা করিবার জন্যই প্রত্যহ স্থির হইয়া বসিয়া নাম অভ্যাসের প্রয়োজন।

* * * *

সন্দেহ সাধক জীবনের ভূষণ। উহা তো আসিবেই। ভিতরে যত ব্রহ্ম

জিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠিবে ততই নানা প্রকার সন্দেহ আসিবে এবং এই সাধন করিতে করিতেই সন্দেহ মিলাইয়া যাইবে।

১১৫

শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম মিলাইবার যে অবিরাম চেষ্টা তাহারই নাম সাধন করা। আমি তো তোমার ভিতরে বিশেষ কোন গোল দেখিতেছি না। নামই যেন করিতে পার, মাত্র এই প্রার্থনাই করিও। কোনও অবস্থাকে মনে মনে আদর্শ স্বরূপে ঠাহর করিয়া লইয়া সেই কল্পিত আদর্শ স্থান লাভের জন্য হাঁকর পাঁকর করিও না। সকলের পথ এক প্রকার নয়।

যেদিন সম্পূর্ণরূপে নাম ও শ্বাস প্রশ্বাস মিলিয়া যাইবে সেদিন তো তুমি 'আমি' হইয়া যাইবে। কর্ম থাকিতে তাহা হয় না। কর্ম এখনও খুবই করিতে হইতে পারে, কিন্তু কর্ম থাকে না।

১১৬

নামের কৃপা না হইলে শ্বাসে প্রশ্বাসে ঠিক নাম হয় না; চেষ্টা যত্ন দ্বারা দু' পাঁচ মিনিট চালানো যাইতে পারে মাত্র। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু মুস্কিল এই যে, এইরূপ নিষ্ফল চেষ্টা যাহার যত তীব্র তাহার পক্ষেই নামের কৃপা লাভ করা তত সহজ হয়। চেষ্টায় কিছু হয় না যেমন ঠিক কথা, দারুণ প্রাণপণ চেষ্টা ছাড়াও কিছু হইবে না, তাহাও ঠিক কথা।

সাধন করিবার সময় গোঁসাইজী বা দরবেশ যাঁহার স্মৃতিই প্রাণে উদয় হোক না কেন, উক্ত দুই বস্তুতে তোমার পার্থক্য বোধ রহিয়াছে বলিয়াই গোলমাল ঠেকে। বস্তুত গোঁসাইয়ের সঙ্গে তোমার গুরুর একত্ব বোধ হইলেই সব গোল মিটিয়া যাইবে। নাম নামী নামদাতা—এই তিনের একত্ব বোধই সাধনের পরিণাম ফলের আদি অঙ্ক। সুতরাং এই তিনের মধ্যে যাহা আসে তাহাই তিনের সমষ্টি।

* * * *

শরীরের স্বাস্থ্যের দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া সাধনের সময় নিরূপণ করিতে হইবে। শরীর একটু বিগড়াইলেই আর সাধন হয় না। * * *

আশা আকাঙ্ক্ষা সবই যেন নাম করিতে পারার দিকে Centred হয়। তবেই চুল ধরিয়া টানিলে যেমন মাথা শুদ্ধ অগ্রসর হইয়া আসে, সেইরূপ নামের ভিতর দিয়া সবই জুটিয়া যাইবে।

শ্বাস প্রশ্বাস সহজ ও সরল হোক।

১১৭

তোমার ও ভারতবালার 'সাধন উপদেশ' বই দুখানি আজ রিয়ারীং ডাকে পাঠালাম। Paid packet রাস্তায় হারানো যাবার ভয় আছে বলেই রিয়ারীং দিলাম। উপদেশগুলি সর্বদা মনে রাখবার জন্য মাঝে মাঝে পড়বে। বলা বাহুল্য, এই বই মন্ত্রের ন্যায় গোপনে রাখতে হবে। দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিকেই স্পর্শ করতেও দিবে না। সাধনের বা অসাধনের কাকেও নয়।

১১৮

এত কালের বিক্ষিপ্ত মন দুই দিনে স্থির হইবার সম্ভাবনা কম। নির্দিষ্ট সাধন নিয়মিত ভাবে করিতে করিতে মন ধীরে ধীরে স্থির হইয়া আসিবে। মন যাহা ইচ্ছা ভাবুক, আমি নিয়মিত বসিব—এই সংকল্প করিয়া মনের দিকে সম্পূর্ণ অমনোযোগী হওয়াই মন স্থিরের উপায়।

১১৯

তুমি সাময়িক ভাবে একটি চাকরী পাইয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। সাধন ও কর্ম, এ দুইটির একটি অপরটি হইতে খাটো নহে। দুইটিই কর্মক্ষয় করিয়া পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইতে সমান কার্যকরী। তোমার ভাগ্য তাই এতগুলি গোঁসাইজনের সঙ্গ পাইতেছ। কেবল মাত্র পরাশান্তি লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম হোক—ইহাই জীবনের একমাত্র প্রার্থনা যেন হয়।

১২০

নিজে নিত্য নিয়মিত সাধন ও কর্ম পরিপাটী রূপে করিয়া যাও। যে ব্যক্তি বর্তমান সম্বন্ধে সতর্ক তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভগবানই সতর্কতা লইয়া থাকেন।

তোমার নামে বিশুদ্ধ নিষ্ঠা হোক—এই আশীর্বাদ করি।

১২১

এই দুর্লভ সাধন নিত্য নিয়মিত করা ব্যতীত ধর্মজীবন লাভের অন্য কোনো কৌশল আমার জানা নাই। যাহা আমি করিয়া পরাশান্তি লাভ করিয়াছি তাহাই তোমাদের দিয়াছি। যাহা আমাকে করিতে হয় নাই তাহা তোমাদের করিতে বলার প্রতারণা আমি করিতে পারিব না।

যেরূপ লিখিয়াছ উহা পড়িলেই বুঝা যায়, তুমি নিয়মিত সাধন কর না। সাধু হইবে, কাম যাইবে, ক্রোধ যাইবে—এ সব বাজে ভাবনা না করিয়া কেবল শ্বাসে প্রশ্বাসে আমার নাম হোক—এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই। খাওয়া নাওয়া ঘুমানো অফিস করা ইত্যাদি যেমন জীবনে স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে, সহস্র অন্য কাজ থাকিলেও যেমন উহা একটাও বাদ যায় না, কেবল একটু তাড়াতাড়ি করিয়া সারিয়া লইতে হয়, সেইরূপ কোনো অবস্থায় যখন একদিনও আসনে বসিয়া সাধন করা বাদ যাইবে না, সাধন যেদিন জীবনে নাওয়া খাওয়ার মত স্বাভাবিক হইবে সেইদিন মনুষ্যত্বের দাবী করিও। সাধনের সময় যাহা বলা হইয়াছে তাহাই যখন ঠিক থাকে না তখন আবার কতকগুলি নূতন কথা শুনিয়া উহা অমান্য করার নূতন যাতনা পাইতে চাহিও না। নিয়মিত প্রাণায়াম ও নাম করিতে থাক।

১২২

যে কোন স্থানে, আসন থাকুক বা না থাকুক, সাধন করিতে বিন্দুমাত্র বাধা নাই। ঘাসের অভাবে গরুকে হত্যা করা মূর্খের কার্য।

মাত্র অক্লান্ত অভ্যাস দ্বারা শ্বাসে নাম অভ্যস্ত হয়। অন্য উপায় নাই।

১২৩

অনিলার খুকীর জীবন রক্ষার যে বিবরণ দিয়াছ ওতে আশ্চর্য হইবার কি আছে? এরূপ ঘটনা আরও তোমার জীবনে হয়েছে, ভুলে যাও কেন?

কিন্তু এ ভাবে কারো জীবনের জন্যই প্রার্থনা করতে নেই। ওতে নিজের সাধনের খুব ক্ষতি হয়, রাস্তা ঢের পিছিয়ে যায়।

* * * তোমার কল্যাণ হোক এই শুধু চাই। নামে ডুবে থাকবার মতন মশলা তোমার দেহ-মনে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু দশজনে জুটে তোমার সে সব মশলা অনেক লুট করেছে। তুমি ভিতরের দিকে নজর দাও এবং তোমার অফুরন্ত ভাণ্ডার ভিখারী বিশ্বনাথের পায়ে উজাড় করে দাও।

১২৪

সাধন উপদেশ বইখানি সজ্ঞানে থাকিলে মৃত্যুর পূর্বে জলে বিসর্জন দেওয়াই প্রকৃষ্ট উপায়। উহা সম্ভব না হইলে অথবা কোন উপায়ে নষ্ট করিয়া ফেলা না গেলে যাহা হইবার হোক।

পশমী পুরাতন বস্ত্র দ্বারা আসন করা যাইতে পারে। তাহাতে দোষ

হইবে না। আসনরূপে ব্যবহার আরম্ভ করার পর আর কেহ ব্যবহার না করে তাহা দেখিতে হইবে।

নিজের বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলিয়া অন্যের নিকট পরিচয় দিতে পার। বলিবে 'সীতানাথ অদ্বৈত পরিবার।' কিন্তু মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে, তুমি বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব—সব সম্প্রদায়ের। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সঙ্গে আমাদের সব বিষয়ে মিল নাই। তোমার যথার্থ সম্প্রদায়—শ্রীগুরু। উপাস্য—সচ্চিদানন্দ-ঘন ব্রহ্ম। প্রার্থনা—ব্রজের পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি। মোক্ষলাভ কখনও তোমার কাম্য নয়। ইহাই তোমার যথার্থ গুপ্ত পরিচয়।

বিদেশে সঙ্গে আসন না থাকিলে নিজের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি দ্বারা সাময়িক ভাবে আসন করিয়া লইতে পার।

১২৫

তুমি যোগ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমাদের যে সাধন তাহা ঠিক ভাবে করিতে পারিলে আপনা হইতেই 'যোগ' সংসাধিত হয়। যোগ অর্থে জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন। সর্বদা মনকে নামে রাখিতে পারিলে নামই নামীর সহিত শুভ মিলন সংসাধিত করিবে এবং নিশ্চয়ই করিবে। তুমি প্রণব জপ করিতেছ ভালই—সাধন প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত প্রণব জপই ভাল। সহস্র কর্ম পরিত্যাগ করিয়াও ভোরে ও রাত্রে নিয়মিত সাধন অবশ্যই করিও।

* * * * আমাদের সাধনের বিধিনিষেধগুলি প্রতিপালিত হইলে শরীর সুস্থ থাকে। সকল উত্তেজনার হ্রাস হইয়া থাকে এবং চিত্ত স্থির হয়। ইহা সংসারের মধ্যেই সাধককে নির্লিপ্ত যোগী করিয়া তোলে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই এই সাধন পাইলে ভাল হয়। কোনও মেয়েকে স্বামীর অনুমতি ছাড়া সাধন দেওয়া হয় না এবং কুমারী মেয়েদের সাধন বিষয়ে চিন্তা করিয়া সাধন দেওয়া হয়। একজনের সাধন দেওয়ার অর্থই তার আধ্যাত্মিক জীবনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা।

পূর্বেই লিখিয়াছি আমার নিকট তোমার সাধন হইবে না। কাহার নিকট তোমার সাধন হইবে তাহা বলিব না। এ বিষয়ে মৌখিক বলিয়াছি। তাহাতেই বুঝিয়াছ কে তোমার গুরু।

১২৬

গোঁসাইজী প্রদত্ত সাধনের নিয়মও গোঁসাইয়ের। তাঁহার প্রবর্তিত

নিয়মের ইতর বিশেষ করার অধিকার কাহারও নাই। তাহা পালন করিতেই হইবে।

সাধন দিবা মাত্রই সাধন প্রাপ্ত ব্যক্তির অধ্যাত্মিক জীবনের দায়িত্ব সাধন দাতার উপর পড়ে। গুরুদেব শিষ্যের সমস্ত প্রারব্ধ ক্ষয়ের ব্যবস্থা করেন। যথাসম্ভব সতর্কতার সহিত শিষ্যের সঞ্চিত প্রারব্ধ ক্ষয়ের ব্যবস্থা হয়। সাধন প্রাপ্তির পর শিষ্যের দুর্ভোগ বাড়ে। তাহাতে তাহার কল্যাণই হইতেছে বুঝিতে হইবে। সে সময় বিশেষ ধৈর্যের সহিত শিষ্যকে ভবিষ্যতের শুভ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। নামই আগুন জ্বালিবে, আবার নামই তাহাকে নির্বাপিত করিয়া শাশ্বত শান্তি দান করিবে। কোনওরূপ সাংসারিক সুখসুবিধা বা ইহজগতের কোনও সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তি এই সাধনে হইবে না। পরমার্থ লাভ ও পরশান্তি লাভই এই সাধনের উদ্দেশ্য। সাধন প্রাপ্ত নরনারীরা বুঝিতে পারে না কেমন করিয়া তাহারা অগ্রসর হইতেছে। গোঁসাইজী তাহাদের পরম সুখে বুকে করিয়া লইয়া চলিয়াছেন। যাহারা এই সাধন পাইয়াছে বা পাইবে তাহাদের চিন্তা কি? নির্দেশমত চলিলে মুক্তির অধিকার হইবেই। না চলিলে তাহার চালক উপযুক্ত ব্যবস্থা দ্বারা তাহার লক্ষ্যে পৌছিবার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করিবেন। এ সাধন যাহারা পাইয়াছে ও পাইবে তাহারা ভাগ্যবান নিঃসন্দেহ। চিন্তার কারণ নাই, উপযুক্ত সময়ে তুমি নিশ্চয় এই সাধনের অধীকারী হইবে। কিন্তু আমার নিকট হইতে তুমি এ সাধন পাইবে না।

১২৭

সাধন বড়ই আতুরে ও হিংসুটে—এমন অভিমানী আর দেখা যায় না। কোন কারণে যদি একবার ঢিলে পড়িয়া যায়, যদি ওর আদরের কোন কমতি হইয়াছে বুঝিতে পারে তবে আর অভিমানী সহজে ধরা দিতে চায় না। ঠিক তোমার কোলের খোকাটির মতই ওর স্বভাব। আবার তোয়াজ কর, পুনঃ পুনঃ ঘাট স্বীকার কর, তবেই ধরা দিবে।

১২৮

নিত্যকর্ম যেমন কর, সাধনকেও সেইরূপ একটা নিত্যকর্মের মত গ্রহণ করিও। একমাত্র সাধন দ্বারাই চিত্ত সংসারের ঝড় ঝাপটা সহিবার মত দৃঢ় হয়। আর কিছুতেই এরূপ হয় না।

১২৯

সদ্‌গুরু কিরূপে শিষ্যকে রক্ষা করেন, নিজের ভিতরে সেই লীলা সারা-জীবনই উপলব্ধি করিতে পারিবে। তুমি যে জন্য ঐকান্তিক প্রার্থনা করিবে তিনি হয়ত কিছুতেই তাহা তোমাকে দিবেন না। তাহাতে হতাশ হইবে না, কিছুদিনের মধ্যেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যাহা চাহিয়া ছিলে তাহা তখন পাইলে তোমার ক্ষতি হইত। যে প্রত্যহ অতি অল্প পরিমাণেও সাধন নিত্যকর্মের ন্যায় করিয়া যায়, সদ্‌গুরু তাহার সমস্ত বাসনা—যদি কল্যাণদায়ক বাসনা হয়—নিশ্চয় পূর্ণ করেন। কিন্তু আত্মার অবনতি হইতে পারে এমন কোন প্রার্থনা পূর্ণ করেন না।

১৩০

যে প্রণালীতে সাধন করিতেছ ঠিক ঐ প্রাণালী মতই চলিতে থাক। নিজের কতটুকু উপকার হইল অথবা হইল কি না বর্তমানে তাহার হিসাব রাখার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। কেবল নামটি শ্বাসের থাপে থাপে মিলিয়া গেল কিনা উহাই লক্ষ রাখিবে। মনঃসংযম হইল কিনা সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিবার আবশ্যক নাই। মন আপনা হতেই ধীরে ধীরে স্থির হইয়া আসিবে। পূর্বে যতটা চঞ্চল ছিল এখন আর ততটা চঞ্চল নাই তাহা একটু লক্ষ করিলেই বুঝিতে পারিবে। এই ভাবেই ধীরে ধীরে মন সংযত হইয়া আসিবে। কখন একেবারে স্থির হইয়া যাইবে তাহা তুমি নিজেও ঠিক পাইবে না। তোমার সাধন সম্বন্ধে নূতন কিছু উপদেশ দিবার নাই। ইহার পর যখন দেখা হইবে তখন সমস্ত বুঝিয়া যাহা হয় বলিব।

১৩১

এই সাধনের দ্বারাই তোমার সমস্ত কিছু আশা চরিতার্থ হইবে। নিজের যে সব ত্রুটির কথা লিখিয়াছ উহা পূর্বেও তোমার ছিল কিন্তু তুমি তেমন করিয়া উহা টের পাও নাই। আজ এই সাধন পাইয়া তোমার সমস্ত ত্রুটিগুলি মাথা জাগাইয়া উঠিয়াছে, এই সাধন দ্বারাই উহা দমিত হইবে। এই সাধনের অপরিসীম শক্তি। নিষ্ঠার সঙ্গে প্রত্যহ আসনে বসিয়া সাধন করিলে ধীরে ধীরে ক্রমশ মেঘগুলি কাটিয়া যাইবে। এজন্য অপর কিছু করিবার আবশ্যক হইবে না। দুই একবার বিফল মনোরথ হইলেও অধৈর্য হইও না। ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে সাধন করিয়া যাও। তুমি মুখ বন্ধ করিয়া

প্রাণায়াম করত? উহাতে শব্দ অনেক কমিয়া যায়। বরং কালাচাঁদের নিকট একবার দেখিয়া লইও। যদি একাকী ঘরে দরজা দিয়া প্রাণায়াম করিলে বাহিরের কাহারও কৌতূহল বশতঃ উঁকি দিবার সম্ভাবনা না থাকে; তবে একআধটুকু শব্দ অন্যের শ্রুতিগোচর হইলেও কোন ক্ষতি হইবে না। এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

১৩২

কৃপা সর্বদাই সম পরিমাণে নদীর ধারার ন্যায় পাইতেছ। কেবল তাহা বুঝিবার ক্ষমতা হয় নাই। নিয়মিত যতদূর সম্ভব সাধনের জন্য চেষ্টা করিবে। তাহা হইলেই তোমার কর্তব্য করা হইবে। মনস্থির সহজে হয় না। বিশেষত সৎসঙ্গের অভাব ওখানে বড় বেশী। * * * নাম করিতে চেষ্টা কর, কাহারও কথায় বা বাজে আলাপে নিজেকে ছাড়িয়া দিও না। এ সবই অভ্যাস একটু একটু করিয়া সম্ভব। কিন্তু বড় ধৈর্য চাই।

১৩৩

শুষ্কতার ঔষধ ঐ নামই। এই সময়েই পরিপূর্ণ পুরুষকারের প্রয়োজন। এ সব লইয়াই তো ভগবানের লীলা। তিনি কৃপা করেন, তোমার বিচারে যখন কৃপা আবশ্যক মনে কর—তখন নয়। যখন কৃপা করা যথার্থ আবশ্যক হইবে, তিনি কৃপা করিবেন। শুষ্কতায় অবিশ্বাসে জর জর হইয়াও তুমি তাহাকে ছাড় নাই, জলে ডোবা মানুষের মত হাবুডুবু খাইয়াও নাম ধরিয়া আছ—এ সব তিনি না দেখিয়া কৃপা করিবেন? লাগিয়া থাক—সব হইবে, সব হইবে।

১৩৪

ভগবানের কৃপা উপলব্ধি তো সর্বদাই করিতেছ, বুঝিতেও তো গোল হয় না, তবে অযথা কৃপা কৃপা কর কেন? তোমার নিজের মতলবের ধরণে ভগবান কখনও কৃপা করিবেন না। তাঁহাকে পরামর্শ দিতে চেষ্টা করিও না। তোমার পক্ষে কখন কী দরকার, সে বিষয়ে তোমার নিজের মীমাংসায় যথেষ্ট গলদ থাকিতে পারে। তুমি শুধু নিত্য সাধনশীল হইলেই তিনি সর্বদা কৃপা করিবেন। স্খলন, পতন, ত্রুটী যতটা সম্ভব পরিহার করিবে এবং তজ্জন্য কাতর থাকিবে।

১৩৫

তোমার ভগ্নীর বিবরণ অবগত হইলাম। স্বামী সাধনের না হইলে

স্ত্রীলোকের সাধন পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। স্বামীকে ছাড়িয়া স্ত্রীর পৃথক ধর্মসাধন মূল্যহীন। স্বামী সাধনের না হইলে দুই দিন পরে স্ত্রীর আর কিছুতেই স্বামীকে পূর্বের মত ভাল লাগে না। স্বামী অনুমতি দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। সে ভাবিয়াছে ইহা গতানুগতিক মন্ত্র লওয়া ; মন্ত্র লইবে লউক। কিন্তু ইহা যে মন্ত্র লওয়া নহে, আরও কিছু আছে, তাহা সে জানে না বলিয়াই দরাজ গলায় অনুমতি দিয়াছে। ব্যাপারটা জানিলে কখনও অনুমতি দিত না। আমি কয়েক স্থানে বহু পূর্বে ঐ রূপ দীক্ষা দিয়া সাংসারিক অশান্তি বৃদ্ধি করিয়াছি। সুতরাং এরূপ স্বামীকে বাদ দিয়া স্ত্রীকে আর আমি সাধন দিতে প্রস্তুত নহি। জীবনের যদি একান্ত আগ্রহ থাকে তবে তাহার স্বামীর মত ফিরিতে কতক্ষণ। সুতরাং অপেক্ষা করিতে হইবে।

১৩৬

সাধনে কৃপানুভূতি স্বতন্ত্র কথা। কোন্ সময়ে কতটুকু কৃপা করা আবশ্যক তাহা তোমার ইচ্ছার উপর বিন্দুমাত্র নির্ভর করিবে না। সুতরাং কৃপা হইল কি হইল না সেই দিকে বৃথা চিন্তা বা আশা না রাখিয়া কেবল তুমি ঠিক ঠিক নিত্য নিয়মিত সাধন করিতেছ কিনা সেই দিকেই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। হোক বা না হোক তোমার যদি পরিপূর্ণ চেষ্টা থাকে তবেই কৃপা অবতীর্ণ হইবার আশা করা যায়।

১৩৭

নির্দিষ্ট সময়ে আসনে বসা তোমার পক্ষে সম্ভব নয় তাহা আমি জানি। এই নির্দিষ্ট সময় অর্থ ৬টা বা ৮টা নয়। মোট যতটা সময় তোমার বসিবার কথা, কোনও কারণে তাহার কম বা অন্যথা না করা। এই জন্য একটা সময় স্থির করিয়া লইতে হইবে। সেটা দেড় ঘণ্টা হোক দু ঘণ্টা হোক তিন ঘণ্টা হোক—যাহা হোক একটা সঙ্কল্প থাকা অতিশয় আবশ্যক। 'আমি প্রত্যেক ২৪ ঘণ্টায় এতটা সময় যে কয় বারে পারি, বসিব।'—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তদনুযায়ী চলিতে হইবে। নহিলে বসাটা নিজের খুশীর উপর ছাড়িয়া দিলে উপকারের সম্ভাবনা কম।

মেয়েরা ঘুমে থাকিলে অবশ্যই প্রাণায়াম করিতে পার। বিনয় অবশ্যই তাহার মায়ের সঙ্গে ( পৃথক আসনে ) বসিয়া সাধন করিতে পারে।

বসিলে যে সব বাজে কথা মনে হয়, সব কাজ নষ্ট হইয়া গেল মনে হয়,

উহাকে অগ্রাহ্য করিতে যদি অভ্যাস না কর তবে কখনও সাধনের রস পাইবে না। যাক্ সব কাজ নষ্ট হইয়া আমি বসিবই—এই ভাব লইয়া বসিতে হইবে। সাধন তোমার নিকট এতটুকু প্রীতি চায়, নাম তোমার নিকট এইটুকু ভালবাসা চায়। নহিলে সে তোমাকে কৃপা করিবে কেন? অযোগ্যের প্রতি কৃপা হয় না।

আসল কথা, নাম ও সাধনকে সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসিতে হইবে। নহিলে নামের ভালবাসা পাওয়া যাইবে না।

১৩৮

নামে ডুবিয়া যাইতে যখন একান্ত আগ্রহ হইয়াছে তখন উহা হইবেই জানিবে। কিন্তু ভজন হউক না হউক আসনে নির্দিষ্ট সময়ে বসা নিতান্তই আবশ্যক। উহা না হইলে কিছুই হইবে না। * * * তুমি সাধনটি ধরিয়া থাক, কখনও বিপদগ্রস্ত হইবে না। সমস্ত বিপদ কাটিয়া যাইবে।

১৩৯

তোমার আসনে যতীশ বাবুর পুত্রবধূ বসিয়া থাকিলে উহা অব্যবহার্য হইয়া গিয়াছে। উহা আর সাধনের জন্য ব্যবহার করা চলিবে না। শিশিরের স্ত্রী যে গালিচার আসনখানি দিয়াছে উহাই ব্যবহার করিও। তোমার কাছে আসিবার পূর্বে ঐ আসনে কেহ বসিয়াছিল কিনা, সে খোঁজের আবশ্যক নাই।

১৪০

বাড়িতে ডাকাতি, যথাসর্বস্ব লুঠ, বৃদ্ধ পিতার উপর অমানুষিক অত্যাচার, নিজের টাকা ধার দিয়া লোকসান, স্ত্রীপুত্র কন্যা সকলের ব্যাধি এবং নিজের উদরশূল—এই অবস্থায় তোমার নামে মন বসে না কেন তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। ইহা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বটে, কিন্তু তুমি তো আর পরমহংসদেব নহ; ভগবান এ অবস্থায় তোমার কোন কৈফিয়ৎ তলব করিবেন না। তবে প্রত্যহ একবার বসিতে বাধা করিও না। শুধু এই নিয়মটি বজায় রাখিলেই সব হইবে।

১৪১

চিঠি পড়িয়া তোমার কোনও দিকে বিশেষ কোনো অশান্তির কারণ আছে বলিয়া বুঝা গেল না। যাহা কিছু গোলমাল তাহা কেবল তোমার মনের মধ্যে।

লিখিয়াছ, বিবাহ সুচারু রূপে নির্বাহ হইয়াছে এবং ভগবান যে কিভাবে তোমাদিগকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন তাহা দেখিয়া অবাক হইয়াছ। অথচ তোমার মনের গোল উহাতে মিটে নাই। তোমার পিসী শাশুড়ী কেন মরিল, তাই তোমার ভাবনা। ইহার জবাব তো অতি সহজ। তোমার পিসী শাশুড়ীর মরিবার সময় হইয়াছে, তাই তিনি মরিয়াছেন। এবং ঐ মরণে তোমাদের যে গোলমাল উপস্থিত হইত, ভগবান কৃপা করিয়া সেই গোলমাল হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন।

জামাতার কোষ্ঠী লইয়া আবার তোমার মনের গোল বাধিয়াছে। ইহার চিকিৎসা কি? মন যাহাতে কথায় কথায় অস্থির না হয়, সেই জন্যই তো আমি তোমাদিগকে আমার বুক-চেড়া এই অমূল্য সাধন দিয়াছিলাম। কিন্তু তোমরা কেহই কিছু করিবে না। তাই তোমাদের মনেরও কোনও স্থিরতা নাই, সংসারের আর দশজনের মত তোমাদের মনও স্রোতের শ্যাওলার মত ভাসিয়া বেড়ায়। তোমরা সাধারণ মানুষের অপেক্ষা একটুও উঁচুতে উঠিতে পারিলে না।

তোমার স্বামীর থালিয়া ত্যাগ সম্বন্ধে বহুদিন ধরিয়া অনেক কিছু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। দেখা গিয়াছে, আমি বলিলেও সেকথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া তদনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা তাহার নাই। সুতরাং ও আলোচনায় কোন লাভ নাই।

বিশ্বাসের অভাব ও মনের অস্থিরতা ব্যতীত তোমাদের আর কোন রোগ নাই। যত কিছু অসুবিধা উহা কেবল তোমাদের মনে। যথার্থ কিছুই নয়।

সাধন দ্বারা মনকে দৃঢ় কর; এই পৃথিবীর সব কিছুই নূতন চক্ষে দেখিতে পাইবে।

## ১৪২

কিলাইয়া কখনও কাঁঠাল পাকানো যায় না। সাধক জীবনে কেবল দেখিতে হইবে, আমি যে রাস্তায় চলিতেছি উহা ঠিক রাস্তা কিনা; ঐ রাস্তায় চলিয়া ভগবৎ সাক্ষাতকার লাভ হইতে পারে কি না। সাধক যদি নিজের সাধন সম্বন্ধে বিশ্বাসী ও দৃঢ়চিত্ত হন তবে পরবর্তী অবস্থা একটির পর একটি আপনিই আসিবে। সে জন্য বৃথা হাঁচরপাচর করিতে হইবে না।

আমার গুরুতে বিশ্বাস হইল না বলিয়া দুঃখ করা মূর্খতা। যদি নিজের সাধনের উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকে এবং যদি নিয়মিত সাধন করা যায়, তবে যথাসময়ে গুরুতে বিশ্বাস আসিবে। হাঁচরপাচর করিলে উহা নিয়মিত সময়ের একদিন পূর্বেও পাওয়া যাইবে না। এ জন্য নিত্য সাধনে দৃঢ়তাই একমাত্র কাম্য।

তুমি লিখিয়াছ, প্রাতে সাধন করিতে বসিলেই হয়ত বহু লোক আসিয়া উপস্থিত হয় অথবা সংসারের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত করে। এই স্থানেই তোমার সাধনে দুর্বলতা রূপ ছিদ্র রহিয়াছে। এই ছিদ্র দ্বারাই সমস্ত কিছু বাহির হইয়া চলিয়া যায়। যদি উপকৃত হইতে চাও, তোমাকে দৃঢ়-চিত্ত হইতে হইবে।

সকালে একটি ঘণ্টা সাধনে জন্য স্থির করিয়া লইবে। বাড়ির সকলকে বলিয়া দিবে, সংসার ছারখার হইয়া যাক তথাপি ঐ ঘণ্টাটিতে তোমাকে কেউ কিছু বলিতে পারিবে না। বাহিরের যত লোক আছে তাহাদিগকেও জানাইয়া দিবে, অতটার পূর্বে কেহ তোমার দেখা পাইবে না। যদি অজানা কেহ দেখা করিতে আসে, বাড়ির লোক তাহাকে জানাইয়া দিবে, অমুক সময়ের পূর্বে কেহ তোমার দেখা পাইবে না। মজা এই, এইরূপ নিয়ম করিলেই দেখিতে পাইবে প্রথম প্রথম যত ঝঞ্ঝাট যত কাজ ঠিক ঐ সময় আসিয়া উপস্থিত হইবে। দেখিবে ঐ সময় না উঠার দরুন হয়ত প্রকাণ্ড একটা call নষ্ট হইয়া গেল। এই প্রকার অনেক ক্ষতির বিভীষিকা দেখিতে পাইবে। এটি প্রকৃতি রাণীর পরীক্ষা। তোমার দৃঢ়তা যদি সর্বপ্রকারে প্রমাণিত হয় তবে এই বিভীষিকা আর থাকিবে না। এমন কি তোমার সাধন করিবার সময় মধ্যে আর একজন লোকও তোমাকে আর বিরক্ত করিতে আসিবে না। এখানে তোমার মত কত ভাল ভাল ডাক্তার আছেন। ডাক্তার কালী বাবু আছেন, বেলা দশটার পূর্বে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না, তাহা সকলেই জানে। তিনি তখন পূজা করেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার ব্যবসায়ে দিন দিন উন্নতি ছাড়া একটুকুও অবনতি হয় নাই।

সুতরাং নিজের সাধনে দৃঢ়তা থাকা একান্ত আবশ্যক। দৃঢ়চিত্ত না হইলে কোন কার্যই সফল হইবার আশা নাই। চিত্ত দৃঢ় কর। দিনের বাইশ ঘণ্টা সংসারকে দিয়া অন্তত দুইটি ঘণ্টা নিজের জন্য রাখ। এরূপ না হইলে চলিবে কেন?

১৪৩

ধৈর্যহীনতা তোমার চরিত্রের এক মহৎ দোষ। যে সাধন পাইয়াছ উহা প্রাণপণ শক্তিতে অভ্যাস করিতে সর্বদা চেষ্টা করিবে। ব্রহ্মচর্য তোমার ক খ নহে, পরন্তু প্রতি শ্বাসে নাম অভ্যাস করাই যথার্থ ক খ। ইহাতে ব্রহ্মচর্য রক্ষা হোক কি না হোক, সে দিকে তোমার দৃষ্টি দিবার আবশ্যক নাই। যদি এই প্রকার শ্বাসে নাম করিতে পার এবং সাধনের নিয়মগুলি প্রাণপণে প্রতিপালন কর তবেই আপনা হইতে ব্রহ্মচর্য রক্ষা হইবে। নতুন হাজার চেঁচাইলেও ব্রহ্মচর্য থাকিবে না। ব্রহ্মচর্য তোমার জীবনের লক্ষ্য নয়, শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করাই লক্ষ্য। এই নাম তোমার জীবনে স্বাভাবিক হউক, এই আশীর্বাদ করি। নাম স্বাভাবিক হইতে হইলে প্রত্যহ নিয়মিত সাধন করা চাই। নতুবা মাথায় হাত দিয়া ভাবিলে কোনোই ফল নাই। অবিশ্রান্ত নাম কর; ব্রহ্মচর্য তো সামান্য, স্বয়ং ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারিবে।

১৪৪

সাধন প্রাপ্ত অনেকেই নির্জনতার অভাবে অসুবিধা ভোগ করেন। এই দুর্দৈব একা তোমার নয়। এক সময়ে আমাকেও এই বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। আমি তখন এক জঙ্গলে গিয়া বসিয়া প্রাণায়াম করিয়া আসিতাম এবং ঘরে অন্য লোকের সাক্ষাতে চোখ বুজিয়া নাম করিতাম। ব্রহ্মচর্য রক্ষা করিতে হইলে নিজের বিছানা ও আসন পৃথক করিয়া লইতে হয়। উহাতে আর কাহাকেও বসিতে দিতে নাই।

তোমার চতুষ্পার্শ্বের লোক ভাল কি মন্দ উহা বিচারের আবশ্যক নাই। তুমি নিজের মনে আপন কার্যে ব্যাপৃত থাকিবে, এবং সাক্ষাত প্রত্যক্ষ দেবতা পিতা ও মাতার কথা শুনিয়া চলিবে, তাঁহারা কখনই তোমাকে অন্যায় কার্য করিতে বলিবে না।

* * * *

স্থির মনে ধৈর্যের সহিত প্রত্যহ নিয়মিত সাধন করিতে পারিলে অতি অল্প দিনেই ফল পাইবে ও চরিতার্থ হইবে।

১৪৫

বীর্যরক্ষা না হইলে মন স্থির হয় না, এমন কি প্রাণায়াম পর্যন্ত সুস্ফুট হয় না। এ সাধনের প্রধান কথা বীর্যরক্ষা। তোমার শরীর হইতে

সাধ্যাতীত বীর্য ক্ষয় হওয়ার দরুনই এই প্রকার মন চঞ্চল হয়। এজন্য বৃথা দুঃখ করিয়া কোন লাভ নাই। মন স্থির হোক কি না হোক, প্রত্যহ যদি নিয়মিত সময়ে বসিয়া সাধন করিতে পার, একদিনও যদি বাদ না দাও—তবে কিছুদিন এই প্রকার করিলেই মন স্থির হইয়া আসিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বীর্য স্থির হইবে। একথা তোমাকে বহুদিন হইতে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি। ধৈর্যের সঙ্গে একটি বৎসর প্রত্যহ যদি দুইটি ঘণ্টা করিয়া বসিয়া নাম ও প্রাণায়ামে কাটাইতে পার তবে আর তোমার নালিশ করিবার কিছুই থাকিবে না, নিশ্চয় জানিও। আশীর্বাদ করি, তোমার সাধনে রুচি হোক।

১৪৬

নিয়মিত প্রাত্যহিক সাধন যদি নিষ্ঠার সঙ্গে ধরিয়া থাক তবে ধীরে ধীরে মানসিক সুস্থতা অবশ্যই লাভ করিতে পারিবে। নিজের অবস্থা মনে করিয়া তুমি যতটা কাতর হও, নিজকে যতটা জঘন্য মনে কর আসলে তুমি তত জঘন্য নহ। গ্রহগণকে তাহাদের প্রাপ্য ভোগ অল্প পরিমাণে ভোগ করিতে দিতেই হইবে। সে৷ জন্য ধৈর্যচ্যুত হইও না। ভগবান কাহাকে কি ভাবে টানিয়া লইয়া যান তাহা মাত্র তিনিই জানেন।

১৪৭

নিত্য নিয়মিত সাধন ভঙ্গ হইলেই নানা প্রকার অনর্থ আসিয়া জুটে। এতদিনেও তোমার সাধনের একটা সময় নির্দ্দিষ্ট হইল না এবং প্রত্যহই বসিতে হইবেই—এমন কোনো দৃঢ়তা আসিল না। তবে কি করিয়া মন স্থির হইবে?

১৪৮

প্রত্যহ নিয়মিত নির্ধারিত সময়ে সাধন করিতে বসা কোনো কারণে ঘটিয়া না উঠিলে যদি ভিতরে মৃত্যুতুল্য জ্বালা হয়, তবেই এই লক্ষণ দ্বারা বুঝা যাইবে যে সাধনে উন্নতি হইতেছে। অন্য কোনো দ্বিতীয় কারণে—কুচিন্তা করি বা সুচিন্তা করি, কুকার্য করি বা সুকার্য করি—ইহার কিছু দ্বারা সাধনের উন্নতি বুঝা যায় না।

কাহারও প্রাণের হাহাকার কখনও বিফল হয় না।

১৪৯

আজকাল একটু সচ্ছলতা বোধ কর শুনিয়া খুশী হইলাম। আনন্দ জিনিষটা ভিতরের অবস্থা, বাহিরের উপবাস বা রসগোল্লা খাওয়ার সঙ্গে উহার

কোনো সম্বন্ধ নাই। সুতরাং, হেন হইলে সুখী হইতাম তেন হইলে সুখী হইতাম—ইত্যাদি যাহা কিছু জল্পনা কর উহা সমস্তই মিথ্যা।

শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করা অথবা নাম করিতে চেষ্টা করা—ইহা ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কিছুতে বা কোন অবস্থাতে আনন্দ নাই। বীর্য ধারণেও আনন্দ নাই—যদি ঐ নাম না থাকে।

১৫০

বহু জন্মের ভাগ্যে লোকের মনে নামে ডুবিবার আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ জন্মে।

যথার্থ আকাঙ্ক্ষা যেখানে, সেখানেই ভগবৎ কৃপা অবতীর্ণ হয়।

১৫১

বাহিরের ভালবাসার বিশেষ কোনো মূল্য নাই। সাধনের ভিতর দিয়া ভগবানের অগাধ প্রেমের কণাও যদি উপলব্ধি করিতে পার তবেই জীবন ও জন্ম ধন্য হ'বে।

নাম কর, কেবল নাম কর।

১৫২

তোমার জীবন আগাগোড়াই কেবলমাত্র কৃপা সম্বলে চলিতেছে। তোমার নিজের পুরুষকার কখনও কার্যকরী হয় নাই। সুতরাং তোমার পক্ষে কৃপার নালিশ আদৌ সাজে না।

১৫৩

তোমার 'সরসতার' definition কি, তাহা আমাকে জানাইবে। তোমার কল্পনায় কোন্ অবস্থাকে তুমি সরস মনে কর?

কেন বাপু, যাহা নাই সেই কল্পিত অবস্থার জন্য আছাড়িপিছাড়ি না করিয়া যে অবস্থা আছে তাহাতেই খুশী থাকিতে পার না? নিজের মধ্যে পাপ ও মলিনতা কেবলমাত্র নাম করিতে করিতেই দূর হয়। তোমার কল্পিত সরস অবস্থা একেবারে নিরাকার পদার্থ। নিজের সাকার অবস্থায়ই সরস থাকিতে অভ্যাস কর।

১৫৪

তোমার সরসতার সংজ্ঞা ভুল। যাহার সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় উহা কখনও সরসতা নহে।

তোমার ভগবানের দরবারে উপস্থিত হইতে যাহা কিছু প্রয়োজন তাহাই ঘটিতেছে। তবে তোমার choice মত রাস্তার দুই দিকেই কেবল গোলাপ ফুলের বাগান থাকিবে, নির্লজ্জের মত উহা কহিও না। রাস্তা চলিতে চলিতে দুই ধারে ফুলের বাগান, সুন্দর অট্টালিকা, পর্ণকুটীর, পায়খানা, জঙ্গল, নদী ও মরুভূমি সবই থাকিবে। কেবল রাস্তাটি চলিয়া গিয়াছে, এইটুকু জানা থাকিলেই যথেষ্ট। রাস্তা—নাম। তোমার দুইধারে যদি পায়খানা ও মরুভূমি বেশী থাকে, ফুলের বাগান কম থাকে, উহা লইয়া ঝগড়া চলিবে কেন? চলিয়া যাও, ঐ সম্মুখে তোমার অভীষ্ট।

১৫৫

তুমি যে প্রকার নির্জন স্থানের অভাব, সৎসঙ্গের অভাব, সচ্ছলতার অভাব ইত্যাদি ভোগ করিতেছ—যাহারা যথার্থ ভগবানকে চাহিয়াছেন ও পাইয়াছেন তাহাদের সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে এ সব অভাব ভোগ করিয়া গিয়াছেন। এ যন্ত্রণা তোমার নূতন নয়। ভগবানকে চাহিলে এ সব ক্লেশ ভুগিতে হইবে এবং হাসিমুখে সহ্য করিতে হইবে। এই সব অসুবিধার মধ্যেও তাঁহারই শ্রীচরণে লগ্ন হইয়া থাকিতে হইবে।

১৫৬

তোমার বিকৃত মস্তিষ্ক জাত ভাব-স্বভাব শুনিতে শুনিতে হয়রাণ হইয়া পড়িয়াছি। রীতিমত অফিস করা এবং প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে সাধন করা—এই দুইটি যদি অবিরাম চলে তবে কখনও কল্পনার রাজ্যে এতটা নামিতে পারা যায় না।

* * * যে চিত্ত সর্বদাই অসন্তুষ্ট সেই চিত্তে নরক বাস করে। যে নিজেও কিছু বুঝিবে না আবার অন্যের ব্যবস্থা মত চলিবে না তাহার পক্ষে সব রাস্তাই গোলমেলে।

১৫৭

সাধন ছাড়িবে, কাহাকে ভয় দেখাও? সাধন কি তুমি লইয়াছ যে ছাড়িবে? সাধন ভগবান তোমাকে দিয়াছেন, উহা ছাড়া-ধরার হাত তোমার নাই। মাতলামী করিয়া দয়া আকর্ষণ হয় না; কেবলমাত্র সাধন দ্বারাই উহা পাওয়া যায়। নীরস নাম—শুষ্ক নাম—যন্ত্রণাদায়ক নাম—ইহা জানিয়াও বিন্দুমাত্র এক ফোঁটার লক্ষ ভাগের এক ভাগও রস পাইতেছ না, অথচ ঈশ্বরকে

পাইতে এতই আগ্রহ যে দিনের পর দিন নীরস জানিয়াও নীরবে নাম করিয়া যাইতেছ। এইরূপ হইলেই দয়া আসিবে। নতুবা নয়।

পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি—তুমি যে তাঁহাকে চাও সেই পরীক্ষা আগে দিতে হইবে। তোমাকে দয়া তিনি অযথা কেন করিবেন? তুমি নিঃস্বার্থভাবে তাঁহাকেই চাও, ইহার প্রমাণ নীরস হোক সরস হোক নাম ধরিয়া পড়িয়া আছ। এই প্রমাণ চাহি।

শুষ্কতা সকলেরই জীবনের অবস্থা। কেবল তোমার নয়। শুষ্কতায় আমি নিজে কতবার আত্মহত্যা করিতে গিয়াছি। কেবলমাত্র নাম ধরিয়া পড়িয়া থাকাই ইহার একমাত্র ঔষধ। অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা।

১৫৮

আমি করজোড়ে তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি, তুমি এ ভাবে পুনঃ পুনঃ অযথা জ্বালাতন না করিয়া এখন রেহাই দাও।

যে সাধন পাইয়া আমার ন্যায় দুর্জন ব্যক্তি অপ্রত্যাশিত পরা শান্তির অধিকারী হইতে সক্ষম হইয়াছে, আমি অবিচারে তোমাদিগকে সেই সাধনই দিয়াছি, সেই শক্তিই সঞ্চার করিয়াছি। ইহাতে যদি তোমাদের কোনো উপকারই না হইয়া থাকে তবে উহা সাধনের দোষ নহে; বুঝিতে হইবে তোমরা কিছুই কর না। সাধন পাইবার পরে যে পর্যন্ত সাধনে কোনো রস পাই নাই সে পযন্ত রাতের পর রাত জাগিয়া অবিশ্রান্ত রোগীর তিক্ত ঔষধ গিলিবার মত জোর করিয়া কেবল নাম করিয়াছি। তোমার মত কিছু না করিয়াই 'হইল না' বলিয়া চেঁচাই নাই। চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা দেহ অঙ্গার না করিয়া অবিরাম নাম না করিলে কেন যে কিছু হইবে, তাহা আমার ভাবনার অতীত।

ঢাকায় যখন ছিলে তখন ইহা অপেক্ষা অনেক কম সাধন করা সত্ত্বেও তোমাকে ভাল লাগিয়াছে। পুরুলিয়া গিয়া তোমার অধঃপতনের একশেষ হইয়াছে। তাহার কারণ ঢাকায় তোমার অর্থের অভাব ছিল, বসিয়া বসিয়া কুৎসিৎ চিন্তা করিবার অবসর ছিল না। পুরুলিয়ায় অর্থাভাবের চিন্তা না থাকায় এখন এই সব দেখা দিয়াছে।

শুধু তুমি নও, পুরুলিয়ার আবহাওয়া এখন সম্পূর্ণরূপে বিষাক্ত দেখিতেছি। যে পুরুলিয়াকে আমি সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসিতাম সেই পুরুলিয়াই এখন

আমার দুঃখের স্মৃতি হইয়া উঠিয়াছে। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, যে স্থানে বেশী আসক্তি হইবে সেই স্থানেই আঘাত পাইবে। তাহারই কথা সত্য হইল। * * *

তোমার কাছে এই আমাব শেষ অনুরোধ—সাধন দিয়া যদি কোনো অপরাধ করিয়া থাকি তবে নিজগুণে উহা ক্ষমা কর। পূর্বে লক্ষবার বলিয়াছি, আবারও বলিতেছি—ছয়মাস পযন্ত তোমাকে প্রত্যহ দুই ঘণ্টা চক্ষু বুজিয়া বসিয়া নাম করিতে হইবে। এই ছয়মাসে বিন্দুমাত্র শান্তি তো পাইবেই না, এবং দিন দিন আরও নীরস মনে হইবে। সবত্র নীরস হইলেও ছয় মাস কাল যদি কিছুতেই সাধন না ছাড়িয়া, তোমার যে শান্তি লাভের আগ্রহ আছে তাহার পরীক্ষা দিতে পার, তবেই শান্তি পাইবে। তোমার জন্য অন্য কোনো দ্বিতীয় উপায় নাই। এখন যাহা ভাল বুঝ, করিতে পার। কিন্তু ছয়মাসের পূর্বে অর্থাৎ আগামী শ্রাবণ-পূর্ণিমা গোঁসাইজীর জন্মতিথির পূবে আর আমাকে জ্বালাতন করিও না। আমি কিছুতেই ইতিমধ্যে তোমার নিকট চিঠি লিখিব না।

১৫৯

তোমার হেঁয়ালী আমার বুদ্ধির অগম্য। প্রত্যহ নিয়মিত বসিলে নাম করিতে পাব না, ইহার অর্থ কি ? নামে মনঃসংযোগ হয় না, এমন হইতে পারে, কিন্তু চেষ্টা করিয়া কেন অত্যন্ত অমনোযোগের সঙ্গেও নাম করিতে পার না তাহা বুঝিলাম না। চেষ্টা দ্বারা প্রত্যহ নিয়মিত সময় নাম করিতে হইবে। দোহাই তোমার, মনঃ সংযোগের কথা ভুলিয়া যাও। শাক, মাছ, ভাত ও রাজা-বাদসা ভাবিতে ভাবিতেই নাম কর। নতুবা কিছুই হইবে না।

১৬০

ধর্মের অবস্থা লাভ সম্বন্ধে যাহা কিছু ধারণা সমস্তই তোমার কল্পনা। তোমার মনের কল্পনা মাফিক অবস্থা তোমার হইবে না, নিশ্চয়। কিন্তু যথার্থ ধর্ম যাহাতে লাভ হয়, তোমার সেই অবস্থা হইবে, ইহাও নিশ্চয়।

১৬১

সর্বদা regulated জীবন যাপনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। ঘড়িব কাঁটার মত জীবন নিয়মিত হওয়া চাই।

ভগবানকে লাভ করিতে অধিকারী, এমন যোগ্য ব্যক্তি কোথায়ও নাই। তিনি যুগে যুগে অযোগ্য ব্যক্তিকেই কৃপা করেন। সুতরাং নিজের অযোগ্যতার জন্য ভয় কি?

১৬২

নিজের অবস্থা তুমি কিছুই বুঝ না, তাই এত আর্তি প্রকাশ করিয়াছ। এত হীন যদি নিজেকে মনে কর, তবে উহাতে আমি কষ্ট পাই জানিও। নিয়মিত সাধন করিয়া যাও। তোমার কোনো কার্যাকার্য দ্বারা তোমার অবনতি হইবে না, এ কথা দৃঢ়রূপে জানিও।

১৬৩

তোমাদের দেহ আমার ইষ্টমন্দির জানিবে। দেহের দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রয়োজন।

তোমার বুঝি আবার ভূত চাপিতেছে! তোমার জীবন ব্যর্থ, সাধন পথে অগ্রসর হইতেছে না—এ সব ঠিক ঠিক বুঝিবার মত তুমি একজন জহুরী নাকি? নিজে সব বুঝ বলিয়া মূর্খের মত অহঙ্কার করিও না। ভাল লাগুক না লাগুক নিয়মিত সাধন করিয়া যাও। নাম ভাল লাগিলেই উন্নতি হইতেছে, নাম ভাল না লাগিলে অবনতি হইতেছে, এরূপ সাঁশুড়ীর হিসাব তোমাকে কে শিখাইল?

১৬৪

ধর্ম জীবন সকলের সমান নহে। যে যতটুকু পূর্বজন্মে শেষ করিয়া আসিয়াছে তাহার পর হইতে তাহাকে বর্তমান জীবন আরম্ভ করিতে হইয়াছে। সুতরাং একজনের জীবনের সঙ্গে আর একজনের জীবনের তুলনা চলে না।

সাধকের জীবন দুইটি ভাব দ্বারা চালিত হইতে পারে। একদল নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়মিত সাধন করিতে থাকে এবং সাধন বলেই সমস্ত অবস্থা লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা করে। আর একদল পরিপূর্ণ নির্ভরতার সঙ্গে অগ্রসর হয়। তুমি এই দুইটি অবস্থার মধ্যস্থলে ইতস্তত করিতেছ। তোমার না জন্মিতেছে পুরুষকার, না হইতেছে নির্ভর। তাই এই অশান্তি। প্রায় সকলকেই এই অবস্থা পার হইতে হয়। নামই এই অবস্থা উত্তীর্ণ হইবার উপায়। ভগবান তোমাকে কখন কতটুকু দয়া করিবেন, সে বিষয়ে পরামর্শ না দিয়া যদি নিজের

কর্তব্য পরিপাটীরূপে যাহাতে সম্পন্ন হয় সে দিকে দৃষ্টি দাও তবেই সব ঠিক হয়। যথাসময় ছাড়া অসময়ে কখনও ভগবৎ কৃপার সাক্ষাত হয় না। তুমি নিত্য নিয়মিত সাধন কর না, ইহাই যত অনর্থের কারণ হইয়াছে; নহিলে তোমার কোন গোল নাই। শ্বাস-প্রশ্বাস প্রতি লক্ষ রাখিয়া নামকে উহার সঙ্গে জড়াইয়া দিতে যে প্রয়াস, উহার নাম সাধন। কপটতা হইতেই শুষ্কতার জন্ম হয়। বাঁচিয়া বা মরিয়া, নিজের ইচ্ছায় উহার কোনটাতেই লাভ নাই। বাঁচা বা মরা, ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন—এই ভাবটি আনিতে পারিলে লাভ আছে।

১৬৫

লাগাম-ছাড়া বাক্য-ঘোটককে সংযত করিয়া তদুপরি কাগজ আঁটিয়া যে পত্রিকা পাঠাইয়াছ, উহা পাইয়াছি।

ইংরেজ সরকারের মত জুডিশিয়াল ও একজিকিউটিভ সব ক্ষমতাই দেখিতেছি তুমি নিজের হাতে রাখিতে চাও। আসামী তুমি, নাম করিয়া উদ্ধার পাইতে চাও। আবার বিচারকও তুমি, সে নাম সুষ্ঠু ও সুন্দর হইল কিনা, তাহা বিচার করিতে চাও। সমস্ত স্ত্রীলোকই সাধ্যানুযায়ী বেশ-ভূষায় সজ্জিত হয় প্রিয়তমের প্রিয় হইবার জন্য। সে বেশ-ভূষা প্রিয়তমের মনোমত হইল কিনা, সে বিচারটা প্রিয়তমের হাতেই থাকে। নিজে সাজিয়া নিজেই ভাল সাজিয়াছি কিনা এ বিচার শুধু নির্লজ্জ মেয়েরাই করে। দুই দিকই নিজের বুদ্ধির উপর না রাখিয়া অন্তত একটা দিক সেই ভদ্রলোকের উপর ছাড়িয়া দাও। নিত্য নিয়মিত সাধন হইল কিনা, এইটুকুই লক্ষ্য থাকুক। সে সাধন সুন্দর কি অসুন্দর হইল—সে বিচারের নির্লজ্জতা আর কেন? নির্লজ্জতারও তো একটা সীমা আছে!

১৬৬

কাহারও দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা বা ভাব অন্যায়, এরূপ কথা আমার কলমে লিখিত হওয়া সম্ভব নয়। আমি লিখিয়াছিলাম যাহা তাহার অর্থ বোধগম্য হওয়ার মত অবস্থা তোমার ভিতরে নাই, দেখিতেছি। যে পরদুঃখ কখনও আমা দ্বারা দূর হইবার সম্ভাবনা নাই, মিছামিছি সেই দুঃখকে আমার ভাবনায় আনিয়া, 'হায়, টাকা থাকিলে ইহার উপকার করিতে পারিতাম'—এইরূপ কল্পনা করিয়া অর্থাভাবের জন্য যে দুঃখ করা, উহাই ভাব বিলাস মাত্র।

তোমার ভিতরে এই ধরণের দুঃখ, কল্পিত টাকার প্রয়োজন মনে মনে হিসাব করিয়া লইয়া টাকার অভাবের দুঃখ পরিপূর্ণরূপে বর্তমান।

দেখিয়াছি, নিজের কোন দোষের সঙ্গে তুমি চোখাচোখী হইতে চাও না ; উহা নিকটে আসিলে না বুঝিয়া পাশ কাটাইতে চাও। ইহা সাধকের লক্ষণ নয়।

শান্তি বা মনস্থির, কেহ তোমাকে আকারণ করিয়া দিবে, এই ভুল ধারণা রাখিও না। ইহাতেই যত দুঃখের উৎপত্তি হয়। মনস্থির না হইলে বুঝিতে হইবে, যেমনটা করিলে মন স্থির হয়, ততটা সাধন তোমার হইতেছে না। এই উলঙ্গ সত্যকে পাশ কাটাইয়া, ঈশ্বর তোমার মন স্থির করিয়া দিল না বলিয়া যে দুঃখ করা, উহা একান্তই অস্বাভাবিক। ঈশ্বর দয়া করিয়া সবই করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু ও জন্য দাবী চলে না। যাহা দাবী করিয়া পাওয়া যায়, উহা দয়া নয়। দাবীটাও পুরুষকার।

১৬৭

তোমাকে পূর্বে একশতবার লেখা হইয়াছে এবং এখন এই ১০১ বার লেখা যাইতেছে যে, তোমার মন স্থির থাকে এমন কোন ম্যাজিক দেখাইয়া ভগবান তোমাকে মুগ্ধ করিতে কখনও রাজী নহেন। তুমি স্থির মন পাইবার যোগ্য কিনা, উহার পরীক্ষা স্বরূপ অত্যন্ত অস্থির চিত্ত লইয়াই প্রত্যহ নিয়মিত সাধন করিতে হইবে। অত্যন্ত অনিচ্ছায় বিষবৎ মনে হইলেও যে ব্যক্তি আপন প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পারে, ঠাকুর তাহাকেই নামে রস দিবেন কিনা তাহা বিচার করেন। অন্য বিচার অনর্থক।

১৬৮

গোস্বামীপ্রভুর যোগসাধনা অন্যান্য প্রচলিত পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, কেননা ইহা খণ্ড খণ্ড ভাবে অভ্যাস করা যায় না। ইহা একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ পদ্ধতি—অংশ নহে—আর্ত্ত মানবআত্মার অবিরাম নিরবিচ্ছিন্ন প্রার্থনা। * * * আসল বস্তু 'শক্তি সঞ্চার', যাহা গুরু দীক্ষাকালে শিষ্যের মধ্যে সঞ্চার করেন। এই শক্তি সঞ্চার না হইলে এই সাধন পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

[ মূল ইংরেজী পত্রের বঙ্গানুবাদ ]

১৬৯

এখন কিছুদিন প্রাণপণে সাধন করিয়া যাও। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নামটিকে যথাযথ ভাবে মিলাইয়া দিবার অবিরাম চেষ্টাই সাধন। যেদিন

শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রত্যেক হ্রস্ব দীর্ঘ বায়ুর সঙ্গে নামের হ্রস্ব দীর্ঘ স্বর মিলাইয়া যাইবে সেই দিন হইতে এক পরমানন্দ রাজ্য তোমার সম্মুখে খুলিয়া যাইবে। আমি তোমার সেই শুভ সময় ও মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য আশা ভরে অপেক্ষা করিতেছি।

আসনে বসিবার নিয়ম দিনে বা রাত্রে যখন সুবিধা হয় ঠিক করিয়া লইবে। দিন অপেক্ষা রাত্রিই সাধনের প্রশস্ত সময়।

* * * *

যে অপূর্ব সাধন প্রণালী পাইয়াছ এ রূপ সহজ ও সরল প্রণালী আর নাই। এই সাধন নিশ্চয় প্রত্যেক সাধকের জীবনে সার্থকতা লাভ করিবে, তাহা যদি না হয় তবে উহা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির ত্রুটি জানিবে। সাধনের কোনও গলদ নাই।

১৭০

সাধনের সময়ের সব কথা পুনরায় লিখিয়া বা অন্যকে দিয়া লিখাইয়া দেওয়া সম্ভব নয়। * * * তবে কি কি কথা বলা হইয়াছিল তাহার চুম্বক হেডিংগুলি আমি নিম্নে লিখিয়া দিলাম। ইহা দ্বারা মোটামুটি একটা ধারণা হইতে পারে। এক একটি heading এর মধ্যে অনেকগুলি sub clause আছে। উহা লিখিয়া দেওয়া সম্ভব নয়। মোটামুটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বলা হইয়াছে।

বিধিঃ—(১) সত্য কথা কহিবে (২) জীবে দয়া করিবে (৩) অতিথি সেবা করিবে (৪) গুরুজনে ভক্তি রাখিবে (৫) সাংসারিক সম্বন্ধের মধ্যে ভাগবৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিবে (৬) বীর্য রক্ষা করিবে (৭) শাস্ত্র-বাক্য অভ্রান্ত বলিয়া মানিবে (৮) সদাচার অবলম্বন করিবে।

নিষেধ :—(১) পরনিন্দা করিবে না (২) কাহাকেও উদ্বেগ দিবে না (৩) প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধাচারণ করিবে না (৪) নিজেকে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করিবে না (৫) কল্পনা করিবে না (৬) নেশা করিবে না (৭) মাংস খাইবে না (৮) উচ্ছিষ্ট খাইবে না।

নাম :—(১) প্রতি শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম জপ করিবে (২) সংখ্যা জপ করিবে না (৩) সর্বদা সকল অবস্থায় নাম জপ করিবে (৪) নাম গোপনে রাখিবে।

আসন :—(১) সহজ সুখাসনে বসিয়া সাধন করিবে (২) মাটিতে বসিয়া সাধন করিবে না।

প্রাণায়াম:—(১) প্রত্যহ নিয়মিত প্রাণায়াম করিবে (২) গোপনে প্রাণায়াম করিবে (৩) একে ক্রমে অধিকক্ষণ প্রাণায়াম করিবে না (৪) ভরা পেটে বা খালি পেটে প্রাণায়াম করিবে না (৫) দাঁড়াইয়া বা শয়ন করিয়া প্রাণায়াম করিবে না। (৬) অশুচি অবস্থায় প্রাণায়াম করিবে না (৭) অসুস্থ শরীরে, ঋতুকালে, বা গর্ভাবস্থায় বা প্রসবের পর তিন মাস কাল প্রাণায়াম করিবে না (৮) স্ত্রীলোক-পুরুষ একত্রে প্রাণায়াম করিবে না।

ইহাই সাধনের মোটামুটি উপদেশ, কিন্তু ইহার প্রত্যেকটির মধ্যেই অত্যাবশ্যকীয় ও প্রয়োজনীয় কথা আছে।

১৭১

তোমাকে যে সমস্ত নিয়ম বলা হইয়াছে, পালন করিলে কখনই তোমার দুর্দৈব উপস্থিত হইবে না। তুমি কখনও কাহারও সঙ্গে এক ঘরে বিশেষত এক বিছানায় শয়ন করিবে না। ইহা তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিয়াছি। প্রত্যহ অন্ততঃ একবার একঘণ্টার জন্য আসনে নীরবে চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকা চাই—নাম হোক বা না হোক। ভাল না লাগিলেও বসিতে হইবে। ভাল লাগে না এমন কত কাজ করিতেছ—এটা পারিবে না কেন? আর সব নিয়ম যেমন বলিয়াছি, লক্ষ্মী ছেলের মত আমার দিকে চাহিয়া তুমি অবশ্যই প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিও। তুমি পাশ করিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। এখন মানুষ হও—এই আশীর্বাদ করি।

১৭২

তোমার এম. এ. পড়া আবশ্যক মনে করি। হস্টেলে থাকিতে হইবে, তাহার আর উপায় নাই। উহারই মধ্যে উচ্ছিষ্ট ও মাংসের ছোঁয়া হইতে নিজেকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতে হইবে। যে ভাবেই হউক প্রত্যহ তুলসী সংগ্রহ করা চাই।

আসল কথা, আসনে বসিতে যদি না পার, তবে সমস্তই মাটি। কুপ্রবৃত্তি সুপ্রবৃত্তি ছোঁওয়াছানি ইত্যাদি ইত্যাদি সব একদিকে আর প্রত্যহ নিয়মিতভাবে আসনে বসা আর একদিকে। ছোট ছেলেরা যেমন চুরি করিয়া মিষ্টি খায়, তোমাকেও সেইরূপ প্রত্যহ আসনে বসিতেই হইবে। এইটিই যদি কোন

দিন বাদ যায়, তবে জানিয়া রাখিও, সেই দিনটাই তোমার পক্ষে নিতান্ত দুর্দিন।

১৭৩

বিশ্বাস হইলে তো সবই হইয়া গেল, এত তাড়াতাড়ি হওয়া চাহিতেছ কেন? বহু কর্ম আছে, উহা আগে শেষ কর। আমার দেহটা সরিয়া যাইতে পারে, কিন্তু আমি মরিব না। সময়ে সবই ঠিক হইয়া আসিবে। কেবল আমাকে একটু ভালবাসিও, তবেই সব হইবে।

১৭৪

'সাধন করিয়া কিছুই হইতেছে না'—ইহার অর্থ দুর্জ্ঞেয়। কী হইবার আশা কর? হাতী না ঘোড়া হইবে? এই যে প্রাণপণে বই মুখস্থ করিয়া ভাল পাশ করিয়া লোকে এক পয়সা রোজগার করিতে পারে না, সে জন্য তো জগতবাসীর লেখা-পড়া বন্ধ হয় নাই। সাধন করা আরম্ভ করিয়াই, ব্যবসাদারের মত কী হইল তাহার হিসাব করিতে বসা, একান্তই সুদখোরের হিসাব। কিছুই হইতেছে না মনে হইলেও যে পর্যন্ত কোনো ক্ষতি হইতেছে না দেখিবে, সে পর্যন্ত সাধন করিতেই হইবে।

১৭৫

ভগবানকে ডাকিলে প্রারব্ধ কাটে না, কিন্তু প্রারব্ধের ভোগের তীব্রতা ঢের কমিয়া যায়। যেমন তোমার যদি প্রারব্ধ থাকে যে তুমি দালানের ছাদ হইতে পড়িয়া গিয়া পঙ্গু হইয়া থাকিবে, আর তুমি যদি ভগবৎ ভক্ত হও, তবে সামান্য আছাড় খাইয়া সাময়িকভাবে দারুণ বেদনা পাইয়াই পঙ্গুত্বের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পার।

বিরাট ভগবানকে চাওয়া বাতুলতা নয়; কিন্তু চাহিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় এবং এমন সাধন আছে যাহার বলে তাঁহাকে আয়ত্ত করা যায়—এ কথা যাহারা বিশ্বাস করে, তাহারা বাতুল। ঋষি প্রণীত পন্থায় চলিলে ভগবৎ কৃপায় তাঁহার প্রাপ্তি হইতে পারে। সাধন বলে নয়, কেবল কৃপা বলেই পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত সাধকেরা কোন্ সাধন অবলম্বন করিয়া ভগবানের কৃপা পাইয়াছেন, ঋষিরা তাহাই বলিয়াছেন। তুমিও ঐরূপ কর, হয়ত কৃপা পাইবে এবং কৃপা পাইলেই তাঁহাকে পাইবে।

ভগবান স্বপ্রকাশ। স্বপ্রকাশ অর্থ, যিনি স্ব-ইচ্ছায় প্রকাশ হন, কোনো

সাধনে কেহ তাঁহাকে প্রকাশ করাইতে পারে না। ভাগ্যগুণেই পাওয়া যায়, কিন্তু সে ভাগ্য উপার্জন করা যায় এবং তোমার প্রাপ্ত সাধনই ভাগ্য উপার্জনের উপায়।

দুঃখের ডাক তাঁহার কাছে অবশ্যই পৌঁছায়। কিন্তু তিনি যথার্থ হিতৈষী বলিয়াই আমাদের সব ডাক গ্রাহ্য করেন না। চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিবে, তুমি যে উপায়ে দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাহিয়া গোঁসাইজীকে সেইরূপ করিবার পরামর্শ দিয়াছ, তিনি যদি তোমার সে সব পরামর্শ শুনিতেন, তবে তোমার দুঃখ দূর না হইয়া আরও চতুর্গুণ বাড়িত।

সাধন না করিলে যে করুণা করেন, তাহা সমস্ত জগতের জীবের জন্যই করেন। কেবল মাত্র সাধনই তাঁহার প্রত্যক্ষ করুণা লাভের উপায়।

১৭৬

কেবল মাত্র দুঃখই সম্বল করিয়া কেহ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে না; ভগবান equal distributor of সুখ ও দুঃখ। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এই সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। এর জন্য কান্নাকাটি করা যথার্থই অরণ্যে রোদন। এই সুখ দুঃখ ভোগ হইতে নিজেকে আল্‌গা করিয়া ভগবানের চরণে দিতে চেষ্টা করার নাম সাধন।

১৭৭

তোমরা সকলে রবিবারে বসিতেছ জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। মনে হইল, যেন নব-জীবন পাইলাম। অন্নদার নিকট আমি কোনও আদেশ করি নাই, অনুরোধ করিয়াছিলাম বটে। সাধনের সময়ে কথিত কয়টি কথা ছাড়া আমার আর কোন আদেশ তোমাদের উপরে নাই। তোমরা আমার অনুরোধ শুনিয়া একত্রিত হইতেছ জানিয়া খুব আহলাদ হইল।

বসিবার প্রণালী :—কোনও নির্দিষ্ট সময়ে বসিতে হইবে। কাহারও জন্য অপেক্ষা করা হইবে না। তবে পরেও কেহ যেন আসিতে পারে, এমন ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। বাতি নিভাইয়া একজন লীড করিবে, তাহার সঙ্গে সকলে সমস্বরে প্রাণায়াম করিবে। প্রত্যেক প্রাণায়ামের পর তিনটি রেচকের কুম্ভক। যাহার বেশি বেশি কুম্ভক করার অভ্যাস আছে, বাড়িতে অন্যদিনে সে নিজের মত কুম্ভক করিবে; কিন্তু এই বৈঠকী প্রাণায়ামে সর্বনিম্ন কুম্ভক-কারীকে সুবিধা দেওয়ার জন্য তিনটি নাম করিতে হইবে। মোট ১০৮টি

প্রাণায়াম হইবে। ইহাতে আধঘণ্টা লাগে। ইহার পর আধ ঘণ্টা চুপ করিয়া কেবল নাম করিবে। ইহার পর বাতি জ্বালাইবে। কোন একখানা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিবে। দুইখানা বই পড়িবে না। একখানা শেষ হইয়া গেলে আর একখানা আরম্ভ করিবে। পাঠের পর একটু নামকীর্তন হইবে। পরে হরির লুট দিয়া বৈঠক ভঙ্গ।

১৭৮

নামে সর্বদার জন্য আরাম বোধ করা নিষ্ঠা না হইলে হয় না। কিছুদিন নিত্য নিয়মিত সাধন না করিলে নামে নিষ্ঠা হয় না। ধৈর্যের সঙ্গে সাধন করিয়া যাও, ক্রমশ সমস্তই পাইয়া যাইবে। প্রাণায়াম কবিতে করিতে কাশি আসিলে তখন কিছু সময় থামিয়া শুধু নাম করিও, আবার প্রাণায়াম করিও।

সত্য বস্তুর চিন্তাকে ধ্যান বলে, তাহা কল্পনা নয়।

—গোঁসাইজী

ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্তি।

—গুরুগীতা

## সাত

## ধ্যান

### ১

মূর্তি ধ্যান চলিবে না। যাহাকে কখনো দর্শন কর নাই, তাহার ধ্যান করা মিথ্যার ধ্যান। এ সাধনে মনকে সামান্য একটু সুখ দেবার জন্য মিথ্যাকে কেন প্রশ্রয় দিবে?

একান্ত ইচ্ছা হইলে প্রণব অর্থাৎ ওঁ ( রক্তবর্ণ লেখা, চারিদিকে জ্যোতির্ময় মণ্ডল ) ধ্যান করিও। অথবা দেখিয়াছ, এমন বস্তুর ধ্যান করিও।

### ২

যখন চিত্ত উতলা হয়, পূর্ণ অবিশ্বাস ও অসোয়াস্তি মনকে অস্থির করে, এমন কি নামও ভাল লাগে না, তখন আমার মূর্তি চিন্তা করিতে চেষ্টা করিবে। আমার সম্বন্ধে তোমার যে ধারণাই, যত অবিশ্বাসই সময় সময় আসুক না কেন, আমি যে তোমার হিতৈষী, তোমার মঙ্গল হউক এই ইচ্ছাই যে সর্বদা করিয়া থাকি, সে বিষয় তোমার কোন সন্দেহই নাই, তাহা আমি জানি। সুতরাং হিতাকাঙ্ক্ষী বান্ধবের কথা স্মরণ করিতে বা তাহার মূর্তি চিন্তা করিতে দোষ নাই। সঙ্গে সঙ্গে নাম করিতে, অনিচ্ছায়ও—একটা চেষ্টা রাখিতে হইবে।

এ সব দুর্দশা মনুষ্য চিত্তের বন্ধন। নতুবা টাকাকড়ি বা স্ত্রীপুত্র বন্ধন নয়। এ বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতেই হইবে।

ধৈর্যই ধর্ম। রাস্তার এ অন্ধকার আর একটু অগ্রসর হইলেই কাটিয়া যাইবে; সম্মুখেই আলো। তাই বলিয়া দ্রুত নয়, ধীরে অগ্রসর হইয়া সম্মুখের আলোর নিকট যাইতে হইবে।

৩

তোমার গুরুকে ধ্যান করা ও গোঁসাইকে ধ্যান করা সম্পূর্ণ এক কথা। একটা একেবারে প্রত্যক্ষ ধ্যান আর একটা একটু পরোক্ষ হইলেও একই। আগুন ও আগুনের তাপটা দুইটা আলাদা নয়। যাহা খুশী করিতে পার, ফল কিন্তু একই হইবে। আসল কথা, দেহ ও আমি যে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু, কোনো ক্রমেই এক নহে, ইহা বুঝিতে ধাঁধা লাগে বলিয়াই যত গোল। এই যে 'আমার তিনি' বলিয়া মায়া, ইহা দেহটা লইয়া,—যাহা আগুনে পুড়িয়া যাইবে। থাকিবে যাহা, তাহা সব আধারে এক, এবং সেই এক সদ্‌গুরু রূপে অবতীর্ণ ভগবান নিত্য দেহী বিজয়কৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ। এ বিষয়ে সাক্ষাত মত বিস্তৃতভাবে বলিবার রহিল।

৪

ধ্যান—প্রণব ধ্যানই উৎকৃষ্ট। কিন্তু নাভিতে লক্ষ রাখিয়া ধ্যান করিলে তোমার পেটের ব্যারামের ঔষধ হইতে পারে, কিন্তু ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের ধ্যান হইবে না। ধ্যান ভ্রূ-মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে। মনে যদি পরিপূর্ণ সন্তোষ ও সরসতা রাখা যায়, তবে স্বাস্থ্য আপনা থেকেই ভাল থাকিবে। দুখের মধ্যে সাধকের স্বাস্থ্য নয়। প্রাণায়ামে পেটের বায়ু দূর হয়।

তোমাকে আশীর্বাদ করি, তুমি ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ না করিয়া আর বাংলা দেশের দিকে ফিরিও না। কোন প্রকার মোহ যেন তোমাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে না পারে।

৫

ধ্যান কাহাকে বলে, সে আলোচনা এখন অনাবশ্যক। আগে নামে শ্রদ্ধা ও রতি হোক, উহার পরে ধ্যান। ধ্যান করিলে নামে শ্রদ্ধা হয় না, নামে শ্রদ্ধা হইলে ধ্যান আসে। আগে পেট ভরা, পরে খাওয়া নয়; খাইলে পেট ভরিবে।

৬

'ওঁ' যেন জীবন্ত রক্ত বা হলুদ রং-এ লিখিত রহিয়াছে, এই ধ্যান করিবে। এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে কালে অন্য কিছু দর্শন হয় কিনা, তাহাই জানাইতে বলিয়াছিলাম। কিন্তু মনে যেন 'দর্শন দর্শন' ইচ্ছা না হয়। তুমি তোমার মত কেবল নাম ও প্রণবের উপরই লক্ষ রাখিবে।

৭

ওঁকার ধ্যানে যদি শ্বাসের দিকে মনোযোগ কমিয়া যায়, তবে ঐ ধ্যানের আবশ্যক নাই। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামই প্রধান কথা। আর সব আপনা হইতে আসিবে।

৮

কল্পনা করিয়া ধ্যান করা নিষেধ। গুরুমূর্তি নিজে যখন চোখে দেখিয়াছ তখন ঐ মূর্তি ধ্যান করা কল্পনা নহে। উহা করা যায়।

৯

ধ্যানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ—আরও কিছুদিন না গেলে সে সম্বন্ধে কিছু বলিব না। আগে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নামটি যাহাতে উত্তমরূপে গাঁথিয়া যায় সেই দিকে ধ্যান রাখিও। নামে ও শ্বাসে মিশিয়া গেলে তখন আর ভাবনার কিছুই থাকিবে না। সব আপনা আপনি হইয়া যাইবে।

১০

হ্যাঁ, একান্ত ইচ্ছা হইলে ধ্যান করিতে পার; উহাই স্বাভাবিক ও সহজ ধ্যান। কিন্তু খবরদার, এ কথা যেন দ্বিতীয় আর কাহারও নিকট বলিয়া হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্গিও না। উহাতে তোমারই ক্ষতি হইবে। শীঘ্রই তোমার কথিত ফটো পাইবে। মাদারিপুর হইতে বোধ হয় বাঁধাইয়া আনিতে পারিবে।

কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ ছাড়া শ্রেয়ো নাহি আর।

—শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

## আট

## সঙ্গ ও সাধু সঙ্গ

১

ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সর্বাবস্থায় নাম শ্বাসে-প্রশ্বাসে করিতে চেষ্টা করা এবং যতটা সম্ভব সাধু সঙ্গ ( গুরু, গুরুভ্রাতার সঙ্গ এবং ঋষি প্রণীত গ্রন্থ পাঠ করার নাম সাধুসঙ্গ ) এই দুইটি করা ব্যতীত বর্তমানে তোমার কোন প্রশ্নেরই অন্য কোন জবাব নাই।

২

তোমরা যে কয়টি ওখানে আছ, মাঝে মাঝে একত্রিত হইয়া দুই চারি ঘণ্টা কাটাইবার বন্দোবস্ত আছে তো ? গুরুভ্রাতাদের সঙ্গই যথার্থ সাধু সঙ্গ।

৩

বহুসঙ্গ করিও না, বহুসঙ্গ বেশ্যা-সঙ্গের ন্যায় অপকারী। গুরু নানক বলিয়াছেন, নাম ও শ্রীগুরু সঙ্গই যথার্থ সাধুসঙ্গ। যার তার সঙ্গ করিলে বহু-সঙ্গের পাপ হয়।

৪

আমি কলিকাতায় বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাই আর তোমাদের খবর দিবার কথা মনেই হয় নাই। সে জন্য দুঃখ করিও না। মাঝে মাঝে অন্তত রবিবার শৈলেনের বাড়ি যদি সাধন বৈঠকে যোগ দাও, তবে সর্বদা সব খবর জানাও হয়, এবং গুরুভ্রাতাদের সঙ্গের কিরূপ অপরিসীম গুণ তাহাও বুঝিতে পার। গুরুভ্রাতাদের সঙ্গই যথার্থ সাধু সঙ্গ।

৫

তুমি বেশি দিন আমার কাছে থাকিতে পার নাই, বা নিজ হাতে খাওয়াইতে পার নাই বলিয়া দুঃখ করিও না। সঙ্গ কেবল কাছে থাকিলেই হয় না। চিন্তা ও ধ্যান দ্বারা যে সঙ্গ হয়, অনেক সময় কাছে থাকা হইতেও

উহা অধিক তৃপ্তিপদ। আমাকে কোনো কিছু খাওয়াইতে একান্ত ইচ্ছা হইলে তুমি উহা রান্না করিয়া প্রশান্ত মনে ঠাকুরের আসনের নিকট তুলসী দ্বারা ভোগ দিও, এবং অন্তত পনেরো মিনিট ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিও; আমি উহা খাইব, জানিবে। তোমার প্রাণের কোনো ভাবই আমার অজ্ঞাত নহে; আমি দর্পণের মত তোমার প্রাণটি দেখিতে পাই। মনে মনে অসঙ্কোচে যে ভাবে ইচ্ছা তুমি তো আমাকে লইয়া কাটাইতে পার। বাহ্যিক কাছে থাকা অপেক্ষা উহা কম আনন্দদায়ক নহে। খুব অবিশ্রান্ত নাম লইয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে; নাম যত গভীর হইবে, আমাকে ততই নিকটবর্তী মনে হইবে। সেবার জন্য টাকা পয়সা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। একান্ত ইচ্ছা হইলে এই ভাবে এক আধ টাকা পাঠাইতে পার। আমি তোমাদের কাছে টাকা চাই না;—আমি চাই—তোমাদের সরল প্রাণের সহজ প্রীতি। একমাত্র নাম দ্বারাই আমার পূজা ও তৃপ্তি হয়। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম অভ্যাস করিতে চেষ্টা করিবে

৬

এবার প্রায় সাড়ে চারি মাস আমার সঙ্গে ছিলে। ইহাতে সঙ্গ জনিত একটা মায়িক টান বেশী হওয়া স্বাভাবিক। এই মায়িক টান সাধনের সঙ্গে যুক্ত হইলে স্থায়ী হয় এবং আরও বেশী আরামপ্রদ হইয়া থাকে।

৭

এক বাড়িতে বাস করাকে সঙ্গ বলে না, এক মনে জগতে বাস করার নাম সঙ্গ, উহা দূরে থাকিলেও হইতে পারে। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করিতে পারাই যথার্থ গুরুসেবা। গুরু সেবার অবস্থা না আসিলে সেবা করা যায় না। জল দেওয়া কাপড় ধোয়া ইত্যাদি সেবা তিন টাকার একটা চাকর দ্বারাও হয়। উহাকে গুরু সেবা বলে না।

আগে নামে ডুবিয়া যাইতে অভ্যাস কর। ঐটি হইলে সবই হইবে। নতুবা কেবল বক্তৃতাই সার। 'সাধন-উপদেশ' বইটি মাঝে মাঝে পড়িও। উহার সব নিয়ম প্রাণপণে পালন করিতে চেষ্টাযুক্ত থাকিলেই ক্রমশঃ নাম ভাল লাগিবে, নামে শ্রদ্ধা হইবে।

* * * *

নিয়মিত ভাবে আসনে বসা চাই। এই নিয়মিত বসার অভ্যাস না হওয়া

পর্যন্ত কিছুই হইবার উপায় নাই। সবই তোমার ভিতরেই আছে, উহাকে ফুটাইয়া তোলাই সাধনা।

৮

চিরকাল তো আমার দেহটাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। ভিতর হইতে যাহাতে যথার্থ আমার সঙ্গ লাভ হয়, কেবল নিত্য সাধনই তাহার একমাত্র উপায়।

৯

তুমি বড় বিচলিত হইয়া পড়িয়াছ। এ সময়ে এই উৎসব উপলক্ষে এখানে আসিতে পারিলে গুরুভাইদের সঙ্গে অনেকটা তাজা হইয়া যাইতে পার। যদি ব্যবস্থা করিতে পার, তবে এসো।

১০

বিদেশে একদিকে যেমন কষ্ট ও অসুবিধা আছে, অন্যদিকে ভগবৎ কৃপা উপলব্ধি করিবার যোগ্য স্থান-কাল-পাত্র ঐ বিদেশের নিঃসঙ্গ একাকীত্ব। তুমি যাঁহার, যাঁহাকে পরিপূর্ণরূপে আপনজন রূপে পাইতে আকাঙ্ক্ষা কর, তিনি তো সঙ্গেই রহিয়াছেন।

১১

তোমার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা বাস্তবিকই দুঃখজনক। সৎসঙ্গের অভাবই ইহার প্রধান কারণ বটে, কিন্তু একমাত্র কারণ নহে। সঙ্গ মানব জীবনে কিরূপ সঞ্জীবনী সুধা তাহা বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া লও। অহরহ বা অবসর সময়ে প্রাণপণে, একান্ত অনিচ্ছা সত্বেও কেবল নামের সঙ্গ করিতে আগ্রহবান হও। গোঁসাইয়ের একখানি চরিতামৃতের ধরণের জীবন চরিত বাহির হইয়াছে। কলিকাতা গিয়া উহার একখানি তোমাকে ভি. পি. করিয়া পাঠাইব। প্রত্যহ এই গ্রন্থ পাঠ করিবে।

১২

গুরুভ্রাতাদের সঙ্গের অভাবে দিন দিন তোমার ভিতরে শুষ্কতা আসিতেছে। এ জন্য গোঁসাই সম্বন্ধে গ্রন্থাদি পাঠ করা, এবং কীর্ত্তন করা একান্ত আবশ্যক মনে করি।

১৩

বৎসরে অন্তত একবার শ্রীগুরু দেহে থাকিলে তাহার সঙ্গে কয়েকটা দিন

কাটানো খুবই কল্যাণকর। নামের সঙ্গই যথার্থ শ্রীগুরুসঙ্গ। নাম করিলেই গুরুসঙ্গ হয়। তথাপি দেহের সঙ্গ আবশ্যক, সন্দেহ নাই। না পারিলে অযথা দুঃখ করিয়া লাভ নাই।

১৪

নারায়ণগঞ্জে গোঁসাইগণের সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিচিত হইবে, এবং সর্বদা তাঁহাদের সঙ্গ করিবার জন্য উৎসুক থাকিবে। * * * * গোঁসাই শিষ্যগণকে অবিচারে গুরুর মত মান্য করিবে। উহাঁদের সঙ্গই তোমাব পক্ষে একমাত্র পবিত্রাণের উপায়।

তাপমুক্ত না হলে প্রকৃত ধর্মের খোঁজ পাবার যো নাই।
ভগবানই ধর্ম

—গোঁসাইজী

## নয়

## ধর্ম ও ধর্মোপদেশ

১

ভগবৎ প্রাপ্তিই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য। উহার জন্য যদি বিবাহ করিলে সুবিধা হয়, তবে বিবাহ করাই ভাল। যদি বিবাহ না করিলে সুবিধা হয়, তবে বিবাহ না করাই ভাল।

শ্রদ্ধাপূর্বক শাস্ত্র মানিলে উহার আদেশও মানিতে হয়। শাস্ত্রে পুত্রলাভের জন্য বিবাহের বিধান আছে। তোমার পুত্র আছে, সুতরাং বিবাহের প্রয়োজন নাই। কিন্তু ধর্মার্থীর জীবন যদি কামের জন্য উদ্বেগপূর্ণ হয়, তবে বুঝিয়া শুনিয়া বিবাহ করাই উচিত। এখন এ বিষয়ে তোমার আত্মচিন্তা করিয়া দেখা উচিত মনে করি।

১। পরস্ত্রী দেখিলে কাম হয় কিনা। ২। যদি না হয় তবে তো ভালই; যদি হয়, তবে সে কাম নিজে চেষ্টা ও সাধন দ্বারা দমন করিতে পার কিনা। ৩। সময় সময় স্ত্রী লইয়া সাংসারিক সুখে কাটাইবার প্রবল ইচ্ছা হয় কিনা। ৪। এই স্ত্রীরমণের সুখ ও বুড়া বয়সে ভাত জল নিশ্চিন্ত মনে খাইবার সুখ হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত করিয়া চিরজীবন বামুনের রান্না পোড়া ভাত খাইয়া সাংসারিক নানা অসুবিধায় কাটাইতে তোমার মন প্রস্তুত কিনা।

* * * * এ বিষয় আমি তোমাদের কোনো প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আদেশ করিব না। বিবাহ করা না করা সম্বন্ধে তোমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলাম। যাহা ভাল মনে হয়, কর।

২

ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে,—Take care for to-day, to-morrow will take care of itself.

নিজ জীবনের কোনও সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে, যাহারা মোক্ষার্থী তাহারা কখনও ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিতে বসেন না। তাহারা বর্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা বর্তমান কার্য বিবেচনা করেন। তাহারা জানেন বর্তমানে যাহাতে মঙ্গল হইবে, ভবিষ্যতেও উহা দ্বারা অমঙ্গল আনয়ন করিবে না। কেননা মঙ্গল হইতে কখনো অমঙ্গলের জন্ম হয় না। এই জন্য মোক্ষার্থীদের কোন সিদ্ধান্তই একেবারে চিরদিনের জন্য নহে। আজ যাহা সিদ্ধান্ত হইল, কাল নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন হইলে, সে সিদ্ধান্তেরও পরিবর্তন হইতে পারে। কেবল নিজের অবস্থার পর্যবেক্ষণ করিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

অতএব তুমি বিবাহ করিবে কিনা—এই সিদ্ধান্ত করিতে হইলে ভোঁদা বাঁচিবে কিনা—এই বিচার নিতান্তই মোহাচ্ছন্নের বিচার, মোক্ষার্থীর নহে।

আর একটা জন্ম হইবে কিনা—এই বিচারও নিতান্ত অনধিকার চর্চা; ইহা অনধিকারীর বিচার, মোক্ষার্থীর নহে।

নূতন গিন্নীর দ্বারা সুখ হইবে কিনা—এ বিচারও স্বার্থপর আরামপ্রার্থীর বিচার, মোক্ষার্থীর নহে।

বিবাহ সম্বন্ধে একমাত্র বিবেচ্য, তোমার নিজের মন। অন্য যাহা কিছু দ্বারা বিবাহের বিচার করিবে, তাহাতেই সাংসারিক কার্য হইতে পারে, কিন্তু মোক্ষার্থীর কার্য নহে।

তোমরা নিজেদের ঘর দুয়ার নিজ হাতে জ্বালাইয়া দিয়া পথে বাহির হইয়াছ, সেই অনন্ত মহান প্রেমময়ের উদ্দেশ্যে। এখন আর কে মরিল, কে বাঁচিল, কয়টা জন্ম হইল না হইল, এ সব বুদ্ধির বিচারের সময় কোথায়? নাচতে নেমেছ, তবে আর ঘোমটা কেন, বাবা?

এখন একমাত্র বিবেচ্য পায়ের কাছে কাঁটা জমেছে কিনা। রাস্তায় চলার সমস্ত বাধাকে নির্মম ভাবে দলিয়া অগ্রসর হইতে হইতে হইবে। উহাতে যাহা হয়, হোক।

রাস্তার কাঁটা কি? অনেক কাঁটা আছে, তাহার মধ্যে প্রধান একটি—কাম।

কাম দমন করিতে হইবে। যদি দমন করিতে বেশী বেগ পাইতে বা বিব্রত হইতে হয়, তবে এই পশুটার সঙ্গে কেবল মারামারি লইয়া দিন না কাটাইয়া, ইহাকে কিছু কিছু খোরাক দিলে যদি পশুটা চুপচাপ থাকে, তবে

তাহাই শ্রেয়। মোক্ষার্থীর ইহাই বিচার। এর জন্য মোক্ষার্থীর পক্ষে অনেক সময় বিবাহ না করা অপেক্ষা করায় রাস্তা বেশী সুগম হয়।

তোমায় যখন এই পশুটার অত্যাচার অসহ্য হয় নাই, তখন বিবাহ করিও না। আগামী কল্য যদি বেশী বিব্রত বোধ কর, তখন করিও। এই প্রকার মনের অবস্থা থাকা চাই। ভোঁদার কথা, জন্মের কমতির হিসাব যেন নিজের পথ স্থির করার সময় তোমার মনেও স্থান না পায়।

বিবাহ করিও না। পরের কথা পরে। সর্বদা তোমার বিচার যেন তীক্ষ্ণ থাকে। চরিত্র বজায় রাখার অর্থই ধর্মের পথে বিবচরণ করা। হয় ব্রহ্মচর্য দ্বারা অথবা বিবাহ করিয়া চরিত্রকে বজায় রাখিতে হইবে।

৩

লোকের কাছে অপমানিত না হইয়া যদি কেবল দীন দরিদ্র হইতে হয়, উহাতে আপত্তি নাই। কোন স্বার্থের জন্যই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিও না। তুমি যদি একটু আত্মস্থ হও, তবেই বুঝিবে ভগবান তোমাকে ফকীরই করিয়াছেন, সংসারী করা তাঁহার ইচ্ছা নয়। সেই ভগবানকে বা সত্যকে তুমি কেন ত্যাগ করিবে ?

৪

বৈধভাবে বিষয় ভোগ করিলে ধীরে ধীরে বাসনা কমে। ত্যাগের পথ বড়ই কঠিন ও অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। ভোগের পথই সর্বাপেক্ষা সহজ ও শান্তিকর। বৈধরূপে ভোগ করাই যথার্থ কল্যাণকর, অবৈধ ভোগ করিলে উহা আব ভোগ থাকে না—উহার নাম উপভোগ। উপভোগে সর্বনাশ হয়, এবং ক্রমশঃ ভোগের বাসনা আরও বাড়ে।

পতি আর উপপতিতে যে পার্থক্য, ভোগ ও উপভোগে সেই পার্থক্য। ভোগ দ্বারা বাসনা ক্রমে কমে; উপভোগ দ্বারা ক্রমশ বাড়ে।

বাহিরের ঠাট বজায় রাখিয়া লোকের নিকট ভালমানুষ রূপে পরিচিত হওয়ার নামই নরক। এই কপটতা রূপ নরক হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে পারার নামই মনুষ্যত্ব।

নিজের Sentiment বজায় রাখিতে গিয়া ধর্ম হইতে যদি চ্যুত হইতে হয়, সে Sentiment ও কোমলতার কোন মূল্য নাই। কোমলতা তখনই সুন্দর, যখন উহার সঙ্গে সত্য ও সরলতার যোগ থাকে।

নিজের ভিতর বাহির যাহাতে এক হইয়া যায়, তাহাই সাধকের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভালই হই আর মন্দই হই, সৎ হই বা অসৎ হই, স্ব স্ব প্রকৃতিতে অবস্থিতি করা অর্থাৎ ভিতর বাহির এক হইয়া যাওয়াই আত্মদর্শন। এই আত্মদর্শন না হইলে কিছুতেই ব্রহ্মানুভূতি হইবার উপায় নাই।

৫

নিয়মমত বিশুদ্ধভাবে থাকিলে স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই ভাল থাকে। তবে দেহ শুষ্ক হইতে পারে। তাহাতে কিছু যায় আসে না। তেল্‌তেলে মোটা শরীর বিলাসী ব্যক্তির উপযুক্ত। উহার কোন আবশ্যক নাই। কিন্তু বীর্যরক্ষার ভিতরে এমন একটা শক্তি উদ্‌বুদ্ধ হয়, সহস্র মোটা মানুষের শক্তি উহার নিকট কিছুই নহে। নিজেকে দেহ হইতে আলাদা ভাবিতে চেষ্টা করিও।

সংসারের সুখদুঃখ ঝঞ্ঝাট যখন ঘাড়ে লইলে না, তখন যাহাতে ধর্মজগতের সবখানি আরাম ও আনন্দ লুটিয়া লইতে পার, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিও। নিজের সঙ্গী ও বন্ধুবান্ধব নির্বাচন করিতে খুব সাবধান হইবে।

* * * * যাহা কর, একটা নিয়ম করিয়া সারাদিন-রাত চলিও। নিয়মে থাকিলে মানুষের অর্ধেক দুর্দৈব নষ্ট হয়। অনিয়মে সৎ কাজ করিলেও উহা শুভদায়ী হয় না।

৬

তোমার চিঠি পড়িলাম। কিন্তু কি যে লিখিয়াছ তাহা ভাল বুঝিলাম না। তুমি যদি যথার্থ বিবাহ করিতে ইচ্ছুক না হও, তবে কি মামা, কি দাদু, কি পাড়ার লোক কাহারও আলোচনা বা চিঠিপত্র ব্যবহারে কিছুই আসে যায় না।

কিন্তু বিবাহ না করিতে হইলে যে ভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়াইতে হয়, তাহা তুমি পার নাই। তোমার movement এ, তোমার বিবাহ করার বিশেষ অমত প্রকাশ পায় নাই। কাজেই তাহারা নানারূপ জল্পনা করিয়াছে।

বিবাহ করিলে ধর্মলাভ হয় না, এ কথা মিথ্যা। নিত্য নিয়মিত ভজন করিলে বিবাহ করা না করায় কিছু যায় আসে না। এবং গৃহস্থ হইয়া ধর্মানুগত হওয়া অনেকটা নিরাপদ।

বিবাহ না করিয়া পারিলে পরাধর্ম শীঘ্র শীঘ্র লাভ হইতে পারে, সেকথা ঠিক, কিন্তু রাস্তা বড়ই পিচ্ছিল। স্ত্রীজাতির প্রতি দারুণ একটা বিজাতীয় বোধ না থাকিলে, এ পথে পদে পদে পতনের ভয় আছে। নিজের দৃঢ়তা সম্পূর্ণ

থাকিলেই, তবে গুরু কৃপা করিয়া এ পথে রক্ষা করেন। তোমার সে দৃঢ়তা সর্বদার জন্য থাকে না, কখনও কখনও আসে। মুখে যতই দৃঢ়তা কর, তোমার অন্তর বিবাহের উপর বিদ্বেষ সম্পন্ন নহে।

সুতরাং তোমার পক্ষে বিবাহ করাই আমি উচিত মনে করি। বিবাহ দোষের নয়।

৭

নিজ প্রয়োজনীয় যাহা কিছু, অর্থাৎ ভাত কাপড়, উহা নিজেকেই উপার্জন করিয়া লইতে হইবে। নহিলে কোন ধর্মই হইবে না।

উপার্জনের যথেষ্ট চেষ্টা করাই তোমার কার্য; ফল কী হইবে তাহা তিনি জানেন, যিনি তোমার আহার যোগাইতেছেন।

বর্তমানে তুমি ঐ চেষ্টা করিবে এবং যথাযথ সাধন করিবে। ঐ ভাবে চলিলেই তোমার পক্ষে যে রাস্তা উৎকৃষ্ট হইবে, ভগবান তোমাকে সেই রাস্তায়ই লইয়া যাইবেন। সংসার করিতেই হইবে অথবা সংসার করিব না—এই দুইটির কোনটাতেই যেন তোমার সংকল্প না থাকে। নিজে কোন ইচ্ছা রাখিও না। কেবল চেষ্টা কর। এই পথে চলিলেই ঠিক পথে চলা হইবে।

প্রত্যহ নিয়মিত যে সাধন করে, তাহাকে কোন মিথ্যা বন্ধনই আটকাইয়া রাখিতে পারে না।

৮

বাবা, তোমার বয়স হইয়াছে। ফকীর হইয়া যাওয়া বা সংসার করা, ইহা দ্বারা ধর্মাধর্ম বিচার হয় না। সৎ ভাবে সংসার করাই আমি যথার্থ ধর্ম মনে করি। তুমি এখন যদি যথাযোগ্য বিবাহ করিয়া সংসার কর, তবে তাহাতে তোমার ধর্ম নষ্ট হইবে না। আমি তোমাকে কোন আদেশ করিনা,—কেবল নির্জনে নিজের মনে মনে বিচার করিয়া দেখিতে বলি। তুমি খুব দৃঢ় চিত্তে সত্যভাবে বিচার করিয়া যাহা উচিত মনে কর, তাহাই কর। তোমার কর্ম ক্ষয় হইলে আপনা হইতেই রাস্তা পরিষ্কার হইয়া আসিবে। জোর করিয়া কিছুই হইবে না। ধর্ম সম্পূর্ণরূপে ভিতরের বস্তু। আমাদের শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার অনুষ্ঠানের দিকে মন দিবার আবশ্যক নাই। যাহা হইবার, যাহা উচিত ও কল্যাণকর, মাত্র নামের দিকে খেয়াল রাখিলে সে সমস্তই আপনা হইতে হইবে।

৯

সংশয় ও সন্দেহ মানব জীবনের ধর্মভিত্তি গড়িবার উপকরণ মিলাইয়া দেয়। সন্দেহের ঘাত প্রতিঘাত না থাকিলে মানব মনে যথার্থ জিজ্ঞাসার উদয় হইত না। যাহার প্রাণে জিজ্ঞাসা আসিয়াছে, ভগবানের দরবারের আঙ্গিনার দরজা তাহার নিকট উন্মুক্ত হইয়াছে। এই সংশয় যাহার যত বেশী, পথের সম্বল তাহার তত বেশী সংগৃহীত হইবার উপায় আছে। এ জন্য দুঃখিত হইবার কিছু কারণ নাই।

যাহারা সারাদিন বিষয় লইয়া কাটায়, বিশ্বেশ্বর তাহাদের দুয়ারে আসিয়া বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যান। মাঝে মাঝে তাঁহার ফাঁদে নিজেকে ধরা দিতে হয়। যাহার জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে, ক্ষুধার উদ্রেক হইতে তাহার বড় বেশী দেরী হয় না। এবং ক্ষুধা জন্মিলেই অন্নের অভাব হয় না।

* * * * সর্বদা অবসর পাইলেই সদ্‌গ্রন্থ পাঠ এবং সৎসঙ্গ করা উচিত। যত বড় সংশয়ই থাকুক না কেন, সৎসঙ্গ করিলে যে কল্যাণ হয়, সে সন্দেহ বোধ হয় কাহারও নাই।

আপনার দৃঢ়তার ভিত্তি পোক্ত হউক, এই আশীর্বাদ করি। জীবনের দিনগুলি ক্রমে কমে ছাড়া বাড়ে না। এ কথা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে।

১০

আপনার আর্তি ও আগ্রহ দেখিয়া আনন্দ বোধ করিতেছি। যথার্থ যাহার প্রাণ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, প্রার্থিত বস্তু না পাওয়া পর্যন্ত সে কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পাবে না। সে হাজার টাকা রোজগারের সন্ধান জানে, একশ টাকা পাইয়া তাহার মুখে হাসি বাহির হইবে কেন? নিজের জীবনেই দেখিয়াছি, উৎকণ্ঠা ও কাতরতা আসিলে অভীষ্ট বস্তু সুদূরে থাকেন না। আপনার যথার্থ ধর্ম লাভ হউক, এই আশীর্বাদ করি।

১১

গোঁসাইজীর পট ইচ্ছা হইলে সাময়িক ভাবে স্থাপন করিয়া পূজা করিতে পার। চৌকী কিংবা শুধু মেঝের উপর একখানা আসন বা গৈরিক রঙের কাপড় পাতিয়া, তদুপরি বসাইবে। প্রভাতে স্নান করিয়া, বা অসুস্থ থাকিলে কাপড় ছাড়িয়া ঘরে যাইবে এবং ইচ্ছামত ঘর পরিষ্কার করিবে। কাচের উপর, নাম করিয়া, চরণ ধ্যান করিতে করিতে তুলসী দিবে। ইচ্ছামত ফুল

ইত্যাদি দ্বারা আসন ও ছবি সাজাইতে পার। যে কোন রঙের ফুল, তুলসী, বেলপাতা ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। সবই নিজের নাম করিয়া দিবে, অন্য মন্ত্র নাই। পাঁচবার ভোগ দেওয়ার নিয়ম। ইহার মধ্যে তুমি যে কোন একটি, দুইটি, ততোধিক বা পাঁচটিই দিতে পার। প্রাতে পূজার পরে বালভোগ। একখানা বাতাসা বা দুইটি ছোলা ভিজানো বা লুচি পুরি যাহা খুসি বালভোগ দিতে পার। ভোগ সামনে রাখিয়া উহাতে নাম করিয়া তুলসী দিয়া প্রণাম করিয়া খুব কাতর ভাবে বলিবে, 'খাও'। প্রত্যেক ভোগের সঙ্গে গ্লাসে জল ও পৃথক পাত্রে আচমনের জল, মুখশুদ্ধি একটি এলাচের দানা বা লবঙ্গ দিবে। ইহার উপরও তুলসী দিবে। প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিবে। বালভোগে পাঁচ মিনিট দরজা বন্ধ রাখিতে হয়। দ্বিতীয় মধ্যাহ্ন ভোগ। ইহাতে অন্ন ও নিরামিষ ডাল তরকারী ইত্যাদি ভোগ দিতে হয়। জল ও মুখশুদ্ধি সমস্ত ভোগেই দিতে হয়। মধ্যাহ্ন ভোগে কুড়ি মিনিট দরজা বন্ধ রাখিতে হয়। তৃতীয় বৈকালী, বিকেলে ৪ টা ৫ টার সময় একখানা বাতাসা, একটু দুধের সর বা দুধ বা কোনো মিষ্টি যাহা খুসি। বৈকালী ভোগে দশ মিনিট দরজা বন্ধ রাখিতে হয়। চতুর্থ লুট, প্রত্যহ সন্ধ্যায় বাতাসা লুট দিবে। ইহাতে তুলসী দিতে পার কিন্তু দরজা বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিবার দরকার নাই। একটু নামগান করিয়া লুট দিলে ভাল হয়। নতুবা অমনি হরিবোল বলিয়া লুট দিবে। অন্য ভোগ দাও না দাও, ফটো স্থাপনা করিলে এই সন্ধ্যার লুট দিতেই হইবে। পঞ্চম শৃঙ্গার ভোগ। রাত্রে দিবে। লুচি পুরি হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য একটু দুধ বা একখানা বাতাসা দিলেও চলে। শৃঙ্গার ভোগ পনেরো মিনিট দরজা বন্ধ রাখিতে হয়।

আরতি দুইবার করার নিয়ম। ভোরে মঙ্গল আরতি। কর্পূর একটা পাত্রে রাখিয়া ম্যাচ ধরাইলে উহা জ্বলিতে থাকে। উহা দ্বারা আরতি করিবে। সান্ধ্য আরতি পাঁচটি জিনিষ দ্বারা করিতে হয়। প্রথমে দীপ অর্থাৎ পঞ্চপ্রদীপ। পঞ্চপ্রদীপ ঘৃত দ্বারা সাজাইলে ভাল হয়। অভাবে তেল। দ্বিতীয় ধূপ। তৃতীয় জলশঙ্খ। চতুর্থ পুষ্প। পঞ্চম বস্ত্র খণ্ড বা চামর। আরতির অনেক নিয়ম আছে। সাক্ষাত ভিন্ন তত কথা লেখা অসম্ভব। এই পাঁচটি বা ইহার যে কোন একটি দ্বারা আরতি চলে। দক্ষিণ চরণে তিনবার, বাম চরণে তিনবার, মুখে তিনবার এবং সমস্ত জড়াইয়া

তিনবার এই দ্বাদশবার ঘুরাইলেই আরতি হয়। নিজের ইচ্ছামত বেশী করা যাইতে পারে। মোটামুটি নিয়ম লিখিলাম বটে, কিন্তু কিছুই যেন বলা হইল না। বিবাহ করিয়া মানুষ যেমন সংসারী হয়, ঠাকুর সেবা করার অর্থ, ঠাকুরকে লইয়া সেই প্রকার সংসারী হওয়া। এইটি মনে থাকিলেই হইল ঃ

তোমার এখন স্থায়ী ভাবে সংসারী হওয়ার আবশ্যক নাই। দুই পাঁচদিন 'সখ' করিয়া হইতে পার।

১২

শুষ্কতা খুব প্রয়োজন। উহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। শুষ্কতা ও অবিশ্বাস ধর্ম জীবনের পরখ। নাম করিতে হইবে।

১৩

অপর্যাপ্ত ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করিলে, যদি উহা পরস্ত্রীর উপর না হয় তবে ঐ কার্য দ্বারা কেবল নিজেরই সর্বনাশ করা হয় ; সুতরাং পরের নিকট উহার জন্য কোনো জবাবদিহি করিতে হইত না। কিন্তু নানা উপায়ে অর্থোপার্জন করা বড় ভয়ানক। যাহাকে ঠকাইয়া বা নির্যাতন করিয়া অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহার নিকট একদিন করযোড়ে বিচারপ্রার্থী হইতে হইবে। উহারই নাম প্রকৃতির প্রতিশোধ। প্রকৃতি দেবীর সঙ্গে এ পর্যন্ত অনেকেই যুদ্ধ বাঁধাইয়াছে, কিন্তু যত বড় বলবানই হউক না কেন, সকলকেই সম্পূর্ণ পরাস্ত হইতে হইয়াছে। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া এই নিশ্চিত হারবিশিষ্ট বিফল যুদ্ধে অগ্রসর হইও না। অন্যান্য উপায়ে যাহা কিছু উপার্জন করিবে উহার চতুর্গুণ অর্থ ব্যাধি, জ্ঞাতি ও চোর দ্বারা অপহৃত হইবে এবং অষ্টগুণ মানসিক যন্ত্রণা পাইতেই হইবে। এ জন্মেই—তোমাকে নিঃশ্বাস ফেলিয়া একটু অবসর লওয়ার জন্য পরজন্ম পর্যন্ত সময় দেওয়া হইবে না। ইহা অঙ্ক শাস্ত্রের সত্য গণনা—বুঝিতে কোন গোল হইবার কারণ নাই।

১৪

বড় বেশী অধৈর্য হইয়া পড়িয়াছ। নিজে সাধ করিয়া যাঁহার খাতায় গোলাম বলিয়া নাম লিখাইয়াছ, বড়ই দয়াল জানিয়াই কি তাঁহার গোলামী গ্রহণ কর নাই ? এখন যদি তিনি তোমার এ ফাটা বুক দেখিয়াও এবং দয়াময় হইয়াও খোকাকে কাড়িয়া লন, তুমি গোলাম—চিৎকার করিয়া কাঁদা

ছাড়া আর কি গতি আছে? সেই পরম সুন্দরের তোমার চেয়ে মহৎ কত গোলাম আছে। তিনি যে আমাদের মত নগণ্যের প্রাণের দিকে চাহিয়া চলিবেন, এমন দুরাশা করিব আমরা কেন? আমাদের মত ছটাক প্রাণের হাজার হাজার গোলাম মরিয়া নিষ্পেষিত হইয়া যাক্—তাঁহার খেয়াল পূর্ণ হোক।

ভয় নাই, স্থির হও। বিপদ—তাই ইহার সঙ্গী ধৈর্য তোমার সহচর হোক। ধৈর্য ও ধর্ম একই কথা।

১৫

আমার আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে; এখন তোমাদিগকে আর কোনো ভাব গোপন করিয়া ভদ্র ব্যবহার করিব না, ইহা স্থির করিয়াছি। সুতরাং যদি শ্রুতিকঠোর কোনো কথা বলি, তবে বুড়ো বাপ বলিয়া ক্ষমা করিতেই হইবে।

বহু পূর্বে তোমার কাশী হইতে বদলী হইবার অল্প কয়দিন পরেই তোমাকে আমি তোমার আয়ের শতকরা দশটাকা করিয়া ধর্মকার্যে ব্যয় এবং শতকরা দশটাকা করিয়া জমাইতে লিখিয়াছিলাম। তুমি ইহা লইয়া পত্রে আমার সঙ্গে বহু তর্ক করিয়াছিলে। আমি বলিয়াছিলাম, যদি ইহা না কর, তবে ব্যাধিতে, দৈবদুর্বিপাকে ও নানারূপ বিশৃঙ্খলায় উহার চতুর্গুণ খরচ হইয়া যাইবে। অথচ স্ব-ইচ্ছায় ইহা করিলে ব্যাধি এ দুর্বিপাক যথেষ্ট কম হইবে।

এখন হিসাব করিয়া দেখ, দাতব্য দশমাংশ অপেক্ষা চতুর্গুণ টাকা ডাক্তাররা তোমার নিকট হইতে লইয়াছে কিনা। অবশ্য যথাযোগ্য দান করিলে যে এত ব্যাধি হইত না, তাহার প্রমাণ দিতে পারিব না; কিন্তু নিশ্চয়—নিশ্চয় হইত না।

তোমরা সাধনভজন একেবারেই কিছু কর না। তদুপরি অর্থ উপার্জনে যে আংশিক পাপ সঞ্চয় হয়, সে জন্য যথাযোগ্য দানও কর না। কেবল মাত্র গুরুতে তোমাদের স্বামী স্ত্রী দুইজনের যে প্রাণের অপরিসীম টান আছে, তাহা দ্বারা তোমরা পুনঃ পুনঃ বহু বিপদের হাত হইতেও এড়াইয়া যাইতেছ. এবারও এড়াইবে। কাহারও সাধ্য নাই, তোমাদের ক্ষতি করে। কিন্তু বিপদেই পড়িবেই না, এমন ভাবে তোমাদিগকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। জগতে বিশেষত সংসারে বিপদ-আপদ আসিবেই। ধীর ভাবে উহা সহ্য করিতে হইবে। কোনো ভয়ের কারণ নাই।

১৬

তোমার কর্তব্য কি জিজ্ঞাসা করিয়াছ। জীবনের উদ্দেশ্য শান্তি লাভ করা। অনন্ত কাল হইতে এ পর্যন্ত নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়া বহু বহু মহাজনেরা একবাক্যে বলিয়াছেন—সমসাময়িক জগতের কল্যাণের স্রোতে নিজেকে মিলাইয়া দিয়া উর্দ্ধমুখে চাতকের ন্যায় ভগবানের দিকে চাহিয়া থাকা ব্যতীত আর কিছুতে শান্তি নাই।

সন্ন্যাসী হইয়া শান্তি বর্তমান জাগতিক অবস্থায় সম্ভব নহে। এখন বনে ফলমূল দুর্লভ; যাহা আছে সব গভর্ণমেণ্টের বন বিভাগের ছাপ মারা; যে-সে সে ফল গ্রহণ করিতে পারে না। স্থতরাং এখন সন্ন্যাসী হইয়াও লোকালয়ে বাস করিতে হইবে, এবং ভাতের জন্য অপর লোকের দ্বারস্থ হইতে হইবে। তবে আর সন্ন্যাসী কোথায় রহিল? স্থতরাং নিজ উদরের জন্য ভিক্ষা না করিয়া নিজের উহা উপার্জন করিয়া লইতে হইবে। নতুবা মনুষ্যত্ব থাকিবে না।

কি উপায়ে উপার্জন হইবে তাহাই এখন প্রশ্ন। যে কোন সৎ উপায় হইলেই হইল। চাকুরী করিতে হইলে একমাত্র শিক্ষকতা ব্যতীত অন্য কোনো চাকরী সাধকগণের উপযোগী নাই। * * * * এমন কিছু করিবে না যাহাতে অধিক অর্থের উপার্জন হয়। সন্ন্যাসীর ন্যায় দারিদ্র্য ব্রত লইতে হইবে, সন্ন্যাসীর ন্যায় ব্যবহার হইবে, কেবল বেশ-ভূষা সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় হইবে।

বিবাহ করিও না। উহা তোমার পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর হইবে না। বিবাহ না করিতে যে সংযম আবশ্যক ধীরে ধীরে উহা তোমার লাভ হইবে; ব্যস্ত হইও না। যদি বিবাহ করিতে কখনো নিজের ঐকান্তিক ইচ্ছা হয়, আমাকে সরলভাবে উহা জানাইও, অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যাইবে।

কর্ম ও সাধন এই দুইটি পাশাপাশি সমানভাবে না চালাইলে কখনও দেহ ও মনের স্বাস্থ্যকর বিকাশ সম্ভব হইবে না। ক্রমে ব্যাঙাচির ল্যাজের মত কর্ম খসিয়া যাইবে।

১৭

নিজের পৈতৃক সম্পত্তি বা ভাইদের উপার্জনের উপর নির্ভর করাও পরের গলগ্রহ হওয়া। নিজ উপার্জিত অন্নই একমাত্র সাত্ত্বিক অন্ন।

১৮

যে সাধুটির কথা লিখিয়াছ, উহা আশ্চর্য কিছুই নয়। ধর্ম জগতে একটু অগ্রসর হইলেই নানা প্রকার যোগৈশ্বর্য লাভ হয়। যাঁহারা এই ঐশ্বর্য কোন প্রকারে প্রয়োগ না করিয়া দুই পায়ে দলন করেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান যোগী। যাঁহারা এই ঐশ্বর্য প্রয়োগ করেন, পৃথিবীতে তাঁহাদের বহুতর কীর্তি প্রকাশিত হয় এবং তাঁহারা আপাত দৃষ্টিতে লোকের বহু উপকার করেন, কিন্তু আর অগ্রসর হইতে পারেন না।

নিজে সাধন প্রাণপণে করিয়াও যদি তৃপ্তি ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হয়, তবেই অন্য কোনো ক্রিয়া অবলম্বন করা যায়। নতুবা কখনও কর্তব্য নয়। সৎ শিষ্যের অবস্থা ঠিক সতী স্ত্রীর মত। সতী স্ত্রীরা সুখ বা দুঃখ, ঐশ্বর্য বা ভিক্ষার ঝুলি, কষ্ট বা আনন্দ সমস্তই স্বামীর নিকট হইতে গ্রহণ করেন। অন্যের দত্ত মহা সম্পত্তিও তাহাদের নিকট বিষবৎ।

১৯

বিবাহ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছি উহার জবাব দিতে হইলে তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলিতে হয়। মোক্ষার্থীবা ভবিষ্যৎ বাণী প্রয়োগ করেন না। উহা আমি বলিব না। বিবাহ সম্বন্ধে নিজে বিচার করিয়া যাহা কর্তব্য মনে কর, করিও। উহাতে ধর্মসম্বন্ধে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। সংযম রাখিতে পারিবে বলিয়া যদি ভরসা ও জোর পাও, বিবাহ করার ভাবনা কি? যদি তেমন ভিতরে সাহস না পাও, তবে বিবাহ করাই ভাল।

২০

তুমি যে ভাবে থাকিয়া সাধন ভজন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা কারয়াছ, উহা বড়ই সৎ ইচ্ছা। বহু সুকৃতিতে ঐ প্রকার ইচ্ছা হয়। উহাতে আমার কোনই কিছু আপত্তির কারণ নাই। তবে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, দেহরক্ষার জন্য অন্ন প্রয়োজন এবং সেই অন্ন পরিশ্রম ব্যতীত লভ্য নয়। তোমার উদরান্নের সংস্থান জন্য আমি যদি বলি—ভিক্ষা কর – তবে এই ভিক্ষারূপ কর্মের জন্য তোমাকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে; আবার আমি যদি বলি উপার্জন কর, তবে এই উপার্জন রূপ কর্মের জন্যও তোমাকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তারপর অন্ন নিজে যদি প্রস্তুত করিতে না পার বা না কর, তবে যিনি প্রস্তুত করিবেন তাহার উপযুক্ত পারিশ্রমিক, নিজ গায়ে

খাটিয়া হোক, টাকা দিয়া হোক বা অন্ন দিয়া হোক, তাহাকে তোমার দিতে হইবে। অর্থাৎ সর্বপ্রকারে স্বাধীন হওয়া, অন্যের কোনো প্রকার ঋণ না রাখিয়া চলিতে পারাই সাধন। নতুবা কেবল চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকাই সাধন নয়।

এই প্রকার সর্বাংশে স্বাধীন হইয়া ভগবৎ ভজনে যদি তোমার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, ইহা অপেক্ষা উত্তম কথা আর নাই। উহা করিতে হইলে তোমাকে এখন সর্বপ্রথমে মায়ের অনুমতি ও আশীর্বাদ লইতে হইবে। এখন তুমি হয়তো মনে করিতেছ, উহা অসম্ভব ; কিন্তু নিশ্চয় জানিও তুমি যদি সেবা ও আনুগত্য দ্বারা মা ও দাদাদের সন্তুষ্ট করিতে পার, তাঁহারা যদি যথার্থই বুঝিতে পারেন যে তোমার মধ্যে বৈষয়িক বাসনার একান্ত অভাব, তবে নিশ্চয় অনুমতি দিবেন। নতুবা মা-ভায়ের দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে যে কার্য আরম্ভ হয়, উহা কখনো সুফল প্রসব করে না। মা ভাই তো দূরের কথা একটি তৃণকে লঙ্ঘন করিয়াও ধর্মলাভ হয় না।

তুমি এখন মায়ের সেবা শুরু করিয়া দাও। পার্বতী যেমন তপস্যা দ্বারা মহাদেবের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মা ও দাদাদের অনুমতি ও আদেশ অর্জন কর। যদি উহা করিয়া আমার নির্দেশমত চলিতে প্রস্তুত হইতে পার ;—কি আর বলিব, বাবা, তখন দেখিবে ভগবান তোমাকে ধরা দিবার জন্য অতি নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন।

যথার্থ ধর্মপথ ইহাই সাধু সাজা ধর্ম নয়, সাধু হাওয়াই ধর্ম।

২১

তোমার মা যে তোমার দাদাকে লিখিয়াছেন যে—'আমার ইচ্ছা পরিমল বিবাহ না করিয়া আমি জীবিত থাকা পর্যন্ত সংসারে থাকুক।' —শুধু এই লেখাটিতেই তোমার বহু বহু গুরুতর কর্মের ভোগ কাটিয়া গিয়াছে জানিবে। একমাত্র গর্ভধারিণী জননীর যদি সৎ ইচ্ছা লাভ করিতে পার, তবে উহা বর্মের ন্যায় সমস্ত জীবন তোমাকে রক্ষা করিবে, জানিও। যাহার আশীর্বাদে এক মুহূর্তে কর্ম বন্ধন ক্ষয় হইয়া যায় এমন সাক্ষাত ঈশ্বরী মাতার সেবা ছাড়িয়া মানুষ কোন ধর্মের আশা করে, তাহা আমি বুঝিতেই পারি না।

২২

বিশেষ ভাবে মনে রাখিও, ভাবের অপবিত্রতা অপেক্ষা কার্যের অপবিত্রতা

ঢের বেশি গুরুতর। মন ও প্রাণ পাপচিন্তা দ্বারা কলুষিত হইলে যথেষ্ট অকল্যাণ হয় বটে, কিন্তু দেহ poluted হইলে সে ধাক্কা সামলাইয়া ভদ্র অবস্থা লাভ করা বড়ই কঠিন হয়, এক প্রকার অসম্ভব।

২৩

সদ্‌গুরু কখনও কোনও বিষয় আদেশ করেন না, যাহা প্রয়োজন ভিতরে ভিতরে করিয়া থাকেন। গোঁসাইজীর বাক্য ও কার্য সম্পর্কে এ পর্যন্ত যাহা কিছু জানিয়াছি তাহাতে এ সংস্কারটা নিশ্চয়ই দূর হইয়াছে যে, বিবাহ করা বা না করার সঙ্গে ভগবৎ প্রাপ্তির বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। বিবাহ করিলেই সাধক পিছাইয়া গেল, আর বিবাহ না করিলেই সাধক চতুর্ভুজ হইল—এ সংস্কার ঠিক নয়। যেমন নিজের পছন্দ মত মানুষ বেশভূষা করে; কেহ বা পাঞ্জাবী জামা, কেহ বা লঙকোট, কেহ বা বেনিয়ান যাহার যেমন অভিরুচি। বিবাহ করা বা না করাও সেইরূপ একটা অভিরুচি মাত্র। যাহার বিবাহ করিতে অভিরুচি নাই, সহস্র অসুবিধায়ও সে ব্যক্তি বিবাহ করিবে না। যাহার অভিরুচি আছে, সে সুবিধার মধ্যেও অসুবিধা কল্পনা করিয়া বিবাহ করিবে।

তুমি প্রয়োজন বোধ করিলে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া বিবাহ করিতে পার। কিন্তু তুমি যে কুচিন্তা কুকল্পনার হাত হইতে বিবাহ-করা-রূপ উপায় দ্বারা রাতারাতি এড়াইতে চাহিয়াছ, ও ধারণাটা ভুল। বিবাহ করিলেই কুচিন্তা দূর হয় না, কেবলমাত্র নামই উহার উপায়—এইটি ধারণা রাখা আবশ্যক। বিবাহিত ব্যক্তিকে স্ত্রী সত্ত্বেও হস্ত মৈথুন করিতে দেখিয়াছি, স্ত্রী সত্ত্বেও পরস্ত্রী গমন করিতে দেখিয়াছি, স্ত্রী সত্ত্বেও স্বপ্নদোষ হইতে দেখিয়াছি।

প্রথমে স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য অর্থ উপার্জনের উপায় অবলম্বন করিয়া যে কোনো ব্যক্তি অনায়াসে বিবাহ করিতে পারে। বিবাহ করিলে ধর্মলাভের বিশেষ কিছু অন্তরায় হয় না।

২৪

প্রকৃতির অখণ্ড বিধান এই—

১। মানুষের আকার ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে নিজের আহার নিজের খাটুনা দ্বারা যোগাড় করিতে হইবেই হইবে। কয়েকজন থাকিতে পারে এবং আছেও, যাহাদের আহারের জন্য খাটিতে হয় না। তাহাদের মধ্যে

যাহারা সংসারে থাকে তাহাদের নাম—বড় লোক। আর যাহারা ত্যাগাশ্রমী তাহাদের নাম—মাহাত্মা বা অতি মানুষ।

২। না খাটিলে অর্থাৎ আহারের জন্য দেহ রক্ষার জন্য পরিশ্রম না করিলে তোমার ( বা কাহারও ) ধর্ম লাভ হইতে পারে না।

৩। যদি গৃহস্থাশ্রমে থাকা নিজের মৌজ হয়, তবে চাকুরী বা অন্য কোনো কাজ করিয়া নিজের ( এবং বিবাহ করিলে পরিবারের ) অন্ন জুটাইতে হইবেই। বসিয়া খাইতে চাহিলে খাওয়া হইতে পারে; কিন্তু কিছুতেই ধর্ম হইবে না।

৪। যদি ত্যাগাশ্রমে থাকিয়া নিজের মৌজ হয়, তবে ভিক্ষারূপ কাজ করিয়া নিজের পোষণ করিতেই হইবে, নহিলে ধর্ম হইবে না।

৫। গৃহস্থাশ্রম ও ত্যাগাশ্রম এই দুইটিতেই যথাযোগ্য যে আশ্রমাই হও না কেন, ধর্মলাভ উভয় ক্ষেত্রেই সমতুল জানিবে। তবে যে কেহ গৃহী ও সন্ন্যাসী হয়, সে কেবল নিজ নিজ রুচি অনুসারে ( অবশ্য অলক্ষ্যে যিনি থাকেন, তিনি কর্ম )। সৎ গৃহস্থ ও সৎ সন্ন্যাসী একেবারে সমতুল্য। সৎ না হইলে দুইটিই অশ্বডিম্ব।

আমি যাহা লিখিলাম ইহা বেশ ভাল করিয়া নিজের মনে মনে চিন্তা কর। তারপর মনকে নিরিবিলি প্রশ্ন কর মন কি চায়। যেটাই কর যদি উহাতে বসিয়া খাইবার ব্যবস্থা থাকে, তবে জানিও সেটা ধর্মলাভের পথ নহে। সে পথে আর যাহা হয় লাভ হইতে পারে, ঈশ্বর সাক্ষাৎকার লাভ হইবে না।

২৫

বিষয় লইয়া অত্যধিক নাড়াচাড়া করিলে বিষয়ের নেশায় মানুষকে মাতাল করিয়া তুলে। এইরূপ দৃশ্য অহরহ দেখা যায়। এই জন্য মাঝে মাঝে কাজকর্ম হইতে ছুটি দিয়া খুব কিছুদিন নিশ্চিন্ত মনে অন্যত্র গিয়া থাকিতে হয়। নিত্য সাধনের সময়ও বাড়াইয়া দিতে হয়। নিয়মিত ভাবে একা একা সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও একটু কীর্তন করিতে হয়। অর্থাৎ বিষয়ের আড়ম্বরের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের আড়ম্বরও বাড়াইতে হয়। উহা না করিলে আধ্যাত্মিক মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে।

২৬

আরতির অর্থ আদর করা। ভিতরে বসিয়া যিনি রহিয়াছেন, তাঁহাকে

মনের আবেগে আমরা প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে ফুল, তুলসী দিয়া সাজাই, পঞ্চপ্রদীপ ইত্যাদি তাঁহার মুখের কাছে ঘুরাইয়া বরণ করি—আদর করি—আরতি করি। ইহা ভক্তের কথা। আবার ভক্তের মধ্যে যাঁহারা একটু জ্ঞানী, যাঁহারা স্থাপিত দেবতাকে কেবল আপন জন মনে না করিয়া ব্রহ্মপদার্থ বলিয়া জানেন,—তাঁহারা পঞ্চভূতকে পাঁচটি দ্রব্য কল্পনা করিয়া পঞ্চভূতের অধিপতি পরব্রহ্মের আরতি করিয়া থাকেন। ক্ষিতির কল্পনায় পঞ্চপ্রদীপ, মরুতের কল্পনায় চামর এবং আকাশের কল্পনায় পুষ্প দ্বারা আরতি হয়। অতি সংক্ষেপে লিখিলাম। বিস্তৃত লিখিতে গেলে একখানা বই হয়।

২৭

যাহা কিছু ঘটে, সবই কল্যাণের জন্য, একথা নিশ্চিত সত্য। আমাদের দৃষ্টি সংকীর্ণ, তাই বুঝিতে ধাঁধা লাগে।

২৮

সামাজিক ধর্ম ধর্মলাভের সহায়ক বটে, কিন্তু কেবলমাত্র ইহা দ্বারা জন্ম-মৃত্যু বারণ বা মোক্ষলাভ হয় না। কীর্তন, নৃত্য, পাঠ, পূজা, উৎসবে হৈ চৈ, এইগুলি সামাজিক ধর্ম। একান্তে বসিয়া ইষ্টের সঙ্গ করাই যথার্থ ধর্ম। কেবল-মাত্র সদ্‌গুরু প্রদর্শিত পথে চলিলেই ঐ ধর্ম উপলব্ধি হইতে পারে।

সারাজীবন হৈ-চৈ করিয়া ও সর্বদা নিজের খেয়াল মত চলিয়া তোমার ভিতর ও বাহির এতই বহির্মুখ হইয়া গিয়াছে যে যথেষ্ট কর্মশক্তির মধ্যে নিজেকে বদ্ধ করিতে না পারিলে তোমার হৃদয় বীজ ধারণের যোগ্য হইবে না। সর্বদা সংসারের দায় হইতে নিজেকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিয়াছ। যেমন তেমন করিয়া সংসারে কর্তব্য সম্পাদন করিয়া নিজ পত্নী ও সন্তানদের উপর যথাযোগ্য সতর্কতা লও নাই।

সংসার তাঁহারই রচনা, যাঁহাকে সংসার ছাড়িয়া গিয়া পাইতে চাও। স্ত্রীর প্রতি দারুণ আসক্তি কেবল নিজের কাজ আদায়ে ও রমণের সুখের জন্য নয়। যাহাকে রমণ করিয়া সন্তান উৎপাদন করিয়াছ তাহাকে তুমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ভরণপোষণ করিতে বাধ্য।

সৎভাবে অর্থ উপার্জন করিয়া যে পরিবার প্রতিপালন করিতে অক্ষম হয়, ধর্মলাভেও সে অক্ষম হইবে।

কর্মদ্বারা সংসার প্রতিপালন করিতে সম্পূর্ণ সক্ষমতা আসিলে তোমার

সদ্‌গুরু পাইবার অধিকার হইবে। প্রত্যহ তুলসী সেবা করিবে এবং কাহারও উচ্ছিষ্ট খাইবে না। অন্যের নিকট ধর্মকথা বলিবার প্রবৃত্তি ত্যাগ করিতে হইবে।

এইরূপ জীবনযাপন করিয়া একবৎসর পরে চিঠি লিখিতে পার।

২৯

২০৭ নং মদনপুরাস্থিত তোমার লিখিত বালক দুইটি বহুকাল হইল কাশী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। পরে আমি ঐ বাড়িতে বহুদিন বাস করিয়া সম্প্রতি ১৫।১৬ দিন যাবত উপরি লিখিত ঠিকানায় নূতন বাড়িতে উঠিয়া আসিয়াছি। সুতরাং তোমার লিখিত চিঠি আমার নিকটই বিলি হইয়াছে।

ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করিতে হইলে সদ্‌গুরুর আশ্রয় আবশ্যক। অনেক গ্রন্থেই বীর্যরক্ষার বহু নিয়ম লিখিত আছে কিন্তু সৎ গুরুর কৃপা না হইলে যথার্থ বীর্যরক্ষা হওয়া কখনও সম্ভব নহে। * * * * প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া কেহ কখনও জয়লাভ করিতে পারে না। পরন্তু প্রকৃতির অনুগত হইয়া সদ্‌গুরু নির্দেশিত ঋষিগণ কথিত সনাতন যোগপথ অবলম্বন করিলে আশা চরিতার্থ হয়, এবং পথহারা পথিক সুপথ পায়।

যদি এই স্থানে আসিয়া আমার সহিত দেখা করিতে পার তবে তোমার কল্যাণ হইবে এবং সমস্ত সংশয় দূর হইবে। নারায়ণ নরের কল্যাণ করুন, এই প্রার্থনা।

৩০

বই পড়িয়া বা চিঠির লেখা পড়িয়া যে উপদেশ লাভ হয়, উহাতে জীবনের যথার্থ কাজ হয় না। ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে বহুতর পুস্তক বাহির হইয়াছে, উহা পাঠে সাময়িক উপকার হইতে পারে কিন্তু স্থায়ী কল্যাণ হইবে না। এই সব বই পড়া বক্তৃতা শোনা বিলাতী ভাব। যথার্থ ব্রহ্মচর্য লাভ করিবার জন্য রীতিমত সাধনা চাই। সে সাধনা চিঠিতে বা বইতে কেহ কাহাকেও শিক্ষা দিতে পারে না। বই পড়িয়া যদি কোনো বিদ্যা কেহ আয়ত্ত করিতে পারিত তবে ডাক্তারী বই ঘরে বসিয়া পাঠ করিয়া দোকান হইতে ঔষধ আনাইয়া লোক ডাক্তার হইতে পারিত। এ জন্য গুরুর নিকট কলেজে গিয়া হাতে কলমে শিখিবার আবশ্যক হইত না। ব্রহ্মচর্য ব্যাপারটাকে এত সহজ মনে করিও না।

আমি তোমাকে ঝুড়ি ঝুড়ি উপদেশ লিখিয়া পাঠাইতে পারি, কিন্তু সাধন ক্রিয়া অভ্যাস না করিলে তুমি সে সমস্ত জীবনে খাটাইবে কি করিয়া? সময় না হইলে কিছুই চেষ্টায় লাভ হইবে না। ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা কর এবং ভগবানকে ডাক। তিনি যথাসময় সৎ গুরু দেখাইয়া দিবেন। নহিলে সমস্তই বিফল

৩১

সমস্তই শুভ সময়ের অপেক্ষা করে। যদি প্রাণে আগ্রহ ও জিজ্ঞাসার ভাব জাগাইয়া রাখিতে পার তবে সময়ে নিশ্চয়ই তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।

ক্ষয়িত শক্তি পুনরায় অর্জন করিতে হইলে কোনো সাধন শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। পত্র দ্বারা শক্তিসঞ্চার হয় না। ধর্ম ও ধারণা উদ্দীপিত করিতে হইবে। এ জন্য প্রণালীমত সাধন করিতে হয়। বইয়ের উপদেশ তো যথেষ্ট পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কোনো স্থায়ী উপকার হয় না। মন স্থির করা ও ভগবৎ প্রাপ্তি কথায় উপদেশে হইবে না। প্রাণে আকাঙ্ক্ষার প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখ, সময়ে সদ্‌গুরুর শক্তিপূত তৈল পাইলে প্রদীপ উজ্জ্বল হইয়া তোমার চিত্ত আলোকিত করিবে। নতুবা বাহিরে কতগুলি নিয়ম বলিয়া দিলে কি উপকার হইবে? সে নিয়ম পালন করিবার মত সামর্থ্য—তোমার কোথায়? * * * আশাবদ্ধ হৃদয়ে অপেক্ষা কর।

বীর হও, মানুষ হও, জাগ্রত হও। ভগবান মানুষকে আশ্রয় দিবার জন্য হাত বাড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। কেবল সুসময়ের অপেক্ষা।

৩২

আর একটি কথা বলিয়া রাখি। পুরীতে তোমরা দুইজন ছাড়া যদি বাহিরের আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাও, তবে তীর্থ করার মতই পুরী দর্শন হইবে; গোঁসাইগণের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া সঙ্গ করার আনন্দ একটুকুও পাইবে না। উহা অপেক্ষা না যাওয়াই ভাল।

৩৩

একটি মাত্র ক্ষুদ্র পরোপকার লক্ষ লক্ষ ধ্যান ও কোটি কোটি জপের সমান,—গীতায় উক্ত এই মহাবাক্য ভগবানের। তুমি অতিশয় ভাগ্যবান যে নিঃসহায় পিতৃহীন বালকের প্রতিপালন ভার তোমার উপর পড়িয়াছে। এ সুযোগ

ত্যাগ করিয়া বা অবহেলা করিয়া ঠকিয়া যাইও না! * * * তোমাকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য ভগবান কৃপা করিয়া সুযোগ দিয়াছেন। ইহার মধ্যে যেন বিন্দুমাত্র গলদ না থাকে।

৩৪

এখন পর্যন্ত তুমি অসহযোগ ঠিক সমঝাইতে পার নাই। যদি তাহা পারিতে, তবে কখনও ইহাকে লাভ লোকসানের কাজ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে না। যেন ধর্মটা ইহার উপরের কিছু বড় কাজ, আর এটা সাংসারিক ছোট কাজ; এই তোমার ধারণা। * * *

অসহযোগ কিসের সঙ্গে? গান্ধীজীর অসহযোগের অর্থ—সর্বপ্রকার অসৎ সঙ্গ হইতে দূরে থাকা—অসতের সঙ্গে কোনো প্রকার যোগ না রাখা।

* * * *

এই অসহযোগ ধর্মনীতি, মহাত্মা গান্ধী রাজনীতিতে প্রচলন করিয়া এই আন্দোলনকে ধর্মান্দোলনে পরিণত করিয়াছেন।

সুতরাং বর্তমান রাজতন্ত্র যদি যথার্থই অসৎ হয়, তবে উহার সঙ্গে কোনো প্রকার যোগ দিলেই উহা অসত্যের সঙ্গে যোগ দেওয়া হইবে। সুতরাং প্রত্যেক ধর্মার্থী ব্যক্তিরই বর্তমান রাজতন্ত্রের সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্বন্ধ বর্জন করিতেই হইবে।

তুমি নিশ্চয়ই অসহযোগী হইবে, কিন্তু অসহযোগ প্রচারের কার্য তোমার নহে। ভলাণ্টিয়ার হওয়ার অর্থ, শুধু জেল নহে, জেলে ধরিয়া অমানুষিক অত্যাচার করিবে, পরে হয়তো গুলি করিবে। এইজন্য যিনি নির্ভয়ে কোনো প্রকার প্রতিবাদ না করিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্তুত থাকিতে পারেন, তিনিই মাত্র ভলাণ্টিয়ার হইতে পারেন। তুমি যদি ইহা পার, যদি নিজ জীবন নীরবে দেশমাতৃকার পায়ে উৎসর্গ করিতে সক্ষম হও, তবে নিশ্চয় তোমার ধর্মলাভ হইবে, সন্দেহ নাই। যদি না পার, নিজে খদ্দর পর, চরকা কাট, সর্বপ্রকার সরকারী সম্বন্ধ পরিত্যাগ কর। নতুবা খামখা বাঁদরামী করিও না। পুলিশে ধরিলে, ওদিকে মুখে কাষ্ঠ হাসি—বড় বড় লম্বা কথা; আর ভিতরে বুকের ঢিব্‌ ঢিব্‌—এমন হইলে হইবে না।

৩৫

তোমার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে লিখিয়াছ। শুনিয়া দুঃখিত

হইলাম। দুঃখিত হইবার কারণ এই যে, আমি তোমাকে বর্তমান আন্দোলন হইতে একটু দূরে থাকিতে, অর্থাৎ অন্তত কোন বক্তৃতায় বা ভলাণ্টিয়ারীতে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম; কিন্তু অতিবিক্ত উৎসাহে তুমি আমার সে নিষেধ রাখিতে পার নাই। এই আন্দোলনে যিনি যোগ দিবেন, তাঁকে সম্পূর্ণ ভয়শূন্য হইতে হইবে; জেলের ভয়, পুলিশের অত্যাচারের ভয় এবং পরিশেষে গুলির ভয় পর্যন্ত ত্যাগ করিতে হইবে। সম্পূর্ণরূপে জীবনের ভয় একেবারেই মুক্ত হইতে হইবে। ইহা তোমার পক্ষে সম্ভব নহে বলিয়াই নিষেধ করিয়াছিলাম। * * *

যদি ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়া থাকে, তবে এখন আর গান্ধীজীর ও দেশের অপমান করিও না। নির্ভয়ে ধরা দিতে হইবে; কোনো প্রকার জামিনে খালাস হইও না, উকীল দিও না, কোনো Statement করিও না, নীরবে জেলে যাইতে হইবে। এখন আর ফিরিবার সময় নাই। যদি দেশের অপমান কর, আমি কোনো দিন তোমাকে ক্ষমা করিতে পারিব না।

জেল অপবিত্র নয়, পবিত্র স্থান। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জেলেই জন্ম হইয়াছিল। যাও, জেলে গিয়া মানুষ হইয়া আইস। আমার ঐকান্তিক আশীর্বাদ জানিবে।

৩৬

উচ্ছৃঙ্খল জীবন সর্বপ্রকার উন্নতি বিরোধী। উচ্ছৃঙ্খলতা অর্থ, কেবল অসৎ কার্য নহে, সৎকার্যও উচ্ছৃঙ্খল ভাবে অর্থাৎ অনিয়মে করিলে, তাহাতে কোনো উপকারতো হয়ই না, তাহা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ কিছুই দিতে পারে না।

৩৭

খুব ভালবাসিবার ক্ষমতা তোমার আছে শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। অগাধ ভালবাসার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র—শ্রীভগবান, কোনো মানুষ নহে। কেবলমাত্র নামের ভিতর দিয়াই তাহাকে পাওয়া যায়, অন্য কোনো দ্বিতায় উপায় নাই।

নিজে তৃপ্ত হওয়া, ভালবাসার জন আমাতে অনুরক্ত থাকুক,—এই আশা করা, ভালবাসার জনের জীবনে আমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক—এই ইচ্ছা করা—ইহার নাম ভালবাসা নয়। নিজের দুর্দমনীয় ইচ্ছাকে অন্যের জীবনে

ফলদান করিয়া তোলার নাম ভালবাসা নয়। প্রিয়জনের জন্য যে যত Suffering গ্রহণ করিতে পারে, প্রিয়জন যাহাতে সুখী হয় তাহা নিজের একান্ত পীড়াদায়ক হইলেও যে উহা সম্পাদন করিয়া দিতে পারে, সহস্র কষ্ট পাইয়া প্রিয়জনের বাক্য যে সফল করিয়া তুলিতে পারে সেই যথার্থ প্রেমিক। প্রেম অর্থ কেবলই আত্মত্যাগ ও কষ্ট গ্রহণ করা।

৩৮

* * * গোঁসাইয়ের খুব বড় সাইজের সুন্দর হাফটোন ছবি কিনিয়া, ভালো ফ্রেম করিয়া আনিবে এবং ইহা আসনে স্থাপন করিবে। মা-ঠাকুরাণী সম্প্রতি আবশ্যক নাই। দেওয়ালে মা ঠাকুরাণী যোগমায়া, তোমাদের মা ঠাকুরাণী, দরবেশ, বারদীর ব্রহ্মচারী, পরমহংসদেব, গম্ভীরনাথ, ভোলা গিরি এই কয়খানা ছবি রাখিতে পার, অন্য কিছু নয়। রীতিমত সেবার আবশ্যক নাই। * * * প্রতি রবিবার ঠিক বৈকাল ৫টা হইতে ৮টা তিন ঘণ্টা Gathering হইবে। প্রথমে জপজী এবং বক্তৃতা ও উপদেশ পাঠ হইবে। পরে একসঙ্গে প্রাণায়াম ও নাম। পরে ঠাকুরের আরতি হইয়া সামান্য কিছু জলখাবার ভোগ দিবে। ঐ প্রসাদ পাইয়া সকলের প্রস্থান। কীর্তনের সুবিধা থাকিলে আরতির পর কীর্তন, পরে ভোগ, এই নিয়মে হইবে।

৩৯

তোমাদের বৈদ্যবংশের উপবীত ধারণ করা অবশ্য কর্তব্য কর্ম। ধারণ না করিলে বরং প্রত্যবায় আছে। আবার উপবীত শুধু গ্রহণ করিয়া যাহারা গায়ত্রী জপ করে না, তাহারা গুরুতর অপরাধী। তোমার পক্ষে অবশ্যই উপবীত গ্রহণ করা উচিত, এবং প্রত্যহ স্নানের পর অন্তত ১২ বার গায়ত্রী জপ করা উচিত।

৪০

যদি কোন ব্রাহ্মণ তোমাকে যথাশাস্ত্র উপনয়ন দিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয় তিনি তোমাকে গায়ত্রী মন্ত্র দিয়াছেন। তিনিই তোমার সাবিত্রী গুরু। গায়ত্রী ভুলিয়া গিয়া থাকিলে, এখন তাহার নিকট হইতে তোমাকে গায়ত্রী জানিয়া লইতে হইবে; অন্যের নিকট জানিলে, গুরুত্যাগের অপরাধ হইবে। তিনি যদি দেহে না থাকেন, তবে এই স্থান হইতে একখানি 'সামসন্ধ্যাগাথা' পুস্তক লইয়া গিয়া তোমার এই সাবিত্রী গুরুকে স্মরণ করিয়া, বই হইতে গায়ত্রী মুখস্থ করিয়া লইলেই হইবে।

আর যদি শাস্ত্রমত উপনয়ন গ্রহণ না করিয়া হট্টগোলে এক গোছা সূতা গলায় দিয়া থাক, তবে উহা ফেলিয়া দিয়া তোমাকে কোন ব্রাহ্মণের নিকট প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করিতে হইবে। আমি কাহারও উপনয়ন দিতে সক্ষম নহি; কারণ আমি ব্রাহ্মণকুল ত্যাগ করিয়াছি, আমার নিজেরই পৈতা নাই।

৪১

তোমার পৈতা গ্রহণের ইতিহাস পাঠ করিয়া বড়ই কৌতুক অনুভব করিলাম। উহা ফেলিয়া দিয়া যথাযোগ্য ভাবে উপবীতী হইতে হইবে। অধিকার আছে বলিয়া অশাস্ত্রীয় উপায়ে খামখেয়ালী মত কোনো কাজই হিন্দুর হইবার যো নাই।

তোমাদের ১১ দিন অশৌচ পালন করা উচিত। উহাই বৈশ্যের চিরাচরিত নিয়ম।

৪২

শাস্ত্রে পাঠ করিয়াছি,—সাধুদর্শন বা তীর্থদর্শন করিতে গিয়া বা করিবার অব্যবহিত পরে, যদি আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক কোনো প্রকার ক্লেশই উপস্থিত না হয়, দিব্য আরামে গিয়া ও আরামে দর্শন করিয়া আসা যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে, সেই সাধু বা সেই তীর্থ দর্শককে বঞ্চিত করিয়াছেন--কোনো প্রকার কৃপা করেন নাই। সাধু বা তীর্থদর্শনের ফল তৎক্ষণাৎ খানিকটা কর্মক্ষয়। কর্মক্ষয় হইবার লক্ষণ এই যে তখনই একটা দুর্ভোগ উপস্থিত হয় এবং অল্প ভুগিয়া গুরুতর ভোগটা নষ্ট হয়।

৪৩

খাইতে চাহিয়াছিলাম—সে কি তোমার এই দুই টাকা? একদিনের জন্য নহে, প্রত্যহের জন্য। প্রত্যহ নিবেদিত অন্ন ভোজন করিও, উহাই কেবলমাত্র বিশুদ্ধ অন্ন। ভাত সামনে লইয়া যদি অন্নদাতা ভগবানকে স্মরণ না হয়, তবে সে অন্ন—গীতা বলিয়াছেন—ভূতের ভোজ্য। নিজে একটু পরিশ্রম কর বলিয়া অন্নকে কখনও নিজের অর্জন মনে করিও না।

৪৪

গ্রহণ স্নান কালে কোনও কোনও গ্রহ কখনও বিরূপ থাকেন। সেই সব গ্রহস্থ রাশিস্থিত ব্যক্তিগণ স্নান করিতে গেলে ঐ গ্রহেরা অপকার করিতে

চেষ্টা করে। উহা সৌর জগতের সংস্থানের কথা। তোমাদের উপর গ্রহের অধিকার বড় কম। তুমি স্নান করিতে পার। দানের বাধা কি? শাস্ত্রে মন দ্বারা দানের ব্যবস্থা আছে। মনে মনে কোন ব্রাহ্মণকে স্বর্ণদান এবং বাহিরে ইচ্ছামত কাঙালদুঃখীকে কিছু দিও। যোগের হুজুগে রাত ৩ টায় তোমার ঠাণ্ডা জলে ডুব দেওয়া উচিত কিনা, তাহা বিচার করিতে বিরত হইও না। সব কাজই বিচার করিয়া করিতে হয়।

গ্রহণের পূর্বে প্রস্তুত খাদ্য কিছুতেই গ্রহণের পরে খাওয়া উচিত নয়। উহাতে পোকা জন্মে। ইহা বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করিয়াছেন। সূর্য ও চন্দ্রকে গ্রহণের সময় সম্মানের হানিকর বলিয়া বাহ্য প্রস্রাব করিতে নিষেধ। একান্ত অক্ষম হইলে, এমন ভাবে দরজা বন্ধ করিয়া বাহ্য প্রস্রাব করিতে হইবে যেন একবিন্দু সূর্য বা চন্দ্র রশ্মি সেখানে প্রবেশ না করে।

আমি যাহা বলিলাম ইহা কেবল যুক্তির কথা নহে, শাস্ত্রের কথাও মোটামুটি উহাই। ফলত অযৌক্তিক কোন কথাই শাস্ত্রে নাই।

৪৫

তোমার বাক্য, কার্য এবং চেষ্টা সমস্তই অদ্ভুত, শৃঙ্খলাহীন এবং তোমার নিজের চিত্তের পীড়াদায়ক। কোনো রূপেই কি আর নিজকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনিতে পার না? অপাত্রে দান, অযথা সহানুভূতি ও অযোগ্য হৃদ্যতা জীবন হইতে একেবারে মুছিয়া দাও।

৪৬

এই অর্ধোদয় যোগ উপলক্ষে কেন যে সকলে গঙ্গাস্নান করিতে এত পাগলের মত ছুটিয়া যায়, তাহার অর্থ কিছুতেই আমার বুদ্ধিগোচর হয় না। ইহারা কেহ হিন্দু সন্তান বলিয়া আমার মনে হয় না। দেশ—বিশেষত হিন্দু জাতি এমনই অধঃপাতে গিয়াছে যে, কেহই শাস্ত্রের কোন অর্থ বুঝিয়া কাজ করে না। কেবল হুজুগ। শাস্ত্রে আছে পৌষ মাসে অথবা মাঘ মাসে যদি রবিবার দিন অমাবস্যা হয় এবং শ্রবণা নক্ষত্র ও ব্যতিপাত যোগ থাকে, তবে বুঝিতে হইবে সূর্যের ঠিক মধ্যবিন্দুর সমসূত্রে পৃথিবী আসিয়াছে। ইহার নাম অর্ধোদয় যোগ। এবার ২৭ বৎসর পরে এই যোগ হইল। এই যোগে গঙ্গার কোনো মাহাত্ম্য বাড়ে না। পৃথিবীতে যত জল আছে, খানা ডোবা পুকুর কূয়া নদী—যেখানে যত জল আছে, সব জল গঙ্গাজল হইয়া যায়।

'অর্ধোদয়ে তু সংপ্রাপ্তে সর্বং গঙ্গাসমং জলম্'। পঞ্জিকা খুলিলেই এই শ্লোক দেখিতে পাইবে। তথাপি হতভাগা হিন্দুজাতির কি অন্ধতা! হিন্দুর মধ্যে একটা লোকও কি নাই, ইহা বুঝিতে পারে? যে কোনো জলে স্নান করিলেই এই দিন গঙ্গাস্নান হয়, ইহাই শাস্ত্রের তথ্য।

৪৭

সহজ ও সরল হও। তোমরা পথভ্রষ্ট হইলে তাহা আমার সহ্য হইতে পারে, কিন্তু কপটতা সহিবে না।

৪৮

তোমার চিঠি কিছুই বড় একটা বুঝিলামনা। যেমন পুরানো পোষ্ট কার্ড, তেমন জলের মত কালি, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র লেখা এবং এই ত্র্যহস্পর্শের উপরের ঠিক গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মত লেখার অধিকাংশ স্থলে কাটাকাটি।

* * * *

কাহারও, এমন কি নিজের পত্নীরও চাবি দেওয়া বাক্স তাহার অজ্ঞাতে খুলিতে নাই। উহা nature এর বিরুদ্ধে revolution.

অন্যের চিঠি পড়াও ঠিক এই শ্রেণীর গুরুতর অপরাধ।

৪৯

কোনটা ভাল কোনটা মন্দ বুঝিতে হইলে, যে যাহা কিছু বলে—সকলের কথা শুনিয়া ধীর ভাবে নির্জনে বসিয়া একাকী সকলের কথা ও তাহাদের যুক্তি বিচার করিয়া দেখিতে হয়। এজন্য প্রথমেই মনকে শান্ত অবস্থায় আনিতে হয়, নইলে হইবে না। শান্ত চিত্তে নিজে বিচার করিয়া যেরূপ করিতে ইচ্ছা হয়, ঠিক সেইরূপই করিতে হয়। এই বিচারে ভুল হইতে যে পারেনা, তাহা নয়। বিচারের ভুলে ক্ষতিও হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু বিচার না করিয়া অন্যের কথায় চলিয়া যতটা সর্বনাশ হইবার আশঙ্কা থাকে, অন্তত নিজ বিচারে চলিতে পারিলে ততটা সর্বনাশ হয় না।

৫০

অপরিসীম মমতা, অসীম দয়া, অফুরন্ত স্নেহ, জীবনাধিক প্রেম,—এ সবই ভগবানে পরিপূর্ণরূপে রহিয়াছে। কিন্তু উহার কিছুই ভগবানের স্বরূপ নহে। ঋষিরা বলিয়াছেন, ভগবানের স্বরূপ তিনটি—সৎ, চিৎ, আনন্দ।

মানুষের স্বরূপও ঐ তিনটি। যাহাতে সৎ হইতে বিচ্যুত হইতে হয়, যাহাতে সৌন্দর্য নষ্ট হয়, যাহা আনন্দের বাধা, এমন কার্য কোনো প্রকার মমতা, কোনো প্রকার দয়া, কোনো প্রকার স্নেহ ও প্রেমের খাতিরেই মানুষ করিতে অধিকারী নহে। স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হওয়ার ন্যায় বিপথ বা কুপথ আর নাই।

৫১

ভগবানের স্বরূপ—সচ্চিদানন্দ। সত্য, সুন্দর, আনন্দ। ইহা বুঝাইতে গিয়াই উপনিষদের সৃষ্টি। বাহিরে বুঝিবার কিছু নাই; ঐ স্বরূপ অনুভূতির বিষয়। সামনাসামনি শুনিলে কিছু বলা যায়, চিঠিতে উহা অসম্ভব।

ভোগ ও উপভোগ সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষ। ভোগ দ্বারা কর্মক্ষয় হয়, উপভোগে কর্ম সঞ্চয় হয়। তোমার স্ত্রী আছে, অর্থ আছে—তুমি চুটাইয়া ভোগ কর, কে নিষেধ করে?

অবৈধ ভোগের নাম উপভোগ। তুমি ইহাই চাহিতেছ। সাবধান—উপভোগ আগুনে ঘৃত প্রক্ষেপ। কোনো বৈধ ভোগ লঙ্ঘন করিলেই সে আর ভগবানের রাজ্য থাকে-না, শয়তানের রাজ্যে চলিয়া যায়। তাহার সহিত ধর্মের কোনো সম্বন্ধই থাকিতে পারে না—নিশ্চয় পারে না—কখনও পারে না।

ভোগ ভগবানের বিধান। উপভোগ শয়তানের ফাঁদ। ইহাও কি এতকাল পরে তোমাকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে?

—যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জে কৃষ্ণে চিত্ত দিয়া—

মহাপ্রভু রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে ঐ উপদেশ করিয়াছিলেন। আমিও তোমাকে উহাই বলি।

* * * * আমার দুঃখ এই যে, ডাক্তার হইয়াও কোন বিষয়ে কোনো প্রকার শৃঙ্খলা তোমার দেখি না। মদ না খাইয়াও তোমার আহার নিদ্রা স্নান ও চলা-ফিরা ঠিক মাতালের মত অসাময়িক।

প্রত্যেক বিষয় জীবনকে নিয়মিত ও শৃঙ্খলিত করিতে না পারিলে সে জীবনে ধর্ম কখনও দাঁড়াইতে পারে না।

৫২

কাছা ছাড়িয়া কাপড় পরিতে কোনোই বাধা নাই, কিন্তু বাহিরে ঐ ভাবে বাহির হইও না। এমন ভাবে পরিবে যে, লোকে যেন সাধু বলিয়া

বা ধর্মভাবে তুমি ঐ প্রকার করিতেছ, ইহা মনে না করে। আজকাল অনেক ছেলেরা লুঙ্গি পরে, উহা একটা ফ্যাসান। যেন সেই ফ্যাসানের জন্য তুমি ঐ প্রকার করিতেছ, ইহা লোককে বুঝিতে দিবে। ধর্মভাব বাহিরে যতটা প্রকাশ পায়, ভিতর হইতে ততটা কমিয়া যায়—এ কথা যেন সর্বদা মনে থাকে।

৫৩

তোমার যদি ইচ্ছা হয়, এবং তোমার স্বামীর যদি মত হয়, তবে সাংসারিক সুখ শান্তির জন্য এইরূপ কবচ ধারণ করায় আমার আপত্তি হইবে কেন? আমি এই সব ভালবাসি না, তাহা তোমরা জান। কিন্তু কেহ ইচ্ছা করিলে তাহাতেও বাধা দেওয়া উচিত মনে করি না।

৫৪

তুমি যে প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দণ্ডবৎ কর, উহার জন্য আমি তোমাকে কোনো দিক নির্দেশ করিয়া দেই নাই। যে দিকে ইচ্ছা হয় প্রণাম করিও, এবং মনে রাখিও, তুমি যাঁহাকে প্রণাম কর তিনি কোন নির্দিষ্ট দিকে বসিয়া নাই। পূব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সব দিকেই তিনি।

৫৫

২৪, ২৫, ২৬ ডিসেম্বর গয়ার আকাশগঙ্গা পাহাড়ে জন্মোৎসব। আশা করি কলিকাতা হইতে তোমরা বহুজন আসিয়া আকাশগঙ্গায় গড়াগড়ি দিয়া যাইবে। কুঞ্জ ও মঙ্গল যেন পূর্ব হইতে সবকে জানাইয়া দেয়। Concession টিকিট আছে, দল বাঁধিয়া আসিবে।

৫৬

গয়ার উৎসব তোমাদেরই। এক গয়ার আকাশগঙ্গা না হইলে, আজ কোথায় দাঁড়াইতাম, জানিনা। আসিও। সকলে দল বাঁধিয়া আসিও। উৎসবের পর তোমাদের সঙ্গেই আমি কলিকাতা যাইব।

৫৭

পত্রপাঠ গোঁসাইকে যথাস্থানে আসনে বসাইয়া আমার ছবি তাকের উপরে অথবা গোঁসাইজীর সিংহাসনের পাশে দেয়ালে টাঙাইয়া রাখিবে।

তোমার দিক হইতে কিছু ভুল হয় নাই। কিন্তু আমার এই বাক্য জানিবে।

তোমার দেখাদেখি অপরেও যদি এই কার্য আরম্ভ করে, তবে অরাজক হইবে।

ধর্মের অর্থই ধৈর্য ; উহার আসন কেবল মাত্র সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঠিক করাই ধর্ম নয় ; কেবল সংযম করিতে করিতে যেটুকু আপনা হইতে বাহিরে আসে, তাই আসুক।

গোপনে। উহাতেই যথার্থ আনন্দ।

যখন গোঁসাই ও তোমার গুরু একই বস্তু, তাহা বুঝিতে পারিবে, তখন এই ধাঁধা মিটিবে।

সেদিনের বেশী দেরী নাই। এখন সংযত হও। কি করিলে জানাইও।

৫৮

যথার্থ অপমান কখনো সহ্য করিতে নাই। উহার তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিবিধান না করিলে মনুষ্যত্ব থাকে না। কিন্তু আমরা অনেক কিছু বাজে ব্যাপারে অপমান বোধ করিয়া বসি, উহা যথার্থ অপমান নয়, আমাদের বর্বর মনের কল্পিত অপমান। দৃষ্টান্ত দেই। তুমি দুইচক্ষে দেখিতে পারনা এমন কোন গুরুজন, যেমন বাবা, কাকা, জেঠা ইত্যাদি কেহ যদি গাধা, শুয়ার, চোর, বদমাইস্ বলিয়া অনর্থক গালাগালি করে, তোমার মন হয় তো উহাতে অপমান বোধ করিয়া বসিবে। কিন্তু উহাতে বর্বর ছাড়া আর কাহারও অপমান বোধ করা উচিৎ নয়। অপর দিকে তোমার অফিসের বড়কর্তা যদি তোমাকে সামান্য একটা Stupid শব্দ বলে, তন্মুহূর্তে তাহাকে চাবকাইয়া দিবার মত আত্মসম্মান বোধ থাকা চাই। বৃথা অভিমান ত্যাগ করিতে হইবে ; যথার্থ অপমান কখনও সহ্য করিবে না।

৫৯

ভগবান জানেন, কখন কাহার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা আবশ্যক। বিশেষত যাহারা তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে তিনিই বড়ই সাবধান। অসময়ে কিছু পাইয়া পাছে ভিতর কাঁচা থাকিয়া যায়, তাঁহার নিজ জন সম্বন্ধে তিনি এ বিষয়ে সাবধান।

তিনি লীলাময়। সব তাঁর খেলা। বরং দুর্জনকে পথে আনিবার জন্য তিনি কত অহেতুক কৃপা করেন। কেবল উদ্দেশ্য, লোভ দেখাইয়া তাঁহার দিকে আনা।

কিন্তু তিনি জানেন, তাঁহার নিজ জনেরা কিছু পাউক না পাউক তাঁহার চরণতল ছাড়িয়া আর কোথাও যাইবার সাধ্য তাহাদের নাই। তাই নিশ্চিন্ত মনে আপন জনের সঙ্গে কতই খেলা করেন।

নিজ জীবনে তাঁহারই লীলা দর্শন কর।

৬০

তুমি অশৌচ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ উহাই ঠিক মীমাংসা। নিজের ঠাকুর নিজে পূজা করিতে কোনও অশৌচ বাধা হয় না। লোকের দিক চাহিয়া ঠাকুর রাখিতে হইলে, লোকে আমার ঠাকুরকে ঠাকুর বলিয়া মানুক—এই ভাব থাকিলে লোকাচার অনুসারে অশৌচ সময়ে ঠাকুর স্পর্শ করিতে নাই। আর, এ আমার ঠাকুর—অন্য ঠাকুর বলিয়া মানুক বা না মানুক তাহাতে আমার কিছু আসে যায় না—এই ভাব থাকিলে যে রকম প্রাণ চায়, তুমি সেইরকম ঠাকুর লইয়া নাড়া চাড়া করিতে পার।

সবই তোমার ভাবের উপর নির্ভর করে।

৬১

সচরাচর কাহাকেও দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে আমি নিষেধ বা বিধি কিছুই দেই না; কারণ ব্যক্তির স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা ওভাবে খর্ব করিলে পরিণাম ভাল হয় না, অপকারই হইয়া থাকে।

কিন্তু তোমার ব্যাপার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। তুমি বিবাহ করিলে তোমার একটি জন্মই বেশী ভুগিতে হইত। অথচ বিবাহ না করিয়া দুর্মতি বশত যদি দুষ্কার্য করিয়াও ফেল, তবে উহাতে যথেষ্ট দুর্ভোগ হইবে বটে, কিন্তু একটা জন্মই বাড়াইয়া দিতে পারিবে না। এই জন্য তোমাকে একটা জন্ম রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তত দৃঢ় ভাবে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম।

কাম তো হইবেই, সে জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেই হইবে। যদি নিজেকে হেয় ও অক্ষম ধারণা রাখিয়া কাতর ভাবে শরণাপন্ন হও, তবে ভগবান অবশ্যই রক্ষা করিবেন। অথবা সাময়িক ভাবে পতন হইলেও হতাশ্বাস হইও না। ভগবান অন্তর্যামী।

৬২

টাকা রোজগার সম্বন্ধে পূর্ব পত্রে আমি তোমাকে বিস্তারিত লিখিয়াছি। খরচ সম্বন্ধে যথাযোগ্য হইল কিনা, যদি নিজে সে বিষয়ে সতর্ক না থাকিতে

পার, তবে ঐ প্রকার অর্থ গ্রহণ না করাই ভাল। এ বিষয়ে নিজের জোর নিজের বুঝা চাই ; এই সব বুঝা-পড়ার ঝঞ্ঝাট ছাড়িয়া দিয়া শুধু বেতনের উপর নির্ভর করাই সর্বোৎকৃষ্ট। আর যদি ঝঞ্ঝাট রাখিতে চাও, তবে খরচটিও ঠিক নিক্তির কাঁটায় কাঁটায় ব্যবস্থা মত হওয়া চাই। নতুবা নিশ্চয় বিপদ হইবে।

৬৩

আমি এ জীবনে কেবলমাত্র তুমি ছাড়া আর কাহারও নিকট মুখ ফুটিয়া টাকা চাই নাই। তোমার টাকা গ্রহণ করিতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাই। কেননা তোমার মনের মধ্যে কোথায় কি আছে, তাহা আমার ঠাকুরের অজ্ঞাত নাই। তবে তোমার টাকা নাই, আমি কি গ্রহণ করিব বল ? তোমার মেলা টাকা থাকিত, তবে হাজার হাজার টাকা কি করিয়া খরচ করে, তাহা তোমাকে দেখাইতাম। ধর্মার্থে কি করিয়া খরচ করিতে হয়, গোঁসাইয়ের কাছে সে শিক্ষা পাইয়াছিলাম, সেই সঙ্গে কাহারও নিকট টাকা চাহিতে নাই—এ শিক্ষাও পাইয়াছিলাম। তুমি যখন যাহা দেও তাহাই তো গ্রহণ করি। তবে একটি কথা, তুমি যখন যাহা দাও বা দিবে, কখনও আমার প্রয়োজনের দিকে তাকাইয়া দিও না। উহাতে সব দেওয়া মাটি হইয়া যাইবে। লোকে যখন কোনো আত্মীয়জনকে টাকা দেয়, * * * তখন তাহার কি প্রয়োজন উহা বিচার করিয়া তবে পাঠায়। * * *

আমাকে কিছু দিতে হইলে কখনও এইরূপ করিও না। যখন দিবার একান্ত ইচ্ছা হইবে, তখন আর কোনো দিকে তাকাইবে না ; হাতে থাক না থাক, উল্লাসের সঙ্গে উহা দিবে। আর যখন ইচ্ছা না হইবে, মেলা টাকা হাতে থাকিলেও এবং আমার এ খরচ সে খরচ প্রয়োজন বুঝিলেও—তখন একটি পয়সাও দিবে না। আমাকে দেওয়া সম্বন্ধে ঠিক এই প্রণালীতে যদি চলিতে পার, কখনও অভাব হইবে না। নিজের জমা খরচ হিসাব করিয়া তবে সকলকে দেওয়া-থোওয়া করিতে হয়, কেবল ঠাকুর ছাড়া।

৬৪

ভগবান প্রাণ দেখিয়া বিচার করেন, ঘটনা কি প্রকার হয় তাহা দেখিয়া তিনি বিচার করেন না। সাধারণ লোকের মত ঘটনা দেখিয়া ভাল মন্দ তিনি স্থির করেন না।

কোনো প্রকার অশান্তি প্রাণে আনিও না। খুব হাসিয়া খেলিয়া আনন্দ কর। নামে লক্ষ রাখিও। আমি বাঁচিয়া থাকিতে ভাবনা কি ?

৬৫

এ পর্যন্ত তোমার মত একাকী কেহ সদাব্রত বা লঙ্গর খুলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় না। * * * কোনো প্রতিষ্ঠান ব্যতীত একাকী কাহারও এরূপ কার্য সম্পাদন করা সম্ভব নহে।

তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার, ভগবান কি আমার নিঃস্বার্থ মনোভাব দেখিয়া সাহায্য করিবেন না, গোঁসাইজী এ বিষয়ে যাহা আবশ্যক তাহা কি জুটাইয়া দিবেন না ? অবশ্যই দিবেন,—কিন্তু সে কৃপা পাইতে হইলে পরীক্ষা দিতে হয়। ভগবান আগে তোমাকে পরীক্ষা করিবেন। তুমি নিজে যথাসর্বস্ব বেচিয়া, জায়গা-জমি-বাড়ি-ঘর-পুকুর সব বেচিয়া দিয়া যখন নিঃস্ব হইবে এবং তথাপি এই কার্য হইতে নিবৃত্ত হইবে না, তখন ভগবান তোমার সমস্ত প্রয়োজন মিটাইবেন ; হাজার হাজার লোক আসিয়া টাকা দিয়া যাইবে। তুমি গোঁসাইজীর সামনে কেন যে উলঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিলে, তাহা বুঝিয়া দেখ। ঐরূপ নিজের যথাসর্বস্ব খোয়াইয়া উলঙ্গ হইলে তখন তোমার লঙ্গর অপর্যাপ্তভাবে চলিবে—তিনি চালাইবেন।

তোমাকে এই অফুরন্ত কর্মের ভিতরে যাইতে দিতে আমার চিত্ত রাজী হইল না। এত ঝুঁকি আমার সইবে না।

৬৬

বাবা, আমি তোমার জন্য বড়ই কাতর বোধ করিতেছি। * * * অন্যায় আর সহ্য করিও না ; কিন্তু তথাপি ক্ষমার চক্ষে অন্যায়ের বিচার করিও। ছোট ছোট অন্যায় ধরিও না।

৬৭

জ্ঞাতিরা শত্রুতা করিবেই। তুমি কি মনে কর, মানুষের মত আকার হইলেই সকলে মানুষ হয় ? ও জন্য ভাবিও না। তুমি যতটা পার সকলের উপকার করিয়া যাইবে।

অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ লোকের উপর ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব দূর করা যায়, কামও ক্রমশ বশ হইয়া আসে। তুমি যে অবস্থায় আছ উহা একটা অদ্ভুত

অবস্থা। মনে হয়, ইহার মধ্যে লীলাময় ভগবানের কী একটা গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। পরিণামে তোমার সব দিক দিয়া কল্যাণ হইবে।

আমি তোমার মত একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি আর দেখি নাই। শুধু এই জন্যই কেবল তোমাকে সর্বদা মনে হয়। তুমি অবিলম্বে সব ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্ত হও, এই আশীর্বাদ করি।

৬৮

সংসারে ব্যবহারগত রীতিনীতি সর্বদাই বজায় রাখিতে যত্নশীল হইবে। ধার্মিক মানে কেবল নরম হইয়া [ হাত ] কচলানো নহে। অন্যের অযোগ্য ব্যবহারে অভিমানে ঘা লাগা কিছুমাত্র অন্যায় নহে। উহাই স্বাভাবিক। তুমি ধার্মিক হইবে বলিয়া জড় পদার্থ নহ।

৬৯

আত্মস্থ হওয়া অর্থ, মায়া বা মোহের অধীন হইয়া কার্য না করা অর্থাৎ বিচার করা। * * * সব বিচার করিয়া কর্তব্য স্থির করার নাম আত্মস্থ হওয়া।

৭০

'মৎস্থানি সর্বভূতানি' এবং 'ন চ মৎস্থানি ভূতানি' এই দুইটি কথায় আপাত বিরোধ মনে হইলেও ইহাতে কোন বিরোধ নাই। ভগবান নিঃসঙ্গ নিরবয়ব ও নির্বিশেষ। আবার তিনি সগুণ সুতরাং সর্বভূতে জড়িত। তাঁহাতে সর্বভূত রহিয়াছে, এ কথা সত্য না হইলে সমস্ত জগৎ ব্যাপার মিথ্যা হইয়া যায় কিন্তু যথার্থত তাঁহাতে কিছু নাই। নির্গুণ ও সগুণ ভাব পরস্পর বিরোধী হইলেও ভগবানেই এই দুইটির সামঞ্জস্য। আশা করি মোটামুটি কথাটা বুঝিতে পারিয়াছ।

৭১

গৃহস্থের উপার্জনের অংশ হইতে কতটা কি জন্য খরচ করিতে হয়, আমার নিকট উহা শুনিয়া আবার জানিতে চাহিয়াছ—তাই লিখিতেছি।

ঋষিদের মত এই যে, গৃহস্থ উপার্জনের অর্ধাংশ দ্বারা সংসার প্রতিপালন করিবেন। অন্য অর্ধাংশকে চারিভাগ করিয়া (অর্থাৎ মোট উপার্জনের অষ্টমাংশ) একভাগ দ্বারা রাজকর ( অর্থাৎ Tax ইত্যাদি ) দিবেন। আর এক অংশ নৈমিত্তিক খরচের জন্য রাখিবেন; যেমন বাড়তি জিনিষ, কাপড়

ইত্যাদিতে খরচ করা, বিবাহ চূড়া ইত্যাদি। আর এক অংশ নিজের বৃদ্ধ বয়সের জন্য সঞ্চয় করিবেন। বাকী এক অংশ দান করিবেন। ঋষিদের এই নিয়মটিকেই বর্তমান কালোপযোগী একটু অদল বদল করিয়া নিজের প্রয়োজন মত লাগাইতে হইবে। আশা করি কেবল দান সম্বন্ধেই খরতর দৃষ্টি না রাখিয়া সমস্ত বিষয়তেই প্রখর দৃষ্টি রাখিবে। তবেই তুমি আদর্শ গৃহস্থ হইতে পারিবে। বর্তমান অবস্থা বুঝিয়া এই নিয়মটি প্রতিপালন করিতে হয়।

অনাসক্ত ভাবে উপার্জন খুবই সম্ভব। অনাসক্তিটা অভ্যাস দ্বারা ক্রমশ নিজের ভিতরে আনিতে হয়। অনাসক্ত ভাবে উপার্জন করে এমন লোক আমি দেখিয়াছি, বোধ হয় তোমরাও দেখিয়াছ। তোমা দ্বারা এসব সবই সম্ভব সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

৭২

গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে যে কর্তৃত্বের কথা বলা হইয়াছে উহা তো ঠিকই। পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গে যোগ হইলে প্রকৃতি কর্মশীল হয়। নতুবা প্রকৃতি তো জড়। আমরা যাহা কিছু করি সব প্রকৃতি বশে। স্থতরাং পুরুষকে কোন কর্মের জন্য দায়ী করা যায় না। কর্ম সৃষ্টি পুরুষ করেন না—পুরুষ সংযোগ হইলে প্রকৃতি করিয়া থাকেন। স্থতরাং কেবল মাত্র পুরুষকে কোনো কর্মের ভিতর টানিয়া আনা চলে না। খুবই সংক্ষেপে লিখিলাম—আশা করি তুমি বুঝিতে পারিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২১ শ্লোক। বিষয়সুখ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিন্তু আত্মদর্শন জনিত যে সুখ, উহা কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। বস্তুত তখন অহং থাকে—নহিলে বুদ্ধি থাকিত না। কিন্তু সে অহং ঢোঁড়া সাপ—উহার বিষ নাই। ইহা যুঞ্জনসিদ্ধ যোগীর কথা। যুক্ত সিদ্ধদের কথা এ স্থলে বলা বলা হয় নাই।

৭৩

তোমাকে পরমাত্মা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে গীতার শ্লোক উপলক্ষ করিয়া যাহা বলিয়াছি তাহা তুমি ঠিক ধরিতে পার নাই। মনে কর তুমি জড় পদার্থ, আমি তোমাকে না ছুঁইলে তোমার জড়ত্ব যায় না। আমার স্পর্শে তোমার স্বাধীন ভাবে কর্ম করিবার শক্তি জন্মে। যেহেতু আমি তোমাকে ছুঁইয়া আছি, তাহাতে কর্মশক্তি পাইয়া তুমি স্বাধীন ভাবে যে কর্ম কর, সে জন্য

আমাকে দায়ী করা বা আমি করিতেছি মনে করা ভুল নহে কি? ইহা দ্বারা কেবল মোটামুটি বলা হইল। বিস্তারিত আলোচনা ভিন্ন যথার্থ মীমাংসায় পৌঁছান সম্ভব নহে।

৭৪

তোমার চিন্তা ও কল্পনা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, তাহা পড়িয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। ভবিষ্যতে এত টাকা হইলে দাদাকে বাড়ি করিয়া দিতাম, দাদার ছেলেরা লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইলে তাঁহাদের ভাল চাকুরি করিয়া দিতাম, জমি খরিদ ও বন্দোবস্ত করিয়া দাদার দুঃখের লাঘব করিতাম ইত্যাদি চিন্তা বড়ই মারাত্মক। নেশাকরা, পরস্ত্রী চিন্তা করা ইত্যাদি পাপও এইরূপ কল্পনা অপেক্ষা অনেক কম ক্ষতিকর। এইরূপ কল্পনায় মানসিক বিচলতিই প্রকাশ পায়। • • • এই কল্পিত চিন্তা ত্যাগ করিতে বদ্ধপরিকর হও। অধৈর্য হইও না, সমস্তই ঠিক হইয়া যাইবে। ভগবান তোমার উপর সর্বদাই সদয়।

৭৫

শূদ্র গুরুভাইদের হাতের অন্ন খাওয়া যায় না; ইহা যে একটা প্রশ্ন হইতে পারে তাহা শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য বোধ করিতেছি। তুমি ব্রাহ্মণ, কোন অবস্থায়ই শূদ্রের অন্ন তোমার গ্রহণীয় নয়। যখন সম্যক প্রকারে ন্যাস বা ত্যাগ আসিবে এবং সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন হইবে, তখন শূদ্র কেন, যার তার হাতে খাইতে পারিবে। শূদ্র গুরুভাইদের অন্ন খাইতে যদি মনে কোনো দ্বিধা না থাকে তথাপি সামাজিক ভাবে উহা খাইতে নাই। যেদিন শূদ্রের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিবাহ দিতে আপত্তি থাকিবে না, সেদিন খাইও।

শূদ্র গুরুভাইদের সঙ্গে গোপনে অর্থাৎ ঘরানা ভাবে এক পংক্তিতে বসিয়া ব্রাহ্মণের রান্না খাইতে কোন বাধা নাই। কিন্তু প্রকাশ্যে সামাজিক ভাবে উহা করিবে না। যাহাতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা হয় এমন কোনো কার্যই করা উচিত নয়।

* * * একাদশীর উপবাসের দিন সমস্ত দিন একেবারে উপবাস করিয়া রাত্রি চারিদণ্ডের পর ফল ও দুধ খাইবে; ইহাই যথার্থ সাত্ত্বিক উপবাস।

* * * *

যদি কাহারও বাড়িতে শুদ্ধমত খাইতে দিব বলিয়াও সে তোমাকে মাংস পেঁয়াজের ছোঁয়া খাওয়ায় তবে সমস্ত অপরাধ তাহার হইবে; তোমার

কোনো দোষ হইবে না। কিন্তু জানিতে পারিয়া ঐ জুয়াচোরের বাড়িতে জীবনে আর কখনও খাইবে না। এমন কি ভবিষ্যতে যদি কোন দিন তাহার বাড়িতে শুদ্ধ রান্না হয়, তথাপি তুমি আর সেখানে খাইবে না।

৭৬

এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বিধি বিধান একটি সুশৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মে পরিচালিত হয়। কোন কিছুতে উহার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা সাধক, ভাল হোক মন্দ হোক নিশ্চিত বিধানকে সহজ ও সরল ভাবে গ্রহণ করিতে পারে; যাহারা বদ্ধ জীব তাহারা তাহা পারে না বলিয়াই এত কষ্ট পায়। আমার কোন বিষয়ে কিছুমাত্র প্রার্থনা নাই; আমার এবং তোমাদের সকলের যাহা ইচ্ছা হোক। যখন জানিয়াছি, যাহা কিছু ঘটিবে সবই মঙ্গলদাযক হইবে তখন আর ভাবনা কি?

শুধু হরিবোল হরিবোল বলিলে কিছুই হয় না। কিন্তু বিধিবদ্ধ গুরুদত্ত নাম জপ করিলে সব হয়। এ কথা বিশ্বাস না হইলে তো ভুগিতে হইবেই। সে জন্যে তো অন্যে দায়ী নয়।

* * * *

কোন কিছুতে আটকা আছি; নিজের ইচ্ছামত স্বাধীনতা নাই, এই অবস্থার নাম বদ্ধাবস্থা। টাকা, মেয়ে মানুষ, সন্তান, যশ এই সকলের জন্য বাধ্য হইয়া কিছু করিতে হইলেই বদ্ধাবস্থা। যাহার বদ্ধাবস্থা নাই, সুধীর মেজাজ, তাহাকে মুক্ত বলা যায়।

জীবাত্মা জীবিত অবস্থায় মুক্ত হইলেও এই পৃথিবীতে থাকে; মরার পর তাহার সাধনোচিত স্থানে যায়। মুক্ত হইলেই সে জন্মের হাত এড়াইতে পারে না। মোক্ষ হইলে আর জন্ম হয় না। মুক্তি ও মোক্ষ এক কথা নয়। সকল মুক্তির গতি একরূপ নহে।

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের কোন খবর ভাষায় ব্যক্ত হয না। উহা বুদ্ধির বিষয় নহে, অনুভবের জিনিষ।

বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য ও সৌর এই পাচ প্রকারের উপাসক মধ্যে যাহারা বিষ্ণুর উপাসনা করে তাহারা চলতি কথায় বৈষ্ণব। একাদশী সম্বন্ধে এই বৈষ্ণবের কথাই বলা হইয়াছে। হিন্দু মা'ত্রে যে সব একাদশী করে উহার নাম স্মার্ত মত; বৈষ্ণবেরাই অন্যরূপ করে। আমরা বৈষ্ণবের

দলে যাইতে প্রস্তুত নই। সব হিন্দু যাহা করে তাহাই আমরা করিতে চাই (অবশ্য ব্যবহারিক বিষয়ে)।

৭৭

মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় আছে ; তাহার একটু আগে বা পরেও মৃত্যু হইবে না। সুতরাং মৃত্যু ভয়ে পলায়ন মূর্খতা। পালাইয়া মৃত্যু এড়ান যায় না।

৭৮

বিবাহ সম্বন্ধে গোঁসাইজীর উপদেশ এই, 'বীর্যরক্ষা করিবে। সত্য ও বীর্যরক্ষা এই দুইটিই সাধক জীবনের ভিত্তি। কিন্তু কোনো কারণে নিজের দুর্ভাগ্যবশত বিবাহ করিতে হইলে উহাতে হতাশ হইও না। বীর্যরক্ষা না হইলে মুক্তির ব্যাঘাত হয় না।'

তোমার বিবাহ সম্বন্ধে আমার সম্প্রতি বক্তব্য এই যে, আরো একটা বৎসর তোমার গুরুজনেরা অপেক্ষা করুন, তুমিও অপেক্ষা কর। এক বৎসর পরে তুমি বিবাহের প্রশ্ন করিও। এখনই করিতে বা না করিতে হইবে এমন কোনো জরুরৎ নাই।

৭৯

আমার আদেশ অনুসারে নিজ জীবনের গতি নির্ণয় করা এবং নিজের বিচার বুদ্ধি দ্বারা ভবিষ্যৎ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া উহার যাথার্থ্য নির্ণয়ের জন্য আমার নিকট জিজ্ঞাসা করা—এই দুইটির মধ্যে শেষোক্ত প্রণালীই কাম্য। এক বৎসর পূর্বে তুমি যখন আমাকে বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তখন আমি জবাবে যে সব কথা লিখিতাম, আজ তুমি নিজেই সে সব কথা লিখিয়াছ। এই জন্যই আমি তোমাকে একটা বৎসর অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম।

তুমি লিখিয়াছ—'এই পথটা (বিবাহ না করিয়া থাকা) শুধু তাদের পক্ষেই কতকটা সহজ যাহাদের তীব্র ব্যাকুলতা ও বৈরাগ্য জন্মিয়াছে এবং এই সংসারে মায়া ইত্যাদি কিছুই মনে না করিয়া, উপেক্ষা করিয়া নির্জনে কোথায়ও দিন রাত্রি ভগবৎ আরাধনা ও নাম জপ ইত্যাদিতে কাটাইয়া দিতেছেন।' বাস্তবিকই 'ক্ষুধার্তের সামনে খাদ্য রাখিয়া খাইতে নিষেধ করার' ন্যায় আহাম্মকি তোমার বিবাহ না করার সমান। একেবারে বীর্য স্থির রাখা সংসারে কয়জনের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে ; কিন্তু অধিকাংশকেই

এই ভোগের রাস্তা দিয়া যাইতে হইবে। বিবাহ, পরিমিত ভোগ দ্বারা ভোগকে ক্ষয় করারই সহজ পথ। বিবাহ করিলে কেবল কামচর্চাই করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। পরিমিত স্ত্রী সঙ্গ করিয়াও পরিপূর্ণ ধর্ম লাভ করা যায়।

আর বেশি কথায় আবশ্যক নাই, কেননা তোমার চিঠি পড়িয়া বুঝিলাম, ব্যাপারটা তুমি বেশ ভালরূপই বুঝিয়াছ। যেরূপ বুঝিয়াছ উহাই ঠিক। তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে।

৮০

অস্পৃশ্যতা একটা ভুয়াবাজী। উহা ভগবৎ বিধান হইতেই পারে না। কিন্তু সদাচার শাস্ত্রসঙ্গত ও আমাদের সাধনসঙ্গত ব্যবস্থা, উহা আমাদিগকে ধর্মলাভের সোপানরূপে মানিতেই হইবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আমাদের অবলম্বিত সদাচার মানিয়া, মুখের উচ্ছিষ্ট বিচার করিয়া আমাদিগকে, শুধু জল কেন, ভাতও দিবে—আমরা তাহার কোনো বংশ বিচার না করিয়া অবিচারে গ্রহণ করিব। আর ব্রাহ্মণও যদি আমাদের সদাচার না মানে তাহার খাদ্য অগ্রাহ্য। কেবল সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্যই এই জাতি বিভাগ। দেখিতে হইবে আমাদের দ্বারা সামাজিক শৃঙ্খলা নষ্ট না হয়।

৮১

কাহারও ক্ষুধা নিবৃত্তি করার মত অর্থশক্তি তোমার নাই বলিয়া কোনও দুঃখ করিও না। কেবল অর্থ দ্বারা নয়, বহু প্রকারে লোকের আনুকূল্য করা যাইতে পারে। একটু সহানুভূতি পাইলেও দুঃখীরা প্রাণে বল পায়।

এই দীন দুঃখীদের কথা যাহারা ভাবে, যাহারা দুঃখীদের মধ্যে নিজেকে বাটিয়া দিতে চায় তাহারাই যথার্থ গোঁসাইয়ের উৎসব করিয়া থাকে। তুমি ঐ স্থানে থাকিয়া গোঁসাইজীর তৃপ্তিদায়ক এই উৎসব কর। তবেই যথার্থ কল্যাণ হইবে।

৮২

নমঃশূদ্র ঘরে প্রবেশ করিলে কলসীর জল ফেলিয়া দেওয়া, ছোট বলিয়া তাহাদের ঘৃণা করা—ইত্যাদি পাপে হিন্দু সমাজের আজ এত দুর্দশা।

তুমি শুধু এক ঘরে কেন, পাশাপাশি এক পংক্তিতে বসিয়া নমঃশূদ্রের সঙ্গে অন্ন ভোজন করিতে পার—অবশ্য যদি তাহারা নোংরা না হয়। যাহাদের

দেখিলেই নোংরামির জন্য ঘৃণা বোধ হয় তাহারা ব্রাহ্মণ হইলেও এক পংক্তিতে ভোজন করিবে না।

কাহাকেও ছোট বা নীচু মনে করার অধিকার মানুষের নাই। * * *

জাতিভেদ মানিবে না, কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম অবশ্য মান্য করিয়া চলিবে।

৮৩

'পরকালের ভাবনা ভাবিনা। গোঁসাই যখন গ্রহণ করিয়াছেন তিনিই যাহা হয় করিবেন।'—ইত্যাদি কথা তুমি যাহা লিখিয়াছ উহা সত্য হইলেও সকলের পক্ষে সত্য নয়। ধর্মের অবস্থা এমন ভাবে সমসূত্রে গ্রথিত যে মুখের বক্তৃতা ও বড় বড় কথা অতি সহজেই ধরা পড়িয়া যায়। পরকালের ভাবনা নাই মাত্র তাহারই, যাহার ইহকালের ভাবনা নাই। তুমি যদি ইহকালের সমস্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যে থাকিয়াও নির্ভাবনায় থাকিতে পার, তবেই মাত্র বুঝা যাইত যে, তোমার পরকালও ভাবনাশূন্য হইয়াছে। নতুবা ইহকালের পান হইতে চুন খসিলে হায় হায় করিবে আর পরকালটার জন্য গোঁসাইয়ের উপর ভার দিবে, এরূপ কখনও হইবে না জানিও। সংক্ষেপে লিখিলাম, আশা করি ইহাতেই সব বুঝিবে। মানুষ বড় দুঃখী, কারণ কেবল মাত্র ভুগিবার জন্যই তাহাকে এই পৃথিবীতে আসিতে হয়। এই ভোগ যে ব্যক্তি প্রশান্ত মনে গ্রহণ করিতে পারে, কিছু মাত্র বিচলিত হয় না, কেবল তাহারই পরলোকের কোন ভাবনা থাকে না।

পরলোকের ভাবনায়ই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাকুল। পরলোকের ভাবনা করে না, যাহারা মহাপুরুষ আর যাহারা নাস্তিক। সারা জীবনের সাধন ভজন সব বিফল যদি মরিবার সময় নাম ও ভগবানের স্মৃতি না থাকে।

আমি পরলোকে আমার প্রিয়তমের দর্শন ও সঙ্গ পাইব কিনা সেই ভাবনায় সশঙ্কিত আছি। ইহকাল আমার চুলায় যাক। * * * কেবল মাত্র ঠাকুর ছাড়া আর যেন কিছুতেই আমার রুচি না থাকে, এই প্রার্থনা।

৮৪

চণ্ডীতে যাহা পড়িয়াছ তাহা চমৎকার। সুরথ রাজা রাজ্য হারাইয়া ছিলেন, সুতরাং তাহার বরং হৃত রাজত্বের চিন্তা আসিতে পারে এবং আসিয়াছিল। কিন্তু তাহার সঙ্গী সমাধি বৈশ্য বলিল, তাহার স্ত্রী ও পুত্রেরা তাহাকে মারিয়া বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে; তথাপি সে স্ত্রীপুত্রকে

ভুলিয়া যাওয়া তো দূরের কথা—তাহাদিগকে মনে পড়িয়া দুঃখ হয় এবং দেখিতে ইচ্ছা করে।

ঋষি বলিলেন, ইহারই নাম মহামায়া। এই মহামায়া কে এবং কেন—এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়াই চণ্ডী কথিত হইয়াছে।

যৌবন চলিয়া গিয়াছে ; সুতরাং এখন আর সে কালের লাভ বা লোকসান খতাইবার কোন আবশ্যক নাই। গত জীবন ভুলিয়া গিয়া—অন্তত গতজীবনের দুঃখকষ্টগুলি ভুলিয়া গিয়া—বর্তমান জীবন লইয়াই এখন আমাদের কারবার হওয়া উচিত। বাঁচা বা মরা যখন আমাদের হাতে নাই এবং মরিলেই সব দুঃখ কষ্ট গিয়া একেবারে চতুর্ভুর্জ হইব—এরূপও যখন জানা নাই, তখন ও সব না ভাবিয়া বর্তমানে কিসে সুখ ও আরাম লাভ হয়, তাহাই গণনীয়। এবং কেবল মাত্র শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম ব্যতীত আর কিছুতেই সুখ বা আরাম পাইবার উপায় নাই, ইহা পরীক্ষিত সত্য।

৮৫

তোমরা সীতানাথ অদ্বৈত পরিবার ; তোমাদের তিলক বটপত্রাকার। গৃহস্থ-জীবনে তিলকের আবশ্যকতা নাই বলিলেই চলে।

৮৬

অন্য দেবদেবীর পূজা কি ভাবে করিবে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমি তো তোমাকে কোন দেবতার পূজা করিতে বলি নাই, সুতরাং পূজার ব্যবস্থা আমার নিকট জিজ্ঞাসা অনর্থক। সমস্ত দেবতার মধ্যেই আমার ইষ্ট রহিয়াছেন, এই বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া কোন দেবতার প্রসাদ গ্রহণেই বাধা নাই।

৮৭

বাসনা তো মানুষের কতই হয় ; উহা পূর্ণ হয় না বলিয়াই বাসনা সংযম অভ্যাস করিতে হয়। সংযমের মধ্যেই বাসনার যথার্থ চরিতার্থতা সম্পাদিত হয়। বাসনা অনুযায়ী ভোগলাভ হইলে তাহাই সুখের নহে। * * *

কোনও কর্তব্যকে চোখ মুখ বুজিয়া এড়াইয়া ফাঁকি দিবে, এমন মনেও করিও না। এ সাধনে সমস্ত কর্তব্যবুদ্ধি তীব্র ভাবে জাগরিত হয়।

৮৮

প্রণালী মত গোঁসাইজীকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে শুধু দুটা তুলসী দিলে

চলে না, ফটো আসনে বসাইয়া ফুল দিয়া সাজাইলেও চলে না। রীতিমত ভোগ-রাগ ও আরতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হয়। তোমার চাকরী জীবনে এই সব হাঙ্গামার সৃষ্টি করা এবং দুই দিন পরে অপারগ হইয়া উহা ছাড়িয়া দিয়া অপরাধ সঞ্চয় করা একেবারেই অনাবশ্যক মূর্খতা। সুতরাং পূজা পদ্ধতি জিজ্ঞাসা না করিয়া তোমার খুসি মত ফটো রাখিয়া খুসি মত পূজা করিও, তাহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। যদি ইচ্ছা হয় দুই বেলাই প্রাণায়াম করিও। তবে বেশী সময় না করিয়া অল্প সময় করিও। প্রাণায়ামে তোমার উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না।

৮৯

এই দুনিয়ায় কিছুই মিথ্যা নাই; আমি সত্য, আমার দেহ সত্য, আমার সংসার ও তাহার সুখ দুঃখ সব সত্য। এই পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে আমার প্রিয়তম পরিপূর্ণ সত্যরূপে ওতপ্রোত ভাবে বিরাজ করিতেছেন। নেতি নেতি নহে, অস্তি অস্তি। এইরূপ সব সত্য হইলেই সত্যস্বরূপে প্রকাশিত হন। সত্যের সাধনা কর। উল্টো দিক দিয়া তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিও না। সোজা দিক দিয়া ধর। ইহাই তোমার ন্যায় বৈষ্ণবের পন্থা।

৯০

সাংসারিক আঘাতে ব্যাকুল হইয়া তোমার চিত্ত পরমপাবন গোঁসাইজীর চরণে শরণ লইতে ইচ্ছুক হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। বহু ভাগ্যে এইরূপ ব্যাকুলতা জন্মে।

তুমি যে ভাবে নিজের মনোমত উপায়ে ভজন ও পূজা করিতেছ, তাহাই করিয়া যাও। ঐ সব অনুষ্ঠানই তোমাকে এই সাধনের মধ্যে টানিয়া আনিতেছে ও আনিবে। যে পর্যন্ত সদ্‌গুরু সাক্ষাতকার না হয় সে পর্যন্ত তোমার নিজের নিয়মেই নিষ্ঠাপূর্বক রত থাক।

৯১

তুমি সাধন ভজন কর, লিখিয়াছ। কিন্তু যে দীক্ষা গ্রহণই করে নাই তাহার কি সাধন ভজন হইবে তাহা আমার বুদ্ধির অতীত। নিজের ইচ্ছামত একটা নাম জপ করা, ঠাকুরের পায়ে খুস মত ফুল দেওয়া, স্তব পাঠ ইত্যাদির দ্বারা ভগবানের ভজন হয় না। তবে সদ্‌গুরু লাভের সাহায্য হইতে পারে।

সুতরাং এ ভাবে মনোমুখী সাধনে দিন নষ্ট না করিয়া গুরুমুখী হও। তবেই তোমার যথার্থ ধর্মজীবন ফুটিবে।

৯২

তোমার যখন শীঘ্র দীক্ষা পাইবার কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না তখন আমি তোমাকে অনুরোধ করি, তুমি একছড়া ১০৮ দানার তুলসীর মালা সংগ্রহ করিয়া উহাতে প্রত্যহ অবিরাম তারকব্রহ্ম নাম জপ কর।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

এই নাম প্রত্যহ, যখন অবসর পাইবে তখনই জপ করিবে। সকালে দুপুরে রাত্রে সব সময় ফাঁক পাইলেই জপ করিবে, অন্য কোন প্রকার নিজের মনগড়া সাধনভজনের আবশ্যক নাই। প্রত্যহ কম পক্ষে দশ মালা অর্থাৎ একহাজার জপ হওয়া চাই। ইহা ছাড়া প্রত্যহ ভোরে তুলসীজীকে জলদান ও প্রণাম করিবে। এইভাবে অন্তত তিন মাস চলিবার পর দেখিবে, তোমার মন পূর্বাপেক্ষা যথেষ্ট দৃঢ় হইবে। আর সব ছাড়, কেবল তারক ব্রহ্ম নাম জপ কর।

৯৩

সংসারে প্রারব্ধ বশে যে সব সুখদুঃখ ভোগের জন্য তোমার জন্ম হইয়াছে সে ভোগ তোমাকে ভুগিতেই হইবে। এই সাধন পাইয়া কাহারও বিন্দুমাত্র অকল্যাণ হইতে পারে—তোমার এরূপ ধারণা কোথা হইতে আসিল বুঝিলাম না। বহু ভাগ্যে এই সাধন পাওয়া যায়। কিন্তু সাধন বলে সাংসারিক কোন সুখ বা দুঃখের তারতম্য হয় না।

তোমার সময় হয় নাই, সুতরাং তোমার এখন দীক্ষা হইবে না। তোমাকে যে নাম বলিয়াছি ঐ নাম তুমি অহরহ জপ কর তবেই ক্রমে তোমার দেহ ও মন সাধনের উপযোগী হইবে। অনেকগুলি ঠাকুর দেবতার পূজা করিও না, মাত্র একটি ঠাকুর ঠিক করিয়া লও, যাহার চরণে তুলসী দিবে। অন্য সব ঘরে শুধু টানানো থাক। কোন সাধু-মহাপুরুষের ছবিই এখন পূজার আবশ্যক নাই, ইহার পর সময় হইলে সে ব্যবস্থা হইবে।

অন্য কোন দিকে মন না দিয়া কেবল ঐ তারকব্রহ্ম নাম জপ কর। এরূপ করিলে তোমার মন অনেকটা স্থির হইবে এবং দীক্ষা পাওয়ার উপযোগী হইবে।

মা, যাঁহার রাজ্যে বাস কর, সর্বদা মনে রাখিও তিনি আমাদের পরম সুহৃদ, হিতৈষী ও সর্বশক্তিমান। তাঁর রাজ্যে ভয় কি ?

৯৪

মাছ, মাংস, পেঁয়াজ, ডিম খাদ্য জিনিষ। উহা খাইলে কাহারও উপর কোন দোষ হয় না। তুমি কখনও ছেলে মেয়েদের মাংস ডিম পেঁয়াজ ইত্যাদি খাওয়ার বিন্দুমাত্র বাধা দিও না। তাহাদের ইচ্ছামত তাহারা খাইবে। কিন্তু মা, তুমি সধবা অবশ্যই মাছ খাইবে। কিন্তু মাংস-ডিম পেঁয়াজ তুমি কখনই খাইও না।

৯৫

মা, তুমি যে তারকব্রহ্ম নাম জপ করিতেছ, ঐ নামের অমোঘ শক্তি। উহা দ্বারা তোমার সকল আপদ-বিপদ দূর হইবে, কেহই কিছুতেই তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। ঐ নাম একান্ত মনে জপ করিয়া শক্তি সঞ্চয় কর। ইহার পর শীতের দিনে তুমি যখন দিল্লী আসিবে তখন মাহেন্দ্রক্ষণে কাশীধামে আমি তোমাকে শেষ দীক্ষা দান করিব।

তোমার দীক্ষা হইলে মেরুদণ্ডে যে কুণ্ডলিনী শক্তি রহিয়াছে—যে শক্তি ইচ্ছামত চলাচল করিতে না পারিয়া তোমাকে টানে ও দোল দেয় দীক্ষা হইলে মেরুদণ্ডের ভিতরে সুষুম্নার পথ আবিষ্কার হইয়া যাইবে এবং তুমি তখন আত্মস্থ হইতে পারিবে।

৯৬

নাম বেশি করলে মনটা খুব নরম ও কাতর হয়, একথা ঠিক। কিন্তু সে কাতরতা তোমার সাংসারিক দুঃখের কাতরতা নহে। ঐ কাতরতার মধ্যেও একটা শান্তির ছায়া আছে। যখন একান্ত কাতর হইবে তখন সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ করিবে বা আলাপ আলোচনা করিবে। সংসারের ঝড়-ঝাপটা সকলের গায়েই লাগিয়া থাকে। সংসারে থাকিতে হইলে দুঃখশোক মাঝে মাঝে আসিবেই। কিন্তু মা, সব অবস্থায় তোমার মন যেন অবিচলিত থাকে। জানিয়া রাখিও এই নাম করিবার পরিণাম মঙ্গল ব্যতীত আর কিছুই নয়।

মা, এ জন্মের সৎ-অসৎ কার্য দ্বারা কখনও এ জন্মের সুখশান্তি নির্দিষ্ট হয় না। আমরা এ জন্মে যাহাকিছু সুখদুঃখ ভোগ করি উহা পূর্বজন্মের কর্মফল। আবার এ জন্মে যাহা কিছু করিতেছি তাহা দ্বারা পরজন্মের কর্মফল নির্দিষ্ট হইবে।

৯৭

একটি কথা বড় সুন্দর লিখিয়াছ, পড়িয়া বড় আনন্দ হইল। লিখিয়াছ, 'এখন আমার কাজ ও পূজা মিশিয়া গিয়াছে। ভগবানের যেরূপ ভাবে পূজা লওয়া ইচ্ছা লইবেন ভাবিয়া মনকে শান্ত করিয়াছি।' এই কথাটির তুলনা নাই। মানুষ যখন বুঝিতে পারিবে কাজ তাহার পূজা এবং পূজাই তাহার কাজ তখনই সে সংকীর্ণতার গণ্ডী হইতে মুক্ত হইবে। সব কাজই তাঁহার নির্দেশ ইহা বুঝিয়া যে ব্যক্তি কাজ ও পূজাকে এক মনে করিতে পারিয়াছে, তাহার পক্ষে অনন্য ভাবে ভগবৎ চিন্তা সম্ভব।

৯৮

তোমার সুদীর্ঘ পত্র পাঠ করিয়া মর্মাহত হইলাম। মানুষের কখন কিভাবে কোন্ স্থানে অপরাধ সঞ্চয় হয়, উহা চিন্তা করিতেও ভয় হয়। তোমার সহজ ও সরল প্রাণে বুদ্ধির ত্রুটিতে এমন আঘাত দিয়া—যে অপরাধ সঞ্চয় করিল,, এই সঞ্চিত কর্মের ফল তাহাকে সুদ সহ পরিশোধ করিতে হইবে। একগাছি সামান্য তৃণকে লঙ্ঘন করিয়া কাহারও এড়াইবার যো নাই। পৃথিবীতে ভগবানের চক্ষে, কেবলমাত্র কাহাকেও আঘাত দেওয়াই একমাত্র অপরাধ ; অন্য কোন পাপই ইহার কাছে কিছু নয়। তোমার চিঠি পড়িয়া আমি চোখের জল রাখিতে পারি নাই। * * * তখন আমার এমন মনের ভাব হইয়াছিল যে, তোমার চিঠি—কে পাঠাইয়া দিয়া তোমার মত নির্দোষী বান্ধবের নিকট তাহাকে ক্ষমা চাহিবার উপদেশ দেই , কিন্তু--মহাশয় উহা নিষেধ করিলেন। আমার ঐ প্রকার লিখিবার যথার্থ তাৎপর্য—বুঝিতে পারিবে বলিয়া তিনি ভরসা দিলেন না। আমিও এখন বুঝিতেছি, অর্থশালী ব্যক্তিরা কখনও সৎ ভাবে কোন কথা গ্রহণ করিতে পারে না। * * *

তোমাকে আর কি সান্ত্বনা দিব? এই বয়সেই এমন একটা আঘাত পাওয়া তোমার অদৃষ্টে ছিল, তাই পাইলে। সংসারে চলিতে গেলে অনেক আঘাত পাওয়া যায়, ইহা তাহারই নমুনা। এইরূপ আঘাত খাইয়াই মানুষ যথার্থ মানুষ হয়।

*        *        *        *

তোমার জন্য বড়ই বেদনা অনুভব করিতেছি। ধৈর্য ধরিয়া সহ্য করা বড় কঠিন ; কিন্তু সহিতে পারিলেই নিশ্চিত কল্যাণ।

৯৯

তোমার বিদ্বেষ বুদ্ধি যদি উহারা কোনো প্রকারে জাগাইতে পারে তবে এই ঝগড়ায় যথার্থই তোমার হার হইল, বুঝিতে হইবে। আর যদি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া চলিতে পার, কিছুতেই উহারা তোমার বিকার উৎপাদন করিতে না পারে তবেই উহারা যথার্থ জব্দ হইল, জানিবে। তদুপরি তুমি যদি উহারা কেহ বিপদগ্রস্ত হইলে কোনো প্রকারে সাহায্য করিবার সুযোগ পাও এবং সাহায্য কর, তবে উহাদিগকে একেবারে 'জুতা-মারা' হইবে জানিও। এইরূপ ব্যবহারে নিজের চিত্তকে নরক যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিয়াও শত্রুকে জব্দ করা যায়। আমার কথা শুনিতে আরম্ভ করিয়া দেখ কী আরাম! বল,

রাগ নীরাগতাং গচ্ছ, দ্বেষ নিঃশেষিতাং ব্রজ।
ভবদ্ভ্যাং স্বাচরং কালমিহ প্রক্রীড়িতং ময়া॥

হে ক্রোধ, তুমি অক্রোধ রূপ ধারণ কর। হে দ্বেষ, তুমি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হও। আমি তোমাদের সহিত বহুদিন ধরিয়া ক্রীড়া করিয়াছি - আর নয়।

তোমার ব্যবসায়ের ক্ষতি, ঔষধ বিক্রয় না হওয়ার ক্ষতি ইত্যাদি যাহা কিছু আশঙ্কা করিতেছ, সব ভুল। তুমিই রোজগার করিয়া পরিবার প্রতিপালন কর এ তোমার সম্পূর্ণ মিথ্যা ধারণা। যিনি দাতা, যিনি তোমার ও তোমার পত্নীপুত্রের অন্ন জোগান, তিনি দয়া করিয়া তোমাকে আলসের মত বসিয়া বসিয়া খাইলে যে পাপ হয় সেই পাপ হইতে তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য একটু একটু খাটাইয়া নিতেছেন মাত্র।

১০০

পরমহংসদেব, বিবেকানন্দজী প্রভৃতি যে সব মহাপুরুষ দেহে বর্তমান নাই তাঁহাদের মূর্তি বা পটের নিকটে যে ভোগ দেওয়া হয় উহা অবশ্যই গ্রহণ করিতে পার। কিন্তু ব্রাহ্মণেতর জাতি রসুই করিয়া ভোগ লাগাইলে তুমি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ কখনও তাহা গ্রহণ করিবে না। যেদিন আমার মত শিখা ও যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়া কাছা ছাড়িবে, সেই দিন পারিবে। হিন্দু সমাজের যে কয়টি কারণে অধোগতি হইয়াছে তন্মধ্যে বর্ণধর্মী গৃহস্থের দ্বারা বর্ণধর্ম লঙ্ঘন করা একটি বিশিষ্ট কারণ। সমাজে বাস করিয়া সমাজের সুখ সুবিধা গ্রহণ করিবে অথচ তলে তলে সমাজকে বিশৃঙ্খল করিবে ইহা মানুষের কাজ নয়।

এই স্থলে আর একটি কথা। যে সব মহাত্মা দেহে বর্তমান নাই তাহাদের পটমূর্তিতে প্রদত্ত ভোগের প্রসাদ গ্রহণ করিবে; কিন্তু যে সব মহাত্মা জীবিত আছেন তাঁহাদের কোনও ফটোর নিকট যদি কেহ ভোগ দেয় ঐ প্রসাদ কখনও গ্রহণ করিবে না।

১০১

বিনয়ের কোষ্ঠিতে ফাঁড়া আছে লিখিয়াছ; এজন্য অযথা ব্যস্ত হইয়া কোনো লাভ নাই। যিনি কোষ্ঠী দেখিয়া এ কথা বলিয়াছেন তাঁহাকে দিয়া বা অপর কোনও ব্রাহ্মণ দ্বারা আবশ্যকীয় গ্রহপূজা ও শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করা ব্যতীত আর কি উপায় আছে? যদি বিনয়ের কোষ্ঠী পাঠাইয়া দাও তবে আমি এ স্থানেও জ্যোতিষীকে দেখাইয়া যথাযোগ্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি, কিন্তু তাহাতে টাকা খরচ হইবে। তোমার মায়ের মন, যাহাতে বুঝ মানে তাহা করিতে পার।

আমার মনে হয় না, বিনয়ের জীবনের হানিকর কোনও ফাঁড়া আছে। তুমি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের চরণে পুত্রকে সমর্পণ করিয়া দিয়া নির্ভরতার সঙ্গে প্রার্থনা যদি প্রত্যহ জানাও তবে বিনয়ের কোনও অকল্যাণ হইবে না। মা, আমি নিজে এই সব বাজে জ্যোতিষীর গণনা বড় একটা বিশ্বাস করি না। ঠিক ঠিক গ্রহ সমাবেশ গণনা করিতে পারে এমন জ্যোতিষী ভারতবর্ষে দুই চারিজন মাত্র আছে তাংদের একজনের বাড়িও পূর্ববঙ্গে নয়। আমি ও সব বিশ্বাস করি না।

তোমার যাহা ভাল মনে হয় করিও। আসল কথা নিশ্চিন্ত মনে ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। আর এই ফাঁড়ার কয় বৎসর তুমি প্রত্যহ গো-গ্রাস দান করিও। অর্থাৎ কোনো গরুকে কিছু খাবার দিও।

১০২

ঘষিতে ঘষিতে পাষাণও ক্ষয় হয়। ধর্ম জীবনে নিয়মিত সাধন ও অসীম ধৈর্য চাই। পূর্ব জন্মের কর্ম ফেরে দেহ অশুদ্ধ থাকিলে সহজে সাধনে মন বসে না। অনেকদিন পর্যন্ত সাত্ত্বিক আহার এবং গুরুজনে ভক্তি করিলে ধীরে ধীরে মন শুদ্ধ হয়

(১) প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত তপস্যা।

(২) সাত্ত্বিক আহার—যতটা সম্ভব।

(৩) বয়সে বড় ব্যক্তির কোনো কথায় কোনো প্রকার প্রতিবাদ না করা। এবং

(৪) প্রত্যহ একেবারে সাষ্টাঙ্গ হইয়া দেবমন্দিরে দণ্ডবৎ করা।

এই চারিটি কার্য অশুদ্ধ দেহকে শুদ্ধ করিবার উপায়।

১০৩

শ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব চিঠিতে শুনিতে চাহিয়াছ—হাসি পায়। উহা বা পদাবলী গান শুনিবার একটা অবস্থা আছে। সাধন দ্বারা সে অবস্থা লাভ হয়।

১০৪

যদি 'ভগবান মঙ্গলময়' এই ধারণা বিন্দুমাত্রও মনে পোষণ করিতে পার তবেই নির্ভীক হইয়া জীবন যাপন করিতে পারিবে। যে নির্ভীক সে-ই যথার্থ সত্যবাদী হইতে পারে। যে সত্যকে অবলম্বন করে ত্রিসংসারে একমাত্র পূর্ণ স্বাধীনতা তাহারই লভ্য হয়।

কিছুতেই বিচলিত হইও না। দুঃখী ও দীনদরিদ্র হওয়ায় লজ্জা নাই। হীন চরিত্র হওয়াই যথার্থ লজ্জাব বিষয়।

* * * *

অবসরমত সর্বদা নাম করিতে চেষ্টা করিও।

১০৫

পুরী মঠে গিয়া তোমরা সেখানকার burden হও, ইহা আমার পক্ষে অপমানকর ও অসহ্য। এ কাশী নয়। যদি যাওয়া আসার খরচ ও সেখানে ঠাকুরের সেবায় অন্তত সামান্য কিছু দেওয়ার শক্তি না হয় তবে সামাজিক হিসাবে আমার সেখানে অপমান হয়, এই সোজা কথাটা বুঝিতে চেষ্টা করিও। কেবল মাত্র সখ মিটানোই ধর্ম নয়।

১০৬

বিবাহ করা না করার সঙ্গে ধর্মসাধনের সম্পর্ক প্রকৃত পক্ষে বড় কম। এ সাধনের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা বকম। অতএব বিবাহ বিষয়ে তোমার স্বাধীন মত যাহা তোমাকে অবস্থানুযায়ী করিতে বলে তাহাই করিবে। বিবাহ না করিলে চতুর্ভুজ হইবে না অথবা করিলেও নরকে যাইবে না। প্রয়োজন মত যাহা উচিত মনে কর তাহাই কর। ইহার সঙ্গে কল্যাণ অকল্যাণের কোনো সম্বন্ধ থাকিলে আমি বলিয়া দিতাম। কিন্তু তাহা নাই।

১০৭

চাঁদা করিয়া যে কিছু কার্য উহা প্রাণশূন্য কর্তব্যের তাড়া হইতে পারে, কিন্তু প্রীতিপূর্ণ ভালবাসা নহে। এই জন্যই চাঁদা করিয়া সৎকার্য আমাদের হিন্দু প্রথা নয়।

একজন প্রাণের আগ্রহে বলিবে—আসুন। সে তাহার সাধ্যানুসারে খাওয়াইবে। অন্য প্রিয়জনেরা নিজের ইচ্ছামত (কিন্তু চাঁদার বাধ্য-বাধকতায় নহে) যে যাহা পারে, ঐ একজনের হাতে দিবে খরচের জন্য; সেও আহ্লাদ পূর্বক উহা গ্রহণ করিয়া সেবায় লাগাইবে। ইহাই স্বাভাবিক ও সহজ রীতি।

১০৮

অস্থির চিত্ত ব্যক্তির ধর্ম তো—দূরের কথা, অধর্ম করিবারও যোগ্যতা থাকে না।

১০৯

তোমার ভিতরে বাসনা ও অভিমান এই দুইটি অত্যন্ত প্রবল। ভাইদের জন্য যে বাসনা, উহা অকিঞ্চিৎকর; উহার জন্য কিছু আটকাইত না। তোমার ইচ্ছা ফকীর হওয়া, কিন্তু এই যে চিঠিখানা লিখিয়াছ ইহার মধ্যেও দারুণ অভিমান গজ্ গজ্ করিতেছে। পরের গলগ্রহ হওয়া অপেক্ষা মরণ কামনা করিয়াছ। কিন্তু তুমি জাননা যে যথার্থ ফকীর কখনও মানুষের গলগ্রহ হয় না, ভগবানের গলগ্রহ হয়। আহার কোন্ মানুষের হাত দিয়া আসে তাহা তাহারা বিচার করে না; সবই ভগবানের দান বলিয়া গ্রহণ করে। তোমার পথের দারুণ বাধা তোমার অভিমান, বাসনার বাধা যাহা আছে তাহা নগণ্য।

যখন আমি তোমার ফকীর হওয়া ইচ্ছা করিয়াছিলাম তখন দেখিলাম—কি দারুণ তোমার পর্বতপ্রমাণ অহঙ্কার বা অভিমান। সুতরাং এখন তোমার সৎভাবে থাকিয়া নিজের পেটের খোরাক অর্জন করা এবং যতটা সম্ভব সাধন করাই উচিত মনে করিতেছি। তুমি তাহাই করিতেছ দেখিয়া আনন্দ হয়। অভিমান নষ্ট করিবার ইহাই উৎকৃষ্ট উপায়। হঠাৎ এ অবস্থার কোনো পরিবর্তন করা উচিত হইবে কিনা, সন্দেহ।

নিজের আহার সম্বন্ধে এক উপায় নিজে রোজগার করা, অন্য উপায় যে স্থান হইতে যে ভাবে যাহা জুটে তাহাই ভগবানের দান বলিয়া নিরভিমানে

গ্রহণ করা এবং না জুটিলে উপবাস করিতে প্রস্তুত থাকা। ইহা ছাড়া তৃতীয় উপায় নাই।

১১০

সদ্‌গুরু-শক্তি সঞ্চার করিবার ক্ষমতা, যতই পাশ্চাত্য ভাব আজকাল মানুষের মগজে আসুক না কেন,—এ ক্ষমতা ব্রাহ্মণ দেহ ব্যতীত অপর দেহে কখনও মহাপুরুষেরা দিবেন না। অতএব তোমরা যাহা পাইয়াছ, উহা শক্তিশূন্য সাধারণ মন্ত্র লওয়া হইয়াছে।—বাবা মহাত্মা হইতে পারেন, বহুতর ব্রাহ্মণ সাধু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধু হইতে পারেন, কিন্তু কখনও আচার্য হইতে পারেন না; কেননা তিনি শূদ্র বংশ সম্ভূত। বড় সাধু হইলেই তাঁহার আচার্য হইবার অধিকার জন্মে না।

শ্রীগুরু ভজনা করা এবং শ্রীগুরু অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজনা করা—যদি শক্তি লাভ হয় তবে একই কথা। উহা বুঝিতে একটু সময় লাগিবে। তোমাদের মনোমত শ্রীশ্রীব্রজভজন সঞ্চার করিবার জন্যই ডাকিয়াছিলাম। বুঝিলাম এখনও দেরী আছে।

১১১

'ললিত মাধবের' ত্রয়োদশ শ্লোকটি যে উদ্ধৃত করিয়াছ, উহার মত সত্য কথা আর কিছুই নাই। ভগবান কোন অবস্থাতেই তাঁহার ভক্তকে পরিত্যাগ করেন না। দুই বছরের শিশু যখন হাঁটিতে গিয়া আছাড় খায়—তাহা দেখিয়া আর একজন শিশু তাহাকে ধিক্কার দিতে পারে; কিন্তু শিশুর মা ও বাবা জানেন যে শিশু হাঁটিতে গিয়া আছাড় খাইবেই।

১১২

ঋণ করা ঠিক হয় নাই। এখন খরচের যতটা সম্ভব টানাটানি করিয়া তোমাকে যে ভাবে হয়, ঋণ শোধ দিতেই হইবে। ঋণ একটা মহাপাপ। একটা ছেলে উপার্জনক্ষম হইয়া তোমার পিছে না দাঁড়াইলে বড়ই মুস্কিল দেখিতেছি। সব ঠিক হইয়া যাইবে, এই ভরসা করি। * * * ভাবিও না। যাহা কিছু ঘটিবে, সবই ভালোর জন্য। সুতরাং ভাবনা কি?

১১৩

ঋণটা ঋণই। নিজের ভোগ বিলাসের জন্য ঋণ করি নাই বলিয়া তোমার

মনকে ক্ষণিক সান্ত্বনা দিতে পার, কিন্তু তোমার আপনজনদের উহা শুনিয়া সান্ত্বনা পাইবার কোন কারণ নাই। ঋণ সম্বন্ধে খুবই সাবধানে থাকিতে হইবে।

১১৪

হিন্দুর দশ সংস্কারের উপর তোমার ভাল লাগা-না-লাগার কোনো আধিপত্য চলিবে না। * * উপবীত গ্রহণ করিতেই হইবে। উপবীতের সময় নান্দি শ্রাদ্ধ তোমার নিজের করিতে বাধা কি? উহাই তো ভাল মনে হয়। নহিলে জ্ঞাতি ব্যতীত অন্য লোক দিয়া একেবারেই করা যায় না, তাহা নয়। তবে উহা দুর্ভাগ্যবানের লক্ষণ। * * অন্যে করিলে বেগার শোধের মত হইবে।

১১৫

সাধনের অনুমতির জন্য টেলিগ্রাম পাইবার ব্যবস্থা করা এবং 'নিজেদের কাজকর্ম সব ছাড়িয়া দিয়াছি'—এইরূপ উক্তি করা—এই দুইটি কার্যে তোমার যে উৎকট অধৈর্য ভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে তুমি সাধন পাইবার যোগ্য কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হইতেছে। ধর্ম ও ধৈর্য—এই দু'টি এক কথা। অধৈর্যশীল ব্যক্তিদের ঘণ্টায় ঘণ্টায় মত বদল হয়, সুতরাং তাহাদের দ্বারা সাধনের স্থিরতা রক্ষা হওয়া সম্ভব নয়।

যাহা হউক, তুমি তোমার মাতার পিণ্ডদান করিতে গয়াধাম তে যাইবেই; যাইবার সময় কলিকাতায় আমার সঙ্গে দেখা করিও। তোমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমার সাধন হইবে কি না তাহা বলিতে পারিলাম না। তোমার যদি সাধন হয়, তবে তোমার পত্নী সম্বন্ধে আর পৃথক অনুমতিব আবশ্যক হইবে না। তোমার টেলি ফরম্ ও ডাকটিকিট এই সঙ্গে ফেরত পাঠাইলাম।

১১৬

এই প্রকার দুর্দিন আসে বুঝিয়াই, স্বাধীন না হইলে অভিবাবকদের অনুমতি গ্রহণ করিয়া, তবে সাধনপ্রার্থী হইতে হয়। মনের উৎসাহে যাহা হইবার হইয়াছে; এবং এ কথাও ঠিক যে, তোমাদের সুসময় হইয়াছিল বলিয়াই এই সাধন পাইয়াছ।

উহারই মধ্যে যতদূর সম্ভব সাবধানে থাকিতে হইবে। অভিবাবকের সঙ্গে

কোনো প্রকার অবাধ্যতা না করিয়াও অনেক সময় অনেক কার্যে দৃঢ়তা প্রকাশ করা যায়। যেমন ধর, সরস্বতীকে নিমন্ত্রণ খাইতে বলিলেও না গিয়া যদি উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকে, তবে দুই চারিটা গাল খাইয়াও নিজেদের নিয়ম হয়ত বজায় রাখা যাইতে পারে। * * * পিতার অনুমতি লইয়া শ্রীবিষ্ণু পাদপদ্মে গয়া-পিণ্ড দান করা যায়, তাহাতে দোষ হয় না।

ধৈর্য কেন হারাইলে? সাধনের পূর্বে কি জানিতে না যে এরূপ গোল বাঁধিবে? পুরাতন হইলেই হৈ চৈ কমিয়া যাইবে, বৈষয়িক কার্যে তোমার সাধ্যানুসারে সংসারকে সাহায্য করিও, তবেই হইবে।

১১৭

মা, সুচরিত্রই মনুষ্য জীবনের প্রধান কথা। ধর্মের ভিত্তিই নীতি ও সেবা। তোমরা চরিত্রবান হইয়া সুখে নিত্য নিয়মিত সাধন-ভজন করিয়া জীবনে যথার্থ শান্তি লাভ কর, এই আকাঙ্ক্ষা করি।

১১৮

মানুষের ভালবাসা কখনও শান্তি দিতে পারে না। প্রেম জিনিষটা পূর্ণ; উহা ভগবানের স্বরূপ। অপূর্ণ মনুষ্য—সুতরাং অপূর্ণকে কখনও পূর্ণ প্রেম দেওয়া যায় না বা পাওয়া যায় না। এই যে মানুষের প্রতি ভালবাসা, ইহা মোহ জনিত; সুতরাং দুঃখের কারণ। এই ভালবাসা যাহার যত বেশী, দুঃখও তাহার কপালে তত অধিক।

১১৯

ঠাকুর ঠিকই বসাইয়াছ, কোনো গোল হয় নাই। কিন্তু পূজার আসন ঠিক ঠাকুরের মুখোমুখী না পাতিয়া যদি একটু টেরছা করিয়া পাত, তবেই সব টিকিওয়ালাকে ফাঁকী দেওয়া যায়। অর্থাৎ পূর্ব-দক্ষিণ কোণার দিকে মুখ করিয়া বসিও, ঠাকুর একটু ডান দিকে থাকিবেন। [ পূর্বমুখী হইয়া গায়ত্রী জপের নিয়ম পালনের জন্য ব্যবস্থা। ]

১২০

নিজেদের মন-প্রাণ ঢালিয়া উৎসবে ঝাঁপাইয়া পড়। অন্যে কি করিয়াছে বা না করিয়াছে, সেদিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি দিবার আবশ্যক নাই। তোমরা তোমাদের মত উৎসব করিবে। যদি তোমাদের প্রাণের যথার্থ

আগ্রহ থাকে, তবেই উহা সফল হইবে। নতুবা ঢাক পিটাইলেই উৎসব হয় না।

১২১

প্লানচেটে যাহারা বসে তাহাদের মধ্যে যাহার মানসিক বল বা vital force বেশী তাহার মনের ইচ্ছা অনুসারে প্লানচেট চলে। ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। ঐ বেশী শক্তিশালী ব্যক্তি যে ইচ্ছা করিয়া নিজের মনোমত চালায়, তাহা নহে। সে হয়ত জানিবে না কিছুই, কিন্তু সাময়িক যে ইলেকট্রিক ফোর্সের সঞ্চলন হয়, তাহাতে dormant force যাহার তাহাই কাজ করে। এই ভুল অনেকদিন হইল ধরা পড়িয়াছে। * * প্লানচেট একটা মস্ত ফাঁকী। কোনও আত্মার সঙ্গেই প্লানচেটের কোনও সম্বন্ধ নাই। Research-কারীরা দেখিয়াছেন, প্লানচেটের তথা আগত আত্মা ভবিষ্যৎ কিছু বলিলে উহা সত্য হয় না।

১২২

তোমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর, যেমন সকলের গতি হয়, তাহাই হইয়াছে। মাতৃলোকে সে আছে এবং এক বছর পর জন্ম না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকিবে।

তোমার বা ছেলে-মেয়ের অভাবের দরুন তাহার তেমন কোনো টান নাই; শুধু তাহার নয়, স্থূলদেহ নষ্ট হইয়া গেলে কোনো মৃতাত্মারই তাহা থাকে না। তবে একটা টান আছে বটে; পুনরায় জন্ম না হওয়া পর্যন্ত তাহা থাকিবে।

না। সে আমার কাছে আসে না। মৃত্যুর পূর্বে রাধাশ্যাম দর্শন ও পূজা-আরতি যাহা করিয়াছে উহা সব সত্য। সে জন্ম জন্ম যুগলের উপাসক। মৃত্যু সময়ে সেই সংস্কারই বাহিরে জাগিয়াছিল।

এক বৎসর পরে এই পৃথিবীতেই তাহার জন্ম হইবে। কিন্তু কোথায় জন্ম হইবে, দিল্লী বা লাহোর বা পুরুলিয়া; বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী বা মাদ্রাজী—কোন্ ঘরে জন্ম হইবে, তাহা আমি জানি না।

১২৩

তোমার শোক বিন্দুমাত্র কমে নাই। প্রমাণ—তোমার চিত্তের অস্থিরতা আরও ঢের বাড়িয়াছে। জীবনের ভবিষ্যৎ যে ব্যক্তি এত বেশী ভাবে ও ভয়

বিভীষিকা কল্পনা করে, সে প্রায় নাস্তিকের কাছাকাছি। শোকে মানুষকে দেবতা ও ভগবৎ বিশ্বাসী করিয়া দেয়; আবার শোকেই মানুষকে নাস্তিক বা উন্মাদ করিয়া দেয়। তোমার অবস্থা দেখিয়া আমার দুঃখ হইতেছে।

ভীত হইও না। নামের সান্নিধ্যে সান্ত্বনা লাভ কর।

## ১২৪

সব কিছু ভগবানের দান বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারা পর্যন্ত মানুষকে দুঃখ শোক ভোগ করিতেই হইবে। উপায় কি?

প্রভুর করুণা বলে বালক কিরণ।
প্রেমভক্তি লাভে হয় সুধন্য জীবন॥
'দরবেশ' নামে খ্যাত জন সাধারণে।
প্রভু প্রিয় কার্য করে সঁপি প্রাণমনে॥

—শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ লীলামৃত।

## দশ

### দরবেশজীর আত্মকথন

১

'আমি যথা সময়ে কাশী পৌছিয়াছি। মালের জন্য এক টিকিট বাবু কিছু ঘুষ প্রার্থনা করায় এবং আমি তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায়, মাল ওজন করিয়া দেড়মণ হয়; এবং টিকিটের দরুন concession luggage বাদ না দিয়া (যেহেতু রওনা হওয়ার কালে মালের ওজন করা হয় নাই) ৬।৷৫ আনা luggage ফি আদায় করিয়াছে। যাহা হউক আমি এ ব্যাপারে আনন্দিত হইয়াছি। আমার প্রিয়তম কন্যার সরল প্রাণের ঐকান্তিক আগ্রহ, 'বাবা, আপনি সেকেণ্ড ক্লাশে যাইবেন, যে টাকা লাগে আমি দিব'-এ কথাটাকে একেবারে কথাই নয় মনে করার এই ফল।

২

আমার শরীর হঠাৎ অত্যধিক খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। ইতিমধ্যে একদিন অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং আশ্রমে কান্নাকাটি আরম্ভ হইয়াছিল। পরে সামলাইয়া গিয়াছি। ভোঁদাকে লইয়া তোমার সঙ্গে ঝগড়া এবং আশ্রমের সীমানা লইয়া মিঠাইলালের সঙ্গে ঝগড়া, পর পর এই দুইটি কারণ সহ আরও কতকগুলি কারণ মিলিয়া এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। বৈষয়িক ব্যাপারে মাথা দিলেই আমার এমন দুর্দশা হইবে, ইহা পূর্বে আদৌ বুঝিতাম না। ব্রহ্মচারীকে খুব নিপুণভাবে বৈষয়িক আলোচনা করিতে দেখিয়া ভাবিতাম, আমারও সে শক্তি আছে। কিন্তু এখন কার্যকালে দেখিতেছি, অতি হাস্যকর nervous

debility উপস্থিত হয়। বর্ত্তমানে মস্তিষ্কের অবস্থা এতই শোচনীয় যে কোন কিছু ভাবিতে গেলেই মাথা গরম হয়।

*  *  *  *

তুমি ও যোগেশ একত্র হইয়া না আসা পর্যন্ত আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব। তোমাদের দুজনকে একত্রে পাইলে আমি সব ব্যাপার বলিয়া সমস্ত বোঝা নামাইয়া খালাস হইবার আশায় রহিলাম। আমার ন্যায় ফকিরের জমি ও দোতলা বাড়ির ভাবনা কিছুতেই পোষাইবে না।

৩

আশ্রমে বড়ই লোক বেশী হইয়াছে। অনেক লোক অবিশ্রান্ত আসে যায়। আমার আর এখন এ সব ভাল লাগে না। অথচ ঠাকুরের কাছে নালিশ করিতে ইচ্ছা হয় না। আমি যে তাঁর নফর। নফরের আবার ইচ্ছা অনিচ্ছা কি? যে ভাবে রাখেন, তাই ভাল।

৪

তোমাদের মা খুব অসুস্থ, আসিয়া দেখিলাম। অথচ তাহাকে বিশ্রাম দেওয়া কাহারও সাধ্য নয়। বোধ হয় শ্মশান ব্যতীত তাহাব আর বিশ্রাম হইবার সম্ভাবনা নাই।

৫

এবার কলিকাতায় অনেক কবি-বন্ধু অনুরোধ করিলেন, 'মন্দির' ছাড়া, আমার সর্বোৎকৃষ্ট যে সব অপূর্ব কবিতা আছে, উহা একত্রিত করিয়া এক টাকা দামে বিক্রয় হইতে পারে এমন একখানি কাব্যগ্রন্থ ছাপাইতে। কেবল প্রথম শ্রেণীর কবিতাগুলিই ইহার মধ্যে থাকিবে। ইহাতে প্রায় ২০০ শত টাকা প্রয়োজন। এই প্রকার একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য করিয়া, অবশেষে সব একত্রে একটি গ্রন্থাবলী করা আর দেরী করা উচিত নয়। মানুষের জীবন অনিশ্চিত।

৬

আশ্রমের খরচ এত বেশী বাড়িয়া গিয়াছে যে, তোমার মায়ের সঙ্গে কেবলই ঝগড়া হইতেছে। অথচ কোন উপায় নাই। সে তাহার ইচ্ছামত খরচ করিতে না পারিলেই কান্না জুড়িয়া দেয়। কেবল দেওয়া থোওয়া ও খাওয়ানোই যেন তাহার চরম ধর্ম।

৭

এখানে কাশী বিদ্যাপীঠে লবণ তৈয়ারী হইতেছে; আজ সহরে হিন্দুস্থানী ও বাঙালী মেয়েদের এক procession বাহির হইল। ইহারা লবণ তৈয়ারী করিয়া ফিরি করিবেন। আশ্রমের সব মেয়েরা আজ লবণ তৈয়ারী ও ফিরি করিতে গিয়াছে। মানুষের পক্ষে এখন আর চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া অন্ন গলাধঃকরণ করা সম্ভব নয়। সমাজের ঋণ, অন্নের ঋণ, দেশের ঋণ শোধ করিতেই হইবে। আমি যদি জেলে যাই, তোমরা আমাকে ক্ষমা করিও।

৮

তোমার টেলি ও চিঠি পাইলাম। ভয় নাই, আমি direct কোন action লইয়া জেলে যাইবার মতলবে জেলে যাইব না। তবে, আমি বাঙ্গালীটোলা কংগ্রেস কমিটির President; সেদিন জালিয়ানওয়ালা বাগ দিবসে town hall এর প্রকাণ্ড সভায় একটি কবিতা পড়িয়াছি। Volunteer রা লবণ তৈয়ারী করিতে procession করিয়া প্রত্যহ যায়; যেদিন আমার বাড়ির সামনে দিয়া যায়, আমি সেদিন তাদের বাড়িতে ডাকিয়া ফুলের মালা চন্দন দিয়া সাজাইয়া দেই। সন্দেশ ও ঘোলের সরবৎ করিয়া খাওয়াই। এই সব কারণে যদি আমাকে arrest করে, তবে আমি কি করিতে পারি? এখন পুলিশের ভয়ে আমি কি চুপ করিয়া থাকিব? তোমার বাবাকে এতখানি coward দেখিতে তোমাদের প্রাণে সহিবে তো?

আমি নিজে চেষ্টা করিয়া কিছুই করিব না বা নিজে ভলাণ্টিয়ার হইয়াও বাহির হইব না, কেননা ঠাকুর আমাকে কোন কার্যে নূতন ব্রতী হইতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া ভয়ে—ইহাদের সঙ্গে প্রাণের যোগ আছে তাহা গোপন করিতেও চেষ্টা করিব না।

জানি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এখনও অনেক দূরে। কিন্তু তাই বলিয়া যাহারা জীবন-পণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা তো সৎ উদ্দেশ্যেই বাহির হইয়াছে। আমি লোকের কাছে সাধু সাজিয়া যদি সৎকে উৎসাহ না দেই, তবে কিসের সাধু? সৎ যাহার নিকট আদর পায়, অসৎ যাহার নিকট বিন্দু মাত্র প্রশ্রয় পায় না, তাহাকেই সাধু বলে।

সকলেই ভলাণ্টিয়ার হইয়া যোগ দিবে, এমন কথা আমি বলি না। কিন্তু জানিয়া রাখ, গান্ধীজীর এই movement সফল হওয়ার পক্ষে যে

কোন ভারত বাসী, সরকারী কর্মচারী হোক্ বা সাধারণ লোকই হোক্ —বিন্দুমাত্র বাধা সৃষ্টি করিবে, তাহাকে গুরুতর পাপগ্রস্ত হইতে হইবে। যদিও এই movementএ স্বাধীনতা আসিবে না, স্বাধীনতার পথে দেশকে খানিকটা অগ্রসর করাইয়া দিবে মাত্র। কেননা গান্ধীজীর কথা সকলে শুনিতে পারিবে না, কিছুতেই non-violent থাকিতে পারিবে না। যদি পারে, জানিও তিন মাসের মধ্যে এই হ্যাটওয়ালার দল জাহাজে করিয়া সাগর পাড়ি দিবে।

কিন্তু হায়, দেশ nonviolent থাকিতে পারিবে না। Violence এলো বলে।

৯

আমার টাকার অভাব মনে বিচার করিয়া তুমি অযথা উদ্বিগ্ন হও। আসল ব্যাপারটা তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। আমার টাকার যথেষ্ট প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু অভাব কখনো হয় না। যখন টাকার খুব প্রয়োজন হয়, তখন যদি তোমার নিকট চিঠি লিখিবার সময় আসে, তবে সে চিঠিতে এ প্রয়োজন সম্বন্ধে দুই একটা কথা বা ভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে। কেননা তোমার নিকট আমার কোনো বিষয়ে কোনো দ্বিধা নাই। যেটুকু ছিল, ধীরে ধীরে তাহা একেবারেই লোপ পাইয়া গিয়াছে। কাজেই প্রয়োজনটা ধরা পড়ে। কিন্তু কখনও আমার অভাব হয় না। টাকা কোন স্থান হইতে আসিয়া যে সে প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, সব সময় তাহা ঘটে না। দেখিয়াছি, হয় প্রয়োজন মত টাকা আসে, নতুবা দুই দিন পরে আমি নিজেই বুঝিতে পারি যে ঐ প্রয়োজনটাই একটা ভুয়া। এই দুই উপায়ের কোনো এক উপায়ে আমার প্রয়োজন মিটিয়া যায়; কাজেই অভাবের দুঃখ আমাকে কখনই ভুগিতে হয় না।

একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ধর, আমি মনে করিতেছি এবার প্রয়াগে কুম্ভমেলায় একটা স্থান ভাড়া করিয়া ঘর দরজা তুলিব। ঠাকুর ঘর করিয়া গোঁসাইকে প্রতিষ্ঠা করিব, গোঁসাইর গণ যে কেহ যাইবেন, স্থান দিব। পূর্ব হইতে বামুন চাকর রাখিয়া একটা General খাওয়ার বন্দোবস্ত রাখিব। গোঁসাইর গণ যে ইচ্ছা যাইবে, যতদিন ইচ্ছা থাকিবে ও খাইবে। যাহার যাহা ইচ্ছা হয় খরচের জন্য দিবে বা দিবে না—সকলে সমান ব্যবহার পাইবে। একমাস পূরা এইভাবে চলিবে।

এখন আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ হইতে বহু অর্থের প্রয়োজন। অন্তত এক হাজার টাকার দরকার। অবশ্য শেষে এ টাকা আসিয়াও যাইতে পারে। এই যে প্রয়োজনটা বোধ করিতেছি, হয় ইহা টাকা দ্বারা পূর্ণ হইবে, নতুবা হয়ত দুইদিন পরে মনে এমন একটা ধারণা আসিয়া যাইবে যে, আমার এভাবে হাট মিলাইয়া কুম্ভমেলায় যাইবার কোন আবশ্যকতাই নাই। সুতরাং তখন আর অভাব বোধ থাকিবে না। এই ভাবে চিরদিন আমার প্রায়োজন মিটিয়া যায়, অভাবের দুঃখ থাকে না।

১০

টাকা পাঠাইব না লিখিয়াছ। কিন্তু ঐ টাকা জমা করিয়া রাখিতে যে কষ্ট, সে কষ্ট ও অস্বস্তি বহন করা আমার সাধ্যাতীত। পোষ্টাফিসে আমার নামে টাকা জমা আছে, ভাবিলেই আমার মনে অশান্তি উপস্থিত হয়। অতএব ইহা খরচ করিয়া ফেলিলাম।

১১

২২শে জ্যৈষ্ঠ আমি বদরীনাথ ও হিমালয়ের অন্যান্য তীর্থ ভ্রমণ করিয়া কাশীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছি। বসন্ত সপরিবারে এবং তোমাদের অন্য একটি গুরুভাই আমার সঙ্গে ছিল। দুইমাসে প্রায় ৬০০ মাইল পায়ে হাঁটিয়াছি। রাস্তা অতীব দুরূহ, কিন্তু আমাদের বিন্দুমাত্র ক্লেশ হয় নাই। কিন্তু হঠাৎ অত্যধিক শীত প্রদেশ হইতে কাশীর অমানুষিক গরমের ভিতর আসিয়া বড়ই কষ্ট অনুভব করিতেছি।

১২

পাখা হইলে রাত্রে একটু ঘুমাইয়া বাঁচি। অবিলম্বে ইহা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। এই ১৪০ টাকার মধ্যে তুমি বর্তমান অবস্থায় যাহা আমাকে দিবে, উহা শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস, ১১ উড্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবে এবং কত পাঠাইলে তাহা আমাকে অবিলম্বে জানাইবে। তদনুসারে বাকী টাকা, আর যাহারা আমার পাখায় সম্মতি দিয়াছে এবং তোমার মত যাহাদের কাছে আমার প্রয়োজনমত টাকা চাহিতে সংকোচ হয় না, তাহাদের নিকট চাহিয়া লইব। যোগেন সব টাকা একাই দিয়া পাখা কিনিয়া পাঠাইবার অনুমতি চাহিয়াছে কিন্তু তাহার মত ৬৫ টাকা বেতনের গরীব চাকুরিয়ার নিকট হইতে এত টাকা গ্রহণ

করিতে পারা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, মন সায় দেয় না। তাই তোমাকে লিখিলাম। * * * *

সাবধান, অন্য কাহারও নিকট যেন আমার টাকার প্রয়োজন জানাইও না। আমি তোমার অন্য কোন গুরুভাইয়ের টাকা এ ভাবে গ্রহণ করিব না।

১৩

আমার সঙ্গে একত্রে বসন্তের বদরী যাত্রা হইবে না। কেননা সঙ্গে স্ত্রীলোক ও বালক থাকায়, হিমালয়ের বহু কঠিন তীর্থ বাদ দিয়া বসন্তকে মুখ্য মুখ্য স্থান দর্শন করিতে হইবে। আর আমি ধীরে ধীরে সমস্ত স্থান ঘুরিয়া যাইব। যিনি ইতিপূর্বে বহুকাল আমার সঙ্গে একত্রে সর্বতীর্থ পর্যটন করিয়াছিলেন, সেই নৈমিষারণ্যের সাধুটি আমার সঙ্গে থাকিবেন। আমি নৈমিষারণ্যে গিয়া এ বিষয় বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি।

১৪

আগামী শনিবার মুসৌরী রওনা হইব এবং সেখানে গিয়া তোমাকে চিঠি লিখিব। মুসৌরী যাইবার খরচ বাবদে তোমার প্রেরিত ৫০ টাকা বাদে অন্যান্য স্থান হইতে মাত্র ৩৭ টাকা পাইয়াছি। আর পাইব কিনা সে বিচার করা আমার কাজ নহে। যোগেশ এ পর্যন্ত আমার জন্য যথেষ্ট খরচ করিয়াছে। মুসৌরীতে যাহা লাগে তাহা ধার করিয়া দিতেও সে প্রস্তুত। তুমি যাহা পার সংগ্রহ করিয়া পাঠাইও। মোট ২০০ হইতে ২১০ টাকার প্রয়োজন হইবে। তোমার যে কি প্রকার ঠেকা, তাহা আমার অজ্ঞাত নহে।

১৫

আমি জুলাই মাসটি এখানে [ মুসুরীতে ] থাকিয়া মাসের দুই একদিন থাকিতে অথবা August এর দুই একদিন মধ্যেই চলিয়া যাইব। শরীর ভাল হইলেও এ স্থান আমার খুব ভাল লাগিতেছে না। সারাদিনে একটা শঙ্খঘণ্টার শব্দ শুনিতে পাই না। তবুও রবিবার দিন Church-এর ঘণ্টা শুনিয়া মনটা খানিক প্রফুল্ল হয়। মস্‌জিদ বা হিন্দুর দেবালয় একটাও নাই। এ স্থান যথার্থই রোগী ও ভোগীর জন্য, যোগীর জন্য নয়।

জানিনা আমার অনুপস্থিতিতে আশ্রমের খরচ কি ভাবে চলিতেছে। আমি তো তাহাদের এক পয়সাও দিয়া আসিতে পারি নাই। জিজ্ঞাসা

করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার মা বা গোবিন্দ আশ্রমের খরচের কথা কিছুই আমাকে বলিতে চায় না। আমার নাকি সে খবরে এখন কোনো দরকার নাই।

১৬

আমি ২ পৌষ তারিখ কলিকাতা যাইব। বাধ্য হইয়া রবীন্দ্রজয়ন্তীতে যোগ দিবার জন্য যাইতে হইতেছে। না গেলে নাকি কবি হিসাবে আমার মস্ত অসামাজিক ব্যবহার হইবে—executive কমিটি এই প্রকার চিঠি লিখিয়াছেন।

১৭

আমার শরীর অসুস্থ বলিয়া কিছুদিন পূর্বে আশ্রম কমিটিকে আমি লিখিয়াছিলাম যে, সম্প্রতি আমার উপর তাহাদের খরিদা জমির যে ভার আছে, তাহা আমি পরিত্যাগ করিলাম; তাহারা যেন যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে। প্রভাত লিখিয়াছে, 'আপনি কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না; জায়গার ভাবনা আমরাই যাহা হয় ভাবিব।' অথচ সেই চিঠিতেই আমাকে সীমানাটা ঠিক করিবার জন্য হুকুম আছে।

যোগেশকে লিখিয়াছিলাম; যোগেশ লিখিয়াছে, 'আপনার জন্য মহা ব্যস্ত আছি। আপনি জায়গাজমির কথা ভাবিবেন না।' অথচ সেই চিঠিতেই লিখিয়াছে, 'অন্তত ১০ ইঞ্চির একটা দেওয়াল সীমানার দিকে তুলিয়া রাখিবেন।'

তোমাকে লিখিয়াছিলাম, 'মিঠালাল জায়গা নিবার যোগাড়ে আছে। বিল্ডিং ইন্‌স্পেকটরকে দিয়া নূতন প্ল্যান পাস করানো তারাচরণকে দিয়া সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তুমি উপস্থিত না হইলে কিছুই হইবে না।' তুমি লিখিয়াছ, 'তারাচরণ plan sanction করাইয়া দিবে শুনিয়া সুখী হইলাম।' তোমার উপস্থিত না হইলে যে উহা হইবে না, তাহা আর তোমার মনে নাই। মিঠালালের দালান ভাঙিয়া তুমি জায়গা বাহির করিবে ইত্যাদি বহু ছেলে-ভুলানো কথা লিখিয়াছ।

সর্বস্থান হইতে আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিবার আদেশ সহ যে সমস্ত কায করিবার আদেশ আসিতেছে, উহা পাঠ করিতেই আমি হয়রাণ হইয়া পাড়, কাজ করাতো পরের কথা।

গতকল্য সকালে গিয়া দেখি মিঠালাল দেওয়াল গাঁথিতেছে। তাহার নীচের তলায় আমাদের দিকে তিনটি দরজা। জিজ্ঞাসা করিলাম, মিঠালাল এদিকে দরজা কেন? বলিল, তাতে কি? আপনি যখন দেওয়াল গাঁথিবেন, তখন তো এসব দরজা ঢাকিয়াই যাইবে। শুনিয়া আমি অবাক। ভাবিলাম, অসুস্থ থাকিলেও দেওয়াল গাঁথিয়াই ফেলি। তখনই রাস্তায় শদলকে পাইয়া কি ভাবে দেওয়াল গাঁথিতে হইবে বলিলাম। শদল কাল (অর্থাৎ আজ) লোক লইয়া আসিয়া দেওয়াল গাঁথিবে বলিল। যোগেনের জ্বর ছিল; বৈকালে গোবিন্দ যোগেনকে দেখিতে গিয়া দেখে, মিঠালাল প্রায় আমাদের গাছ ঘেষিয়া অনেক স্থান লইয়া দেওয়াল তুলিয়া ফেলিয়াছে। এবং শুধু একতলা নয়, উহার দোতলা পর্যন্ত এই এক দুপুরে তুলিয়া ফেলিয়াছে। গোবিন্দ বলিতে যাওয়ায়, মিঠালাল একটা বাঁশ দিয়া তাহাকে মারিতে আসিয়াছিল।

বাস্! সীমানার গোল চুকিয়া গেল। এখন অবশেষে আমি জমির মকদ্দমা করিব, আর তুমি আসিয়া মিঠালালের দালান ভাঙ্গিতে গিয়া ফৌজদারী করিয়া কোর্টে দৌড়াইবে, ইহাই কি আশ্রমের পরিণাম? * * * *

মিঠালাল প্রায় গাছের সামনে আসিয়া দেওয়াল তুলিয়াছে। গোবিন্দকে বলিয়াছে, 'আভি অ্যায়সাই চলেগা, ক্যায়সা সাধু দেখেঙ্গে।'

অতএব ঐ স্থানে আশ্রম করা উচিত কিনা, তাহাই বিবেচ্য। অনেক গরীবের অনেক টাকা জলে গেল।

১৮

আমার এখানকার অবস্থা মনোরম। আশ্বিন মাস হইতে টাকা বন্ধ হইয়াছে। ভাইপো লিখিয়াছে, চৈত্র মাসে নালিশ দিয়া সেই টাকা জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে যদি আদায় হয়, তখন হয়ত কিছু দিলেও দিতে পারে। এখন টাকার তাগাদা করিয়া বৃথা পোষ্টকার্ড খরচ করিতে নিষেধ করিয়াছে। এদিকে তোমাদের পুরুলিয়া ছাড়া কোনো দিক হইতেই বড় বিশেষ কিছু আসে বলিয়া মনে হয় না। অথচ চলিয়া যাইতেছে।

সেদিন একটা ব্যাপার ঘটিয়াছে, লিখিতেছি। চারিদিকের খরচ যতটা সম্ভব কমাইতে চেষ্টা করিয়া আমি নূতন যে ব্যবস্থা করিয়াছিলাম উহার একটি item ছিল, ঘী না খাওয়া। ঘী বন্ধ করায় তোমাদের মা মনে মনে খুব কষ্ট পাইতেছিল। ঠাকুরকে ঘী শূন্য ভাত দেওয়া—সে জীবনেও করে নাই

বলিয়া বড়ই বিলাপ করিতেছিল। কিন্তু আমি তাহাতে কান দেই নাই। অবশেষে সে তাহার হাতের চুড়ি বেচিয়া ঘী ভোগের বন্দোবস্ত করিবে, এই মতলবে ছিল।

ঢাকার একটি লক্ষপতি জমিদার ও কারবারী আছেন; আমাকে খুব শ্রদ্ধা করেন। ইনি আবার Bengal council এর মেম্বার। এখনও সাধন পান নাই। ইহাদের পূর্ব পুরুষের স্থাপিত গৃহদেবতা গোপীনাথ; খুব ঘটা করিয়া গোপীনাথের সেবা হয়।

যেদিন ঠিক আমি কাশীতে ঘী ভোগ দেওয়া তুলিয়া দেই, সেইদিন রাত্রে গোপীনাথ এই ভদ্রলোককে স্বপ্নে বলিতেছেন, 'কাশীতে দরবেশকে পাঁচসের গাওয়া ঘী পাঠিয়ে দে।' ভদ্রলোক ঘী পাঠাইয়া লিখিয়াছেন, 'আমি আপনাকে কিছু পাঠাইব, ইহা কখনও মনে কল্পনাও করি নাই। হঠাৎ এই স্বপ্ন।'

ইহার পর হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছি। খরচ কমানো বা বাড়ানোর উপরে আর নিজের কর্তৃত্ব রাখিতে চাই না।

ঠাকুর বলিয়াছেন, অপচয় না হইলে অভাব হইবে না। তুমি সাবধানে চলিও এবং অর্থসম্বন্ধে অতিরিক্ত সতর্ক হইও।

১৯

সাধারণত প্রথমে যাহা বলা হয়, তাহাই আমার নিজের কথা। পরে প্রতিবাদ হইলে, আমার ধর্মই এই যে, আমি প্রতিবাদকারীর মতেই মত দেই; এবং সেও উৎসাহে দশ জনের কাছে 'ঠাকুর বলিয়াছেন' বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের ছাপমারা অথচ নিজেরই কৃত সেই কাজের সু বা কু ফল ভোগ করে।

২০

এবার পুরুলিয়া গিয়া ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর অবস্থা দেখিয়া আমার চিত্ত খুব ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। আমাকে গুরু ঠাকুরের উচ্চ আসনে বসাইয়া তুমি যদি প্রশ্ন কর যে, আপনার চিত্ত এই সামান্য কারণে কেন ক্লিষ্ট হইবে, তবে সে প্রশ্নের জবাব আমি এখানে দিতে চাই না; উহাতে চিঠি অযথা দীর্ঘ হইবে। সময়ান্তরে তোমাকে বুঝাইয়া দিব। স্থিরচিত্ত ব্যক্তিরও চিত্ত ক্লিষ্ট হয়, প্রিয়জনের দুঃখে চোখে জল আসে।

২১

ঠাকুর যখন দেহে ছিলেন, তখন আমার সৌভাগ্য বশত তিনি আমাকে কখনো কোনো কাজের জন্য বলিলে, আমি প্রাণান্তেও ঐ কার্যে কখনো বরাত দিতাম না। তোমরাও আমার কোন কাজ কখনও কাহাকে বরাত দিবে না, ইহাই আমি আশা করি।

২২

এবারে পুরী যাইতে না পারিয়া মনটা ভাল নাই। গত ৪০ বছরের মধ্যে এই ছয়বার পুরী যাওয়া বাদ হইল।

২৩

বৈশাখী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে সরিফাবাদ সাধনাশ্রমে প্রথম গৃহ সঞ্চার হয়। ঐ দিন সর্ব প্রথমে আমি আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই গোঁসাইজীর দর্শন পাই। আমার সখ হয়, প্রতি বৎসর এই তারিখে তোমরা সকলে সরিফাবাদ গিয়া একটু উৎসবের অনুষ্ঠান কর। * * * আমি যাই না যাই বা থাকি না থাকি, তোমরা উৎসব আনন্দ করিও।

২৪

পুরীর ঘর তৈয়ারীর ব্যাপারে তোমাদের কথিত ভিক্ষার বক্তৃতা লিখিবার মত মনের অবস্থা এখনও আমার হয় নাই। টাকা চাহিয়া লইতে পারি এমন শিষ্য আমার দুটি কি একটির বেশী নাই। সুতরাং তোমার কথিত প্রস্তাব মত কার্য করিবার সময়ের অভাব এখনও আমার যথেষ্ট রহিয়াছে। আরো অপেক্ষা কর। যাহা নিজে করিতে পারি না, তাহা কূটনীতি অবলম্বন পূর্বক তোমাদের দ্বারা করাইয়া লওয়া কি আমার পক্ষে সম্ভব ?

২৫

শ্রাবণ হইতে কার্তিক—এই চারি মাস কাল এবার আমি বাঙলায় ছিলাম —তিনমাস কলিকাতায়, এক মাস নারায়ণগঞ্জ-ঢাকায়। এবার দমদমায় যথার্থই যথেষ্ট পরিমাণ উৎসব আনন্দ হইয়াছিল। তাহার প্রধান কারণ এই যে, ইতিপূর্বে কয়মাস পর্যন্ত আমার মানসিক অবস্থা তোমাদের সকলকার সঙ্গের একান্ত বিরোধী হইয়া উঠিবার পর, দমদমার ঐ সময়ে আবার তোমাদের সকলকে মনে পড়িয়া গিয়াছিল। কিছুদিন পর্যন্ত তোমাদের নিকট হইতে

দূরে পালাইবার যে প্রবৃত্তি হইয়াছিল, তাহা মনে করিয়া তখন তোমাদের সকলকে আমার দ্বিগুণ ভাল লাগিতেছিল।

২৬

এখানে, উৎসবের অতিরিক্ত খাটুনিতে তোমাদের মা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। তদুপরি শারীরিক নিয়ম সর্বদাই লঙ্ঘন করা চলিতেছে; আমার অনুরোধ, মিনতি, তর্জন, গর্জন ইত্যাদি সবই বিফল। মদখোরের মত ঠাকুর সেবার নেশা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। সুতরাং মৃত্যুও অতি দ্রুত নিকটবর্তী হইতেছে।

২৭

সত্য লিখিয়াছ, আমি পূর্বাপেক্ষা যথেষ্ট অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছি। সারা জীবন তোমাদের সকলের সঙ্গেই ভদ্রতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছি, এবং যাহা বলি বা আভাস দেই তাহা শুধু তুমি নও ক্বচিৎ দুটি একটি ছাড়া, প্রায় সকলেই তাহা করে না। অথচ ইহারাই খুব বেশী বৈষয়িক প্রশ্ন করে। আগে নীরবে এই সব বিপথে চলা ও মূর্খতা সহিতে পারিয়াছি, এখন আর তাহা পারি না, অথবা আমি মৃত্যুর কাছাকাছি আসিয়া এরূপ দুটা মুখের মিষ্টি দিয়া সহ্য করা উচিত মনে করি না।

তোমার গত ভুল আমি কিছুই আলোচনা করিয়া দুঃখ দিব না। আমার বহু বৎসর পূর্ব হইতে চিঠিগুলি পড়িলেই তোমার নিজের ভুল ধরিতে পারিবে। আমি কোন কথাই স্পষ্ট বলি না, এই জন্য যে, উহা করিতে না পারিলে তোমাদের অপরাধ হইবে। আমাকে সব জিজ্ঞাসা করার একটা অবস্থা আছে, সে অবস্থায় না পৌছিলে স্পষ্ট কিছু বলা রীতি বিরুদ্ধ।

২৮

তুমি আমার জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছ, উহা সম্পূর্ণ সত্য। কেবল বরিশালে আমার টেবিলে টোক্কা দিয়া খেয়াল গান (ধর্মসংগীত নয় নিতান্ত বাজে গান) গাহিবার সময় গোঁসাইজীর যে প্রত্যক্ষ আবির্ভাব হয়, উহা অনেক রাত্রে নহে। যে মাস—তখন মাত্র রাত সাড়ে আটটা, অর্থাৎ আহার করিতে ভিতরে যাইবার পূর্বে। অতি সংক্ষেপে লিখিয়াছ, জানিনা এ ঘটনা বিস্তৃত তুমি জান কিনা। তোমাদের কেহই ভালরূপে জান কিনা, আমার সন্দেহ আছে।

আমার autobiography আমি খুব frankly লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। সমস্ত প্রশংসার কপালে পদাঘাত করিয়া সব সত্য কথা লিখিব, নিজের স্খলন-পতন-ত্রুটী, যত সামান্যই হোক না কেন, কিছুই বাদ দিব না, এই সংকল্প করিয়াছিলাম। সাধনের এক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত সব লিখিয়াছিলাম। এমন সময়ে ঠাকুর হঠাৎ স্বপ্নে দেখা দিয়া রবিঠাকুরের কবিতার এক লাইন উচ্চারণ করিয়া বলিলেন,—'ঘটে যা তা সব সত্য নহে।' আমি কিছুই বুঝিলাম না। উঠিয়া দণ্ডবৎ করিয়া জোড়হস্তে কাছে দাঁড়াইলাম। তখন বলিলেন, 'যথার্থ বা যথাযথ এবং সত্য এ দুটি এক জিনিষ নয়। তোমার জীবনের যথাযথ ঘটনা দ্বারা লোকের নবেল পড়ার সখ মিটিতে পারিবে, কিন্তু সমাজের ক্ষতি ছাড়া কল্যাণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। উহা বন্ধ কর।' সেই শেষ হইয়া গিয়াছে autobiography.

২৯

কাহাকেও সাধন দেওয়া বা না দেওয়া সম্বন্ধে আমার নিজের যে কোনও স্বাধীনতা নাই, ইহা বিশ্বাস করিতে অভ্যাস করিও। তাহাতে যথেষ্ট কল্যাণ হইবে এবং মূর্খের মত সাধন দেওয়া বা না দেওয়া সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার প্রবৃত্তি থাকিবে না।

যতলোকের সাধন হয়, আমি জনে জনের কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি না। কারণ তিনি বলিয়াছিলেন, 'যাঁহার সাধন দেওয়া উচিত হইবে না সাধন পাইতে তাহার নিজের দিক হইতেই এমন বাধা আসিবে যে, সে ইচ্ছা থাকিলেও এবং তুমি স্বীকার করিয়া থাকিলেও, নিজেই সাধনের সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবে না। সুতরাং এ বিষয়ে তুমি তোমার মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা ভাল বুঝ করিতে চেষ্টা করিও। আর সব আমি দেখিব।'

তাঁহার এই কথা কতদূর সত্য, তাহা সারাজীবন আমি পদে পদে বুঝিয়াছি। কোন কোন সাধনের সময় অহেতুক তাঁহাকে উপস্থিত হইতেও দেখিয়াছি। * * * *

জানিয়া রাখ। আমার একটি শিষ্যও মাঠে মারা যাইবে না। আমার সমস্ত জীবনের তপস্যা তাহাদের অপরাধের security.

কল্যাণ হোক। যে কেহ আমার নিকট সাধন প্রার্থী হইবে, সে যদি ইন্দ্র,

চন্দ্র, বায়ু, বরুণের শিষ্যও হয়, ঠাকুরের অনুমতি হইলেই আমি তাহাকে সাধন দিব, জানিবে।

৩০

আপনি ঠিকই অনুমান করিয়াছেন, গোঁসাইজীর সহিত সাক্ষাতের বহু পূর্ব হইতে আজ পর্যন্ত আমি ডায়েরী রাখিতেছি। কিন্তু আমার বড় দোষ আছে, আমি গোঁসাই সম্বন্ধে নিজে কিছু লিখিতে পারিনা। লিখিতে গেলেই শরীর ও মন কেমন অবশ হইয়া যায়। সভার মধ্যে দাঁড়াইয়া কেহ নিজ সন্তানের প্রশংসা বা গুণগান করিতে পারে না, আমিও উহা পারি না। উহা আমার নিকট নির্লজ্জতা মনে হয়। কিন্তু আমি তাঁহার কথা শুনিতে বড় ভালবাসি। তাই আমি যাহা জানি তাহা অপরকে দিয়া বলাইতে চাই।

৩১

গোঁসাইজীর সম্বন্ধে আমার যেটুকু research করার সাধ্য ও শক্তি ছিল যথাসময় আমি তাহার কিছুই করি নাই। এখন বৃদ্ধ বয়সে সে জন্য হায় হায় করিতেছি। আমার বাইশ বৎসর বয়সে গোঁসাই দেহরক্ষা করেন। তাঁহারই হুকুমে ১২ বৎসর পর্যন্ত বৈষয়িক কার্যে লিপ্ত থাকিতে হয়। যখন বিষয় হইতে মুক্তি পাইলাম তখন এই সাধন কি তাহা বুঝিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলাম। গোঁসাই সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ইচ্ছা তখন একবারও জাগে নাই। নিজের ভজন লইয়াই নিজে ব্যস্ত রহিলাম। এ জন্য এ হতভাগার দ্বারা কোনও অনুসন্ধানই হইল না, অথচ মনে মনে ইচ্ছা ছিল খুব। এখন যে কেহ গোঁসাই সম্বন্ধে research করিতে চায় তাহাকে আমি গায়ের সামর্থ্য ব্যতীত আর সমস্ত প্রকার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। যত দিন যাইতেছে, শরীর ততই অপটু হইয়া পড়িতেছে। কবে তিনি ডাকিয়া লইবেন জানি না। কিন্তু এবার আমার মুক্তি নাই। তাঁহার সম্বন্ধে সত্য অনুসন্ধানের জন্য আবার আমাকে জন্মাইতে হইবে।

৩২

তোমার চিঠি পাইয়া কৌতুক অনুভব করিলাম। দরবেশ উপাধি শুনিয়া তুমি কি আমাকে মুসলমান স্থির করিয়াছ নাকি? ভয় নাই, তোমার জাতি যাইবে না।

৩৩

শুনিয়া হয়তো তোমরা হাসিবে—আমি পুরী চলিয়া আসিয়াছি। কলিকাতায় সকলেই গুরুভাইয়েরা বলিলেন যে এখন রাঢ় দেশে অর্থাৎ লাভপুর মল্লারপুর ইত্যাদি স্থানে কিছুতেই যাওয়া উচিত নয়—ভয়ানক জলকষ্ট। কাজেই ভাবিলাম নবদ্বীপ কালনা কাটোয়া ইত্যাদি স্থানে গঙ্গাতীরে কোথাও থাকিব। প্রথমে স্থান ঠিক করিয়া পরে জিনিষপত্র লইয়া যাইব মনে করিয়া মাত্র বিছানাটি লইয়া গত বৃহস্পতিবার সকাল বেলা হাওড়া স্টেশনে আসি। তখন একটা ট্রেন ছাড়ে ছাড়ে। অনেক লোকের ভিড়। কুলিকে জিজ্ঞাসা করিলাম এ গাড়ী কোথায় যাইবে। সে বলিল—পুরী প্যাসেঞ্জার। পুরী নাম শুনিয়াই মনটা কেমন হইয়া গেল। যেন ভূতাবিষ্টের মত গিয়া পুরীর টিকিট কিনিলাম ও গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে চমক হইল—এটা কি করিলাম। পুরীই যদি আসিব তবে তোমার মাকে লইয়া জিনিষপত্র সহ অনায়াসেই আসিতে পারিতাম। ঠাকুর আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে মোহাবিষ্ট করিয়া আমায় পুরী আনিলেন।

গাড়ীতে বড় কষ্ট হইযাছে। একেত passenger, তদুপরি এতই ভিড় হইযাছিল যে দুইদিন দুইরাত্রি ঠায় একভাবে বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। * * * রাত্রি ১১টায় পুরী পৌছি। তখন শরীর এতই অবসন্ন হইয়াছিল যে, স্টেশনেই বারান্দায় বিছানা পাতিয়া পড়িয়াছিলাম। পরদিন ভোরে আশ্রমে আসিয়াছি।

এখানে আমি একদিনেই জুড়াইয়া গিয়াছি। এখন এখানে মাত্র ৪।৫ জন লোক আছে—বড়ই নির্জন। এমন নির্জন স্থান আমি আর কোথাও পাইতাম না। তাই ঠাকুর দয়া করিয়া এখানে টানিয়া আনিলেন।

স্বপ্নেও পুরী আসিবার কথা ভাবি নাই। এখন বেশ আরাম পাইতেছি।

৩৪

নিকুঞ্জ যথার্থ মানুষ হইতে পারিবে। এ সব দোষ থাকিবে না। মাঝে মাঝে তোমার মা যে কষ্ট পান, সে দোষ মায়েরই অধিকাংশ। অতিরিক্ত আদরে এই প্রকার হইতেছে।

* * * আমার বা তোমার মায়ের প্রতি তোমাদের মধ্যে যে কেহ যে

কোনো প্রকার ব্যবহার করুক না কেন, সে জন্য সাজা দিবার অধিকার তোমাদের কাহারও নাই। এইটি বুঝিতে পারিলেই হইল।

৩৫

লোক মারফত তোমার চিঠি ও প্রতিভার প্রেরিত খাবারের টিন পাইয়াছি। তখন তখনই মীরার মত খাবার মুখে পুরিয়া দেওয়ায় তোমার মায়ের গাল খাইতে হইল—ঠাকুরের আগেই খাওয়া হইল বলিয়া। কিন্তু আমি সেই বকুনিতে দ্বিরুক্তি না করিয়া একটা লাড্ডু ও একটা পেঁড়া তখনই খাইয়া ফেলিলাম। আমার মাকে এ কথা বলিও।

৩৬

তোমাদের মা অতি গুরুতর ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর লইয়া পুরী হইতে আসিয়াছেন। * * * * পুরীতে গেলে সকলেই কালো হইয়া যায়। একে তো তোর মায়ের শ্রীরূপের তুলনা নাই, তদুপরি এতকাল পুরীতে থাকিয়া তিনি যে চেহারা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছেন—এখন অন্ধকার রাত্রে মীরা কি রমা তাহাদেব ঠাকুরমাকে দেখিলে নিশ্চয়ই ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিবে। * * আমি সোমবারই বৈকালে কালীঘাট গিয়াছিলাম। গিয়া দেখি, ঠিক যেন পেত্নীটি বিছানায় শুইয়া খক্ খক্ কাশিতেছে।

অনেক বিবেচনা করিয়া আমরা আরও কিছুদিন বাদে কাশী যাওয়া উচিত মনে করিতেছি। * * আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, আমার কাশী যাইতে যত দেরী হইতেছে, ততই তোদের রাগ বাড়িতেছে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে তুই নিজেই তোর মায়ের কষ্ট মনে করিয়া নিশ্চয় আর কিছুদিন পরে যাইতে বলিবি। দুর্বল শরীরে গিয়া সে কি করিয়া আশ্রমের সমস্ত সেবা চালাইবে?

* * * *

আমার মনে হয়, তুই আমাকে আগের মত আর ভালবাসিস না; নাম যেন স্মরণে থাকে—সহস্র কার্যের মধ্যেও নামকে মনে করিও। নহিলে আমি দাঁড়াইব কোথায়?

৩৭

এইভাবে সংসার করা আমি তুলিয়া দিব। তোমার মা ও আমি যদি থাকি, বোধ হয় ৫০ টাকায় কুলাইয়া যাইবে। তোমাদের গুরুভাইয়েরা

বহু লোক এখানে যাওয়া আসা করে, দুই দশদিন থাকে, কিন্তু এ পর্যন্ত কাহারও আশ্রমের খরচ কি ভাবে চলে, সে চিন্তা আদৌ মাথায় প্রবেশ করে নাই। অবশ্য এ জন্য আমার কিছুমাত্র দুঃখ বা তাহাদের ত্রুটী বলিয়া বোধ হয় না। আমি আমার নিজের ব্যবহারেরই ত্রুটী দেখিতেছি। যাহারা আসে, প্রত্যেকের যদি জানা থাকে যে গুরুগৃহে গিয়া অন্যস্থানে বাসা করিয়া থাকিয়া গুরু দর্শন করাই নিয়ম, গুরুর গৃহে গুরুর বা তাহার পত্নীর সেবা গ্রহণ করা উচিত নয়—তবে আর এই ব্যাপার ঘটিত না। কিন্তু আমার এমনিই স্বভাব দোষ যে, আমি তোমাদের গুরু—এ কথা আমার মনে থাকে না। সুতরাং গুরুরা যেমন ব্যবহার করে, তাহা করিতে পারি না। এ বিষয় ব্রহ্মচারীকে দেখিয়াছি, বড় পাকা। তাহার ওখানে প্রণামী-স্বরূপে উপযুক্ত অর্থ না দিয়া কোন শিষ্য একদিনও থাকে না। জানি না কি ভাবে এ শিক্ষা সে তাহার শিষ্যদের দেয়।

তোমার নিকট এত কথা লিখিয়া ফেলিলাম বলিয়া এখন লজ্জা হইতেছে। তুমি ও প্রতিভা আমাকে এমন করিয়া এক করিয়া ফেলিয়াছ যে তোমাদের কাছে আমার কোনো কিছু গোপনের নাই। তথাপি তুমি জানিয়া রাখিও, যদি এই সব লেখা পড়িয়া তুমি আমাকে সমস্ত খরচ দিতে অগ্রসর হও, আমি কখনই তাহা গ্রহণ করিব না। আমি এ জীবনে কাহারও বোঝা হই নাই, এক মাত্র ঠাকুর ছাড়া আর কাহারও বোঝা হইব না। বিশেষত তুমি অর্থ দিলে তোমার গুরুভাই-ভগ্নীদের ব্যবহারেরও পরিবর্তন হইবে না। ইহা অপেক্ষা আমি এমন ভাবে জীবন যাপন আরম্ভ করিব, যাহাতে সকলের নিকট হইতেই বেশ আলগা থাকিতে পারি। যদি কেবল তোমার মা ও আমি থাকি, তবে বহুতর অতিরিক্ত খরচের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে। আমি অন্য লোক পুষিয়া অতিরিক্ত কর্মভোগ ডাকিয়া আনিতে চাই না।

৩৮

এখানকার [ পুরীর আশ্রমের ] সেবাইতী গ্রহণ সম্বন্ধে তুমি যে বাধার কথা লিখিয়াছ, ওগুলি কিছুই নয়। আমি কাশী ছাড়িয়া অন্যত্র কেন থাকিতে পারিব না, বুঝিলাম না। ইচ্ছা হইলে ভারতের যে কোনো স্থানে আমি বাস করিতে পারি; আমার কোনো স্থানের উপর বিশেষ মায়া

নাই। মেয়ে সম্বন্ধেও সেই কথা। ঐ মেয়ে যেদিন আমার কোনো মতলবের বাধা স্বরূপ হইবে বলিয়া মনে করিব, সেদিন উহাকে ত্যাগ করিতে আমার এক মুহূর্তও দেরী হইবে না। আসল কথা, আমার মন এই প্রকার একটা বন্ধনের মধ্যে আসিতে চায় না; এই কারণেই আমি সেবাইতী অস্বীকার করিয়াছি।

৩৯

সেই যে তোমাদের গুরুভাইয়ের একটা মেয়ে আমার মামীর নিকট রাখিয়াছিলাম, সম্প্রতি আমার মামার মৃত্যু হওয়ায় সেই মা-বাপ-মরা মেয়েটিকে মামী আর রাখিতে পারেন না বলিয়া গতকল্য মেয়েটাকে লইয়া কাশী আসিয়াছেন। * * * এখন সারা জীবনই এই মেয়েটাকে পোষিতে হইবে। এ সব কি ভাবে যে এখানে সম্পন্ন হইবে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কে ইহার গুমূত ঘাটিবে, কে ইহাকে কোলে লইয়া বেড়াইবে, কোথা হইতে ইহার দৈনিক একসের দেড়সের দুধ আসিবে, সবই এক সমস্যা অথচ হাতের কাছে যখন একটা নিরাশ্রয় প্রাণী আসিয়াছে, তখন উহাকে ফেলিয়া দেওয়া চলিবে না। ঠাকুর কেন যে কি করেন, উহা বুঝিয়া উঠা মানুষের সাধ্যাতীত।

৪০

পাঁচ সন্ধ্যা খাইব না শুনিয়া তোমরা এত অস্থির হইয়াছ, কিন্তু দশ বিশ দিন এরূপ দুইবেলা চায়ের সঙ্গে ভুরি ভোজন করিয়া অনায়াসে কাটানো যাইতে পারে। পাঁচদিন নহে, পাঁচ সন্ধ্যা অর্থাৎ আড়াই দিন খাইব না, বলিয়াছি। কাল ও আজ দুইদিন গেল, আগামী কল্য বুধবার সন্ধ্যার পরই ভাত খাইব। শিষ্যের কল্যাণের জন্য গুরুকে অনেক কিছু করিতে হয়। ইহা ক্রোধ নহে। ক্রোধ হইলে দুই ঘণ্টা পরেই সে রাগ চলিয়া যাইত।

৪১

জানিয়া রাখ, কেহ কাহারও আয়ু বাড়াইতে বা কমাইতে পারেনা। কাহারও চিকিৎসা সম্বন্ধে একটু বেশি interest নিলেই তাহাকে বাঁচাইবার guarantee দিলাম, এ বিশ্বাস [তোমাদেরই] সম্ভব, আমার অন্য কোন শিষ্যের নাই। ক্ষমতাশালী কেহ ইচ্ছা করিলে কাহাকেও মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু উহা অমনি হয় না। উহার বদলে নিজের আয়ুর অংশ

তাহাকে দিতে হয়। আমি আহাম্মক, তাই আমার অতিশয় প্রিয় হেমের সম্বন্ধে তাহাই করিতে গিয়াছিলাম।

জ্যৈষ্ঠ মাসে হেম আমার উপদেশে পুরী গিয়াছিল। সেখানে জ্বর হইয়া কি ভয়ানক অবস্থা হইয়াছিল, তাহা তোমরা শুনিয়াছ; কিন্তু সুরমা দেখিয়াছে। যেদিন হেম যায় যায়, দুপুর বেলা অটল গিয়া আমাকে লইয়া আসে। সেইদিন আমার দুইটা ধমক খাইয়া হেমের অবস্থা ভালর দিকে আসে; কোনো ঔষধে নয়, সুরমা জানে। তাহার কারণ এই যে, যাহা আমি তোমাদের কাহার সম্বন্ধে কখনও করিনা, সেদিন তাহাই করিয়াছিলাম। হেমের আয়ুর দিকে চাহিয়া দেখি, সেই দিনই তাহার মৃত্যুর দিন। সেদিন ২৬শে জ্যৈষ্ঠ। উহা জানা মাত্র আমি বড় কাতর হইয়া পড়িলাম। আমি হেমকে চিঠি দিয়া নেওয়াইয়াছি কি তাহাকে মৃত্যুমুখে দিবার জন্য? তখন আমার আয়ুর পাঁচ বছর হেমকে দিলাম; হেম তাই বাঁচিয়া উঠিল।

সেইদিন রাত্রে গোঁসাই আমাকে বড় ভর্ৎসনা করিলেন,—'এমনই মোহাচ্ছন্ন হইয়াছ যে যাহার যথার্থ গুরুনিষ্ঠা হয় নাই, তাহাকে আয়ু দিলে? আচ্ছা যখন দিয়াছ, তখন তোমার মাত্র ছয়মাস আয়ু গ্রহণ করা হইল। ছয় মাস পরেও যদি তুমি এইরূপ আগ্রহে আয়ু দিতে প্রস্তুত থাক, তখন দিও। আমি বাধা দিব না।'

ইহার পর হেমকে আমি বলিয়া আসিলাম সে যেন হোমিওপ্যাথি ছাড়া অন্য ঔষধ না খায়; খাইলে তাহার বিপদ হইবে। সুরমা জানে, আমি হেমকে কত সাবধান করিয়াছি।

কিন্তু হেমের মত ছেলের আমার কথা রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। গুরু বাক্য সে রাখে নাই।

তথাপি এবার গিয়াও, এমন ভাবে আমার কথা লঙ্ঘন করিতে দেখিয়াও, মায়ার বশে ক্ষমা করিলাম। সতীশের উপর চিকিৎসার ভার দিলাম। হেমকে স্পষ্ট বলিয়া দিলাম, যদি অন্য কাহারও ঔষধ খাও বা কুপথ্য কর তবে বড় বিপদ হইবে।

কিন্তু হেম আমার কথা শুনে নাই। সে মাঝে মাঝেই কুপথ্য করিত। * * * সতীশের অনুপস্থিতিতে তাহার হিক্কা হইলে ভক্তির চোটে যোগেন মহাশয় দুই দিনের মধ্যে সে সংবাদও আমাকে দিতে ফুরসৎ পাইলেন না।

যখন সংবাদ তৃতীয় দিনে পৌঁছিল, তখন হেমের জন্য একটা ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া বলিলাম, এই ঔষধে যদি আজ হিক্কা বন্ধ না হয়, তবে হেম কাল যেন একজন হোমিওপ্যাথকে ডাকিয়া দেখায়। আমার ঔষধে হেমের হিক্কা বারণ হইয়া গেল। কিন্তু তথাপি সে পরদিন ডাক্তার না ডাকিয়া এক outdoor এ গিয়া এক ডোজ ঔষধ খাইয়া আসিল; এত বড় রোগী outdoor এ গিয়া ঔষধ খাইতে দ্বিধা বোধ করে না, ইহা এই প্রথম দেখিলাম। খাইয়া আসিল এক ডোজ বিষ। Lachesis এর একটা symptomও হেমের হয় নাই, অথচ কেউটে সাপের বিষ সে খাইয়া আসিল।

সেইদিন আমার সমস্ত ধৈর্য নষ্ট হইয়া গেল। ঠাকুরকে নিবেদন করিলাম, ৬ মাস অন্তে আমি হেমকে নিজের আয়ু দিতে প্রস্তুত নই। ঠাকুর একটু হাসিলেন। হেমের উপর এতই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম যে ষ্টেশনে সে আমাকে কিছু ফল পাঠাইয়া দিয়াছিল, উহা আমি ষ্টেশনে উপস্থিত সমস্ত ছেলেদের একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও গ্রহণ করিতে পারিলাম না; ফেরত দিলাম।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ আয়ু দিয়া হেমকে বাঁচাইয়াছিলাম, ২৬শে অগ্রহায়ণ ঠিক ছয় মাস পরে হেম মারা গেল। সে আমার আয়ু পাইবার যোগ্য নয়।

হেমকে প্রাণাধিক ভালবাসিতাম। হেমের মত সৎ ছেলে আমার আর ক'টি আছে জানি না। আজ তাহার মৃত্যুতে আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। এ সময়ে তুমি আমাকে হেমের কথা আলোচনা করিতে বাধ্য করিলে। ইহা ঠিক মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। এ ভোগটুকু আমার অদৃষ্টে ছিল। নতুবা তুমি তো বিন্দুমাত্র জানিয়া জ্ঞাতসারে আমাকে কোনো কষ্ট দাও নাই। আমারই ভোগ বিধাতা তোমার ভিতর দিয়া প্রেরণ করিলেন। তাই আদরে এই আঘাতকে গ্রহণ করিলাম। তুমি এজন্য বিমনা হইও না।

## ৪২

সরিফাবাদের অবস্থা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। এক সময়ে সরিফাবাদ আমার স্বদেশ বলিয়া বড়ই প্রিয় ছিল। কিন্তু পরে বুঝিয়াছি, ফকিরের 'স্বদেশ ভুবনত্রয়ম্'। সরিফাবাদই আমাকে এ শিক্ষা দিয়াছে। সুতরাং

আমার শিক্ষাগুরুর এ দুর্দশা বড়ই ক্লেশকর। প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করি, গ্রামের কল্যাণ হোক।

৪৩

১৯ বছরের সরিফাবাদের উৎসব বটে। প্রতিবছরই উৎসবের তারিখ কবে এবং কোন্ বছরের উৎসব,—এই জিজ্ঞাসা আমার নিকট প্রিয়কর নয়। আমি মরিয়া গেলেই যে উৎসব শেষ হইয়া যাইবে, তাহাতে দুঃখ নাই। কিন্তু আমি বাঁচিয়া থাকিতেই সেটা আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ার কি আবশ্যক?

৪৪

আমার তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি বুঝিবার উপায় অন্তত তোমাদের কাহারও নাই। যাহার সঙ্গে আমি হাসিয়া কথা বলি, হয়তো তাহার উপর বিরক্তির কারণ থাকিতে পারে। আবার যাহার উপর বিরক্ত হইয়া ক্রোধ প্রকাশ করি, হয়তো তাহার কার্যে খুবই সন্তুষ্ট আছি। আসল কথা, যখন যেরূপ ব্যবহার করিলে কল্যাণ হইবে মনে করি, কোনো দিকে না তাকাইয়া ঠিক সেইরূপ ব্যবহারই করি।

৪৫

তুমি আমাকে প্রায়ই এমন প্রশংসা করিয়া ও নিজের আনুগত্য জানাইয়া চিঠি লেখ যে, উহা পাঠ করিয়া আমার আদৌ ভাল লাগে না; কেমন অস্বাভাবিক মনে হয়। ছেলে যদি বাপের অযথা গুণ বর্ণনা করিয়া বাপকে চিঠি লিখিতে আরম্ভ করে, তবে কেমন শুনায়? মনে হয়, কোথায় যেন কি গোল আছে; মনে হয়, তুমি যেন একটা অব্যক্ত position আমার নিকটে হারাইয়া ফেলিয়াছ বলিয়া কল্পনা করিয়া, সেই position লাভের জন্য একটা কাল্পনিক চেষ্টা করিতেছ।

এ কেন? সাধনকে যদি প্রিয়তম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিয়া থাক, তবে আমি অনায়াসে প্রিয় চক্ষে গ্রহণ করিব। নতুবা বাহিরের এই বক্তৃতার মূল্য কি?

৪৬

আমার জন্য চিন্তা করিও না; আমি ভাল হইয়া গিয়াছি। হঠাৎ এ রূপটা হইল কেন, ঠিক বুঝা যায় না। সমস্ত মাথাটা ফুলিয়া গিয়াছিল

এবং অসংখ্য ফোঁড়ার মত হইয়া লাল হইয়া উঠিয়াছিল। বেদনায় চীৎকার করিতে হইয়াছে, সঙ্গে ১০৫° জ্বর। ভগবৎ কৃপায় মাত্র তিন ডোজ হোমিও ঔষধে ফুলা, বেদনা, জ্বর সব গিয়াছে। গতকল্য অন্নপথ্য করিয়াছি, শরীর বড়ই দুর্বল।

৪৭

তুমি যে আমার গায়ের লেপের জন্য টাকা দিয়াছ, ইহা দ্বারা একটি পাতলা তুলার বালাপোষের মত প্রস্তুত করিয়া লইতেছি। সাধারণত আমি কখনও লেপ গায়ে দেই না। তোমার এইটি গায়ে দিব।

৪৮

শিলংএ ডায়েবেটিসের উপকার শুনিয়া খুব যাইতে লোভ হয়। আবার কাশী হইতে ছোট লাইন দিয়া সিধা গেলেও ৪৮ ঘণ্টার রেল—ভাবিয়া মন পিছাইয়া যায়। কাশী ছাড়িয়া অত দূরে যাইতে ইচ্ছা করে না। ভাড়াও বড় বেশি। * * * এই সব ভাবিতেছি। ইহার পর মন গিয়া যে বুদ্ধিতে স্থির হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাই করিব।

৪৯

এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন Hill station [ শিলং ] আর নাই। পাইন গাছের হাওয়া শীতল ও মনোরম। * * *

ইহারা সকলেই আমাকে ভালবাসে। তবে ছোট ছেলেমেয়ে অনেকগুলি, একটু গোলমাল হয়। বাড়ির মেজে সব কাঠের; সুতরাং এক room এর সামান্য শব্দ সমস্ত বাড়িতে প্রতিধ্বনিত হয়। যেখানেই যাই, অপরিচিত পরিবার হইলেই ধনঞ্জয়ের মত একজন থাকা একান্ত আবশ্যক, তাহা এখানে আসিয়া বুঝিয়াছি। * * * ভালই আছি—সকলকে বলিও। আমার আসল ব্যাধি—মাথায় দারুণ কর্মের খেয়াল, অথচ দেহ ও মন কোন কার্য করিতে নারাজ।

৫০

শরীর কিরূপ আছে, নিজেও ভাল বুঝিতে পারি না। নিত্যকর্ম বেশ চলিতেছে। হাঁটিতেও কোন কষ্ট নাই, কিন্তু হাঁটা থামিলেই শরীর যেন কেমন করে। অনেকক্ষণ আর নড়িতে ইচ্ছা হয় না। * * * ঠাকুর কবে ডাক দিবেন, সেই জন্য উৎকর্ণ হইয়া আছি।

৫১

দারুণ সর্দি ও জ্বর চলছে—কদিন। শরীর সুস্থ নয়। মন ততোধিক অসুস্থ। এ সময়ে প্রিয়জনকে দেখতে ইচ্ছা হয়। একবার কি আসতে পারবে না? যদি সম্ভব হয়—এসো।

৫২

বাবা, আমি মনে বড় আঘাত পাইয়াছি। আমার চিত্ত অসুস্থ। আর ১০-১২ দিন পরে জানিতে পারিবে। এখন কিছু লিখিতে পারিলাম না।

তুমি আমার প্রিয়, তাই শুধু বলিয়া একটু আরাম পাইলাম।

৫৩

আমার জন্য ভাবিও না। একটা প্রকাণ্ড থাপ্পড় খাইয়া ব্যথা পাইয়াছিলাম। উহা একেবারে ঠিক হইয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা ২-৩ দিন পরেই তুমি জানিতে পারিবে। তাই আর লিখিলাম না।

৫৪

নিজের জন্য আমার কিছুমাত্র উদ্বেগ নাই; আমার লেখা ছাপা চিঠিটা ভাল করিয়া পড়িলেই তাহা বুঝিবে। চিঠিতে যাহা লিখিয়াছে তাহা ত কিছুই আমি খুলিয়া বলিতে পারি নাই। সাধনের যে কোনো মেয়েকে আমার ঘরে দেখিয়াছে, তাহাকেই চরিত্রহীনা বলিতে দ্বিধা করে নাই। কি আর বলিব, উহার এই দুর্দশা ভাবিয়া আমার চিত্ত উদ্বেলিত হইতেছে। চিঠি মাত্র লোক বুঝিয়া ২৭ খানা বিলি করিয়াছি; আর দিব না। যাহারা আমার প্রিয় এবং যাহারা ঐ দলে আছে মাত্র তাহাদেরই চিঠি দিয়াছি।

৫৫

তোমার জ্বর শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। ইদানীং তোমার শরীর বড় ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে দুঃখ বোধ করি। ইতিমধ্যে আমি বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম। Brain fag-এর মত হইয়াছিল। সর্বদা শুইয়া থাকিতে হইত, কিছু ভাবিলেই মাথা আগুন হইত। বাঁ দিকটা সব পক্ষাঘাতের মত দুর্বল ও aching pain সর্বদা ছিল। * * * অনেক ভাবিয়া Causticum I M এক ডোজ খাইয়া আশ্চর্য ফল পাইয়াছি। সবই প্রায় ভাল হইয়া গিয়াছে। * * * কাজকর্ম সব ছাড়িয়াছি। নাম ছাড়া আর কিছু ভাবিলেই মাথা ধরে।

৫৬

আমার শরীর খুব সুবিধা যাইতেছে না। যেদিন ঘুম না হয়, তৎপরদিন বড়ই খারাপ বোধ করি। * * * ক্রমশ কি ভাবে ভিতরের organ-গুলি শিথিল হইয়া আসিতেছে তাহা বুঝিতে পারিয়া বড়ই কৌতূহল বোধ করি। ধীরে ধীরে সব ইন্দ্রিয় জবাব দিতেছে।

৫৭

আজ ১২ দিন হইল আমাকে কুকুরে কামড়াইয়াছে। পোষা কুকুর, তাহার কোন দোষ নাই। অন্ধকারে দেখিতে না পাইয়া তাহার পেটের উপর খড়মশুদ্ধ পা তুলিয়া দিয়াছিলাম। ছয়টা দাঁত বসাইয়াছিল, তন্মধ্যে দুইটা খুব গভীর। অনেক রক্ত পড়িয়াছিল। তখনই Nitric acid দিয়া পোড়াইয়া দিয়াছিলাম। হোমিওপ্যাথির Hydrophobinum ও লক্ষণ অনুসারে Leadum ও Merc. Bin. Iod. খাইয়াছি। * * * ঘায়ে সিদ্ধ মলম দিতেছি এবং উহা ক্রমশ শুকাইয়া আসিতেছে। কুকুরটি লক্ষ করিতেছি। সে বেশ ভালই আছে।

৫৮

[ তোমার ] চিঠি পড়িয়া আশ্চর্য হইয়াছি বটে। যে দিন ও যে সময় আমাকে কুকুরে কামড়াইয়াছে সেই দিনই তোমাকে আর একটু হইলে কুকুরে কামড়াইত, ইহা আশ্চর্য বটে। ভগবানের রাজ্যে কিছুই অঘটন নহে। সমস্তই সর্বদা সম্ভব। এ জন্য আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

৫৯

আমার রান্নার জন্য যদি মহিমের শাশুড়ীকে পাওয়া যায়, ভাল। কিন্তু মহিমের পত্নীর বোধ হয় ও-সময় সন্তান হইবে, মহিমের শাশুড়ী সে জন্য হয়তো আটক থাকিতে পারেন। সে জন্য ভাবনা নাই। বিভা সব রাঁধিবে, আমি কেবল যেদিন ভাত খাইব, সেদিন ভাতটা নিজেই নামাইয়া লইব।

৬০

হার্টের trouble এবং ডায়েবেটিস্—এই দুটি বাকী জীবন আমাকে পাইবার জন্য আবেদন জানাইতেছে। প্রার্থীকে কখনও বিমুখ করি নাই। কিন্তু ঠাকুরের সম্মতি না পাইলে ইহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিবার সাধ্য আমার নাই। তাঁহার ইঙ্গিতের দিকে তাকাইয়া আছি।

৬১

তুমি বৃথা চিন্তিত হইয়াছ। এবার আমার এখান হইতে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে কলিকাতা যাইতে কোনোই কষ্ট হইবে না। আমরা প্রায় ২৫ জন ২ তারিখ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। সকলে একত্র গিয়া একখানা সম্পূর্ণ গাড়ী দখল করিয়া বসিব, এইরূপ পরামর্শ হইয়াছে। ইহাতে অনেক সুবিধা হইবে। সব গুরুভাইদের সঙ্গে একত্রে কষ্ট করিয়া গেলেও কষ্ট বোধ হইবে না। সুতরাং তুমি টাকা পাঠাইও না। ইহার পর কাশী যাইবার সময় যদি আবশ্যক হয়, তখন দিও।

৬২

তোমার Nat. phos I M আমার শীঘ্র খাওয়ার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু বাধ্য হইয়া খাইয়াছি। শনিবার এখানে পৌছিয়া যখন ঔষধের শিশি ও আর কয়টা জিনিষ লইয়া নীচের ঘরে রাখিবার জন্য যাই, তখন লাইব্রেরী ঘরে হঠাৎ হাত হইতে পড়িয়া গিয়া শিশিটা ভাঙ্গিয়া গেল। দেখি, ভাঙ্গা অংশে কটা globule রহিয়াছে। সুতরাং তখন ঔষধের সদ্ব্যবহার করিয়া ৪-৫টি বড়ি খাইয়া শিশিটা ফেলিয়া দিলাম।

* * * * শনিবার Nat. phos. খাইতে হইল। রবিবার হইতে প্রত্যহ চমৎকার বাহ্যে হইতেছে। ঠিক আগের মত মাত্র প্রকাণ্ড একটি ন্যাড়। সোনার রঙ।

* * * আশ্চর্য এই, দেহ খুব প্রাণায়াম চাহিতেছে। যত করি, কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। প্রাণায়ামই কেবল করিতে ইচ্ছা করে।

৬৩

শিমুলতলা হইতে গাড়ীতে উঠিবার অব্যবহিত পূর্বে ওজন লইয়া দেখি, একেবারে দুই সের বাড়িয়া গিয়াছে। এক সপ্তাহ পূর্বে দেড় সের কম দেখিয়াছিলাম। আশ্চর্য!

ওজনটাও দেখিতেছি মানুষের হাতে নাই। সব কলকব্জাই সেই একজনেরই হাতে। আমরা মূর্খ।

৬৪

পাঁচরকম চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছি। শান্তবাবু একটা হালুয়া প্রস্তুত করিয়া খাইতে দিয়াছেন, সেটা হেকিমি। ব্রহ্মচারীর ব্যবস্থায় হাতে একটা

মালিশ দিতেছি, সেটা অবধৌতিক। সুবোধ আনিয়া Vitamin B tablet খাইতে দিয়াছে, এটা এলোপ্যাথি। বাসক পাতার রস ও পিপুলচূর্ণ দিয়া মকরধ্বজ খাইতেছি, এটা কবিরাজী। কাশির জন্য কয়দিন হয় Senega 200 এক ডোজ খাইয়াছি, এটা হোমিওপ্যাথি। সুতরাং চিকিৎসার কোনো ত্রুটী হইতেছে না।

৬৫

তোমাদের সকলেরই দেখিতেছি, কবিরাজী ঔষধের দিকে একটা ঝোঁক হইয়াছে তাহার কারণ এই যে, তোমরা সকলেই আমার এ প্রকার অবস্থা আরোগ্য হইবে না, তাহা বেশ জান। কিন্তু তোমাদের মন তাহা স্বীকার করিতে চাহে না বলিয়া ঝুঁকিটা কবিরাজীর উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাও।

৬৬

একবার অবশ্যই সুবিধামত আসিয়া কামাখ্যা মাতা দর্শন ও তথায় ত্রিরাত্র বাস করিয়া যাইবে। কিন্তু অম্বুবাচীর যোগের সময় নহে। অন্য সময় আসিতে হয়।

*　　　*　　　*　　　*

আমার পুরী যাওয়া সম্ভব হইবে না। মনে বিন্দুমাত্র গোল না থাকিলেও on principle আমি যাইব না। সেবাইত মতিলাল খুব অনুরোধ করিয়া চিঠি দিয়াছেন, আমি তাহার ঐ প্রকার জবাব দিয়াছি। মঠের দলিল অনুসারে এই সময়ে আমি সেখানে অন্তত ১০ টাকা দিতে বাধ্য। তোমরা নিজেরা টাকা না দিয়া মঠের নামে আমার কথামত পাঠাইতেছ বলিয়া কমপক্ষে দশটি টাকা সকলে জুটিয়া পাঠাইয়া দিও।

৬৭

কুম্ভে সকলে দল বাঁধিয়া আসিবে। আমার কুম্ভ বোধ হয় এবারই শেষ। পরবর্তী কুম্ভ ৯ বছর পরে হরিদ্বারে।

৬৮

আমার তোমাদের জন্য বড় কিছু কষ্ট পাইতে হয় না। যাহাদের জীবন নিয়মিত, তাহাদের দ্বারা আমি খুব আরাম পাই। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল ভাবে যখন যাহা খুশী—এই ভাবে যাহারা চলে, তাহারা যদি প্রত্যহ ৬ ঘণ্টাও সাধন করে,

তথাপি তাহাদের দ্বারা কষ্ট পাই। শৃঙ্খলাপূর্ণ নিয়মিত জীবন—আমার আয়ুবৃদ্ধির কারণ জানিও।

৬৯

উৎসবের পর অবসাদ অবশ্যম্ভাবী। বিশেষত আমার প্রভুর শতবর্ষ জন্মতিথি উপলক্ষ করিয়া—এই কয়টি বৎসর তিনি আমাকে এতই কৃপা করিলেন, যাহা দশবছরে লাভ করাও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তোমরা আমার ইচ্ছাপূরণে সহায়ক হইয়াছ, এ জন্য আমি সকলের নিকট কৃতজ্ঞ।

আমি ভালই আছি। এখনও রেবতী দাদা ও মাখনবাবু আমার ঘরে বিরাজ করিতেছেন; সুতরাং শুইয়া পড়ার কোন কারণ নাই।

৭০

আর যাহা লিখিয়াছ, উহা সত্য। আমার ভিতরে বিন্দুমাত্র মোহ হয়তো না থাকিতে পারে, কিন্তু ভয়ানক মায়া। তোমাদের সাধন বিরোধী কার্যে কষ্ট পাই বটে, কিন্তু আমি জানি নাম ফুটিলে উহা আর থাকিবে না। এই আশ্বাসে খানিকটা শান্ত থাকি। কিন্তু তোমাদের কাহারও ব্যাধির যন্ত্রণা আমি মোটেই বরদাস্ত করিতে পারি না। কোন সাধুরই ইহা থাকা উচিত নয়। কিন্তু আমার কেমন যে স্বভাব বুঝি না। অথচ এত কষ্ট বোধ করিয়াও একবারও ব্যামো বা দরিদ্রতা সারিয়া যাক এ ইচ্ছা আসে না। কেবল বলি, ভাগবান, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। অথচ কষ্ট পাই। অদ্ভুত এই mentality.

৭১

কুঞ্জকে বলিও, তাহার প্রেরিত মাখন ঠিক আমার ডায়েবেটিসের সঙ্গে খাপ মত মিলিয়াছে। আমার ডায়েবেটিস্ যেমন আমি নিজে কিছুই টের পাই না—না প্রস্রাব বেশি, না পিপাসা, না কিড্‌নীতে কোনো অনুভূতি, না দুর্বলতা, না অনিদ্রা—ইহার কিছুই নাই—অথচ তোমরা একটা প্রস্রাবের গরম চোঙ হাতে করিয়া বলিতেছ,—এই দেখুন মশাই, আপনার ডায়েবেটিস্; কুঞ্জর প্রেরিত মাখনও ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। মাখনের মনোমুগ্ধকর গন্ধ ও অপূর্ব স্নিগ্ধতা ইহাতে কিছুই নাই, কেবল উপরের ছাপানো লেবেল পড়িয়া বুঝিতে হয়, ওটার নাম মাখন।

৭২

Causticum এ আমার যথেষ্ট উপকার হইলেও মস্তিষ্কের দুর্বলতা কিছু মাত্র কমে নাই। তবে paralysis এর ভাবটা আর নাই। Blood pressure বাড়া তো দূরের কথা, একটু কমিয়াছে। তেসরা এপ্রিল তারিখে সুবোধ দেখিয়াছে, মাত্র 120 & 72.

মাথা বড় দুর্বল। কিছু ভাবিতে পারি না। কেবলমাত্র নাম ছাড়া যাহা ভাবি তাহাতেই মাথা ঘোরে। বছর শেষ হওয়ায় account close করার কাজে দুইদিন একটু খাটিতে হইয়াছিল। তাহার পর হইতে মাথা বড়ই দুর্বল হইয়াছে।

কিন্তু এ অবস্থায়ও আমি একবার পুরী না গিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যাইব স্থির করিয়াছি।

৭৩

স্ত্রীর উপর এই যে স্বাভাবিক ও সরল প্রাণের টান, এ জন্য তোমার লজ্জিত হবার কি আছে? এই তো স্বাভাবিক। প্রিয়জনদিগকে সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে ভালবাসাই ভগবানের অভিপ্রেত। যে ভালবাসা অন্যায় কার্যের প্রশ্রয় দেয়, সেই ভালবাসাই মোহাচ্ছন্ন ভালবাসা, উহাই দোষের। ভগবান এই মায়া দিয়েই পৃথিবীর বন্ধন দৃঢ় রেখেছেন; মোহাচ্ছন্ন হয়ে অসৎকে ভালবাসলেই দোষের হয়। আমি যখন বরিশালে কারবার নিয়ে ছিলাম, তখন তোমাদের মা কে দেখবার জন্য ভোরে ষ্টীমার চেপে সন্ধ্যার সময় মাদারিপুরে ষ্টীমার থেকে নেমেছি। পরে ২২ মাইল নৌকায় চড়ে রাত ১২ টার সময় বাড়ি পৌছেছি। মাত্র চার ঘণ্টা বাড়িতে থেকে ভোর ৪টায় আবার নৌকায় চড়ে বেলা ১০টায় মাদারিপুরে এসে ষ্টীমার ধরে রাত দশটায় বরিশাল পৌছেছি। অর্থাৎ ৩৬ ঘণ্টা ষ্টীমার ও নৌকায় থেকে মাত্র ৪ ঘণ্টার জন্য তোমাদের মায়ের কাছে রয়েছি। এরূপ হয়, এবং যার হয় তার লজ্জা পাবার কিছুই নেই। এই প্রেম সম্পূর্ণরূপে ভগবানের বিধিসম্মত।

সৎ ভাবে, সহজ সরল প্রাণে—অথচ মোহাচ্ছন্ন না হয়ে যে কোনো ভালবাসা, সে সমস্তই প্রসন্ন চিত্তে ভগবান গ্রহণ করেন, জানিও।

৭৪

আমি কামাখ্যা তীর্থ দর্শন করিয়া পাঁচ দিন পরে শিলং ফিরিয়াছি। এমন

জাগ্রত স্থান আর বড় দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। মায়ের পীঠ-স্থান স্পর্শমাত্র অনন্ত জন্মের কান্না জাগিয়া উঠে। বড়ই আনন্দে ছিলাম।

আমি ১৮ মে শিলং ত্যাগ করিব, মনন করিয়াছি। সিলেট হইয়া মহাপ্রভুর পিতৃভূমি দর্শনে যাইব। পরে আরও কয়টি স্থানে যাইতে হইবে। হয়তো চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শনেও যাইতে পারি।

৭৫

প্রায় একমাস যাবত শচী ও অবলা শয্যাগত।

এতদিন দুবেলা তোমার মা রাঁধিয়াছেন। কিন্তু তাহার কষ্ট আর সহ্য করিতে না পারিয়া আজ তিন দিন যাবত একটা উড়ে রাঁধুনী ব্রাহ্মণ রাখিয়াছি। আমার রান্না অর্থাৎ দুখানা রুটি তোমার মাকেই করিতে হয়।

৭৬

তোমার মায়ের এই সাত দিন যাবত জ্বর। কম্প দিয়া একদিন পর একদিন জ্বর হয়। আশ্রমে মেয়ের সেবা পুরুষ বা পুরুষের সেবা মেয়েরা করা নিষেধ বলিয়া জ্বরের সময় আমি সর্বদা কাছে থাকিতে পারি না। মাঝে মাঝে দেখিয়া আসিতে হয়। শুশ্রূষার জন্য একজন স্ত্রীলোক অবশ্য প্রয়োজন। এ জন্য কলিকাতায় দীনেশকে চিঠি লিখিয়াছি, তাহার মাকে পাঠাইয়া দিতে। যদি দীনেশের মা আসিতে পারে, ভালই ; না পারিলে আমি একটা বাসা করিয়া সেখানে যাইব, যেন তোমার মায়ের কাছে থাকিয়া শুশ্রূষা করিতে পারি। তখন আর কোন অসুবিধা থাকিবে না।

৭৭

আমি যে এখন কি উদ্বেগ ও ঝঞ্ঝাট ভোগ করিতেছি, উহা লিখিয়া জানানো সম্ভব নয়। গোবিন্দ ও বিধু, এই দুইজনের বসন্ত। গোবিন্দের অতি ভয়ানক অবস্থা, এমন কি জীবনের আশঙ্কা করিয়াছিলাম * * * বিধুর ঢের কম, কিন্তু হইলে কি হইবে, তাহার চিৎকার ও কোকানীতে আশ্রমে থাকা কষ্টকর হইয়াছে। এ এক বিষম ফ্যাসাদে পড়িয়াছি।

এদিকে তোমার মা কয়দিন ঠাকুর ঘরে না যাওয়ায় সব আমাকে করিতে হইয়াছে। আমার সর্দি অবিশ্রান্ত এখনও ঝরিতেছে এবং একটু জ্বরও আছে। ইহা লইয়াই এই দুই রোগীর শুশ্রূষাও আমাকে করিতে হয়। * * *

আজ তোমার মা স্নান করিলেন। এখন হয়তো আমি একটু রেহাই

পাইব। কিন্তু তাহার মরা হাড়ে এই সেবার চোট সহিবে কি না, সে কথা পরে। বিমলা আজ পর্যন্ত রাঁধিল। একে তো সর্দির নাক, তদুপরি বিমলার রান্না; সুতরাং আহার কি প্রকার চলিতেছে, সহজেই বুঝিবে। তবু ছেলে মানুষ এ কয়টা দিন প্রাণপণে করিয়াছে। * * *

৭৮

ব্রহ্মচারী সদলে প্রায় ৩০।৩৫ জন সহ তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইতেছে। শিবরাত্রির পরই ইহারা যাত্রা করিবে। * * * আমাকে সঙ্গে যাইবার জন্য ব্রহ্মচারী অত্যধিক পীড়াপীড়ি করিতেছে। বলা বাহুল্য আমার একবিন্দুও ইচ্ছা নাই। এই আট মাস বাহিরে থাকিয়া আসিয়াছি, এখন আবার তিন মাসের জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইবার মত সামর্থ্য ও উৎসাহ আমার নাই। অথচ ব্রহ্মচারী এমন বেশী জেদ ধরিয়াছে যে, ইহার হাত এড়াইতে হইলে ইহাকে অসন্তুষ্ট করিতে হইবে। বন্ধুজনকে এই প্রকার আঘাত দিতে আমার কষ্ট হয়। তাই বাধ্য হইয়া তোমাকে এ জন্য একটি কৌশল করিয়া আমাকে এই ঝঞ্ঝাট হইতে বাঁচাইবাব উপায় লিখিতে হইল।

যত প্রকার উপায় আছে, ব্রহ্মচারীর হাত এড়াইবার জন্য আমি তাহা করিব। কিন্তু যদি দেখি, কিছুতেই সে বুঝ মানে না,—না গেলে যথার্থই মনে আঘাত পায়, তাহা হইলে আঘাত না দিয়া কৌশলে যাওয়া বন্ধ করিতে হইবে। আমি শেষাশেষি সময় থাকিলে তোমাকে চিঠি লিখিব, অথবা একটা টেলি দিব। আমার চিঠি বা টেলি পাইয়া তুমি, তোমাদের কাহারও খুব অসুখ, শীঘ্র আমার যাওয়া প্রয়োজন—এই বলিয়া আমার নিকট একটা টেলি দিবে। ঐ টেলি দেখাইয়া আমি ব্রহ্মচারীর হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব। বরং তোমাদের ওখানে গিয়া কয়টা দিন থাকিয়া আসিব। কিন্তু এই দলের সঙ্গে তিন মাসের জন্য যাইতে আমার আদৌ ইচ্ছা নাই। অথচ ব্রহ্মচারীকে বিন্দুমাত্র আঘাত দিতে পারি, এমন শক্তিও আমার নাই।

তোমাকে এই মিথ্যা আচরণ শিখাইয়া দিবার জন্য তুমি কি মনে মনে হাসিতেছ, বাবা? ইহাকে ঠিক মিথ্যা বলে না, তবে অলীক বটে, সে বিষয় সন্দেহ নাই। যে বাক্য দ্বারা কাহারও অনিষ্ট করা হয়, এবং নিজের স্বার্থসিদ্ধি করা হয়, তাহাই মিথ্যা। মিথ্যা অতি গুরুতর পাপ।

ইহার নাম অলীক বা অযথার্থ বাক্য। ইহাতেও অপরাধ হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু বন্ধুর প্রাণে আঘাত দেওয়ার অপরাধ অপেক্ষা ইহা ঢের সামান্য অপরাধ। কাজেই সেইটি বাঁচাইতে গিয়া আমি এইটি করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।

বলা বাহুল্য, হয়তো এ সব কিছুই করিতে হইবে না। তথাপি তোমাকে বলিয়া রাখিলাম।

৭৯

তোমার মা এখন খানিকটা ভাল আছেন। কিন্তু এবার আসিয়া অন্যান্য বার অপেক্ষা একটু বেশী রকম দুর্বল দেখিতেছি। * * *

ভয় নাই, তোমার মায়ের উপর আমি কোনো জুলুম করিতেছি না। সঙ্গে তোমাদের একটি ব্রাহ্মণী গুরুভগ্নী আসিয়াছেন, তিনিই প্রত্যহ দুইবেলা রসুই করেন। তোমার মাকে এখন রঁাধিতে হয়, না, তবে তাহার স্বভাবদোষে সে চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরিয়া বেড়াইবে ও কাজ করিবে ; উহা কাহারও ঠেকাইবার সাধ্য নাই ঝি এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। * * * তোমার মাকে কখনও রঁাধিতে না হয়, বা ঝিগিরি করিতে না হয়, এমন ব্যবস্থা যদি তোমরা করিতে পার, করিও। আমার উহাতে কোনো আপত্তির কারণ নাই।

৮০

আমার শরীর বেশ ভাল হইতেছে। অন্যস্থানে থাকিলেও শরীর ক্রমশ ভাল হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু গরমের দরুন এত শীঘ্র ভাল হইত না। কেবল মাত্র শীত আছে বলিয়াই আমি এত আরাম এই স্থানে [ মুসুরীতে ] বোধ করিতেছি। এই স্থান বেশ ভালই, কিন্তু এক মাসে ৩০০ টাকা খরচ করা যাইতে পারে এমন কিছু ভাল নয়।

পরিমলকে দিয়া জনে জনের নিকট টাকার জন্য চিঠি লিখিতে বলিতেছ, কিন্তু তাহা কি আমার পক্ষে সম্ভব বা উচিত মনে কর? কেহ চিঠি লিখিলে, তাঁহার জবাবে এই স্থানে খুব টাকার দরকার—এই কথা জানানো যাইতে পারে। প্রকৃত অবস্থা জানিয়া সে দিতে পারে ভাল, না দিতে পারে ভাল। নতুবা নিজ হাতে কাহারও নিকট টাকা চাহিয়া চিঠি লেখা—কখনো আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই, এখনও হইবে না।

চিঠি না লিখিলেও, যাহারা টাকা দিতে পারে, সকলেই দিয়াছে। * * *

৮১

উৎসবের জন্য যাহা প্রয়োজন, সবই লোকে দিয়াছে। কিছু টাকা কম পড়িয়াছে, বটে ; উৎসব করিতে গেলে এ প্রকার হইয়াই থাকে। ইহা বিচিত্র নহে। দুই তিনজন ছাড়া আর কেহ নিশ্চিত রূপে মাসিক কিছু দেয় না। তথাপি খরচ তো কম নয়, উহা চলিয়াই যায়। কোনো মাসে ৫০ টাকা ধার হয় পরবর্তী মাসে হয়তো শোধ হইয়া যায়। উৎসব সম্বন্ধেও সেই কথা। উহা লইয়া আমি মাথা ঘামাইনা। আমি মরিবার পর যদি আমার দেনা থাকে, তবে তোমরা চাঁদা করিয়া সকলে মিলিয়া শোধ করিয়া দিও, তবেই হইবে।

৮২

ইহার পূর্বের চিঠিতে আমি যে অযথা বক্তৃতা দিয়াছিলাম, এবং উহার জবাবে আবার তুমি যে দীর্ঘ বক্তৃতা লিখিয়াছ—এ দুইটাই এখন আমার নিকট হাস্যকর মনে হইতেছে। পাগল, ভোলা গিরি মহারাজ ও ব্রহ্মচারী ইহাদের কাহারও মতই আমার ব্যবহার করা চলিবে না। এখানে তোমার গুরুভাই-ভগ্নী কেহ আসিয়া যদি বাসা ভাড়া করিয়া থাকে, অথবা গুরুরটা খাইতে নাই মনে করিয়া যদি আমাকে প্রণামী দিতে আরম্ভ করে, তবে উহা ঘটিবার পূর্বেই যেন আমার মরণ হয়। আশ্রমের খরচ কমাইবার যো নাই, এবং তাহা আমি কমাইতে চেষ্টাও করিব না। কেবল অন্যায় কারণে বা বিলাসিতার জন্য কিছু খরচ না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিলেই যথেষ্ট। তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র। কে পয়সা দিতে পারে ? যদি কেহ পারিয়াও না দেয়, তাহাতেই বা কি যায় আসে ? এখনও আমার এত সম্পত্তি—বই, বাক্স, আলমারী ইত্যাদি আছে, যাহা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন—অথচ বেচিয়া দিলে অনেক দিন চলিবার মত টাকা হইবে। এ বিষয়ে তুমি বৃথা মাথা ঘামাইও না।

৮৩

তোমরা যে আমাকে 'বাবা' বলিয়া ডাক, ইহা তোমরা ডাকিয়া যেমন সুখ পাও, আমি শুনিয়াও তেমনি আরাম পাই। এ অতি চমৎকার। কিন্তু ইহার মধ্যে একটা অসুবিধা আছে। আমরা মায়ার জীব, কোনো পাতানো

সম্পর্ক ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে কিছুদিন পরে মনে হয়, ঐ সম্পর্কটাই সত্য, আর সব মিথ্যা। বাবা বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে শেষে আর মনে থাকে না যে, গুরু বাবা অপেক্ষাও ঢের বড় একটা কিছু। বাবার মত ব্যবহারই পছন্দ হইয়া যায়। মায়া এমনই জিনিষ।

আমার উপবাসের খবর পাইয়া প্রতিভার এই যে আমাকে খাওয়াইবার জন্য অভিমান করিয়া না খাইয়া থাকা, ইহা ঠিক বাবার প্রতি মেয়ের ব্যবহার। ইহা দেখিতে বড় সুন্দর ; কিন্তু তোমাদের পক্ষে তেমন কল্যাণজনক হয় না।

আমি জীবনে এমন কি ছেলেবেলায়ও কখনো রাগ করিয়া উপবাস করি নাই। ছেলে বেলায় রাগ হইলে সেদিন আমি বরং আরও বেশী বেশী করিয়া তাড়াতাড়ি খাইয়া লইতাম। মনে করিতাম, অনেকগুলি খাইলেই গায়ে জোর হইবে এবং তখন খুব ভাল করিয়া ঝগড়া করিতে পারিব। রাগ করিয়া কেহ নিজেই না খাইয়া আছে—দেখিলে আমার তাহাকে বড়ই বোকা বলিয়া মনে হইত।

এখন এই বুড়া বয়সে আমি রাগ করিয়া পাঁচ দিন উপবাস করিব, এ ধারণা বাবা হইলেই করা যায়, গুরু হইলে হয় না। আমি কখনও রাগের জন্য উপবাস করি না। তাহার প্রমাণ এই যে, মাঝে মাঝে যথেষ্ট উপবাস আমি করিয়াছি, দুই তিনদিন একক্রমে না খাইয়া রহিয়াছি, কিন্তু এ পর্যন্ত কেহই, এমন কি রেবতীবাবু, হেম প্রভৃতির মত প্রিয় গুরুভাইয়েরা পর্যন্ত আমাকে সাধিয়া খাওয়াইতে পারে নাই। খাবনা বলার পরে কেহ আমাকে খাওয়াইতে পারিয়াছে এমন ঘটনা আমার জীবনে নাই। তাহার কারণ এই যে, আমি আগে বেশ ভাল করিয়া বিচার বিবেচনা করিয়া, যাহার জন্য এইরূপ করিব তাহার উহাতে যথার্থ উপকার হইবে কিনা তাহা ভাবিয়া লইয়া তারপর প্রয়োজন বুঝিলে 'খাবনা' বলি।

সুতরাং এই 'খাবনা' হইতে কাহারও আমাকে নিবৃত্ত করার কোনোই উপায় নাই। আমি রাগ করি নাই, কোনো একটা উদ্দেশ্য উইয়া উপবাস করিতেছি—শুধু এই টুকু যদি তোমরা মনে রাখিতে পার, তবে সাধিবার ইচ্ছা বা উপবাস করিবার ইচ্ছা কখনও তোমাদের হইবে না। অধিকন্তু কেন আমি উপবাস করিলাম তাহা জানিবার জন্য দারুণ কৌতূহল হইবে এবং উহা জানিলে নিজেদেরও যথেষ্ট শিক্ষা ও কল্যাণ হইবে।

৮৪

তুমি আমাকে সমস্ত ভাবনা ও চিন্তা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে লিখিয়াছ দেখিয়া সুখী হইলাম। বাস্তবিক আমার এখন আর এ সব বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার সাধ্য ও শক্তি নাই। কেবল মনে হয়, গভীর ভাবে নিজের ভিতর ডুবিয়া থাকি; বাহিরের কর্মজগতে আর প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হয় না।

কিন্তু নির্ভুম এই ফকিরের নামে এতটা ভুমি বেশীদিন থাকা কিছুতেই আমার শান্তিদায়ক হইতে পারে না। আশ্রম প্রস্তুত হইলে একটা ট্রাষ্ট ডীড্ করিয়া তোমাদের জমি তোমাদের হাতে দিয়া আমি আবার নির্ভুম না হওয় পর্যন্ত বিন্দুমাত্র শান্তি নাই, জানিবে।

৮৫

কিছুদিন হইতে (বোধ হয় মাঘ মাস হইতে) আমার মস্তিষ্ক খুব দুর্বল বোধ করিতেছি। কিন্তু দিন দিন শরীর শুকাইতেছিল, এই পযস্ত;—আমি অন্য কোনো অসুবিধা বোধ করি নাই। দুই চারিদিন হইতে মাথা ঘুরায় এবং কিছু চিন্তা করিতে গেলে মাথা ধরে। গতকল্য বেলা ২টার সময় হঠাৎ অস্থির হইয়া পড়ি এবং অজ্ঞানের মত হই। অবশ্য অজ্ঞান হই নাই, কেবল বুকে একটা যন্ত্রণা বোধ হইতেছিল। আজ ভাল আছি।

তোমরা কাশীতে জায়গা কিনিয়া, আমাকে দিয়া ঝঞ্ঝাটগুলি মিটাইয়া লইবে এবং বৈষয়িক কাজ করাইয়া লইবে—তাহা বোধ হয় উচিত হইবে না।

৮৬

বাবা, তোমারা নিজকে যতই বড় ও বুদ্ধিমান মনে কর না কেন, আমার নিকট তুমি ও সতীশ ঐ সন্তোষ ও গ্যাদা অপেক্ষা একটুও বড় নহ। প্রতিভা যত বড় হোক না কেন, তাহার কোলের খুকী তাহার নিকট যেমন, প্রতিভা আমার নিকট তেমন। তোমাদিগকে দেখিলে বালকের মত কোলে বসাইয়া চুমা খাইতে আমার ইচ্ছা হয়; কেবল সামাজিক নিয়মে হাস্যাস্পদ হইব বলিয়া করি না। তোমরা আমার কতখানি, তাহা বুঝিবার মত ক্ষমতা তোমাদের নাই।

৮৭

আমি আরতি করি কি না, জিজ্ঞাসা করিয়াছ। না, বাবা, আমি বহু দিন হইতেই আরতি করিতে পারি না। একদিন আরতি করিতে

মাথা ঘুরিয়া বসিয়া পড়িয়াছিলাম। সেই হইতে আর আরতি করিতে পারি না।

এখন বোধ হয় পারি। কিন্তু ইহারা দেয় না। অনু আরতি করে। মাঝে মাঝে তোমার মা। * * * তুমি শারীরিক সুস্থ থাকিলেই আমি যথার্থ নিজেকে সুস্থ মনে করি, জানিও।

৮৮

তোমার মা এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নহেন, অথচ নীচে প্রসাদ বিতরণ কার্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তাহাকে ঠেকানো যায় না। ঠেকাইতে হইলে আমাকে রুদ্রমূর্তি ধরিতে হয়; কিন্তু সেরূপ ইচ্ছা হয় না।

৮৯

পূর্ববঙ্গ হইতে তোমাদের গুরুভাইবোনের উপবাসের সংবাদ বহুস্থান হইতে পাইয়াছি। হাতে যাহা কিছু ছিল সবই পাঠাইয়া দিয়াছি। এখন উপার কি করিব, ঠাকুর জানেন।

৯০

দেশের দুর্দশা শীঘ্র কাটিবে বলিয়া মনে হয় না। কত পাপ করিয়াছিলাম জানিনা; তাই ঠায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া লোকগুলির মরণ দেখিতে হইতেছে। ঐ স্রোত কাহার সাধ্য আছে রোধ করে? যুক্তকরে মহামায়াকে ডাক—তিনি প্রলয় নৃত্য সম্বরণ করুন।

বাবা, রাত্রে আমার ঘুম হয় না। কিছু খাইতে বিস্বাদ লাগে। ঢাকায় একজন আমার প্রেরিত টাকা ফেরত দিয়া লিখিতেছে—বাবা, টাকা চাই না, চাউল দাও; বড় ক্ষুধা। আমি express tele করিয়া আমার এক বড়লোক শিষ্যকে উহার গ্রামে গিয়া চাউল দিয়া আসিতে বলিয়াছি। বলত, এ অবস্থায় বাঁচিয়া লাভ কি?

৯১

লোকের অভাব অভিযোগের চিঠি পাইতে পাইতে আমি অস্থির হইয়া উঠিয়াছি। ৫-১০ টাকা করিয়া পাঠাইতে পাঠাইতে দেখিলাম ইতিমধ্যে প্রায় ৬০০ টাকা পাঠাইয়াছি। আর পাঠাইলে মঠের দিক হইতে অন্যায় করা হইবে। যাহারা বিশেষ ভোগের জন্য টাকা পাঠায়, আমি তাহাদের টাকায় এখন আর ঠাকুরকে পোলাও-পায়েস ভোগ দিতে পারি না। এই টাকা

দুঃখী ছেলেমেয়েদের পাঠাই। ঠাকুর এখন পোলাও পায়েস খাইতে চান উহা আমার ভাবিতেই বমি আসে। খাওয়া তো পরের কথা।

৯২

কাশীতে আসিয়া আমার অবস্থা আরও দিন দিন খারাপ হইতেছে। বোধ হয় আর অল্প দিনই বাঁচিব। এ সময়ে তুমি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছ। এবং খোকাও আসিল না। এ সমস্তই প্রকৃতির পরিহাস বলিয়া মনে হয়। সবই স্বপ্ন। এইবারে ধীরে ধীরে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

৯৩

আমার গান কয়টি লইয়া গিয়া ইতিমধ্যে স্বরসংযোগ করিয়াছ শুনিয়া আমার কিন্তু বড় আশঙ্কা হইল। আমার নির্বাচিত স্বর ছাড়া অন্য কোনও স্বরই আমার পছন্দ হইবে না, তাহা জানিয়া রাখিও।

৯৪

তুমি ঠিকই দেখিয়াছ। আমি গত সোমবার রাত্রে যথার্থই বুকে একটা আঘাত পাইয়াছিলাম। সে আঘাতের কথা এ পর্যন্ত কাহাকেও বলি নাই; কারণ তাহা বাহিরের আঘাত নয়, মানসিক আঘাত। তোমাদের ভাইয়েরা অনেক সময় অনেক কিছু অন্যায় করে, যাহা সহ্য করিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু সেদিন একজনের এমন দুষ্কার্য চক্ষে পড়িল, যাহা কেহ ভাবিতেও পারে না। পরদিন তাহাকে এ বিষয়ে চিঠি না লিখিয়া থাকিতে পারি নাই।

৯৫

সচ্চিদানন্দ-নিকেতনেষু,

আপনার চিঠি পাইলাম; কিন্তু যথার্থ মর্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। লিখিয়াছেন,—'আমি পারিবারিক অশেষ অশান্তিতে আছি। কর্তব্য কি বুঝিতেছি না। বর্তমানে আমার কর্তব্য কি তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিবেন।'

চিঠি পড়িয়া আশ্চর্য বোধ করিতেছি। আমি আপনার পারিবারিক অশান্তির কথা কিছুই জানি না; তবে কি করিয়া আপনার কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করিব? আমি তো জ্যোতিষী শাস্ত্র ব্যবসায়ী নহি যে, গণনা করিয়া দেখিব আপনার অশান্তি কেন এবং কতখানি।

আমি নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তি; হরিনাম করি, পেট ভরিয়া রুটি খাই। আমার ভিতরে কোনও বুজরুকি বা ম্যাজিক নাই।

৯৬

দর অর্থ অনেক প্রকার ; দরবেশ অর্থ বহুরূপী। যিনি সর্বপ্রকার বন্ধন ও বিধির অতীত তিনি দরবেশ। সংস্কৃত অর্থ পরমহংস।

৯৭

তোমার চিঠি পাড়য়া দুঃখিত হইলাম। কিন্তু তোমার কোনো উপকার করাই আমার পক্ষে সাধ্য নহে। আমি যক্ষ্মা বা অন্য কোনো রোগেরই দৈব ঔষধ জানি না। তবে হোমিওপ্যাথি জানা থাকার জন্য এখানে সেই ঔষধ লোককে দিয়া থাকি। আমার চিকিৎসায় অনেক যক্ষ্মা ভাল হইয়া গিয়াছে ; আবার অনেক মরিয়া গিয়াছে, ঔষধ দিয়া ফল পাই নাই। বিদেশে রোগী থাকিলে এ চিকিৎসা হয় না। উহা ছাড়া আমি মন্ত্র তন্ত্র ঝাড়া ফুঁ ঔষধ ইত্যাদি কিছুই জানি না। কেবল হরিনাম করি। এখানে কাহারও কঠিন রোগ হইলে ডাক্তার দেখাই—এই পযন্ত আমার বিদ্যা। ইচ্ছা করে এখনই তোমাকে ভাল করিয়া দেই, কিন্তু সে সাধ্য আমার নাই।

ভগবানের নামে ইহলোক ও পরলোকেব সমস্ত ব্যাধি নিবাময় হয়। তুমি প্রাণপণে 'হরেকৃষ্ণ' তারকব্রহ্ম নাম জপ কর। ইহাতে তোমার অবশ্যই কল্যাণ হইবে।

৯৮

আমি অত্যন্ত অসুস্থ, প্রায় দুই মাস যাবত শয্যাগত। আগামী মঙ্গলবার ৩০ এপ্রিল ছেলেরা আমার চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় লইয়া যাইতেছে। তোমরা প্রার্থনা করিও যেন আবার কাশীতে ফিরিয়া আসিতে পারি।

৯৯

ভায়া, কিছুই কখনো ভাবিয়া চিন্তিয়া করি নাই। সাধন বল নাই ; তবু জোর করিয়া তিনি আমাকে অজস্র কৃপার মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন। যেদিকে দৃষ্টি কারি, যে কার্যে হাত দেহ প্রতি মুহূর্তে কেবল তাঁহার কৃপার নিদর্শন পাই। জয় হোক স্বর্ণময়ী দুলালের।

১০০

আমার মৃত্যু লইয়া জল্পনা কল্পনা বৃথা। নাম করিলেই যথার্থ আমার সেবা হয়। অন্য সেবা তিন টাকা বেতনের চাকরে করিতে পারে কিন্তু এই সেবা মাত্র তোমাদের দ্বারাই সম্ভব।

বাহিরে চিঠি লিখিয়া আমি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কাহাকেহ কোন ইঙ্গিত করি না।

১০১

আমি সম্বৎ অনুসারে চিঠির সন লিখিয়া থাকি; সম্প্রতি বাংলা সনও ব্যবহার করিতেছি। সম্বৎ চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ হয়। এতদিন ১৯৯১ সম্বৎ ছিল; গতকল্য চৈত্র শুক্লা প্রতিপদ হইতে ১৯৯২ সম্বৎ আরম্ভ হইয়াছে।

১০২

কোটা রাজ্যের একজন বড় শেঠ কাশীতে আসিয়া সস্ত্রীক আমাকে ধরিয়াছেন। তাহার স্ত্রীর সন্তান হয় না বলিয়া মানত করিয়াছিলেন যে, যদি ছেলে হয় তবে কোন তীর্থস্থানে স্থায়ী সৎকার্যের জন্য তিনি ত্রিশ হাজার টাকা দিবেন। তাহার ছেলে হইয়াছে, এবং কাশীতে ঐ সৎকাযের জন্য আসিয়াছেন। আমাকে আসিয়া বলিলেন—আপনার মঠের তাঁবে একটি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপন করুন, আমি এই মঠকে এই কার্যের জন্য ত্রিশ হাজার টাকায় একটি trust fund করিয়া দেই। আমি বলিলাম, এত লোক থাকিতে আমাকে কেন? তিনি বলিলেন—কাশীতে সকলেই বলে আপনি যথার্থ সাধু; আমার বিশ্বাস হইয়াছে।

তখন করজোড়ে বলিলাম—ক্ষমা করুন। বিদ্যালয় করার মত কার্যে আমি একান্ত অক্ষম। সে উৎসাহ ও কর্মশক্তি আমার নাই। বিশেষত আমি ত্রিশ হাজার টাকাকে বড় ভয় করি।

১০৩

সত্যকথা শুনিবে? আমি অপার শান্তি সিন্ধুতে হাবুডুবু খাইতেছি। ইহলোক পরলোক সব আমার একাকার।

১০৪

তোমার 'মন্দির' কাব্য ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম। সাধনের যতগুলি অবস্থা আছে, যেটির পর যেটি আসে, মন্দির কাব্যে সে সমস্তই বর্ণিত হইয়াছে।

১০৫

আমি চিরদিনই একাকী ছিলাম, আশ্রম করিয়া ঠাকুর সেবা প্রবর্তন করিব

এরূপ তখন ইচ্ছা ছিল না। কেবল ছেলেদের অনুরোধে ও আগ্রহে আমাকে মঠ করিয়া মহান্ত সাজিতে হইয়াছে। সুতরাং মহান্তের কর্তব্য কার্য আমাকেই নির্বাহ করিতে হইবে। আশ্রম করিবার বাসনা-পাপের ইহাই সাজা।

উপযুক্ত লোক খুঁজিতেছি, কিন্তু পাইতেছিনা। আমাব কোন শিষ্য হইলে খুব ভাল হইত। এজন্য খোরাকী ও বাসস্থান ব্যতীত প্রয়োজন মত যে কোন বেতন দিতে আমি প্রস্তুত।

যতদিন ঠাকুরের ইচ্ছা হইবে আমাকে খাটাইয়া লইতে, ততদিন লোক জুটিবে না। যখন আমার কর্ম শেষ হইবে তখন তো লোক জুটিবে। ট্রাষ্টিরা সবই জানেন; তাহারা আমার উপরই নির্ভর করিয়া চুপ করিয়া আছেন। কেহ উপযুক্ত লোক খুঁজিবেন এমন ইচ্ছা ও সময় বোধ হয় তাহাদের নাই।

তুমি দুঃখ করিও না। ঠিক সময় হইলেই ঠাকুর আমার প্রতি কৃপা করিয়া লোক দিবেন। ব্যস্ত হইও না।

১০৬

আমার শরীর বড়ই দুর্বল। এই দুর্বলতার জন্য কোথাও যাওয়া আসা করিতে আদৌ ভাল লাগে না। কিন্তু আমার ভিতরে কোন অসুখ নাই।

মাঝে মাঝে রাত্রে কাশি উঠিযা উৎপাত করে বটে কিন্তু তাহা নিতান্ত সাময়িক। বলিতে কি আমি বেশ আনন্দেই আছি। হিসাব পত্রের কাজ করিতে হয় বলিয়া আমার কোনও কষ্ট হয় না। কারণ নীরবে ভজন করা আর এই হিসাব লেখা দুইটিই আমার কাছে সমতুল্য।

১০৭

রোগ শোক সর্বদাই আসিতে পারে। সে জন্য উত্তেজিত হইবার কিছু নাই। তোমাদের কাছে রোগের কথা লিখিয়া অযথা ব্যস্ত করিয়া তুলিতে প্রাণে বড় লাগে। কেবল পুরী যাইতে সক্ষম হইব না এই কথা ভাবিয়া দুঃখে পূর্ব চিঠি লিখিয়াছিলাম। * * * ইহার কোন প্রতিকার নাই। যে ভোগ নিজের কর্মবশে গ্রহণ করিয়াছি সে ভোগ তো ভুগিতেই হইবে। কিন্তু আমি ভিতরে ভিতরে বেশ ভালই আছি।

১০৮

কাশীতে ফিরিয়া বড়ই আনন্দ বোধ করিতেছি। এখন প্রার্থনা কর যেন

অতি শীঘ্র শ্রীশ্রীগুরুদেবের চরণ তলে দেহ বিসর্জিত হয়। এই আশায় ও লোভে প্রাণ ডগমগ করিতেছে।

চন্দন কাষ্ঠের দণ্ড ধীরে ধীরে প্রস্তুত হোক। প্রস্তুত হইলে তুমি ও বৃন্দামা এখানে আসিয়া ঠাকুরের পাশে ঐ দণ্ড রাখিয়া যাইও। আমি মরিব না। তোমাদের দৃষ্টি হইতে অপসারিত হইব বটে, কিন্তু তোমাদের প্রত্যেক কার্যে আমার লক্ষ থাকিবে। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করাই আমার সাক্ষাত পাইবার একমাত্র উপায়। বাবা, মা, তোমরা আমার আশীর্বাদ লও।

## ১০৯

কর্ম দ্বারাই মানুষ ক্রমে ক্রমে কর্মে আসক্ত হয়। আমার আর কর্ম আছে বলিয়া আমি মনে করিনা। লোকের উপকার হইবে মনে করিয়া আমি, যাহারা চোখের সামনে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাদের ঔষধ দিয়া থাকি। এখন কোথায় রোগী আছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া যদি লোকের উপকার শুরু করিয়া দেই তাহা হইলে নূতন কর্মের সৃষ্টি করা হইবে। উহা সর্বারম্ভ পরিত্যাগীর লক্ষণ নহে। এই জন্য কাশীতেও আমি কোনো বাড়ি রোগী দেখিতে যাই না। যাহাদের আবশ্যক, হাঁটিতে না পারিলে ডুলী করিয়া আসিয়া তাহারা আমাকে দেখায়। যাহারা আসে না তাহাদের সম্বন্ধে আমার কোনো কর্তব্য আছে বলিয়া আমি মনে করি না। সৎ ব অসৎ কোনো রকম কাজ খুঁজিয়া বাহির করিয়া ঘাড়ে লইতে আমি অনিচ্ছুক। কেবল হাতের কাছে যে কাজ আসে মাত্র তাহাই নীরবে করিয়া যাই।

১৯ আষাঢ় খালিয়া পৌছিলেও রোগী দেখিতে আমি তোমাদের বাড়ি যাইতে অক্ষম। এই প্রকার with vengence ডাক্তারী শুরু করার মত দুর্বুদ্ধি আমার নাই। পাছে তুমি সেই আশা লইয়া বসিয়া থাক সেই জন্য পূর্বেই বলিয়া রাখিলাম।

## ১১০

আমাকে প্রত্যহ অসম্ভব রকম চিঠি লিখিতে হয়। এ বছর আমি তো ব্যারামে ও ভ্রমণে বহুদিন কাটাইলাম। তথাপি বৈশাখ মাস হইতে এ পর্যন্ত, তোমার এই চিঠিখানার নম্বর ৮২৪। ইহা দ্বারাই বুঝিবে কত চিঠি

লিখিতে হয়। সুতরাং কোনো কিছু লিখিয়া পত্রপাঠ আমার নিকট হইতে জবাব পাওয়া দুরাশা মাত্র। তথাপি যত শীঘ্র সম্ভব তাড়াতাড়ি জবাব দি।

১১১

তোমার মায়ের কোন ব্যাধি নাই। যে অম্বলের ব্যারামে তিনি ভুগিতেছেন, উহা প্রারব্ধ। মানুষের হাত নাই। এ জন্য তোমার মায়ের বশেষ কোন দুঃখ নাই।

১১২

তোমাদের মা তোমাকে বকিয়াছেন বলিয়া দুঃখ করিও না। আপন বোধ না থাকিলে বকিতেন না। যাহার আদর গ্রহণ করিতে পার তাহার বকুনিও গ্রহণ করিতে হয়। মুখে মুখে জবাব করা উচিত নহে।

১১৩

চিঠির আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত কেবল আমারই স্তুতিতে পরিপূর্ণ। পয়সা খরচ করিয়া এই স্তব লিখিয়া পাঠাইবার আবশ্যকতা কি, বুঝিতে পারিলাম না। আমার মহিমা কীর্তন করিতে হইলে নিজের মনে মনেই কহিবে অথবা আপন গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে আলোচনা করিতে পার; কাগজে লিখিয়া ডাকে আমার নিকট পাঠাইবার আবশ্যকতা নাই।

১১৪

ইতিমধ্যে আমি কলিকাতায় গিয়াছিলাম। কি প্রস্রাব কি রক্ত কোনো পরীক্ষায়ই sugar না পাইয়া তোমার গুরুভ্রাতা ডাক্তারবর্গ একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছে। ডাক্তারী মতে আর আমার কোনো কিছু আহারের restriction নাই। কিন্তু আমি যখন আমার নিজের চিকিৎসায় চলিয়াছি, তখন পথ্যাদি সম্বন্ধেও নিজের ব্যবস্থায়ই চলিব, তাহাদের ব্যবস্থায় চলিব না। আমার মতে এখনো একটি বৎসর diet এর restriction রাখা উচিত। এই জন্য সপ্তাহে মাত্র দুই দিন ভাত, একদিন খিচুড়ী ও বাকী চারদিন রুটি বা লুচির ব্যবস্থা করিয়াছি। কাশীতে বেরিবেরির মরকের দরুন সেখানে যাইতে সকলে নিষেধ করিতেছে। এখন কী করিব, তাহাই ভাবিতেছি।

১১৫

তুমি আমার Diary দেখিতে চাহিয়াছ। উহা পাইবার কোনই সম্ভাবনা

নাই। গোঁসাইয়ের জীবনের ঘটনা যাহা লোকের নিকটে বলা যাইতে পারে এমন কোন ঘটনাই ঐ ডায়েরীতে নাই। আমি তাঁহার জীবনের কোন ঘটনাই ডায়েরীভুক্ত করি নাই। উহার মধ্যে কেবল আমার জীবনের নানা অবস্থা এবং ঐ সব অবস্থায় কী ভাবে তিনি আমাকে চালাইয়াছেন, কী ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, কী ভাবে কাঁটার মধ্য হইতে আমাকে টানিয়া তুলিয়াছেন, সেই সব লীলাই বর্ণিত আছে। একান্তভাবে আমার সঙ্গে তাঁহার যেটুকু সম্বন্ধ তাহাই আমার ডায়েরীর প্রাণ। উহা সাধারণকে বলা চলিবে না। সুতরাং সকলের নিকট উহা Sealed book. আমার ডায়েরী কেহ পাইবে না।

১১৬

পূর্বেই জ্বর হইয়া শরীর দুর্বল হইয়াছিল তদুপরি এই কুকুরের কামড়ে শরীর এমনই বেচাল করিয়া দিয়াছে যে শীঘ্র ইহা ভাল হইবে এমন আশা করি না। এমতাবস্থায় দুই তিন মাসের মধ্যেও রেল যাত্রা, নৌকা যাত্রা এবং অসংখ্য লোকের প্রশ্নাঘাত সহ্য করিবার মত শক্তি হইবে বলিয়া মনে হয় না। এ জন্য বাধ্য হইয়া [ সম্বলপুর ] যাওয়া বন্ধ করিতে হইল। তুমি মানসিংহজীকে আমার সংবাদ জানাইয়া বলিবে, তাঁহার সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন আমি নষ্ট করিয়া দিলাম। এ জন্য তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন। আটমল্লিকের রাজাসাহেব এবং ঢেঙ্কানলের রাণীসাহেবা যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

১১৭

দুঃখ করিও না। বোধ হয় এ বছর আমার সম্বলপুর যাওয়া আবশ্যক ছিল না বলিয়াই ঠাকুর এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহা তাঁহার প্রয়োজন নয় তাহা কখনও আমাকে করিতে দেন নাই।

১১৮

আমার শরীর আজকাল বেশ ভালোই আছে। কুকুর কামড়াইয়া তাহার বিষ আমাকে দিয়াছে অথবা আমার শরীরের বিষ সে লইয়া গিয়াছে, তাহা বুঝিলাম না। আশ্চর্য এই, উহার পর হইতেই আমি শরীরে বেশ তাজা বোধ করিতেছি।

১১৯

ভগবানের বিবাহের দুইটি সম্বন্ধেরই বিবরণ অবগত হইলাম। তুমি দুইটি মেয়েই ভাল করিয়া দেখিবে। শুধু মেয়ের চেহারা দ্বারা guided হইয়াই মেয়ে

দেখিও। অন্য কোনও বিচার বিবেচনা যেন মেয়ে দেখিবার সময় মনে না আসে। * * * কিন্তু আমার graduate মেয়ে সম্বন্ধে একটা কুসংস্কার আছে। তাই বলিয়া মেয়ে দেখার সময় সে কুসংস্কারকে কখনও আমল দেই না।

১২০

আমার অসুখের ফিরিস্তি তোমাকে দিতেছি। ভিতরে একেবারে কফে পরিপূর্ণ। রাত্রে যেদিন কাশি উঠে সেদিন এক ক্রমে ২।৩ ঘণ্টা কাশি চলিতে থাকে। কাশি উঠুক বা না উঠুক, রাত্রে ঘুম হয় না। ১১টার সময় শয়ন করা মাত্র ঘুম আসে ১২টার সময় ঐ ঘুম ভাঙিয়া যায়। তৎপরে সারারাত একেবারেই বসিয়া থাকিতে হয়। কান দিয়া অবিশ্রান্ত পুঁজ ঝরে এবং শ্রবণ শক্তিও কমিয়া গিয়াছে। কাছে আসিয়া চেঁচাইয়া কথা না বলিলে কিছুই শুনি না। চোখ দিয়া অকারণ অবিশ্রান্ত জল পড়িতেছে এবং দৃষ্টিশক্তিও কিছু কমিয়া গিয়াছে। পায়ের পাতায় একটা একজিমা হওয়ায় সময় সময় চুলকাইয়া ঘা করিয়া ফেলি। উহা দিন দিন বাড়িতেছে। সর্বোপরি সমস্ত গায়ে দারুণ বেদনা। এই বেদনার দরুন কোনরূপ movement-এই প্রাণ যেন বাহির হইয়া যায়। কোমরের বেদনার দরুন ভাল হইয়া দাঁড়াইতে পারি না। খোঁড়াইয়া একটু একটু হাঁটিতে হয়। দুই চারি পায়ের বেশি হাঁটিতে পারি না।

এই আমার বর্তমান অবস্থা। ঠাকুর এতগুলি সৈন্যসামন্ত আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, উহাদের যেন কোনরূপ অমর্যাদা আমার দ্বারা না হয়। ভিতরে আমার কোন অসুখ নাই। আমি ভাল আছি।

১২১

শরীর বড়ই অসুস্থ। কিন্তু কোনরূপ নড়াচড়া না করিয়া চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিলে কোন অসুখই বোধ করি না। তাহা পারিতেছি না। লোকের সঙ্গে কথা বলিতে হয়। এবং চিঠিরও জবাব দিতে হয়।

* * * *

তোমায় চুপি চুপি বলিতেছি, বাহিরে এত অসুখ থাকিলেও ভিতরে আমি বেশ ভালই আছি। আমার কোনও কষ্ট নাই।

১২২

কাশীতে তোমাদের মা রহিয়াছেন। আমি না গেলেও তোমাদের ক্ষতি

কি ? যদি ঠাণ্ডা পড়ে, তবেই কাশীতে আমাকে পাইবে। এখানকার গরম সহ্য হয়, কিন্তু কাশীতে যে ধরণের গরম, উহা অসহ্য। ভাবিতেই ভয় হয়।

১২৩

কবে দেহ ত্যাগ করিব, সে মামলা আমার কাছে নয়। কোষ্ঠী অনুসারে আমার আয়ু কবেই ফুরাইয়াছে। আমার গুরুদেব বলিলেন, তোমার আরও দেড় বছর থাকিতে হইবে। তাহাও শেষ হইয়া গেল। তখন বলিলেন, তোমার এখন যাওয়া হইবে না; আরও ঢের কাজ রহিয়াছে, কিছুকাল আরও থাকিতে হইবে। আমি বলিলাম, রুগ্ন দেহে থাকিতে কষ্ট হয়। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, রোগ থাকিবে না। তাহার পর সাত বছরের ডায়েবেটীস যাহা আমাদের বংশের রোগ, হঠাৎ সারিয়া গেল। বলা বাহুল্য, আমি কোন ঔষধ ব্যবহার করি নাই। ইহার পর আমি তো হাত ধুইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছি, যখন ডাকিয়া লইবেন, যাইব।

১২৪

খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে সাবধান হও এবং বাদলের ব্যবস্থামত ঔষধ খাও, ইহাই আমার ইচ্ছা। যে অসুখ আমার চিকিৎসায় নিরাময় হয়, উহা পুনরায় দেখা দিলে আমি আর নিজে চিকিৎসা করিতে ইচ্ছুক নই। বিশেষতঃ আমার মাথা বর্তমানে কিছুদিন যাবত কঠিন রোগের ঔষধ বিচার করিবার মত অবস্থায় নাই। আমার ধারণা, বাদলের হাতেই তুমি নিরাময় হইবে।

১২৫

বহু পূর্বে একটা ঘটনা উপলক্ষে ঠাকুর আমাকে কোনও শিষ্যের chronic ব্যারামের চিকিৎসা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আমাকে যে ডাক্তারভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে না, তাহাকে চিকিৎসা করা ঠিক হইবে না, এই তাঁহার কথা। সেই হইতে আমি তোমাদের Acute রোগের ব্যবস্থা করিতাম। কিন্তু কিছুকাল হইতে এতই রোগের বিবরণ আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, উহার ব্যবস্থা অসাধ্য। এখনও রোগের চিঠি গড়পরতায় ৬।৭ খানা রোজ আসে। উহা দেখিয়া আমি Acute চিকিৎসাও ছাড়িয়া দিয়াছি। স্থির করিয়াছি, ডাকের চিঠির রোগীর কোনো চিকিৎসা আমি করিব না। তবে যদি এমন কোনো চিঠি আসে, যাহা পড়া মাত্র আমার ঔষধটা মনে হয়, তবে তাহাদিগকে ঔষধ লিখিয়া দিব; যেখানে ভাবিতে হইবে, তথায় 'না' লিখিব।

এই নিয়মে তুমি প্রথমবার যে চিঠি দিয়াছিলে, উহা পড়িয়াই তোমার ঔষধ আমার মনে হইয়াছিল; তাই লিখিয়াছিলাম। এবার তাহা মনে হয় নাই, বই আবশ্যক হইবে, বুঝিলাম; তাই নিষেধ লিখিয়াছি।

১২৬

২৪শে দুপুরবেলা বার বার তোমার মনে হইয়াছিল আমার কথা। কেন হবে না? তোদের মা [ যমুনা মাঈজী ] নাকি মরে গিয়াছে; তাই দেখিতে গিয়াছিলাম, তোরা মরা মানুষকে কি খাইতে দিলি, মরা মানুষটা কেমন করিয়া খাইল। দুই হাতে খাইয়া তৃপ্তি নাই। সকলে এক হাতে খায়, এ খেল দুই হাতে। আরও বলিল, দশটা হাত থাকলে সেই সময় নাকি ওর সুবিধা হইত। আমি বলিলাম, 'তুমি রাক্ষসী'। অভিসম্পাত দিল, 'তুমি শীঘ্র মা হও। তখন বুঝিব খালি আমি নাকি রাক্ষসী।'

সে এক অপূর্ব ব্যাপার। মা, তুমি ঢাকঢোল পিটাইও না। আমি সেদিন মনে প্রাণে তোমাদের কান্নায় যোগ দিয়াছিলাম। একবার মনে হইয়াছিল, যখন তোমার গা ঘেঁষিয়া বাঁদিকে বসিয়াছিলাম, বুঝি তুই আমাকে দেখিয়া ফেলিলি। যাক্ বাজে কথা।

১২৭

তুমি ঠিকই বুঝিয়াছ। আমার একটা অতিশয় ঘোরতর রাগ আছে। কিন্তু এই রাগটা যে কিসের জন্য তাহা আমি নিজেই এখন পর্যন্ত কিছু ঠাহর করিতে পারি নাই। কাজেই রাগটা প্রকাশ করিবার সুযোগ নাই। যাহা নিজেই বুঝি নাই, তাহা লইয়া কোন ভরসায় তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিব? তাই চুপ করিয়া আছি। তুমি আমাকে মা কহিয়া একেবারে মেয়ে মানুষ করিয়া ফেলিয়াছ। যদিও আমার দুর্জন প্রকৃতি, তবুও দীন দরিদ্রের রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখার মত, আমার চিত্তের এক গভীর প্রদেশে মেয়ে মানুষ হওয়ার একটা সাধ আছে। তোমার মুখে 'মা' ডাক শুনিয়া অন্তরের সেই গুপ্ত তারে গিয়া ঝঙ্কার দেয়।

১২৮

তোমাদের মায়ের উৎসব নির্বিঘ্নে ও পরমানন্দে সম্পন্ন হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। তোমার মা জাগ্রত, জীবন্ত। কিন্তু একটা বড় দোষ। আমাকে নানারকম প্রলোভন দেখাইতেছে। আমিও প্রলোভনে ভুলিতে

প্রস্তুত নই। মেয়ে মানুষ হইয়া বনের মধ্যে ধেই ধেই করিয়া নাচার কি সার্থকতা আছে? আমি গোঁসাইয়ের কাছে আর্জি পেশ করিয়াছি। দেখি কি হয়।

এতক্ষণ বাজে কথা লিখিলাম। আমার শরীর আজকাল একটু ভালই আছে। রাত্রে কিছু কিছু ঘুম হইতেছে। মনটা খুবই উৎফুল্ল রহিয়াছে। জগতের সবই সুন্দর দেখিতেছি।

মানুষ সুন্দর, তাহার দুঃখ কষ্ট যাতনাও সুন্দর, অসুখও সুন্দর। যিনি মালিক, না জানি তিনি কত সুন্দর। তাঁহার কাছে যাইতে ইচ্ছা করে।

১২৯

তুমি আমার মা কি মেয়ে এই একটা সংশয় মনে উঠিয়াছিল, তাহাই লিখিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি তোমরা, মা ও মেয়ে উভয়েই এক বায় দিয়াছ। তোমার মা তো তোমাকে মেয়ে ছাড়া মা বলিলে রাগিয়া আগুন। তুমিও দেখিতেছি সম্মত। সুতরাং মা, যথার্থই তোমাকে আমার মেয়ের মত লাগে। তোমার সর্বপ্রকার কল্যাণ হউক।

১৩০

তোমার উপর আমার ভয়ানক রাগ হইতেছে। অথচ ভাবিয়াও কেন যে রাগ হইল, তাহা ঠাহর করিতে পারিলাম না। তোমার চিঠিখানি পড়িয়াও রাগের কারণ বুঝিলাম না। শেষে স্থির করিলাম, অহৈতুকী ভক্তি হয় বলিয় যখন বৈষ্ণব শাস্ত্রে বর্ণনা রহিয়াছে, তখন অহৈতুকী রাগই বা না হইবে কেন? ইহাতে কোনই বাধা নাই। * * * কাশীতে ভয়ানক জ্বর হইয়াছিল, ১০৭ ডিগ্রী প্রত্যহ; অজ্ঞান হইয়া ভুল বকা। সেই ভুল বকার মধ্যে গোপনে আমার প্রাণের সঙ্গে যাঁহারা আসনাই আছে, তাহার অনেক গোপন কথা বাহির হইয়া গিয়াছে। সেই লজ্জায় জ্বর সারিলেই এখানে পলায়ন করিয়া আসিয়াছি। আহার ছিল বহুদিন হইতে মাত্র তরকারীর ঝোল আর দুধ। জ্বরের পর দুধে অরুচি হইয়া এক বিষম সমস্যায় পড়িয়াছিলাম। এখানে আসিয়াই দুই দিনের মধ্যে দুধের অরুচি সারিয়া গিয়াছে; এখন হইয়াছে তরকারীর ঝোলে অরুচি। কোনরূপ রান্না তরকারী দেখিলেই বমি আসে। খাওয়াতো দূরের কথা। তুমি বলিতে পার, কোন দেশে গেলে আমার দুধ ও তরকারীর ঝোল দুটাতেই রুচি থাকে? * * *

ছিঃ মা, কোন বিষয়েই আর বাসনা রাখিও না। উহা তোমার পক্ষে শোভা পায় না। তুমি যে আমার মা! না, তোমার বাসনা কামনা কিছুই নাই। নাই নাই, আর ভূতের বেগার দিও না। তুমি প্রাণে প্রাণে মুক্ত হও।

* * * আমার ইচ্ছা করে জীবনের বাকী কটা দিন তোমাদের সঙ্গে কাটাইয়া দেই। তোমরা আমার স্নেহের সাজি। এই সাজিতেই আমার প্রিয়তম ফুল হইয়া হাসিতেছেন। তোমার মা বেটীর উপর আমার সতীনের মত হিংসা হইতেছে। কি লিখিলাম জানি না। আমার আশীর্বাদ লও।
—তোমার মা।

নাম নামী যেই রূপ ভিন্ন কভু নয়।
প্রভু ও তাঁহার গণে তেমনি অদ্বয়॥

—শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ লীলামৃত।

## এগারো

## গোঁসাইজীর শিষ্যগণ

১

সম্প্রতি আমার একান্ত বন্ধু ভাই দেবকুমারের দেহত্যাগে চিত্ত একেবারে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। নিজেকে আর সামলাইয়া রাখিতে পারিতেছি না।

২

ব্রহ্মচারীর শিষ্যগণের মধ্যে এমন যথেষ্ট আছেন, যাহাদের আচরণ মনোরম ও শিক্ষণীয়। বিশেষত রীতিনীতি ইহাদের যথেষ্টই আয়ত্ত হইয়াছে।

৩

ব্রহ্মচারী গয়া আসিয়া রহিয়াছে। বর্তমানে শরীর একটু ভাল। সে আমাকে গয়া দিয়া একবার তাহাকে দেখিবার জন্য এমন ভাবে চিঠি লিখিয়াছে যে, আমার না যাইয়া উপায় নাই। বড় ভাই ব্যারামে শয্যাগত হইয়া ছোটভাইকে দেখিবার জন্য যে ভাবে চিঠি লেখে, এ ঠিক সেই চিঠি। আমি আগামী বুধবার গয়া যাইতেছি।

৪

গতল্য আমাদের গুরুভ্রাতা, বরিশালের পার্বতীচরণ ঘোষ, সন্ধ্যাকীর্তনের সময় হঠাৎ একেবারে দেহত্যাগ করিলেন। অতি আশ্চর্য মৃত্যু; সৌভাগ্যবান ব্যতীত এমন হয় না। পার্বতী আমার class friend ছিল। বরিশালে একত্র পড়িয়াছিলাম। সমাধিতে এইরূপ মৃত্যু আকাঙ্ক্ষণীয়।

৫

ব্রহ্মচারীর বিয়োগে চিত্ত বড়ই বিক্ষিপ্ত। আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বন্ধু চলিয়া গেলেন। আর কেন? এখন যাইতে পারিলেই সুখ। সংসার শূন্য বোধ হইতেছে।

৬

কাশীতে হঠাৎ সেবাইত সারদাবাবুর এক টেলি পাই যে, তিনি মৃত্যুশয্যায় ; এবং আমাকে একবার দেখিতে চান। এই টেলি পাইয়া আর অপেক্ষা করিতে পারি নাই, হঠাৎ পুরী চলিয়া আসিয়াছি। সারদাবাবুর অবস্থা বাস্তবিক শোচনীয়। কবিরাজ জল বন্ধ করিয়া একটা ঔষধ দিয়াছে। পথ্য কেবলমাত্র দুধ। এই ঔষধে একটু যেন ধরিয়াছে, মনে হয়। তবে অবস্থা এখনও অনিশ্চিত। ব্রহ্মচারী শিলং। তাহাকে শীঘ্র আসিবার জন্য টেলি দিয়াছি।

৭

কালাচাঁদ, তোমার চিঠিতে শিবভাইয়ের [ বরিশাল জিলার, কেওড়া নিবাসী অবিনাশচন্দ্র সেন ] মহাপ্রস্থানের সংবাদ অবগত হইলাম। * * * এ মৃত্যু নহে, আনন্দ নিকেতনে যাত্রা। শিবভাই দেহবদ্ধ হইয়া দৈহিক ও মানসিক অনেক কিছু যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে। আজ সমস্ত ভোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরমানন্দে শিবভাই অন্যান্য গুরুভাইয়ের সঙ্গে তৃপ্তিপূর্ণ প্রাণে বাস করিতেছে। এজন্য আমার হিংসা হয়।

৮

শিবভাইয়ের ঔর্ধ্বদৈহিক কার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। উহা তাঁহার পুত্র ও তোমাদের জন্য। তাঁহার নিজের কোনো পিণ্ড খাওয়ার আবশ্যকতা ছিল না।

৯

গোঁসাই শিষ্যগণের মধ্যে নিম্নলিখিত আটজন দীক্ষা দিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন, যথা, (১) যোগজীবন গোস্বামী (২) জগদ্বন্ধু মৈত্র (৩) কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী (৪) নবকুমার বিশ্বাস (৫) দুর্গামোহন পণ্ডিত (৬) বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (৭) শান্তিসুধা দেবী। ইহা ছাড়া আর কাহারও সঙ্গে খুব সাবধানে মিশিবে।

গোঁসাই নিজে কোনো গ্রন্থই লিখেন নাই। যদিও তাঁহার কথা ধরিয়া কয়েকখানা বই হইয়াছে বটে। গীতার কোনো ব্যাখ্যাই তাঁহার দ্বারা প্রস্তুত হয় নাই—ইহা সম্পূর্ণ ভুল কথা।

১০

নিজের মনের উপযোগী কোনো কাজ বা art শিক্ষা করা যুবক জীবনে

বড়ই প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। অর্থ উপার্জন করিতে হইবে, সে জন্য নয়, নিজেকে অধিকাংশ সময় engaged রাখিবার জন্য। তোমাদের বহুবার বলিয়াছি, নিজের livelihood নিজে যে রোজগার করিয়া লয় অথচ সাংসারিক কোনো entanglement নাই, নিরাপদ অবস্থা লাভের পথে তাহারাই যথার্থ অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। গোঁসাইজীর শিষ্যগণের মধ্যে এ বিষয় তুমি খাঁটী আদর্শ পাইবে। গোঁসাইয়ের শতাধিক শিষ্য আছেন, যাঁহারা বিবাহ করেন নাই, সংসার করেন না, অথচ এক পয়সায় লাল রং কিনিয়া কাপড় ছোপাইয়া সস্তা আনন্দস্বামী সাজেন নাই। বাবু থাকিয়াই অর্থ উপার্জন করিতেছেন এবং নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যাহা কিছু থাকে সব দান করিতেছেন। এই প্রকার জীবনই গোঁসাইজীর সম্মত আদর্শ জীবন।

১১

বিহারীদাস, গয়া আকাশগঙ্গা পাহাড়ে একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি শেষ ধুলটের সময় ঢাকা গেণ্ডেরিয়া আশ্রমে আসিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট শুনিয়া ছিলাম গোঁসাই ১২৯১ সালের প্রথমে কাশীতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পুনরায় গয়া ফিরিয়া গেলে বিহারীদাসকে কৃপা করিয়াছিলেন। তিনি যতদিন ঢাকায় ছিলেন, গোঁসাইজীর সঙ্গে ঠিক শিষ্যের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, এবং গোঁসাই যখন দীক্ষাদান করিতেন তখন বিহারীদাস উপস্থিত থাকিতে কোন বাধা থাকিত না। গোঁসাইয়ের দীক্ষা দানের সময় ব্রাহ্ম নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও অনেক সময় উপস্থিত থাকিতেন, তাহাতে গোঁসাই আপত্তি করিতেন না। কিন্তু নগেন্দ্রবাবু আমাদের গুরুভাই ছিলেন না, তাঁহার পত্নী মাতঙ্গিনী দেবী আমাদের গুরুভগ্নী ছিলেন বটে। সুতরাং বিহারীদাস ঠিক গুরুভাই ছিলেন কিনা তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। গোঁসাইকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া verify করা হয় নাই। খুব সম্ভব আমাদের গুরুভাই ছিলেন। শ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় বিহারীদাসকে বাদ দিলে যে সর্বাগ্রে সাধন পাইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। নবকুমার বাক্‌চী মহাশয় তাহার কিছুদিন পরেই দীক্ষা পান। গোঁসাই শ্যামাকান্তকে ১২৯১ সালে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। ১২৯১ হইতেই তিনি দীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

'ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ' বই আপনি আদৌ বিনা বিচারে গ্রহণ করিবেন না। উহাতে বড়ুয়ার অনেক কারসাজি আছে। জীবনীর যেখানে যেটুকু দিলে

স্বষ্ট হয়, তিনি অবিচারে তাহা ঢুকাইয়া দিয়াছেন। অশ্বিনী বৈরাগী একজন অতি উচ্চদরের সাধক ছিলেন। তাহার সন্ন্যাসের নাম ব্রহ্মানন্দ স্বামী। অশ্বিনী ভাইয়ের চেহারাটী ঠিক গোঁসাইয়ের মত হইয়া গিয়াছিল। গোঁসাইয়ের দেহরক্ষার পরে অশ্বিনী দুই বাহু উর্ধ্বে তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন, 'গোঁসাই, তুমি একটা লোকের দেওয়া বিষ খাইয়া মরিয়া গেলে, এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। আমি যদি তোমার শিষ্য হই, তবে আমিও যেন অন্যের দেওয়া বিষ খাইয়া মরি।' আশ্চর্যের কথা, অশ্বিনীর এক শিষ্যা তাহাকে বিষ দিয়াছিল, অশ্বিনীর তাহাতেই মৃত্যু হয়। জগদ্বন্ধুর অশ্বিনীর উপর রাগ ছিল, বইতে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কুলদার সঙ্গে অশ্বিনীর খুব ভাব ছিল। একদিনের মারামারি কিছুই নহে। আমরা ওরূপ মারামারি বহু করিয়াছি। কিন্তু বড়ুয়া জগদ্বন্ধুর বই হইতে অশ্বিনীকে ছোটলোক ঠাহর করিয়া তাহাকে গালি দিয়া 'কুলদানন্দ' বইতে বর্ণনা করিয়াছে। এ জন্য তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বড়ুয়াকে চিঠি দিয়াছিলাম। বড়ুয়া ক্ষমা চাহিয়া আমার চিঠির জবাব দিয়াছিল।

১২

গোঁসাই শেষবার যখন ঢাকায় ধুলট করেন, তখন শ্রীনিত্যগোপাল গোস্বামীকে এই সাধন দিবার অনুমতি করিয়াছিলেন। নিত্যগোপাল গোস্বামী প্রসিদ্ধ 'রাই উন্মাদিনী' ইত্যাদি গীতিকাব্যের প্রণেতা কৃষ্ণকমল গোস্বামীর পুত্র ও আমাদের গুরুভ্রাতা। গোঁসাই জীবিত থাকিতেই, নিত্যগোপাল সকলকে সাধন দিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে ইহার ব্যবহার সদাচার বিরুদ্ধ ও গর্বিত হওয়ায়, এই ক্ষমতা আবার কাড়িয়া লইয়াছিলেন। উহার মূল কারণ আমি। চিঠিতে বিস্তৃত লেখা গেল না। যদি কখনও দেখা হয়, তখন খুলিয়া বলিব।

* * * *

গোঁসাইজীর সঙ্গ যাঁহারা বেশিদিন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেবলমাত্র সরলনাথ, আমি ও শ্রীললিতমোহন গুপ্ত জীবিত আছেন। * * * সরলনাথের কাছে কোন চিঠি লিখিও না, লিখিলেও জবাব পাইবে না। জবাব দেওয়া তো দূরের কথা, আমি শুনিয়াছি সে চিঠি পাইয়াই না পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়।

১৩

অশ্বিনীবাবুর সহিত বহুদিন কাটাইয়াছি। তিনি গোঁসাইয়ের উপর যে ভালবাসা পোষণ করিতেন তার তুলনা হয় না। . কিন্তু তিনি নির্জনে আমাদের সঙ্গে ছাড়া গোঁসাইয়ের কথা বলিতে মোটেই পছন্দ করিতেন না। বলিতেন 'সব বিষয়ে বক্তৃতা দিতে পারিব, কেবল ওঁর কথা বলা সম্ভব হইবে না। বলিতেন, 'ওঁকে মনে হইলেই আমার মুখ, চোখ, সমস্ত ইন্দ্রিয় শুষ্ক হইয় আসে।' অশ্বিনী বাবু বড় মধুর প্রকৃতির ছিলেন।

১৪

আগামী শনিবার ৩রা মার্চ দোলযাত্রা, মহাপ্রভুর জন্মদিন। আা রেবতীবাবু নিজে আসিয়া আমার নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, ঐ দি এখানে তিনি গান করিবেন এবং মধ্যাহ্নে সমস্ত গুরুভাইদের লইয়া প্রসা পাইবেন। আমি নিজে কিছু বলি নাই; গুরুভাইয়েরা সকলেই জুটিয় আমার এখানে সেদিন আসিবেন, বলিয়া গেলেন। এ আনন্দ আমা রাখিবার স্থান নাই। বহুদিন রেবতীবাবুর গান শুনি না। বেলা ৯ টা গান আরম্ভ হইবে। গুরুভাইযেরা সর্বসাকুল্যে ৭।৮ জন হইবেন। তু শনিবার দিন বেলা ৯টার মধ্যেই আসিতে চেষ্টা করিও; রেবতীবাবুর মধু কীর্তন শুনিয়া ধন্য হইবে। খিচুড়ি বা ঘীভাত এবং মিষ্টান্ন ভোগ দিব মন করিয়াছি।

১৫

শান্তিদিদির পেটে একটা বেদনার অসুখ হইয়াছে এবং পায়ে বাত হইয়াছে এ জন্য কিছুদিন হইতে তিনি বজরায় নদীতে বাস করিতেছেন। আমি মা মাঝে সেখানে যাই। তোমার প্রতি তাঁহার কোন প্রকার বিরক্তির কো কারণ নাই।

১৬

সরলনাথ একদল লোককে তোমার ওখানে গিয়া উঠিবার পরাম দিয়াছিল। উহা সরলনাথের মত সংসারজ্ঞানহীন ফকীরের পক্ষেই সম্ভব উহারা তোমার ওখানে যায় নাই শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। ঐ দলে আমাদে এমন একজন গুরুভগ্নী আছেন, যিনি আমার ও ব্রহ্মচারীর আলোচনা না করি বোধ হয় জলস্পর্শ করেন না। উহারা চলিয়া যাইবার পরে আমি শুনিয়া

য় উঁহারা তোমার ওখানে যাইবে। তখন আমার আশঙ্কা হইয়াছিল যে উক্ত
গুরুভগ্নীটি হয়তো আমার সম্বন্ধে কিছু বলিবেন এবং প্রতিভার সঙ্গে ঝগড়া
বাধিবে। * * *

ভবিষ্যতের জন্য একটি কথা জানিয়া রাখ। আমার কোনো গুরুভাই
বা গুরুভগ্নী তোমার বাসায় গিয়া উঠিবার যদি ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে
তুমি স্পষ্ট তাহাদের বলিবে বা লিখিবে যে, আমার ঠাকুর তাঁহার নিজের
সম্মতি না লইয়া তাঁহার কোনো গুরুভাই-ভগ্নীকে স্থান দিতে আমাকে নিষেধ
করিয়াছেন। পাছে আমি তাঁহার কোনো গুরুভাই-ভগ্নীর মর্যাদা রক্ষা করিতে
না পারি, এই জন্য তিনি এই নিয়ম করিয়াছেন। তাহার সম্মতি আনিয়া পরে
আপনাকে জানাইব।

মোট কথা আমার চিঠি ব্যতীত অন্য কাহারও অনুরোধে তোমার বাসায়
আমার কোনো গুরুভাই-ভগ্নীকে স্থান দিবেনা।

১৭

আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ও গুরুভ্রাতা অমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় diabetes এর
রোগী। একটা নালী ঘা হইয়া কলিকাতায় ৩১ নং গুলু ওস্তাগর লেনে
তাহার ছেলে জ্যোতির্ময়ের বাসায় আছে। ঘা-টা operation হইয়াছে
এবং আমি কেদারের হাতে তাহার চিকিৎসার ভার দিয়াছি। কেদারের
চিঠিতে জানিলাম, ঘায়ের অবস্থা ভাল নয়। আমাকেও অমলের স্ত্রী
যাইবার জন্য টেলি দিয়াছে। তাহারা ভীত হইয়া পড়িয়াছে। আমার
এখন যাইবার সাধ্য নাই। এজন্য তোমাদের সকলকে আমি চিঠি দিলাম।
তুমি, কুঞ্জ, সুবোধ ও হেমেন্দ্র কেদারের সঙ্গে একত্রে গিয়া case টা দেখিবে
এবং যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবে। তোমাদের পরামর্শ যাহা হইবে, তাহাই
আমার মত।

১৮

গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মব্রত মহাশয় আমাশয়ে ভুগিয়া বড়ই
দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার ব্যারাম এখন আর না থাকিলেও, বুড়া
মানুষ বলিয়া কিছুতেই সবল হইতে পারিতেছেন না। আর একটু গায়ে
জোর হইলেই তিনি চলিয়া যাইবেন বটে, কিন্তু সে জোরটুকু কত দিনে
হইবে, এবং তিনি যাইবার পরে মাসের আর কয়টা দিন অবশিষ্ট

থাকিবে এবং তখন আর ফয়জাবাদ যাইবার দিন থাকিবে কি না—এখন সে সব বলা যায় না। তিনি এখানে থাকিতে আমার স্থান ত্যাগের উপায় নাই।

১৯

শুনিয়া দুঃখিত হইবে বর্ধমানের হরেন্দ্র বাবু দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে বড়ই আঘাত পাইয়াছি। এক মাসের মধ্যে অশ্বিনী বাবু ও হরেন্দ্র বাবু চলিয়া গেলেন। এখন আর আমার কাশীবাসের সুখ কিছু রহিল না।

২০

এখানে সেদিন [ শিবরাত্রির দিন ] আমাদের গুরুভাই তরুর মৃত্যু হইয়াছে ; আমি সারাদিন শ্মশানেই ছিলাম। চন্দ্রমণি দিদিরও মৃত্যু হইয়াছে। নবীন বাবুর মৃত্যু হইয়াছে। এক মাসের মধ্যে আমাদের তিন জন এই কাশীতেই গেল।

২১

গেণ্ডারিয়ার শরৎ বসু গুরুভ্রাতা মহাশয় আমার এখানে আসিয়াছেন আশ্রমের পূর্ব দিকে কুঞ্জ ঘোষের বাড়ির পূর্বে ইঁহার বাড়ি। ইনি গোঁসাইজীর প্রিয় ছিলেন। তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। * * * কালো অস্থিচর্মসার একহারা চেহারা—বুড়া মানুষ। ইনি তোমার ওখানে যাইবেন। ইঁহাকে খুব যত্ন করিয়া রাখিবে। প্রতিভা কোন লজ্জা করিবে না; মেয়ের ন্যায় ব্যবহার করিবে। সোমবার থাকিয়া মঙ্গলবার প্রাতে একটা টাঙ্গা ভাড়া করিয়া ও সঙ্গে লোক দিয়া ইঁহাকে সরযূ স্নান এবং হনুমানগড়ি ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থান দেখাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। মঙ্গলবার থাকিয়া বুধবার ভোরে সাড়ে ছয়টায় পাঞ্জাব এক্সপ্রেসে বসাইয়া দিবে। * * * সাড়ে ছটার মধ্যে যদি দুটি ভাত ইঁহাকে খাওয়াইয়া দিতে পার, তবে বড় ভাল হয় নহিলে বুড়া মানুষ সারা দিন ও রাত ৯টা পর্যন্ত রেলে কষ্ট হইবে।

২২

হরিমোহন নিজে নিজেই পৈতা ফেলিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল গোঁসাই উহাতে দুঃখিত হইয়া বলিলেন, বড় কঠিন কাজ করিয়া ফেলিয়াছ যখন করিয়াছ তখন যাহাতে নিয়মাদি রক্ষা হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিও। এই বলিয়া সন্ন্যাসের নিয়মাবলী বলিয়া দেন। ইহাই fact.

পরে গোঁসাই শিষ্যদের ইহা লইয়া দ্বিমত হয়। একদল বলেন, হরিমোহন সন্ন্যাস পায় নাই, নিজে নিজে সন্ন্যাসী সাজিয়াছিল। দ্বিতীয় দল বলেন, যেভাবেই করুক, যখন গোঁসাই উহা স্বীকার করিয়া লইয়া নিয়মাদি নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তখন এই সন্ন্যাস গোঁসাইয়েরই দেওয়া বুঝিতে হইবে। আমি ও লীলামৃতকার এই দ্বিতীয় দলে। কাজেই আমরা গোঁসাই সন্ন্যাস দিয়াছেন, বলিয়াছি।

২৩

ভূমিকম্পে ত্রিহুত অঞ্চলে সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। গোঁসাইগণ ৫০-৬০ জন ঐ অঞ্চলে আছেন। কাহারও জীবন হানি হয় নাই। বাড়ি প্রায় সকলেরই পড়িয়া গিয়াছে। আমার গুরুভ্রাতা শৈলজাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বাঁচা একটা অদ্ভুত ঘটনা। শৈলজার তখন টাইফয়েড। স্ত্রী-পুত্র সকলে শৈলজা সম্বন্ধে হতাশ হইয়া তাহাকে ফেলিয়া যখন বাড়ি হইতে বাহির হয়, তখন বাড়ি পড়িয়া গিয়া সকলেই অল্পাধিক আঘাত পায়। ভূমিকম্প থামিলে দেখা গেল, শৈলজার ঘরখানি বাদে আর সব ঘর পড়িয়া গিয়াছে; শৈলজা অক্ষত শরীরে শুইয়া আছে। উপরের সিঁড়িও পড়িয়া যাওয়ায় অতি কষ্টে শৈলজাকে নামান হয়। একটি দোতলা ঘর বাদে সব বাড়ি ভূমিসাৎ, শৈলজা বাদে সকলেই আঘাত পাইয়াছে। শৈলজা বলিল, সে দেখিল যখন বাড়িঘর চারিদিকে কেবল পড়িয়া যাইতেছে—গোঁসাই বিরাট দেহে তাহার ঘরের মধ্যে বাঁ হাতে ছাদের কড়িকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

আমার পরম করুণ প্রাণবল্লভ জয়যুক্ত হউন।

২৪

তোমার চিঠি পাইয়া বিস্তৃত অবগত হইলাম। বড় বেলুন গ্রামে আমাদের গুরুভ্রাতা যিনি ছিলেন তাঁহার নাম, আমার যতদূর মনে পড়ে, ব্রজলাল গাঙ্গুলী, বোধ হয় ব্রজগোপাল নহে। যাহা হউক, তাঁহার ছেলের সাধন সম্বন্ধে কিছুমাত্র বাধা নাই। যে পরিবারে তোমাদের গোঁসাইজী একবার প্রবেশ করিয়াছেন, সেই পরিবারের কাহারও সাধন পাইবার বাসনা হইলে উহাতে বাধা দিবার অধিকার আমার নাই। সর্বাপেক্ষা ভাল সুবিধা হয় যদি মহিমারঞ্জন ছুটি লইয়া সস্ত্রীক এখানে আসিতে পারে।

* * * *

যে মহাত্মাকে সৌভাগ্যবশত গুরুরূপে পাইয়াছি তাঁহার পরিপূর্ণ মাধুরী তোমার জীবনে পরিস্ফুট হোক, এই আশীর্বাদ করি।

২৫

সারদাজী বৈশাখ সংক্রান্তির দিন পরলোক গমন করিয়াছেন। আমাদের গুরুভ্রাতা রায় বাহাদুর মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এখানকার নূতন মহান্ত হইয়াছেন।

দর্শন দুই প্রকার। মুক্তাবস্থায় দর্শন; আর মুক্তিপথে লইয়া যাইবার জন্য যে সময়ে সময়ে দর্শন দেন।

—গোঁসাইজী

## বারো

### স্বপ্ন ও দর্শন।

১

অপারেশনের সময় অজ্ঞান অবস্থায় যে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষকে দর্শন পাইয়াছ, উহা তোমার নিজেরই স্বরূপ; দরজায় যে মেয়েটিকে দেখিয়াছ, উনি মায়া। উহা দ্বারা আবরিত হইয়াই তুমি স্ব-স্বরূপের সাক্ষাত পাইতেছ না। ঐ সময় তুমি মায়ার আবরণ হইতে মুক্ত হওয়ায় নিজের স্বরূপের সাক্ষাত পাইয়াছ। মায়া তোমা হইতে তাড়িত হইয়া তখন তোমার সঙ্গে কিন্তু দূরে দূরে ছিলেন।

যখন স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিনটি দেহ হইতে মুক্ত হইয়া তুমি মায়া হইতে বিচ্যুত হইবে, তখন ঐ স্বরূপে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষে স্থিতিলাভ করিবে।

ইহা দ্বারা ভগবান দেখাইলেন, তুমি যে দেহ ধারণ করিয়াছ, যাহা ভাবিতেছ যাহা করিতেছ ও-সমস্তই মিথ্যা; তুমি অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ মুক্ত পুরুষ।

২

অনেক সময় সাধকের পূর্ব পূর্ব ও ভবিষ্যৎ জীবনের চিত্র মানসপটে খেলিয়া যায়। এসব যেমন হয় হোক। অন্য কাহারও সঙ্গে ইহা লইয়া আলোচনা করিও না। যেদিন যাহা স্বপ্নে দেখ, তারিখ দিয়া একখানি নোট বইতে উহা বিস্তৃত লিখিয়া রাখিবে। দুর্দিনের সময় উহা পাঠ করিয়া নিজেই কৃতার্থ হইতে পারিবে।

অবিশ্বাস থাকে থাকুক। ক্ষতি কি? নাম-নাম-নামে ডুবিয়া যাও।

৩

কোন কিছু দর্শনই কমপক্ষে অন্তত তিনটি বৎসর অতীত না হইলে

আর কাহাকেও বলিতে নাই। তিন বৎসর পরেও যার তার কাছে বলিতে নাই।

কমণ্ডলু হইতে যে জল পান করিবার জন্য পাইয়াছিলে উহা তোমার ইষ্টদেবের চরণামৃত। যাঁহাকে সিংহবাহনে দর্শন করিয়াছ, তিনি সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীগোঁসাইজী সিংহটি কুণ্ডলিনী শক্তি 'অহো ভাগ্য' তোমাকে লক্ষ করিয়া বলিলেন। তোমার মহাভাগ্য। তাই যথার্থ গুরুসঙ্গ যাহা, তাহা লাভ করিয়াছ। ছাই তাঁহার শ্রীঅঙ্গের বিভূতি।

ইহা তোমার ভবিষ্যত জীবনের ছবি। তোমার মহাভাগ্য তাই বিবাহ করিয়াও সংসার করিতে পারিলে না। নিজেতো সংসার করিতে চেষ্টা কম কর নাই। কিন্তু তোমার কর্মই তোমাকে তাহা করিতে দিল না। 'অহো ভাগ্য' কেন বলিবেন না?

৪

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের যে হাস্যবিমণ্ডিত বদন দর্শন করিয়াছ, উহাতে তোমার সাংসারিক কোন সুবিধা অসুবিধার কথা বোঝা যায় না। নিতান্ত বিপদে ফেলিয়াও তিনি হাসিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে সকলই সম্ভব। তাঁহার অনুগত জনকে লইয়া তিনি কখন কি করেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই।

৫

যে স্বপ্নটি দেখিয়াছ, উহা অতি চমৎকার। মহাপ্রভু স্বয়ং তোমাকে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ প্রত্যহ একটু একটু করিয়া পাঠ করিতে বলিতেছেন। উহা ঠিক নিত্য নিয়মিত সাধনের মত গ্রহণ করিতে হইবে, একটি দিনও বাদ দেয়া চলিবে না। প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ হইলে আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিবে। এইরূপে ৫-৭ বার পাঠ শেষ হইলে চরিতামৃত ক্রমশ বুঝিতে পারিবে। উহা তোমার নিকট রাজার ঐশ্বর্য অপেক্ষাও অমূল্য ধন এইটি বুঝাইবার জন্য তোমার নিকট মহারাজের অবতারণা। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি স্বয়ং বৃন্দা বা তুলসীদেবী

স্বপ্ন জানিয়া সুখী হইলাম। এখন একখানা ভাল চরিতামৃত আনাইয়া পাঠ আরম্ভ কর। সংস্কৃত শ্লোকগুলিও যথারীতি পড়িয়া যাইবে। কিন্তু উহাতে অন্য কাহারও লেখা ব্যাখ্যা থাকিলে তাহা পড়িও না। আপনা হইতেই অর্থবোধ আসিবে।

৬

তোমার স্বপ্ন বিবরণ পাইয়া পুলকিত হইলাম। এত অল্পে এত শীঘ্র যে তোমার একটি দর্শন হইবে ইহা আমি আশা করিতে পারি নাই। সাধনের প্রায় তিন বৎসর পরে আমার এই দর্শনটি হইয়াছিল। তুমি আমা অপেক্ষা ভাগ্যবান।

সদ্‌গুরুর আশ্রয় যাঁহারা পাইয়াছেন, এক কথায় দীক্ষা দ্বারা যাঁহাদের কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইয়াছে, তিন জন্মে তাহারা ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ করিবে। তুমি ও তোমার পরিচিত যত লোক এ সাধন পাইয়াছে, তাহার মধ্যে কাহারও হয়ত এইটি তৃতীয় জন্ম, কাহারও দ্বিতীয়, আবার কেহ বা একবারই প্রথম পাইলেন। তুমি যেটি দর্শন করিয়াছ, উহা তোমার পূর্ব জন্মের দৃশ্য। তোমার এ জন্মের সদ্‌গুরুর পূর্বজন্মে ঐ মূর্তি ছিল; শিষ্যের যে মূর্তি দেখিয়াছ, উহা তোমার পূর্বজন্মের মূর্তি। যে সর্পাকার শিব দর্শন করিয়াছ, উহাই কুলকুণ্ডলিনী। কেমন করিয়া শ্রীগুরুর মন্ত্রপ্রভাবে তোমার কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইয়াছিলেন, তাহাই দর্শন হইল।

ইহা দ্বারা বোঝা গেল, এইবার তোমার দ্বিতীয় জন্ম। যদি তৃতীয় জন্ম হয়, তবে এই প্রকার আর একটি দৃশ্য তোমার দর্শন হইবে।

যে নাম পাইয়াছ, উহা তোমার পূর্বজন্মের নাম, অথবা নামের অংশ বিশেষ। অংশবিশেষ এই জন্য বলিলাম যে, কেহ কেহ পূরা নামটিই পাইয়া থাকেন, কেহ বা অংশবিশেষ পাইয়া থাকেন। আমি নামের অংশমাত্র পাইয়াছিলাম। নামটি অবগত না হওয়া পর্যন্ত উহা বুঝিতে পারিতেছি না। আগামী বারের চিঠির সঙ্গে একখানি ক্ষুদ্র কাগজে নামটি লিখিয়া পাঠাইবে—যেন দেখিয়াই আমি ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারি।

৭

স্বপ্ন সত্য কিংবা পেট বা মাথা গরম হইয়া দর্শন হইয়াছে, উহা বুঝিবার সহজ উপায় আছে। পেট বা মাথা গরম হইয়া স্বপ্ন দেখিলে, এ অবস্থায় মনের চঞ্চলতা থাকার দরুন, এই সব স্বপ্ন শৃঙ্খলাবদ্ধ ঘটনায় পরিণত হয় না। যে সমস্ত স্বপ্ন বেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ একটিমাত্র নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়, উহা অমূলক চিন্তাপ্রসূত নহে। স্বপ্ন দর্শন সাধক জীবনের অতিশয় নিম্নস্তরের কথা, সামান্য একটু মন স্থির হইলেই উহা ঘটে। ইহার পর আর একটু মন স্থির হইলে

জাগ্রতাবস্থায় ঠিক চোখের সামনে বায়োস্কোপের ছবির মত দর্শন হইবে। উহাও একপ্রকার জাগ্রত স্বপ্ন, উহাও কিছু নয়। যে একটু শান্ত ও সুন্দর ভাবের কথা লিখিয়াছ সামান্য একটু নামে আনন্দ হইলেই উহা হয়। উহাও যথার্থ অবস্থা নহে। যে কোনো অবস্থা আসুক না কেন, সে দিকে বিন্দুমাত্র ফিরিয়া তাকাইবে না। সাবধান! কোন 'সুন্দর' অবস্থা দেখিয়া ঐ অবস্থার উপরে যেন বিন্দুমাত্র মায়া বা লোভ না হয়। ঐ অবস্থা যদি আর না আসে, তবে যেন দুঃখ না হয়। তোমার বর্তমান মনের গতি এই প্রকার হওয়া উচিত যে—'আমি পরিত্রাণে পড়িয়া যত পারি কেবল শ্বাসে শ্বাসে নাম করিব, ইহাতে আমার চোখের সামনে নন্দন কাননের দিব্য দৃশ্যই ফুটিয়া উঠুক, কিংবা নরকের পৈশাচিকতাই ফুটিয়া উঠুক, আনন্দই হউক কিংবা শুষ্কতা ও জ্বালা হউক, দুই সমান।' এই প্রকার ধারণা রাখিতে যদি অভ্যাস কর, তবে অতি সহজেই প্রথমকার খরতর স্রোতটা পার হইয়া যাইবে। এখন মোটেই পিছের দিকে তাকাইবে না।

স্বপ্ন বা জাগ্রত অবস্থায় যে কোনো দর্শনাদি হোক না কেন, অতিশয় প্রিয় ব্যক্তির নিকটও উহা বলিবে না। ঐ বিষয়ে ভয়ানক কৃপণ হইতে হইবে। যখন যেরূপ করিতে হইবে আমিই বলিয়া দিব।

৮

রাত্রে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ অন্তরীক্ষে বিচরণ করেন, এবং যাহাদের সাধন করিতে দেখেন, তাহাদিগকে আসিয়া নানা প্রকারে সেবা করেন, এবং সাধন পথের উন্নতি করিয়া দেন। যাহা দর্শন করিয়াছ, উহা সত্য। ঐ সময়ে নিজে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকিয়া চুপচাপ নাম করিয়া যাওয়াই শ্রেয়। যদি বিরক্তি লাগিয়া থাকে, এবং লাথি দিয়া থাক, তাহাতেও তোমার ভাবিবার কিছু নাই। যাহা ইচ্ছা, তাহা হইয়া যাউক, কেবল দেখিয়া যাও। বলা বাহুল্য তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট এ সব কখনও কিছু বলিও না। এই অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া অন্য অবস্থায় গিয়া পৌছিলে, তখন ধর্মবন্ধুদের এ সব বলিতে পারিবে,—কিন্তু এখন নয়। নিজের বর্তমান অবস্থা, ভালই হউক মন্দই হউক, একমাত্র গুরু ব্যতীত কাহাকেও বলিতে নাই। ইহা ঋষিদের নিষেধ।

৯

যাঁহাকে দেখিয়াছ, তিনি আমার গুরুভ্রাতা, তাহার নাম ব্রহ্মদাস পরমহংস

হিমালয়ের উত্তর কাশীতে তিনি বাস করেন। হিন্দুস্থানী, কিন্তু বেশ বাঙলা বলিতে পারেন। তবে কথাগুলি একটু টানা টানা। চক্ষু ছোট, কিন্তু উজ্জল। সামান্য একটু খোঁড়াইয়া হাঁটেন। বোধ হয় ততটা তুমি লক্ষ করিতে পার নাই। তাঁহার আশীর্বাদ পাওয়া বড়ই ভাগ্যের কথা। ইনি জীবন্মুক্ত পুরুষ। আর একদিন ইনি তোমার কাছে গিয়াছিলেন। তখন তুমি সাধন করিতে বসিয়াছিলে। ইনি মাঝে মাঝে সূক্ষ্ম শরীরে আমার এখানে আগমন করেন। আমার শিষ্যেরা কেমন তাহা দেখিতে ইহার বড় সাধ। কাহাকেও বলিও না। পাষাণের মত নিস্তরঙ্গ মনে নির্বিকার ভাবে দেখিয়া যাও। সমস্তই কৃপা,—নিজের সাধন ভজনের ফল নহে—এই ভাবটি যেন মনে থাকে।

১০

ব্রহ্মদাস বাউল ইতিমধ্যে তোমার কাছে নাকি আর একদিন গিয়াছিলেন। তুমি ভাগ্যবান, এমন জীবন্মুক্ত সাধুর আশীর্বাদ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছ। সাধনে আর একটু অগ্রসর হইলে এই প্রকার ও অন্যান্য প্রকারে অনেক সাধু মহাত্মার দর্শন পাইবে। দেহ হইতে আত্মা যে সম্পূর্ণ পৃথক, এই জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ভাবে ইহাদের সহিত সদালাপ করা যায় না। কালে সে অবস্থা তোমার লাভ হইবে। কেবল অবিচারে শরণ নেওয়া চাই। বিশ্বাস চাই।

১১

ব্রহ্মদাস মুক্ত পুরুষ। অর্থাৎ তাঁহাকে আর আসিতে হইবে না। তাঁহার আশীর্বাদে তোমার কল্যাণ হইবে। ব্রহ্মদাসের কোন শিষ্য নাই। গোঁসাই তাঁহাকে সে অনুমতি করেন নাই। তাঁহার কার্য ভিন্ন প্রকারের।

যে মূর্তি নাম করিতে করিতে আভাসে দর্শন পাইয়াছ, যাঁহাকে দেখিয়া বা যাঁহার আভাস পাইয়া বলিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলে, উহাই তোমার পাওয়ার বা গুরুশক্তি। অর্থাৎ তুমি। বর্তমান তুমি নও, যাহা হইবে, তাহাই। উহাকে পূরাভাবে দর্শন করার নাম—আত্মদর্শন।

১২

স্বপ্নদুইটিই পূর্বজন্মের ঘটনার আংশিক দৃশ্য। এই স্বপ্ন দ্বারা তুমি এই শিক্ষা পাইলে—

১। মহাকালী বহুরূপী বটেন

২। হরপার্বতী গোঁসাই-যোগমায়া একই

৩। উহারা পরম বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী

৪। অর্থাৎ বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত একই। বিন্দুমাত্র পৃথক নাই।

৫। রাস্তায় বা চোখের সামনে কেহ বিপদগ্রস্ত হইলে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া ভগবানের পিছনে দৌড়াইলেও ফিরিয়া আসিতে হয়। পূর্বজন্মে ঐ কারণেই স্ত্রীর দরুন তোমাকে থামিয়া যাইতে হইয়াছিল।

৬। খেলোগাড় ব্রাহ্মণও পথ প্রদর্শক গুরু। গুরুশক্তি যে কোনো মূর্তি ধরিয়া দর্শন দিতে পারেন।

স্বপ্নগুলি সমস্তই তারিখ দিয়া একখানি খাতায় লিখিয়া রাখিও। পরে প্রয়োজন হইবে।

১৩

আমার ছাদের সিঁড়ি হইতে পড়িয়া যাওয়ার খবর বোধ হয় পাইয়াছ। আর এক সপ্তাহ মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হইব, আশা করি।

তোমার ১৭ই ভাদ্রের স্বপ্ন—আমার, মাছের বদলে নিজে গিয়া কড়াইর তেলে সিদ্ধ হওয়া—সুন্দর স্বপ্ন। উনুনের পার্শ্বে অজ্ঞান হওয়াও খানিকটা সত্য। ঠিক ঐ দিন প্রাতে অর্থাৎ ১৮ই শনিবার খুব ভোরেই আমি ছাদ হইতে পড়িয়া প্রায় আধ ঘণ্টা বাক্‌রোধ অবস্থায় ছিলাম।

১৪

যে স্বপ্নটি দেখিয়াছ, উহার জন্য তোমার ভয়ের কোনো কারণ নাই। যে যুবক তোমাকে স্পর্শ করিয়াছিল, সে একটি সাধক; কিছুদিন পূর্বে তোমার পুত্ররূপে নাম মাত্র জন্মগ্রহণ করিয়া একটা জন্মের ভোগ কাটাইয়া গিয়াছে। সে চায়, কোনো রকমে তোমার উপকার করিতে। কিন্তু জানে না যে তোমার উপকার করিবার অধিকার তাহার নাই। তাহার বিশ্বাস পরলোকে গেলেই উপকার হয়। যাহা হোক, এ জন্য তোমাকে কিছু ভাবিতে হইবে না।

মৃত্যুর এখনও ঢের দেরী। হঠাৎ কিছু হইবার যো নাই। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

১৫

তুমি যে বাবার পাত্রে বসিয়া কৈ মাছ ভোজনের স্বপ্ন দেখিয়াছ, উহা কেন দেখিয়াছ তাহা অপেক্ষাও এখন কি করা কর্তব্য, সেই আলোচনাই পূর্বে কর

সঙ্গত মনে করি। তোমার কর্তব্য এখন অবিলম্বে বাড়ি গিয়া তোমার পিতার তৃপ্ত্যর্থে একটি ব্রাহ্মণ ও একজন জ্ঞাতিকে কৈ মাছের ঝোল দ্বারা ভোজন করানো। এই কার্যটি করিবার পূর্বে অন্য কোনো গবেষণার আবশ্যক নাই।

এই উপলক্ষে আমার একটি প্রশ্ন আছে। আমার যতদূর মনে পরে, আমি বোধ হয় তোমাকে প্রত্যহ তর্পণের ব্যবস্থা দিয়াছিলাম। ঐ ব্যবস্থা অনুসারে তুমি তর্পণ কর কি না? যদি না কর তবে কেন করনা লিখিবে এবং অনতিবিলম্বে তর্পণ আরম্ভ করিবে।

১৬

যে সব স্বপ্ন জাগ্রত অবস্থায় মনে থাকে না, উহা যে অলীক স্বপ্নই, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বপ্ন যদি সত্য হয়, তবে উহার প্রধান লক্ষণ এই যে উহার আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা জীবন্ত মনে থাকে; এমন কি জাগিয়াও এমন বিশ্বাস সহজে আসে না যে, স্বপ্ন দেখিয়াছি; সব ঘটনা একান্ত সত্য বলিয়া মনে হইতে থাকে।

১৭

উৎসবের [সরিফাবাদ সাধন আশ্রমের] যে বিবরণ দিয়াছ, উহার প্রত্যেকটি বর্ণ সত্য; সমস্ত ব্যাপারটাই একটা অহৈতুকী কৃপার নির্দেশ। আশ্রমটি যদি যথাযোগ্য ভাবে বাঁচাইয়া রাখিতে পার, তবে আশ্রম উপলক্ষ করিয়া ঠাকুর তোমাদিগকে যথেষ্ট শক্তি, সামর্থ্য ও ভক্তি বিতরণ করিবেন।

তুমি একখানি খাতা করিয়া যদি এই সমস্ত উৎসবের বিবরণ লিখিয়া রাখ, তবে তোমাদের ভবিষ্যতের পক্ষে যথেষ্ট কল্যাণদায়ক হয়।

১৮

প্রিয়জন কাহারও মৃত্যু স্বপ্নে দেখিলে তাহার আরও আয়ু বৃদ্ধি হয়। ওজন্য তুমি আদৌ চিন্তা করিও না। আমিই তো রহিয়াছি, তোমার ভয় কি?

১৯

তোমার শাশুড়ী তোমার নিকট খাইতে চান শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম। এজন্য, তিনি যাহা খাইতে ভালবাসিতেন তাহা রান্না করিয়া কোনও ব্রাহ্মণকে ভোজন করানো আবশ্যক। এমন দেশে বাস কর যে, একজন ব্রাহ্মণ পাওয়া দুর্ঘট, তথাপি প্রভাত চেষ্টা করিলেই পাইতে পারে।

২০

তুমি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছ জানিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। তুমি যে স্বপ্নবৃত্তান্ত লিখিয়াছ তাহা অবগত হইলাম। তোমার অনুমান ঠিক। সা তোমাকে বাণই মারিয়াছে। তুমি এমন কেউটে সাপের বাচ্চা, সাধুকে এবা তাহা ভালভাবেই বুঝিতে হইবে। সাধু বহু স্ত্রী-পুরুষের ক্ষতি সাধ করিয়াছে। তোমার প্রতি সাধুর খুব লোভ হইয়াছিল। তোমাকে, পারুলে বশীভূত করিবার জন্য তাহার এই ক্রিয়া, তুমিই তাহার শেষ শিকার। ই কোন সিদ্ধ পুরুষ নহেন। ইহার গুরুদেব আমার জানা, কাশীতে থাকেন। এ সাধুর তান্ত্রিক কার্যে কিছুটা অধিকার মাত্র হইয়াছে। তাঁহার সমস্ত শক্তি আমি হরণ করিব। এই সাধুর কি পরিণতি হয়, তুমি লক্ষ রাখিবে এবং আমাকে জানাইবে।

তুমি স্বয়ং ভগবানের সন্তান। তোমার অপকার করিবার সাধ্য কাহারও নাই। কোন ক্রিয়াকলাপ তন্ত্রমন্ত্র তোমাদের উপর নিষ্ক্রিয়। দেখ, তুমি ভগবানের সন্তান বলিয়া দেবতা নিজেই তোমার কাছে প্রকাশিত হইয়া সাধুর গোপন ক্রিয়াটি তোমার কাছে প্রকাশ করিয়াছেন। কোনো চিন্তা করিও না। তোমার বর্তমান দৈহিক অবস্থা ব্যাধি নহে। ইহা ঐ বাণ মারারই ফল। আমি ইহার প্রতিকার করিলাম। তুমি আমার পত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আরোগ্য লাভ করিবে।

কিন্তু একটা কথা ভাল করিয়া মনে রাখিও। যখনই এই সাধুর সঙ্গে তোমার পুনরায় দেখা হইবে, সাধু যেন কিছুতেই বুঝিতে না পারে যে তুমি তাহার ক্রিয়াকলাপ বুঝিতে পারিয়াছ। দেখা হইলে পূর্বের মতই শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাইবে। সে যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারে যে তুমি তাহার এই সব কার্য জানিয়াছ তবে সে ফের তোমাকে বাণ মারিবে, এবং তাহার জন্য আবার আমাকেই ব্যস্ত হইতে হইবে।

২১

তোমার স্বপ্নটি চমৎকার। যখন মানুষ আর কিছু চোখে দেখিতে পায় না, সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া যায়, তখনই শ্রীগুরুর স্বরূপ যথার্থ দর্শন হইয়া থাকে।

যে অবস্থায় আমি আমাকে বা আমার পারিপার্শ্বিক জগৎকে দেখিতে পাই না—অন্ধ হইয়া যাই—তখনই তিনি দর্শন দিয়া থাকেন।

## ২২

গোঁসাইগণের মধ্যে কেহ বোমা পড়িয়া মারা যাইবে না—তোমার এই স্বপ্নটি সফল হউক। কাহার কিভাবে মৃত্যু হইবে, তাহা সম্পূর্ণ দুর্জ্ঞেয় ও মানববুদ্ধির অগম্য। যে ভাবেই মৃত্যু হউক তাহাতে কিছু যায় আসে না; মৃত্যুকালে নামের স্মৃতি থাকিলেই মহাভাগ্য।

## ২৩

প্রতিভার স্বপ্নে পাওয়া ঔষধের নির্দেশ শুনিয়া সুখী হইলাম। অন্য সমস্ত ঔষধ ত্যাগ করিয়া অনন্য মনে এই ঔষধই ব্যবহার করিয়া দেখ, অবশ্যই ফল পাইবে। স্বপ্নে পাওয়া ঔষধের কথা লোকের নিকট বলিতে নাই।

## ২৪

তুমি আমার যে আঘাতের স্বপ্ন দেখিয়াছ, উহা মিথ্যা নয়। তবে শারীরিক আঘাত নহে। খুবই গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলাম—এই চারি মাস তাই ঠাকুর দয়া করিয়া চরণতলে স্থান দিয়া অপরিসীম সান্ত্বনা দিলেন। আমি এবারকার তাপ বোধ হয় কাটাইয়া উঠিলাম বলিয়া এখন ভরসা হইতেছে। ভিতরের সে সব আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা তোমাদিগকে বলিয়া কোনো লাভ নাই। তুমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছ, উহা সম্পূর্ণ সত্য।

গত রাত্রে টেলি পাইলাম—দীনেশের মায়ের অবস্থা শোচনীয়। যে ঘা ছিল, জ্বর হইয়া উহাতে erysipelas হইয়াছে। জীবনের কোন আশা নাই—শেষ সময়ে আমাকে একবার দেখিতে চাহে। * * * এ সংবাদ পাইয়া আর আমি থাকিতে পারিতেছি না। * * * অদ্য আমি কলিকাতা রওনা হইতেছি। তোমার মা এখানেই রহিলেন।

## ২৫

তোমার সুদীর্ঘ স্বপ্ন বৃত্তান্ত পাইলাম। ভালই লাগিল। স্বপ্নগুলি তারিখ দিয়া একখানি খাতায় লিখিয়া রাখিতে পূর্বেই তোমাকে বলা হইয়াছে। উহা মাঝে মাঝে পাঠ করিলে কল্যাণ হইবে।

তোমার দ্বিতীয় স্বপ্নটির অর্থ আমিও বুঝিলাম না। হয়তো উহা 'দর্শন' না হইতে পারে, কেবল মাত্র বাজে স্বপ্নও হইতে পারে। সত্য স্বপ্নের একটা বিশেষ লক্ষণ এই যে আগাগোড়া একটা একটানা সম্বন্ধ থাকিবে, এবং জাগিবার পরও সত্য বলিয়া সবটা বেশ স্পষ্ট মনে থাকিবে।

স্বপ্নের কথায় আমার নিজের একটা অদ্ভুত স্বপ্ন মনে হইল। কয়দিন পূর্বে তোমাদের সম্বন্ধে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। উহা বাজে স্বপ্ন মনে করিয়া তোমাকে আর লিখি নাই। * * *

একটা প্রকাণ্ড নদীর পাড়ে একটা প্রকাণ্ড বটগাছের উপরে দুখানা মোটা ডালের উপর আমি যেন বসিয়া আছি। এমন সময় তুমি গাছের কাছে আসিয়া নদীর দিকে চাহিয়া চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলে--ওরে আমায় নিয়ে যা। মনে হইল, তুমি আমাকে আদৌ দেখিতে পাও নাই। কিছুক্ষণ পরে দেখি, নদী বাহিয়া একখানা নৌকা পাড়ের দিকে আসিতেছে। ঐ নৌকায় প্রতিভা, সন্তোষ, ভূপেশ ও উষা বসিয়া আছে। শিবেশ দাঁড় বাহিয়া আসিতেছে। হালটা দেখা গেল, কিন্তু সেখানে কেহ নাই। শিবেশ একাই বেশ বাহিয়া আসিতেছে। পাড়ের কাছাকাছি আসিতে না আসিতে ভয়ানক ঝড় উঠিল, নৌকা ভয়ানক দুলিতে লাগিল ও জল উঠিতে লাগিল। আবার নৌকা নদীর ভিতরের দিকে চলিল। সন্তোষ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বোধ হয় শিবেশকে সাহায্য করিবার মতলবে বাহিরে আসিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু উষা ভয়ে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, কিছুতেই বাহিরে আসিতে দিবে না। প্রতিভা উষাকে খুব বকিতে লাগিল, এবং সন্তোষ ধস্তাধস্তি করিয়া উষাকে নদীর মধ্যে ফেলিয়া দিল। তুমি পাগলের মত পাড়ে থাকিয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলে। উষা তীব্র স্রোতে ভাসিয়া চলিল এবং 'ঠাকুর ঠাকুর, গুরুদেব' বলিয়া প্রাণপণে চিৎকার করিতেছিল। ইতিমধ্যে ভূপেশ উষাকে বাঁচাইবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। তখন হঠাৎ দেখি বটগাছের তলায় তুমি মূর্চ্ছিত উষাকে কোলে লইয়া আমার দিকে চাহিয়া আছ। অতঃপর ঝড় থামিয়া গেল; আমি গাছ হইতে নামিয়া আসিয়া তোমাকে জড়াইয়া ধরিলাম।

কয়দিন ভাবিয়া এই আজগুবি স্বপ্নের কিছু অর্থ ঠাহর না পাইয়া আমি আর তোমাকে কিছু লিখি নাই।

## ২৬

তোমার ব্রত উদ্‌যাপন না হওয়া পর্যন্ত চিঠিতে নানা কথা লিখিব না বলিয়াই চিঠি দেই না। আমি সর্বদা তোমার নিকটে থাকিয়া সাহায্য করিতেছি, জানিবে। তুমি বাহিরের দিক আরও ভুলিয়া গিয়া ভিতর আঁকড়াইয়া ধর। তোমার সমস্ত শ্বাস প্রশ্বাস নামময় হোক।

যে সন্ন্যাসীর দেখা পাইতেছ, তাঁহার চেহারা বাস্তবিক ভয়ঙ্কর। কিন্তু তোমার একান্ত হিতৈষী। বহু বৎসর পূর্বে তিনি ঐ স্থানে থাকিয়া সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে তাঁহার পঞ্চমুণ্ডীর আসন ছিল। যখনই আসুন বা যাহাই বলুন, তুমি শুধু শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করিবে। দিতে চাহিলেও কিছু প্রার্থনা করিবে না।

২৭

যে ভাবে এই একুশদিন বহিয়া গেল তাহা তোমার সারাজীবনেব আনন্দের স্মৃতি রূপে প্রত্যেক কার্যে ও চেষ্টায় তোমাকে শক্তি দিবে। যে মূর্তি অহরহ দেখিতেছ, তিনি ঠিক ঐ স্থানে বসিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার প্রণালী ছিল তোমা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। একটু উপরে উঠিলেই মানুষের দৃষ্টিতে আর কোন পৃথক পৃথক গণ্ডীর সীমারেখা থাকে না। সব সম্প্রদায়ই এক হইয়া যায়। এই জন্য মহাপুরুষদের কোন সম্প্রদায় নাই। এই মহাত্মা তোমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

২৮

তোমার দর্শনটি চমৎকার। কিন্তু খাইলেন না বলিয়া এত দুঃখ করিয়াছ কেন? যখন খাইতে চাহিয়াছেন, তুমি আয়োজন করিয়াছ, তখনই তো তোমার ক্ষুদ্র আয়োজন গৃহীত হইয়াছে। এঁরা কে, আমি এখন তোমাকে বলিতে ইচ্ছুক নই। উহা জানিলে তোমার সাধনভজন একপেশে হইয়া পড়িবার আশঙ্কা আছে। জানাইবার হইলে তাঁহারাই জানাইতেন। তুমি আন্দাজে কিছু অনুমান করিয়া লইও না। আমি প্রীতিলাভ করিলাম।

তোমার ব্রত উদ্‌যাপিত হইল। এজন্য আমার স্নেহাশীর্বাদ লও। এবার তোমার ব্রতের সঙ্গে আমি খুব বেশী যোগ রাখিতে পারি নাই। সে জন্য কিছু ক্ষতি হয় নাই, কেবল আমার দুঃখ হইয়াছে।

২৯

তুমি নিজে নিজে একটি ঝুপড়ি করিয়া লইয়াছ জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। যতদিন কুটির প্রস্তুত না হয় ততদিন ঐ ঝুপড়িতে আনন্দের সহিত থাকিতে পারিবে। * * * তুমি যাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলে তিনি আর কেহ নহেন, স্বয়ং পরমহংসজী। যে রূপ ধরিয়া আসিয়াছিলেন, উহা অন্য রূপ। তাঁহার কৃপা সর্বদা তোমার উপর রহিয়াছে। প্রীতিপূর্ণ প্রাণে যদি ঐ

স্থানে [ আকাশগঙ্গা পাহাড়ে ] বাস করিতে পার তবে তোমার জীবন ধন্য হইয়া যাইবে।

৩০

যত কষ্ট করিয়াই হোক ওখানে মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাক। উহা দ্বারা তোমার মহা কল্যাণ সাধিত হইবে। * * *

যে সর্পটি দেখিয়াছ, উহা সর্পই আর কিছু নহে। সদ্‌গুরু মহাদেব ব্যতীত আর কেহ নহেন। এ তাঁহারই সর্প। দেখিলেই মনে মনে দণ্ডবৎ করিও।

৩১

তোমার স্ত্রীর প্রশ্নগুলির জবাব নীচে লিখিতেছি।

সাধনের সময় আসনে বসিয়া তিনি যে সব মূর্তির দর্শন পান উহা তাহার পূর্বজন্মের সাধনগত অবস্থা। ও জন্য ব্যস্ত হইবার কিছুই নাই।

যে দীর্ঘাকার মূর্তি হইতে চন্দ্রাকৃতি ঢিলের মত দেখিয়াছিলেন এবং লাল হলুদ রংএর যে সব আভা দর্শন হয়, ও সব ক্রমশ স্থির হইয়া যাইবে। ঐ জ্যোতির ভিতরে ঐরূপ নানা মূর্তি দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ তাঁহার ইষ্টমূর্তি প্রকাশ হইবে। তখনই তাহা স্থায়ী হইবে, এবং এই সব মূর্তি লয় প্রাপ্ত হইবে। যখন দেখিবেন, তাঁহার ইষ্টমূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণ, শিব, নিতাই, গৌর ইত্যাদি দর্শনীয় মূর্তিগুলি লগ্ন হইয়া যাইতেছে তখনই খাঁটি অবস্থা লাভ হইয়াছে [ বুঝিতে হইবে। ]

মাঝে মাঝে কালো ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখিতে পান উহা তাঁহার ভিতরের পাপ পুরুষের মূর্তি। যখন অঘমর্ষণ হইবে অর্থাৎ ঐ পাপপুরুষ ধীরে ধীরে লোপ পাইবে তখন ইনি নির্মল ও পবিত্র হইবেন। ইষ্টদেবের দর্শন পাইবেন এবং সমস্ত দেবদেবী ইষ্টদেবের অঙ্গে লীন হইয়া যাইতেছেন ইহা দেখিতে পাইবেন।

একটি কথা বলিয়া রাখি, তিনি যেন তাঁহার এই সব দর্শনের কথা ঘুণাক্ষরেও কাহারও নিকট না বলেন। বলিলেই এই সব দর্শন বন্ধ হইয়া যাইবে। ইচ্ছা হইলে ইনি তোমাকে বলিতে পারেন, অথবা আমাকে জানাইতে পারেন। ইহা ব্যতীত তৃতীয় কোন ব্যক্তির কানে গেলেই এ সব দর্শন আর থাকিবে না। গুরুভাই হইলেও তাহাকে বলা চলিবে না। সাবধান!

স্বপ্নে যে ছেলে দর্শন হইয়াছে উহা মোহ ব্যতীত আর কিছুই নয়। ও বিষয়ে বিশেষ কোন চিন্তার আবশ্যক নাই। এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলিতে আমি এ সময়ে ইচ্ছা করিনা।

৩২

বৃন্দামায়ের যে সব দর্শন হইতেছে উহা ক্রমশই গভীরের দিকে যাইবে। কিছু দেখিবার জন্য তাহার নিজের মনে যেন কোন আগ্রহ না হয়। তাহা হইলেই দর্শন শীঘ্রই স্ফুরিত হইবে।

৩৩

যদি তুমি একটু লক্ষ কর তবে দেখিতে পাইবে তোমার রবীন্দ্র ভিতরেই রহিয়াছে। আমি তোমাকে খামোখা মা বলিয়া ডাকি নাই। আমার ভিতরে রবীন্দ্র থাকিয়া সে-ই তোমাকে মা বলিয়া ডাকিয়াছে।

রবীন্দ্রকে দেখিবার সময এখনও তোমার আসে নাই। স্বপ্নে যে দেখিতে পাও উহাই তোমার প্রতি বিশেষ কৃপা জানিবে। রবীন্দ্রের পুনরায় জন্ম হইয়াছে, তাহা তুমি জান এবং আশ্চর্যের বিষয় তুমি যাহা স্বপ্নে দেখিয়াছ উহা অনেকটা ঠিক। কয়েকদিন পূর্বে যথার্থ ই তাহার গাল গলা ফুলিয়া জ্বর হইয়াছিল, আজকাল উহা সম্পূর্ণ ভাল হইয়া গিয়াছে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি রবীন্দ্রের সঙ্গে তোমার এ জন্মেও দেখা হইবে, কিন্তু তুমি তাহাকে চিনিতে পারিবে না। হয়ত সে চলিয়া গেলে তখন মনে হইবে, এইত রবীন্দ্র।

রবীন্দ্রকে যদি সর্বদা মনে হয়, তবে তাহাকেই ধ্যান করিতে করিতে তুমি নাম করিও। উহাতেই তোমার কল্যাণ হইবে। * * * নিশ্চিন্ত মনে নাম কর এবং ইষ্টদেবের মধ্যে রবীন্দ্রকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হও।

৩৪

যে স্বপ্ন দেখিয়াছ উহা একেবারে মিথ্যা নহে। মন্দিরে বিমলা মাঈকে যে সিন্দুর দেওয়া হয় উহাই জগন্নাথদেবের সিন্দুর বটে। বিমলা মাঈর প্রসাদী সিন্দুর যদি আনাইয়া ব্যবহার কর তবে সর্বাপেক্ষা ভাল হয়। সন্ধ্যা সময়ে নাম করিতে করিতে যে কয়জন লোককে দেখিয়াছ এবং পূজার সময় যে ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিয়াছ উহা সমস্তই সত্য। আর কিছুদিন পরে ধীরে ধীরে এই সব শ্রবণ ও মনন ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। পৃষ্ঠদেশে কোমর হইতে সর্ সর্ করিয়া যে উঠিয়া আসে ও নামিয়া যায় উহা কুণ্ডলিনী শক্তি। সাপের মত

এই কুলকুণ্ডলিনী যেদিন ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত উঠিয়া যাইবে সেইদিনই সিদ্ধত্ব লাভ হইবে।

৩৫

আসনে বসিয়া সাধন করিবার সময় চক্ষু বন্ধ করিয়া নাম কর। এই রূপ করিলে তোমার নানা প্রকার দর্শন হইবে। গোঁসাইজী এ সাধন শক্তির মালিক। সাধন করিবার সময় কখনও কখনও গোঁসাইজীর শ্রীমূরতি তোমার চিত্তপটে ফুটিয়া উঠিবে ও দর্শন দিয়া কথা বলিবেন। তাঁর কৃপা হইলে গুরুকৃপা বুঝিতে পারিবে। সময় হইলে আমার দর্শন পাইবে। ধর্মজগতে সময় না হইলে কিছু হয় না। সাধন সময়ে অন্য মানুষ যাহাতে তোমায় বিরক্ত না করে সে জন্য দরজা বন্ধ করিয়া সাধন করিতে বলিয়াছিলাম, অন্য কিছু কারণ নাই।

৩৬

তোমার বরাবর জোড়হাটে থাকা আমার কোনদিনই অনিচ্ছা ছিল না। আমি জানি, নিয়তি যাহা তাহা সর্বত্রই ঘটিবে। কোন স্থান হইতে পলায়ন করিয়া কখনও নিয়তিকে এড়ানো যায় না। তাই তুমি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেও আমি তোমাকে জোড়হাট ছাড়িতে বলি নাই।

কিন্তু একদিন রাত্রে হঠাৎ স্বপ্ন দেখিলাম, তুমি 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া ভয়ে চীৎকার করিতেছ। আমি সেইদিন উঠিয়াই তোমাকে চলিয়া আসিতে লিখিলাম ; বুঝিলাম ওখানে থাকিতে তোমার ভয় হইতেছে।

জোড়হাটে থাকা সম্পূর্ণ তোমার প্রাণের সাহসের উপর নির্ভর করে। তুমি যদি দৃঢ় মনে আমার কথায় শ্রীগুরুতে সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া জোড়হাট থাকিতে পার, কিছুতেই বিচলিত না হও, তবে আমি প্রশান্ত মনে বলিতেছি, তুমি সেখানে চলিয়া যাও। কোনো বিপদ তোমার কিছু করিতে সক্ষম হইবে না। কিন্তু যদি আবার গিয়া ভয়ে চেঁচাও, তবে যাইও না।

৩৭

গতকল্য বিকালে ৩টার সময় তোমার টেলি পাইলাম। শনিবার দিন রামমূর্তির নিকট চিঠি লিখিবার পর রাত্রে যখন বসিয়াছিলাম তখন রামমূর্তির চিঠিখানা আর একবার পড়িতে ইচ্ছা হইল। পড়িয়া দেখিলাম, রামমূর্তি যাহা লিখিয়াছে উহা অতিশয় ভয়ানক কথা। কিন্তু চিঠির জবাব লিখিবার সময় উহা মনে হয় নাই। Thrombosis-এর রোগীকে দুধ-পথ্য দেওয়া ও

জোলাপ দেওয়া sure death বলিয়া ডাক্তারী বইতে লেখা আছে। উহাতে nerve এর মধ্যে আরও রক্তের clot বাধিয়া গিয়া রোগীর মরা আশ্চর্য নয়। তখন বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলাম।

রাত সাড়ে নয়টার সময় সকলকে বিদায় দিয়া শোবার ঘরে গেলাম; বড়ই চিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। দশটা বাজিতে যখন সাত মিনিট বাকী তখন হঠাৎ চাহিয়া দেখি বসন্ত দাঁড়ানো। লাফাইয়া উঠিয়া বসিলাম। 'বসন্ত!'—মৃদু হাসিয়া বসন্ত বলিল, 'হ্যাঁ বাবা, আমি চলে এলাম।' 'কেন এখনই এলে—যাও।' 'না বাবা, আর যাব না। আপনাকে দণ্ডবৎ করতে এলাম। এখনই যেতে হবে।' বলিলাম, 'তোমার মাকে ডাকি।' 'না বাবা, মা নয়। স্ত্রীলোকেরা বড় কাঁদে। আমি বেরিয়ে এতক্ষণ সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিলাম; সে ভয়ানক কান্নাকাটি; আর ভাল লাগল না।' এই বলিয়া বসন্ত দণ্ডবৎ করিল। আমি হঠাৎ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। চাহিয়া দেখিলাম—সে নাই।

তোমাদিগকে বৃথা কোন সান্ত্বনার কথা কহিব না। তোমারা মা-কে দেখিও। কান্না তো আছেই; গোঁসাইজীর দিকে চাহিয়া কাঁদিও।

বিধুর চিঠিতে আভাস পাইয়াছিলাম, টাকা-পয়সা তেমন কিছু হাতে নাই। তারপর ইতিমধ্যে ডাক্তার খরচ গিয়াছে। এই দারুণ শোকের মধ্যে আবার টাকার ভাবনায় এখনই অস্থির হইয়া না পড় এ জন্য টেলি মনি-অর্ডারে কালই তোমার নামে ১০০ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছি। কিছুটা আসান হইবে।

আমার সমবেদনা ও সহানুভূতি-পূর্ণ ব্যথিত আশীর্বাদ লও। তোমাদের শোক অপনোদিত হোক।—হতভাগ্য দরবেশ।

৩৮

স্বপ্নে তোমার সহধর্মিণী যে মূর্তি দর্শন করিয়াছিলেন, উহা জ্বরেরই মূর্তিমান প্রকাশ। প্রত্যেক ব্যাধি, প্রত্যেক প্রাকৃতিক বিপর্যয়, প্রত্যেক সৎ ও অসৎ সমস্ত বিষয়েরই মূর্তিমান রূপ বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। তাঁহারা সমস্তই ভগবৎ নির্দেশে মানুষের কল্যাণকারী। তবে আমাদের কল্যাণ বা অকল্যাণের হিসাব হইতে তাহাদের হিসাব অন্যরকম হইতে পারে।

এইরূপ দর্শন হইলে তাহাকে জ্বরাসুরের স্তোত্র শ্রবণ করানো শাস্ত্রের ব্যবস্থা। কিন্তু তোমাদের কেবলমাত্র নামই সমস্ত সুর ও অসুরের যথার্থ স্তব। নির্দিষ্টভাবে অন্ততঃ ১০৮ বার নাম, তিন বেলা তিন বার করিয়া করিতে বলিও।

চির জনমের চির মরণের,
চির উজ্জ্বল বিধু বরণের,
চির ব্যাকুলিত তৃষিত মনের
বন্দিত চির বন্দীর,
তব মন্দির।

—মন্দির

## তের

## শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী

১

শ্রীমূর্তি অতি আশ্চর্যরূপে মাটি দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। মণিবাবু, রেবতী-বাবু প্রভৃতি গোঁসাই-শিষ্যগণ বলিতেছেন, ফটোতে গোঁসাইয়ের যে মূর্তি আছে তাহা অপেক্ষাও এই মূর্তি faithful হইয়াছে। শিল্পী গোপেশ্বর পাল স্বপ্নে গোঁসাইয়ের দর্শন পাইয়াছিল। আতপ চাউল হবিষ্যান্ন করিয়া সে এই মূর্তি গড়াইয়াছে। ইহার মধ্যে অনেক কাণ্ড আছে।

এখন ছাপ তুলিয়া Paris plaster হইতেছে। ইহা হইয়া গেলে আমি approve করিয়া দিয়া যাইব, তখন পাথর খোদাই হইবে। * * * এই দেড়মাস প্রায় অনাহারে ও সম্পূর্ণ অনিদ্রায় আমার দিন কাটিয়াছে। বড় কষ্টে ছিলাম। এমন ক্লেশ আর পাই নাই।

২

[ কাশীতে ] আশ্রম হওয়া ও না হওয়া উভয় দিকেই যথেষ্ট যুক্তি আছে দুইদিকের যুক্তিই প্রায় সমান প্রবল। কাজেই এতদিন আমি এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। কিন্তু এবার তোমাদের সকলের ঐকান্তিক আগ্রহে ও অনুরোধে, আশ্রম হইবার দিকের যুক্তিগুলিই আমার মনের উপর বেশী কাজ করিয়াছে।

আমার নিজের দিক ছাড়িয়া দিয়া, কেবল তোমাদের দিক হইতে যদি বিচার করি, তবে আশ্রম করা একান্ত অসঙ্গত মনে হয় না। আমার মৃত্যুর পরে, তোমাদের একত্রে সমবেত হইয়া পরস্পরের মেলামেশার কোনও স্থান থাকিবে না; পরন্তু আমার কোনও বাহ্যিক স্মৃতিচিহ্ন তোমাদের চক্ষুর সম্মুখে থাকিবে না, আমার দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এ জগত হইতে তাহা লুপ্ত হইবে, —তোমাদের পক্ষে উহা অতিশয় দুঃখের কারণ বটে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। পুরীতে জটিয়াবাবার মঠ না থাকিলে আমার নিজের মানসিক অবস্থা কি হইত যখন ভাবি, তখন আর তোমাদিগকে বিন্দুমাত্র বাধা দিতে মন সরে না। কাজেই এবার নানাদিক বিচার করিয়া আমি তোমাদিগকে কাশীতে একটি আশ্রম প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতে অনুমতি দিয়াছি।

কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিলাম, অন্ততঃ পাঁচ কাঠা জমী না হইলে আশ্রম হয় না। পাঁচ কাঠা জমীর মূল্য এখানকার দর অনুসারে অন্ততঃ ছয় হাজার টাকার কম নয়। ঐ জমীর উপরে ক্ষুদ্র একটি আশ্রম প্রস্তুত করিতেও অন্ততপক্ষে আরও ছয় হাজার টাকা চাই। এই বারো হাজার টাকার কমে আশ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। আমার ছেলেমেয়েরা প্রায় সকলেই গরীব; কেহ কেহ এমনও আছে যাহাদের দুইবেলা পেট ভরিয়া দুটি খাবারও জুটে না। ইহারা এত টাকা কোথা হইতে দিবে বুঝি না। যদি তোমাদের মধ্যে এমত বারো জন বাহির হয়, যাহারা প্রত্যেকে অন্তত পাঁচশত টাকা করিয়া দিয়া জমী কেনার টাকাটা সংগ্রহ করিতে পারে, তবে বাকি টাকা অন্যান্য সকলের নিকট হইতে ধীরে ধীরে আদায় হইয়া আশ্রম প্রস্তুত হইতে পারে।

*    *    *    *    *

আমার কাঙাল ছেলেমেয়েদের উপর তোমরা টাকার জন্য বিশেষ আবদার করিও না। না দিতে পারিয়া মনে দুঃখ হইলে, উহা আমাকে আসিয়া স্পর্শ করিবে। যাহাদের টাকা আছে, তাহাদের নিকট আবদার করিয়া যত আদায় করিতে পার, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। ঐরূপ করিলে তাহাদের কল্যাণই করা হইবে।

*    *    *    *

তোমাদের চেষ্টা সহজ হোক ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক, এই আশীর্বাদ করি।

৩

প্রাণপণে আশ্রমের জন্য টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করিও। তোমার যখন টাকা ছিল, দুশো, পাঁচশো, হাজার খুবই আনন্দের সঙ্গে দিতে পারিতে, তখন গোঁসাই তোমাকে এ কার্যের ভার দেন নাই। এখন তুমি সর্বস্বান্ত নিঃস্ব হইয়া এই কার্যের উপযুক্ত ব্যক্তি হইয়াছ। তাঁহার কাণ্ড কারখানা সবই অদ্ভুত। * * * * আশ্রম হওয়া উচিত, ইহা যদি কেহ Sincerely আবশ্যক মনে না করে, সে যেন টাকা দেয় না।

৪

১৮ কার্তিক হইতে আশ্রম নির্মাণ কার্য আরম্ভ হইবে। * * * *

এখন টাকা কোথায়? টাকা যে কেন হইবে না, তাহা আমি বুঝি না। তোমরা সকলে যদি এটা ভাগের বাড়ি মনে না করিয়া একেবারে নিজস্ব বাড়ি মনে করিতে পার, তবেই তো হইতে পারে। তোমাদের প্রত্যেকের বাড়ি হইতে পারে, আর সকলে মিলিয়া একটা বাড়ি হইবে না?

তোমার গুরু তোমাকে কৃপা করিয়াছেন, আর দশজনকেও কৃপা করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া তুমি কি গুরুকে ভাগের গুরু মনে করিতে পার?

তোমার ইষ্ট ভগবান এই দুনিয়ার সকলের, কিন্তু তুমি কি ভাগের ঠাকুর মনে করিতে পার?

তবে যে বাড়িতে গুরুকে প্রতিষ্ঠিত করিবে, সে বাড়ি একেবারে নিজস্ব তোমার নয় কেন? আশ্রমের প্রাঙ্গণে বসিয়া পাঁচ মিনিট তুমি যে শান্তিটুকু পাইবে, তোমাকে কি সেই শান্তির ভাগ কাহাকেও দিতে হইবে?

ইহাই চিরন্তন সত্য জানিও।

* * * *

শুধু নিজের পূর্ব কথিত টাকা কয়টা ফেলিয়া দিয়া রেহাই পাইবে, এরূপ মনেও করিও না। যে ভাবে পার, নিজে ফাঁক মত আসিয়া ও অন্যান্য বন্দোবস্ত করিয়া শীঘ্র আশ্রমটি প্রস্তুত করিয়া ফেল। আমি আর খুব বেশীদিন বাঁচিব, মনে করিও না। আমি মরিবার আগে যদি আমাকে নূতন বাড়িতে লইয়া যাইতে না পার তবে আর আমার দেহ তোমরা রাখিতে পারিবে না। এ বাড়ি হইতে দেহ ঐ বাড়িতে নিতে গেলে রাস্তায়ই পুলিশে বাধা দিবে, ফলে নিশ্চিহ্ন করিয়া আমাকে গঙ্গায় ডুবাইয়া দিয়া বাকী জীবন কিভাবে কাটাইবে?

নূতন বাড়িতে আমি থাকিলে এবং স্থান প্রস্তুত থাকিলে, সাধ্য নাই সমাধিতে কেহ বাধা দিবে। তোমাদের বুঝাইতে এ সবও আমাকে লিখিতে হইল বলিয়া দুঃখ করিও না।

আশ্রম চাই। কাশীধামে মৃত্যুর পূর্বে আমার প্রাণের দেবতা শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণকে এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া মরিতে চাই। যদি তোমরা ইহা না করিয়া দাও, আমি ভগ্নহৃদয়ে মরিব।

৫

১১ই বৈশাখ মধ্যে আশ্রমের কাজ সম্পন্ন হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কেবল কার্তিক মাসের পূর্বে আর দিন নাই বলিয়া সেদিন শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ নূতন আশ্রমে প্রবেশ করিবেন। মেয়েরা থাকিতে পারে, এমন নীচের একখানি ঘর তাড়াতাড়ি করিয়া দেওয়া হইতেছে। তোমার মা ও মেয়েরা ঐ স্থানেই থাকিবে। আমি গিয়া থাইয়া আসিব।

৬

এ বাড়ি কেনার হাঙ্গামায় আমাকে কাশী ছাড়িয়া পালাইতে হইত। উকীলের বাড়ি এত দৌড়াদৌড়ি, নানাস্থানে অনাবশ্যক দরবার—এ সব কিছুতেই আমার সহিত না। বিরক্ত হইয়া তোমাদের আশ্রম করা আমাকে বন্ধ করিয়া দিতে হইত। ঠাকুরের দয়ায় শ্রীমান্ অন্নদা এখানে আসিয়া থাকায়, আমাকে সমস্ত ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্ত রাখিয়াছে। আমি বিন্দুমাত্র কিছু খোঁজ রাখি না। সময় সময় অন্নদাকে যেরূপ বিব্রত ও দৌড়াদৌড়ি করিতে দেখি, উহাতে এ জন্মে ত নহেই, কোনো জন্মে যেন কাহাকেও জমি-জমার মালিক হইতে না হয়, ইহাই বলিতে ইচ্ছা করে।

৭

তোমার স্বপ্ন ঠিকই। মুসলমানরা আবার আপত্তি করিয়াছিল। District Magistrate স্বয়ং আসিয়া তদন্ত করিয়া এই রায় দিয়াছেন যে, মস্‌জিদ হইতে এত দূরে মন্দির করিতে আপত্তি করা বিদ্বেষ প্রসূত। এই স্থানে মন্দির হইতে এবং দিনরাত ঘণ্টা, ড্রাম ও শাঁখ ইত্যাদি বাজাইতে কোন প্রকার বাধা নাই।

৮

বাবা, আমার বড় সাধ কাশীধামে গোঁসাইজীর মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং

আমি তাঁহার চরণতলে চিরদিনের মত নিদ্রা যাই। তোমরা আমার এই সা
পূর্ণ কর, তোমাদের কল্যাণ হইবে। যখন সময় হইবে, তাহার একদিন
আগেও মরিতে চাই না; কিন্তু যখন মরিব, তখন যেন গঙ্গায় ডুবিয়া না
থাকিয়া গোঁসাই মন্দিরের নিম্নে শুইয়া থাকিতে পারি। এ কথায় বৃথা দুঃখ
পাইও না; কারণ মরিতে তো একদিন হইবেই।

৯

নূতন বছরের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা এখনও পাই নাই। কিন্তু গুপ্তপ্রেসে
যাহা দেখিলাম, তাহা ভয়ানক। সামনের ১৪ বৈশাখ হইতে পুরা আশ্বিন মাস
পর্যন্ত অশুদ্ধ কাল; গৃহপ্রবেশ, দেবতা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি হইবে না। অথচ
এবার জন্মতিথিতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা না হইলে আর একটা বছর অপেক্ষা করিতে
হইবে। আমার শরীরের যা অবস্থা তাহাতে অতদিন অপেক্ষা করা মোটেই
কর্তব্য মনে হয় না। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে সাধারণত দুই একদিনের গোল থাকিতে
পারে; উহা পাইলেই যে আমরা শ্রাবণে শুদ্ধ কাল পাইব, এমন ভরসা কি?

১১ বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন গৃহ প্রবেশ ও দেবতা প্রতিষ্ঠার একটি
উৎকৃষ্ট দিন আছে। অতএব স্থির করিয়াছি, ঐ তারিখে ঠাকুর লইয়া গিয়া
নূতন আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করাইব। রান্নার সরঞ্জাম ও নিজেদেব বিছানা সং
তোমার মা ও মেয়েরা ঐ স্থানেই থাকিবে। আমি এই বাড়িতেই থাকিব
এবং দুইবেলা গিয়া খাইয়া আসিব। ইহার পর জন্মতিথির সময় ঘটা করিয়া
উৎসব হইবে এবং তোমাদের সকলকে লইয়া আমি নূতন বাড়িতে যাইব।

১০

গোঁসাইজীর আশ্রিত জনের যত মঠ আছে, এই মঠের মত liberal নিয়
আর কোথাও নাই। * * * আমি এই মঠে গোঁসাইজীর শিষ্যপ্রশিষ্য মধ্যে যে
কেহ-কে ট্রাষ্টি হইবার অধিকার দিয়াছি, আমার শিষ্যদের জন্য ট্রাষ্টিগিরি রিজা
রাখি নাই। যেমন আমার শিষ্য তেমনই গোঁসাইয়ের গণ যে কেহ আসি
দুই সপ্তাহ পর্যন্ত থাকিবার বিধান আছে। অন্য কোথাও এ বিধান নাই।

১১

উৎসবে এবারও রেবতীদাদা এখানে আসিতেছেন। তিনি ও হেমে
গুহরায় শনিবার আসিবেন। গয়ার মতিবাবু আসিয়াছেন। ছেলেরা
মেয়েরা বহু আসিবে।

তুমি মিষ্টিকথা দিয়া আমায় ভুলাইও না। এমন জীবন্ত মূর্তি একবার যদি এখানে আসিয়া দেখিয়া না যাও, তবে আমি কিছুতেই তোমাকে ক্ষমা করিব না। মূর্খতার পরিচয় দিও না। আসিও-আসিও।

১২

এখানে শতবার্ষিকী চরম উৎসব হইয়া গিয়াছে। লোকে বলে কাশীতে এমন উৎসব হয় নাই। তিন দিন ইংরাজী বাংলা ও হিন্দীতে বক্তৃতা হইয়াছে। স্যার রাধাকৃষ্ণাণ preside করিয়াছেন। সমস্ত সহরের শিক্ষিত অশিক্ষিত এই উৎসবে যোগ দিয়াছেন। নবদ্বীপ হইতে লীলাকীর্তনের দল আসিয়া সহর মাতাইয়াছিল। দেড় হাজার সাধু ও দুই হাজার কাঙ্গালকে ভুরি ভোজন ও বস্ত্র দান করা হইয়াছে। তের দিন ব্যাপী উৎসব ছিল। তোমাদের ভাইবোন মফস্বল হইতে প্রায় পাঁচশত আসিয়াছিল।

১৩

একান্তই আমার সঙ্গ করিবার আগ্রহ না হইলে অন্য কোনো কারণেই আশ্রমের নিয়মপদ্ধতি মানিয়া এখানে বাস করা সম্ভব হয় না। বিশেষত মৎস্যাহারের অভাবে এ সব ছেলেমেয়েদের প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে। * * * মেয়েরা এখানে বিন্দুমাত্র সুখ পায় নাই। একমাত্র ভজনেই লক্ষ স্থির না হইলে সুখ পাইবারও কথা নয়।

১৪

মায়ের মূর্তি বড় অপেক্ষা ছোট হওয়াই ভাল হইবে। সাধারণের দিক হইতে বিচার করিলে গোঁসাইজীর বামে কোনও স্ত্রীমূর্তি দেখিতে ইচ্ছা করে না। সাধারণের দিক দিয়া যুগল মূর্তির কোনও সার্থকতা নাই।

তোমাদের দিক হইতে গোঁসাইকে পূর্ণ সদ্‌গুরু রূপে দেখিতে হইলে 'বামাঙ্গ-পীঠস্থিত-দিব্যশক্তিং' আবশ্যক, নহিলে সদ্‌গুরুর ধ্যান পূর্ণ হয় না। কিন্তু এই শক্তি ঠিক 'যুগলে' যাহা, তাহা নয়। সদ্‌গুরু একং—যুগলে বিভক্ত নহেন। এইজন্য রাধাকৃষ্ণ যুগল স্থাপন করিতে হইলে দুই মূর্তি ঠিক সমান একাসনে বসাইতে হইবে; কিন্তু গুরুর বামাঙ্গপীঠস্থিত যে শক্তি উহাকে মূর্তির উরু সমান আসন উচু করিয়া দিতে হইবে, শিবের উরুতে শক্তি থাকিবেন। যুগল বলিতে যাহা বুঝায় সদ্‌গুরু ও তাঁহার শক্তি সে যুগল নহেন। অতএব উরু সমান উচু আসনে ছোট মূর্তিই ঠিক ধ্যান মত হইবে।

পূরা শ্লোকটা এই—

শ্বেতাম্বরং শ্বেতবিলেপযুক্তং
মুক্তাফল-ভূষিত-দিব্যমূর্তিম।
বামাঙ্গ-পীঠস্থিত-দিব্যশক্তিং
মন্দস্মিতং পূর্ণকৃপা-নিধানম্॥

পিঠে বা পৃষ্ঠে নয়। পীঠ অর্থাৎ আসন। যাঁহার শ্রীগুরুর বাম উরুদেশেই আসন।

বামোরু-শক্তিসহিতং কারুণ্যেনাবলোকিতং
প্রিয়য়া সব্যহস্তেন ধৃত-চারুকলেবরম্।
বামেনোৎপলধারিণ্যা রক্তাবরণভূষয়া
জ্ঞানানন্দসমাযুক্তং স্মরেৎ তন্নামপূর্বকম্॥

হ্যাঁ—ঠিক শিবশক্তির রূপ; তফাৎ যাহা, পরে লিখিতেছি। বাম উরুর উপর বসিয়া ডান হাতে শ্রীগুরুর গলা জড়াইয়া ধরিয়াছেন। বাম হাতে পদ্ম ধরিয়া আছেন। পদ্ম প্রসন্নতার লক্ষণ।

রক্তবর্ণা ও রক্তাভরণভূষিতা। রক্তবর্ণ রজোগুণ বা কর্মশক্তি indicate করে। শ্রীগুরু নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম, বামে রক্তবর্ণা শক্তি প্রসন্ন চিত্তে বিরাজ করিয়া তাঁহাকে কর্মে প্রবৃত্ত রাখিয়াছেন। শ্বেতবর্ণ তমোগুণ indicate করে। ত্রিগুণ আরম্ভ হইবার পূর্বে যে আদিগুণ থাকেন, তাহাই তমো। এই তমো যখন ত্রিগুণে পরিণত হইবার জন্য স্পন্দন অনুভব করেন, তখন সেই স্পন্দনে সত্ত্ব রজঃ বাহির হইয়া পৃথক হইয়া পড়েন, বাকীটা তমো থাকিয়া যান। গুণের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিচার করিলে সত্ত্ব শ্রেষ্ঠ বটে কিন্তু গুণ যখন ত্রিধা বিভক্ত নয় তখন তমোই আদি ও নিষ্ক্রিয়।

এই নিষ্ক্রিয় তমোকে রজ বা রক্তবর্ণ শক্তি ক্রিয়াশীল করেন এবং তাহার দ্বারা সত্য বা ইষ্টকে লাভ হয়। রজর আশ্রয়ে তমো ক্রিয়াশীল হইয়া সত্যপ্রাপ্তি করাইয়া আত্মাকে নির্গুণে লইয়া যান, তমোতে স্থিত হয়েন।

অতএব শ্রীগুরুর বাম উরুতে রক্তবর্ণা শক্তি, অথচ ইহা যুগল নহেন। যুগল রাধাকৃষ্ণ ও সশক্তি গুরু একই, অথচ রাধাকৃষ্ণের মত যুগল নহেন। যুগল বলিলে দুইজন বুঝায়। দুইজন হইলেই স্বতন্ত্র হইয়া গেল। তাহার প্রমাণ দেখ, যুগলের মধ্যে প্রত্যেক শক্তিরই পৃথক পৃথক আসন আছে। রাধার

আসন পদ্ম, লক্ষ্মীর আসন পেঁচক, দুর্গার আসন সিংহ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু শ্রীগুরু-শক্তির কোন আসন নাই—শ্রীগুরুর বাম উরু ছাড়া। অর্থাৎ সব শক্তি manifested, তুমি ইচ্ছা হইলে তাঁহাদের পূজা করিতে পার। কিন্তু শ্রীগুরু-শক্তি latent, পৃথক স্থাপনা বা পূজা নাই। তাঁহাকে বসাইতে হইলেই শ্রীগুরুর উরু লইয়া আসিতে হইতে। গুরু-শক্তির পৃথক ধ্যান, মন্ত্র, পূজা, কিছুই নাই; অথচ ইনি না হইলে, রক্তবর্ণা না থাকিলে তুমি নিষ্ক্রিয় শ্বেতবর্ণ গুরু দ্বারা কোন কাজ পাইবে না।

যদি শ্রীগুরুর নরদেহ বিবাহিত না হন তবে শিষ্যকে মুস্কিল হইতে বাঁচাইবার একটা কৌশল বটে। ধন্য আর্য ঋষি, চরণে কোটি কোটি প্রণাম।

১৫

মঠে শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা হইয়া থাকে, পৃথক কোন ঠাকুর আনা হয় না। মাতা যোগমায়া দেবীর শ্রীমূর্তির সম্মুখে লেখনী, পুঁথি ইত্যাদি রাখিয়া দিয়া পূজা ও বিশেষভাবে ভোগরাগের ব্যবস্থা হয়।

১৬

অন্নদা কবে যাইতে পারিবে তাহার কিছু নিশ্চয়তা নাই। সে এখানে না থাকিলে, এই আশ্রম করার ব্যাপারে আমাকে যে দলিল-পত্র ঘাটিতে হইত ও 'কাঠা-বিঘা-টাকা' ইত্যাদি শব্দের আলোচনায় মনোনিবেশ করিতে হইত—সেই বিরক্তিতে এতদিনে তোমাদের আশ্রম করার হেঙ্গামায় তিলাঞ্জলি হইয়া যাইত। অন্নদার জন্যই আমি নিরাপদ আছি; তোমাদের আশ্রম হইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতা॥

—শ্রীশ্রীমদ্‌ভগবদগীতা

## চৌদ্দ

## কর্ম

১

তোমাদের নূতন কোন প্রারব্ধ নাই। যাহা আছে—সাধনের পূর্ব পর্যন্ত—মাত্র তাহাই ভুগিতে হইবে। আর নূতন কোন দুষ্কার্য করিলে এ জন্মেই নগদ সাজা পাইতে হইবে। উহা পকেটে করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না।

২

চিঠিটা সম্পূর্ণ তোমার ভিতরের যাতনার অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। সাধনে রসাস্বাদন দ্বারা চিত্ত কিঞ্চিৎ দৃঢ় না হইলে এ দুঃখ যাইবার কোন উপায় নাই বলিয়াই আমার প্রাণ তোমার জন্য ব্যথিত হইতেছে।

প্রারব্ধ অর্থ—যে কর্ম শেষ করিবার জন্য মানুষ জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং মৃত্যু পর্যন্ত অনিবার্য কারণে অর্থাৎ আমার দ্রষ্টব্য অনুসারে কোন সৎ বা অসৎ কার্য না করিয়াও যে সব সুখ বা দুঃখ ভোগ করি উহাই প্রারব্ধ। কোনও বিশেষ প্রারব্ধের ফল যতদিন ভোগ করিবার জন্য নির্দিষ্ট থাকে, ততদিন উহা ভুগিতেই হইবে। ঢিল ছুড়িয়া ফেলিলে ভূপাতিত না হওয়া পর্যন্ত যেমন কিছুতেই আর হাতের মধ্যে ফিরিয়া আসে না, তেমনি প্রারব্ধের ভাল বা মন্দ ভোগের অবস্থা এ জন্মের কোন ভাল বা মন্দ কার্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। এ সম্বন্ধে বুঝিতে হইলে আমার কাছে শুনিতে হইবে। * * * চিঠিতে তত্ত্বপরিচয় হয় না।

৩

যে সমস্ত ভোগ প্রারব্ধ বশে নির্দিষ্ট আছে, তাহা ভুগিতেই হইবে। অসহ্য মনে করিয়া যতই অস্থিরতা দেখাইবে, অশান্তি ততই বাড়িবে। এ জন্য

মানুষের প্রশান্ত মনে সর্বপ্রকার দুর্ভোগ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। এই প্রশান্ত ভাব কেবল মাত্র নিত্য নিয়মিত ভাবে সাধন করিলেই হইতে পারে। নতুবা অসম্ভব। দুঃখ দূর করার জন্য চেষ্টা কর, যত্ন কর। কিন্তু হায় হায় করিও না।

৪

বাবা, তোমার শারীরিক ও সাংসারিক নানা দুঃখ ও অভাবের কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। ভগবৎ কৃপায় সংসারের ভোগ কখনও চলিয়া যায় না, উহা নিজ নিজ কর্ম অনুসারে সকলকেই ভুগিতে হইবে। যখন ভোগ শেষ হইবে, তখন আর দুঃখ থাকিবে না। অবস্থার উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা ছাড়া মানুষের আর কোন হাত নাই।

কিন্তু দুঃখের কারণ থাকিলেও তাহাতে দুঃখ হয়না; মানুষ চেষ্টা দ্বারা নিয়মিত সাধন করিলে সে অবস্থা লাভ করিতে পারে। সে সাধন তুমি জানিয়াছ। অভাবের তাড়না তো আছেই; সেজন্য চেষ্টা কর এবং সাধনও রীতিমত কর। তবেই দুঃখের মধ্যেও শান্তি আসিবে।

৪ক

তোমার পুত্রবিয়োগের সংবাদে দুঃখ পাইলাম। অথচ সংসারের ইহাই নিত্য নিয়ম। বজ্র উদ্যতই রহিয়াছে, কখন কাহার মাথায় পড়ে তাহার ঠিক নাই। সমস্তই প্রারব্ধের ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ জন্মের কোন সুখ দুঃখের উপর মানুষের কোন হাত নাই। তাই ভবিষ্যৎ জীবন যাহাতে দুঃখের না হয় সেই জন্যই ভগবানের নাম সম্বল করিতে হয়। উহা ছাড়া আর উপায় নাই।

ঠাকুর তোমাদিগের দগ্ধ প্রাণে শান্তিদান করুন।

৫

লাবণ্য বাঁচিয়া থাকিলে তোমার পক্ষে কর্মবিমুখতা বরং সম্ভব হইত। এখন এই বিরক্তি একান্তই অকারণ। ভোঁদাকে জীবনের পথে দৃঢ় করাইয়া দিবার পূর্বে তোমার ছুটি নাই। কর্ম সাধনের পথ নয়—ইহা স্বপ্নেও মনে করিও না। বরং কর্মই সর্বাপেক্ষা সহজ ও প্রশস্ত পথ।

৬

তুমি মানুষ। যত কিছু কর্ম তোমার ঘাড়ে ভগবান চাপান, তীক্ষ্ণ মণীষা

ও প্রতিভার সঙ্গে সে সমস্তই তোমাকে সম্পন্ন করিতে হইবে। ঘাবড়াইলেও চলিবে না, অথবা ফেলিয়া দিয়া ঘাড় হাল্কা করিলেও চলিবে না।

৭

তোমার প্রাণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি তোমাকে কোনো কিছু করিতে বাধ্য করিব, ইহা স্বপ্নেও ভাবিও না। কেবল যাহাতে তোমার পথ সুগম হয়, এবং অপেক্ষাকৃত অল্প ক্লেশে এই সুদুস্তর কর্মসাগর পার হইতে পার, তাহাই বলিব। রাস্তা বাছিয়া লওয়া তোমার এক্তিয়ার।

যদি বিবাহ কর, তবে এ জীবনের যথার্থ সুখশান্তি বিসর্জন দিতে হইবে। যথার্থ আরাম যাহা, তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই। অধিকন্তু ভোঁদার জীবন সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কিন্তু এত সব কষ্ট ও যন্ত্রনা পাইয়াও জীবনের রাস্তায় একটি জন্ম কমিয়া যাইবে। এত ঝঞ্ঝাট ভুগিয়া পরিণামে একটি জন্ম লাভ।

যদি বিবাহ না কর, এ জীবনটার অধিকাংশ সময় প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতেই কাটিবে বটে, কিন্তু তথাপি উহার মধ্যে আরাম পাইবে। ভোঁদার জীবনের আশঙ্কা নাই। মোটামুটি এ জীবনটা আরামেই কাটিবে। কিন্তু কর্মভোগ হয়ত আর একটা জন্ম বেশী ভুগিতে হইবে।

কোনটি চাও ?

নিজের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিতে পারিবে বলিয়া যদি ভরসা থাকে, তবে বিবাহ করিও না। আর যদি চরিত্র হারাইবার আশঙ্কা থাকে, তবে অবিলম্বে বিবাহ কর। বিবাহ না করায় ধর্মের দিক দিয়া কোনো লাভ বা লোকসান নাই। কেবল নিজ আরামের লাভ লোকসান আছে।

৮

বিবাহ করিলে ধর্মলাভের কোন বাধা হইবে বা ভোঁদার কষ্ট ও নিজের ঝঞ্ঝাট সহিতে হইবে, এ সব ধারণা ভুল। কষ্ট বা সুখ সমস্তই কর্মের ভোগ অনুসারে ঘটিয়া থাকে। তবে এ কথা ঠিক যে পুনরায় বিবাহ না করিয়া পারিলে ইহ জীবনে খুব কষ্ট হইলেও, ঐ কষ্টের মধ্যে একটা এমন আরাম ও আনন্দ পাইবে, যাহা বিবাহিত জীবনে সম্ভব নয়।

তুমি একান্তভাবে চিন্তা করিয়া দেখ সারাজীবন সাংসারিক আরাম হইতে

নিজেকে বঞ্চিত করিয়া থাকিতে পার কিনা। সময়মত মুখরোচক ভোজন, বিরামে শয্যা, ব্যারামে শুশ্রূষা—এ সব জীবন ভরিয়া না পাইয়াও সন্তুষ্ট চিত্তে থাকিতে পারা চাই। সর্বোপরি বীর্য রক্ষা করা চাই। ধীরে ধীরে সমস্ত নারীজাতিতে মাতৃবুদ্ধি আনা চাই। সর্বদা এমন সতর্ক থাকা চাই, যেন বিলাসিতা কোন রূপে ভিতরে স্থান খুঁজিয়া না পায়। অথচ বিবাহ করিলে অন্য প্রকার ঝঞ্ঝাট বাড়িলেও এ রকম সর্বদা নিজেকে পাহারা দিতে হইবে না। এ সব ভাবিয়া কর্তব্য স্থির করিতে হইবে। * * * *

* * নিজের মনকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া এমন ভাবে প্রস্তুত হও যেন আমার প্রশ্নের যথার্থ সত্য উত্তর দিতে পার। কোন ভাব দ্বারা চালিত হইয়া কিছু বলিলে চলিবে না। নিজের যাহা সত্য অবস্থা, উহা যথার্থ অবগত হওয়াই একমাত্র কল্যাণকর, কল্পনার ভাল অবস্থা কোনোই উপকারে আসে না। যাহা আছে, তাহা লইয়াই বিচার করিতে হয়।

৯

কর্ম করিতেই হইবে। এটা না হয় সেটা। আমাকেও কত কর্ম করিতে হয়। কর্মই ধর্ম, কেবল চক্ষু বুজিয়া থাকার অবস্থা অতিশয় সুদূরে। তুমি বেশ আছ, বুঝিতে পারিতেছ না। কেবল আমায় একটু ভালবাসিও, তবেই সব হইবে।

১০

এখন বয়সের সময়, এখনও যদি বেশি কাজ না হয়, তবে আর কবে হইবে? কাজ নিজেরই, এই কথা মনে রাখিও এবং মাইনের চাকর মনে না করিয়া ভগবৎ নির্দিষ্ট কর্তব্য মনে করিলেই খুব সহজ হইবে।

১১

তোমার কর্ম করিতেই হইবে, এ কথা সর্বদা মনে রাখিও। এমন যোগী মহাপুরুষ নাই, যিনি কর্ম না করেন। কেবল চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকাই ধর্ম নয়। সমস্ত বিষয়ে তোমাকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইতে হইবে। স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইতে হইলেই কর্ম করা প্রয়োজন। শ্রীগুরু যাহা বলেন তাহা নীরবে ও নিরাপত্তিতে করিয়া যাওয়াই যথার্থ কর্ম। অন্য সমস্তই অকর্ম বা বিকর্ম। এ সমস্ত গীতার কথা।

১২

বাস্তবিক এটি [ অসুখটি ] প্রারব্ধের ভোগ, সন্দেহ নাই। তাই বলিয়া

চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। প্রারব্ধের ভোগ শেষ করিবার জন্য যত প্রকার দণ্ড আছে, তন্মধ্যে চিকিৎসা ও তদ্দরুন অর্থদণ্ডও একটি। সুতরাং উহা করিতেই হইবে।

এত হতাশ হইয়া পড়িও না। প্রারব্ধের ভোগ হাসিমুখে ভুগিয়া যাওয়াও একটা সাধন, কেবল চোখ বুজিয়া বসাই সাধন নয়।

*   *   *   *

প্রাণায়াম, আসন ইত্যাদি ছাড়িয়া দিয়া শুধু নাম করিবে। আমরা যখন সংসারের সুখ চাই না, শুধু দীনদুনিয়ার মালিককেই চাহিয়া দীনাতিদীন হইতে চাই, তখন আর আমাদের ভাবনা কি? প্রিয়তম আমাদের যে ভাবে রাখিবেন উহাই মাথা পাতিয়া তাঁহার আদর বলিয়া গ্রহণ করিবে। কুছ্ পরোয়া নাহি।

১৩

আশ্রমের যোগ্য মনের অবস্থা নয় বলিয়াই কাশীর আশ্রম তোমার ভাল লাগে না। যে কাজ যাহার মনোমত নয়, সে তাহা করিতে পারে না। ইস্কুলে বসিয়া ছেলেদের পড়ানোটা তোমার মনোমত বলিয়া উহা পারিতেছ, আমাকে আধঘণ্টা উহা করিতে হইলে নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিত। সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনি আমার চিত্তে এমন উল্লাস ও আশা বহন করিয়া আনে, তেমনটি আর কিছুতেই হয় না। কিন্তু তোমার প্রাণ আই-ঢাই করে; যত সাধনের সময় নষ্টের দুঃখ এই সময়ে উপস্থিত হয়। ইহা তোমার ও আমার প্রকৃতি অনুযায়ীই হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি অন্ন আহার করে তাহাকে অবশ্যই কর্ম করিতে হইবে। কর্মত্যাগী কোটীতে একটি মিলে কিনা সন্দেহ। তোমার হিমালয়ে মাষ্টারী ও আমার ঘণ্টানাড়া উভয়ই কর্ম, কেবল প্রকৃতি অনুসারে বাছিয়া লওয়া।

যে পর্যন্ত গুরুতে আপনবোধ না হইবে, গুরুর আশ্রমের ময়লা সাফ্ করা ও চক্ষু মুদিয়া বসিয়া নাম দ্বারা হৃদয়-মল দূর করা—এই দুইটাই সমান সাধন বলিয়া বোধ না হইবে, সে পর্যন্ত তোমার এ স্থানে স্থির হইয়া থাকা সম্ভব হইবে না।

১৪

তুমি গোঁসাইজীর ব্যবস্থা অনুসারেই কাশী আসিয়াছিলে। তাঁহার

কাঙাল শিষ্যকে অযথা ঝঞ্ঝাট হইতে রক্ষা করিবার জন্যই তিনি এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনো একটি কার্য করিতে গেলেই, কর্মজনিত মনের ভিতর দিয়া একটা ক্লেদ মানুষকে স্পর্শ করিতে চায়। যেমন সমুদ্রতীরে দাঁড়াইলে ঢেউয়ে কাপড় ভিজিবার সম্ভাবনা আছে, সেই প্রকার। এই কার্য দ্বারা তোমার মনে পাছে কোনো ক্লেদ স্পর্শ করিয়া থাকে, সেই আশঙ্কায় তোমার এই ছোটোখাটো ভোগটি হইয়া গেল। আজ তুমি মেঘমুক্ত সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিলে। সহজ ও সরল ভাবে কোনো দিকে দৃকপাত না করিয়া কেবল তোমার গুরুর জন্য তুমি যে ঝঞ্ঝাট লইতে প্রস্তুত ছিলে, গোঁসাইয়ের দরবারে উহা তোমার কল্যাণার্থে অক্ষয় হইয়া রহিল।

১৫

অর্থোপার্জন ও পরিবার প্রতিপালন কোনো বাজে বা বৃথা কাজ নয়। উহাকেও ভগবৎ-নির্দিষ্ট কর্ম এই ভাবে গ্রহণ করিলে কর্ম ও ধর্ম এক হইয়া যায়।

১৬

তোমার কোনো কারণেই বিন্দুমাত্র ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই। সমস্তই ঠিক হইয়া আছে। কালনায় যাওয়া তোমার পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ; কাশীতে আসা সুবোধের পক্ষে তাহাই। সবই পূর্ব হইতে ঠিক ছিল।

ডাক্তরী যেমন করিতেছ করিয়া যাও। যতটা সামর্থ্যে কুলাইবে ততটাই ব্যবসায়ের জন্য খাটিবে। যখন এই সামর্থ্য আর থাকিবে না, তখনই জানিবে—আর আবশ্যক নাই।

সময় তোমার নষ্ট হইতেছে না। কাল অনাদি, মানুষের ক্রমোন্নতিও অনন্ত। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে নিজ ভজন ও সংসার করিয়া যাও। কিছুতেই আর তোমার নাগাল পাইবে না।

১৭

ভূপেশকে দাঁড় করাইয়া দিতে যাহা প্রয়োজন, ততটুকু তোমাকে খাটিতেই হইবে। সে জন্য দুঃখ করা বৃথা। কিন্তু বাবা, ভূপেশ কাজ ভালমত করিতেছে দেখিলেই আর সে কাজের মধ্যে থাকিও না। ওরা কিন্তু চিরকাল তোমাকে কর্মে রত রাখিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু তোমার মোহ সাবধান।

ধনঞ্জয়ের ব্যাপার ভাবিয়া আর মন খারাপ করিও না। উহার জন্য আমার বড় দুঃখ হয়। ঠাকুর উহার অপরাধ ক্ষমা করুন।

এখন সাধন-ভজনে মন দেওয়াই তোমার প্রধান কর্তব্য, ইহা মনে রাখিও।

১৮

তোমার পুনরায় ঘানিতে জুড়িবার সম্ভাবনায় চিন্তা হইয়াছিল। হয় নাই শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। আর নয়—যাহা ছাড়িয়া আসিয়াছ সে স্থানে আর প্রবেশ করিও না। তোমার শরীর ও মন উভয়ই এখন আর পরের চাকরী করার যোগ্য নাই। এখন নীরবে থাক, অনেক ধর্মের তত্ত্ব তোমার নিকট ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইবে।

১৯

তুমি যে ভাবে সংসারে হাবুডুবু খাইতেছ তাহা অপেক্ষা তোমার আবার চাকরী করা আমি ঢের ভাল মনে করি। তোমার বর্তমান অবস্থা ভাবিয়া আমি বড়ই দুঃখবোধ করিতেছি। ইহা অপেক্ষা চাকরী সহস্রগুণে ভাল। তোমার কর্ম যখন শেষ হয় নাই, তখন সংসার হইতে আলগা হওয়ার জন্য চিৎকার করা বিফল। তোমার স্বভাবই তোমাকে কর্মে প্রবৃত্ত করাইবে।

২০

তোমাকে এবার ছুটি লইতেই হইবে। এ ভাবে আমি তোমাকে নোকরীর খাতিরে দেহকে অকর্মণ্য করিতে দিব না। ছুটি না দেয়, চাকরী ছাড়িয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইও। তোমার পয়সা অপেক্ষা তোমার দেহ আমার ঢের বেশি প্রিয়। ছুটি লওয়া চাই।

২১

তোমার চিঠি পড়িয়া চোখের জল রাখিতে পারি নাই।

সবই তোমার পত্নী ও ছেলেদের কর্মভোগ। তাহাদের প্ররোচনায় এই চাকরীতে গিয়া তোমার এমন অবস্থা।

২২

যোগেশ এত কষ্ট করিয়া গয়ার উৎসবে যাইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। তাহাকে একাকী ঐ ভাবে গয়াতে দেখিয়া আমি আদৌ সুখী হইতে পারি নাই। আবার কলিকাতায় গিয়াছে, কোন্ সাহেবের কাছে কোন্ চাকরী স্বীকার করিয়া আসে তাহা ভাবিয়া আমার ভয় হইতেছে।

নিজের দেহ যদি নিজে রক্ষা করিয়া না চলে, তবে অপরে কখনও তাহাকে ভাল রাখিতে পারে না। সমস্তই প্রারব্ধের ভোগ।

২৩

তোমার বদলীর জন্য একটুকুও দুঃখিত হইও না। উহা যথার্থই কল্যাণের জন্য ঘটিয়াছে। হৃষীকেশ কেন, তুমি যে স্থানেই থাক, সে স্থানেই মাঝে মাঝে আমি অবশ্যই গিয়া দেখিয়া আসিব। এখন তোমার যৌবন কাল, টাকা ও উন্নতির বিশেষ প্রয়োজন। তিনটা ছেলেকে মানুষ করিতে হইবে, দুইটা মেয়ের এখনো বিয়ে দিতে হইবে। আবার বুড়ো বয়সে নিজে বসিয়া খাইতে হইবে। এ সবের জন্য টাকা চাই। সৎ ভাবে যত বেশী অর্থ উপার্জন করা যায়, তোমাকে এখন তাহাই দেখিতে হইবে। তবে টাকা পয়সা স্ত্রী পুত্র কন্যা ইত্যাদি অপেক্ষা ভগবান প্রিয়তম, তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী আপন জন—এ ধারণা যেন কখনও তোমার ভুল না হয়; তবে আর কোনো কষ্ট পাইবে না।

যে স্বপ্নটি দেখিয়াছ, বড়ই চমৎকার। 'হরি হরয়ে নমঃ' গানটি ঠাকুর সর্বদা নিজে গাহিতেন। গানটির পদ বেশী নয়।

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মধবায় কেশবায় নমঃ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

এই তিনটি মাত্র শ্লোক। প্রতিভাকে শিখাইয়া দিলাম।

২৪

চাকরী না করিলে যখন চলিবে না, তখন আর সে বিষয়ে আলোচনা করিয়া কোনও লাভ নাই। কিন্তু এই বয়সে এবং এই শরীর লইয়া তুমি পুনরায় চাকরীতে যাইবে, ইহা ভাবিতে আমার চোখে জল আসে। কর্মভোগ যাহা তাহা মানুষকে ভুগিতেই হইবে। কাহারও সাধ্য নাই এড়াইবে।

২৫

৮ চৈত্র হইতে সাধন ব্রত আরম্ভ হইয়াছে। আজ এক সপ্তাহ চলিয়া গেল। আশা করি আনন্দে আছ। নিজের ভিতরে আত্মার সুদৃঢ় অনুভূতি তোমাকে চিরজীবনের মত আনন্দের অধিকারী করুক। তুমি শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ কর। সত্যের সাক্ষাৎকার হোক। আমার সমপ্রাণতা ও আশীর্বাদ লও।

ব্রত উদ্‌যাপনের পর উঠিয়া তোমাকে দ্বিগুণ উৎসাহে কর্মে নিযুক্ত হইতে দেখিব। হাতের কাছে যে কাজ আসে, তাহাই কর্ম। খোঁজ লইয়া চেষ্টা করিয়া যে কাজে যাইতে হয়, তাহা অকর্ম।

২৬

দৈবের উপর নির্ভর করিয়া যে পুরুষকার বিস্মৃত হয়, সে মূর্খ। তুমি কপর্দক হীন হইয়া কখনও এই কার্যে [ লঙ্গরখানা খোলা ] অগ্রসর হওয়া উচিত মনে করি না। যদি পার তোমার মত হইয়া তুমি লোকের দুঃখ মোচনের চেষ্টা কর। এই সুবৃহৎ কর্ম ঘাড়ে লইও না।

আমি যে বলিয়াছিলাম—'যে কার্য হাতের কাছে আসে, তাহা করিয়া যাও, নূতন কর্ম জুটাইও না।'—এ কার্য সে কথার বিপরীত। তুমি হাতের কাছে যে দীন দুঃখী আসে তাহাকে সাহায্যের কথা বল নাই; পরন্তু ঢোল পিটাইয়া কাঙ্গাল জুটাইতে চাহিয়াছ। * * *

মন স্থির কর। যাহাকে পার চাউল বা আটা দিয়া সাহায্য কর। লঙ্গর খুলিয়া অপরিসীম কাজের মধ্যে নিজেকে হারাইওনা।

২৭

যে সব কাজ তুমি করিতে চাও, উহা অপেক্ষা মহৎ কাজ আর কি আছে? কিন্তু নিজের শক্তি ও সামর্থ্য ছাড়াইয়া কোন কাজেই হাত দেওয়া উচিত নহে।

কোন কার্য আরম্ভ করিবার সময় বিচার করিতে হয়, assets ও liabilities ভাবিয়া দেখিতে হয়। সে সময় ভগবানের দয়াকে কখনও assets স্বরূপে ধরিতে নাই। কারণ দয়া করা সেই দয়াময়ের সম্পূর্ণ ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। দয়ার উপরে প্রার্থনা চলে কিন্তু দাবী চলে না। এই জন্য হিসাবের সময় ভগবানের উপরে প্রত্যাশা রাখিতে নাই; বরং রাখিলে তিনি বিমুখ হন।

শুধু কুকার্য নহে, সুকার্যও অনেক সময় মানুষের উন্নতির বাধা হয়। তুমি লোকের দুঃখ ও অভাব দেখিলে শুধু যে দুঃখিত হও তাহা নহে; একেবারে আত্মহারা হইয়া যাও, তোমার সমস্ত proportion বোধ লোপ পায়। ইহা তোমার চরিত্রের drawback. নিজেকে সম্পূর্ণ সংযত রাখিয়া সব কাজে অগ্রসর হইতে হয়।

কাঙ্গাল-দুঃখীতে, কানা-খোঁড়া-কুষ্ঠিতে তোমার আশ্রম ছাইয়া ফেলিবে

ইহাদিগকে দেড় মাস পরে বা দুই মাস পরে তুমি তাড়াইতে পারিবে, এ সম্ভব হইবে না। অর্থাৎ emotion দ্বারা carried না হইয়া বিচার ও ব্যবস্থা মত কাজ করিবে। আপাতত তোমার এই স্বীকৃতি পাইয়াই আমাকে নিবৃত্ত হইতে হইবে। ভগবান তোমার সহায় হোন।

২৮

তোমার ঐকান্তিকতা ও পরদুঃখ-প্রবণতার নিকট আমি হার মানিলাম। এই লঙ্গর খোলা কার্যের জন্য তোমার যে আগ্রহ দেখিলাম, যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিয়াও দীনদুঃখীর অন্ন যোগাইবার যে আপ্রাণ চেষ্টা তোমার ভিতরে ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিলাম, উহা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। আমি সর্বান্তঃকরণে তোমার এই অসম্ভব কার্য অনুমোদন করিলাম। যাহা হইবার তাহাই হইবে। দয়াল ঠাকুর তোমার এই কার্যে সহায় হউন। আমার আশীর্বাদ স্বরূপ তোমার এই কার্যের জন্য আমি ১০০ টাকা পাঠাইলাম। আশা করি ইহা অন্নহীনের কিছু অন্ন যোগাইয়া আমাকে কৃতার্থ করিবে।

কিন্তু বাবা, ভাব দ্বারা চালিত হইও না। ভাব যেন সম্পূর্ণরূপে তোমার অধীন থাকে। সব বিষয়েই একটা প্রণালীবদ্ধ কর্মপদ্ধতি থাকা আবশ্যক।

২৯

বাবা, তুমি যাহা কিছু সঙ্কল্প করিবে সবই সিদ্ধ হইবে, জানিও। কিন্তু খুব বুঝিয়া ও বিচার করিয়া সঙ্কল্প গ্রহণ করিও। সৎ কর্মও অনেক সময় বন্ধনের কারণ হয়।

সবই ভগবানের কর্ম, যে যতটুকু বোঝা বহিতে পারে তাহার ততটুকুই গ্রহণ করা কর্তব্য। নতুবা সে কর্ম বাসনার মধ্যে পরিগণিত হয়। নিজ কার্য দ্বারা তোমার দিশারীকে ব্যতিব্যস্ত করিও না।

৩০

সংসারে তোমার আর ভোগ কোথায়? ভোগ তা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। তুমি যে কেবল আমারই—শুধু এ জন্মের নয়। ভোগটা প্রায় শেষ হইয়াছে দেখিয়াই তো তোমাকে দেখা দিয়াছিলাম। এখন আর ভোগ কোথায়?

৩১

শরীর খুবই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে লিখিয়াছ অথচ কোন প্রকার বিশ্রামের ব্যবস্থা না করিয়া কেবল নানা দিকে engagement বাড়াইয়া

চলিয়াছ, ইহার অর্থ কি ? কাজটা এত বড় মনে কর ; এ তো শুভ লক্ষণ নয়। এ ভাবে কাজ করিলে কর্ম ক্ষয় না হইয়া আরও বন্ধনের হেতু হয়। তোমার নেশা দেখিতেছি এখনও ছুটে নাই। সাবধান ! * * * *

শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখিও। তোমার শরীর তোমার ইষ্টদেবের বাস মন্দির, এ কথা ভুলিলে চলিবে না।

৩২

তোমার পর পর তিনখানি চিঠি পড়িয়া দারুণ উদ্বেগ ভোগ করিতেছি। লঙ্গরখানা খোলা হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত আশ্রম স্কুলাদি স্থাপন পর্যন্ত পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া যাহা কিছু করিয়াছ, আজ প্রকৃতি দেবী তাহার প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইয়াছেন। পূর্ববার যখন attack হয়, তখন তুমি ও আমি দুইজনেই প্রকৃতি দেবীর নিকট স্বীকার করিয়া ছিলাম যে, তুমি আর কোন hazardous কাজের মধ্যে যাইবে না। দেবী রাজী হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা ব্যারাম না থাকাটা তাঁহার দয়া রূপে গ্রহণ না করিয়া ঔষধেই ভাল হইয়াছে মনে করিয়াছিলাম। আজ তাহার শাস্তি ভোগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আতঙ্কে আমার প্রাণ অস্থির বোধ করিতেছি।

* * *

কিন্তু সর্বোপরি নাকে খৎ দিয়া প্রতিজ্ঞা কর, আর ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইবে না ; কোনও নূতন কর্মধারার মধ্যে প্রবেশ করিবে না। এই প্রতিজ্ঞা না করিলে মাতা যোগমায়া তোমাকে ক্ষমা করিবেন না। আমি তাঁহার রক্তচক্ষু দেখিয়া বড় ভীত হইয়াছি।

এখন আর কাজকর্মের কোন কিছুই ভাবিবার আবশ্যক নাই। শুধু নামকে লইয়া ভিতরে ডুবিয়া যাও। আর বাহিরের public work এ তোমার স্থান নাই। উহা ভগবৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধ। প্রতিজ্ঞা কর আমার কাছে। আমাকে যন্ত্রণার হাত হইতে বাঁচাও।

৩৩

তোমার কর্ম আর নাই বলিলেই হয়, 'মন্দির' প্রকাশ কর্ম নহে—গুরু সেবা। অন্য কাজে মাথা দিলেই অসুস্থ হইয়া পড়িবে। অতএব সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

৩৪

লোকের দুঃখ কষ্ট দেখিলে প্রাণ অস্থির হওয়াই তো স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সঙ্গে বিশ্বাস রাখা আবশ্যক যে আমা অপেক্ষাও দুঃখীদের ভালবাসেন এমন একজন আছেন। এই বিশ্বাস থাকিলে নিজের অসুস্থাবস্থায় কখনও অন্যের দুঃখ দূর করিবার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিবার আবশ্যক হয় না। কারণ ভগবানের আইন এই যে নিজের শরীরকে সম্পূর্ণ সুস্থ রাখিয়া অন্য কাজে মাথা দিবে। বুঝিতে হইবে যে, আমাকে যখন অসুস্থ রাখিয়াছেন তখন ভগবান আমাকে দিয়া এই কার্য করাইতে চান না। যদি করাইতে চাহিতেন তবে আমি সুস্থ থাকিতাম। যাহারা শরীরকে গ্রাহ্য না করিয়া কর্মের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে—তাহাদের কর্ম শুধু কর্মই; উহা বন্ধনের কারণ হয়। জ্ঞানপথ ও যোগপথের মত যে কর্ম মোক্ষ আনিয়া দেয়, এই কর্ম সেই কর্ম নহে।

৩৫

তুমি কর্মের সমুদ্র। কর্ম, জ্ঞান ও যোগ, পরিপূর্ণতার দিকে পৌঁছিতে তিনটিই সমান পথ। প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে যে পথে চলিবে এই তিন পথ একই স্থানে পৌঁছাইয়া দিবে; কিন্তু এই তিন পথেরই প্রাণশক্তি হইতেছে ভক্তি ও অনুরাগ। ভক্তি না থাকিলে কর্মীর কর্ম প্রাণশূন্য রুটিন বাঁধা কর্মে পরিণত হইবে। ভক্তি না থাকিলে জ্ঞানের পথে জ্ঞানী হওয়া যাইবে না, পণ্ডিত হবে। ভক্তি না থাকিলে যোগের পথে যোগটা ভগবানের সঙ্গে না হইয়া হঠযোগে বা দেহের কসরতে পরিণত হইবে। শ্বাস প্রশ্বাসে শক্তিপূত নামটি অভ্যাস হইলে দেখিবে হস্তীর ন্যায় কর্মে বলীয়ান হইয়া উঠিবে। যাহা সঙ্কল্প করিবে তাহাই সিদ্ধ হইবে।

৩৬

তোমার বেদনাপূর্ণ আবেদন প্রাণে আসিয়া তীরের মত বিদ্ধ হইল। বুঝিলাম, একে তোমার পরদুঃখে কাতর কোমল প্রাণ তাহার উপর শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ায় আর নিজেকে সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছ না। কিন্তু ভাবা, তোমার প্রার্থনা যে মানব স্বভাব লঙ্ঘন করিয়া একটু অস্বাভাবিক হইয়াছে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর।

মানুষের কর্তব্য জগতের দুঃখ দূর করা নয়, সে কার্য বিশ্ব বিধাতার। বিশ্ব বিধাতার কর্তব্য মানুষ নিজ হাতে গ্রহণ করিতে কখনই সক্ষম হইবে না।

জগতের দুঃখ তুমি সব দূর করিবে, তোমার ভগবান কখনো তোমার নিকট তাহা চাহেন না। তিনি চাহেন, তোমার পরিপূর্ণ সামর্থ্য তুমি লোকের দুঃখ দূর করিতে প্রয়োগ কর—তাহাই দেখিতে। সকলের দুঃখ দূর করার শক্তি ভগবান কোন মানুষের হাতে দেন নাই এবং দিবেন না। তিনি চাহেন, তোমার সমস্ত শক্তি তুমি এই কার্যে ব্যয় কর।

যে আসিবে কেহ যেন অভুক্ত ফিরিয়া না যায়, কেহ যেন বস্ত্রহীন ফিরিয়া না যায়, এ সব চিন্তা তোমার নহে। তোমার চিন্তা হইবে, তোমার শক্তি অনুসারে তুমি যে আয়োজন করিবে সে আয়োজন যেন একটুও তোমাব শক্তির অনুপাতে কম না হয়। ইহাই তোমাব ভগবান তোমার নিকট চান।

বাক্যে কার্যে ও চিন্তায় কেবল পরের জন্য কিছু করিতে পারারই চেষ্টা কবিতে হইবে। কিন্তু ভগবান তোমাকে যেটুকু বাক্যের ক্ষমতা, কার্যের ক্ষমতা ও চিন্তার ক্ষমতা দিবেন তাহার বেশি যদি বাসনা রাখ, তবে সে কর্ম বন্ধন আনিবে। আশা করি আমার কথা বুঝিয়াছ। জগতের দুঃখ দূর করিয়া দিব, এ ইচ্ছা মানুষের নহে। মানুষের ইচ্ছা হইবে, আমি জগতের দুঃখ নিবারণের জন্য আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কবিব।

আমার আশীর্বাদ লও। দুঃখীর জন্য তোমার বেদনা ও চোখের জল চিরস্থায়ী হোক।

৩৭

অগাধ কর্ম তোমার—এই কর্মই তোমার ধর্ম—কর্মই তোমার সাধনা। এই সাধনায় সাময়িক যখন অবসাদ আসিবে, তখনই কয়েক দিনের জন্য ছুটিয়া চলিয়া আসিবে মঠে। কয়দিন থাকিয়া আবার গিয়া লাগিবে সাধনায়। * * *

* * * কর্মময় ভগবান তোমার জীবনে জয়যুক্ত হউন।

৩৮

যথেষ্ট কাজ চারিদিকে ছড়ানো আছে, করিলেই হইল। টাকাও পাইবে কিন্তু তোমার মনের সঙ্গে টাকার দ্রুত অগ্রসর হওয়া চলিবে না। আমার একটা বিশেষ injunction তোমার উপরে—তুমি কখনও আর personal loan করিও না। উহা দ্বারা ভগবৎ শক্তিকে অবিশ্বাস করা হয়, নিজের personal শক্তিকে বড় করা হয়। উহা অবিশ্বাসীর কার্য। যেমন তিনি অ

দিবেন, তোমার চেষ্টা ও যত্নের ভিতর দিয়া তাঁহার সহায়তায় সাড়া যতটুকু আসিবে, কাজ ততটুকু করিয়া যাইবে। সীমা ছাড়াইয়া অতিরিক্ত উৎসাহ কর্মীর হইতে পারে, কিন্তু কর্মযোগীর নহে।

৩৯

কাজকে কখনও কর্মভোগ মনে করিও না। উহাতে সব সাধনা মাটি হইয়া যাইবে। সাবধান। কাহার কাজ করিতেছ, মনে রাখিও।

৪০

দারুণ প্রারব্ধের ভোগ। এই ভোগ সহিতে হইবে; ইহারই মধ্যে মন সংযোগ করিয়া যতটা সম্ভব সাধন করিতে হইবে।

কেবল সাধন দ্বারাই ভোগের ক্ষয় হয় না, ভোগ দ্বারাও ভোগের ক্ষয় হয়। ভুগিয়া যাও। * * *

বাবা, এই তো তোমার সাধন হইতেছে। ধৈর্য সহিষ্ণুতার চরম পরীক্ষা হইতেছে। সহিয়া যাও। আমি সর্বদা তোমার কথা মনে করি। তুমি সহিতে অভ্যস্ত হও।

৪১

তোমাদের দুই ভাইয়ের কথা যখন ভাবি, তখন চিত্ত উদ্বেলিত হয়। যে দারুণ প্রারব্ধ লইয়া তোমরা দুই ভাই জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, এই প্রারব্ধ ভুগিতেই হইবে। কাহারও সাধ্য নাই প্রারব্ধ শেষ হইবার পূর্বে তোমাদিগকে এই ভোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি দেয়।

ঘরে বাহিরে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়াই তোমাদের ভোগ। * * * এই ভোগ ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য মনে করিয়া দৃঢ় মনে সহ্য করিতে হইবে। অস্থির হইয়া কোনো ফল নাই। বীরের ন্যায় সহ্য কর। ভগবানের অপার করুণা মনে রাখিও। অতি গুরুতর অপরাধে তিনি অতি অল্প সাজা দিয়া থাকেন।

ঠাকুর তোমাকে মানসিক শান্তি দিন।

৪২

আমি সর্বদাই তোমাকে চাই; কিন্তু তোমার ও আমার কর্মভোগের জন্যই উহা হইয়া উঠিতেছে না। কর্মভোগ শেষ করাই যখন সর্বাপেক্ষা কল্যাণদায়ক, তখন আর উহাতে দুঃখ কি? যাহা তাঁহার ব্যবস্থা তাহাই

উত্তম। * * * তাঁহারই কৃপায় তোমার বহুকালের কর্মভোগ অতি দ্রুত শেষ হইয়া যাইতেছে।

৪৩

ক্রিয়মান কর্মদ্বারা কখনও প্রারব্ধের ভোগ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। তবে প্রারব্ধের প্রখরতা কমিয়া যাইতে পারে। যেমন প্রারব্ধ বশে যে স্থলে আছাড় খাইয়া মৃত্যু হইবার কথা ছিল—নিত্য ক্রিয়াশীল সাধকের সে স্থলে একখানি পা ভাঙ্গিয়া গিয়া নিষ্কৃতি লাভ হইতে পারে। তোমার প্রারব্ধ ঐ প্রকারে বহুতর ক্ষয় হইয়াছে ও হইতেছে। তোমার নিজের ভোগের কথা নিজে কিছুমাত্র চিন্তা করিও না, উহা সম্পূর্ণ অপরের হাতে।

৪৪

ভগবানের উপরে বৃথা অভিমানে কোনো লাভ নাই। মানুষ নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে। সুতরাং ভোগ যত ধীর ও শান্তভাবে গ্রহণ করা যায় ততই ভাল।

৪৫

দীক্ষার সময় সদ্‌গুরু শিষ্যের সমস্ত পাপের মূল খণ্ডন করিয়া দেন। বৃক্ষের মূলদেশ ছেদন করিয়া দিলে যেমন শাখা প্রশাখা মাটির রস না পাইয়া ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায়, শিষ্যেরও সেইরূপ পাপের বীজ জীবিত না থাকায় আর বেশী দিন পাপ করিবার ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু ছেদন করিবার পূর্বে শাখা প্রশাখা যতখানি রস টানিয়া লইয়াছে উহার বলে কিছুকাল তাজা থাকিতে পারে ; ছেদন করা মাত্রই সব ডাল শুকাইয়া যায় না। পূর্বের এই সঞ্চিত রসকেই প্রারব্ধ বলে। নূতন কোন প্রারব্ধ হয় না বটে, কিন্তু দীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত যে প্রারব্ধ জমা থাকে উহার ফল ভুগিতেই হয়।

৪৬

তুমি এবার কাশী আসিয়া যে কষ্ট পাইয়া গেলে, বোধ হয় আর কখনও এত ক্লেশ পাও নাই। অর্থ ব্যয় করিয়া উৎসবে যোগ দিতে পারিলে না। অধিকন্তু অমানুষিক শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করিলে। গিয়াও একটা অশান্তির মধ্যে পড়িয়াছ।

বিপদে ধৈর্যই প্রধান সম্বল। কর্মের গতি অতিশয় কুটিল। তোমার হয়তো ইহাতে কত বড় প্রারব্ধ ক্ষয় হইয়া গেল। কিন্তু দেখা-দ্রষ্টব্য ভাবে কেবল ক্ষতিই দেখিতেছ।

৪৭

কর্ম যাহা আসে তাহাই করিতে হয়। কর্মের জাতি বিচার নাই।

কেবল মাত্র নামই করিব—এই বাসনা ছাড়া, সাধু হইব—কাম যাবে—ক্রোধ যাবে ইত্যাদি ভদ্রবেশধারী বাসনাই দুঃখের মূল।

৪৮

তুমি কেন যে সময় সময় এত বিষণ্ণ হইয়া পড় তাহা বুঝি না। আমি তো দেখিয়াছি, তোমার ভিতরে কোন গোল নাই। তোমার Melancholia রহিয়াছে তাই সময় সময় নিজের দুরবস্থা কল্পনা করিয়া এতটা কষ্ট পাও। বাস্তবিক তোমার কোনো দুরবস্থা নাই।

তোমার সাংসারিক বাসনা এখনও গুপ্তভাবে তোমাকে আঁকড়িয়া রহিয়াছে। ইহা দূর করিবার জন্যই তোমার এই অর্থাভাব। নিজকে দীনাতিদীন এবং সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ মনে হইলেই তোমার কর্ম শেষ হইবে। সেদিন আসিবে।

৪৯

সারাটা জীবন সংসারের কোনো দায়িত্ব ভগবান তোমার ঘাড়ে দিলেন না; অথচ বুঝা গেল না, তুমি কিসের মায়ায় কোন্ মোহে সংসারকে জড়াইয়া রহিলে। ইহারই নাম কর্ম।

নিরাশ হইও না। তোমার জীবনে নিরাশ হইবার কিছুই নাই। ভিতরে একেবারে ফকীর হইয়া যাও। নামে ডুবিয়া যাও। কর্ম খতম কর।

৫০

আফিসের কাজকর্মকে তোমার সাধনের লিষ্টির বাহিরে না রাখিয়া যদি অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পার, তবেই কাজের নালিশ মিটিবে। নতুবা অনন্ত কালেও উহার মীমাংসা নাই। সতীশ যে ভাবে মীমাংসা করিয়া একটি জন্ম হারাইয়াছে, সে দুর্বুদ্ধি যেন তোমাদের না হয়।

৫১

তোমার চিঠির ভাবে বোধ হয়, ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীটা শেষ হইয়া গেলেই তোমার সমস্ত কর্ম শেষ হইয়া যাইবে, তুমি সাধু হইয়া কেবল হরিনাম করিবে; এ ধারণা কৌতুকাবহ। সর্বাবস্থায় নাম লইয়া পড়িয়া থাকিতে পারা যাহার যত বেশী অভ্যাস, তাহার কর্ম তত কম।

মনে রাখিও, আহারাদি ও অন্যান্য একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য যদি অপরের গলগ্রহ হইতে হয়, তবে সাধন-ভজন বিড়ম্বনা মাত্র। নিজের প্রয়োজনীয় অর্থ পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জন করা এবং বাকী সময় ভজনে কাটানো—ইহাই স্বাভাবিক জীবন। এ বিষয়ে আদর্শ স্বরূপে আমার গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেনের জীবন গ্রহণ করিত পার। ইহাই গোঁসাই সম্মত সহজ পন্থা।

৫২

তোমার চিঠি পাইয়া একেবারে অবাক হইলাম। আমি কি তোমাদেব মোসাহেব বা চাটুকার যে, তোমাদের মনোমত কথা বলিব? আর মনোমত কথা না হইলেই তুমি চটিয়া যাইবে, এ কী স্বভাব তোমার?

* * * *

চাকরী সম্বন্ধে তোমার জিজ্ঞাস্য ছিল,—আর কতকাল নিজ উদরের জন্য দৈনিক আট ঘণ্টা বেগার খাটিতে হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই তোমাকে লিখিয়াছি এবং পৃথিবীর যে কেহ জিজ্ঞাসা করিলেই লিখিতাম যে, যে পযন্ত মানুষ কাজকে সাধনের বাহিরের জিনিষ মনে করিবে সে পর্যন্ত তাহার বেগার খাটা কিছুতেই ঘুচিবার সম্ভাবনা নাই। আমি নিজে বৈষয়িক কার্য ও ব্যবসায় করিতে করিতে যেদিন বুঝিলাম, ভগবান যখন আমার জন্য এই কাজ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তখন আনন্দের সঙ্গে এই কাজ করাই আমার সাধনের অঙ্গ; ঠিক সেই দিন হইতে আমার কর্ম শেষ হইল না ( কেননা দেহধারীকে কর্ম করিতেই হইবে ) কিন্তু কর্মজনিত গ্লানি দূর হইল।

তোমারও 'উদরের বেগার বোধ' যতদিন থাকিবে ততদিন কর্ম শেষ হইবে না—এই সত্য কথাটি লিখিয়াছি।

এ জন্য তোমার এত উষ্মা কেন? সত্য অবলম্বন করা তো দূরের কথা, সত্য শুনিতে অসহ্য হয়—এমন অধঃপতন কেন হইল?

ঠাকুর তোমাকে সৎবুদ্ধি দিন।

৫৩

তোমার ছেলেটির কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। পূর্বজন্মের প্রারব্ধ বশেই আমাদের জন্ম ও কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করিতে হয়। স্বয়ং ভগবান জন্মগ্রহণ করিয়াও কর্মানুসারে ফল ভোগ করেন। কাহারও এই ভোগ উল্টাইয়া

দিবার সাধ্য নাই। তোমার পুত্রের অবস্থা যতদিন থাকিবার কথা, তাহার পূর্বে ভাল করিয়া দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। আমারও নাই। * * * আমি যদি কোনো ঔষধ জানিতাম, তবে এখনই উহা প্রয়োগ করিতাম। প্রারব্ধ ভোগের কোনও প্রতিকার নাই।

৫৪

সংসারে দুর্ভোগ সকলকেই ভুগিতে হয়; কর্ম অনুসারে কাহারও কম, কাহারও বেশি। প্রারব্ধ ছাড়াও আমরা নিজেদের দোষে আলস্য বশত ভোগকে আরও বাড়াইয়া তুলি। সেইজন্য ইহলোকের কর্মাকর্মের জন্য অযথা অনেক বেশি ভুগিতে হয়।

ঔষধে যখন তোমার মুখের চর্মরোগ অনেকটা ভাল হইয়াছিল তখন আহ্লাদে আটখানা হইয়া যাত্রার দলের দিকে মনপ্রাণ সমর্পণ না করিয়া সম্পূর্ণ ভাল হইয়া না যাওয়া পর্যন্ত সেই ঔষধ ব্যবহার করা উচিত ছিল। মায়ের প্রদর ও স্ত্রীর মৃগী রোগ আজ একান্ত সাধ্যের অতীত হইয়া উঠিয়াছে। যখন সামান্য ছিল এবং নীরদের মত অভিজ্ঞ ডাক্তার তোমাদের আপনজন আছে, ভিজিটের টাকা ব্যতীত যখন মাত্র ঔষধের মূল্য দিয়াই তাহার চিকিৎসা চলিতে পারিত তখন যৌবনের উদ্দামে নিজেকে ভাসাইয়া দিয়াছ। মা ও স্ত্রীর প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টি দাও নাই। এখন ব্যাধি সাধ্যাতীত হইয়াছে, তোমার আরামের ব্যাঘাত হইয়াছে তাই তাহাদের কথা মনে পড়িয়াছে। এখন ঔষধ ব্যবহার করিতে ও করাইতে পার কিন্তু ফল পাওয়া দুর্ঘট।

৫৫

ধর্মলাভ ধীরে ধীরে জন্ম-জন্মান্তর বসিয়া হয়। একদিনে বা এক জন্মে কিছুটা হইতে পারে, পরিপূর্ণতা হইবে না।

তোমার যে সমস্ত কর্ম করিবার আছে, উহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিরাপদ অবস্থা লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। নাম করা ও সংসার করা একসঙ্গে চালাইতে চালাইতে ক্রমশ সংসার খাটো হইয়া আসিবে। স্বপ্নে দর্শনাদির জন্য ব্যস্ত হওয়া ভুল। উহাতে বিশেষ কোনও স্থায়ী কল্যাণ হয় না।

৫৬

ভোগ শেষ করিবার জন্য যে কিছু কর্ম করা আবশ্যক তোমার গুরু তোমাকে

দিয়া তাহাই করাইয়া লইবেন; সে জন্য তোমার উতলা হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই।

তোমাকে বর্তমানে যাহা করিতে হইবে, তাহা বোধ হয় বলিয়া দিয়াছিলাম। তোমাকে matric তো পাশ করিতে হইবেই; ইহার পর কি করিতে হইবে, তাহা পরে জানিবে।

কিছুদিন অর্থ উপার্জন করার জন্য কর্ম করিতে হইবে, উপার্জন করিতে হইলে পূর্বে বিদ্যা অর্জন আবশ্যক।

প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে আসনে বসিয়া যদি সাধন কর, তবে নিজের কর্তব্যাকর্তব্য নিজের ভিতরেই ফুটিয়া উঠিবে।

৫৭

ভোগ শেষ করিবার জন্য তোমাকে কি করিতে হইবে, তাহা আমাকে মুখে বলিবার কোনও আবশ্যক হইবে না। তোমার কর্মই তোমাকে দিয়া তাহা করাইয়া লইবে। তোমার typewriting ও short hand শিখিতে যাওয়াই তাহার প্রমাণ।

৫৮

লিখিয়াছ, 'আপনিই সব করিবেন। আমাকে যেন কর্মের অধীন হইতে না হয়।' তোমার 'আপনি' শব্দের অর্থ কি? কাশীবাসী দরবেশ যে ব্যামোতে ভুগিয়া শুইয়া কাটাইতেছে তাহার শরীরটাই কি তোমার 'আপনি'? গুরু কি তাহা না বুঝিলে কর্ম কি তাহা বুঝিবে না। বাজে প্রশ্ন ছাড়িয়া সাধন করিতে থাক। ক্রমশ সব তত্ত্ব বুঝিবে। প্রার্থনা করিও না। কেবল কর্ম কর ও সাধন কর।

৫৯

তোমার চিঠি পড়িয়া সুখী হইতে পারিলাম না। জীবনের ক্রমিক বিকাশ ও পরিণতি সম্বন্ধে তুমি বড়ই ভুল বুঝিয়াছ। অবশেষে লোকের কাছে সুনাম অর্জন করাই কি তোমার জীবনের উদ্দেশ্য হইবে?

যাঁহারা পৃথিবীতে সমস্ত মানুষের কাছে চিরজীবী হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা স্বপ্নেও একদিনের জন্যও মানুষের কাছে প্রসিদ্ধ হইবার জন্য চেষ্টা বা যত্ন করেন নাই। যদি সেইরূপ চেষ্টা করিতেন, তবে কখনও প্রসিদ্ধ হইতে পারিতেন না। তাঁহারা সুষ্ঠুভাবে নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন—উহাতে

প্রশংসা কি নিন্দা হইবে, তাহা আদৌ বিচার করিয়া চলেন নাই। মানুষের কাছে যেন বড় হইতে পারি, এরূপ যাহার ইচ্ছা, তাহার জীবন একেবারেই ব্যর্থ।

নিজের ভিতরের দিকে তাকাও। নিজ কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে করিয়া যাও। পিতাকে ভক্তি কর, পরিবারে সকলকে তৃপ্তি দান কর, দুঃখীকে সাধ্যানুসারে সাহায্য কর। নিত্য নিয়মিত ভাবে সাধনা না করিলে জীবনে কোন গুণই বিকাশ পাইবে না। লোকের নিন্দা-প্রশংসার কিছুমাত্র মূল্য নাই জানিবে।

৬০

তুমি একটি মূর্খ। তোমার star পাওয়ার জন্য সম্পূর্ণরূপে নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে। যদি পড়াশুনা ভাল কর, তবে পাইবে; নতুবা পাইবে না। এ সব বিষয়ে তোমার যথার্থ কল্যাণের কোনো সম্বন্ধ নাই।

ধন বাড়ি ঘরকে সংসার বলে না। দেহাত্মবুদ্ধি সংসার।

—গোঁসাইজী

## পনর

## সংসার

১

সংসারের বোঝা বা সাধনের পরিণতি—এ সব কোন কিছুতেই অদৃশ্য ভবিষ্যৎ কল্পনা করিয়া বৃথা চিন্তা করিও না। যাহারা ঈশ্বর মঙ্গলময় বলিয়া জানে, ভবিষ্যতের ভয়ে তাহারা কেন ভীত হইবে? ভবিষ্যতে যাহা কিছু ঘটুক না কেন সবই তোমার মঙ্গলের জন্য, এ ধারণা দৃঢ় রাখিও। যিনি মঙ্গলময়, যাঁহার মত হিতৈষী তোমার আর কেহ নাই, তাঁহারই হাতে তোমার ভবিষ্যৎ রহিয়াছে, সুতরাং ভবিষ্যতের জন্য ভাবনা কি?

কেবল বর্ত্তমান ভজনের দিকে দৃষ্টি রাখ। সংসারটা ত্যাগ করিয়া পরে ধর্ম্ম হইবে, তাহা নয়। যদি ভগবৎ-কৃপার অধিকারী হইতে পার, তবে কি সংসার কি অরণ্য সবই মধুময় হইবে। বাহিরের কোন সাজে, কোন প্রকার কাজে কিছুই যায় আসে না। সংসারকে ভয় না করিয়া, উহাই ভগবানের ব্যবস্থা বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। ইহার পর যাহা তোমার পক্ষে প্রয়োজন ও আবশ্যক, ভগবান ঠিক সেইরূপই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

প্রত্যহ নিয়মিত সাধনই সকল প্রকার ব্যাধির একমাত্র মহৌষধ।

২

সংসারের ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইবে, গালাগালি লাথি খাইয়াও পড়িয়া থাকিতে হইবে। উহা বাজে নয়, ঠিক সাধনের মতই উহার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

৩

বিপদ আপদ ঝঞ্ঝাট ঝক্কিতে যদি মন স্থির করিয়া যথাযোগ্য বিচার পূর্ব্বক কার্য সম্পাদন করিতে না পার, তবে তোমরা যে সাধক, তাহার সার্থকতা কি?

তোমরাও যদি সাধারণ প্রাকৃতজনের ন্যায় এত মুহ্যমান হইয়া পড়, তবে সাধন ভজন সবই তো বিফল দেখিতেছি।

ঘরে যখন আগুন লাগে, তখন যদি মানুষ আগুন নিবাইতে চেষ্টা না করিয়া কেবল হায় হায় করে, তবে ঘর পুড়িয়া যাওয়ার কোন বাধা হয় না। তুমি স্ত্রী ও গুরুজন এই দুই পক্ষের ফাঁকে পড়িয়া নিজেকে অসহায় মনে করিতে পার। কিন্তু যে জীবন গুরুকে দান করিয়াছ, সে জীবন রক্ষা বা নষ্ট করা কিছুই তোমার এক্তিয়ারের মধ্যে নাই, জানিবে।

কাহার জন্য নিজের জীবন সঙ্গে সঙ্গে নিজের ধর্ম বিসর্জন দিতে চাও? কাহার সঙ্গে তোমার এত পীরিতি জন্মিল? স্ত্রী?—ওরূপ স্ত্রীতো জন্মে জন্মে কত মেয়ে মানুষই হইয়াছে, ভবিষ্যতেও হইবে। বাবা, জ্যাঠা? ওরূপ বাবা জ্যাঠাতো প্রতি জন্মেই নূতন নূতন কত লোকই হইয়াছে, আবারও হইবে। নিজের আত্মার ধর্ম কাহার জন্য নষ্ট করিতে চাও? তুমি আহাম্মক!

অন্যায় কার্য কেহ কিছু করিতে বলিলে তুমি কাহারও কথা শুনিতে বাধ্য নও জানিবে। নিশ্চিন্ত মনে নিজের ভালমন্দ বিচার করিয়া কাজ করিবে। কাহারও কান্না, কাহারও ক্রোধ, কাহারও অভিমান—কিছুই গ্রাহ্য করিও না। * * * সামান্য একটু উদ্বেগকেই উৎকট মনে করিও না।

৪

দুঃখ করিও না, সংসারটা প্রায় সব স্থলেই ঐরূপ। বৃথা মোহাচ্ছন্ন বলিয়া ভগবান এ বিষয়ে কাহাকেও স্বরূপ জ্ঞান প্রদান করেন না। তোমাকে যোগ্যপাত্র মনে করিয়া ক্রমশ একটা বিষ্ঠার গর্ত হইতে টানিয়া তুলিতেছেন। ছেলে-মেয়ে নাচানো, টাকা লইয়া মারামারি, যা দেখি তাতেই মোহ ও আপনার বোধ,—এ রাজ্য তোমার নয়।

তুমি ফকীর ছিলে, আবার ফকীর হইতে হইবে। তোমাকে শ্বাসেপ্রশ্বাসে নাম ছাড়া অন্য কোন চেষ্টাই করিতে হইবে না। সব আপনা হইতেই যাহা প্রয়োজন হইয়া যাইবে।

৫

তোমার সাংসারিক দুঃখ প্রতিকার শূন্য। অন্তত সম্প্রতি কোন উপায় দেখিতেছি না। কেবল মাত্র সাধন দ্বারা উহা সহ্য করিবার শক্তি বাড়াইতে হইবে।

৬

[তোমার বাবা যখন বর্তমান রহিয়াছেন, তখন] তোমাদের অংশের স্বার্থ, লাভ, লোকসান ইত্যাদি কিছুমাত্র চিন্তা করার অধিকারই তোমার এ পর্যন্ত জন্মে নাই। ইহাতে যদি সংসার গোল্লায় যায়, যাক্ না। তুমি নিজে বাঁচিয়া ওঠ, ও রূপ ঢের সংসার মিলিবে।

কাম কেন হইবে না? ঐ রূপ ঝগড়া-ঝাটিতে নিজের মনকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছ, তদুপরি প্রত্যহ নিয়মিত আসনে বসিতেছ না। এ রূপ করিলে মহা যোগীকেও কামের হাতে ঘোল খাইতে হয়।

বাবার জীবন কাল পযন্ত এ ভোগ ভুগিতেই হইবে। অতএব মন স্থির করিয়া নিত্য অফিস ও নিত্য সাধন চালাইয়া যাও। শান্ত হও।

৭

অর্থাভাবে কষ্ট পাইলেই বুঝিতে হইবে ভুল বশত বোধ হয় কোনও অপব্যয় হইয়া গিয়াছে। নতুবা বড় একটা অভাব হয় না। নিজের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন কমাইযা দিলেই অর্থাভাব কমিয়া যায়।

৮

ডাক পৌঁছাইলেই কি ভগবান তোমার মতি অনুসারে ব্যবস্থা করিবেন? তিনি সেরূপ বাজারে দয়াল নহেন। যাহা তুমি ভাল বুঝিয়া চাহিবে, তাহা তোমার পক্ষে যথার্থ ভাল না হইলে তোমার কথা শুনিয়া তিনি দিবেন না।

কষ্ট ও দুঃখ ভোগ করিয়া কর্মশেষ করার জন্যই তো এই সংসার। সহ্যই করিতে হইবে, যাহা সহ্য একেবারে অসম্ভব তাহা তিনি দিবেন না। ধৈর্যই ধর্মের আর এক নাম। যে প্রতিকার নিজের হাতের মধ্যে একেবারেই নাই, সে মার খাইতেই হইবে। স্থির হও।

৯

মাঝে মাঝে অর্থাভাব হওয়া ভগবানের কৃপা মনে করি। যাহার সর্বদাই অর্থের প্রাচুর্য থাকে, সে হতভাগ্য।

একান্ত অভাব ও একান্ত সচ্ছলতা—এই দুইটাই পাপ।

১০

সংসারে চলিতে হইলে উহার উপযোগী হইতে হয়; সর্বদা সকলকে ক্ষমা

করিয়া চলিতে হয়। সহজে কাহারও দোষ গ্রহণ করিতে নাই। ভাইদের প্রতি কোন প্রকার বিদ্বেষভাব পোষণ করিও না। কেবল অত্যাচার সহ্যই করিবে, কাহাকেও অত্যাচার করিবে না। তোমার দৃষ্টি ও লক্ষ্য একমাত্র ভগবান, ইহাই সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

ধর্মজগতের আংশিক সুখও পাইতেছ না,—একথা বলিলে সত্যের অপলাপ হয়। ইহারই মধ্যে যে স্বাদ পাইয়াছ, উহা দ্বারা জিনিষটা যে কত বড় লোভনীয়, তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছ। নিজের নিত্যকর্মে দৃঢ়তা থাকিলে, এই লোভ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, পরিশেষে নিরাপদ অবস্থা লাভ হইবে।

চিন্তা করিয়া সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই। এখন হোক না হোক, কেবল বাঁধা নিয়ম নিত্যকর্ম করিয়া যাও। ইহার পর লাভ লোকসান খতাইবার সময় আসিবে।

১১

এ সংসারে কেহ কাহাকেও মানুষ করে না। ভগবানই সকলকে মানুষ বা অমানুষ বানাইবার একমাত্র কর্তা। তাই চেষ্টা করিয়াও কাহাকে ভাল করা যায় না, অথচ বিনা চেষ্টায় এক একজন ফুল হইয়া ফুটিয়া উঠে।

১২

সাংসারিক ঝঞ্ঝাট ও দুঃখকষ্ট সম্পূর্ণরূপে এড়ানো সহজে সম্ভব নহে। তবে উহাতে যেন নিজের ভিতরকে তেমন স্পর্শ করিতে না পারে তাহাই দেখিতে হইবে। সন্ন্যাসীর ন্যায় ভিতরে অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ কর।

কাজকর্ম করিয়া যাইতে থাক; ফল ভাল হইলেই বা তোমার কি? মন্দ হইলেই বা তোমার কি? অদম্য চেষ্টা যত্ন প্রাণস্পর্শী কাতরভাব ও দীনতা থাকিলে আর চিন্তা কি? সাপের মত স্ত্রীলোক হইতে যতটা সম্ভব দূরে থাকিবে। কিছুদিন এ ভাবে কাটাইতে পারিলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে।

১৩

সাংসারিক সুখ ও দুঃখের সঙ্গে নিজের দেহ ও ইন্দ্রিয়াধিপতি মন ভিন্ন কাহাকেও—নিজের চিত্ত বা অন্তঃকরণ বা বুদ্ধিকে জড়িত হইতে দিও না। ঠিক হাতের কাছে যে কাজটি আসে, নির্ভীক চিত্তে যথাকর্তব্য করিয়া যাইবে। যদি চারিদিক হইতে কেবল সর্বনাশই আসিতে থাকে, তবে তাহাই মাথা

পাতিয়া লইতে হইবে। তাহাতে যতদূর কষ্ট ও অপমান হইবার হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বুদ্ধি কেন বিচলিত হইবে?

জগতে এমন কি ঘটনা ঘটিতে পারে, বা এমন কোন্ দুষ্কার্য সাধিত হইতে পারে, যে জন্য তোমার মনপ্রাণ ভোঁদার উপর বিরূপ হইতে পারে?

তাহা যদি সম্ভব নয়, তবে এমন কর্মভোগ ও দুর্দশা তোমার কি হইতে পারে, যে জন্য নামে ও ভগবানে বিরূপ হইতে পার?

পাগল হইবে কেন? ফকীর হইতে হয়, তাহাই হোক। কিন্তু পাগল হইবার কি ঘটিয়াছে?

তোমরা বিরূপ গ্রহগণ সত্যই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রাণে সহিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া সম্ভব হইতেছে না, অথচ আটকাইয়া রাখাও দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। দেখা যাক কি হয়!

সব দিকে ঐ। এই ঝঞ্ঝাটের ঝড়ে যিনি জাগেন, তিনিই যোগী। এ সব অন্ধকার কাটিবে। কিন্তু ধৈর্যের অভাব হইলে, সে দুঃখের স্মৃতি মুছিবে না। কেবল পরীক্ষা, সাবধান—প্রস্তুত থাক। ভুলিও না এবং ভুল করিও না।

১৪

সংসার তো অসুবিধা ভোগ করিবার জন্যই; গোঁসাইজীর আশ্রিতগণ তাহা বিশেষ রূপ জানে। সংসারে সুবিধা ও সুখ কখনও সম্ভব নয়। কেবল সহ্য করিবার শক্তি ছাড়া আর কিছু কাম্য নয়।

১৫

যদি স্ত্রীলোক সম্ভোগ করিবার ইচ্ছা হইতে ভাগ্যগুণে মুক্ত থাকা যায়, তবে তোমার মত ছেলের, এমন দুর্লভ সাধন পাইয়া বিবাহ্ করা কখনও উচিত নহে। তুমি বিবাহ না করিবার সংকল্প রক্ষা করিবার চেষ্টা কর, আমি ভিতর হইতে তোমাকে সাহায্য করিব।

কিন্তু তাই বলিয়া ফকীর বা সন্ন্যাসী হইবার কোন্ সংকল্প করিও না। সংসারে তোমার যে টুকু কর্ম আছে, চাকরীটি বজায় রাখিয়া চলিবার দুঃখ ও দুর্ভোগ ভোগ করিলেই সে কর্মটুকু ক্ষয় হইয়া যাইবে।

তুমি সম্প্রতি কাহাকেও কিছু না বলিয়া, সাংসারিক দুরবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া দৃঢ়ভাবে বিবাহে অমত প্রকাশ করিও। কিন্তু যথাযোগ্য ভাবে চাকরী

করিতে থাক। সংসারের বোঝা ছোট ভাইয়ের উপর চাপাইবার পরেও, হঠাৎ চাকরীটি ছাড়িয়া দেওয়া উচিত হইবে না।

যখন চাকরী ত্যাগ করিতে হইবে, তখন আমি বাঁচিয়া থাকি বা না থাকি, তুমি নিজ হইতেই উহা বুঝিতে পারিবে।

১৬

তুমি যে অর্থাভাব ঘুচিবে মনে করিয়া war service-এ যাইতে চাও, তাহা ঘুচিয়া যাওয়া কোনো উপার্জনের উপর নির্ভর করে না। যতই রোজগার বাড়িবে, খরচের তাড়াও ততই বাড়িয়া যাইবে। ভিতর হইতে অভাবের সমতা বোধ না হইলে, অভাব থাকা সত্ত্বেও সে জন্য নিজেকে উদ্বিগ্ন না হওয়ার অভ্যাস না করিতে পারিলে কখনও অর্থাভাব বোধ দূর হয় না। অভাব থাকিলেও, সেই অভাবের মধ্যেই অবস্থা বুঝিয়া যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিয়া, হয় হোক না হয় না হোক এই ভাব ভিতরে cultivate করিতে হইবে। বোনের মায়ায় বা ভাইয়ের মায়ায় নিজেকে অস্থির হইতে দেওয়া যথার্থ মানুষের লক্ষণ নয়। এই দুর্ভাবনায় যদি নিজের শান্তি—অন্তরের সমতা নষ্ট করে, তবে তুমি কেমন করিয়া সংসার জয় করিবে? সংসারে নিজের কর্তব্য নিজের সাধ্য অনুসারে সম্পাদন কর, তাহাতে যদি অভাব পূর্ণ না হয়, সে দায়িত্ব ভগবানের, তোমার নয়। কারণ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের যথাযোগ্য পালন করা তাঁহারই কায, তোমার নয়। মনে রাখিও তোমার কর্তব্যের একটা সীমা আছে; সেই সীমা লঙ্ঘন করিয়া কর্তব্যের দোহাই দিয়া সংসারের গোলাম হইও না।

কিন্তু তাই বলিয়া নিজের উন্নতির জন্য তোমার সর্বদা চেষ্টিত থাকা আবশ্যক। Military Departmen-এ গেলে যদি তোমার চাকরীর সুবিধা ও উন্নতি হয়, তবে তোমার তাহাতে যাওয়া আমি একটুও অন্যায় মনে করিনা। কিন্তু Field service এ যাইও না। উহা খুব risky. কিন্তু মনে রাখিও, কেহ তোমার কাছে খাওয়া পাইল কি না পাইল, এ জন্য তুমি অন্যায় বা risky কোনো কাজে যাইতে পার না। উহা তোমার আত্মধর্মের বিরুদ্ধ হইবে। কেবল চাকরীর উন্নতি হিসাবে risk না থাকে এমন military service-এ যাইতে পার।

আশা করি আমার কথা তোমাকে বুঝাইতে পারিয়াছি। যদি না বুঝিয়া থাক, দেখা হইলে বুঝাইয়া বলিব।

তোমার সাধ্যমত যাহা উপার্জন হয়, সংসার সেইটুকুই তোমার নিকট দাবী করিতে পারে। উহাতে যদি তাহাদের পেট না ভরে, তবে সে উপবাস তাহাদের স্বকর্মের ফল, তোমার দোষ নয়, বুঝেছ ?

১৭

তোমার এ বিবাহে 'মেয়ে কালো' শুনিয়া আমার আদৌ সম্মতি ছিল না, তাহা সত্য। তুমি কালো, বউ যদি কালো হয়, তবে ভবিষ্যতে ছেলেমেয়েগুলি সব কালো হইবে। সেই প্রৌঢ় বয়সে নানাপ্রকার সাংসারিক অত্যধিক খরচ চালাইয়া কালো মেয়ে বিবাহ দিতে তোমাকে বিষম বেগ পাইতে হইবে। ইহা ভাবিয়াই আমার আপত্তির কারণ ছিল।

কিন্তু নিয়তি যাহা, তাহা ঘটিবেই। এই মেয়ে তোমার ভগবৎ নির্দিষ্ট পত্নী। কাহারও সাধ্য নাই যে তোমাদের দুজনকে পৃথক করে। তাই তোমরা মিলিত হইয়াছ। এখন আর আমার বিরক্তির কি কারণ থাকিবে ?

আশির্বাদ করি তোমরা দুজনে একমন ও একপ্রাণ হইয়া সেই যুক্ত প্রাণ দয়াময় ঠাকুরের শ্রীচরণে উৎসর্গ করিয়া দাও।

১৮

সাংসারিক অশান্তি ও গোলমালে যতদূর সম্ভব নিজে নির্লিপ্ত থাকিবে। নানা ঝঞ্ঝাটে তোমার শরীর খারাপ হইয়াছে। দেহ সুস্থ রাখিতে চেষ্টা কর। শরীর ঠিক না থাকিলে নামের সেবা করিবে কি দিয়া ?

১৯

ভালবাসার প্রধান লক্ষণ, যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার হাতের মার খাইতে হয়। যে যত বেশী মার খাইবার শক্তি ধরে, সে তত বেশি প্রেমিক। যেদিন সাধন পাইয়াছ, সেই দিনই তো সাংসারিক সুখশান্তির শ্রাদ্ধ তর্পণ শেষ করিয়াছ। তবুও যদি চাও, তবেই চাবুক খাইবে।

২০

অশান্তি ও উদ্বেগে নিজেকে ভুগিতে দাও কেন ? যে সব ঝঞ্ঝাট আছে, উহা তো থাকিবেই। কিন্তু তাহাতে উদ্বিগ্ন হইলে সারা জীবনই যে উদ্বিগ্ন থাকিতে হয়। রেলের গাড়িতে যখন বহু যাত্রীদের ভীড় হয়, হায় হায় করিয়া কেহ চলন্ত গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়ে না ; উহারই মধ্যে যতটুকু আয়েস

করা সম্ভব, সেইভাবে নিজের জন্য স্থান করিয়া লইতে হয়। বহু দূর যাইতে হইবে, উদ্বিগ্ন হইলে চলিবে কেন?

২১

সংসার যাহা, তাহাই স্বরূপে তোমার নিকট প্রকট হইতেছে; ইহা নূতন কিছু নহে। এ সব সহিতেই হইবে; ইহার বাহ্যিক প্রতিকার বড় কিছু নাই। চেষ্টা ও যত্ন পর্যন্তই তোমার কর্তব্যের সীমা। উহাতে না হইলে তোমার তে কি?

*　　*　　*　　*

ভোগের অবসান দেহ থাকিতে হইবে কিরূপে? দেহাত্মবুদ্ধি থাকিতে ভোগের অবসান হয় না। চাকরীর চেষ্টা কর, চেষ্টা ব্যতীত আর উপায় কি? মেয়ে কয়টির আহার যোগাইবার ক্ষমতা তোমার নাই বলিয়া প্রাণে লাগে -কিন্তু আমি জানি সে ক্ষমতা কাহারও নাই। যাউক, ও কথা বলিয়া তোমার দুঃখ বাড়াইব না। তুমি সৎ ও সরল ভাবে অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় াক, শীঘ্রই সুবিধা হইবে। ধৈর্য চাই ও যে কোনো পরিশ্রমে রাজী ওয়া চাই।

২২

খুব সহজ সরল ভাবে ঘড়ীর কাঁটার মত জীবনটি বহিয়া যাইবে—ইহা এখনও সম্ভব নয়। প্রকৃতি রাণীর নিজ রাজ্যে আমরা কি দেখিতে পাই? প্রত্যহ নিয়মিত সূর্য উঠিয়া জগতে আলো বিস্তার করা, পরে যথাসময় পশ্চিমে লিয়া পড়া, যদি ইহাই প্রকৃতির একমাত্র নিয়ম হইত, তবে বোধ হয় এই জগতের অর্ধেক বৈচিত্র্য লুপ্ত হইয়া যাইত। ঝড় ঝঞ্ঝা আছে বলিয়াই সংসারের নিত্য নূতনত্ব বজায় আছে।

মানুষের জীবনেও এই প্রকার ঝড় ঝঞ্ঝা থাকিতেই হইবে। সূর্য যেমন সহস্র বৃষ্টি ধারাতেও নিজকার্য বিস্মৃত না হইয়া ঘড়ীর কাঁটায় কাঁটায় আপন প্রভা বিস্তার করিয়া নির্দিষ্ট পথ চলিয়া যায়, মানুষকেও সেইরূপ সহস্র ঝঞ্ঝাটে নিজ কর্তব্য বজায় রাখিয়া চলিতেই হইবে।

ঘুষের প্রলোভন হইতে নিজেকে বাঁচাইতে হইবে। তোমার স্ত্রী ও সন্তান এমন কিছু আপন নয়, যাহাদের জন্য তুমি নিজেকে বিসর্জন দিতে পার। মমতার বশে কর্তব্য-পথভ্রষ্ট হইলেই পরীক্ষায় ফেল হইলে। নিজকে অনেকখানি

উপরে তুলিয়া ধরিয়া এখন অমন করিয়া আছাড় দিও না। সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা পর্যন্তই তোমার কর্তব্যের শেষ। চেষ্টা সত্ত্বেও যদি আশ্রিতজনকে উপবাস করিতে হয়, সেজন্য তুমি দায়ী নয়।

চরিত্রই ধর্মের ভিত্তি। সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ইষ্টের চরণে নিবেদন করিয়া দিতে হইবে। তবেই যথার্থ শক্তি লাভ হইবে। নিজেকে ঠাকুরের পূজার ফুলের মত সম্মানের সঙ্গে দেখিবে।

ভাবিয়া কোনো লাভ নাই। এভাবে তোমার ঋণ শোধ হইবে না। সং ভাবে চেষ্টা করিয়া যাও। না হয়, তাহাতে তোমার কি? সমস্ত সংসার ডুবিয়া যাক, পৃথিবী ধ্বংস হোক, তাহাতে তোমার কি আসে যায়?

নিজের জীবনকে যে পথে চলিবার জন্য চিহ্নিত করিয়া লইয়াছ,—চন্দ্র সূর্যের মত নিজের নির্দিষ্ট পথ হইতে কোন প্রকার ঝড় ঝঞ্ঝায় বিচলিত হইও না।

বৈষয়িক যে চাকরীর কর্তব্য তোমার জন্য নির্দিষ্ট আছে, কেবল মাত্র ঐ কর্তব্যটুকু সম্পন্ন করিবার সময় ব্যতীত, বিষয় যেন আর কোনো সময় তোমার খোঁজ না পায়।

## ২৩

সংসারের রোগ শোক ও অর্থাভাব সর্বদাই এ তিনটি মানুষকে স্ব স্ব ভোগে প্রবৃত্ত করায়। ইহা না থাকাই বিচিত্র।

আসক্তির খোটা যথা সম্ভব আলগা করিয়া না দিলে আর এই ভোগের হাত হইতে এড়াইবার যো নাই।

## ২৪

সংসারের ২০।২২টি লোকের মধ্যে মাত্র ৩টি অসুস্থ শুনিয়া তোমাকে ভাগ্যবান মনে করিতেছি। যত সংসার দেখিতেছি, সব সংসারেই যদি অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ লোক শুইযা না থাকে তবে আর সেটা সং হইবে কেন? সবখানিই তাহা হইলে সার হইযা যায়। রোগ শোক দুঃখ আর অভাব— ইহা লইয়াই মানুষের কারবার। এই গুলিই সংসারের নিত্য ঘটনা। এ গুলির জন্য মনে নালিশ আনা কখনও উচিত নয়। তবে, এই সং নিত্য ঘটনায় যদি চিত্তকে বিচলিত করে, তবেই বুঝিতে হইবে আমি অসুস্থ। এই অসুস্থতা দূর করিবার জন্যই ভগবান, রোগ শোক দূর করিবার জন্য নয়।

২৫

একজন আর একজনের ভার দিতে পারে না; ভগবানের দরবারে প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্ম বুদ্ধি অনুসারে ফল ভোগ করিয়া থাকে। সে রাজ্যে তোমার সঙ্গে তোমার স্ত্রী বা পুত্রকন্যার বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নাই। যুধিষ্ঠির যেমন স্ত্রীকে ঘটিবাটির মত বাঁধা রাখিয়া পাশা খেলিয়াছিলেন, তোমার সেইরূপ প্রতি হওয়া বোকামী।

নিজের ক্ষমতা অনুসারে স্ত্রীপুত্রের যথেষ্ট সেবা করিতে চেষ্টা করা পর্যন্তই তোমার কর্তব্য। উহার ফলে স্ত্রীপুত্রের দুঃখ ঘুচিল কি না, উহা দেখা তোমার কর্তব্য নয়—তাহাদের ভাগ্য। মায়া বড় সুন্দর জিনিষ। কিন্তু মোহ বড়ই কুৎসিত পদার্থ।

২৬

তোমার পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম। ছেলেটি ভাল সময়েই জন্মিয়াছে। কিন্তু মেয়ে বিবাহ দিয়া যখন যুবতী কন্যা গর্ভবতী হওয়ার গুপ্ত আশঙ্কা জাগে ঐ সময়ে মায়ের গর্ভবতী হওয়া ও সন্তান প্রসব করা একটু লজ্জাকর হইতে পারে। এ সময়ে সংযম অভ্যাস করাই স্বামীস্ত্রীর অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তোমার ও চারুর বয়স হিসাব করিলে, তোমরাও একান্ত ছেলে মানুষ। সংসারে এ এক বিচিত্র রহস্য।

২৭

স্ত্রীর যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হইয়াছ জানিয়া বড়ই দুঃখ পাইলাম। কেবল অশিক্ষা ও কুশিক্ষাই তোমার পত্নীর প্রধান ত্রুটি, নতুবা মন্দ ছিল না। ইহার প্রতিকার সম্পূর্ণ গম্ভীর ভাবে অগ্রাহ্য করিয়া চলা, এবং কোন কথারই প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়া থাকা। কিন্তু তুমি তাহা পার বলিয়া আমার জানা নাই।

২৮

যোগেশ, এই পৃথিবীর সমস্ত বিষয়েরই একটা মাত্রা আছে। এমন কি ধর্ম সাধনারও একটা মাত্রা আছে। গরু যেমন খোটায় পোতা, চারিদিক ঘুরিয়া মনের আনন্দে ঘাস খায়; কিন্তু দড়ি ছিঁড়িয়া দৌড় দিলেই ডাণ্ডার আঘাত খাইতে হয়। আমরাও যতক্ষণ মাত্রা ঠিক রাখি, ততক্ষণই সব সুন্দর। মাত্রা ছাড়াইলেই প্রকৃতি দেবী উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

সংসার ততক্ষণই সুন্দর, যতক্ষণ ভগবান সংসারের কর্তা থাকেন, যতক্ষণ অতিরিক্ত কাম-লোভ ইত্যাদির বশীভূত না হইয়া যথাযোগ্য কাম ও যথাযোগ্য অর্থলোভ থাকে। এই মাত্রা ছাড়াইলেই সে সংসারী একটা হতভাগা।

একবার ছুটি লইয়া দারুণ ব্যাধির হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াও আজ পর্যন্ত বারো শত টাকার শোক ভুলিতে পার নাই। এবার অন্ধ হইতে বসিয়াছ কিন্তু টাকার ক্ষতি হইবে বলিয়া ছুটি নিতে চাও না। তোমরাই আবার ধর্মলাভ করিবার আশা কর, আশ্চর্য বটে! তোমার পত্নী সারাজীবন খাইয়া থাকিতে পারে, এ টাকা তুমি তাহাকে দিয়াছ। ছেলেরা রোজগার না করিয়া সারা জীবন বসিয়া খাইতে পারে, এরূপ টাকা কেবল মাত্র আহাম্মক বাপেরাই রাখিয়া যায়। তুমি কি এখন সেই আহাম্মক সাজিবে?

তোমাদের ভিতরের কথা সব তোমার চেয়েও ভাল জানি, লিখিয়াছ। যথার্থই তাহা জানি। এবং তাহা জানি বলিয়াই তোমাকে এই দারুণ অর্থলোভে ও সংসারের অযথা মায়ায় দেহ নষ্ট করিতে নিষেধ করিতেছি। ঠাকুর তোমাকে স্বাস্থ্যকর বুদ্ধি দিন।

২৯

সংসারে দুঃখ, শোক ও অর্থাভাবে প্রায় সকলকেই ভুগিতে হয়। ভোগ শেষ করার জন্যই সংসার। প্রত্যহ নিয়মিত সাধন করিলে এই ভোগগুলি সহ্য করার ক্ষমতা জন্মে, কিছুতেই বিচলিত করিতে পারে না। কেবল ভগবানের কৃপা এবং নিজের বাহুবল এই দুটির উপরেই নির্ভর রাখিবে। ছেলেদের উপর কিছুমাত্র আস্থা রাখিও না।

৩০

সংসারের দরুন যদি উদ্বেগই রহিয়া গেল তবে আর কি লাভ হইল? উদ্বেগের কারণ সর্বদাই থাকিবে অথচ তোমাকে সে উদ্বেগ কিছুমাত্র স্পর্শ করিবে না, ইহাই তো সাধন—ইহারই নাম সংসারের তপস্যা। উদ্বেগ দূর হইয়া নিশ্চিন্ত হওয়ার মধ্যে তোমার সাধনার অভিব্যক্তি কোথায়? হাসিমুখে ঝঞ্ঝাট পূর্ণ সংসারে বিচরণ করিতে হইবে। যেমন হইবে তেমন ভাবেই চলিতে হইবে। ইহাই দ্রুত সংসার ক্ষয়ের একমাত্র উপায়।

৩১

অদ্বৈতের অকৃতকার্যতাকে উপলক্ষ করিয়া তোমার মন যে হতাশায়

কাতর হইয়া পড়িয়াছে, তোমাকে উহা ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। তুমি সংসারের যে বিবরণ দিয়াছ, প্রায় ঘরে ঘরেই ঐ রূপ। এ জন্য চেষ্টা করা পর্যন্তই তোমার কর্তব্য ; এবং ফল না হইলে দুঃখ সহ্য করা এবং সুফল হইলে আনন্দ করা, ইহাই জীবধর্ম।

* * * *

সংসার এইরূপই। ভোগ অনুসারে ব্যবস্থা ও যোগাযোগ হইবে। নামে এইসব সহ্য করার ক্ষমতা জন্মে।

৩২

তোমার চাকরী হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। কার্যশূন্য জীবন বড়ই দুঃখজনক কলঙ্কজনক ও আলসেমি চিন্তার আশ্রয়স্থল। আগে থেকে পত্নীকে সংসারকে সেবা কর, আসক্তি কমাইয়া। পরে ভগবানকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে। তিনি অল্পে সন্তুষ্ট হন ; কিন্তু সংসার তাহা হয় না। * * *

নিত্য নিয়মিত ভাবে আসনে বসিয়া সাধন করা ব্যতীত নামের কৃপা পাওয়া যায় না। নামের কৃপা না হইলে রস আস্বাদন হয় না।

৩৩

আমি ভবিষ্যৎ বলিব না। যাহারা মূর্খ তাহারাই ভবিষ্যৎ জানিতে চায় ও বলে। ভবিষ্যৎ জানার মত দুর্ভাগ্য তোমার যেন কখনও না হয়।

পাঁচ বছর পরে আমি পথের ভিখারী হইব, এ কথা যদি কেউ বলে, তবে পাঁচ বছর পূর্ব হইতেই শয্যাশায়ী হইতে হয়। পাঁচ বছর পরে দশহাজার টাকা পাইব এ কথা যদি কেউ বলে, তবে সেই আহ্লাদে এখন হইতেই সব কাজকর্ম ছাড়িয়া গোঁফে তা দিতে আরম্ভ করিবে ; ফলে উপবাস।

প্রত্যহ যাহারা নিয়মিত ভাবে সাধন না করে, তাহাদের আবদারের কোন মূল্য নাই। সংসার মাত্র দুই চারিদিনের জন্য। যতদিন দুর্ভোগ আছে, ততদিন সংসার করিতেই হইবে। ভোগ শেষে যাঁহার নিকট যাইতে হইবে, তিনিই বান্ধব।

সুখ দুঃখ যাহাতে নিজের অন্তরে না লাগে, সেইরূপ হইতে চেষ্টা কর। সংসারে কখনও সুখ নাই, কাহারও হয় না।

৩৪

তুমি নিজে যদি অপর্যাপ্ত পরিশ্রম হইতে নিবৃত্ত না হও, তবে কাহারও সাধ্য

নাই তোমাকে নিবৃত্ত করে। যতই মনে করিবে, আর দুইটা মাস পরে আলগা হইতে পারিব, ততই এই দুই মাসের মেয়াদ ক্রমশ বাড়িতে থাকিবে।

মেয়ে বিবাহের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা তো করিতেছ। চেষ্টা করাই তোমা কার্য, ফলদাতা ভগবান। অত উতলা হইও না, সময় হইলে বিবাহ হইয়া যাইবে। * * * * বিবাহের ব্যাপারে তুমি অতটা অস্থির হইয়া শরীর ও মন খারাপ করিও না।

ঠাকুর তোমার সংসারের কার্য হইতে তোমাকে নিরালা করুন, এই আশীর্বাদ করি।

৩৫

তোমার পত্নী অপব্যয়ী এবং তাহারই নিকট দেখিয়া শিখিয়া তোমার ছেলেরা অপব্যয়ী। এতদিন চাকরী করিয়া তোমার যে টাকা Reserve Fund-এ জমা হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই দেখিয়া আমি বড়ই খেদ অনুভব করি। তাহার কারণ এই যে, তোমরা ভবিষ্যৎ চোখে দেখিতে পাও না বলিয়া বেশ নিশ্চিন্ত আছ ; আর আমি সেটা দেখিতে পাই বলিয়া তোমাদের অর্থহীনতার জন্য ব্যথা অনুভব করি।

* * * * কিন্তু আমার একান্ত অনুরোধ, ছেলেদের হাতে টাকা দিয়া তোমরা বাপ-মা হইয়া তাহাদের ও তোমাদের উভয়েরই সর্বনাশ করিও না।

৩৬

সন্তোষের জন্য নিজের অদৃষ্টকে কেন ধিক্কার দিয়াছ, বুঝিলাম না। সন্তোষের সঙ্গে তোমার অদৃষ্টের কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই। সন্তোষ খুব একটা বড় চাকুরীয়া হইলেও তোমার অদৃষ্ট যে বেশি কিছু লাভবান হইত, তাহা নয়। তোমার কর্তব্য সন্তোষের জন্য চেষ্টা করা ; যদি কিছু হয়, তোমার মন তৃপ্ত হইবে—পুত্রের প্রতি তোমার কর্তব্য করা হইবে। না যদি হয়, সেটা সন্তোষের অদৃষ্টের দোষ।

গোঁসাই-আশ্রিতগণের কখনও নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে নাই। খুব সৌভাগ্যশালী না হইলে তাঁহার আশ্রয় পাইতে না।

৩৭

সংসারে পদে পদে এইরূপ ব্যবহার পাইবে। এইরূপ ব্যবহার পাইয়াও তোমাকে সকলের সঙ্গে সর্বদা সৎ ব্যবহার করিতে হইবে ; আত্মীয় স্বজনের

উপকার করিতে হইবে। নহিলে তুমি মনুষ্য-পদবাচ্য নহ। নিজ সাধ্য অনুসারে লোকের উপকার করিতে হইবে। এবং সে জন্য অপনিন্দা পুরস্কার গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই মানুষের দস্তুর।

এত কাতর ভাবে কেন চিঠি লিখিয়াছ? বাঁচিয়া থাকা বা মরিয়া যাওয়া, এ দুইটার একটা দ্বারাও নিজের কর্ম বা ভোগ নিয়ন্ত্রিত হয় না। সুতরাং উহাতে লাভ বা লোকসান নাই।

শান্ত মনে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করা, নিয়মিত আহার, বিহার, নিদ্রা ও সাধন প্রাত্যহিক নির্বাহ করা; ইহা দ্বারাই নিজের দুঃখ সুখ নিয়ন্ত্রিত হয়। আমি তো রহিয়াছিই।

৩৮

যতই বিপদ আসুক, মনকে ধীর স্থির রাখিতে চেষ্টা ও অভ্যাসের এই তো যোগ্য সময়। শিক্ষা কর—শিক্ষা কর। নিজের সামর্থ্যে যতটুকু কুলায়, ততটুকু পর্যন্ত করিতে পারাই তোমার কর্তব্য।

এ ক্ষেত্রে বিপুল অর্থশালীর যাহা কর্তব্য হইত, তোমার কর্তব্য তাহা নয়। এ ক্ষেত্রে দীন দরিদ্র ব্যক্তির যাহা কর্তব্য হইত, তোমার কর্তব্য তাহাও নয়।

যেমন তুমি—তোমার কর্তব্য তাই। শান্তভাবে ভগবানের কৃপার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া বিচার পূর্বক কাজ করিয়া যাও।

৩৯

তোমার অপরাধ আমি কিছুতেই ক্ষমা করিব না, জানিবে। সুতরাং ভাল মেয়ের মত, 'দুঃখিত হইবেন না, অপরাধ ক্ষমা করিবেন'—ইত্যাদি লেখা বৃথা। যে পর্যন্ত না সাংসারিক সমস্ত বাসনা তোমার চরিতার্থ হয়, যে পর্যন্ত না তুমি স্পষ্ট বুঝিতে পার যে এই পৃথিবীর যাহা কিছু সুখ, যাহা কিছু শান্তি সমস্তই মাত্র একজনের কৃপাতেই ঘটিতেছে—তোমার নিজের যত কিছু চেষ্টা, যত কিছু কৌশল, যত কিছু বাহাদুরি সমস্তই ছেলেমি, উহার কিছুই সেই একজনের নিকট অজ্ঞাত নাই; যে পর্যন্ত না তুমি সেই একজনকেই সর্ববিষয়ের মূলাধার জানিয়া তাঁহাতে চিত্ত সমাধান করিতে প্রস্তুত না হও, সে পর্যন্ত আমার নিকট তোমার বিন্দুমাত্র ক্ষমা নাই। দুঃখের দিনে সকলেই তো দুঃখ-হরণের শরণাপন্ন হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ সুখের

মধ্যে সেই সুখময়ের চরণে নিজেকে লুটাইয়া দিতে পারে, সে ব্যক্তিই যথার্থ সুখ পাইবার যোগ্য। তুমি পাছে তোমার যোগ্যতা হারাইয়া ফেল, আমার সর্বদা কেবল সেই ভয়। তোমার উপর আমার যোগেশের ভবিষ্যৎ এবং সেই সঙ্গে তোমার নিজের ও সন্তানদের ভবিষ্যৎ কতখানি নির্ভর করে, সর্বদা যেন তাহা তোমার মনে থাকে। নামে তোমার চিত্ত সমাহিত হোক—এই আশীর্বাদ করি।

দূর হোক,—চিঠিটা যে ভাবে ফাঁদিয়াছি এই ভাবে আর কয়েক লাইন লিখিলে ভয়ে বোধ হয় তোর চোখে জল আসবে। না মা; ও সব বাজে কথায় কাজ নাই। তোদের দেখিবার জন্য আমার মন কেমন করে, আমার বুকের মধ্যে পোড়ায়, তাই যত সব বাজে কথা মনে আসে।

৪০

তুমি যাহা লিখিয়াছ ইহা আমি সমস্তই পূর্ব হইতে জানি। সংসার সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত ছেলেদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিজেরা সম্পূর্ণ আলগা হইতে না পারিলে এরূপ ভোগ ভুগিতেই হইবে। এ কথা আমি পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছিলাম। উপদেশ বলা সহজ, কিন্তু করা বড় কঠিন। সুতরাং তুমি আবার যদি এমন চাকরীর সন্ধান করিয়া লও, তবে মনে দুঃখ পাইব বটে কিন্তু অসম্ভব বা অন্যায় মনে করিব না। সংসারে এইরূপই হইয়া থাকে। সংসারের ঊর্ধ্বে নিজেকে তুলিয়া ধরা বহু ভাগ্যের কথা।

৪১

তোমার বেদনাপূর্ণ চিঠি পড়িয়া বড় ব্যথা পাইলাম। কিন্তু তুমি তো সংসার করিবার জন্য এবার পৃথিবীতে আস নাই। কাজেই ভগবান তোমাকে সাংসারিক সুখ বিন্দুমাত্র দিলেন না। * * * কিন্তু শরীরের উপর যথাযোগ্য দৃষ্টি রাখা বিশেষ কর্তব্য জানিও। তোমার দেহ ও চিত্ত ঠাকুরে উৎসর্গীকৃত তাঁহার দেহ তোমাকে সযতনে রক্ষা করিতে হইবে।

৪২

কোন বোঝাকেই বোঝা মনে করিও না। জানিয়া রাখ, ইহা তাঁহার দান, যিনি তোমাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন।

যাঁহারা বেশ্যার প্রেমে মুগ্ধ হয়, তাহাদের সর্বদাই বেশ্যার লাথি ও ঝাঁটা খাইতে হয়। অথচ উহাতেও তাহাদের কত আনন্দ। ঐ লাথি ঝাঁটাকে

তাহারা পুষ্পবর্ষণের মত তৃপ্তিদায়ক মনে করে। ইহা প্রণয়ের যথার্থ লক্ষণ। ভগবানের দেওয়া যে কোন দুঃখ এইরূপ আনন্দের সঙ্গে বহন করিতে হইবে। তবে তো তাঁহার প্রেম লাভ করিবে।

* * * তোমাকে জোর করিয়া ভগবানের সিংহাসনের দিকে টানিয়া লইতেছে। সাংসারিক সুখ বলিয়া যে একটা মোহে ত্রিজগৎ আচ্ছন্ন, তাহা আর তোমাকে মুগ্ধ করিতে পারিবে না। তুমি সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসী। যে টুকু দুঃখ পাও সে কেবল এখনও সংসারে সুখাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই বলিয়া।

দিনরাত সাধন ভজন লইয়া জীবন যাপন করার মত অবস্থা এখনও তোমার হয় নাই বলিয়াই তুমি সংসারী। কর্ম করিয়া তোমাকে এই বাধাটুকু সরাইয়া ফেলিতে হইবে। যখন তুমি সংসার ছাড়িবার যোগ্য হইবে তখন দেখিবে—তোমাকে বাধা দিতে আর কিছু নাই। মা নাই, ভাই নাই, স্ত্রী নাই—কেহ নাই। তোমার এখনকার দুঃখ কালে সোনা হইয়া ফলিবে।

দেহে জীবিত গুরুদেবের ছবি কখনও আসনে বসাইতে নাই। উহা টানাইয়া রাখিতে পার ; সময় সময় মালা ও চন্দন দিয়া সাজাইতে পার। আর কিছু নয়। প্রত্যহ নহে।

৪৩

সাংসারিক সুখ তোমার অদৃষ্টে নাই। কিন্তু সে জন্য দুঃখ না করিয়া ভগবানের কৃপা মনে করিবে। স্ত্রী পুত্র লইয়া সুখ যে কিছুই নয়, আরও পরম ও চরম সুখ মানুষের ভাগ্যে আছে, তাহা তুমি যেন শীঘ্রই জানিতে পার, এই আশীর্বাদ করি।

৪৪

তোমাদের এই উপর্যুপরি দুর্দৈব ও অসুস্থতার জন্য দুঃখিত হইয়াছি। সংসারে এইরূপ ঝঞ্ঝাট ঝড়ের ঝাপ টার মত আসিবেই। এ জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সময়ে সব বিপদই কাটিয়া যায়।

৪৫

শুনিয়া ক্লেশ পাইবে, গত মঙ্গলবার ভোরে ইন্দুর পত্নী প্রভার কাশী প্রাপ্তি হইয়াছে। * * * চারিটি শিশু লইয়া ইন্দু এখন বড় বিপদগ্রস্ত। বিবাহ

করিলে বউ মরিবার আশঙ্কাও বড় একটা কম নয়। অনাসক্ত না হইতে পারিলে পৃথিবীতে আর সুখের আশা নাই।

৪৬

ভগবান যে অবস্থায় রাখেন তাহাতেই সন্তুষ্টচিত্তে থাকিতে হয়। ইহার পর কি হইবে—সে ভাবনা অবিশ্বাসীর লক্ষণ। নিজে শুধু চেষ্টা করা যায় কিন্তু তিনি ফলদাতা। সর্বাবস্থায় নামকে সহায় করিয়া অবস্থিতি কর, নামই তোমাকে সর্বদা রক্ষা করিবেন। সংসার বলিয়া অস্থির হও কেন? তোমার কোনো সংসারই নাই। নাম কর, হাতের কাছে যে কর্তব্য কাজ আসে তাহা করিয়া যাও এবং আনন্দে থাক।

৪৭

দুঃখ কষ্ট শুধু তোমার নয়, সংসার জোড়া সর্বত্রই ঐ এক কথা। সংসারের নিষ্পেষণ হইতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় নিত্যসাধনশীল হওয়া। নিত্যসাধনশীল হইলে ভিতরে যে শক্তি লাভ হয় কেবল মাত্র তাহা দ্বারাই দুঃখ কষ্টকে জয় করা যাইতে পারে।

৪৮

তুমি সংসার লইয়া বেশ ব্যস্ত আছ জানিলাম। স্বামী পুত্রের সেবাই ধর্মের প্রধান অঙ্গ। সংসারে কাজ বেশী হইলে পূজার ক্রটী হয় না। নিঃস্বার্থভাবে সংসার করাও পূজার অঙ্গ।

৪৯

স্বামী নারায়ণ, পুত্র গোপাল এবং কন্যা গৌরী—এই ভাবটি বজায় রাখিয়া যদি সংসারের সেবা করিতে পার, তবে ঐ হাতা-বেড়ি-নাড়া ও ছেলে-মেয়ের যথাযোগ্য যত্ন করাই ধর্মলাভের উপায় জানিও। ভগবৎ সেবা বুদ্ধিতে সংসার করিতে পারিলে ধ্যান-ধারণা যোগ দ্বারা যে বস্তু লাভ হয়, সংসার করিয়া তাহাই লাভ হইবে।

৫০

মা, সংসারে দুঃখকষ্ট যন্ত্রণা থাকিবেই; ঐ সব ভোগ ভুগিবার জন্যই তো সংসারে আসা। উহারই মধ্যে প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে ভগবানের চরণে চিত্তের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে। মন কখনও এক দিনে স্থির হয় না। মন স্থির করিবার জন্য প্রত্যহ নিয়মিত আসনে বসিয়া যতটুকু পার সাধনের

চেষ্টা করিতে হইবে। ঐরূপ চেষ্টা করিতে করিতে ধীরে ধীরে মন স্থির হইবে।

স্বামী পুত্রের সেবাই ভগবানের সেবা। আসনে বসিয়া নিয়মপূর্বক সাধন করাও ভগবানের সেবা। এই দুই কাজই তোমাকে পরিপাটি ভাবে সম্পাদন করিতে হইবে। তবে তো তুমি মা।

৫১

সংসার করিতে হইলে বীর হইতে হইবে। দিন রাত ঝড়-ঝাপটা সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

এই রূপ প্রস্তুত হইবার অবস্থা লাভ করিতে হইলে নিত্য নিয়মিত সাংসারিক কার্যের ন্যায় নিত্য নিয়মিত সাধন অবশ্যই করিতে হইবে। নহিলে হইবে না।

৫২

উদ্বেগ ঝঞ্ঝাট সংসারে থাকিবেই। উহারই মধ্যে যতটা সম্ভব সাধন করিতে হইবে। যেদিন তোমার সংসার ভোগ শেষ হইয়া যাইবে সেই দিন উদ্বেগ নষ্ট হইবে। সাধনে যত বেশী সময় দিতে পারিবে ততই চিত্তে শান্তি পাইবে।

আমার আশীর্বাদ প্রার্থনা করা নিরর্থক। আমি তো সর্বদাই আশীর্বাদ করি।

৫৩

তোমার চিঠিতে তোমার পরিবারস্থ সকলের অসুখের ফিরিস্তি পাইলাম। সংসার করিতে হইলে এইরূপ ফিরিস্তি মাঝে মাঝে প্রস্তুত করিতে হইবে। সেইজন্য দুঃখ হইতে পারে কিন্তু ভীত হইও না।

৫৪

সংসারে লাগিয়া থাক, ধীরে ধীরে কর্ম শেষ হইয়া যাইবে। অভাবের সংসার বলিয়া এত জ্বালা বোধ করিতেছ। ইহা ভগবানের বিধান বলিয়া মাথা পাতিয়া লইতে হইবে।

৫৫

মনে দুঃখ করিয়া যখন কোনো লাভ নাই তখন অভাবের জন্য মন খারাপ না করিয়া স্থির থাকিতে চেষ্টা করাই বীরের কাজ। এইরূপেই মনকে কষ্ট-

সহিষ্ণু ও সংযমী করিতে হয়। যাহারা ধর্মকেই জীবনের ব্রত করিতে চায় সাংসারিক অভাব তাহাদের নিত্য সঙ্গী।

৫৬

অর্থের অভাব তোমার পূর্বে যাহা ছিল এখন অন্তত তাহা অপেক্ষা কম, সন্দেহ নাই। তথাপি ভাবিয়া দেখ, তোমার হাহাকার একটুও কমে নাই। সুতরাং অর্থ প্রাপ্তিই অর্থাভাব দূর করিবার একমাত্র উপায় নহে। নিজের প্রয়োজন কমাইতে হইবে এবং অপরের দুঃখ কমাইবার ইচ্ছা বা ভাববিলাসিতা দূর করিতে হইবে।

৫৭

তোমার সর্বদা যে একটা নিরাশ ভাব ও বিষণ্ণতা রহিয়াছে, শারীরিক অসুস্থতাই তাহার প্রধান কারণ। স্বাস্থ্য এবং অর্থ এই দুইটাই ইহকালের সুখের কারণ; কিন্তু ধর্ম ইহকাল ও পরকাল উভয় কালেরই সুখ-শান্তি। তোমার স্বাস্থ্য ও অর্থ নাই কিন্তু ধর্ম আছে। অতএব তোমার ভাবনা কি?

৫৮

এ দুঃখ মানব জীবনে স্বাভাবিক। মানুষকে দুইবার জীবনে এইরূপ দুঃখ পাইতে হয়। প্রথম—যখন কৈশোরের সবলতায় ঘা খাইয়া খাইয়া সংসারের ঘেরাটোপের মধ্যে প্রবেশ করে, দ্বিতীয়—যখন সংসার পুত্রের হাতে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়া ঘেরাটোপের পেছন দরজা দিয়া ঘা খাইতে খাইতে বাহির হয়। অর্থাৎ সংসার যখন ঘাড়ে লয়, তখন গত জীবনের জন্য দুঃখ; এবং যখন সংসার যুবক পুত্রের হাতে ছাড়িয়া দিয়া হাঁপানির টান টানিয়া কাশিতে কাশিতে দিন কাটায়, তখন গত সাংসারিক জীবনের জন্য দুঃখ।

সব কাজ—সব অভাব ও রোগ শোক—সমস্তই as a matter of course রূপে গ্রহণ করিতে অভ্যাস করা আবশ্যক। এ অভ্যাস খুব কঠিন অভ্যাস নয়। এবং মাঝে মাঝে পরমাত্মীয় যদি কেহ থাকে তাঁহার সঙ্গ করিতে হয়। ইহাও খুব কঠিন কিছু নয়।

রিপু দুইটি—জিহ্বা ও উপস্থ।

—গোঁসাইজী

## ষোল

## রিপু

১

রিপু যাহা ভিতরে গুপ্ত ভাবে আছে, উহা ক্রমশ প্রকাশ হইয়া তোমার নিকট ধরা পড়াই তো ভাল। গুপ্তভাবে থাকিলে কোনটা আছে, কোনটা নাই তাহা বুঝা যায় না। প্রকাশ হইলে, নিজের স্বভাবটি নিজের নিকট ধরা পড়ে ; এবং তদনুযায়ী সাবধান হওয়া যায়।

ধৈর্য ও কাতরতা, এ সময়ে এই দুইটিই একান্ত আবশ্যক। ধীরে অগ্রসর হও।

২

কাম ক্রোধের উত্তেজনা একটু তো বাড়িবেই। তৈলহীন প্রদীপ নিভিবার পূর্বে একবার দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবেই। ধীরে ধীরে অগ্রসর হও।

৩

নিজের বীভৎস মূর্তি তোমার মধ্যে আজই জন্মগ্রহণ করে নাই। চিরকালই ঐ রূপ এবং উহা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর রূপ ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এতকাল তুমি উহা আদৌ বুঝিতে পার নাই। নিশ্চিন্তমনে ঐ বীভৎস স্বরূপ লইয়া নির্বিবাদে বসবাস করিয়াছ।

আজ তোমার সঠিক রূপ তোমার নিকট আর আত্মগোপন করিয়া ভদ্রবেশে থাকিতে পারিলনা। তোমার জঘন্যতা তোমার নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তাইতো এত জ্বালা।

রোগ যখন ভিতর ছাড়িয়া বাহিরে ধরা পড়িয়াছে তখন জানিও রোগ আরাম,হইতে আর দেরী নাই।

এ সময় ধীরে, অতিধীরে ও সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে। জলে ডোবা মানুষ প্রাণ বাঁচাইবার জন্য যেমন সম্মুখস্থ ভাসমান কাঠের টুকরাকে প্রাণের

দায়ে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরে, চুবুনি খাইয়াও কিছুতেই অবলম্বন কাষ্ঠখণ্ড ছাড়িয়া দেয় না, ঠিক তেমনি ধারা নামকে জড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া থাক। তীরভূমি অতি নিকটে। সহস্র অবিশ্বাসেও নাম ও নিয়মিত বসা ছাড়িও না।

৪

যে পর্যন্ত সত্যে স্থিতি না হয়, পূর্ণ সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ না ঘটে, সে পর্যন্ত ঝগড়া ও তজ্জনিত যন্ত্রণার হাত হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি লাভ ঘটে না। পৃথিবীর কাহারও উপর কোন আশা না রাখিলে, নিজের মনোমত অন্যে হইবে এই দম্ভ না থাকিলে, ঝগড়া ও বিবাদ থাকে না। কেবলমাত্র গুরুতেই সমস্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষা পুঞ্জীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রীগুরুই যথার্থ হিতৈষী, কেননা তিনি চাওয়া অনুসারে কিছু দেননা ; যাহা যখন আবশ্যক, না চাহিলেও দেন।

৫

ক্রোধ হইলেই অন্তত তিন মিনিট নাম না করিয়া কোন কথার জবাব দিব না—এই অভ্যাস করিতে হইবে। প্রথম প্রথম হয়ত তিন মিনিট চুপ করিয়া থাকা সম্ভব হইবে না ; কিন্তু পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা উহা নিশ্চয়ই সফল হইবে।

ভগবান পরম করুণাময়—এ কথা নিশ্চিত জানিও। নিত্য নিয়মিত সাধন করিতে করিতে কাম নিশ্চয়ই কমিয়া যাইবে। ধৈর্য চাই।

লোভ কমিয়া যায় শুধু ভগবানের প্রসাদ ছাড়া আর সব খাওয়া ত্যাগ করিলে। রসগোল্লায় যাহার লোভ, সে যদি রসগোল্লা আনিয়া প্রথমে ঠাকুরকে ভোগ দিয়া পরে খাইবে বলিয়া নিয়ম করে, তবে আর সে লোভ থাকিবে না।

ক্রোধ, কাম, লোভ, অবিশ্বাস—এ সবই কমাইবার প্রধান উপায় নিত্য নিয়মিত সাধন। অন্য সব আনুষঙ্গিক উপায় মাত্র।

সাধন কর। স্খলন-পতন-ত্রুটি বিচারে এত মাথা ঘামাইও না। সাধন করিতে থাক।

৬

ক্রোধ দমনের উপায় ক্রোধ পড়িয়া গেলে যখন অনুশোচনা হয় তখন দৌড়াইয়া গিয়া যাহার উপর ক্রোধ হইয়াছিল তাহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা

াওয়া। সে বাড়ির চাকর হোক, স্ত্রী হোক বা পূজ্য অথবা স্নেহপাত্র হোক—
াবিচারে পায়ে ধরিতে হইবে। ইহা করিতে পারিলে অল্পদিনেই ক্রোধ চলিয়া
াইবে।

৭

ক্রোধ পড়িয়া গেলে যাহার উপর অযথা ক্রোধ হয় সরল ভাবে তাহার
াকট ক্ষমা চাহিবে। তবেই ধীরে ধীরে ক্রোধ কমিয়া যাইবে। সরল ভাবে
াজের দোষ স্বীকার করাই উক্ত দোষের হাত হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র
পায়। নিয়মিত সাধন করিতে কখনো বিরত থাকিও না।

সংসারে অসুবিধা দেখিয়া উহাতে বিরক্তি বোধ করা কাপুরুষের কার্য।
াধন দ্বারা সংসারকে জয় করিতে হইবে। সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে দূর
রিতে হইবে।

৮

দুর্বল শরীরে কামের আক্রমণ স্বাভাবিক। ঠিক জ্বরের মত এই অত্যাচারও
ড়িয়া পড়িয়া সহিতে হইবে। শুধু মনের উপর দিয়াই যদি উহার আক্রমণ
াষ হইয়া যায়, কোনো ক্ষতি নাই। কোনো রিপুই স্থায়ী ভাবে তোমার
নের উপর আসন পাতিতে পারিবে না, তা সে যতই টানাটানি করুক।
িন্তু তোমার দেহের উপরে না অত্যাচার করে, এই কেবল ভয়। শরীরের
ই অবস্থায় যদি কোনরূপে বীর্যপাত হয়, শরীর উহাতে বড়ই খারাপ
ইবে। সুতরাং দেহকে সংযত রাখিতে চেষ্টা করিবে,—মন গোল্লায়
াক।

যেমন তোমার হাত পা ও তুমি একজন নও, সেইপ্রকার তোমার মন
। তুমি একজন নও। অর্থাৎ মনটাই তুমি ইহা মনে করিয়া কষ্ট পাইও না।
নে পাপ চিন্তা আসিলে যে কষ্ট পাও, উহা ভাল, কিন্তু মনে পাপ চিন্তা
াসিলেই তোমাতে পাপ চিন্তা আসিল, ইহা ভাবিয়া কষ্টের মাত্রা বাড়াইয়া
ুলিবার আবশ্যক নাই। মন যখন কু ভাবে তখন তুমি মনের সঙ্গে নিজে
মিশিয়া গিয়া সেই কুভাবনায় যোগ দিও না; মন হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া
নের বাঁদরামি দর্শন করিতে চেষ্টা করিবে। শুধু অভ্যাস দ্বারা ক্রমে ক্রমে মন
ও তুমি যে পৃথক দুইজন, ইহা জ্ঞান হইবে। দুই চারিদিনের অভ্যাসে এ
বিদ্যা লাভ হয়।

* * * * * দুর্বল শরীরে কাম ও ক্রোধের উত্তেজনা খুব বেশী হয়। মনের এই উত্তেজনার সঙ্গে নিজে যোগ না দিয়া একটু দূরে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিও।

৯

কাম দমনের জন্য নিয়মিত সাধন ও সদাচার অবলম্বন করিতে হইবে। যাহা প্রকৃতির মধ্যে রহিয়াছে, তাহাকে জোর করিয়া দূর করিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। মানুষের সাধ্য কেবল চেষ্টা করা মাত্র। চেষ্টা করিয়া না পারিলে পাপ হয় না। কিন্তু আত্মাকে মলিন করিয়া সাধন পথের বিঘ্ন জন্মায় সন্দেহ নাই। এইজন্য প্রতি পদে অতিশয় সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে হইবে। যাহার পুরুষকারে অদম্য বিশ্বাস ও ভগবৎ কৃপার অবিচলিত আস্থা আছে, তিনিই জীবনযুদ্ধে জয়মালা পাইবার যোগ্য।

১০

দুধ ঘী খাইলে কাম বাড়ে এ কথা সত্য নহে। অবশ্য অতিশয় খাইলে নিশ্চয়ই অপকারী হয়। একটা লোকের পক্ষে প্রত্যহ এক ছটাক ঘী ও তিন পোয়া দুগ্ধ সাত্ত্বিক আহার সন্দেহ নাই।

১১

রিপুর উত্তেজনা তো হইবেই। সম্পূর্ণ সমতা না হওয়া পর্যন্ত মাঝে মাঝে বড়ই বিরক্ত করিবে। সেজন্য ভাবিয়া লাভ নাই। নির্জন ভজন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যদি ৬ ঘণ্টা জোটে, তবে তাহাকেই খুব ভাগ্যবান সাধক বলিয়া জানিবে। বাকী সময় ঐ ৬ ঘণ্টা নির্জন পাইবার জন্য মজুরী দিতে হইবে। মধ্যম সাধক তিন ঘণ্টা যদি নির্জন পায়, ২১ ঘণ্টা খাটিয়া, তবেই সেই ভাগ্যবান।

নির্জন সাধনার অবসর উপার্জন করিতে হয়, উহা পাওয়া যায় না।

১২

তোমার একগুঁয়েমি, ক্রোধ, বুদ্ধির ত্রুটি ইত্যাদি যাহা কিছু দোষ আছে উহা যে তুমি নিজেই বুঝিতে পার—এইটিই তোমার দোষ সারিবার প্রধান লক্ষণ। উহা যাইবে, অধৈর্য হইও না। তোমার ঐ সব দোষগুলি তোমার স্বভাবের দোষ নয়, শরীরের দোষ। অতি অল্পেও তোমার রক্ত গরম হয়। যদি উহা তোমার স্বভাবের দোষ হইত, তবে দোষ বলিয়া নিজে বুঝিতে পারিতে না। নিয়মিত আহারের মত নিয়মিত সাধন করিলে ধীরে ধীরে উহা কমিয়া আসিবে।

স্ত্রীলোক দেখিয়া কাম হওয়া তোমার মত যুবকের বয়সের ধর্ম। মায়ের আসনে বসাইয়া কাম যাক না যাক, মায়ের আসনেই বসাইয়া রাখিতে মনে মনে চেষ্টা করিতে হইবে। উহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত দেল খুলিয়া অকপটে গোপনে আমাকে বলা। এইরূপ দুইচারিবার আমাকে বলিয়া ফেলিতে পারিলেই কাম দূর হইবে।

প্রাত্যহিক নিয়মিত সাধন এবং মনে কুভাব আসিলেই উহা যথাযথ অকপটে গুরুকে নিবেদন—এই দুইটি উপায় দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন করিলে তোমার সমস্ত অনর্থ নিবৃত্তি হইবে।

১৩

তুমি কোনরূপ দারুণ লোভী নহ। নিজকে অযথা ক্লেশ দিও না। যাহা তোমার পক্ষে প্রয়োজন তাহাই হইয়া যাইতেছে। ইন্দ্রিয়ের বাধা সাধককে ক্রমশ পূর্ণের দিকেই লইয়া যায়। বেগবতী নদীকে বাঁধ দিতে গেলে তাহার বেগ যেমন চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায়, ইন্দ্রিয়ের বাধায় সাধকের সাধন শক্তিও তেমনি চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায়।

১৪

প্রাণের শান্তি অনেকটা * * * নষ্ট হইয়া যাওয়ায় ক্রোধ বাড়িয়াছে। নহিলে যথার্থই তুমি শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট। যখন নিজের কাছে উহা ধরা পড়িযাছে তখন আর বেশীদিন টিকিতে পারিবে না। একটা সাধনের আমেজ আসিলেই উহা পালাইবে। তথাপি সর্বদা alert থাকিবে।

১৫

কামের জন্য ভাবনা কি? কামকে অযথা কেবল দমন করিবার দিকে মন দিও না। কেবল কিছুতেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে রমণ করিবে না, এইটুকু খেয়াল থাকিলেই হইল। ইহার মধ্যে যদি দুই একদিন স্বপ্নদোষ হইয়া যায়, তবেই অনেকটা রক্ষা পাইবে।

ধৈর্যই ধর্ম।

১৬

তুমি অতি অল্পে হতাশ্বাস হইয়া পড়। সংসারে নানা প্রকার দুঃখ কষ্ট ও অভাবের তাড়না সহিতে হয়। একটা নিয়ম করিয়া লইয়া দৈনিক জীবন পরিচালন করিও এবং সহজে সে নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ফেলিও না। তবেই ধীরে

ধীরে সমস্ত রিপু শমিত হইয়া আসিবে। শেষ রাত্রে উঠিয়া প্রাণায়াম ও নাম করিবে। প্রভাত হইলে সংসারের কাজ করিবে, পরে স্নানাহার করিয়া স্কুলে যাইবে। সন্ধ্যার সময় আবার কিছু সময় বসিবে। এইরূপ দুইবার বসার নিয়ম যদি প্রাণপণে ধরিয়া থাকিতে পার তবে ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়ের প্রখরতা নিশ্চয়ই কমিয়া যাইবে। ধৈর্য চাই। ইন্দ্রিয় সংযমের জন্য বাহিরের চেষ্টা না করিয়া যদি নিয়মিত সাধন করিতে চেষ্টা কর তবে প্রথম প্রথম তেমন কোনো উপকার না বুঝিলেও অতি অল্পদিনের মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ করিতে পারিবে। কোনো চিন্তা নাই। ভগবান তোমার কল্যাণ করিবেন।

১৭

কি করিলে বীর্যরক্ষা হইতে পারে সে সম্বন্ধে যথার্থ চেষ্টা ও উপায় তোমাকে আমি বহুবার বলিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তুমি আমার কথিত নিয়মকে সামান্য মনে করিয়া উহা অবলম্বন কর নাই। তুমি নিজে কোনো চেষ্টা করিবে না, কেবল স্ত্রীলোকের মত হাহুতাশ করিবে—আর আমি তোমার ইন্দ্রিয়সংযম ভানুমতীর বাজীর মত সংঘটন করিয়া দিব—এ প্রকার আশা ক্লীবলিঙ্গের পরিচায়ক। এতদিনে সাধন করিলে ইন্দ্রিয় সংযম না হইবার কোনও কারণ নাই। তুমি কিছুই কর না, কেবল হাহুতাশ করিয়া চিঠি লিখ—এজন্য বড়ই দুঃখ হয়। আমি যে চেষ্টা করিতে বলি তাহা না করিয়া অন্য বাহ্যিক উপায়ে কোনোই ফল হইবে না, জানিও।

পূর্ব জন্মে দেহ অশুদ্ধ থাকিলে এই প্রকার ইন্দ্রিয় অসংযত হয়। দেহ শুদ্ধ করিরার প্রধান উপায় পিতামাতাকে ভক্তি করা। কিন্তু পিতৃ-মাতৃ ভক্তি যদি যথার্থরূপে না হয়, উপবাস ইত্যাদি দ্বারা দেহকে শুদ্ধ করিলে উহা লাভ হইতে পারে। তুমি যদি নিম্নলিখিত উপায়ে একটি বৎসর চল এবং এই এক বৎসরের মধ্যে বীর্যহানি হইলেও সে জন্য কোনো প্রকার হাহুতাশ করিয়া সময় নষ্ট না কর, তবে এক বৎসর অন্তে নিশ্চয় ইন্দ্রিয় স্থির হইবে। একদিন যদি ইহার কোন নিয়ম ভঙ্গ হয় তবে উহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এক বৎসরে আরও তিন দিন বাড়িবে। এই নিয়ম এক বৎসর পূর্ণ হওয়া মাত্র তোমার কাম জয় হইবে।

(১) নিজের আসন, বসন, শয্যা এবং জলপাত্র কখনও অন্যকে ব্যবহার করিতে দিবে না। এবং অন্যের ঐ সমস্ত জিনিষ ব্যবহার করিবে না।

(২) গুরুভগ্নী ব্যতীত অন্য কোনো স্ত্রীলোকের হাতের রান্না খাইবে না। একাদশীর উপবাস করিবে এবং পূর্ণিমা অমাবস্যা নিশিতে খাইবে না।

(৩) নিবেদন না করিয়া সামান্য এক গ্লাস জলও খাইবে না। মাছ খাইলে উহাও নিবেদন করিয়া দিতে হইবে।

(৪) প্রত্যহ শেষ রাত্রে বা ভোরে উঠিয়া মুখ ধুইয়া বিছানায় বসিয়াই আধঘণ্টা প্রাণায়াম, পরে কুম্ভক এবং অন্তত আর আধ ঘণ্টা নাম করিতে হইবে।

(৫) শয়নের পূর্বে নিজের মাকে স্মরণ করিবে এবং নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিয়া দণ্ডবৎ করিবে এবং পরে শয়ন করিয়া ঘুম না আসা পর্যন্ত নাম করিবে। শ্লোক যথাঃ—

ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণত-ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

(৬) যখন খুব কাম বোধ করিবে, তবে ঠাণ্ডা জল দ্বারা সমস্ত লিঙ্গ ও পোতাটি বেশ উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিবে এবং কপাল ও দুই কানের পীঠ ও সমগ্র মুখ বেশ ভাল করিয়া ধুইবে।

(৭) কি দিন কি রাত্রি স্বপ্নদোষ হইয়াছে বলিয়া টের পাওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ উঠিয়া স্নান করিতে হইবে।

(৮) প্রত্যহ স্নানের পর মায়ের তর্পণ করিবে।

(৯) পিতার মুখে মুখে কখনও কোন কথার প্রতিবাদ করিবে না।

(১০) তুলসী পাতা ভাতে জলে বা অমনি খুব খাইবে।

এই দশটি নিয়ম এক বৎসর পালন করা চাই। নতুবা কেবল মেয়ে মানুষের মত কাঁদিলে কিছু হইবে না।

১৮

কাম জিনিষটা ঠিক শীত গ্রীষ্ম ঋতুর মত। কখনও বাড়ে, কখনও কমে; যখন চলিয়া যায়, তখন আর একটুও থাকে না। কাম কমিবার উপায়, কামকে কমাইবার চেষ্টা ও ফিকিরে নিজের সময়ের অপব্যয় না করা, কাম হইয়াছে বলিয়া পরে অযথা অনুতাপে সময় নষ্ট না করা। কামকে দমন করিবার একটা আয়োজন নিজের মধ্যে যত বেশি থাকিবে, ততই নিজেকে লাট সাহেব মনে করিয়া কাম তোমাকে পাইয়া বসিবে। অগ্রাহ্য করিয়া কেবল নামের উপর দৃষ্টি রাখিতে হয়।

কভু আলো কভু আঁধা　　একি গো আঁখির ধাঁধা
শতদিকে শত বাধা পথ নাহি পাই ;
হেন বিপদের ক্ষণে　　হাত ধরে সযতনে,
কে তুমি কহিছ চুপে, 'কোন ভয় নাই।'

—দরবেশ

## সতর

## আশ্বাস বাণী

১

তোমার পুনরায় বিবাহ একটা হাস্যকর ব্যাপার। বউ বাপের বাড়ি যাওয়া তো দূরের কথা, যমের বাড়ি গেলেও তোমার বরাতে আর বিবাহ নাই। কামে জলিয়া পুড়িয়া মরিলেও নয়। তুমি পুরুষ, তুমি সাধক, তুমি ফকীরের চ্যালা, তুমি গোঁসাইয়ের কৃপাপ্রার্থী। তোমাকে অযথা এত হতজ্ঞান হইলে চলিবে কেন?

উত্থিত হও। জাগ্রত হও। মানুষ হও।

২

হ্যাঁ তোমাকে আমি প্রাণাধিক ভালবাসি। তোমার স্ত্রী তোমার সন্তান এমন কি তুমি নিজেও নিজেকে যত ভালবাস, তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী ভালবাসি। তুমি আমাকে যতটা পরিমাণ ভালবাসিতে পারিবে, ঠিক ততটা পরিমাণ নিজে বুঝিতে পারিবে যে কত বেশী ভালবাসি।

উদ্ধার পাওয়া অতি সামান্য কথা। এখন ইচ্ছা হইলেই তোমার উদ্ধার হইতে পারে। কিন্তু এমন ভাবে উদ্ধার পাইতে হইবে, যেন উহা অনন্ত কালের জন্য মুক্তি হয়। ইহা করিতে হইলেই তোমার যত কিছু প্রারব্ধের ভোগ জমা হইয়াছিল, তাহা তোমাকে ভুগিয়া শেষ করিতে হইবে—যেন কোন ভোগ অবশিষ্ট না থাকে, কোন ভোগ ভুগিবার জন্য আবার আসিতে না হয়। নতুবা এই উদ্ধারের কোন মূল্য নাই—ধৈর্যই পথের আলো।

৩

নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য নূতন করিয়া বাংলা শিখিবার

াবশ্যক নাই। যাহা মনে আসে লিখিলেই এবং না লিখিলেও আমি বুঝিতে পারিব বলিয়া ভরসা করি।

৪

এ কিরূপ প্রশ্ন করিলে? এ তো তোমার প্রশ্ন নয়। ভগবান কতকাল তোমাকে ভোগাইবেন, সহিষ্ণুতা হারাইয়া এ প্রশ্ন কেন? যতদিন দেহ নষ্ট না হয়, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—তিনটির একটি দেহও বর্তমান থাকে, সে যন্ত তো তোমাকে এবং প্রত্যেককে ভুগিতে হইবে। ইহারই মধ্যে ভোগে অসহিষ্ণু হইলে চলিবে কেন? বর্তমান ভোগটাকেই বড় মনে করিয়াছ, তাহা ন। যখন যে ভোগ আসিবে, তাহাই এইরূপ অসহ্য মনে হইবে। আর ইহা ক্ত না হওয়া পর্যন্ত চলিবে।

অতএব ভোগের জন্য সহিষ্ণুতা হারাইলে চলিবে না। কতদিন ভোগাইবেন, প্রশ্ন করিও না; এতো জানা প্রশ্ন। বাবা, তুমি এই প্রশ্ন কর—জোড়হস্তে, নে প্রাণে—'ঠাকুর, সবগুলি ভোগ সহিয়া যাইবার পরিপূর্ণ শক্তি কবে দিবে? ভাগ তো থাকিবেই, দুর্ভোগে অবিচলিত কর।'

অবিচলিত হও, জলে ডুবিও না, আগুনে পুড়িও না, আঘাতে মরিও না, পবাসে কাঁদিও না, অপমানে ক্রোধান্বিত হইও না।

নামের সঙ্গে নামী জড়াইয়া রহিয়াছেন, দেখিয়া শান্ত হও।

৫

স্নেহাস্পদ,

যিনি প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই তোমাকে রক্ষা করিতেছেন ও করিবেন।

নির্ভীক মৃত্যুঞ্জয়ী হও। তুমি একা ও অসহায় নহ। বল,—তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে মঃ।—তোমার একান্ত বন্ধু, দরবেশ।

৬

আমার সমবেদনা ও আশীর্বাদ জানিবে। তুমি কখনও একাকী নহ। তোমার সঙ্গে সম-দুঃখভাগী আর একজন আছেন। যাহাদের শ্রেণীতে তুমি গণ্য হইতে বাসনা রাখ, সেই ভক্ত-মহাজন চিরকাল এ জগতে এইরূপই যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আসিয়াছেন। ইহাই ভগবৎ সন্তানগণের বংশের ধারা।

৭

কি করিবে? ইহাই তো তোমার কর্মভোগ। আর কতদিন সহি
হইবে, তাহা নির্দিষ্টরূপে জানিয়া তো কোন লাভ নাই। উহা জিজ্ঞা
অনাবশ্যক। তবে চিরদিন তোমাকে এ ভোগ সহিতে হইবে না, তাহা নিশ্চিত

মার খাও এবং নাম কর। যাঁহাকে ভালবাসিতে চাও, তিনি কি কে
সুখ দিলেই ভালবাসিবে? দুঃখ দিলে কি তাঁহাকে ভালবাসিবে না? এ
অপ্রেমের কথা। তোমার মুখে শোভা পায় না।

৮

দেশব্যাপী দুর্দিন ক্রমশই ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। যাহারা ভগবানে
দিকে যথার্থ নির্ভর করিয়া চাহিয়া থাকিবে, তাহাদের কোন ভয় নাই।

৯

ভবিষ্যতের জন্য সাবধানে চলিবে জানিয়া পুলকিত হইলাম। ভয় নাই
তোমাকে কোন অপদেবতা স্পর্শ করিতে পারে, এমন ক্ষমতা নাই। নিশ্চি
মনে সাধন করিয়া যাও।

১০

মানভূম ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীকে বিপদগ্রস্ত করিয়াও নিজেরা মিথ
মর্যাদার বুদ্ধিতে যে সব অন্যায় করিয়াছ, ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী আ
তোমাদের উপরে তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য সুযোগ পাইয়াছে। ই
প্রকৃতির প্রতিশোধ।

এখন দুঃস্থ কাতর প্রাণে জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি, ভগবা
তোমাদিগকে কতটা সাজা দিয়া রেহাই দেন। কাতর প্রাণে তোমাদিগকে ক্ষ
করিবার জন্য ভিক্ষা চাহিয়া নিবেদন করিয়াছি; এখন কি হইবে জানি না।

আশীর্বাদ করি, আঘাত সহিবার মত চিত্ত দৃঢ় ও নির্মল হোক্। ইহা
বেশী আর কি কহিব?

তোমাদের পরিণাম জানিবার জন্য ব্যগ্র রহিলাম। এখনই তো ধর্মের
চরিত্রের পরীক্ষা দেবার সময়।

ধীর ও স্থির থাকিতে চেষ্টা কর। যখন যেরূপ হয়, জানাইও।

১১

তোমার পুরী যাওয়ার সুযোগ ঘটিয়াছে জানিয়া খুশী হইলাম। মহাপ্রভু

গম্ভীরায় কীর্তনের আহ্বান বহু ভাগ্যের কথা, সন্দেহ নাই। তুমি সৌভাগ্যবান।

১২

ভোঁদাকে বলিও আমি তাহার মা। মা যেমন বাবার নিকট বলিয়া কহিয়া খোসামোদ করিয়া রাগ করিয়া অভিমান করিয়া যে কোন রূপে পারে পুত্রের ব্যবস্থার জন্য নিজে যাহা বুঝে সেই অনুমতি আদায় করে, আমার কর্তব্যও তাহাই।

১৩

তোমার সংসার বলিতে শুধু ভোঁদা আছে, লিখিয়াছ। কেন, আমি তো রহিয়াছি। আমাকে সংসারের বাহিরের একটা কিছু মনে করিও না। বিশেষত একা ভোঁদাই তোমার সমস্ত মনোযোগের স্থান। আমি ভোঁদার trustee এবং তুমি আমার ঐ trust এর substitute. সাধারণভাবে এ কথা গ্রহণ করিও না।

১৪

শুধু উদার স্বভাবের জন্য আমাকে ভালবাস? তাহা নহে, তুমি নিজেকে বুঝিতে পার নাই। উদার হই বা অনুদার হই, এখন আর ভাল না বাসিয়া উপায় নাই। থাকিতে পারনা, তাই ভালবাস। সুতরাং আমার যদি উদারতা থাকে, সেটা তোমার ভাগ্য জানিবে। আমি অনুদার হইলে কেবল দুঃখ পাইতে হইত, অথচ ভাল বাসিতে হইত। সে বড় কষ্ট।

১৫

তুমি এত অধৈর্য ও হতাশ হও কেন? আমি থাকিতে ভাবনা কি? খুব আনন্দে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াও। কোন চিন্তা নাই।

১৬

বৈষয়িক সব কথা আমাকে লিখিও। তোমাদের সব কথা শুনিতে আমি আরাম পাই। কোনো সঙ্কোচ করিও না।

১৭

স্নেহাস্পদ,

সমস্ত অবসাদ ঝাড়িয়া ফেল। সংসারের কারবারে হারিয়া গিয়া তুমি আমার মুখ উজ্জল করিয়াছ। এখন যদি দস্তুরমত অপমানিত হও, মানুষের

হিসাবে তুমি কুলাঙ্গার হইবে বলিয়া এত ভীত হইতেছ কেন? চির শাশ্বত ব্রহ্মকুলের মুখ তোমার দ্বারা উজ্জ্বল হোক।

এখন ধীরে ধীরে ক্রমশ বন্দোবস্ত করিয়া হোক, সর্বস্ব বেচিয়া হোক, যে ভাবে পার দেনা হইতে মুক্ত হইতে হইবে। ধার করিয়া ব্যবসায় নূতন করিয়া আরম্ভ করা উচিত হইবে না। ভাড়া করিয়া যদি পার, সেই ভাল।

কোন লাভের আশায় নূতন ধার করিবে না; কেবল দেনামুক্ত হইবার জন্য অদল-বদল যাহা করিতে হয়, করিবে।

অন্যত্র যাইতে হইবে না। ঐ স্থানেই তুমি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভাইরা যখন মুখ ফুটিয়া পৃথক হইতে চাহিবে, তখন হইতে হইবে। তোমার মুখ দিয়া কিছু যেন বাহির না হয়।

ভবিষ্যতের কিছু জানিতে চাহিও না। বর্তমানে তুমি যে বেত্রাঘাত খাইতেছ, উহাই খাইতে থাক। আশীর্বাদ করি, যতই বেত পড়ুক, তোমার গায়ে যেন কঠিন আঘাত না লাগে।

আমার স্নেহ লও।

১৮

মাতৃবিয়োগের মত দুর্ঘটনা মানুষের জীবনে আর হইতে পারে না। এতদিন যথার্থই তোমাদের গৃহ অন্ধকার ও নিরানন্দ হইয়া গেল। মা থাকিতে চারিদিকের যে মূর্তি দেখিয়াছ, এখন দেখিবে, যে মূর্তি আর নাই, সবই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। তথাপি অন্য সকলের অপেক্ষা তুমি এ বিষয়ে ভাগ্যবান। কাশীতে তো তোমার মা রহিয়াছেন; তোমার ভাবনা কি?

১৯

যাহাই কর, ভগবানের দিকে চাহিয়া তাঁহার চরণে নির্ভর রাখিয়া করিয়া যাও। দেখিও, উহাতে যে কোন অসুবিধা আসুক না কেন, আশ্চর্য উপায়ে কাটিয়া যাইবে। তোমাদের সমস্ত ঝঞ্ঝাট পোহাইবার জন্য আমি রহিয়াছি। নিশ্চিন্ত মনে নিয়মিত সাধন ও কর্তব্য কার্য করিয়া যাও। প্রত্যহ গায়ত্রী জপ যেন বাদ না যায়। উহা নামের মতই শক্তিশালী জানিবে।

২০

তুমি cycle হইতে পড়িয়া গিয়া আঘাত পাইয়াছ জানিয়া দুঃখিত

হইলাম। এই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে তোমার সমস্ত আপদ দূর হইয়া যাক, এই আশীর্বাদ করি।

তোমার বৈষয়িক ব্যাপার একটি আশ্চর্য, মনোরম, দুষ্কর ও চমৎকার সমস্যা। তোমার ইচ্ছামত উহার মীমাংসা না হইয়া ভগবানের ইচ্ছামত হোক। কোন গ্রহ যেন তাহাতে বাধা জন্মাইতে না পারে, এই প্রার্থনা।

২১

তোমার প্রারব্ধ ভোগের দরুন বর্তমানে যে মানসিক অশান্তি ও ঝঞ্ঝাট বহুদিন যাবত চলিতেছে, উহা কতদিনে শেষ হইবে—তাহা ভাবিয়া তোমার ন্যায় আমিও বড় দুঃখে কালযাপন করি। যাহারা নিতান্ত অক্ষম ও ক্ষুদ্র তাহাদের যদি এত কষ্ট পাইতে হইত, তবে তাহাদের জন্য ভগবানের চরণে নিবেদন করা চলিত। কিন্তু তোমার জন্য আমি তাহা পারি না, লজ্জা বোধ করি। আমাকে দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইতে দেখিলেও, যাহারা মনের ব্যথায় কেবল কাঁদিবে, কিন্তু আমাকে সে অবস্থায় পরিত্যাগ করিবে না, আমার এমন বন্ধুর সংখ্যা খুব কম। যে কয়টি আছে, তাহাদের কাহারও সাংসারিক সুখসুবিধার জন্য কোনো প্রার্থনাই আসে না, যেমন নিজের জন্য আসে না। যাহা হইবার হোক। তোমার চিত্তে ভগবানের সিংহাসন দৃঢ়রূপে যেন প্রতিষ্ঠিত থাকে এই মাত্র আকাঙ্ক্ষা।

* * * * ঋণের জন্য যদি সম্পত্তি যায়, সে জন্য মনে কোন মলিনতা না রাখিতে চেষ্টা করিবে।

কেবলমাত্র কোম্পানী বাঁচিলেই সব দিক বজায় থাকে। কিন্তু তাহা না হইলে যে অবস্থা হইবে, তাহার জন্যও প্রস্তুত থাকা আবশ্যক।

২২

তুমি বর্তমানে এক অপূর্ব অবস্থার ভিতর দিয়া চলিতেছ। জীবনের অভিজ্ঞতা হিসাবে এ এক চমৎকার কাণ্ড। বোধ হয় জীবনে এ অবস্থা তুমি হইবে বলিয়া কল্পনাও করিতে পার নাই।

ক্ষতি কি? কিছুতেই আমাদের লোকসান নাই। যখন 'নাম' স্মৃতিতে আছে এবং নামদাতা ও নামী আমাদের অক্ষম বুঝিয়াও ভালবাসেন বলিয়া জানা আছে, তখন আর ভাবনা কি? যাহা হইবার হইয়া যাক।

মনে রাখিও, অপমানকর হীন কার্য না করিয়া ঘটনা বিশেষে লোকের নিক
গৌরবের হানিকর যে অবস্থা উপস্থিত হয়, উহা একটা প্রকাণ্ড ফাঁকী। এ
ফাঁকীর ভয়ে অধীর হইবার কোনই আবশ্যক নাই।

২৩

উৎসবে আসিবে বলিয়া আবশ্যক হইলে ছুটি লইতে দ্বিধাবোধ করিও ন
শরীরের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। তুমি একা রহিয়াছ,
ভাবিও না। তুমি একা নও, মনকে প্রফুল্ল কর।

২৪

তোমার সঙ্গে দেখা না হওয়ায় আমি যথেষ্ট দুঃখ পাইয়াছিলাম। কি
তুমি যে সুস্থ ছিলে, ইহা জানিয়া আমার তেমনই আনন্দ হইয়াছে।

ঠাকুর তোমাকে সুস্থ রাখুন, এই আশীর্বাদ করি। শোক ও দুঃখ বড
নগণ্য পদার্থ; কেবল নামই শ্রেয় জিনিষ।

দেখা না হওয়ায় দুঃখ করিও না। আবার দেখা হইতে কতক্ষণ!

২৫

বাবা, স্থির হও। সংসারে বা জঙ্গলে যেখানেই মানুষ থাকুক না কেন, (
পর্যন্ত সে সাধন বলে দৃঢ়চিত্ত না হইবে, সে পযন্ত শোক, দুঃখ, অভাব ইত্যাদি
জন্য তাহাকে যন্ত্রণা পাইতেই হইবে।

যিনি আমাদের সবচেয়ে আপনার জন, আমাদের কল্যাণই যাঁহার একমা
কাম্য, তিনিই যখন সুখদুঃখের কর্তা, তখন আর আমাদের ভাবনা কি? তাঁহা
চরণের দিকে চাহিয়া থাক।

বৃন্দাবনের অবস্থা জানিবার জন্য ব্যস্ত রহিলাম। চিঠি দিও। বাবা, তুমি
কিছুতেই একেবারে মুহ্যমান হইও না।

২৬

মুরারী, তুমি টাকা কোথায় পেলে? দাদার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছ
বেশ করেছ। তোমার এই পাঁচ টাকা পেয়ে খুব খুশী হয়েছি। অন্ত
এখানকার মন্দিরে তোমার দেয়া টাকার দুখানা ইটের গাঁথুনিও রইল। আমি
সুখী হলেম।

আমার আশীর্বাদ জানবে।

২৭

কলিকাতায় খুবই বেরি বেরি হইতেছে, শুনিতেছি। কেহ কেহ এখানে
চেঞ্জে আসিবে, লিখিয়াছে; তুমিও দীর্ঘ ছুটি লইয়া চেঞ্জের জন্য কাশীতেই
বরং আসিও। অন্যত্র গেলে অযথা বহু অর্থ খরচ হইবে। যদি আশ্রমে
লোকের হট্টগোল বেশী হয়, বরং শুইবার জন্য প্রয়োজন হইলে একটা ঘর ভাড়া
করিয়া লইবে। আশ্রমে প্রসাদ পাইলে বেরি বেরি থাকিবে না।

২৮

তুমি অযথা ভাবনায় মন কেন খারাপ কর, তাহা বুঝিনা। পূর্ব-জন্মের
প্রারব্ধ কর্মের ফলে এবার তোমাকে এইরূপ শারীরিক অপরিণত অবস্থা লইয়া
জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইহারই মধ্যে তোমার সৌভাগ্যের সীমা নাই,
তাহা একটু চিন্তা করিলেই বেশ বুঝিতে পারিবে। এমন দুর্লভ সাধন
পাইয়াছ, ইহা তোমার কতবড় ভাগ্যের কথা। তারপর, নিজের দৈহিক
অসমর্থতার দরুন অন্য কোনো সংসারে যদি তুমি জন্মগ্রহণ করিতে, তবে কত
যন্ত্রণা হয়তো সহ্য করিতে হইত। কিন্তু এমন দাদার ভাই হইয়া জন্মিয়াছ
যে, কিছু কাজকর্ম করিতে পারনা বলিয়া তোমার দাদা কিছুমাত্র তোমার
উপর দাবী রাখেন না। তবে কেন কিছু করিতে পারনা বলিয়া দুঃখ কর?

মাথার যন্ত্রণা ও অন্যমনস্ক ভাব সমস্তই তোমার দৈহিক অপরিণত অবস্থার
ফল। মস্তিষ্কের প্রধান অবলম্বন মেরুদণ্ড। সেই মেরুদণ্ডই তোমার স্বাভাবিক
অবস্থায় নাই। কেহ বকিলে অভিমান করিও না। তোমার দেহের যে অবস্থা
হইয়াছে, তাহার জন্য এখন আর 'হায় হায়' করিয়া কোনো লাভ নাই। ও জন্য
মন খারাপ না করিয়া যতটা পার, কেবল নাম কর। নাম দ্বারাই পরলোকে
ও পরজন্মে তোমার উত্তম অবস্থা লাভ হইবে। সাধনই তোমার ন্যায় অক্ষমের
একমাত্র সম্বল।

২৯

ঝড়ে এবার পূর্ববঙ্গের সর্বত্র সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। কেহ কাহারও
দিকে চাহিবে, এমন সাধ্য নাই। বিবরণ শুনিয়া বড়ই ক্লেশ বোধ করিতেছি।
কিন্তু মঙ্গলময় কোন্ মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে এমন ভীষণ অমঙ্গলের অবতারণা
করিলেন, তাহা মাত্র তিনিই জানেন। তোমাদের গুরুভাইদের মধ্যে
যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর ও ঢাকা জেলায় প্রায় সকলেই গৃহহারা হইয়াছে।

আশ্রম ঘর খাড়া আছে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছ, কিন্তু উহা আমার আরও কষ্টের কারণ হইয়াছে। ঐ ভাঙা ঘরটা পড়িয়া গিয়া যদি রজনী ভূঁইয়ার ঘরখানা থাকিত, তবে বড়ই সুখী হইতাম। তাঁহার ব্যবস্থা কেবলমাত্র তিনিই জানেন। নীরবে মাথা অবনত করা ভিন্ন আমাদের কোনো গত্যন্তর নাই।

তিনি যথার্থই মঙ্গলময়, একথা কোনো অবস্থায় ভুলিও না। বাড়ির অবস্থা বিস্তারিত লিখিবে।

৩০

'মন' অন্ধকারে আছে, লিখিয়াছ। উহাকে অন্ধকারেই থাকিতে দাও। তোমার 'মন' তুমি নহ। চুপ করিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া মনের মধ্যে দেখিতে হয়। যখন বুঝিয়াছ, তুমি কিছু নও, তখন আর ভাবনা কি? যাঁহার ইঙ্গিত না হইলে তুমি একগাছি তৃণ পর্যন্ত নাড়িতে পার না, তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়।

'আমি' ও 'আমার' তত্ত্ব সহজ, আপনা হইতেই মীমাংসা আসিবে।

পরীক্ষা কেহ করে না, কিন্তু তবু পরীক্ষা দিতে হয়। তুমি কয় সের বোঝা বহিতে পার, তাহা না বুঝিয়া এক মন তোমার ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া আনন্দের হইবে কি? এই পরীক্ষা দেওয়াই জীবনের সার্থকতা। স্বয়ং শ্রীমতী রাধিকাকে ইহা দিতে হইয়াছিল। প্রতি মুহূর্তে পরীক্ষা দিতেছি; আমরা নহিলে তাঁহার যোগ্য হইবে কেন? তিনি তো আমাদিকে ষোল আনা দিয়া বসিয়া আছেন, আমরা কি এক আনাও দিব না? তিনি তো সবই নিতে পারেন; কিন্তু তাহাতে আমার আমির সার্থকতা কোথায়? আমার আমি এমন মরা মানুষ হইলে চলিবে কেন? আমার আমিটা তাঁহার যোগ্য হওয়া চাই।

লিখিতে গেলে অনেক কথা আসিয়া পড়ে। দরকার নাই, নামে সমস্ত তত্ত্বের মীমাংসা হইবে। কেবল মাত্র নাম কর।

৩১

তোমার ও যামিনীর কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে। সেটি এই যে, এবার যদি আমার সরিফাবাদ যাওয়া ঘটে, তবে তোমরা যে কোনো উপায়ে হউক, আমার দুঃখিনী মা, পরম স্নেহাস্পদ বাবা অনন্তের পত্নীকে আমার সহিত দেখা করাইবে। আমি একবার তাহার কোলে বসিয়া আমার

সমস্ত সাধন সম্পদ তাহাকে দিয়া তাহার সকল ব্যথা মুছিয়া লইব। আমার এ আশা পূর্ণ করিও। এজন্য যাহা ব্যবস্থা করার প্রয়োজন, করিও।

৩২

তোমার এই অবস্থাটা যখনই আমার মনে পড়ে, তখনই সমবেদনায় প্রাণ আপ্লুত হয়। এমন করিয়া দরিদ্রতার সঙ্গে শান্তভাবে বরাবর যুদ্ধ করিতে আমি খুব কম লোককেই দেখিয়াছি। শুধু এই জন্যই আমি তোমাকে প্রীতি করি।

এই সহনশীলতার কোন সার্থকতা নাই, মনে করিও না। ধৈর্য ধরিয়া সময়ের অপেক্ষা করিতে হইবে।

৩৩

তোমার লিখিত অবস্থা পাঠ করিলাম। দুরন্ত কর্মভোগ, অপরিসীম দরিদ্রতা—তুমি যে ভাবে নীরবে একটানা বরাবর বহিয়া চলিয়াছ,—ইহা আমার গৌরব স্বরূপ। তোমার দরিদ্রতা ও নীরব সহনশীলতা আমার অহংকারের বস্তু। ইহাই তোমার এ জন্মের সাধনা। তোমার প্রতিটি নীরব দীর্ঘনিঃশ্বাস দ্রুতবেগে সার্থকতার পথে অগ্রসর করাইয়া দিতেছে। তোমার এই অসহনীয় অর্থাভাবের ধৈর্যপূর্ণ শালীনতা আমার নিত্য স্মরণীয় বস্তু। আর বেশী কিছু বলিতে চাই না। তোমার দরিদ্রতা দূর হোক—এমন প্রার্থনাও করি না। তুমি হিমালয়ের মত শীতল ও সহনশীল হও—এই আমার মনপ্রাণের আশীর্বাদ। এ সংসারের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, নায়েবগিরি ও বংশগৌরব—এ সমস্তই তোমার একান্ত অপরিচিত নূতন জিনিষ; মাত্র সুবিধা ও সুযোগ পাইয়া দুই দিনের জন্য তোমাকে পাকড়াও করিয়াছে। মহাবলশালী ভীম যেমন নীরবে দাঁড়াইয়া সতী দ্রৌপদীর রাজসভায় অপমান দর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তুমিও তেমনি নীরবে তোমার এই অশেষ দুর্দশা দর্শন করিতে থাক। আর কটা দিন? তোমার সুদিন আগতপ্রায়। অনন্ত জীবনের কাছে এ জন্মের কয়টা দিন সিন্ধুর বিন্দু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র।

৩৪

কোনো প্রকার অভিমান না রাখিয়া নীরবে প্রাণান্তকর বোঝা বহিবার মতো মনের বল তোমার সর্বদা থাকুক, এই আশীর্বাদ করি। এই দুঃখ ও অভাবের জন্য ভগবানের কাছে তোমার যেন কোন নালিশ না থাকে। ভোগ যেটি, সেটি ভোগই, আর কিছু নয়।

৩৫

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে তোমার স্নেহের দুলাল সুপ্রশান্তের বিয়োগ শোক বড়ই অসহনীয়।

মৃত্যু অনিবার্য, তাই ঘটিয়াছে। কোনো ডাক্তার বা মানুষের দোষ নাই। এই ঘটনা আকস্মিক নহে। সমস্তই পূর্ব নির্দিষ্ট। যে কোনো প্রকার দুঃখ, কষ্ট ও আঘতের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিলে, তোমার নিকটও ইহা আকস্মিক মনে হইবে না।

সুপ্রশান্ত যথার্থ তোমার পূর্বজন্মের শত্রু; অন্য সমস্ত প্রকারে তোমার নিকট পরাজিত হইয়া, এবার পুত্র হইয়া তোমাদের দুইজনকে চরম আঘাত করিয়া গেল। ছি, বাবা, উহাকে ভুলিযা যাও।

তোমার এই দুঃখে আমার চরম দুঃখ হইতেছে। কি করিব, বল, একে তো তোমার সাংসারিক নানা প্রকার ঝঞ্ঝাট, তদুপরি এই পুত্রশোক বড়ই মর্মান্তিক। * * * তুমি ব্যথায় সান্ত্বনা লাভ কর।

৩৬

সব চাকরী ছাড়িয়া ওখানে একটা দোকান করিলেও ভাল। অযথা ফাঁকা মানের দিকে তাকাইয়া তোমার দুর্দশা আর সহ্য হয় না। জমিদারি আবহাওয়া ছাড়িয়া আব কি কোনো দিকেই উপার্জনের কোন উপায় অবশিষ্ট নাই?

তোমার এই সারা জীবনব্যাপী কেবল কষ্ট—ভাবিতে গেলে প্রাণ গভীব বিষাদে পূর্ণ হয়। যথেষ্ট প্রারব্ধ লইয়া এবার তোমার কারবার, ভগবান সহিবার শক্তি দিন!

৩৭

তোমার চাকরীর স্বরূপ অবগত হইয়া দুঃখে আমি চোখের জল রাখিতে পারিলাম না। ওঃ, কি দারুণ কর্মভোগর তপ্ত খোলার উপর দিয়া ঠাকুব তোমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। ভয় নাই, বাবা ভয় নাই; আমি তোমার সঙ্গী আছি। এ পৃথিবীর যে নবককুণ্ডে তোমাকে বিধাতা লইয়া যাউক, কিছু বলিব না। কোনো নিষেধ করিব না! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেখানেই যাইব।

তোমার ব্যাধি কিছুই নয়, nervous debility, দুর্ভাবনায় মস্তিষ্কের

দুর্বলতা। কিন্তু তুমি ভাব কেন, তাহা একটু বিচার করিয়া দেখিবে কি? এ পর্যন্ত ভাবিয়া ভাবিয়া কোনো দিকে কিছু করিতে পারিলে কি? তবে কেন ভাব? যখন যে কাজ হয় করিয়া যাইবে, ভাবিবে কেন?

টাকার জন্য, দেনার জন্য কেহ অপমান করে, নীরবে সে অপমান সহিয়া যাইবে। বৃথা ভাব কেন?

চোখের সামনে পুত্রকন্যা যদি উপবাস করে, নীরবে তাহাদের সঙ্গে উপবাস ভক্ষণ করিবে। ভাবিবে কেন?

সব অপমান, সব দুঃখ, ক্ষুধা, সব যন্ত্রণা যদি নির্ভাবনায় পরিপাক করিতে না পার, তবে সেখানে আমি তোমার পাশে দাঁড়াইয়া থাকিব কি করিয়া?

বিশেষত ভাবিয়া তো কম দেখিলে না, কিছুই কিন্তু করিতে পারিলে না। না ভাবিয়া, যেমন কাজের প্রয়োজন করিয়া যাও। ভাবনা ত্যাগ করিতেই হইবে।

যে হোমিওপ্যাথের কাছে ঔষধ খাইয়াছ, সে বেশ ঔষধ দিয়াছে। বিশেষত উপকারও পাইয়াছ, তাহাকে এখনও বিমনা করিতে চাই না। তাহারই ঔষধ খাও। সে যাহা দিবে, তাহাতেই তুমি আরোগ্য হইবে।

৩৮

কই, কোন 'নূতন দুর্দশার' কথা তো চিঠিতে পাইলাম না। যাহা কিছু লিখিয়াছ; তাহা সেই একঘেয়ে সনাতন দুঃখ—অভাব। বুক ছাড়িয়া এবার মাথা ধরিয়াছে—এই তফাত।

দিনাজপুর ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব হইল না। ইহাতেই বুঝা যায়, কর্মভোগ তোমার এখনও শেষ হয় নাই। আমি তো দিনাজপুর বাসা করারই বিরোধী ছিলাম; তাহা তোমার অবশ্যই মনে আছে। যতদিন, তোমার দুর্দশা থাকিবে ততদিনই তোমাকে দিনাজপুর রাজ্যে ঘোল খাইতে হইবে।

কোনো দিকেই কোনো সাহায্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হইল না। ইহা আমার কম দুঃখ নয়। আমি যাদের ভালবাসি, তাহারাই দুঃখ পায়, দেখিতেছি।

৩৯

জমিদারের যদি আর টান না থাকে বা চাকরীতে রাখিবার ইচ্ছা না থাকে, তবে দারুণ দুঃখ কষ্ট ভোগ করা ছাড়া আর কি উপায়? অন্যস্থানে চাকরীর

চেষ্টা দেখিতে হইবে, অনশনে অর্ধাশনে কাটাইতে হইবে, এবং তুমি যখন একটা গো-মূর্খ নহ, তখন একটা না একটা সৎভাবে অর্থ উপার্জনের পন্থা পাইবে —এই বিশ্বাস রাখিতে হইবে।

স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও নিজেকে জীবিত রাখিতে হইলে যদি রামাশ্যামার সামাজিক টিট্‌কারী সহ্য করিতে হয়, তাহাতেই বা কী যায় আসে ?

মনে বল সংগ্রহ কর। উপরে দয়াল ভগবান।

৪০

দেখিতেছি, বলিতে গেলে তোমার চাকরীটি গিয়াছে। * * * যাহা হোক সে জন্য চিন্তা করিও না। যথেষ্ট দরিদ্রতার কষ্টই তো ভোগ করিযাছ, নূতন আর কি হইবে ? আশা করি এতদিনে অর্থাভাবের ক্লেশ পাইয়া এখন এ বিষয়ে খানিকটা মজবুত হইয়া উঠিয়াছ। যদি তাহা না হইয়া থাকে, তবে সবই বিফল। তোমার অন্তরের ডগমগ আত্মাভিমান নষ্ট হইয়া যাক্, এই আশীর্বাদ করি।

৪১

তুমি অযথা ভীত হইয়াছ। তোমার যে অস্ত্র করিতে হইবে, উহা অতিশয় সামান্য। চোখে সামান্য ছিদ্র করিয়া দিলেই দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিবে। আমি উহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়াই বিনা দ্বিধায় অবিলম্বে অস্ত্র করাইতে বলিয়াছি।

ভোগ তো মনুষ্য জীবনে হইবেই। আমি নিজে কতবার কত কত গুরুতর ব্যাধিতে ভুগিলাম, তাহা নিজেই দেখিয়াছ। গোঁসাই দৈহিক রোগে কত ভুগিয়াছেন, তাহা শুনিয়াছ। তুমি কি বলিতে চাও গোঁসাই পাপের ভোগ ভুগিয়াছেন ? তাহা নহে। দেহ ধারণ করিলেই দেহ ধর্ম—রোগ-শোক-বেদনা—উহা ভুগিতেই হইবে। তুমি চিরকাল কেবল সুস্থ শরীরে কাটাইবে, এমন আবদার অসঙ্গত।

ভবিষ্যতের নানারূপ মিথ্যা জল্পনা-কল্পনায় মনকে অযথ ভারাক্রান্ত করিয়াছ। এক মাসের মধ্যেই তুমি চোখ দুইটিই ভাল করিয়া ফিরিয়া যাইতে পারিবে। তুমি নিজের চাকরীর কাজে যে কতদূর নেশায় মত্তের মতো হইয়া যাও, তাহা এইবার বুঝিতে পারিবে। একটি চোখ যে এত খারাপ হইয়া গিয়াছে, আশ্চর্যের বিষয়, তোমার নিজের কাছে আদৌ উহা ধরা পড়ে নাই।

যাহা হউক, তুমি বিফল চিন্তায় চিত্তকে উদ্বেল করিও না। * * * কোনো ভয় নাই, তুমি আরোগ্য লাভ করিবে।

৪২

যোগেশের চোখ এইরূপ অনেকটা যদি ভাল হয়, এবং আর খারাপ না য়, তবেই যথেষ্ট ভাগ্য মনে করি। নিজের চাকরীর কাজ লইয়া যোগেশ তদূর উন্মত্ত যে, চোখ একটা একেবারে দৃষ্টিশূন্য হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও সে কিছুই টর পায় নাই। এমন অদ্ভুত কথা আর কোথায়ও শুনি নাই। * * *

ঠাকুর পরম দয়াল এবং তোমরা সকলেই তাঁহার প্রতি ভক্তিমান। তামাদের কখনও অনর্থ ঘটিবে না।

৪৩

তোমার অর্থাভাব এবং সেইজন্যই অস্থির হইয়া উঠিয়াছ। এক কথায় ইহাই তোমার অবস্থা। যখন যে অবস্থা আসুক না কেন, সেই অবস্থায়ই নিজেকে adapt করিতে পারায় যে art তাহা তোমার অধীনও নয় বলিয়াই এই যন্ত্রণা ও অসহিষ্ণুতা। নিজের ভাল merit আছে অথচ ভাল চাকরী হইতেছে না, ইহাই তোমার সমস্ত অশান্তির মূল।

কিন্তু বাবা, শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিয়া এই অবস্থার পরিবর্তন হয় তাহা আমার জানা নাই, এবং আমি বিশ্বাসও করি না। তোমার যদি বিশ্বাস থাকে, তবে উহা করিয়া দেখিতে পার; উহাতে আমার সহানুভূতি ছাড়া বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু শাক্তাভিষেক কি লিখিয়াছ, বুঝিলাম না। এই সাধন যাহাদের দেওয়া হয়, তাহারা পূর্ণাভিষিক্ত। পূর্ণাভিষেক করিয়া জাগ্রত মন্ত্র দেওয়া হয়। এখন পিছন ফিরিয়া শাক্তাভিষেক কি করিবে, বুঝিলাম না। গুরু ছাড়া তোমার মন্ত্র কোন্ বামুনে জানে যে তোমার অভিষেক করিয়া দিবে? শিক্ষক ছাত্রের দৃষ্টান্ত এখানে অচল; কারণ তোমার শিক্ষক তোমাকে স্কুলের পর ছুটি দেন না। তিনি সর্বদা তোমার সঙ্গে।

৪৪

মনে রাখিও, তোমার পিতাই দেহরক্ষা করিয়াছেন। যিনি বাল্যকাল হইতে দুইবেলা তোমার আহার জুটাইয়া দিতেছেন এবং বরাবরই জুটাইবেন, তিনি মরেন নাই এবং কোনোদিনই মরিবেন না। এত কষাঘাত খাইয়াও তাঁহার উপর একটু নির্ভরশীল হইতে পারিবে না?

৪৫

পুরীর কুটীর নির্মাণের জন্য তুমি সেদিন ২৫০ টাকা দিয়াছিলে, ঠাকুর তোমাকে উহার ২১০ টাকা bonus রূপে দিলেন। ঠাকুরের সেবায় প্রাণ ভরিয়া অর্থ খরচ করিও, ভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকিবে। এই কথা তুমি ছাড়া আর কাহাকেও বলিতে পারি না।

আমি সর্বদা তোমার উপর চোখ রাখিয়াছি। কোনো বিষয়েই চিন্তা নাই

৪৬

তোমার হরিদ্বারে বদলি হওয়া যে কত শুভসূচক, এখন তাহা তুমি বুঝিবেনা। নীরবে ব্যবস্থা মাথা পাতিয়া লও। পরে বুঝিবে। আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, জানিবে। এখন বেশীদিন বেনারসে থাকিলে amalgamation-এর গোলে পড়িতে।

তোমার যাহাতে কল্যাণ হইবে, তাহাই ব্যবস্থা হইয়াছে।

৪৭

বাবা, লিখিয়াছ,—যখন টাকার জন্যই এত দূরে পাঠালেন, তখন আর টাকার ভাবনা কি? তোমার এ কথা পড়িয়া, তুমি যে এখন কত বড় মনদুঃখ পাইতেছ এবং আমার উপর অভিমান করিতেছ, উহা মনে হইয়া বড়ই মর্মাহত হইলাম। আমি তোমাকে টাকার জন্য ঐ জঙ্গলে পাঠাই নাই। উহা দ্বারা তোমার কর্ম শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় হইবে বলিয়াই ঠাকুর ওখানে পাঠাইয়াছেন। যাহাতে কল্যাণ হইবে, তাহাই ব্যবস্থা হইয়াছে। নতুবা তুমি এখানেই ভগবৎ কৃপায় যে টাকা রোজগার করিতেছিলে, উহা দ্বারাই তোমার ছেলেদের বিদ্যাশিক্ষা হইত, মেয়েদের বিবাহ হইত, তোমার পরিবারস্থ সকলের আবশ্যকীয় খরচ নির্বাহ হইত এবং তোমার মায়ের জন্যও তুমি ইচ্ছামত কিছু কিছু খরচ করিতে পারিতে। কিন্তু আপাত মনোরম বিষয়ের জন্য তোমার ভবিষ্যৎ কষ্ট বাড়ানো উচিত নয় বলিয়াই এই ব্যবস্থা হইয়াছে। তুমি অধৈর্য হইও না, আবার আমার অতি নিকটে আসিতে পারিবে।

৪৮

সন্তোষের অসুখের খবর ইতিপূর্বেই ময়নার চিঠিতে পাইয়াছিলাম। * • * এই সামান্য কারণে তোমরা সোরগোল তুলিয়াছ কেন, বুঝিলাম না। আমার হইয়া প্রতিভাকে একটা ধমক দিও। * * * এই সব পাগলামি না করিয়া স্থির মনে, যিনি ব্যামো ভাল করিতে পারেন সেই ঠাকুরের চরণে

প্রার্থনা করুক, যাহাতে যথার্থ কাজ হইবে। ব্যস্ত হইও না, সন্তোষ ভাল হইয়া যাইবে। সর্বপ্রকার উন্নতি কি অবনতি, রোগ শোক দুঃখ কিংবা সর্বপ্রকার সুখ—সমস্তরই তিনিই যে একমাত্র দাতা—এ কথা না ভুলিলে কখনই তোমরা দুঃখ পাইবে না। বিশ্বাসের ত্রুটীতেই মাঝে মাঝে ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হয়। চুপ করিয়া বসিয়া থাক, কোনো চিন্তা নাই।

৪৯

তোমার মাত্র নিয়মিত দশটাকা বেতন বাড়িয়াছে, বেশী বাড়ে নাই—ইহা মনে করিয়া বিন্দুমাত্র মনক্ষুণ্ন হইও না। সমস্ত উন্নতিই ভগবানের দান বলিয়া দৃঢ় ধারণা থাকিলে, কখনও মনক্ষুণ্নের কারণ থাকে না। কি কম, কি বেশী সবই তিনি দেন। কিছু দিন হইতে এই বদলীতে তোমার নিজের একটা উন্নতি হইবে—এই আশা তোমার ও তোমার আত্মীয়-স্বজনের সকলের মনেই উদয় হইয়াছে। আশা যেখানে, আশা ভঙ্গের দরুন মনকষ্টও সেইখানে। অতএব কিছুতেই আশা না রাখিয়া, তুমি পূর্বের ন্যায় কেবল কাজ করিয়া যাও। যে ভাবনাটা ভগবান তোমার জন্য ভাবিবেন, সে ভাবনাটা নিজে ভাবিলে ভগবান দূরে সরিয়া দাঁড়ান। এ ভাবে ভগবানকে রেহাই দিও না। নিজের উন্নতি সম্বন্ধে দিব্য নিশ্চিন্ত হইয়া কেবল কাজ করিয়া যাও, এবং এই দশ টাকাকেই তাঁহার দান বলিয়া হাসিমুখে গ্রহণ কর।

গিলবার্ট সাহেব তোমার পরম হিতৈষী, কিন্তু তাই বলিয়া তোমার কি প্রতিভার মনে যদি এই বিশ্বাস থাকে যে, তোমার যাহা কিছু উন্নতি সবই গিলবার্ট সাহেব না থাকিলে হইত না, তবে ঐ ভুল ধারণা সংশোধনের জন্য গিলবার্ট সাহেবের বদলী হইয়া যাওয়া আশ্চর্য নয়। তুমি জাননা, আমার ঠাকুর কত বড় হিংসুটে। তাঁহার মত আর কেহ তোমার প্রিয় দেখিলেই তিনি তাহাকে সরাইয়া দিবেন। গিলবার্ট সাহেব তোমার হিতৈষী—ইহাও তাঁহার কৃপা—এই ধারণা পরিষ্কার চাই।

কাহাকেও তাঁহার সমান ভালবাসিও না, বা তাঁহার সমান হিতৈষী মনে করিও না। তাঁহার দয়ার সাগরে ডুবিয়া আছ—ইহাই সর্বদা অনুভব করিতে চেষ্টা করিবে।

৫০

আগামী ৭ই ডিসেম্বর সোমবার লক্ষ্ণৌ অফিসে তোমার পরীক্ষা [ চাকুরীর

প্রমোশনের ] হইবে জানিয়া সুখী হইলাম। পরীক্ষা কি একদিনই হইবে, অথবা পরবর্তী দিনেও হইবে, তাহা জানাইও। নির্ভয়ে সম্পূর্ণ প্রফুল্ল চিত্তে তুমি পরীক্ষা দিতে যাইও। কাহারও সাধ্য নাই, তোমাকে ফেল করাইবে। ধীরে শান্ত চিত্তে একান্ত প্রাণে শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া পরীক্ষা দিবে।

যদি কোন কারণে পরীক্ষার তারিখ বদল হয়, তবে তৎক্ষণাৎ উহা আমাকে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইবে। এই চিঠিতেই তোমার মায়ের আশীর্বা জানিবে। নির্ভয়ে পরীক্ষা দাও।

৫১

তোমার অবস্থা এবার শোচনীয় দেখিলাম। ইচ্ছা ছিল, তোমাকে কিছু টাকা আমি দিয়া আসি। কিন্তু উহাতে তোমাকে অপমান করা হইবে মনে করিয়া আর দিলাম না। এই প্রকার মাঝে মাঝে অভাবের মধ্য দিয়ে যাওয়া নিতান্ত মন্দ নয়। আবার সুদিন আসিবে।

৫২

তোমার এই পাগলা ছেলে তো তোমার কোনোই উপকাব করিতে পারি না! কেবল তোমার বেদনাব বোঝা বহিয়াই মরিল; কিন্তু সেই বেদনা হইতে তোমাকে বাঁচাইতে পারিলনা। তবু তুমি এই অক্ষম ছেলেকে স্মরণ করিয়াছ, ইহা তোমারই উপযুক্ত গুণ।

* * * *

যতই যন্ত্রণা ভোগ করনা কেন, সর্বদা মনে রাখিও, এইবারই শেষ এই পাপের সংসারের এমন ভাগ্য নাই যে তোমাকে আবার পাইবে। সুতরাং যেটুকু ভোগ আছে, তোমাকে এবারই তাহা ভুগিয়া যাইতে হইবে। তাই কষ্ট যদি একটু বেশী হয়, তুমি আমার উপর অভিমান করিও না।

বাড়ির সকলকে আরও বলিয়া দিও, আমাকে যেন তাহারা সকলে এ স্নেহ করে। আমি তোমাদের সকলেরই ভালবাসার কাঙাল। আমাকে ভালবাসিতে দোষ নাই। আমি তোমাদের কোনো উপকার করিতে পারিলেও, কোন ক্ষতি তো করিনা। সকলেই বলিও—আমার বিরুদ্ধ ভ পোষণ করিয়া কেহ যেন আমাকে আঘাত না দেয়।

৫৩

তোমাকে বলিয়াছি, পরীক্ষা দিয়া with distinction পাশ করাই র্তমানে তোমার একমাত্র কার্য। সাধনের সময় যে তিনটি নিষেধ করিয়াছি, নশা, মাংস ও উচ্ছিষ্ট—এই তিনটি ব্যতীত অন্য সময়ে আমি যাহা কিছু বিধি া নিষেধ বলিয়াছি—তোমার পরীক্ষা পর্যন্ত সে সমস্তই তুলিয়া দেওয়া হইল। য ভাবে চলিলে বা যাহা খাইলে ও করিলে তুমি সুস্থ মত শান্ত মনে পরীক্ষা দিতে পারিবে,—তোমাকে ঠিক সেইভাবেই চলিবার অনুমতি দিলাম। খুব ফূর্তির সঙ্গে পরীক্ষা দাও।

প্রত্যহ ভোরে উঠিয়া অন্তত ১৫ মিনিট নাম করিয়া, তবে দিবসের কার্য আরম্ভ করিবে। ইহাতেই পাঠের চাঞ্চল্য দূর হইবে।

৫৪

প্রথম প্রভাতে উঠিয়াই বিছানা হইতে নামিয়া ঘরের মেজেতে একটা দণ্ডবৎ করিবার কথা বহু পূর্বে বলিয়াছিলাম, তাহা কর তো। প্রত্যহ দুপুর বেলা ভাত খাইবার সময় পাঁচটি করিয়া তুলসী পাতা খাইবে; মাছ দিয়া ভাত খাইলেও খাইবে। প্রত্যহ শয়ন করিবার সময় নিম্নলিখিত শ্লোকটি পড়িয়া দণ্ডবৎ করিয়া শয়ন করিবে, যথা :—

ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণত-ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

ঐ নিয়মগুলি পালন করিলে আর কুস্বপ্ন দেখিবেনা। কখনও কোনো বস্থায় বাবা-মা ছাড়া আর কাহারও পাতের ছোঁওয়া খাওয়া না পড়ে, সে কে দৃষ্টি রাখিবে।

তুমি মনকে সর্বদা প্রসন্ন রাখিবে। তোমার উদরে তোমার প্রিয়তম মীর সন্তান বাস করিতেছে, এ কথা মনে রাখিয়া সর্বদা সৎচিন্তা, সৎগ্রন্থ ঠ ও সদানন্দে থাকিবে। কোন পুরুষকেই হাতে হাতে কোন জিনিষ বেনা—অর্থাৎ যখন তখন যেন কাহাকেও ছুঁইতে না হয়। * * * তুমি র্দা আনন্দে ও সন্তুষ্ট চিত্তে থাক। তবেই স্বাস্থ্যবান সুন্দর সন্তান ইবে।

প্রত্যহ নিয়মিত শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করিও। গর্ভাবস্থায় প্রাণায়াম রিতে নাই।

খুব স্ফূর্তিতে থাকিবে। ভাবনা কি, আমি রহিয়াছি। কাহারও সাধ্য নাই তোমার এক বিন্দু ক্ষতি করে।

৫৫

প্রভাতের জন্য তোমার বা আর কাহারও আমার নিকট কিছু বলিতে হইবে না। আমি সর্বদাই প্রভাতকে ধরিয়া বসিয়া আছি। সব ঝড় ঝাপটা কাটাইয়া প্রভাত ক্রমশ আধ্যাত্মিক ও ঐহিক কল্যাণের পথে যাইতে বাধ্য হইবে, জানিও। কিন্তু যখন তোমার উপর কোন প্রকার অত্যাচার করে, তখন আমার সহ্য করিতে বেগ পাইতে হয়। তুমি যে দেহে মনে প্রাণে কতখানি নির্মল, তাহা প্রভাত ধারণা করিতে পারে না। তোমার যথাযোগ্য সম্মান রক্ষা করিয়া না চলিলে, আমিও উহাকে পদে পদে লোকের কাছে হেয় করিয়া দিব। কিন্তু মা, উহার অকল্যাণ কিছুতেই হইবে না।

৫৬

বিপদের ঝাপটা যদি মাঝে মাঝে না আসে, তবে ভগবানের মহিমা ভালরূপ উপলব্ধি হয় না।

যাহারা বেশ্যাসক্ত, তাহারা বেশ্যার কত লাথি-ঝাঁটা খায়, কত অপমানিত হয়, তবু সেই বেশ্যার দুয়ারে পড়িয়া থাকে।

মা যখন ছেলেকে মারে, ছেলে চিৎকার করে আর মাকেই জড়াইয়া ধরে, কখনো দৌড়াইয়া পালায় না।

আমরাও যেন হাজার দুঃখ-কষ্ট-বিপদ-আপদে—যিনি এ সব দেন—কেবল মাত্র তাঁকেই জড়াইয়া থাকিলে পারি। যে মালিক সে যদি মারে,—হাসিতে হাসিতে যদি সহিতে না পারি, কাঁদিতে কাঁদিতেও যেন কেবলমাত্র তাহার দরজায় পড়িয়া থাকি।

৫৭

কলিকাতায় শীঘ্র বোমা পড়িবার কোনও সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। যদি পড়ে, তখন উপস্থিত মত কোথায়ও যাইবার ব্যবস্থা করা যাইবে, এ জন্য পূর্ব হইতে কোথায়ও বাড়ি ভাড়া করিয়া রাখা বড় লোকের খেয়াল হইতে পারে ; তোমার পক্ষে অনাবশ্যক।

বোমার ভিতরেও তো তিনি আছেন। চিন্তা কি? বোমা পড়িলে একদিনে কলিকাতা উজাড় হইয়া যাইবে না। তুমি অনর্থক ব্যস্ত হইও না

বিপদ আসিবে আশঙ্কা করিয়া যে শ্রেণীর লোক সাবধান হয়, তোমায় স্থান সে শ্রেণীতে নহে। বিপদ আসিয়া পড়িলে তখন অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা হইবে।

৫৮

সব কাজ সব সময়ে যদি কেবল নিজের ইচ্ছা মতই সম্পন্ন হইতে থাকে, তবে আমরা যে তাঁহারই নফর তাহা কি করিয়া প্রমাণ হইবে? আমাদের সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় তিনি যে ব্যবস্থা করিবেন, উহা হাসি মুখে গ্রহণ করিতে পারাই তো প্রীতির লক্ষণ। ইহাই মনে রাখিতে হইবে।

৫৯

ভগবান সব দিক দিয়াই তোমাকে রক্ষা করিতেছেন, এবং করিবেন। নিজের জন্য কোনও ভাবনা অনাবশ্যক।

৬০

তুমি নিজের জন্য কিছুমাত্র ব্যস্ত হইও না। সব তোমার ঠাকুর করিবেন। মায়ের কোলে থাকার মত নিশ্চিন্ত থাক।

৬১

বাবা, সর্বাপেক্ষা প্রিয় জিনিষ আজ ঠাকুর তোমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন। বাবা ও মা, একাধারে দুজন হইয়া তুমি এদের বড় করিয়া তুলিয়াছ; তন্মধ্যে নিমাই তোমার প্রিয়তম। তাই বুঝি ভগবান তোমার প্রিয় জিনিষ লইয়া গিয়া তাহার বিনিময়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তোমায় সঁপিয়া দিলেন। ঠাকুর তোমার প্রিয়তম; তিনি যাহা কিছু ব্যবস্থা করেন, তাহাই তোমার কল্যাণের জন্য। কান্না পায়, কাঁদিও; প্রাণ ভরিয়া শ্রীশ্রীনামের চরণে কাঁদিও। শ্রীনাম তোমাকে সান্ত্বনা দিন।

৬২

তুমি কাজকর্মে বাহির হইতেছ জানিয়া সুখী হইলাম।

সমস্ত ভাবনার ভার আমার উপরে দিয়া তুমি প্রফুল্ল চিত্তে নিজের কর্তব্য করিয়া যাও।

৬৩

ঔষধ খাইতে খাইতেই ভাল হয় না; কিছুদিন ব্যবহার কর। আসলে তোমার কোনো ব্যারামই নাই; কেবল অযথা মনের ভয়। উহা তাড়াইয়া দাও। তোমাকে এত ভালবাসি, তবে কেন তুমি এরূপ অকারণ অস্থির হও?

তুমি এমন অস্থিরমন দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হয়।

৬৪

তোমার চিঠিতে বিভার একটু ভালোর দিকে শুনিয়া সুখী হইলাম। সম্পূর্ণ অন্যায় বুঝিয়া যে এলোপন্থাব ব্যবস্থা হইয়াছিল, সে ফাঁড়া যে কাটিয়া গিয়াছে, ইহা জানিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইলাম।

তোমার এই দুঃখ, এই ঝঞ্ঝাট, এই রাত জাগা, এই অর্থেব চিন্তা—কিছুই বিফল হইবে না। সোনা ফলিবে জানিও। ভগবান সমস্ত ব্যথা রেকর্ড করিয়া বাখেন, সময়ে কৃপা করেন। চিন্তা করিবার নাই, কেবল যেন সহ্য কবিতে পার, এই আশীর্বাদ করি।

৬৫

সেই ভাল। নিজেই বুঝিয়া ধীর স্থির চিত্তে ঔষধ দাও। যাহা তিনি করিবেন তাহাই তো হইবে। মনকে উদ্বেগশূন্য করিতে এই তোমার অভ্যাসযোগ।

৬৬

তোমার কবিতার আশা ও আকাঙ্ক্ষা পবিপূর্ণরূপে সার্থক হইবে।

এমন সহজ সরল ছন্দে কোনো রূপ চেষ্টা হীন বাহুল্যবর্জিত কবিতা অনেক দিন পড়ি নাই। যত ভিতরটা সহজ হইয়া আসিতেছে, ততই ছন্দের গতি সরল ও সাবলীল হইতেছে।

সংসারের বদলে অতি মনোরম স্থান তোমাব প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে আমার স্নেহ লও।

৬৭

বাবা, তোমার পবিত্র লেখন পাইলাম।

ঠিক যে যোগীদুর্লভ ভাবে প্রণোদিত হইয়া তুমি চিঠিখানি লিখিয়াছ তোমার সেই আর্তি ও আকাঙ্ক্ষা দেবাদিদেব সদ্‌গুরুর দরবারে পৌঁছিয়াছে।

তোমাব মত নির্দ্বন্দ্ব ব্যক্তির নিঃস্বার্থ দানে যে আশ্রম গড়িয়া উঠিবে সে আশ্রম সূর্যালোকের ন্যায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে আলো বিতরণ করিবে; ইহা ভাবিয়াই আমি পুলকিত হইয়াছি।

তোমার সমস্ত অর্থ, যাহা কিছু স্বোপার্জিত আছে, তাহা তোমার গুরুদেব নিজের বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তুমি যদি জীবনে কখনও আর্থিক কষ্ট পাও তবে সমস্ত ধর্ম—সমস্ত আর্য ঋষির বাক্য মিথ্যা হইয়া যাইবে।

সবই গ্রহণ করিলাম। কিন্তু সম্প্রতি মাঘ মাস মধ্যে যে এক হাজার দিবে বলিয়াছ, তাহাই দিও। ইহার অধিক আবশ্যক নাই। যদি আবশ্যক হয়, তবে আমারই তো টাকা—আমি উহা চাহিয়া লইব।

৬৮

ভগবান সর্বপ্রকারে তোমাকে তাঁহার শীতল চরণে আকর্ষণ করিতেছেন। তুমি একটি বৎসরের জন্য ব্রহ্মচর্য প্রতিপালন করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি, এক বৎসর কেন, যেন বাকী জীবনের জন্য আর তোমাকে বীর্যচ্যুত হইতে না হয়। ইহা কঠিন ভাবিতেছ? কঠিন নহে। ঠাকুর যদি কৃপা করিয়া বিভার কাম দূর করিয়া দেন, তবেই উহা তোমার পক্ষে অনেক সহজ হইয়া যায়। দেখিতেছ, তোমাদের মা ও আমি কী ভাবে আছি। যথার্থ ভালবাসার সঙ্গে এই কামের সম্বন্ধ নাই।

বিভাকে আমার আশীর্বাদ দিবে। প্রতি সপ্তাহে তাহার অবস্থা আমাকে জানাবে।

কল্যাণ হোক—কল্যাণ হোক।

৬৯

তোমার চিঠিটা পড়িয়া বড়ই তৃপ্ত হইলাম। আত্মস্থ ব্যক্তির স্থির বুদ্ধি, এই চিঠির প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত প্রতিভাত। তোমার বুদ্ধি আরও—আরও নির্মল হোক—ইহাই তোমার প্রতি আমার সমস্ত প্রাণের ঐকান্তিক আশীর্বাদ। তোমার এ জীবনের সমস্ত সুখ সমস্ত দুঃখ কাঁটা ধন্য করিয়া গোলাপ ফুটিয়া উঠুক।

৭০

বাবা, তোমার চিঠি পড়িতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কেন যে তোমার এই অযথা ও অসম্ভবনীয় ভোগ আসিল, তাহা বুঝা দুষ্কর।

কোনো প্রকার প্রার্থনা বা শক্তি প্রয়োগ করিয়া ভোগকে দূর করিতে চেষ্টা করা আমাদের পথ নয়। আমরা যেন মার খাইবার জন্যই সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে পারি।

ঠাকুর তোমাকে কৃপা করুন। চিত্ত প্রচ্ছন্নভাবে কতদূর মলিন থাকিতে পারে, তাহা একবার নিজের দিকে তাকাইয়া দেখিয়া লও। আবার শ্রীগুরু কৃপায় মানুষ কী হইতে পারে, তাহাও নিজের জীবনেই দেখিতে পাইবে। ধৈর্যহারা হইও না।

৭১

তোমার চিঠি পড়িয়া মর্মান্তিক দুঃখিত হইলাম। তুমি আমার অতিশয়
প্রিয়, তোমার এই অবস্থা আমার একান্ত অসহ্য। তোমার অপরাধ অতিশয়
সামান্য ছিল, তাহাও তোমার অজ্ঞাতে নিতান্ত সরল বিশ্বাসে ঘটিযাছিল।
সে জন্য এতটা ভুগিতে হইল কেন, তাহা কিছুতেই বোধগম্য হইতেছে না।
আসন হইতে গোঁসাইজীব মূর্তি তুলিয়া দিয়া আমার পট বসাইয়াছিলে
উহা তুমি অত্যন্ত সরল বিশ্বাসেই করিয়াছিলে। কিন্তু তোমার এই অজ্ঞানকৃ
অপরাধের সাজা আমার প্রাণ বিদীর্ণ করিতেছে। বাবা, তুমি ভাল হও
সুস্থ হও।

সম্প্রতি যখন কোনো কাজ করাই সম্ভব হইতেছে না, তখন আ
কলিকাতায় থাকা অনাবশ্যক মনে করি। তুমি তোমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে
তোমাদের বাড়িতে বা তোমার শ্বশুর বাড়িতে যেখানে সুবিধা হয় রাখি
কলিকাতায় বাসা ছাড়িয়া দিয়া কিছুদিনের জন্য কাশীতে আমার কাছে
চলিয়া আইস। আমার এখানে ভাদ্র মাস পর্যন্ত থাকিয়া, সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া
পুনরায় কলিকাতা গিয়া নূতন বাসা করিবে। সম্প্রতি আমি এই উপায়
শ্রেষ্ঠ মনে করি।

৭২

তোমার গুরু তোমার উপর অত্যন্ত সদয়। গ্রহদিগকে একটু একটু ভুগিতে
দিতে হয় বলিয়াই সম্পূর্ণ ভোগ তিনি কাটান নাই। যেমন পক্ষীমাতা অ
যত্নে ডানার আড়ালে শাবককে রক্ষা করে, তুমি ঠিক সেই ভাবে রক্ষি
হইতেছ। তথাপি বাহিবের ঝড় ডানা ভেদ করিয়া যদি এক আধটুকু গা
লাগে, তাহাতে বিচলিত হইও না।

* * * *

নূতন বাড়ি না পাইয়া থাক, সেই পুরাতন বাড়িরই দোতলায় যাও। যি
তোমাকে খাইতে দেন, তোমার অসুস্থতায় এতদিন অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বে
যিনি তোমার ব্যবসায় নষ্ট হইতে দেন নাই, তিনিই তোমার বাড়িভাড়া দিবে
নির্ভয় হও।

৭৩

তুমি যতই প্রশান্ত থাক, উহার একটা কারণ বুঝা যাইবে। কিন্তু ছেলে

—তাদের এমন করিয়া কে সহজ করিয়া দিল? নিজে স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়া কেবল নিজ হৃদয়ের ও পারিপার্শ্বিক সকলের খেলা দেখিয়া যাও।

না, বাবা—কাম নয়, তোমার আর বিন্দুমাত্র কাম হইলে চলিবে না। স্থিতবীর্য হও।

নিজকে কাম ও লোভের অনেক উর্ধ্বে চিন্তা কর। ও খেলা ঢের হইয়াছে, আর নয়। স্থিতবীর্য হও।

যাহা কিছু ঘটে, সবই কল্যাণের জন্য। গত বিষয় এবং ভবিষ্যৎ, দুটার একটাও তোমার চিন্তনীয় নয়, কেবল বর্তমান লইয়া থাক। বর্তমানের সাধন, র্তমানের সাংসারিক কর্তব্য, বর্তমানের সুবিধা-অসুবিধা, ভাল-মন্দ, লাভ-াকসান।

স্থিতবীর্য হও।

৭৪

বাবা, তুমি ভাঙ্গিয়া পড়িও না। যাহা ঘটিয়াছে, ইহা তোমার কল্যাণের ন্যই। অনেক টানিয়াছিলাম—কিন্তু দেখিলাম তোমাকে আশু তৃপ্তি দেওয়ার ন্য তোমার গুরুতর ক্ষতি করা হয়। প্রকৃতির নিয়ম রোধ করিতে নাই।

তুমি যে এত কোমল-প্রাণ—সবাই তাই জানে। কিন্তু তুমি যে কত বড় ীর, তাহা আমি ছাড়া আর কেহই জানে না। এবার জানিবার সময় াসিয়াছে। তোমার নিজের দেহ, মন, চিত্ত এবং পাড়াপ্রতিবেশী সকলে ানুক—তুমি কত বড় বীর, কাহার সন্তান।

নীরবে সহিতে হইবে। ছেলেমেয়েদের মানুষ করিতে আরও তৎপর ইতে হইবে।

৭৫

অন্ধকারে আলো আছে। সে আলোর উজ্জ্বল মনোমুগ্ধকর জ্যোতি তোমার পথের ন্যায্য প্রাপ্য।

কাঁদিও—যখন প্রাণ হায় হায় করিবে, তখন বুকের কান্না থামাইতে চেষ্টা করিও না।

এত কালের সঙ্গিনী!

আর কেন? অনেক দিন তো বিভাকে অনেক ভাবেই পাইয়াছ। এখন নিজ স্বরূপে স্থিত হও।

ছোট ছোট কচিগুলি! বড় দুঃখ ওদের। ওদের মানুষ করিতে হইবে বাবা ও মা এখন দুজনই তুমি একজন।

ভিতরে তোমার সান্ত্বনার উৎস রহিয়াছে। বৃথা কি আর লিখিব খুকীর মত সরল স্বভাব বিভা মেয়ে—বড়ই সুন্দর ছিল। গঙ্গাজলের ম পবিত্র টলটল।

আমার চোখের জল লও।

৭৬

বিভার পুনরায় জ্বর বাড়িয়াছে শুনিয়া চিত্তে একটা অসোয়াস্তি বো করিতেছি! * * * এই প্রকার জ্বর বেশি দিন চলিতে দিলে ফল সুবিধ জনক নহে। বড় আশঙ্কা হয়।

ভাবিয়া কোনো লাভ নাই। মানুষের দিক দিয়াও কোনও ব্যবস্থা সম্ভ কিনা তাহাই দেখিতে হইবে। * * *

কত বড় ভোগের মধ্য দিয়া তোমার জীবন চলিতেছে, ভাবিলে আশ হই। কুম্ভকার কাদা-মাটি দিয়া দেবমূর্তি গড়ে। সেই মূর্তির চরণে ব্রহ্মা অবনত হয়। তোমার মত বিগলিত চরিত্র মানুষকে লইয়া ভগবানে এ কি খেলা?

৭৭

বাবা, তোমার সহজ প্রাণ হইতে স্বতঃ উৎসারিত সুন্দর শ্রীগুরুস্তোত্র প করিয়া সুখী ও আহ্লাদিত হইলাম। মানুষের ভিতরে যখন ভাব পরিপূ রূপে খেলিতে থাকে, তখন সেই ভাবকে ভাষা দ্বারা খানিকটা বাহির কা দিতে না পারিলে চিত্ত কিছুতেই শান্ত ও সুস্থির হইতে চাহে না। জগতে যত কিছু উৎকৃষ্ট রচনার অভিব্যক্তি, তাহা এইরূপেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে নতুবা ভাবিয়া চিন্তিয়া রচনা করিলে, তাহা কখনও প্রসাদ-গুণ বিশিষ্ট হয় না।

নীরবে নিজের ভিতরে নামদাতা ও নামীর অপূর্ব লীলা দর্শন করিয়া যাও বিপদ বা সম্পদ, উভয়ই তোমার নিকট তুল্য আনন্দদায়ক হোক।

কল্যাণে স্থিতি কর।

৭৮

তোমার নিজের ভিতরের দিকে চাহিয়া দেখ। যদি দোতলা ছাড়ি তোমার sentiment এ কিছুমাত্র বাধা না হয়, তবে ছাড়িতে আমার আপ

াই। তেতলায়-ও তো তোমার বাসস্থান ছিল এবং আমি সেখানে ছিলাম
ঃ ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলাম। অপর যে কোনো ভাড়াটে অপেক্ষা
গুরুভাই ঢের বেশী উৎকৃষ্ট সঙ্গী।

বাবা, ও সব কিছুতেই তোমার কিছুমাত্র ক্ষতি-লাভ নাই। তোমার
ালনার হাল সম্পূর্ণরূপে অন্যের হাতে।

৭৯

তুমি মৎস্যাহার ব্যাপারে যে কটি কথা লিখিয়াছ, উহা জীবন্ত সত্য
ানিবে। ইহারই নাম তত্ত্বের প্রকাশ। তোমার চিত্তের বাণীর ভিতরে
কটি হরফও এমন নাই, যাহা বাদ দেওয়া চলে। বাবা বড়ই আনন্দ পাইলাম।
তুমি কুলপাবন হও। শ্রেষ্ঠ সাধক হও। টাকা পয়সা ছেলেমেয়ে যে সংসার
য়, কেবলমাত্র আসক্তিই সংসার—ইহা তোমার জীবনে পূর্ণ প্রতিভাত হউক।

প্রত্যেকটি কথা তারিখ দিয়া লিখিয়া রাখিও।

৮০

ভোগ যখন আসে, তখন কাহারও সাধ্য নাই উহা ঠেকাইয়া রাখে। তোমার
ই অবস্থা দেখিয়া আমার মন পুড়িয়া যায়। কিন্তু ভোগের স্বাভাবিক গতিকে
াধা দিয়া একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে দেওয়া উচিত নয় মনে
রিয়া মনকে প্রবোধ দেই।

ঠাকুর বলিলেন, তোমার এ অবস্থা আর বেশী দিন থাকিবে না; তুমি
াতি শীঘ্রই স্বাভাবিক ও উৎকৃষ্টতর অবস্থা লাভ করিবে।

* * * *

প্রাত্যহিক নিয়মিত সাধন যাহাতে বজায় থাকে, তাহার দিকে বিশেষ
ষ্টি রাখিবে। প্রাণায়াম অবশ্যই করিবে। তোমার প্রতি আমার এই অতুল
েহ ও অপরিসীম ভালবাসাও কি তোমাকে বৃথা ভয় হইতে রক্ষা করিতে
ারিল না? অকারণ তোমার এই কল্পিত দুঃখ দেখিয়া আমার বড়ই
ষ্ট হয়।

ঠাকুর তোমাকে নিরাময় করুন।

৮১

তোমার চিঠি পড়িয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। তোমার ভয় বরাবরই বেশী,
সাধনের পর উহা একেবারে কমিয়া গিয়াছিল। আবার কেন এ রূপ

হইল ? আমি তো বাঁচিয়াই আছি ; মরিলেও তোমার কাছে বাঁচিয়াই থাকিব। তবে কেন এত ভয় ?

তোমার ঝিন্ ঝিনে রোগ কখনো হইবে না। নিশ্চিন্ত ও স্থির চিত্তে দোকানে যাও এবং কাজকর্মে মনোনিবেশ কর।

এস. কে. নাগ তোমাকে কিসের ঔষধ দিবে ? ল্যাকেসিস কখনও তোমার ঔষধ নয়। উহা ফেলিয়া দাও।

তুমি এই চিঠি পাইয়া তৎপর ভোরে **Phosphorus 200** এক ডোজ খাইবে। উহার দশ দিন পরে ভোরে এক ডোজ **Conium Mac 200** খাইবে। অন্য আর কিছু ঔষধ নয়।

ইতিমধ্যে নিত্য নিয়মিত কাজকর্ম ও সাধন আরম্ভ কর। কেবল শরীর দুর্বল থাকা পর্যন্ত প্রাণায়াম খুব কম করিও।

তুমি এরূপ ভীত হইলে আমি বড়ই লজ্জা বোধ করি।

৮২

চোখের জন্য নিজের মনের হতাশ ভাবটা পরিত্যাগ কর। বয়সের জন্যও তো চোখ খানিকটা খারাপ হইতে পারে। যথাযোগ্য ঔষধ ব্যবহার করিয়া যাও এবং ভগবানে বিশ্বাস রাখ। তোমাকে চোখের জন্য বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে না।

৮৩

এত বৃথা কেন দুঃখ করিয়াছ ? নিজে কোনও প্রকার মতলব সিদ্ধি উদ্দেশ্যে তুমি তো কখনও কিছু কর নাই, সুতরাং তোমার নিজের অনুত হইবার কোনো কারণ নাই। যদি কিছু ভুল করিয়া থাক, সে জন্য দুঃখ তোমাকেই পাইতে হইতেছে। যথা সময় পেন্সন না লওয়া, যথা সময় মেয়েদের বিবাহ না দেওয়া এবং অসময়ে ছেলেকে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত কর- এরূপ ভুল জীবনে অল্পাধিক সকলেরই হইতে পারে। সবই ঠিক হইয়া যাইবে ব্যস্ত হইও না।

৮৪

আমার চিঠি বুঝিতে পার নাই। 'বড় বিপদের সম্ভাবনা'—তোমার নয় আমার। তোমার কোন বিপদ নাই। তোমার ছুটি না হইলে, যে পর্যন্ত না হইবে সে পর্যন্ত আমাকে বড়ই উদ্বেগে কাটাইতে হইবে। আমার কেব

মনে হইবে, তুমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত—তথাপি বিশ্রাম করিতে না পারিয়া বাধ্য হইয়া খাটিতেছ। এই চিন্তার দরুন আমি এক মুহূর্তও শান্তি পাইব না। তাই লিখিয়াছিলাম বড় বিপদের সম্ভাবনা।

৮৫

কি করিবে, উপায় নাই; এবার উৎসবে কলিকাতা হইতে একজনও আসিতে পারে নাই। * * * প্রতিভা যে আসিতে পারে নাই, এ দুঃখ আমার রাখিবার স্থান নাই।

ব্যাপার এখানেও গুরুতর। এরূপভাবে আর কিছুকাল চলিলে বিলাতী সরকার কুপোকাৎ হইবেন। এখানে আটা বাজারে নাই। এরূপ থাকিলে অরাজকতা দিন দিনই বাড়িবে। তোমাদের main line নাই বলিলেই হয়। কেবল grand chord আছে।

কেবলমাত্র ভগবানের অনুগত জনেরাই এ সঙ্কটে রক্ষা পাইবে।

৮৬

অদ্যকার enquiryতে কি হয় তাহা জানাইবে, তোমার ভয়ের কোনো কারণ নাই। দৃঢ় হও।

প্রতিভা তোমার এই বিপদের সময় ঠিক সাধারণ মেয়ে মানুষের মত এ ভাবে এলাইয়া পড়ায় বড়ই দুঃখ পাইলাম। সে কোথায় তাজা থাকিয়া তোমাকে উৎসাহ দিবে, উল্টা তাহার জন্য তোমাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইতেছে। আমি তাহার নিকট এতটা অবিশ্বাসীর মত কাতরতা আশা করি নাই।

তোমার কিছু হইবে না, জানিও। নিশ্চিন্ত হও।

৮৭

সম্পূর্ণরূপে ঠাকুরের উপর নির্ভর করিয়া নিজ কর্তব্য করিয়া যাও, এবং দেখিয়া যাও, তিনি কি করেন। তাঁহার ইচ্ছা হইলে তোমার পক্ষে এখনই S. D. O. চার্জে কাজ করা অসম্ভব নহে। সৎভাবে থাকিয়া যত বেশী অর্থ উপার্জন হইতে পারে, তাহা তোমার হইবে। কেননা অর্থের প্রয়োজন আছে।

কোন চিন্তা নাই সর্বদা আমি কাছে কাছে রহিয়াছি।

৮৮

পৃথিবীতে খণ্ড প্রলয় হইতেছে। এ সময়ে যাহারা অনন্য মনে ভগবানের

শরণাপন্ন হইবে, তাহারাই মাত্র রক্ষা পাইবে। সভ্যতার নামে যে নাস্তিকতা চলিতেছে, উহা সম্পূর্ণ বিদ্ধস্ত হওয়াই এই প্রলয়ের উদ্দেশ্য।

৮৯

ঠাকুর আমার সমুদ্রের মধ্যেও সুরম্য বাগান রচনা করিতে পারেন। * *।

তোমার ব্যাপার অবগত হইলাম। দুইটি লোকের মৃত্যু হওয়ায় বড় দুঃখ হইল। কিন্তু কি করা যাইবে? যাহা হইবার, উহা পূর্ব হইতেই বিধি নির্দিষ্ট।

এই ব্যাপারে তোমার কোনো বিপদ হইবে না। প্রতিভা এতটা এলাইয়া পড়িবার অর্থ কি? যদি মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয়েরা এইজন্য রেল কোম্পানী নামে compensation এর দাবীতে নালিশ করে, তবে তোমার যৎ ক্ষতির (আর্থিক) সম্ভাবনা আছে। কিন্তু চাকরী যাইবে না। আর য নালিশ না হয়, তবে সামান্য censure পাওয়া ছাড়া আর কোনো ক্ষ হইবে না।

তোমরা এত ঘাবড়াইও না. আর্থিক ক্ষতি ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষতি সম্ভাবনা নাই। মন স্থির কর। ইহা লইয়া বিশেষ কিছু হৈ চৈ হইবে না।

কল্যাণ হোক। তোমার সব বিপদ কাটিয়া যাইবে। পূর্বেই বলিয়াছি ঠাকুর আমার সমুদ্রের মধ্যেও ডাঙ্গা রচনা করেন।

৯০

তোমার পুরাতন সাহেব গিয়া নূতন সাহেব আসিয়াছে, এজন্য যথাযো দুঃখ ও সুখ অবশ্যম্ভাবী। ভগবানে একটু লক্ষ থাকিলে, তিনিই যে দাতা, এ সব সংসারের একমাত্র মালিক তাহা বুঝা কঠিন নয়।

কোনো সাহেব বোধ হয় এ পর্যন্ত তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই এবং উপকারও করিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে করি না। সৎপথে থাকিলে সেই একমাত্র দাতাই তোমাকে কৃপা করিবেন।

৯১

তুমি ওখানকার থানার বাহিরে যাইতে পারিবে না, interned হইয়া জানিয়া ক্ষোভ ও আনন্দ দুই ই হইয়াছে। ক্ষোভ এই যে অকারণ তোমা এইরূপ বন্দী করা হইল; আনন্দ এই যে এখন তুমি একান্তে বসিয়া সা করিতে পারিবে। কিন্তু নিজে পুরুলিয়া গিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রেসের ক

যোগাড় করিতে না পারিলে তোমার সংসার কি করিয়া চলিবে তাহা ভাবিয়া কূল পাইতেছি না। * * *

শাকভাত খাইয়া দিন কাটাইতেছ জানিয়া অনেকেরই তোমার উপর হিংসা হইবে। নিজে শাকভাত খাওয়া সহজ, কিন্তু বউমা তার ছেলেমেয়ে লইয়া কোনোরূপ ক্ষুণ্ণ না হইয়া যদি এই শাক গ্রহণ করিতে পারিয়া থাকেন, তবে তোমাদের ন্যায় ভাগ্যবান দুর্লভ। এখন ইচ্ছা করে, দৌড়াইয়া গিয়া তোমার অতিথি হই। তোমার শাকভাত ঘি-ভাত রূপে ফুটিয়া উঠুক। * * *

তোমার দুর্গোৎসবে মায়ের কৃপা অবতীর্ণ হউক। আশ্রমের আপদ দূর হউক।

৯২

প্রতি মুহূর্তেই এই নচ্ছার গভর্ণমেণ্ট তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইতে পারে ভাবিয়া চিত্তে একটা অসোয়াস্তি অনুভব করি। * * *

কিন্তু কেবলমাত্র সর্ব বিষয়ের মালিক ভগবান। তাঁহার দয়ার দিকেই চাহিয়া থাকিতে হইবে। তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। যদি তোমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা অনাহারে থাকা ও 'মন্দির' বন্ধ হইয়া যাওয়া তাঁহার ইচ্ছা হয়, তবে কাহার সাধ্য উহার অন্যথা করিবে?

৯৩

[ সংগঠন প্রকাশিত হইলে ] রামচন্দ্রপুর আশ্রমের সুবিধা হইবে বলিয়া চিত্ত আমাকে প্রলোভন দেখাইয়াছে। সে জানে না, রামচন্দ্রপুর ও কাশীর আশ্রম নিজ হাতে আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দিতে পারি, কিন্তু এই বুড়া বয়সে তোমার জেলে যাওয়া আমার সহ্য হইবে না।

৯৪

খাদ্য জিনিষের অভাবে সর্বত্র হাহাকার। এখন বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা, মহাকালের বিকট হাস্য ধীরে ধীরে বিকশিত হইতেছে। ইহাই তো প্রলয়।

আহারের অভাব, তোমার ছেলেমেয়ে কষ্ট পাইতেছে। চারিদিকে হাহাকার। সবই নীরবে সহিতে হইবে। তিনি যদি মারেন, তবে আমরা আনন্দের সঙ্গে মার খাইতে পারিব না কেন? তিনি কি প্রিয়তম নন?

ভয় নাই—সব ঠিক হইয়া যাইবে। প্রহ্লাদের সিংহাকৃতি ঠাকুরের বিকট মুখের দিকে চাহিয়া দেখ। প্রহ্লাদের দিকে কেমন মধুর হাসিমাখা সস্নেহ দৃষ্টি।

ভয়ানকং ভীতিহরং বিকটং সস্মিতাননম্।
প্রণমামি নৃসিংহং ত্বাং শরণাগতরক্ষকম্॥

৯৫

ভগবানের রাজ্যে কিছুই অসম্ভব নয়। অযাচিত ভাবে চাউল দাল পাওয়া তো সামান্য কথা, তিনি যাহা কিছু আবশ্যক সবই দেন। বাবা, যিনি মাতালের মদ ও বেশ্যার উপপতি জুটাইয়া দেন, তাঁহার দেওয়ার কথা আর কি বলিবে? কেবল দেখিয়া যাও—তোমার জীবনে তাঁহার কী লীলা হইতেছে। করজোড়ে থাক, যথাসর্বস্ব—বাড়িঘর জমি স্ত্রী-পুত্র কন্যা সব দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া থাক তবেই তাঁহার লীলা ও মহিমা দর্শন করিয়া ধন্য হইতে পারিবে।

৯৬

যাহা হইবার হইবেই। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা কিভাবে কিসের ভিতর দিয়া কি কাজ করে, তাহা জ্ঞান বুদ্ধির অতীত। কেবল ধ্রুব সত্য এই, যাহা কিছু ঘটে সবই আমাদের কল্যাণের জন্য—

৯৭

চারিদিকের পরিস্থিতিতে দিন দিন যেরূপ হইতেছে, ঈশ্বরে অবিশ্বাসীর পক্ষে তাহা ক্রমশই সঙ্কটজনক। আমাদের ভাবনা কিছুই নাই। ঝঞ্ঝাট যদি আসে, উহা সহিতে তো হইবেই। সবই তো প্রিয়তমের দান।

৯৮

আমার কাছে কোনো বিষয় কখনও তোমারের দোষ হইতে পারে না, অকারণ ক্ষমা চাহিয়াছ। আমার নিকটেই যদি তোমরা তোমাদের গুহ্যাতি-গুহ্য মনের কথা, স্খলন-পতন ত্রুটি-সন্দেহ সব বলিতে না পার, তবে আর কাহার নিকট বলিবে? নির্বিবাদে নির্ভয়ে যাহা খুশী জিজ্ঞাসা করিবে, আমি উহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

প্রত্যেকের প্রকৃতি বিভিন্ন, সুতরাং প্রশ্নও পৃথক পৃথক হইবে।

যে যাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে যেমন তাহার প্রকৃতি অনুসারে তাহাকে বুঝাইতে সহজ হয়, সমবেত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলে উহা সভাস্থলে আলোচিত তর্কের মত শুনায়। উহা মর্মের কথা হইতেই পারে না। এজন্যই তোমাদের একত্র চিঠি লিখিতে নিষেধ করিয়াছি। তাই বলিয়া আমার চিঠি কাহাকেও

দেখাইতে পারিবে না, এমন নয়। উহা তোমার ইচ্ছা ও রুচির উপর নির্ভর করে।

৯৯

তোমার যাহা মূল প্রকৃতি, যে প্রকৃতি তুমি পূর্ব জন্মে সাধন দ্বারা লাভ করিয়াছিলে, সে প্রকৃতি এই যে—শোকে দুঃখে তোমাকে কখনও বিচলিত করিতে পারে না।

মহা ধনশালী ক্রোড়পতির যদি লক্ষ টাকা হারাইয়া যায়, তবে বহু বিত্তশালী হইলেও অন্তত কিছুকাল তাহাকে শোকে মুহ্যমান হইতেই হইবে। তুমি ধনশালী নহ; অতি দরিদ্র। ক্ষেত্র তোমার কাছে দরিদ্রের লক্ষ টাকা ছিল। তোমার চিত্ত যতই প্রশান্ত হউক না কেন, এ শোক এড়াইবার কোনও উপায় নাই।

ধীরে ধীরে তোমার ঘা শুকাইবে; এজন্য চিন্তা করিও না। ছেলেদের বিষয় ভাবিয়া বিব্রত হইবার আবশ্যক নাই। যিনি দেখিবার তিনিই দেখিবেন। তুমি শুধু প্রশান্ত মনে তোমার duty করিয়া যাও। ছেলেদের জন্য যথেষ্ট কর্তব্য তোমার রহিয়াছে।

প্রত্যহ নিয়মিত সাধন করিও। এখন বরং তোমার মন স্থির হইবার অতি সহজ কৌশল আয়ত্ত হইয়াছে। ক্ষেত্রকে যখন ভাব, তখন তোমার মন আর কিছুর দিকে যায় না। সুতরাং এখন ক্ষেত্রর কথা ভাবিতে ভাবিতে যদি নাম কর, তবে আর মন একবার অফিস একবার বর্ধমান একবার এখানে একবার সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইবে না।

চিন্তা করিও না। যাহা আবশ্যক তাহাই হইবে। ঠাকুর তোমাকে শোকমুক্ত করুন, এই আশীর্বাদ করি।

আমি তোমার দিকে সর্বদা চাহিয়া আছি, জানিবে।

১০০

একটি চাকরী পাইয়াছ, জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। তোমার অর্থাভাবের কথা ভাবিয়া সময় সময় বড় দুঃখ পাইতাম। সে দুঃখ দূর হইল।

প্রত্যহ নিয়মিত সাধন করিও এবং অফিসের কর্তব্য কর্মের কোন প্রকার ত্রুটি করিও না।

১০১

হঠাৎ চাকরীটি কি করিয়া খোয়াইলে, আশ্চর্য ! এ যেন মনে হয় আগে থেকেই সব ঠিকঠাক ছিল—কেবল সাধনটি পাওয়ার অপেক্ষা। যাহা হোক, চাকরী না হইলে চলিবে কেন ? একটা চেষ্টা দেখিও। কেবল বসিয়া থাকিও না।

১০২

স্ত্রীলোকের সঙ্গ করিলে ক্রমশ প্রকৃতি স্ত্রীলোকের মতই হইয়া যায়। স্ত্রীচিন্তা দ্বারা স্ত্রীত্ব প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত ভাগবতে আছে।

শ্রাবণ মাস তো কাটিয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন আর বোধ হয় তোমার বা তোমার শাশুড়ীর স্বপ্ন সম্বন্ধে কোন ভয় নাই। * * *

এই জন্যই পত্নীকে safe refuge এ পাঠাইয়াছ নাকি ? বোকা কোথাকার।

ভারতীব মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময়ের এক মুহূর্ত পূর্বেও কেহ মারিতে পারিবে না। এবং উহার এক মুহূর্ত পর পর্যন্ত কেহ রাখিতে পারিবে না। বৃথা চিন্তায় লাভ কি ?

এখানে ভারতী বেশ ভাল আছে।

১০৩

কৃপাদৃষ্টির কথা কি লিখিয়াছ ? যে সম্বন্ধ কোনো অবস্থাতেই নষ্ট হইবার নহে, যাহা সহজ ও স্বাভাবিক তাহা লইয়া ভাবনার কি আছে ?

১০৪

পয়সার অভাব কোথায় ? নিজেদের বাহুল্য খরচ ছাড়িয়া দিলেই আর অভাব হয় না। চিন্তা করিয়া দেখিলেই উহা বুঝা কঠিন হইবে না।

দুঃখ ও অভাব যদি মনে কর তবেই দুঃখ ও অভাব। নহিলে কিসের দুঃখ? শুধু ভাত খাইয়াই জীবন কাটে, সেই তুলনায় তোমরা বেশ আছ। জীবনে ধর্মহারা হইও না; তাহার ন্যায় দুঃখ ও দুর্দিন আর নাই।

১০৫

বসন্তর বিয়োগ তোমার প্রাণে যতটা গভীর আঘাত করিয়াছে তাহা কেহ অনুমান করিয়াও বুঝিতে পারিবে না।

বসন্ত তোমার কে ছিল ? যদি 'স্বামী' ছিল বল, তবে তোমার এই শোকের কোন মূল্য নাই। তোমার ন্যায় বহুতর স্ত্রীলোক এই প্রকার

প্রত্যহ স্বামীহারা হইয়া নিজেদের কর্মভোগ বশত চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। এইরূপ হয়ত কত জন্ম কাঁদিয়াছে। আরও কত জন্ম স্বামী হারাইয়া কাঁদিবে। জগৎব্যাপী এইরূপ হইয়া থাকে ; ইহার নাম মোহের খেলা।

কিন্তু বসন্তের সঙ্গে যে তোমার স্বামী সম্বন্ধ ছিল, ওটা একান্তই লৌকিক সম্বন্ধ। উহা ছাড়া এমন কোন সম্বন্ধ বসন্তের সঙ্গে আছে, যাহা স্থায়ী সম্বন্ধ। শুধু স্বামী বলিলে তাহা বুঝা যাইবে না।

বসন্ত যাঁহার সন্তান, বসন্তের যিনি ইষ্ট দেবতা, তুমি তাঁহারই সন্তান এবং তিনিই তোমার ইষ্টদেবতা। ইহাই বসন্তের সঙ্গে তোমার পাকা সম্বন্ধ। সংসারে সম্বন্ধটা একেবারেই অবান্তর।

বসন্তকে তাহার ঠাকুর কতই ভালবাসিতেন, কতই প্রিয় মনে করিতেন তাহা তুমি সম্যক না জানিলেও অবশ্যই অনেকটা অবগত আছ। সেই প্রিয়তম ঠাকুর যদি মনে করিয়া থাকেন যে, তিনি তাঁহার প্রিয় ছেলেকে আর অযথা ধড়া চূড়া পরিয়া কোর্টে দৌড়াইতে দিবেন না, আর অযথা নিতান্ত বাজে আইনের বই লইয়া মাথা ঘামাইতে দিবেন না, তবে তাহাতে তোমার আমার আপত্তি চলিবে কেন ? আর আপত্তি করিলেও ঠাকুর তাহা শুনিবেন কেন ?

অতএব আমাদের এই কান্না স্বার্থের কান্না। তুমি যেদিন চোখ বুজিবে, সেদিন তো বসন্ত যে-লোকে ঠাকুরের নির্দেশমত পরমানন্দে বাস করিতেছে,সেই লোকেই প্রস্থান করিয়া বসন্তের সঙ্গ পাইবে। তবে এ কয়টা দিনের জন্য শোক কেন সহিতে পারিবে না ? আগে তোমার ঠাকুর ও তোমার স্বামী আলাদা ছিলেন, এখন সম্পূর্ণ এক হইয়া গিয়াছেন। ঠাকুরের ভিতর তোমার স্বামী বাস করিতেছেন। সুতরাং ঠাকুর এখন তোমার দ্বিগুণ প্রিয়, সন্দেহ নাই।

* * *

বসন্ত তোমাকে যে ভালবাসে, দেহ না থাকায় সেই ভালবাসা এখন একেবারে সাত্ত্বিক হইয়া গিয়াছে। তোমার সঙ্গের জন্য সে আর উতলা নয় ; কেবল তোমার কল্যাণের জন্যই ব্যস্ত। কিন্তু দেহ আছে বলিয়া তোমার ভালবাসা ততটা উচ্চস্তরে উঠিতে পারিতেছে না। তুমি প্রিয় বসন্তকে জীবিত মনে করিয়া ঠাকুরের ভিতর দর্শন করিতে চেষ্টা কর। আমার আশীর্বাদে তোমার সে দর্শন হইবে

মা, শোক পরিত্যাগ কর।

১০৩

তোমার সমস্ত জিনিষপত্র আবার চুরি গিয়াছে শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। ইহার আর কোন প্রতিকার দেখি না। * * * ঠাকুর তোমাকে পুনঃপুনঃ এই অসুবিধায় ফেলিয়া যেন তামাসা দেখিতেছেন। এজন্য দুঃখ করিও না। তুমি ফকীব, এক গিয়াছে আবার হইবে। সবই তাঁর পরীক্ষা

১০৭

তোমার সর্বপ্রথমের বাংলা লেখা দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছি। এরূপ বা'লা লিখিতে পারিবে ইহা আমি ভাবি নাই। বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম।

তোমার মৃত পুত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। শোক হইতে মুক্তিলাভ করা একপ্রকার অসম্ভবই। বিচার ও সাধনার দ্বাবা ধীরে ধীরে উহা হইতে মুক্তিলাভ কবা যায়। তোমার পুত্রের এখনও জন্ম হয় নাই। মৃত্যুব এক বৎসরেব মধ্যে কোন মানবাত্মার জন্ম হয় না। এক বৎসর পরে যথাযোগ্য স্থানে তাহার জন্ম হইবে। এই একবৎসর সর্বদা তাহার তোমাদের কথা মনে থাকিবে। তবে তোমাদের অপেক্ষা তাহা'ব মায়া খুব কম। তোমাদের জন্য সে খুব কষ্ট করিতেছে না। পরলোকে ববীন্দ্র খুব আনন্দেই আছে তোমরা যত শোকাচ্ছন্ন হইয়া তাহার জন্য হাহাকার কবিবে, সে তত কষ্টবোধ করিবে। তাহার তোমাদেব নিকট আসিবার ক্ষমতা নাই অথ তোমরা যদি কেবল তাহাকে লইয়া টানাটানি কর তাহাতে তাহার কষ্ট হয়।

১০৮

মৃত পুত্রের সম্বন্ধে মায়ের যে আবেদনের কথা লিখিয়াছ ঐ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। তোমার ছেলে রবীন্দ্র খুবই সৎ ছেলে ছিল মৃত্যুর পর একটি বৎসর গত হইলেই তাহার জন্ম হইবে, এবং এই জন্মই তা শেষ জন্ম। ঐ ছেলে যদি তোমাদিগকে দেখা দেয় তবে তোমাদের ক্ষতি ব্যতীত কোন লাভ হইবে না। যাহাকে এক মুহূর্তও কাছে রাখিতে পারিবে না তাহার বায়বীয় মূর্তি দর্শন করিয়া শোক আরও চতুর্গুণ বাড়িবে। ক্রমশ শোক শান্ত হইয়া আসিতেছে। এ সময়ে উহাকে আবার কাঁচা করিয়া দেও কিছুতেই উচিত হইবে না। এইজন্য মাকে এই ইচ্ছা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিও। রবীন্দ্র তোমাদের দুঃখ অনেকটা ভুলিয়া গিয়াছে, এখন আবার নূতন করিয়া জাগাইয়া দেওয়া তোমাদের পক্ষে কর্তব্য হইবে না। যাহাকে কো

অবস্থাতেই আর পাইবার সম্ভাবনা নাই তাহাকে ধীরে ধীরে ভুলিয়া যাইতে চেষ্টা করাই ভাল। এই সাধন যদি নিয়মিতভাবে করিয়া যাও তবে আর রবীন্দ্রের স্মৃতি তোমাদের নিকট দুঃখজনক হইবে না। তখন তাহাকে মনে হইলে একটু মধুর স্নিগ্ধতায় হৃদয় পূর্ণ হইবে। সে চলিয়া গিয়াছে তাহাকে লইয়া টানাটানি করায় কোন লাভ নাই।

১০৯

তুমি নিষ্ঠার সঙ্গে সাধন যেরূপ করিতেছ তাহাই করিয়া যাও। তোমার নামে রসবোধ হয় নাই, এ কথা সত্য নহে। এইরূপে সাধন চলিতে থাক্—সবই ঠিক হইয়া আসিবে। অফুরন্ত শক্তি তোমাকে দেওয়া হইয়াছে।

বৃন্দা মাতার চিঠির জবাব যোগাননকে দিয়া লিখাইয়া উড়িয়া ভাষায়ই দিলাম, যদিও আমি কিছুমাত্র উড়িয়া জানি না। ভবিষ্যতে তুমি যদি তাহার যথাযথ কথাগুলি বাংলায় লিখিয়া দাও তবে আমি বাংলায় নিজ হাতে জবাব লিখিতে পারি, এবং তুমি যদি উড়িয়া ভাষায় তাহাকে সেই চিঠি শুনাইয়া দিতে পার তবে বেশ হয়।

১১০

মানুষের শিক্ষা এবং সাবধানতার জন্য ভগবান কৃপা করিয়া মানুষকে বিপদ, রোগ, শোক ইত্যাদি দিয়া থাকেন। আমরা বুঝিতে পারি না, তাই আতঙ্কে অস্থির হই।

ভয় পাইও না। এ বিপদ সময়ে যথাযোগ্য উপায় অবলম্বন করিবে এবং সর্বোপরি ভগবানের দিকে চাহিয়া থাক। তিনি কখনও তোমার অনিষ্ট করিবেন না। চাকুরী থাকুক বা যাউক, কিছুতেই বিচলিত হইবে না।

১১১

তোমার চিঠিতে বিপদ কাটিয়া গিয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। এখন কিছুকালেব জন্য তুমি নিশ্চিন্ত হইলে।

আমাদের যথার্থ কল্যাণ বিধান করিবার জন্যই ভগবান মাঝে মাঝে বিপদ পাঠাইয়া দেন। ইহাতে বিশিষ্ট প্রকারে আত্মশোধন করিবার উপায় আবিষ্কৃত হয়। যে বিপদ তোমার উপর দিয়া বহিয়া গেল, এই বিপদে তুমি তোমার তোমার নিজের ত্রুটি কোথায় কতটুকু তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছ। ভবিষ্যতে

নিজের সমস্ত ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইবার মত অভিজ্ঞতা এবার তোমার বেশ হইল। ইহা কম লাভ নহে। * * *

এ বিপদে তোমার উপকারই হইয়াছে, কোনো অপকার হয় নাই। * * * প্রত্যহ বসিতে চেষ্টা যেন থাকে।

১১২

খালিয়ায় তোমার যথেষ্ট শত্রু আছে বলিয়া যে মনে কর, উহার কিছু অংশ সত্য, কিন্তু অধিকাংশই তোমার মনের কল্পনা। যে বিপদে তুমি পড়িয়াছিলে উহাতে তুমিও যে একেবারে নির্দোষী ছিলে না তাহা আমার অজ্ঞাত নহে। উহা দ্বারা ভগবান তোমাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও সৎ পথে চলিবার ইঙ্গিত করিলেন, জানিও। তুমি যদি যথাযোগ্য নিরপেক্ষ ভাবে নিজ কর্ত্তব্য করিয়া যাও, যদি খালিয়ার কোনো পরিবারের সঙ্গেই দাদা দিদি পাতাইয়া অযথা ঘনিষ্ঠতা না কর, যদি সমস্ত স্ত্রীলোকের undue familiarity ঘোড়ার লাথি মনে করিয়া নির্মম হস্তে বেতের সদ্ব্যবহার করিতে পার এবং গ্রাম্য politics এ যোগ না দেও, তবে ঐ গ্রামে কে তোমার কা করিতে পারে তাহা তোমার গুরুজী দেখিবেন। অযথা ভয়ে খালিয়া ত্যাগ করিবে না। * * *

যতক্ষণ সাধন কর ততক্ষণই আমার সঙ্গে প্রাণের যোগ জানিও।

১১৩

তুমি পূর্বাপেক্ষা অনেকটা আত্মস্থ হইয়াছ জানিয়া বড় সুখী হইলাম সর্বদাই মনে রাখিবে, তোমার ভাল বা মন্দ করিবার ক্ষমতা ভগবান কোনো মানুষের হাতে অর্পণ করেন নাই। সুতরাং কুকুরের মত অন্যের চীৎকারে কিছুই যাইবে-আসিবে না। তুমি কেবল নিজের পরখ করিবে এবং নিজেই নিজের কাছে দোষ শূন্য হইতে চেষ্টা করিবে। কাহারও উপর কুভাব পোষণ না করিতে চেষ্টা করিবে।

১১৪

তোমার পুত্র বিয়োগ সংবাদে দুঃখিত হইলাম। তোমরা দুটিতে বড়ই আঘাত পাইয়াছ, ইহা ভাবিতেই চোখে জল আসে।

তোমার পুত্র যোগভ্রষ্ট ছিলেন। অত্যধিক স্ত্রীলোক বিদ্বেষের দরুন একজন স্ত্রীলোকের অভিসম্পাতেই তাহার পতন হইয়া এই জন্মটি ভুগিতে

হইল। এখন পুনরায় তাহাকে সরযূ নদীর তীরে কোনো ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম
গ্রহণ করিতে হইবে এবং যোগসিদ্ধি লাভ হইবে। তোমরা তোমাদের ছেলে
বলিয়া বৃথাই তাহার জন্য কাঁদিতেছ।

ত্রিপাপ দোষের জন্য তোমাদের করণীয় কিছুই নাই। প্রিয়বালা যেন
একটি ভোজ্য কোনও ব্রাহ্মণকে দান করে। বাড়িতে কোন দোষ নাই। লোকে
নিজের বাড়ি হইলে এরূপ ছাড়িবার পরামর্শ দিতে পারিত না। পরের উপর
নিজের মতলব চালাইতে সকলেই প্রাজ্ঞ। খালিয়া গ্রামে এমন একখানা বাড়ি
কি বাহির করিতে পার, যে বাড়িতে শিশুর অকাল মৃত্যু ঘটে নাই? যাত্রা
পরিবর্তন অনাবশ্যক।

তোমার নিজের জন্য কিছু প্রার্থনা করিতে হইবে না। রীতিমত সাধন
করিয়া যাও। নামই তোমার সমস্ত বাসনা পূর্ণ করিবেন।

## ১১৫

তোমার পুত্র উপবীতী হইয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম। অন্তত গায়ত্রী
মন্ত্রটা যাহাতে নিত্য উচ্চারিত হয়, বিমল যেন ছেলেকে সেইরূপ শিক্ষা দেয়।

তোমার পঞ্চমী ব্রত প্রতিষ্ঠা হইল, সুখের কথা। কাপড় চাদর ও গামছা
পাইলাম। আমি তো মাত্র এইরূপ মটকা কাপড়-চাদরই ব্যবহার করিয়া থাকি।
তবে ব্যবহার করিব না কেন? খুব আনন্দের সঙ্গে ব্যবহার করিব।

তুমি তো আমার মা লক্ষ্মী। তুমি না হইলে বিমল লক্ষ্মীছাড়া হইয়া
যাইত। স্বামী-পুত্র-কন্যার যথাযোগ্য সেবা ও যত্নই তোমার সাধন। প্রত্যহ
যদি নিয়মিত একবারও, যত অল্প সময়ের জন্যই হোক না কেন, আসনে
বস, এই নিয়ম বাদ না দাও—তবে তোমার সংসারের সব কাজই সাধনফল
প্রসব করিবে।

## ১১৬

মাত্র দুই টাকা লিখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছ কেন? টাকার পরিমাণের
কোনো মূল্য নাই। প্রাণের ঐকান্তিক সহানুভূতির মূল্যই সর্বাপেক্ষা অধিক।

মৃত সুরেনের দেবীতুল্য পত্নী, কন্যার কোনো সংবাদই আমি লইতে
পারি না। ফিরিয়া আবার একটা সংসারের ভাবনা ভাবিতে চিত্ত রাজী
নহে। ভাগবানই দুঃখী সৎ লোকের সম্পূর্ণ আশ্রয় ও অবলম্বন, আমাদের
আত্মীয়তা নিরথক।

১১৭

যাহার প্রকৃতি ভীরু সে কখনও চেষ্টা দ্বারা ভয়কে দূব করিতে পা( না। তুমি ভাব যে আমি বলিলেই তোমার ভয় দূর হইবে, কিন্তু বস্তু তাহা নহে। তোমার ভিতরের দুর্বলতা আমার মুখেব কথায় দূব হইবা সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু এ জন্য দুঃখিত হইও না। ভগবানে বিশ্বাস হোক কি না হো অন্তত তিনি যে তোমাব একান্ত হিতৈষী, সে বিষয়ে সন্দেহ করিও ন স্থতরাং তিনি একান্ত হিতৈষী হইযাও যখন তোমাব অন্তরে ভীরুতা, দুর্বল ইত্যাদি থাকিতে দিয়াছেন, তখন নিশ্চিত জানিও, উহা তোমার কল্যা( জন্যই। ও সব এখনই দূব করিয়া দিলে যদি তোমার কল্যাণ হইত, সেজন্য তোমাব প্রার্থনা বা কাকুতি মিনতিব অপেক্ষা রাখিতেন না।

১১৮

ব্যবসায়ে কিছু কিছু স্থবিধা হইতেছে শুনিযা স্থখী হইলাম। কিন্তু স্থবি হইলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইও না, এবং যখন অস্থবিধা হইবে তখনই মব মরিয়া যাইও না। সবই ভগবানের কৃপার দান বলিয়া গ্রহণ করিতে চেষ্টা অভ্যাস কবিবে।

১১৯

আমি বুঝিতেছি না কেন তোমার সমস্ত পরিবার লইযা এমন এক দুর্ভোগ যাইতেছে। তোমরা ভাল আছ, এ কথা বড় একটা শুনিয়াছি বলি মনে হয় না।

ইহা আমাব পক্ষে খুবই দুঃখের কারণ হইলেও, কী ভাবে কোন্ উদ্দে তোমার গুরু তোমাকে কোন্ মঙ্গলের জন্য কোথায় চালনা করিতেছেন, তা মাত্র তিনি জানেন।

১২০

ভারতবর্ষের এই স্থদিনে তুমি দুর্বলতা বোধ কর ইহা দুঃখের কথ 'আমি মুক্ত'—এই বলিয়া সমস্ত আবল্য ঝাড়িয়া ফেলিলেই মুক্ত হওয়া যা এখন প্রাণপণে কেবল কর্ম করিয়া যাও। নিজের লাভ লোকসান হিস করিও না। দুইটি কথাও জানিয়া রাখ,—(১) যদি লাভ লোকসা( হিসাব না করিয়া পরের জন্য অর্থাৎ পিতার জন্য, ভাইয়ের জন্য, প্রতিবে

জন্য, দেশের জন্য কেবল কাজ করিয়া যাইতে পার তবে কখনও উপবাস করিতে হইবে না। উপবাস করিলেও উহাতে মনের শান্তি নষ্ট হইবে না (২) ত্যহ নিয়মিত সময়ে সাধন করা কিছুতেই, কোনো সৎকার্যের অনুরোধেও দ দিবে না।

এই দুইটি হইলেই প্রেমভক্তি সবই লাভ হইবে, শান্তি পাইবে; নতুবা শান্তি ভের জন্য কোনো প্রকারের চেষ্টাতেই শান্তি আসিবে না।

মৃত্যু-জয়ী হও। দেহের সঙ্গেই জীবন শেষ হয় না, এ কথা সর্বদা মনে খিও। নির্ভয় হও—নির্ভয় হও। কেবলমাত্র সৎ অবলম্বন করিয়া থাক। কান কিছু অসতের সঙ্গে নিজকে জড়াইও না।

১২১

নানা কারণে তোমার শরীর অপটু হইয়া উঠিয়াছে। 'বীর্যরক্ষা বীর্যরক্ষা', লিয়া চীৎকার করা স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বীয রক্ষা না হইলেও তোমার র্ম পথে, কোনো প্রকার হানি হইবে না, কেননা উহা তোমার ধর্ম বিরুদ্ধ াবজাত নহে, উহা তোমার পূর্ব হইতে সঞ্চিত দৈহিক ব্যাধি। তুমি সেটি ঝিতে না পারিয়া এত অস্থির হইয়া উঠিয়াছ। বাবা, তোমার কোন প্রকার ভীত হইবার কোন কারণ নাই।

ব্যাধি হইলে বৈদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তুমি যদি আমাকে বৈদ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাক, তবে অবিচারে আমার কথা মানিয়া চলিতে হইবে, আমার কথা যেটা ভাল লাগে সেইটা শুনিবে আর যেটা ভাল লাগে না সেটা শুনিবে না—এরূপ হইলে চলিবে না। তুমি ধীর ও স্থির ভাবে নির্জনে আত্মচিন্তা করিয়া দেখিবে, আমি তোমাকে যাহা করিতে বলিয়াছি তাহা নিয়মিত করিতে পারিতেছ কিনা। যদি তাহা না পার তবে বৃথা দুঃখে কানোও ফল নাই।

সাধনের নিয়মগুলি তোমাকে একান্ত প্রাণে আঁকড়িয়া ধরিতে হইবে। জলে পড়া মানুষ যেমন যতই গভীর জলে গিয়া পড়ে ততই একান্ত মনে প্রাণপণ বলে নিজ পার্শ্বস্থিত কাষ্ঠখণ্ড আকড়িয়া ধরে, তোমাকেও তাহাই করিতে হইবে। হতাশ হইয়া হাত ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। বাবা, ধর্মের পথ বড়ই বন্ধুর, ধর্ম বড়ই দুর্লভ ও দুঃখের ধন। অনেক দুঃখে ইহা লাভ হইয়া থাকে।

সাধনের নিয়মগুলি তোমাকে প্রত্যহ নিয়মিত পালন করিতে হইবে
প্রত্যহ প্রাতে স্নান কবিয়া পাঁচটি তুলসী পাতা খাইবে। পরে নি
সাধন ও প্রাণায়াম করিবে। অন্তত তুইঘণ্টা প্রাতে সাধন করা চাই। প
'বক্তৃতা ও উপদেশ' এবং 'জপজী' এক অধ্যায় করিয়া পাঠ করিবে
এই প্রকার প্রত্যহ নিয়মিত করা চাই। পরে উঠিয়া আহারাদি করি
স্কুলে যাইবে।

সন্ধ্যায় ঐ প্রকার তুই ঘণ্টা বসিয়া সাধন করা চাই। রাত্রে অল্প আহা
করিবে। তোষকে শয়ন করিবে না, কঠিন শয্যা চাই। শয়নের পূর্বে এ
গ্লাস শীতল জল পান করিবে, পরে মায়ের নাম স্মরণ করিয়া নাম করি
করিতে নিদ্রিত হইবে।

উচ্ছিষ্ট ভোজন ও মাংসের সংস্পর্শে ভোজন সর্বথা পরিত্যাগ করি
হইবে। অতি দৃঢ ভাবে পরম উৎসাহের সঙ্গে এই সাধন নিয়মমত প্রত
করিতে হইবে।

এই সঙ্গে কিছুদিন কবিরাজী চিকিৎসা প্রয়োজন। কোনো কবিরাজে
কাছে গিয়ে বীর্যের অবস্থা সম্বন্ধে সমস্ত তাহাকে খুলিয়া বলিয়া অন্তত এ
মাস ব্যবস্থা মত ঔষধ সেবন করিতে হইবে। ভাল লাগুক কি না লাগু
এ বিষয়ে তোমার নিজের মত খাটাইলে চলিবে না।

উপরোক্ত নিয়ম যদি তিনটি মাস নিয়মিত পালন কর, একদিনও ব
না যায় তবে নিশ্চয় তোমার ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বিদূরিত হইবে, কিন্তু উর্ধ্বরে
হইবে না। উর্ধ্বরেতা হওয়া আমাদের এই সাধন পথের বিরোধী। মা
উর্ধ্বরেতা হইলে সাধারণত অভিমানী ও অহঙ্কারী হইয়া উঠে। উহা ব
ক্ষতিকর। ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণরূপে নিজের বশে আনিবার আকাঙ্ক্ষা রাখিও
উর্ধ্বরেতা হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখিও না।

এই নিয়মে চলিতে আরম্ভ কর ; নিশ্চয়—নিশ্চয় আশা পূর্ণ হইবে।

সর্বোপরি দয়াল গোঁসাইজীকে আত্মসমর্পণ করিয়া কাতর প্রাণে প্রার্থ
কর যেন যথার্থ সদ্‌ধর্ম প্রাণে বিকশিত হয়।

ভয় নাই, তোমার সম্বন্ধে আমি বিন্দুমাত্র নিরাশ হই নাই। নিজের উন্ন
তুমি নিজে বুঝিতে পার না, আমি তোমার ভিতর দেখিয়া বলিতেছি। ধৈ
ধর—আশাবদ্ধ হও—উৎকণ্ঠার সহিত শুভ দিনের অপেক্ষা কর।

১২২

আমার কাছ ছাড়া হইলেই তুমি এত বিলাপ কর কেন? আমি তো সর্বদাই কাছে কাছে আছি। মাষ্টারী ছাড়িও না। উহাই তোমার নিশ্চিত অবলম্বন। উপরি কাজ করিয়া পয়সা রোজগার করিতে পার, ভালই।

১২৩

নিজের কর্তব্য যে সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করিতে পারে, তাহাকে আর কিছুই করিতে হয় না। নিজের সম্বন্ধে ভাবিবার তাহার কিছুই আবশ্যকতা নাই। Everything will adjust unto him.

আমাকে ডাকাডাকির কোন প্রশ্ন নাই। সাংসারিক কোন সম্বন্ধের অভিভাষণেই আমার সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধ প্রকাশ করা যাইবে না। যে ভাবে যাহার ইচ্ছা আমাকে ভাবিলেই আমি তাহাকে সেইভাবে সাড়া দিব। তুমি আনন্দে নিজ কর্তব্য করিয়া যাও। নিজেকে সম্পূর্ণ রকমে ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা কর।

১২৪

তুমি দুঃখ করিও না। তোমার বাবা যাহা বলেন, তদনুসারেই চলিতে চেষ্টা করিবে। নিজেদের খাওয়ার জলটা যদি আলাদা করিয়া রাখ তবে সংসারের অনেকটা উচ্ছিষ্টের হাত হইতে এড়াইতে পারিবে। কোন কষ্টকেই অসহ্য মনে করিও না। সংসারের আবিলতা সহ্য করিবার অভ্যাস পরিণামে নিজেদেরই কল্যাণদায়ক হইবে।

১২৫

আশা করি তোমার ছেলেটি ক্রমশ ভাল হইতেছে। অযথা উতলা হইও না। বিপদে নিত্য নিয়মিত সাধন করা আবশ্যক এবং ভগবানের চরণে নিবেদন আবশ্যক। যথাযোগ্য চিকিৎসায় ও ভোগে প্রারব্ধ খণ্ডন হয়। বালকের কর্মভোগ শুনিয়া আশ্চর্য হইয়াছ, ঐ বালক কত জন্ম কত জনের ঘরে এইরূপ বালক হইয়া জন্মিয়াছে, তুমিও কত জন্মে কত জনের ঘরে বউ হইয়াছ, তাহার বিন্দুমাত্র ঠিকানা তোমার জানা নাই। শান্ত চিত্তে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা কর, ভগবানের চরণে প্রার্থনা কর, তবেই কল্যাণ হইবে।

১২৬

বাবা, তুমি তো নিজেই বলিতেছ যে, তোমার কিছুই ছিলনা; সামান্য

বেতন চাকুরী করিয়াছ। ভবিষ্যতের কোন ভরসা ছিল না। কেবল ভগবানের কৃপায় তুমি আশাতীত অবস্থা লাভ করিয়াছ। যদি তা-ই হয় তবে তুমি এই ব্যবসায়ের উপর লোভ রাখিবে কেন? যিনি দিয়াছেন, তিনি যদি কাড়িয়া লন, তবে তোমার বলিবার কী আছে? তিনি কি শুধু এই সেবা ঔষধালয়ই তোমাকে দিতে পারেন? আর কিছু পারেন না? তিনি ইচ্ছা করিলে এই সব কাড়িয়া লইয়া গিয়া তোমাকে অন্য প্রকারে বড় লোক করিয়া দিতে পারেন। তিনি সব পারেন। কিছুর উপরই লোভ রাখিও না। কেবল তাঁহারই চরণে প্রপন্ন থাক। তিনি যখন যে ভাবে রাখেন, তাহাতেই আনন্দ বোধ করিতে চেষ্টা করিবে।

১২৭

আশা করি ভগবানে নির্ভরশীলতা, বর্তমান পরিস্থিতিতে, তোমার যথেষ্ট বাড়িবে। বিষয় প্রার্থনা করিও না, কেবল দয়া প্রার্থনা কর। তবেই সব হইবে।

১২৮

দুঃখ ও কষ্টে পোড়া না খাইলে মানুষ কখনও যথার্থ মানুষ হইতে পারে না। ভগবান মানুষকে খাঁটি করিবার উদ্দেশ্যেই দুঃখের আগুনের ভিতর দিয়া টানিয়া আনেন। আশা করি নিজের দুঃখ স্মরণ করিয়া এখন দুঃখীর উপর সর্বদা সহানুভূতি করিতে তোমার ভুল হইবে না। পরশ্রীকাতরতা ও পরনিন্দার মত কুষ্ঠব্যাধি মানুষের আর নাই। কাম ক্রোধ ইহা অপেক্ষা ঢের কম পাপ। কখনো পরের দিকে অসাধু দৃষ্টিতে তাকাইও না। সৎভাবে থাক, তোমার নিশ্চয়ই ভাল হইবে। আশীর্বাদ করি, তুমি যেন নিত্য নিয়মিত সাধন ও ব্যবসায়ের কাজ, দুইটাই সমান ভাবে চালাইতে পার।

১২৯

এ সময় শান্তি খুঁজিও না। এখন পৃথিবীর খণ্ড প্রলয় চলিতেছে। আমরা ভাগ্যবান, বিরাট পুরুষের সংহার লীলা দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিলাম। মানুষ পশুত্বের কত নীচে নামিয়া গেল এইরূপ অচেনা অজানা লক্ষ লক্ষ লোককে অযথা বোমা ফেলিয়া মারিতে পারে, হাজার বছরের পুরাতন নানা প্রকার কীর্তি অকারণ ধ্বংস করিতে পারে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। এবার ভগবান পশুরও হেয় এই পৃথিবীব্যাপী নাস্তিক বংশকে ধ্বংস করিতে আর

করিয়াছেন। কোন্ পাষণ্ড আছে, ইহাদের ধ্বংস দেখিয়া আনন্দ না করিবে? তুমি আমি মরিয়া যাই, তাহাতে কি যায় আসে? তুমি চণ্ডীমাতার অসুর ধ্বংসলীলা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হও। মা, বড়ই আনন্দে আছি। বিরাট ভগবানের অঙ্গের সবগুলি দুষ্ট ফোঁড়া এবার ঝরিয়া পড়িবে। তোমরা ঢাকা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবে কেন, তাহা বুঝিলাম না। ঢাকায় তো যুদ্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। যদি হয় তাহারও ঢের দেরী আছে। নটরাজ এখনও ভারতের বুকে তাণ্ডব নাচ আরম্ভ করেন নাই। ভারত যে হার বুকের ধন। তথাপি যদি আরম্ভ করেন, তবে ঢাকায় উহা পৌঁছিবার ান কারণই তো দেখা যায় না। * * *

কিন্তু মা, স্থির হও। ভয়ে তোমরা বুদ্ধিবৃত্তি লোপ করিয়া বসিও না। খানেই থাক, তিনি তো সাথে সাথে, তবে ভয় কি?

১৩০

চাটগাঁ ও আসামে পড়িয়াছে বলিয়া ভীত হইয়া লাভ নাই। এরূপ মাঝে ঝে বোমা পড়াটা নিশ্চয় ধারণা করিয়া থাকিলে কাযকালে তত ভয় হইবে। এই দারুণ বর্ষার দিনে শীতকালের পূর্বে বাংলাদেশে যথার্থ আক্রমণের ান সম্ভাবনা নাই। বোমা দুই একদিন হইবে বটে, কিছুতেই ভীত হইও। মানুষের নাম ধরিয়া যুদ্ধের নাম দিয়া যাহারা অকারণ লোক খুন রিতেছে, জগতের বড় বড় কীর্তি নষ্ট করিতেছে সেই পশুর অধমদের পৈশাচিক কার্য সম্পাদন যাহারা চক্ষে দেখিতে বাধ্য হইল, তুমি আমি সেই তভাগার দলে। পাপের লীলা দর্শন করাও পাপ। আমাদের সে পাপের ায়শ্চিত্ত কিছুটা ভুগিতে হইবে। এখন জগৎ ধ্বংস হোক। সেই সঙ্গে ামরাও ধ্বংস হইয়া যাই। এ যাতনা অসহ্য।

যেখানে অজিত রাখিতে চায়, তাহার তৃপ্তির জন্য সেইস্থানে গিয়া থাকিতে ধা কি? যেখানে থাকিবে, নাম সঙ্গে থাকিলেই হইল।

১৩১

মায়া ও আসক্তি ত্যাগ করিতে অভ্যাস কর। ইহার পর ছেলের সঙ্গ দি অসহ্য হয়, বিষয় ও পুত্রের আসক্তিটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, হরেকৃষ্ণ লিয়া বাহির হইয়া আসিয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিও। আমি তোমাকে তিলক ও কণ্ঠী দিয়া শ্রীমতীর সখী সাজাইয়া দিব। যেখানে তোমার মা আছেন।

১৩২

তুমি অকারণ ভীত হইয়াছ। এই যুদ্ধে ভয়ের যথেষ্ট কারণ আছে বটে। সমস্ত পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ, কোন দেশ নাই যেস্থান নিরাপদ। শাস্ত্রে ইহাকে খং প্রলয় বলে। এই প্রলয়ের হস্ত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। অল্লাধির সকলকেই এই পেষণে নিষ্পেষিত হইতে হইবে। কেবলমাত্র যাহারা অনন্য চিত্তে ভগবানেব উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার দিক চাহিয়া থাকিতে পারিবে তাহারা অবশ্যই রক্ষা পাইবে। জানিয়া রাখ, পাশ্চাত্য দেশ হইতে কুশিক্ষ লইয়া আমাদের দেশে যে অধিকাংশ লোক নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছে তাহাদেব ধ্বং অনিবায। আমি এই প্রলয়ের মধ্যে ভগবানের শুভ ইচ্ছা দেখিতে পাইয়াছি

জাপান যদি এদেশ অধিকার করে তবে যত টাকাওয়ালা লোকের নিক নোটের গাদা সব বাজে কাগজ হইয়া যাইবে। কাহারও নিকটই সোনা ব রূপা নাই, কেবল কাগজ। ইহার মধ্যে জমিদারদের কষ্ট অনেক কম হইবে জমি বা বাড়ির মালিকেবা ঠিকই থাকিয়া যাইবে। বাজা বদল হইলে প্রথ প্রথম একটা অরাজকতা অবশ্যই হইবে।

তাই বলি ভগবানে নির্ভর করিয়া চুপ করিয়া থাক, তিনি ছাড়া এ বিপদে রক্ষা করার দ্বিতীয় বান্ধব আর কেহ নাই। তোমার চিত্ত দৃঢ় হোক—এই আশীর্বাদ করি। খরচ সংক্ষেপ কর।

১৩৩

তোমার চিঠি পড়িয়া তোমার দুঃখ আসিয়া আমার প্রাণে বড় আঘাত করিল। কিন্তু ভগবানেব ব্যবস্থা আমাদের মানুষের মত নহে। তিনি কি দিয়া কী করেন, কীভাবে কোন্ পথে আমাদের উপকার করেন, তাহ আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তবে দৃঢ় ধারণা রাখিও এই অবিচারের ভিত দিয়াই তোমার যথার্থ কল্যাণ হইবে। এমন কি তোমার চাকরীর উন্নতি কেহই ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। তুমি শান্ত হও।

১৩৪

তোমার চাকরীর আপীল সম্বন্ধে যে জবাব পাইয়াছ, তাহা জানিলাম দেখো, ভগবান কী করেন। ভাল মন্দ সবই তাঁহার দান বলিয়া গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবে। আপাততঃ আমরা যেটাকে মন্দ মনে করি, দৃঢ়রূপে জানিও পরিণামে উহা আমাদের কল্যাণকরই হইবে।

১৩৫

শোক সম্বরণ করিতে বৃথা চেষ্টা করিও না। চোখের জলই শোকের যোগ্য অভ্যর্থনা। শোকে কে না কাতর হয়? শোক দুঃখ আছে বলিয়াই এ সংসার মানুষের বাসের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে।

লীলাময়ী তাহার যথাযোগ্য কর্ম সম্পাদন করিয়া যথাযোগ্য স্থানে চলিয়া গিয়াছে। তাহার গুরুদেব তাহাকে অতি সুসময়েই লইয়া গিয়াছেন; তুমি হতভাগা কাঁদিবে বলিয়া তিনি লীলার কল্যাণ ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

বেশ চলিয়া গিয়াছে—সতী লক্ষ্মী। এখন কাঁদো এবং তাহার পরিত্যক্ত সন্তান মানুষ কর। এইরূপে যথার্থ ভালবাসার পরিচয় দাও।

১৩৬

মেয়েটিকে তোমার শাশুড়ীর কাছে না পাঠাইয়া তোমাদের বাড়িতে রাখিয়া প্রতিপালন করাই কর্তব্য। যে যে-পরিবারের, সেই পরিবারের আওতায় থাকিলেই তাহার যথার্থ বিকাশ হয়।

কল্যাণময় তোমার কী কল্যাণ করিয়াছেন, তাহা বুঝিবার মত ধ্যান তোমার নাই বলিয়াই বুঝিতে পারিতেছ না। তিনি যে কল্যাণময়, তোমার হাজার ইচ্ছা সখ বাসনা ইত্যাদি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াও তিনি যে কেবল তোমার কল্যাণই সাধন করিতেছেন, ইহা বুঝিতে পারিলে তো কোনও গোলই থাকিত না।

সাধনে চোখে জল আসে, মৃতার জন্য ভগবানের নিকট নানা প্রকার আবেদন নিবেদন জানাইতে হয়—ইহা তো অন্যায় কিছু নয়। নাম করিতে করিতেই ঐ সব চিন্তা ও আবেদন করিবে; তাহাতে ব্যাপারটা আরও মিষ্টি হইবে।

নামের কৃপাদৃষ্টি না পড়িবার কারণ যদি তোমার এই স্ত্রীবিয়োগ হয়, অর্থাৎ যেহেতু আঘাত পাইয়াছ সুতরাং নামের কৃপাদৃষ্টি নাই—ইহা হাস্যকর কথা। বহু বহু গুরুতর আঘাত খাইয়া বহু জন্মের বহু পোড়ানি খাইয়া তবে মানুষ মানুষ হয়। এই আঘাতের নামই কৃপা।

সে তোমাকে একদিন নয়, অনেকদিনই আসিয়া দেখিয়াছে। তুমি যদি মোহ মুক্ত হইতে অর্থাৎ তাহাকে দেখিয়া নিজের স্ত্রী মনে করিয়া হাউ-মাউ করিয়া উঠিবার কোনও আশঙ্কা না থাকিত—একটি পরলোকবাসিনী আত্মা

অল্প কয়েকদিন তোমার পত্নী রূপে আসিয়া তোমার সঙ্গে বাস করিয়া গেলেন, এইরূপ স্বচ্ছন্দ ভাব মনে আনিতে পারিতে তবে অবশ্যই তিনি তোমাকে দেখা দিতেন। তুমি যোগ্য হইলেই তাহার দেখা পাইতে সক্ষম হইতে।

যে পত্নীকে লইয়া ইহলোকে সুখ স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিয়াছ, সেই পত্নীকে এখন আর ইহলোকের সঙ্গিনী না ভাবিয়া যদি পরলোকের সঙ্গিনী ও তোমার পরলোকের সহধর্মিণী মনে করিয়া, নাম ও সাধনের যথার্থ সঙ্গিনী বুঝিয়া মনকে বুঝাইতে পার, তবে পরলোকেও তাহাকে পাইবে, সন্দেহ কি ? আশা করি তোমার পত্নী কেবল তোমার কামপত্নী রূপেই তোমার নিকট আখ্যাত থাকিবেন না, যথার্থ ধর্মপত্নী হইবেন।

১৩৭

তোমার পরীক্ষা নিকটবর্তী ; এখন আর অন্য কোনো চিন্তায় মনকে বিব্রত না রাখিয়া পাঠ্যপুস্তকে মনঃসংযোগ কর।

প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে আসনে বসিয়া কিছু সময় সাধন করিতে কখনও যেন ভুল না হয়। নিত্য সাধন বজায় রাখিয়া চলিলে, জীবনে যাহা কিছু উচ্চ আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, সবই পূর্ণ হইবে।

তাড়াতাড়ি কিছু হয় না। ধীরে ধীরে একটী একটী করিয়া রাস্তার বাধা অপসারিত হয়।

১৩৮

পরীক্ষায় শুধু পাশ করা নয়, পাশ করিয়া কোনও দূর দেশে লইয়া গিয়া ভাল চাকরী দেওয়া এবং বাসের জন্য একখানা নূতন ঘর দেওয়া—তোমার এতগুলি ফরমাইস মিটাইবার জন্য হুকুম করিয়াছ। এত সুখ চাহিতে লজ্জা হয় না কি ? 'জীবনে যাহা হইবার হোক, আমি যেন কেবল সৎভাবে জীবন যাপন করি'—এই একটি প্রার্থনাই যথেষ্ট।

স্থির হঞা ঘরে যাহ, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কূল ॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া ॥

—শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

## আঠার

## সাংসারিক ও বৈষয়িক উপদেশ

### ১

বাহির হইয়া পড়। যেখানে যে চাকুরী পাও, তাহাই কর। না হয় কুলীগিরি কর। বাংলা দেশের কী দুর্দিন দেখিতেছ। এবার আর ভাত খাইয়া বাঁচিয়া থাকার কোন উপায় নাই। বরং আসামের দিকে চলিয়া যাও। সেখানে যুদ্ধের জন্য অনেক কাজ পাওয়া যায়। তোমার ক'জন গুরুভাই ঢের রোজগার করিতেছে। তুমি একটা প্রথম শ্রেণীর আলস্য পরায়ণ। বাড়ি থাকিলে মরিয়া যাইবে। আজ দশটাকা তোমাকে পাঠাইলাম। যেখানে পয়সা পাও, সেখানে যাও। সৎ থাকিও, তবে খাইতে পাইবে।

### ২

আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে তুমি ডাক্তার নহ, এবং ডাক্তারী করিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। অথচ দেখিতেছি, রোগী পাইতেছ না বলিয়া খুব দুঃখ করিয়াছ। আশ্চর্য!

আমার সব কথাগুলিই কি তুমি এইরূপ বাত্‌কে বাত্‌ মনে কর?

তোমার কথা ভাবিয়া দুঃখ হয়। কিন্তু আমি ইহার কি প্রতিকার করিতে পারি, তাহা বুঝিতেছি না। ঠাকুর তোমাকে বিদেশে তাড়াইয়া দিয়া তোমার দ্বারা তোমার পরিবার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করুন, এই প্রার্থনা।

### ৩

এতদিন বাদে বাড়ি ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে পারিয়াছ দেখিয়া সুখী

হইলাম। পুরুষদের পক্ষে মেয়েদের মত ঘরের কোণায় না থাকিয়া বিদেশে ভাগ্য পরীক্ষা করাই কর্তব্য। দেখ, তোমার অদৃষ্ট-দেবতা তোমাকে কোন্ পথে লইয়া যান। কখনও কাহাকেও বিন্দুমাত্র ঠকাইতে চেষ্টা করিও না, বরং নিজে ঠকিও। তবেই ভাল হইবে।

৪

তুমি নিতান্তই মাথা খারাপ, নতুবা সিভিল সার্জনের সঙ্গে ঝগড়া করিলে কেন, বুঝিলাম না। এরূপ করিয়া কখনো চাকুরী বজায় রাখা সম্ভব নয়। আমার মতে তোমার চাকুরী ছাড়িয়া Private practice করাই ভাল। নতুবা কবে জেলে যাইবে তাহার ঠিক নাই।

৫

ক্ষুদ্র দুর্বলতাকে মনে স্থান দিও না। কেবল কর্তব্য পালন করিয়া যাইবে। এখন মেয়ের বিবাহ দেওয়া তোমার প্রধান কর্তব্য। এই মেয়ের বিবাহ হইলেই তোমার কিছুকাল সংসার হইতে ছুটী। পুনবায় মেয়ের বিবাহের সন্ধানে যাইতে হইবে। তোমার মেয়েদের বিবাহ দেওয়া ছাড়া, সংসারে আর কিছুমাত্র দায়িত্ব নাই জানিবে। যদি ছেলেরা মেয়েদের বিবাহ দিবে এই দায়িত্ব লইয়া প্রশান্ত মনে তোমাকে বিদায় দেয়, তবে আর তোমার দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু এই যুগে ততটা সাধু ও পিতৃবৎসল পুত্র পাওয়া দুর্লভ। ঠাকুরই সব সুবিধা করিয়া দিবেন।

৬

আমার অনুরোধে নিকুঞ্জকে গ্রহণ করিয়া তুমি অযথা অনেকটা ভুগিয়াছ। আবার তো নলিনীকে দিলাম। নলিনী উপযুক্ত হইবে কিনা, এই উদ্বেগে এখন দিন কাটে। নিকুঞ্জর মত নলিনীও যদি গুরুভাই বলিয়া advantage নিতে চায় ও আমি জোর করিয়া চাকরী দেওয়াইয়াছি এই জন্য গৌরব বোধ করিয়া অফিসের কাজে একটুও গাফেলী করে, তবে আমার সে দুঃখ রাখিবার স্থান থাকিবে না।

তোমাকে আমি একটা আদেশ দিয়া রাখি। আমি নলিনীকে দিয়াছি বলিয়া অথবা নলিনী গুরুভাই বলিয়া অফিসের কাজে তুমি তাহার বিন্দু মাত্র ত্রুটি ঢাকিতে চেষ্টা করিও না। কাজের অযোগ্য বা অমনোযোগী দেখিলে, কর্মচারীর মতই নলিনী সম্বন্ধে step নিবে, ইহাই আমার হুকুম। খবরদার,

গুরুভাইদের ভাবে পড়িয়া যেন ব্যবসায়ের trust নষ্ট করিও না। I insist you to behave Nalini mere as a clerk of the transport company, as far as office works are concerned. ইহার এক চুল যেন ব্যতিক্রম না হয়।

অফিসের কাজ যদি অফিসের মত প্রণালী অনুযায়ী সম্পাদিত না হয়, তবে সে ব্যবসায় একটি প্রকাণ্ড পরিহাস হইয়া দাঁড়ায়।

৭

তোমার বৈষয়িক ব্যাপার বেশ অনাসক্ত ভাবেই নিষ্পন্ন করিতে চেষ্টা করিও। 'থাকে লক্ষ্মী, যায় বালাই।' তোমার সম্পত্তি ও তোমাদের সকলের কাশীর আশ্রম—ইহা থ কে তো উত্তম কথা। যদি না থাকে, তবে তাহাও অতিশয় উত্তম কথা। আমরা যাঁহার সন্তান—তিনি রাজাধিরাজ এবং পরম ভিখারী, দুইই। আমাদের কোন দিকে লোকসান নাই।

এখানকার উৎসব চালানো প্রায় বিড়ম্বনার মত হইয়া উঠিয়াছে। লোক নাই, জন নাই—অথচ সপ্তাহব্যাপী বিরাট অনুষ্ঠানের তালিকা। 'রাজ্যজোড়া নাম করেছ, ঘরে তো নাই এক কুলা ছাই।' তোমারও তাই দেখিতেছি।

৮

তোমাদের কোম্পানীর অবস্থা বহুকাল হইতেই খারাপ। বিনা টাকায় মাছের তেল দিয়া মাছ ভাজিতে গেলে, উহা সুপাচ্য হইবার কথা নয়। * * * * বর্ত্তমান সময়ে শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র trade depression, এ সময়ে ব্যবসায়ে লাভ তো দূরের কথা, কিছু কিছু লোকসান দিয়াও যদি কারবার কোন রকমে বাঁচাইয়া রাখা যায়, তবে তাহাই যথেষ্ট মনে হয়। দেনা যদি কোম্পানীর নামে হয়, তবে প্রতিমাসে নিয়মিত সুদ, ঠিক কর্ম্মচারীদের বেতন দেওয়ার মত মাঝে মাঝে দিতে হইবে। * * * কোনরকমে সুদ যোগাইয়া, ঘরের খাইয়া, একেবারে যাহারা না হইলে চলে না তাহারা ব্যতীত অন্য সমস্ত কর্ম্মচারী বিদায় দিয়া, কোন রকমে নিবু নিবু করিয়াও যদি অল্প তেলে সরু পলিতায় দুইটি বছর জ্বলিয়া থাকিতে পার, তবে ইহার পর আবার সুবিধা হইতে পারে। * * * Liquidation এ দিতে হইলে, উহা তোমাদের বাচিয়া থাকিয়াও মৃত্যুর সামিল হইবে। বড় কষ্ট! বড়ই দুর্ভাগ্য! কোম্পানী যেন তোমাদের বাপ-মার অবাধ্য একটি উচ্ছৃঙ্খল

ছেলে। এই অপব্যয়ী উচ্ছৃঙ্খল ছেলেটাকে তুমি ও ভোলানাথ পোষণ করিতে না পারিয়া ত্যাগ করিবে ?

প্রায় দেড় বৎসর হইতে চলিল তুমি আমার উপর অভিমান করিয়া সেই যে চলিয়া গিয়াছ, আর তোমাকে দেখি নাই।

৯

যদি কোম্পানীকে একদম লিকুইডিশনে দিতে পার, বর্তমানে বোধ হয় ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট।

দুঃখ করিয়া ফল কি ? যখন অন্য কোনো উপায় নাই, তখন ইহাই বর্তমান কর্তব্য। * * * *

তোমার মনের অবস্থা আমি সমস্তই বুঝিতে পারি। এ সমস্তই কর্মভোগ আমি এই গুরুতর বিষযে তোমাদের কোনো উপকারই করিতে পারিলাম না

ঠাকুর যে কোনো রূপে হোক, তোমাকে সর্বস্বান্ত করিয়াও তো তোমার মনে শান্তি দিতে পারেন। তুমি মনে শান্তি লাভ কর, এই প্রার্থনা। ভোঁদ ফকীর হইবে, এ ভাবনা অসহ্য।

১০

আমি যখন National এর Cheif Agent ছিলাম, তখন আমার এজেণ্টদের কাজের সুবিধার জন্য, তৎকালের সমস্ত প্রধান Life office-এর সঙ্গে compare করিয়া একটি rate table প্রস্তুত করিয়াছিলাম। উহাতে National এর rates যে অন্যান্য কোম্পানী অপেক্ষা কত কম, তাহ দেখাইয়াছিলাম। আশ্চর্য এই, গতকল্য তাকের পুরাতন কাগজপত্র ঝাড়িবার সময় হঠাৎ ইহার একখানি কাগজ বাহির হইয়া পড়িল। ইহা তখনই মনে হইল, তোমার জন্য। এই সঙ্গে পাঠাইলাম। ইহার দ্বারা তোমার কিছুটা সাহায্য হইবে।

তুমি National এর direct agent, অথবা কাহারও sub-agent তাহা জানাইবে। তোমাকে কি রেটে কমিশন দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহা লিখিবে।

১১

তোমার দুঃসময় নয়; সর্বত্রই দুঃসময়। অতএব দুঃসময় হইলেও দুঃখের সময় নয়। সংকল্প বিকল্পই দুঃখের কারণ। যাহার বৈষয়িক সংকল্প যত কম

তাহার দুঃখ তত কম। ছিঃ, তোমার সেই প্রাণখোলা হাসি ও অফুরন্ত চোখের জল, এই দুইটি সম্পদের একটিও যেন হারাইও না।

১২

কোম্পানী যখন পুরা দমে চলিতেছিল, সেই সময় কোম্পানীর টাকা অন্যায়রূপে ও অযথা খরচ করিয়া নিজেদের যথেষ্ট মাৎসর্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে এবং অন্য অংশীদারদের উপর বিশ্বাসঘাতকতা করা হইয়াছে। তাহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তোমাদের এই বর্তমান মানসিক যন্ত্রণা। কোম্পানী বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে, কিন্তু বাঁচিতে বাঁচিতে তোমার যে নাকের জল ও চোখের জল ঝরাইবে, তাহা হইতে ত্রাণ পাওয়ার কোন উপায় দেখি না।

দীনাতিদীন হইয়া সকলের সঙ্গে অহংকার শূন্য ব্যবহার করিতে হইবে; কিন্তু আত্মসম্মান একবিন্দু খোয়াইতে হইবে না। কেবল বড়মানুষী ছাড়িয়া সাধারণ ব্যবসায়ী ভদ্রলোক হইতে হইবে।

মুসলমান মহাজনের নিকট সাতহাজার টাকার mortgage খত লিখিবার কী বন্দোবস্ত করিতেছ, উহার এক চুলও বুঝিলাম না। 'শরতের মক্কেল এবং ব্রজেন্দ্রদাদা বলিয়াছেন'—এমন দুইটি সাংঘাতিক বাণ ছাড়িয়াও আমাকে বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলে না।

১। mortgage খত শরৎদাদা বা অন্য কাহারও বাক্সে থাকা না থাকায় বিশেষ কিছু যায় আসে না। মুসলমানটি যে কোন সময়ে রেজেষ্টারী অফিস হইতে certified copy লইতে পারে; এবং আসল খত চুরি গিয়াছে বলিয়া ঐ certified copy দ্বারা সাত হাজার টাকার নালিশ দায়ের করিতে পারে। তখন যিনি বাক্স হইতে খত বাহির করিবেন, তিনি যে চোর নন, তাহা প্রমাণ করিতে তাহার গলদঘর্ম হইবার সম্ভাবনা আছে।

২। রেহানী খতের ওয়াশীলের চিরাচরিত সাধারণ নিয়ম এই যে, খতের পৃষ্ঠে ওয়াশীল লিখিতে হয়। খাতক রেহান খতের ওয়াশীল বাবদ পৃথক রসিদ দাখিল করিলে, কেন যে খতের পৃষ্ঠে না লিখিয়া এতগুলি টাকা পৃথক একটা রসিদে ওয়াশীল দিল, ইহা কোর্টে প্রমাণ করিতে গিয়া তাহার আমাশয় জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। এক হাজার টাকা দিয়া সাত হাজারের খত লেখা এবং ছয় হাজার টাকা খতের পৃষ্ঠে ওয়াশীল না লিখিয়া পৃথক রসিদ লওয়া—

এই দুইটিই অত্যাশ্চর্য পরম পোড়াকপালের কার্য। শরৎ ও ব্রজেন আমা
উপরোক্ত প্রশ্ন দুইটির কি জবাব দেয়, তাহা জানাইও।

তোমাদের কিছুতেই লোকসান নাই, জানিও। টাকা হয়, গোঁফে ত
দেওয়া যাইবে; টাকা না হয় দিনান্তে চানা চিবাইয়া স্ফূর্তিতে কাটিয়া যাইবে
শ্বাস ও নাম যে পর্যন্ত আমাদের বন্ধু আছে, সে পর্যন্ত চিন্তা কি?

১৩

নানাকারণে তোমার চিত্ত বিচলিত হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে এব
বিচলিত হইয়াছ। বিচলিত না হইলেই ভাল হইত, কিন্তু হইয়াছ বলিয়া
দোষ দেওয়া যায় না।

একটা মিথ্যা আত্মসম্মান বোধে তুমি হাবুডুবু খাইতেছ। সামান্য কার
নিজে যত অপমানিত হইবে বলিয়া মনে কর, বাস্তবিক একটু ঘুমের ঘো
ছাড়িয়া সহাস্য নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিবে, যতটা সর্বনাশ মনে কর, ত
সর্বনাশের কোন কারণ নাই। * * * *

অলৌকিকের আশায় বসিয়া থাকিও না। সংসার তো প্রারব্ধ ক্ষয় করিবা
জন্যই। চেষ্টা ও বিচার ছাড়া অন্য উপায়ে জয়লাভ করিবার আ
বোকামী।

তোমার দুঃখে আমি তোমার সঙ্গে কাঁদিতে পারি, নিজের চেষ্টা, সাম
ও অর্থ প্রয়োগ করিতে পারি। আর কিছু পারি কি?

এই দুর্দিনেই তোমার যথার্থ সুদিন আসিবে। এই পরাজয়েই তোমা
যথার্থ জয়।

ঠাকুর তোমাকে মিথ্যা লোকসান সহিবার ক্ষমতা দিন। তোমার জ
বড়ই কষ্ট পাইতেছি।

১৪

দেশের অন্ধকার যুগ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার পরের অবস্থা আর
ভয়ানক; এখন উহার আভাস দেখা গিয়াছে মাত্র। Capital, Land an
Labour এই তিনের মধ্যে capital অর্থাৎ মহাজন ও land অর্থাৎ জমীদা
এই দুইয়ের অস্তিত্বও থাকিবে না। কেবল labour অর্থাৎ কৃষক বাঁচি
ইহারই নাম বলশেভিজম্। বাংলার ভদ্রশ্রেণী অধিকাংশই মহাজন ও জমীদার
ইহাদের আর কোন উপায়ই দেখিতেছি না।

Revolution-এর সময় সব দেশেই এরূপ হইয়া থাকে। এই periodটা ড়ই দুঃখদায়ক। পুরানো tottering গভর্ণমেণ্ট যত বেশী অত্যাচারী হয়, তেই মঙ্গল, কেননা revolution টা তত তাড়াতাড়ি শেষ হয়। দুঃখের ষয় এই গভর্ণমেণ্ট এখন পর্যন্ত যে অত্যাচার করিতেছে, উহা কিছুই নয়। তরাং ভয় হয়, পাছে revolution টা বেশীদিন দেশে থাকিয়া দেশের দুরবস্থা ার বাড়াইয়া দেয়।

এ সময় টাকাপয়সা কোন লাভের আশায় হস্তান্তর করা উচিত নয়। দেনা াধ করাও বর্তমানে ও অদূর ভবিষ্যতে কেহ পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

১৫

শান্ত হও। অর্থহীন ও দরিদ্র হওয়া এমন কিছু গুরুতর পাপ নয়, যে জন্য তটা উত্তেজিত হওয়া শোভন হয়।

'আমি তোমাকে প্রচুর অর্থ দিতে পারি, কিন্তু এখন দিব না', 'অন্যত্র াইতে হইবে না, ঐ স্থানেই তুমি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে'—এই সব কথার ঙ্গে বর্তমান কথার মিল পাওনা, ইহাই তোমার দুঃসময়ের পরিষ্কার লক্ষণ। মি যদি জানিতে, কোম্পানীকে wound up করিতে অযথা দেরী করিয়া ী ভুল করিতেছ, আমার ঐ সব কথা সত্য হইতে কতই বাধা জন্মাইতেছ, তরাং উহা আমার কতই উত্তেজনার কারণ হইতেছে, তবে আর ঐ রূপ পীড়া াতে না বা পীড়িত হইতে না।

কল্যাণ হোক,—বাঁধা গৎ না লেখায় মহাভারত অশুদ্ধ হয় না।

পুনশ্চ বলি, সত্য প্রতিবাদ ছাড়া কোর্টে উকীলদের পরামর্শে কোনো মিথ্যা াতিবাদ করিও না। এই মিথ্যাই পরিণামে ক্ষতিজনক হয়।

১৬

তোমার চিঠি পড়িয়া দুঃখিত হইলাম। ঠাকুর তোমাকে অবস্থা-ৈপর্যয়ে বুদ্ধি-বিপর্যয়ের হাত হইতে রক্ষা করুন, ইহাই তাঁহার চরণে কাতর নিবেদন।

তুমি পূর্বে আমার কথা বেশ বুঝিতে পারিতে, কিন্তু এখন উহা বুঝিতে ারনা, লিখিয়াছ। তাহার কারণ এই যে, পূর্বে যে সব বিষয়ে আমি যাহা রিতে বলিয়াছি, উহা তোমার নিজের ইচ্ছার অনুকূল ছিল; কাজেই অতি ল্পে তুমি উহা ধরিতে পারিতে। কিন্তু এখন যাহা বলি, তাহা তোমার

নিজের মতের বিরুদ্ধ বলিয়া তোমার চিত্ত সহজে উহা বুঝিতে চায় না, কাজেই বুঝিতে পারনা। আমিও স্পষ্ট বলিতে সঙ্কুচিত হই।

একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। এই সেদিন ভোলার চিঠিতে যে মকদ্দমায় তোমাদের আপীল চেষ্টা করিতে একটু স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করিয়াছি, তৎক্ষণাৎ তোমার নিকট হইতে উহার প্রতিবাদ পাইয়াছি। গতবৎসর পুরুলিয়া গিয়া, ছয়মাস মধ্যে পাঁচহাজার টাকা না পাইলে, সমস্ত ছাড়িয়া দিতে হইবে, বলিয়াছিলাম ; উহা ছাড়িতে পার নাই। সুতরাং কোন ভরসায় আমি তোমাকে স্পষ্ট কথা বলিব ? তুমি উহা গ্রহণ করিতে পারিবে কেন ?

অবস্থার তাড়নায় তুমি যতই দুঃখ পাওনা কেন. যখনই চাহিবে—দেখিবে আমি তোমার পাশে দাঁড়াইয়া আছি। বাবা, আমাকে অবিশ্বাস করিয়া এ সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিও না। * * *

ঠাকুরের নিজ হাতে লিখিত বাক্য, 'অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা'। কল্যাণ হোক।

১৭

তোমার যদি এজন্য অর্থাভাবে পড়া ও পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ হয়, তবে আরও দুঃখের কারণ বটে, কিন্তু কি উপায় ; মানুষ সর্বদাই অবস্থার দাস। যাহা কিছু ব্যবস্থা হয়, সবই মঙ্গলের জন্য, যদি এই ধারণা মনে রাখিতে অভ্যাস কর, তবে জীবনের নানাপ্রকার অবস্থায়ও মনের তুলাদণ্ড ঠিক রাখিতে পারিবে।

যদি সুবিধাজনক কাজকর্ম কিছু জুটাইতে পার তবে বৃথা বসিয়া না থাকিয়া তাহা লইয়া থাকা ভাল মনে করি।

১৮

তোমার থাকা ও খাওয়ার ঝঞ্ঝাটের বিবরণ অবগত হইলাম। চাকরী করিতে হইলে এ সব অসুবিধা অবশ্যম্ভাবী, যেখানেই যাইবে, এইরূপ অসুবিধা হইবেই ; অথচ দেখিবে দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেকে রক্ষা করিতে যদি চেষ্টা থাকে, তবে কোন অসুবিধাই কিছু করিতে পারিবে না ; উহারই মধ্যে সুবিধা হইয়া যাইবে।

কলিকাতায় গেলে যদি চাকরীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে, তবে আর এই চেষ্টায় দোষ কি ? অন্তত আপনার জন ও সঙ্গ পাইবে। চেষ্টা করিয়া সফল হইয়া যাও, ভালই। সফল না হইলেও দুঃখ বা ক্ষতির কোন কারণ দেখি না।

তোমার প্রশ্নের জবাব এই। এমন কতগুলি পাপ আছে, যাহাতে পিতার পাপের জন্য সন্তানকেও আংশিক ভুগিতে হয়। কিন্তু সেগুলি অতিশয় গুরুতর পাপের সম্বন্ধে। সাধারণত যার যার পাপের জন্য তাহাকেই ভুগিতে হয়।

১৯

I. Com., B. Com. পাশ করা আজকালকার বাজারে সমান কথা। বিদ্যা বুঝিয়া চাকরীর পয়সা হয় না। কত পণ্ডিত লোক চাকরী অভাবে বসিয়া আছে ; কত মূর্খ অর্থ উপার্জন করিতেছে। যদি বুঝিতাম I. Com. পাশ করিলেই চাকরীর বাজারে মূল্য কিছু বাড়িবে, তাহা হইলে কিছুই বলিতাম না। ব্যাংকের চাকরীর কথা বলে, কিন্তু এত যে ব্যাঙের ছাতার মত ব্যাংক গজাইয়াছে ইহা আব বেশী দিন নয়। জাগতিক অবস্থা এবার সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। তথাপি ইহার মধ্যে রেলের চাকরীর একটা নিরাপত্তা আছে, পৃথিবীর যে পরিবর্তনই হউক, রেল কখনো উঠিয়া যাইবে না। সুতরাং রেলের চাকরীতে ঢুকিবার সম্ভাবনা থাকিলেই শান্তির পক্ষে সে সুযোগ ত্যাগ করা কিছুতেই উচিত মনে করি না। এ জন্য চেষ্টা আবশ্যক। যে পর্যন্ত তাহা কিছু না হয়, সে পর্যন্ত পড়িতে থাকুক।

বড় দুঃখে লিখিলাম। এতটা পড়ার আগ্রহ নষ্ট করিয়া দিতে প্রাণে লাগে। অনেক ছেলেরই এইরূপ পড়ার আগ্রহ থাকে, কিন্তু পড়িয়া ও পাশ করিয়া যখন নিজের পেটের খোরাকও রোজগার করিতে পারে না, তখন পূর্বে সে সব chance ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহার জন্য দুঃখ করে।

সুতরাং আজকালকার দিনে chance পাইলেই তাহা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে।

২০

বিবাহের পূর্বে তোমার বোনের সাধন দেওয়াইতে চাও ; কিন্তু যদি স্বামীটি মাংসখোর হয়, তবে শ্রীমতীকে যথেষ্ট ক্লেশ পাইতে হইবে। এমন কি স্বামীর পাতে বসিয়া খাইবার সৌভাগ্য হইতেও বঞ্চিতা হইবে। এটুকু গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

আমি এ বিষয়ে মত বা অমত কিছুই প্রকাশ করিতে চাই না। তোমরা গোঁসাইয়ের আপনজন। আমার চিঠি তুমি তোমার দাদুকে পাঠাইয়া দাও।

শিব ভাই যদি আমাকে এ অবস্থায় সাধন দিতে লিখে, তবে আমি শ্রীমতীকে সাধন দিব, জানিবে।

২১

তোমার এই কার্যে প্রবেশ করা আমি কিছুতেই অনুমোদন করি না। যদি কালাচাঁদের মতও হয়, তবু আমার বিন্দুমাত্র মত নাই জানিবে। এই চাকরী যাহারা করে, তাহাদের জীবন অল্পায়ু হইয়া যায়। ইঞ্জিনের মধ্যে থাকিয়া কয়লাঘাঁটা তোমার দরকার নাই। তোমার বেশ merit আছে। ইহা ছাড়াও তোমার ভাল চাকরী জুটিবে। টাকা রোজগার করিতে হইবে বলিয়া প্রাণ বিসর্জন করার আবশ্যকতা নাই। নিবৃত্ত হও।

২২

বৃন্দাবনের সংবাদ পাইয়াছ জানিয়া খানিকটা উদ্বেগ কমিল। কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই। বাবা, পয়সা অপেক্ষা ঢের বড় মনুষ্যত্ব। বৃন্দাবনের এই চাকরী আমার কিছুতেই পছন্দ হইতেছে না। তুমি বৃন্দাবনকে অবিলম্বে এই চাকরী ছাড়িয়া আসিতে লিখিবে। ব্রাহ্মণ সন্তান, না হয় ভিক্ষা করিয়া খাইবে। তাহাকে এইরূপ বিপদের মধ্যে রাখিয়া চুপ করিয়া থাকা সম্ভব নয়।

২৩

তোমার চিঠি পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। কিন্তু তোমার ভাগ্যে আমার কথিত এ বিবাহ সম্ভব হইল না। তুমি যে তারিখ ও জন্ম সময় দিয়াছ, তাহাতে দেখা যায়, তোমার কুম্ভ রাশি। (তুমি কুষ্ঠি খুলিয়া দেখিবে সত্যই তোমার কুম্ভরাশি কিনা।) তোমার কুম্ভরাশি এবং মেয়েটির সিংহ রাশি। কুম্ভ ও সিংহ রাশিতে কখনও বিবাহ ভাল ফলদায়ক হয় না। অতএব এ বিবাহ হইবে না। আমি অন্য ভাল মেয়ে পাইলেই জানাইব।

২৪

তোমার বিবাহ করিয়া যে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, আমি স্থির করিয়া দিলেই তুমি সে দায়িত্বের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে—এমন সম্ভাবনা নাই। আমি কেবল উত্তম একটি তোমার উপযোগী মেয়ে দিতে পারি—এই পর্যন্ত। এ বিষয়ে তোমার বিস্তৃত বক্তব্য আমার শোনা হয় নাই। ঠিক মনের কথাটি আমায় যথাসময় লিখিয়া জানাইবে।

২৫

তোমার চিঠি পড়িয়া দুঃখিত হইলাম। বাসুদেব এমন দুর্বিনীত দস্যু হইয়া উঠিবে, ইহা পূর্বে স্বপ্নেও ভাবি নাই। যে বংশে তোমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সে বংশের ছেলের কখনও এইরূপ হওয়া উচিত নয়।

এখন যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে অবিলম্বে সম্পূর্ণ রূপে তোমাদের পৃথক হওয়া উচিত। জমিজমা পৃথক করিবার জন্য তোমাদের দেশস্থ কয়েক জন ভদ্রলোককে সালিশ মানিয়া তাহাদের ব্যবস্থামত উভয়ের স্বতন্ত্র হইয়া যাওয়াই উভয়ের পক্ষে কল্যাণকর হইবে। সংসার কয় দিনের জন্য? যে কয়দিন আছে, শান্তির সঙ্গে বাস করিতে পারাই ভাগ্যের কথা। তোমরা দুইজনে ঝগড়া না করিয়া বাড়ি-ঘর, জমিজমা সব পৃথক করিয়া লও, ইহাই আমি উচিত মনে করি। তোমাদের ভাঙ্গা কাঁচ আর জোড়া লাগিবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। বাসুদেবকে এই চিঠি দেখাইবে। আশা করি আমার এই অনুরোধ রক্ষা করিয়া ভবিষ্যৎ বিপদের হাত হইতে নিস্তার লাভ করিবে। যদি তুমি ও বাসুদেব পৃথকান্ন হইয়া না যাও, তবে বিষম বিপদের সম্ভাবনা দেখিতেছি। এই পৃথিবীর মালিক ভগবানই, শয়তান নহে, একথা মনে রাখা আবশ্যক।

২৬

প্রাণ টাসুক না টাসুক, যদি অসৎ কোনো কাজ না হয়, তবে চাকরী পাইলেই তাহা গ্রহণ করা ভাল। সৎভাবে নিজ পরিশ্রম লব্ধ যে কোনো চাকুরীর উপার্জন দ্বারা নিজের অভাব পূর্ণ করিতে কোনো অপমান নাই। যথেষ্ট চেষ্টা করিবে; চেষ্টায় যদি না হয় তবে আর তোমার কোন দায় নাই।

২৭

এ জন্মে আমাদের যত সব আত্মীয় স্বজন আছেন, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদি, ইহাদের সকলের সঙ্গেই পূর্বের কোনো এক জন্মে সম্যক বা বাসনাযুক্ত পরিচয় ছিল। নতুবা বিনা কারণে কাহারও কোনো ঘরে জন্ম হয় না। * * *

সন্তান-স্নেহে মনকে অভিভূত করা এ জগতে স্বাভাবিক। সব সন্তানের উপর কখনও সমান স্নেহ জন্মে না। যাহাকে লইয়া একটু বেশি নাড়াচাড়া

করা যায়, তাহার উপর বেশি মায়া হয়। এ জন্য তোমার ততটা ব্যস্ত বা উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নাই।

২৮

জমানবীশবাবুকে মহাল ছাড়িয়া দিতে তুমি ন্যায়ত ও ধর্মত বাধ্য নহ। যদি দাও, তবে সেটা সম্পূর্ণ দয়ার কার্য হইবে। কিন্তু যাহার নাই তাহার পক্ষে কাহাকেও দয়া করা সম্ভব নহে, বিশেষত তুমি যাহাকে দয়া করিবে, সেই জমানবীশবাবু যে তোমার এটাকে দয়া মনে করিবেন, এবং তজ্জন্য কৃতজ্ঞ থাকিবেন, এমন কোনো সম্ভাবনা নাই। দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারে দুর্বল যে নিজ ন্যায্য দাবী ছাড়িয়া দিয়া ত্যাগের পরিচয় দিতে বাধ্য হয় তোমার এ ত্যাগও সেই প্রকার হইবে।

তথাপি এই ব্যাপারে আর একটা দিক বিবেচনা করার আছে। বৈষয়িক ব্যাপার সমস্তই মিথ্যা; সুতরাং এটাকে সম্পূর্ণরূপে ধর্মের উপর স্থাপন করিতে গেলে জীবনযাত্রা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এজন্য খানিকটা policy প্রয়োজন হয়। অবশ্য সে policy সৎ হওয়া চাই; কোনো প্রকার অসং না হয়।

এই সাংসারিক policy অনুসারে দেখিতে হইবে যে, জমানবীশকে মহালটি ছাড়িয়া দিয়া হস্তগত রাখিলে, ভবিষ্যতে তোমার কোনো বৃহত্তর লাভের সম্ভাবনা আছে কিনা। যদি থাকে, মহাল ছাড়িয়া দাও। যদি তাহ কিছু না থাকে, তবে দিও না। না হয় এ চাকরী না থাকিবে, তাহাতে কিছু যায় আসে না। অন্যায়ের নিকট, নিজের উপবাসের ভয়ে মস্তক অবনত করিও না

সমস্ত কষ্টই সহিতে হইবে—উপায় নাই। যিনি একান্ত আপন জন, প্রিয়তম এবং একমাত্র আশ্রয়, তিনি যদি দুঃখ দেন তবে আর কাহার নিকট নালিশ সহিয়া যাও।

২৯

তুমি দেখিতেছি, নানা প্রকারে ভুগিয়া ভুগিয়া দুর্ভোগটাকে অনেকখানি হজম করিয়া লইয়াছ। কেবল একান্ত অসহ্য হইলেই এ বিষয়ে একটু হাত প ছোঁড়, নহিলে বেশ নির্জীবের মতই দিন কাটিয়া যায়।

তোমার মত অবিশ্রাম অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব খুব কম লোকেরই দেখা যায় তোমার ধৈর্যের প্রশংসা করি। আমি হইলে বহু পূর্বেই দিনাজপুর মহারা

বাহাদুরকে সেলাম করিয়া বাহির হইতাম, এবং অন্যত্র যে কোনো উপায়ে সম্ভব হয় নিজের রোজগারী ভাগ্যের পরীক্ষা করিতাম।

যাউক, ও সব কথায় কোনো ফল নাই। জামীনের টাকা যখন তুমি যোগাড় করিতে পারিবেই না, তখন আর এ বিষয়ে বৃথা ভাবনা রাখার কোন প্রয়োজন নাই। নির্ভাবনায় চুপ করিয়া বসিয়া থাক; ইহাতে চাকরীর অবস্থা যাহাই হউক, তাহাই মানিয়া লইতে হইবে।

দিনাজপুরে যখন বাস কবিতেছ তখন তোমার ছেলে-মেয়ে-স্ত্রীর অসুস্থতা তো পেটেণ্ট করাই আছে। দিনাজপুর সহরের এক গ্লাস জল যেন এক গ্লাস পারা। দরিদ্রতায় আরো অসুখ বাড়াইয়া দেয়।

দেখিতেছি কোম্পানীর শেয়ার কেনার একটা বাতিক তোমার যথেষ্ট রহিয়াছে। পৃথিবীতে টাকা খাটাইবার যত রকম উপায় আছে, তন্মধ্যে লগ্নী কারবার সর্বোত্তম; এবং কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডার হওয়া সর্বনিকৃষ্ট। দেখিতেছি নিকৃষ্টটাই তুমি বাছিয়া লইয়াছ।

আমার উপদেশ চাহিয়াছ। অর্থাভাবের উপদেশ টাকা। কেবল মাত্র টাকা হইলেই তোমার কৃত সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যায়। জামীনের টাকা দিতে পারিলে দেওয়াই উচিত। কিন্তু শেষে চাকরীটি না থাকিলে, শুনিয়াছি তোমাদের এষ্টেট্ হইতে নালিশ ব্যতীত নাকি টাকা ফেরত দেয় না। এও এক সমস্যা মন্দ নয়। এসব বিষয় তোমার শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বরং যাহা হয় করিবে।

জমীদারের চাকরী সর্বত্রই খুব লাঞ্ছনাদায়ক। ইহারই মধ্যে শুনিয়াছি দিনাজপুরী চাকরী সর্বাপেক্ষা খারাপ। অন্যত্র চেষ্টা দ্বারা চাকরীর যোগাড় না হইলে ইহার কোন প্রতিকার নাই।

তোমাকে কোনো পরামর্শই আমি দিতে পারিলাম না। তোমার সমস্ত প্রশ্নগুলির যথার্থ উত্তর কেবল মাত্র টাকা, উহা আমার নাই; সুতরাং তোমার চিঠির জবাব দেওয়া গেল না।

(১) টাকা থাকে, চাকরীর জামীন দাও, না থাকে চুপ করিয়া বসিয়া থাক, যা হবার হোক।

(২) টাকা থাকে, কোম্পানীর দুইটি শেয়ারের বাকী টাকা অবিলম্বে দেওয়া উচিত; না থাকে চুপ করিয়া বসিয়া থাক।

তোমার সহস্র ভোগের মাধ্যও নাম উজ্জ্বল রূপে জাগ্রত থাকুক, এই
আশীর্বাদ করি।

৩০

তোমার চিঠি পাঠ করিয়া বহুকাল পরে আমাদের প্রজা রাজৈর গ্রামের
ইছাই সেখকে আমার মনে পড়িয়া গেল। ইছাই ও মধু সেখ দুই ভাই ছিল
সারাদিন খাটুনীর পর একদিন রাত্রে দুই ভাই দাওয়ায় বসিয়া তামাব
টানিতে টানিতে নানা কথা হইতেছিল; ভাইয়ে ভাইয়ে বড়ই ভাব ছিল
বাড়ির লাগা সামান্য জমি ছিল; ইছাইয়ের ইচ্ছা ঐ স্থানে লঙ্কার চাষ করে
মধুর ইচ্ছা বেগুনের ক্ষেত করে। কিসে লাভ বেশি, তাহারই হিসা
চলিতেছিল। এই হিসাবে এমন গোল বাঁধিয়া গেল যে দুই ভাইয়ের ঝগড়া
পরে হাতাহাতি, অবশেষে মধুর মাথা ফাটিয়া রক্তপাত, পুলিশের case
ইছাইয়ের চারিমাস জেল। কোথায় লঙ্কার ক্ষেত, কোথায় বেগুনের ক্ষেত
তাহার ঠিক নাই; এদিকে লাভের হিসাব লইয়া মারামারি ও মাথা ফাটা।

গোবিন্দের ব্যবসায়ে তোমার যোগদান এবং এমন কি তোমাকে লাভে
কিছু বেশি অংশ দিবার গোবিন্দের স্বীকৃতি—এ সবই ইছাই সেখের বেগু
ক্ষেতের মত ভুয়া। গোবিন্দকে কতকগুলি কাপড় দিয়া পাঠান হইয়াছে
এই ব্যবসায়ে যথার্থ লাভ হইতে পাবে কিনা, তাহারই পরীক্ষার জন্য কা
percent লাভ হইল, পূজার সময় এইরূপ হইলে অন্য সময় কি হইতে পারে
—ইত্যাদি হিসাব গোবিন্দ এখানে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত কিছুই বুঝ
যাইতেছে না। হিসাব পত্র কিছুই না দেখিয়া তুমি ও গোবিন্দ ইতিমধ্যে
যে এটিকে একটা লাভের ব্যবসায় স্থির করিয়া লইয়াছ, দুঃখের বিষয় ততটা
হঠকারিতা আমার মধ্যে নাই। কাজেই গোবিন্দ ফিরিয়া আসিয়া হিসা
দাখিল না করা পর্যন্ত এ বিষয় মতামত প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত

৩১

**Brighton** কোম্পানী কলিকাতার বড় সাহেব কোম্পানী সকলে
জানা। আজ স্বদেশী হিল্লায় গান্ধীজীর কৃপায় ভারতবর্ষে ইহাদের অ
উঠিয়া যাইবার মত হইয়াছে বলিয়াই এখন এদেশী লোক ধরিয়া মাল চালাইতে
চায়; নতুবা agency দিতে কিছুতেই রাজী হইত না। কিন্তু ব্রাইটনে
চা ও অন্যান্য মাল বাজারে তুমি চালাইতে পারিবে তো? রাস্তায় মা

খাবে না তো? আমি জানি না, ওদেশের কি অবস্থা। যদি চালাইতে পার, তবে তো লাভের হিসাব। তোমার এজেন্সী গ্রহণে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু মাল চালাইতে পারিবে কিনা তাহা স্থানীয় অবস্থা আমার জানা নাই বলিয়া বলিতে পারিলাম না। ইহারা জুয়াচোর নহে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।

সাহেবের অফিসে চাকরী যদি চলিতে পারে, তবে ইহাতেও কোনো দোষ নাই। যদি চালাইতে পার, তবে লাভ হইবে।

৩২

তোমার কাতরতা পূর্ণ চিঠি পাইলাম। তোমাকে এত অভিভূত হইতে আর কখনও দেখি নাই।

যে ভাবে জীবন যাপন করিতেছ, উহা একান্ত অস্বাভাবিক, সুতরাং দুঃখ ক্রমশ ঘনীভূত হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর কি? যদি সমস্ত সঙ্কোচ লজ্জা ও মিথ্যা মানের মোহজাল ভেদ করিয়া উঠিতে পার, তবেই দারুণ কালো মেঘ পরিষ্কার হইতে পারে। বহু বহু বৎসর যাবত তোমাকে আমি অনেক কিছু বলিয়াছি, কিন্তু কোনটাতেই তুমি পূর্ণ প্রাণে সাড়া দিতে পার নাই। আধপেটা খাইবার মত সম্পূর্ণ রোজগার হইলেও স্ত্রী-সন্তানের উপর অত্যধিক মোহবশত সকলে মিলিয়া আধপেটা খাইতে পার নাই। সমশ্রেণীর সঙ্গে সমানভাবে মানের তাল রাখিতে গিয়া নিজের অবস্থা কিছু অসমান করিয়া ফেলিয়াছ। যে ভার জমিয়াছে ইহা হইতে মুক্ত হওয়ার সামান্য ও সহজ উপায় আর নাই। অসামান্য পরিস্থিতিতে যাইতে পারিলে হয়ত হইতে পারে। এমন দিন ছিল, যখন তুমি চেষ্টা করিলে সে অবস্থায় যাইতে পারিতে। কিন্তু একে তাকে তোমার জন্য চাকরীর চেষ্টা করিতে লেখা ছাড়া নিজে কখনও নিজের চেষ্টা কর নাই। এখন তো উহা এক প্রকার অসম্ভব মনে করি।

এখনও যদি নিজের আয়ের মধ্যে নিজের ব্যায়ের ব্যবস্থা করিতে পার, তবে ভালর দিকে খানিকটা অগ্রসর ইহাতেই হইতে পারে। যদি টাকা না থাকে তবে নিজের সঙ্গে স্ত্রীকেও আধপেটা খাওয়াইতে হইবে, সন্তানদিগকে অবস্থা অনুযায়ী পোষণ করিতে হইবে, এমন কি, টাকা না থাকিলে বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পাইতে দেখিতে হইবে। এই ভাবে যদি নিজেকে অতিশয় সুদরিদ্ররূপে দেখিবার শক্তি থাকে, এবং সেজন্য সমশ্রেণীর লোকদিগের

নিকট খাটো হইবার অপমান গ্রহণ করিতে পার, তবেই তোমার সুদিনে
আরম্ভ হইতে পাবে। ধার করিয়া খরচ করা তোমার মজ্জাগত রো
দেখিতেছি।

তোমার জন্য বড বেদনা অনুভব করি। কিন্তু কোনো উপায় দেখি না
বলিতে তো পারি ঢের, কিন্তু উহা করিবার মত মন হওয়া গ্রহ সুপ্রসন্ন ন
হইলে হইবে না।

৩৩

এখন তোমার কর্ত্তব্য কি, কি হইলে তুমি রক্ষা পাইবে, এই কথাই ব
আলোচনা। তোমাব অবস্থা সব বেশ সুষ্ঠু করিয়া লিখিয়াছ, আমার বুঝিতে
কোনো গোল হয় নাই। এ অবস্থায় তুমি কি করিবে, তাহা আমি আজ
বলিতে পারিব না। কিন্তু ঠিক এই অবস্থায় পডিলে, আমি নিজে কি
কবিতাম, তাহাই বলিয়া যাইব। আমার সমস্ত মন-প্রাণ-চিত্ত দিয়া আমি
দিনাজপুবেব সম অবস্থায় নামিয়া আসিলাম, জানিও।

আমি তরকারীর দোকান লইয়া বাজারে বসিতাম। মাথায় ঝাঁকা লইয়া
গৃহস্থের বাড়ি হইতে তরকাবী কিনিয়া আনিযা বাজারে বিক্রয় করিতাম।
শুধু দুটি ভাত আর একটা কিছু ডাল বা তবকারী, মাত্র ইহাই আমার পরিবাবস্থ
সকলের খোরাকী হইত। কাহারও কোনো কথায় বাদ প্রতিবাদ না করিয়া
আমি ধীবে ধীরে চাষা হইতাম। আমার আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশী ও
কুটুম্বগণের সঙ্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করিতাম। চাষা - আমি একেবাবে চাষা। যে
আমাকে সুবেনবাবু বলিত, তাহার সঙ্গেও আমি কোনো সম্বন্ধ রাখিতাম না।

ছেলেদের লেখাপডা? শুনিয়া হাসি পায়। সাধারণ হিসাব পত্র রাখিতে
পাবা, এবং ইংরাজীতে অল্প স্বল্প জ্ঞান থাকা, ইহা ছাড়া আজকাল আমার
ছেলেদের লেখাপডা নাম দিয়া বই মুখস্থ করাইতাম না। আজকাল এই
লেখাপড়ার কোনো মূল্য নাই, উহাতে পেটের খোবাক জোটে না।

এইভাবে শুধু ভাত খাইয়া হাতে কিছু হইলে, আমি সুবিধা বুঝিয়া একখানি
দোকান করিতাম। ছেলেদের এই দোকানের কাজে লাগাইয়া দিতাম। কে
জানে, আমার এই দোকান সমস্ত দেনা মুক্ত করিয়া আবার আমাকে 'ভদ্রলোক'
কবিত কিনা! না করিলেও ক্ষতি ছিল না। ইহাতে আমি চাষার মত দুটি
ভাত খাইয়া পরিবার লইয়া সুখে থাকিতাম।

তুমি এইরূপ ভদ্রতার মুখোস খুলিয়া ফেলিতে সক্ষম বলিয়া আমার ধারণা াই। স্ত্রী-পুত্র এ বিষয়ে বিদ্রোহী হইলে অনায়াসে তাহাদের ত্যাগ করিতে ারার মত মানসিক বল না থাকিলে, এ কার্য তাহা দ্বারা হয় না।

সুতরাং আমার উপদেশের ভরসা নাই। তুমি একেবারেই আমার—এ থা জানিলে বহু পূর্বে তোমাকে এই উপদেশ দিতাম।

অতএব তোমার দুঃখে আমার তোমার সঙ্গে একত্রে কাঁদা ছাড়া আর কানো উপায় নাই। 'ভদ্রলোক' সাজিয়া চুরি বা ঠকানো কারবার করিয়া । বিপদে উদ্ধার হওয়া যায়, এমন উপায় আমার জানা নাই।

৩৪

এতটা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছ দেখিয়া লজ্জায় আমায় মাথা হেঁট হয়। এত বাব হইয়াছ যে, একদিন অন্তর একদিন নিজে খাওয়া ও পরিবারদের খাওয়ার ্যবস্থা করিয়াও চিত্তের প্রসন্নতা রক্ষা করিতে পার না?

আমি এমন পরিবার জানি, যাহাদের মাত্র পাঁচটি টাকা আয় এবং এই াাচটাকায় মা, ছেলে, তিন মেয়ে ও বড় মেয়ের মেয়ে, এই ছয়জন ীবিকা নির্বাহ করে। ছোটরা প্রত্যহ একবার ও বড়রা একদিন অন্তর কদিন নুন, ভাত ও লঙ্কা ভাজা খাইয়া আছে। কী তাহাদের হাসি মুখ! ্রত্যহ ঠাকুর পূজা চাই। ঠাকুর ছাড়া আর কিছু জানে না। তুমি ।পরিবারে এতই অধঃপাতে গিয়াছ যে অভাবের তাড়নায় ভয়াবহ হইয়া ঠিয়াছ? সুরেন, বড় দুঃখ হয় তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মানসিক দুর্গতি দেখিয়া।

সুরেন যদি ১০ টাকার চাকরী দেয় তবে তাহাই কর না কেন? ইহার াবার জিজ্ঞাসা কি? দশটাকায় যাহা খোরাক জোটে, সপরিবারে তাই খাও। ঊর্ধ্বদিকে তাকাও—নাস্তিক হইও না। ধৈর্য ধর। ভদ্রলোক সাজিবার মায়া কি তই বেশী? কি আশ্চর্য!

৩৫

এক হতাশ হইতেছ কেন? ভগবৎ ভজনপন্থী কতশত লোক উপবাস রিতেছে, অপমানের চূড়ান্ত লাভ করিয়াছে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কর্তৃক পরিত্যক্ত ইয়াছে। তুমি তেমন কিছু দুষ্কার্য ও অন্যায় কর নাই, অথচ কষ্ট পাইতেছ, কিন্তু এ দৃষ্টান্ত তো জগতে কেবল তোমারই নয়। যদি উপবাসই করিতে হয়,

তবে প্রশান্ত চিত্তে উপবাস না করিয়া, কেবল হায়হায়কার ও উপবাস একসঙ্গে করিয়া লাভ কি ?

তোমার যখন টাকা নাই, তখন সুরেনের পরামর্শে টাকা খরচ করিয়া বিড়ির ব্যবসায় করা সম্বন্ধে বিবেচনা অনাবশ্যক। কিন্তু আমি আশ্চর্য হইতেছি যে, দুপাঁচ টাকা খরচ করিয়া তামাক, বিড়ি, সিগারেট, সোডা, লেমনেড, চা ইত্যাদির দোকান করিয়া কত লোক কোনো রকমে দিন চালাইয়া দিতেছে ; তুমি কেন কিছুই তাহা পার না।

তোমার পক্ষে জীবন বীমার এজেন্সী খুবই উপযুক্ত মনে করি। কিন্তু ইহাতে প্রথমাবস্থায় যেরূপ পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা তোমার বর্ত্তমান ভীত মনে সম্ভব কিনা, জানি না। প্রথম অন্তত একটা বছর বিশেষ কিছু লাভ হইতেছে বলিয়া মনে হইবে না, অথচ দুরন্ত খাটুনি—লোকের দুয়ারে প্রত্যাখ্যাত হইয়াও বেহায়ার মত ঘুরিতে হইবে, সে ধৈর্য চাই।

৩৬

আমি বুঝিনা, তোমার চাকরী হল না কেন! চাকরী না হয়, স্টেশনে বা বাজারে গিয়া আর কিছু না পার, কুলীর কাজ কর। তোমার ন্যায় যুবক ছেলে যদি নিজের পেটের খোরাক রোজগার করিতে না পারে, তবে তাহা অপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে ? এমন কাপুরুষ তুমি যে, এ জন্য আত্মহত্যার কথা মুখে আনিতে তোমার লজ্জা হয় না।

পুনঃ পুনঃ আমাকে লিখিবার অর্থ কি ? আমি তো এখান হইতে তোমার চাকরী ঠিক করিয়া দিতে পারিব না। নিজে বুদ্ধি করিয়া কলিকাতার মত শহরে একটা রোজগারের ব্যবস্থা এতদিনে বাহির করিতে পারিলে না।

হতাশ হইও না। চেষ্টা কর। অবশ্য হইবে।

৩৭

ঘুষ বা উপহারের নামে কিছু গ্রহণ করা, প্রায় একই কথা। কিছুদিন গ্রহণ করিতে করিতে শেষে আর এই দুটিতে পার্থক্য করা যায় না। ইহাই. মুস্কিল। বিশেষত অর্থ যত বেশী রোজগার করিবে, অর্থের প্রয়োজনও তত বেশী হইবে। কম উপার্জন হইলে প্রয়োজনও কম হইয়া যায়।

অর্থ উপার্জন করিয়া যদি কেহ শাস্ত্র ও ঋষিবাক্য অনুসারে সেই অর্থে খরচ করে, তবে উপার্জন করিতে যদি কিছু অপরাধ স্পর্শ করে, উহা ক্ষয় হইয়া যায়।

তাই বলিয়া পরকে পীড়া দিয়া বা ঠকাইয়া অর্থ উপার্জন করিলে, সে পাপ কিছুতেই খণ্ডন হয় না।

কেহ তোমাকে স্ব-ইচ্ছায়, কোনো প্রকার ইঙ্গিত না পাইয়া আপনা হইতে কিছু দিলে, যদি তুমি সে অর্থ গ্রহণ করিয়া সে ব্যক্তিকে এমন কোনো সুবিধা করিয়া দাও, যাহাতে তোমার মনিবকে ঠকানো হয়,—অথবা যে অর্থ দেয় এবং যে না দেয়, ইহাদের দুইজনের মধ্যে যদি অর্থদাতাকে বেশী অনুগ্রহ কর, তবে ঐ অর্থ গ্রহণ করা নরকযাত্রা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

যদি কোনো প্রকার পীড়ন না করিয়া অর্থ আসে, যদি ঐ অর্থ পাইয়া তুমি মনিবের চুল পরিমাণ কাজের ক্ষতি না কর, যদি যে ব্যক্তি অর্থ দিল তাহার সুবিধার জন্য যে ব্যক্তি দিল না তাহার কোনো ক্ষতি না কর, তবে এই প্রকার অর্থই গ্রহণ করতে পার। তোমাকে এই কথাটাই আমি বুঝাইয়া বলিয়াছিলাম। যদি এই প্রকার অর্থ উপার্জন ও খরচ করিবার নিয়ম রক্ষা করিতে না পার, তবে খবরদার, বাবা, কাহারও একটি পয়সা লইও না। স্ত্রী, পুত্র, এমন কিছু নাই, যাহার জন্য তুমি চুরি করিয়া নরকগামী হইবে।

৩৮

গিলবার্ট সাহেবের চিঠিখানি পড়িয়া মনে হইল তোমার এ সুযোগ পরিত্যাগ করা কিছুতেই সঙ্গত হইবে না। ঠাকুর যাহা বিধান করেন তাহার একচুলও নিরর্থক নহে। সমস্ত বিষয়েরই প্রয়োজন আছে এবং সে প্রয়োজন মঙ্গলদায়ক। তবে তুমি নিজে বদলী হইবার অনুকূলে বা প্রতিকূলে কোন কিছুই করিও না। যাহাতে ভাল হয়, তাহা আপনা হইতেই হইয়া যাইবে।

৩৯

তুমি যোগেন্দ্রকে রাখিয়াছ, খুব ভাল লোক বলিয়া জান, অথচ কি করিয়া ভদ্রলোক রাখিতে হয়, তাহা জান না। আহার বাদে মাসে মাত্র তিনটি টাকা করিয়া দিবার কথা, তাহাও দাও না; হাত ঠেকা ইত্যাদি অজুহাত দাও। শুধু তুমি নয়, আমি দেখিযাছি ওটা ফরিদপুর জেলার বিশেষত্ব। ফাঁকি দিয়া, বাক্যের জাহাজ প্রস্তুত করিয়া ইহারা ভ্রাতৃভাব দেখাইয়া ভাল লোকের service চায়। এই জন্যই তোমাদের ভাগ্যে ভাল লোক

জুটিয়াও থাকে না। যোগেনের ছেঁড়া জামা, খালি পা, ইচ্ছা থাকিলেও একটি পয়সা স্বাধীনভাবে খরচ করিতে না পারা—এ ভাবে বোধ হয় সর্বংসহা বসুন্ধরাও তাতিয়া উঠে—যোগেন তো মানুষ। 'তোমার প্রয়োজন মত চাহিলেই পার'—এইরূপ অহেতুক ভ্রাতৃভাবপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ না করিয়া, এবং হাতে টাকা নাই ইত্যাদির ধুয়া না তুলিয়া, মাস অন্তে ঠিক regular মাহিনার মত ঐ ৩ টাকা ফেলিয়া দিবে। * * * * নইলে উহাকে আর বেশী দিন রাখিতে পারিবে, এমন স্বপ্নেও মনে করিও না। ছোট ভাইয়ের মত ভালবাসিবে এবং হাত ঠেকার মামুলী অজুহাত না দেখাইয়া মাস অন্তে নির্দিষ্ট দিনে তিনটি করিয়া টাকা দিবে। নহিলে যোগেন্দ্রের পরমায়ু তোমার ওখানে একান্ত সংক্ষিপ্ত জানিও।

৪০

তুমি মানুষ, বিশেষত ডাক্তার। যতগুলি লোক যে ভাবে থাকিলে স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই, তাহার বেশী লোক বাড়িতে আসিলে অপরের কথা কি, স্বয়ং আমি গেলেও তোমার যে স্থানাভাবের কথা বলিয়া refuse করার অধিকার আছে, এ কথা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। এই সব * * * ভদ্রতা তোমাকে ছাড়িতে হইবে। কেন না তুমি মানুষ, ছাগলের মত এক ঘরে সংখ্যাতীত লোকের আড্ডা তৈয়ার করার অধিকার মানুষের নাই। দ্বিতীয়ত তুমি ডাক্তার—ঐ বাড়িতে যতগুলি লোক আছে এবং যাহারা গিয়াছে উহাদের প্রত্যেকের স্বাস্থ্যের জন্য morally তুমি দায়ী।

* * * তোমার নিজের শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া না চলিলে তুমি যে আমার নিকট গুরুতর অপরাধী হইবে তাহা পরিষ্কার মনে রাখিও।

৪১

তোমাকে একটি কথা বলি।·········তোমার গুরুভাইয়ের ছেলে—কিন্তু গুরুভাই নয়। গুরুভাই হইলেও তোমার বাড়িতে তিনটি যুবতী মেয়ের গৃহে এবং যে গৃহে একজনও বৃদ্ধ স্ত্রীলোক নাই এমন গৃহে—কিছুতেই মেয়েদের সঙ্গে ও ভাবে মিশিতে দেওয়া উচিত নয়। বাড়ির ভিতর গিয়া তাহাকে আড্ডা দিতে সম্পূর্ণ নিষেধ করিয়া দিবে। তোমার একটা সার্বজনীন ভ্রাতৃভাব আছে, যে জন্য পদে পদে তুমি ঠকিতেছ। ভ্রাতৃভাব করিয়া রোগীদের নিকট হইতে যথাসাধ্য টাকা পাও না, দোকানে জিনিষ কিনিতে গিয়া ঠক,

ইলেকট্রিকওয়ালা, মিস্ত্রী, এমন কি বাড়ির মেথর পর্যন্ত তোমাকে ভ্রাতৃভাবের দুর্বলতার দরুন ঠকায়।.........যুবক, তোমার বাড়ির মেয়েরা যুবতী—এ স্থলে ইহাদের মিশিতে দেওয়া উচিত নয়—এ সাধারণ বুদ্ধি তোমার নেই কেন? ভ্রাতৃভাবের মোহ ছাড়। যাহা অনুচিত, কোনো কিছুতেই উহা মানিয়া লইতে নাই, সাবধান!

৪২

পত্নীকে বিদেশে হাওয়া বদলাইতে পাঠাইয়া, তোমার ন্যায় ডাক্তারের [য]াহার কোনো চাকুরীর দায় নাই, তাহার অন্তত week end এ মাসে একবার [আ]সিয়া স্ত্রীকে দেখিয়া যাওয়া উচিত। তুমি দেখছি পূজা concession পাইয়াও [আ]সিতে প্রস্তুত নও। শুধু চিঠিতে বক্তৃতা লিখিয়া পাঠাইলে আজকালকার প্রেয়সীদিগকে ভুলানো যায় না।

৪৩

কাশী তোমার পক্ষে চেঞ্জের তেমন উপযোগী না হইলেও কলিকাতা অপেক্ষা [স]হস্রগুণে ভাল হইবে, সন্দেহ নাই। অন্যান্য স্থানে যথেষ্ট টাকা প্রয়োজন; [এ]খানে মাত্র আসা ও যাওয়ায় রেলভাড়া এবং আবশ্যকীয় পকেট খরচ ব্যতীত [আ]র তো কোনো খরচের আবশ্যক নাই। সুতরাং এখানে আসিয়া থাকিতে [কি]ছু কষ্ট হইলেও (লোকের ভীড় খুব বেশী এবং আহারের ব্যবস্থাও খুব [স]াধারণ) হাতখরচের মত কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া লইয়া এখানেই চলিয়া [আ]সিবে। এখন পূজা কন্‌সেসন্‌ টিকিট করিয়া আসিলে ভাড়াও কম লাগিবে। গুরুভাইদের সঙ্গে এবং অর্ধাঙ্গিনীর হাওয়ায় শরীর ভাল হইয়া যাইবে [আ]শা করি।

৪৪

শীঘ্র কলিকাতা গিয়া কাজকর্ম আরম্ভ করিবে, সে সম্ভাবনা দেখি না। ঐ [ক]ালনাতেই ধীরে ধীরে ডাক্তারীর কিছু কিছু চেষ্টা করা আবশ্যক। বাকী সময় [প]ড়া-শুনা বা সাধন করিবে।

মেয়ের বিবাহে এখন হাতের টাকা খরচ করা অযৌক্তিক মনে করি। * * এখন কাহারও বিশেষ কোনো খরচের মধ্যে যাওয়া কর্তব্য নহে। সংসারে যে নিত্য খরচ হয়, তাহাও যতদূর সম্ভব কমাইয়া দেওয়া আবশ্যক। যদি এই দুর্দিন [ঘ]ুচিয়া যায়, তবে মেয়ে বিবাহের ঢের পাত্র পাওয়া যাইবে।

৪৫

তুমি * * * র বর হিসাবে যে তিনটি ছেলের কথা লিখিয়াছ, উহার মধ্যে ৩ নং টি বাদ দাও। বাপের বিনা অনুমতিতে যে ছেলে বিবাহ করিতে অগ্রসর হয়, তাহার সমস্ত মানসিক অবস্থা এই একটি ঘটনার মধ্যেই ধরা পড়ে। এ পাত্র চলিবে না।

এক ও দুই নম্বরের মধ্যে খুব বেশী তফাৎ আছে বলিয়া মনে হয় না। দুইটি পৃথক পৃথক বিচার করিলে দোষগুণ প্রায় তুল্য। এ দুটির মধ্যে যে স্থানে হয় আমার মত আছে। তবে প্রথমটি যখন রাজযোটক হইয়াছে, তখন ঐটি করাই ঠিক হইবে মনে হয়।

৪৬

এখন মফঃস্বলে বাড়ি ভাড়া করিবার সময় আসিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। আমার ধারণা ছিল, জাপান যুদ্ধ শুরু করিলেও শ্যাম রাজ্যের ভিতর দিয়া ছাড়া তাহার আসিবার রাস্তা নাই। শ্যামরাজ্যের সঙ্গে কিছুদিন বোঝাপড়া হইবে; তারপর ব্রহ্মদেশ, তারপর কলিকাতা। ঢের দেরী আছে।

কিন্তু শ্যাম নিরাপত্তিতে জাপানকে রাস্তা ছাড়িয়া দিয়াছে। সুতরাং শীঘ্র ব্রহ্মদেশ আক্রান্ত হইবে। * * *

নবদ্বীপে যদি বাড়ি পাও, ভাড়া লইতে পার। অথবা অন্য কোন গ্রামে মুরশিদাবাদের নিকট আরো নিরাপদ। যেখানে হোক বাড়ি লইয়া রাখ ব্রহ্মে বা আসামে বোমা পড়িলে ছেলে মেয়েদের সেখানে পাঠাইয়া দিবে তোমার যাইবার কোন আবশ্যক নাই। পরে কলিকাতায় বোমা পড়িলে তখ যাইতে হইবে।

আমার চিঠি পড়িয়া ভীত হইও না। তুমি বোমা পড়িয়া মরিবার ছেলে ন

৪৭

তোমাকে সহজ সরল ভাবে আমার মনের কথা বলিতেই হইল; এরূপভা নির্ভর করিলে না বলিয়া আর উপায় থাকে না।

আমি নিজে তোমাকে ঐ বাড়িতে যাইতে বলিয়াছি এবং ঐ বা তোমার পক্ষে সর্বপ্রকারে উপযোগী মনে করি। যতই বাড়ি খোঁজ কর ওর সুবিধার বাড়ি পাওয়া দুর্ঘট হইবে। বিশেষত ঐ বাড়িতে কোনো প্রকা ভয়ের কিছু থাকা তো দূরের কথা বরং আনন্দের কিছু বর্তমান আছে

তোমাকে বলিয়া ফেলি, তোমার ঐ বাড়িতে যখন আমি ছিলাম, তখন একদিন গোঁসাইজীর প্রত্যক্ষ দর্শন পাইয়াছিলাম। ওরূপ সচরাচর সব বাড়িতে পাই না। তিনি যে গৃহে পদার্পন করিয়াছেন সে গৃহ কখনও ভূত প্রেতের বাসস্থান হইতে পারে না। সুতরাং ঐ বাড়ি বাসের সম্পূর্ণ যোগ্য ও কল্যাণ-দায়ক। কিন্তু তাই বলিয়া এমন কোন কথা নাই যে অন্য বাড়িতে গেলে অকল্যাণ হইবে। সে বাড়িও ভাগ্যগুণে ভাল হইতে পারে।

বিভা অত্যন্ত nervous ; সে যখন ঐ বাড়ি ছাড়িবার জন্য জেদ করিয়া আমার নিকট পর্যন্ত চিঠি লিখিয়াছে, তখন বাড়ি পরিবর্তন করিয়া তাহাকে খুশী করিলে হয়তো তাহার ব্যারামের পক্ষে যথেষ্ট উপকার হইতে পারে—এই মনে করিয়াই তোমাকে বাড়ি পরিবর্তন করিতে বলিতেছি। বিভার জীবন অপেক্ষা নিশ্চয় আর কিছু বেশী নয়। বাড়ি পরিবর্তনে যখন ঝঞ্ঝাট ছাড়া আর কোন লোকসান নাই, তখন বাড়ি পরিবর্তন করিয়া বিভাকে এই nervous অবস্থায় আরাম দেওয়াই ভাল।

আর একটা কথা তোমাকে বলিয়া রাখি। বিভাকে হোমিও ঔষধ ছাড়া ডাক্তারী বা কবিরাজী কোনো ঔষধই আর দিও না। চিকিৎসা পরিবর্তনের ইচ্ছা করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেই আমি 'হ্যাঁ' বলিব বটে, কিন্তু জানিয়া রাখ, হোমিও ছাড়া আর কোন ঔষধে বিভার কোন উপকার হইবে না।

বামুন রাখা সম্বন্ধে বিভা যাহা লিখিয়াছে উহা আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। বাড়ির যে কোনো স্ত্রীলোক তোমার ওখানে থাকুক কি না থাকুক একটা স্থায়ী রাঁধুনী বামুন তোমার বাসায় থাকা একান্ত আবশ্যক। মাগুনী যখন সাধন প্রাপ্ত, তখন সে থাকিলে খুবই ভাল হয়। মাগুনী রাঁধেও ভাল উচ্ছিষ্ট জ্ঞানও আছে। কিন্তু মাগুনী গোঁসাইয়ের গণ বলিয়া যদি ভ্রাতৃভাবে চল, ঠিক রসুইয়া বামুনের মত নরম ও গরম ব্যবহার দেখাইতে না পার, তবে দুই দিনেই সে মাথায় চড়িয়া বসিবে। সাবধান! রাখিবার সময় কত বেতন দিবে, বছরে কখানা কাপড় ও গামছা দিবে ইত্যাদি term স্পষ্ট করিয়া ঠিক করিয়া লইবে। বিশেষত উড়েদের অবিরাম পান খাওয়া তাহার নিজের বেতন হইতে খাইতে হইবে, তোমার সংসার হইতে একটিও পানের দাবী চলিবে না—এই বন্দোবস্তে বেতন ঠিক করিবে। উড়ে বামুনের সঙ্গে যত গোলমাল এই পান লইয়া আরম্ভ হয়।

৪৮

একমাস ছুটি লইয়াছ, তাহার কয়দিন তো কাটিয়া গেল। এখন বাকী কয়দিন শিমুলতলায় হাওয়া খাইবে এবং আবার কাশীতেও বেড়াইয়া যাইবে। সেই যে একটা গান শুনিয়াছিলাম—

এক পো দুধে কি হবে তা বল না,
ক্ষীর হবে মাখন হবে আরো হবে ছানা, ইত্যাদি—

তোমার দশাও তাই। লোকের কাছে খুব গল্প করিতে পারিবে যে ৪৫ টাকা বাড়ি ভাড়া দিয়া শিমুলতলায় change এ গিয়াছ। অদ্ভুত বটে!

৪৯

তোমার একটি সংবাদে ব্যথিত হইলাম। কালীদাস আমার আশ্রমে বহুদিন ছিল। * * সে revolutionery বা political suspect নয়। পিকেটীং করিয়া .স্ব-ইচ্ছায় জেলে গিয়াছিল। তুমি লিখিয়াছ, তাহাকে তুমি বাসা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছ। ইহা বড়ই গর্হিত কার্য হইয়াছে। দস্তুর মত জেল খাটিয়া খালাস হইয়া আসিলে তাহাকে দুই চারিদিন বিশ্রাম করিতে স্থান দিলেই চাকরীর গোলমাল হইবার কারণ ঘটিত না। অন্তত ভদ্রভাবে তাহাকে বুঝাইয়া বলিলে ভাল হইত। কাজটা তুমি ভাল কর নাই।

৫০

তুমি একটা কথা মনে রাখিও, মেয়ে বিয়ে দিলেই পর হয়। * * সংসারের আত্মীয়স্বজন হইতে যত আলগা থাকা যায়, ততই ভাল।

আশ্রম মেরামত সম্বন্ধে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর যে আচরণের কথা লিখিয়াছ উহাতে দুঃখ করিবার কিছু নাই। নিজের বাড়ি না থাকিলে পরের এই মুখ নাড়া খাইতেই হইবে। * * * উপবাস করা বরং ভাল কিন্তু পরের বাড়ি থাকিয়া মুখ নাড়া খাওয়া বড়ই কষ্টকর।

৫১

কোন হোটেলে গিয়া একদিনের জন্য থাকিতে হইলেও, থাকার ঘরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হইলে হোটেলওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করিতে হয়। দেহ তো একদিনের জন্য নয়, অন্তত ৬০ বছরের বাসস্থান। ইহাকে যত্ন না করা একান্ত অকর্মা ও আলসের লক্ষণ।

৫২

তোমার পায়ের আঘাতটা এতদিনেও কেন সারিল না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ইহা তোমার তাচ্ছিল্য ব্যতীত আর কিছু মনে করিতে পারি না। শরীরের প্রতি অমনোযোগ ও চিত্তের প্রতি অমনোযোগ, দুইটিরই সুস্থতার উপরে দৃষ্টি না রাখা—কি সমান অপরাধ নয়?

তুমি বুঝি ভাব, কেবল মন্দিরের কথাই আমি ভাবি? তা নয়, আমি তোমার কথাও ভাবি। তোমার দেনা শুনিলে আমার ভিতরে একটা যন্ত্রণা হয় এবং তোমার উপর রাগ হয়। কবে তুমি লিখিবে, তোমার দেনা নাই— মোটা ভাত কাপড়ের সপরিবারের অভাব নাই?

আমার আশীর্বাদ লও। তুমি বিশ্বজয়ী হও।

৫৩

গোঁসাইজী বলিতেন, 'প্রয়োজনেরই মূল্য, জিনিষের কোন মূল্য নাই। যখন আবশ্যক হয় তখন একটি ছুঁচও এক টাকা দিয়া কিনিবে; আর যদি আবশ্যক না থাকে তবে একটা হাতী কেউ দিলেও উহা অগ্রাহ্য করিবে।' প্রয়োজনের সময় মূল্যের বিচার মূর্খতা।

৫৪

দুইশত টাকা কেন চাহিযাছ? আমি তোমাকে কখনও টাকা ধার দিব না এবং অন্যের নিকট হইতেও ধার করিতে নিষেধ করি। ঋণ জিনিষটা এত খারাপ যে ঋণ থাকিতে মানুষের পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব স্ফুরণ হয় না, নামও ভাল চলে না।

৫৫

মিথ্যা না বলিলে তোমার বদ্‌মাইস্ প্রজার বিরুদ্ধে নালিশ চলিবে না বুঝিলাম। আমার যতদূর মনে হয়, এই প্রকার আইন আছে যে তোমার অধীনস্থ জোতদার কখনও তোমার নিকট না জানাইয়া অপরেরর নিকট জমী বিক্রয় করিতে পারে না। একজন উকীলও আমাকে এই প্রকার বলিলেন। * * * ওখানকার উকীলদের ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিও। তুমি কখনও মকর্দমার খাতিরে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিও না, উহাতে যথাসর্বস্ব যায় যাক।

ঐ পাজী প্রজাকে তুমি কখনও চিকিৎসা করিয়া সাহায্য করিও না।

৫৬

তোমার বুদ্ধি দেখিয়া আমি আশ্চর্য বোধ করিতেছি। সাড়ে তিনশ
টাকার লোভে তুমি ভারতবর্ষ ছাড়িয়া কাবুল যাইতে চাও, ইহা আমা
নিকট বড়ই আশ্চর্য বোধ হইল। যাহাদিগকে পেটের দায়ে জন্মভূ
ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে হয় তাহাদের সকলকেই আমি হতভাগ
মনে করি। এই দুষ্কার্যে কখনও প্রবৃত্ত হইও না, ইহাই আমার অনুরোধ
ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা কর। এই ভারতবর্ষেই তুমি উন্নতি লাভ করিতে
পারিবে।

৫৭

থাকার জায়গাটি যদি ভাল হয়, তবে চিত্ত যেরূপ প্রফুল্ল থাকে অ
কিছুতেই সেরূপ হয় না। সন্তোষই স্বাস্থ্য। চিত্ত সন্তুষ্ট থাকিলে আহারে
ত্রুটিতেও শরীর খারাপ হয় না।

৫৮

ছেলেদের অসুখ বিসুখের জন্য মানুষ যথাযোগ্য প্রতিকার চেষ্টা কে
এই জানি। কিন্তু সে জন্য worries anxieties ভোগ করা মানুষের লক্ষ
নহে। উহা স্ত্রীলোকের কায।

৫৯

পুরুষ বা স্ত্রীলোক উভয়েরই ভাগ্য অনুসারে বিবাহ ঘটিয়া থাকে। যাহাে
যেরূপ কর্মভোগ করিতে হইবে, তাহার উপযোগী স্বামী বা স্ত্রী জুটিয়া থাকে
এ জগতে কাহারও সে অদৃষ্ট বদলাইয়া দিবার সাধ্য নাই। বিবাহ ঘা
তোমার মেয়ের অদৃষ্টে সুখ হইবে কিংবা দুঃখ হইবে তাহার ব্যবস্থার ভা
তোমাব হাতে নাই।

মা-বাপের কর্তব্য যতটা সম্ভব দেখা-শোনা করিয়া বিবাহ দেওয়া
যেখানে 'খুব ভাল' মনে করিয়া বিবাহ দেওয়া হয়, সেখানে হয়ত কষ্ট হয়
আবার যেখানে সুবিধাজনক নহে বলিয়া ক্ষুন্ন চিত্তে বিবাহ দেওয়া যায়, সেখাে
হয়ত স্বামী-স্ত্রী পরমানন্দে থাকে।

তোমার কথিত ছেলেটি যখন ভালই তখন আর দ্বিধা না করিয়া এই স্থানে
মেয়ের বিবাহ দেওয়া উচিত। মেয়ের অদৃষ্টে যে রূপ ভোগ থাকে বিবাহে
ফল ঠিক সেইরূপই হইবে।

৬০

কাহারও নিকট কোনো চিঠি লিখিতে হইলেই প্রত্যেক চিঠিতে নিজের ঠিকানাটি লিখিতে হয়, যেমন আমি লিখি। নইলে চিঠি প্রাপক আমার ঠিকানা জানেন এই অনুমানে প্রাপকের উপর অযথা ট্যাক্স বসানো হয়। উহা কর্তব্য নহে।

৬১

আশ্রমের চারিপাশে তোমাদের কতকগুলি গরীব গুরুভগ্নী বাস করে তাহা তুমি জান। ইহারা সকলেই আশ্রমের সাহায্য সর্বদা প্রার্থনা করে। তাহাদের সবকে ফেলিয়া তোমার মায়ের দিকে যদি দৃষ্টি দেই তবে আর আমার মূল্য কিছুমাত্র থাকে না। তোমার মা বলিয়া আর সকলের অপেক্ষা বিশেষ ব্যবস্থা আমি করিতে পারিব না তাহা তুমি জান।

তোমার মার একলা আসিবার পরিণাম এই যে তোমাকে আশ্রম ছাড়িয়া অনেক সময় গিয়া তাহার কাছে থাকিতে হইবে। * * * আশ্রমের এত বেশী কাজ ফেলিয়া তোমরা এক ঘণ্টার জন্য বাহিরে যাওয়ার অবসর পাও না এমতাবস্থায় অন্য বাসায় গিয়া বুড়া মাকে কি করিয়া সামলাইবে তাহা বুঝিলাম না। ফলে আমিই তোমাকে আশ্রম ছাড়িয়া মায়ের সেবার জন্য গিয়া থাকিতে বলিতে বাধ্য হইব। কারণ মায়ের সেবাই সর্বাপেক্ষা প্রধান কায।

এই সব বিষয় একবার ভাবিয়া দেখিও। তুমি মায়ের কাছে তাহার বাসায় গিয়া থাকিলে মঠের ট্রাষ্টিয়া একটা মস্ত সুযোগ পাইবে। তাহারা তোমাদিগকে কি চক্ষে দেখে তাহা তোমার জানা আছে। তোমার দ্বারা আশ্রমের সেবা হইতেছে না এরূপ ধুয়া তোলা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইবে না। সব কথা ভাবিয়া দেখিও।

৬২

তোমার কিছু কিছু রোজগার হইতেছে জানিয়া সুখী হইলাম। কেন হইবে না? যে ব্যক্তি ভগবানের দিকে চাহিয়া সৎভাবে অর্থ উপার্জন দ্বারা নিজের স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালন করিতে ইচ্ছুক এবং চেষ্টিত, ভগবান তাহার সহায় হন, তাহাকে কখনও হতাশ হইতে হয় না।

তোমাকে একটি বিষয়ে বিশেষ করিয়া সমঝাইয়া দিতেছি। যে সমস্ত লোক তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে বলিয়া তুমি জান, তুমি তিল মাত্র

তাহাদের উপর কোনো বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিও না। তাহাদের ক্ষতি করিতে পার এমন কোনো সুযোগ যদি তোমার উপস্থিত হয় তবে সেই সুযোগের প্রলোভন তোমাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। জানি, ইহা খুব কঠিন। কিন্তু অভ্যাস দ্বারা এবং আমার আদেশ মনে করিয়া তোমার ঐ প্রলোভন ত্যাগ করা কঠিন হইবে না।

আরও একটি কথা। ঐ সব শত্রুদের বিরুদ্ধে কোন কথাই তুমি কাহাকেও বলিবে না। শুধু বিরুদ্ধে কিছু করিবে না তা নয়, বিরুদ্ধে বলিবেও না। নিতান্ত অন্তরঙ্গ মনে করিয়া যদি কাহারও নিকট কিছু বল, দুই চারিদিন পরে দেখিবে উহা বিকৃত হইয়া তোমার বিরুদ্ধবাদীদের কর্ণগোচর হইয়াছে। নীরবতাই এ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ পন্থা। কেবল মাত্র আমি ছাড়া আর কাহাকেও যথার্থ বন্ধু মনে করিয়া ভুল করিও না। যাহা বলিতে হয়, কেবল মাত্র আমাকে বলিও। * * * নির্ভয় হও।

৬৩

ডাক্তারী যখন পড়িয়াছিলে তখন তো ডাক্তারী ব্যবসায় করিবার উদ্দেশ্যেই পড়িয়াছিলে, চাকরীর জন্য তো নয়। এতদিন চাকরী করিয়াছ, একটা নির্দিষ্ট আয় ছিল। এখন ব্যবসায়ীর নির্দিষ্ট আয় হইবে কি করিয়া? অনিশ্চিতের মধ্যে থাকিতেই হইবে। এ জন্য মন খারাপ করিয়া কোনোই লাভ নাই। তুমি সরকারী ডাক্তারকে যে স্ফূর্তিযুক্ত দেখিতেছ উহা কেবল নির্দিষ্ট কয়টা টাকা ঠিক আছে বলিয়া। Private Practice অর্থাৎ যে প্রাকটিসে ভ্রাতৃভাবের ডাক ছাড়া পয়সা রোজগার হয়, এমন প্রাকটিস তাহার যে তোমার চেয়ে বেশী এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। আর হইলেই বা ক্ষতি কি? তুমি মনকে শান্ত করিয়া যে পর্যন্ত অন্যত্র একটা সুবিধাজনক স্থান জুটিয়া না যায় সে পর্যন্ত ওখানেই থাক। নিজের পরিবার প্রতিপালন করিয়া বাড়িতে টাকা দিতে পারে এমন চাকুরিয়া বাঙ্গালীর মধ্যে খুব কমই আছে। আমাদের দেশে একান্নবর্তী পারিবারিক মিলন যে অনেকটা নষ্ট হইয়া গেল, ইহাও অর্থাৎ যোগ্য রোজগার করিতে না পারা তাহার একটা বড় কারণ।

কিন্তু কাপড়ের ব্যবসায়ে তুমি যাইও না। নিজে যদি দেখা শুনা করিতে পার, সে আলাদা কথা। যাহাকে শরিক লইবে সে সাধু ব্যক্তি, এম

রণা আন্দাজে করিয়া লওয়া নিরাপদ নহে। বাঙ্গালীর যৌথ কারবার
র উৎকৃষ্ট ভিত্তি ও দলিলের উপর স্থাপিত না হইলে এ পর্যন্ত টিকিতে দেখি
াই। তুমি কি এমন কখনও দেখিয়াছ যে এক অংশীদার শুধু টাকা দিয়া
ন্য কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে আর অপর অংশীদার মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মত
াভের অংশ তাহাকে দিতেছে? এমন ধারা একটা কারবারও বিনা
ালমালে টিকিয়া আছে, দেখাইতে পারিবে না। উহা আবশ্যক নাই।
রং এমন কোন দেশ আছে কিনা, যেখানে নিকটবর্তী ডাক্তার কবিরাজ বড়
াই, তাহার খোঁজ রাখিও এবং বন্ধুবান্ধবদের রাখিতে বলিও।

চিত্ত প্রশান্ত রাখিও। চিত্তচাঞ্চল্যে যখন আর্থিক সুবিধা কিছু মাত্র
গ্রসর হয় না তখন চঞ্চল হইবে কেন? পয়সা না থাকে, প্রিয়কে বলিও
কবল মাত্র অন্ন ও দুগাছা শাক রাঁধিয়া সে যেন প্রফুল্ল চিত্তে তার স্বামী-পুত্র-
ন্যাদের খাইতে দেয়। উহাতেই তাহাদের দেহের পুষ্টি হইবে। তোমরা
তা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বংশ, পূর্বপুরুষদের কীর্তি ও মনুষ্যত্ব স্মরণ কর।

জীবন এই ভাবে গড়িয়া তোল, জন্ম সফল হোক। তোমার বিরোধীদের
কে চাহিয়া দেখ, তাহারা কুকুর-শিয়ালের ন্যায় জীবন যাপন করিতেছে।
মি তাদের চেয়ে ঢের উঁচু মন লইয়া প্রশান্ত চিত্তে অবস্থান কর।

৬৪

তোমার চাকরীর অবস্থা বিস্তারিত অবগত হইলাম। যে রূপ ব্যবস্থা
ইয়া উঠিতেছে ঐ ভাবেই কাজ করিয়া যাও। উহা হইতে একটা কিছু
াল ফল নিশ্চয় আসিবে। সরকারি হাসপাতাল সম্প্রতি দুই বছরের plan
ইয়া হইতেছে।

আপনা হইতে যাহা হইয়া উঠে তাহা ভগবৎ ইচ্ছা বলিয়াই গ্রহণ করিতে
য়।

৬৫

বহুদিন যাবতই তুমি তোমার সংসারের অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া
ক কিন্তু আমি ঐ বিষয়ে তোমাকে স্পষ্ট করিয়া আদেশের ভাবে কিছু
লিনা তাহার কারণ এই যে আমার আদেশ অনুসারে নির্বিচারে চলিবার
ত অবস্থা তোমার হয় নাই। তথাপি প্রত্যেক চিঠিতেই আমার যথার্থ মত
তামাকে জানাইয়াছি। যেটা তোমার মনোমত হইয়াছে সেইটা গ্রহণ

করিয়াছ কিন্তু যাহা মনোমত হয় নাই তাহা তোমার প্রাণ বুঝিতে প্রস্তুত হয় নাই।

চরমুগুরিয়ার দোকানে তুমি যখন টাকা রাখিয়াছিলে তখন আমি ঐ বিষয় আপত্তি করিয়াছিলাম। স্পষ্ট অবশ্য নিষেধ করি নাই কিন্তু আমার সেই সময়ের চিঠি যদি খুলিয়া পড় তবে আমার আপত্তি বুঝিতে পারিবে। কিন্তু সেই কথাটা তোমার মনোমত হয় নাই বলিয়া তুমি যেন কিছুই বোঝ নাই এইরূপ ভাবে চলিয়াছ। এখন সেই দোকান ফেল হইয়া তোমার টাকাগুলি নষ্ট হইল।

কালু রায়ের ছেলেকে আমি হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে বলিয়াছিলাম এ কথা সত্য নহে। আমি তাহাকে টাকা দিতে নিষেধই করিয়াছিলাম কিন্তু তুমি কলিকাতায় শৈলেনের বাসায় আমাকে বলিলে যে তুমি পূর্বে টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছ, এখন দিব না বলিতে লজ্জা বোধ কর। এই কথা শুনিয়া আমি বলিয়াছিলাম অগত্যা হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে পার। ইহাকে আমার আদেশ বলে না। তোমার লজ্জা রক্ষা করিতে মত দিয়াছিলাম মাত্র।

চিঠির মধ্যে অনেক 'প্রিয় সুহৃদ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছ। 'প্রিয় সুহৃদ' শব্দের অর্থ কি জান? একমাত্র ভগবান ব্যতীত মানুষের সুহৃদ্ অন্য কোন মানুষই হতে পারে না, স্ত্রী-পুত্রও নহে, একথা জানিয়া রাখা ভাল। এই সব সুহৃদের এবং এমন কি স্ত্রী পুত্রেরও স্বার্থে ঘা লাগিলে সমস্ত সুহৃদত্ব নষ্ট হইয়া যাইবে। কেবলমাত্র ভগবানই একমাত্র মানুষের সুহৃদ। সুহৃদ শব্দের অর্থ এক হৃদয় যাহার। মানুষ মানুষের সুহৃদ হয় না।

স্পষ্ট জানিয়া রাখিও, যে ব্যবসায় আমি নিজে জানিনা এবং নিজে কখনও দেখাশুনাও করিতে পারিব না এমন ব্যবসায়ে যে অপরের হাতে টাকা দেয় সে মূর্খ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তোমার যদি এত সুদ খাইবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে ভাল ভাল কত লিমিটেড কোম্পানী রহিয়াছে, কত well established bank, চা বাগান, electric company ইত্যাদি share holder-দের মোটা মোটা dividend দিতেছে; তুমি এই সব শেয়ার খরিদ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি বসিয়া ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া টাকা পাইতে পার। তাহা না করিয়া চরমুগুরিয়ার চাউলের দোকানে অথবা কালু রায়ের পুত্রের কনট্রাকটারি ব্যাপারে নিজের কষ্ট উপার্জিত অর্থ নষ্ট করিতেছ কেন

তে কাল বসিয়াও আমি তোমার এই অদ্ভুত স্বভাবের কোন কিনারা পাইলাম না।

৬৬

তোমার খালিয়া ত্যাগের প্রস্তাব আবার তুলিয়াছ। যেখানেই যাও প্রথম এক বৎসর কোনোই সুবিধা হইবে না। দ্বিতীয় বৎসর হইতে সর্বত্রই সুবিধা করিয়া লইতে পারিবে। সুতরাং এ বিষয়ে বৃথা আলাপ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। তোমার যদি সাহস না থাকে তবে এ বিষয়ে কি করা যাইতে পারে, বুঝি না। না আছে তোমার নিজ পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইবার সাহস, না আছে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর। সুতরাং ইহার কি সমাধান হইতে পারে, জানি না। * * *

কলিকাতায় গেলে বিনয়ের খরচ বাঁচিবে এবং তাহার আহারের সুবিধা হইবে এ কথা যেমন সত্য, তোমাদের কলিকাতায় অবস্থানের খরচও তেমনি বাড়িবে। সুতরাং খরচের দিক দিয়া কোন লাভ হইবে না। বরং কিছু খালিয়া অপেক্ষা বেশীই হইবে।

এখন দেখিতে হইবে, তোমার আয়ের পন্থা কি। বীরেন বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা অতীব ঠিক। তুমি ধীরে ধীরে private practice দ্বারা তোমার অবস্থা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিবে। তবে একটু সময় সাপেক্ষ হইতে পারে।

এই সব ভাবিয়া তোমার কলিকাতা আসা আমি মন্দ মনে করি না। এখন তোমার সাহস তোমাকে কি পরামর্শ দেয় তাহা ভাবিয়া দেখিও।

এ বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য। নিজের কথা নিজেই ভাবিয়া দেখিও।

৬৭

কিছুতেই হতাশ্বাস হইতে নাই। ধৈর্য ধরিয়া আপন কর্তব্য স্থির করিয়া লইতে হয়। অর্থাগমের সুব্যবস্থার জন্য ব্যবসায় করাই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। অর্থ না হইলে একেবারেই ব্যবসা হয় না এমন নয়। কতকগুলি চলতি ভাল জিনিষের এজেন্সী লইয়া যদি ঘুরিয়া বেড়াও এবং প্রাণপণে পরিশ্রম কর তবে এ মাষ্টারী অপেক্ষা বোধহয় বেশী রোজগার হয়। ব্যবসায়ের আরও কত সৎ উপায় আছে, যাহা অতি সামান্য মূলধন বা বিনা মূলধনে হইতে পারে। ইহা ছাড়া যদি I. A. পড়ার উদ্যম থাকে, তবে তাহাও করিতে পার। যদি পড়

তবে পরীক্ষার ফীয়ের টাকার জন্য ঠেকিয়া থাকিবে না, উহা জুটিবে। কি
কবিরাজী পড়া একেবারেই আহাম্মুকি হইবে, জানিও। যাহা কর, ধীরস্থি
ভাবে, কিছুতেই যেন তোমাকে বিচলিত করিতে না পারে।

৬৮

আমি বহু বৎসর পূর্বে তোমাকে এই মাষ্টারীর সঙ্গে সঙ্গে অবসর সম
দেশী সাবান, ম্যাচ, বোতাম ইত্যাদির ফিরি করিতে বলিয়াছিলাম। কি
তুমি তাহাতে মনোযোগ দিতে পার নাই। বোধ হয়, মাষ্টারমশাই হই
ফেরিওয়ালা হইতে তোমার লজ্জা হয়। কিন্তু এই ধরণের কিছু কিছু কাজ
করিলে তুমি অর্থের সুবিধা করিত পারিবে বলিয়া মনে হয় না। কবিরা
পড়িয়া তোমার কোনই সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না।

৬৯

তুমি তরকারী ও ফলের ব্যবসায় করিতে মনস্থ করিয়াছ জানিয়া সু
হইলাম। নিজে অক্লান্ত পরিশ্রম করিলে এবং সততা থাকিলে সব ব্যবসায়ে
সফলকাম হওয়া যায়। অবশ্য, ব্যবসায় জানা থাকা চাই।

অর্থোপার্জন যথেষ্ট পরিমাণ করিতে না পারিলে দুঃখেব কারণ তো বটেই
তথাপি উহারই মধ্যে প্রয়োজন বোধটাই কমাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতে হয়
নানা প্রকার ইচ্ছাই যত দুঃখের কারণ।

৭০

দেখিতেছি কোন অবস্থায়ই তোমার চিত্ত সন্তুষ্ট নয়। পূর্বে ঢাকা থাকি
অনেক মায়া কান্না কাঁদিয়াছ। ভগবান সে অবস্থা ছাড়াইয়া তোমাকে নূ
অবস্থায় আনিয়াছেন, এখানেও কান্নার সুর ভাজিতেছ। যাহারা হতভা
তাহারাই ঈশ্বরের বিধান মানিয়া লইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে থাকিতে পারে না।

যাহাতে তোমার উপকার ও উন্নতি হইতে পারে, ভগবান তোমাকে সে
অবস্থায়ই রাখিবেন। প্রত্যহ এক ঘটী করিয়া চোখের জল ফেলিলেও তোমা
পরামর্শ অনুসারে তিনি তোমাকে খুশী করিতে অগ্রসর হইবেন না।

সর্বদা সমস্ত অবস্থায় সন্তুষ্ট চিত্তে থাকিতে অভ্যাস কর।

৭১

যেখানেই যাইতে হয়, সেখানে যাহার গৃহে থাকিবার মতলব, যাওয়া
অব্যবহিত পূর্বে তাহার নিকট যাওয়ার অনুমতি বা সম্মতি লইয়া তবে রও

হইতে হয়। পূর্বে বলা আছে এই অজুহাতে যখন তখন গিয়া উপস্থিত হইতে নাই। গেলে, তোমার মতই আহাম্মক হইবার সম্ভাবনা হয়।

তুমি যাহা লিখিয়াছ, উহা ঠিক। চাকরী করা অপেক্ষা কোনো জিনিষের ফিরি করা ঢের ভাল, তবে পরিশ্রম বেশী। আমার পরিচিত, তোমার অপেক্ষা বয়সে ছোট একটি ছেলে, কলিকাতায় বেলা ৯টা হইতে ৫টা পর্যন্ত কেবল মাত্র সাবানের ফিরি করিয়া মাসে ৩৫৷৪০ টাকা রোজগার করিত। এইরূপে এক দোকানের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া ও একটা কুলী সঙ্গে লইয়া খদ্দরও ফিরি করা যাইতে পারে। দেখ. ওখানে চাকরী জুটে কিনা। জুটিলে তো ভালই হয়। অন্নদার কাছে যদি থাকিবার ব্যবস্থা হয়, তবে আমিও তোমার সম্বন্ধে খানিকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারি। যদি উহা না হয়, ঢাকার সহরে খদ্দর ও কাশী হইতে সিল্কের কাপড় লইয়া গিয়া ফিরি করিলে কি তোমার দিন চলে না?

কেবল 'আত্মীয়স্বজন অসন্তুষ্ট'—এই কথা তোমার মুখে শুনিতে পাই। কিন্তু তোমার কোনো 'আত্মীয়স্বজন' আছে বলিয়া আমার জানা নাই। * * * তুমি বলিতেছ, তোমার অর্থাভাব, কিন্তু আমি দেখিতেছি, তোমার যাহা প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ তোমার হাতে হওয়ার দরুনই কতকগুলি বৃথা অনর্থ তোমার ঘাড়ে চাপা আছে। পেটের খোরাক ও কাপড় দরুন মাসে ১৫ টাকার বেশী দাবী করিবার তোমার কি সঙ্গত অধিকার আছে?

পেটের খোরাক রোজগার করিবার জন্য যতটুকু কর্ম প্রয়োজন, উহা কর। বাকী সময় নাম কর, এবং—এবং—কেবল মাত্র নামকে ভালবাস, আর কিছুরই প্রয়োজন নাই।

৭২

তোমার অস্থিরতা ও চপলতা আমাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে। * * * কলিকাতার চিঠিতে তুমি লিখিয়াছিলে যে, চাকরী আমি আর কিছুতেই করিব না, সুতরাং এ বিষয়ে আমাকে আর কিছু বলিবেন না। কাজেই তোমাকে তোমার বিষয়কর্ম সম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক মনে করিয়াছি। যাহা ভাল বুঝ করিবে, এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য নাই। কিন্তু পুরুলিয়া হইতে তুমি কাশী কেন আসিবে, বুঝিলাম না। চাকরী ইত্যাদি না থাকিলে

আমার এখানে আসিয়া অযথা ভীড় করা অথবা আশ্রমের অন্ন গ্রহণ করিয়া চাকরীর উমেদারী করা—ইহার কোনটাই উচিত বলিয়া মনে করি না।

মোট কথা, নিজের পরিশ্রম দ্বারা সৎভাবে নিজের উদরান্নের সংস্থান করিতে হইবে এবং উহা করিয়া বাকী সময়টা সাধন করিয়া কাটাইতে হইবে—ইহাই তোমার পক্ষে সহজ ও সরল জীবন। যে কোনো কাজ করনা কেন, তাহাতে আপত্তি নাই।

৭৩

তোমার যাহা বিদ্যা, তাহাতে ৩৫ টাকা মাসে রোজগার করিতে ঐ প্রকারই খাটিতে হয় এবং তোমার অপেক্ষা বহুগুণে বড় চাকুরিয়ারও দেড় দিন ছুটি মঞ্জুর হইতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। যদি উহাতে না পোষায় তবে পূর্বের ন্যায় যার তার এঁটো খাইয়া ১৮ টাকার চাকরী করিলে কিছু সময় আরাম করার time পাওয়া যাইতে পারে বটে। এই দুইটার মধ্যে যেটাতে সুখ বোধ কর, তাহাই বাছিয়া লইতে পার। আমি তোমার অবস্থায় পড়িলে আঠার টাকার এঁটো পাতের পরিবর্তে ৩৫ টাকার শুদ্ধ অন্ন বাছিয়া লইতাম, তাই তোমার জন্যও উহাই ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। যদি ভাল না লাগে অনায়াসে ছাড়িয়া দিয়া ঢাকায় পূর্বতুল্য কোনো চাকরীতে যাইতে পার, উহাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই।

প্রত্যহ নিয়মিত দুইবেলা দুইঘণ্টা করিয়া বসিয়া সাধন করা অথবা গুরুতে তীব্র অনুরাগ—এই দুইটি পন্থা ভিন্ন ঈশ্বর বা গুরু বা ধর্ম কাহারও কৃপা লাভে অন্য কোনো তৃতীয় পন্থা আমার জানা নাই।

৭৪

আজ নূতন নহে, চিরদিনই তোমার নিকট হইতে কেবল নিরাশা ও হা হুতাশ শুনিতে পাই। ঠিক শিশুরা যেমন স্বপ্নে বাঘ দেখিয়া চেঁচায় সেইরূপ। অবিশ্বাস ও দুর্বলচিত্ততাই ইহার কারণ। সচ্ছল অবস্থা সম্বন্ধে কল্পনায় তোমার মনে মনে যে একটা আদর্শ রহিয়াছে, ঐ আদর্শে না পৌছিতে পারিয়া যে ক্লেশ পাইতেছ, বাস্তবিক তোমার অবস্থাজাত ক্লেশ তত বেশী নয়। দরিদ্রতাকেই স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করায় ক্ষতি কি? হা হুতাশ করিয়া তো অবস্থার উন্নতি একটুও হইবে না। নিজে প্রাণপণ চেষ্টায় সৎভাবে যাহা উপার্জন করিতে পার, উহা করিয়াই তো তুমি খালাস। উহাতে

ভাইবোনেরা বিরক্ত কি সুরক্ত এ চিন্তা মনে আনিবার আবশ্যক কি? তোমার ন্যায় অভাবগ্রস্ত লোকই এ সংসারে পৌনে ষোল আনা। ইহাই সংসারের স্বাভাবিক জীবন। সুতরাং এই জীবনকেই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করিতে চেষ্টা কর। সর্ববিষয়েই তোমার কর্তব্য কেবল মাত্র চেষ্টা করা। চেষ্টার ত্রুটি না থাকিলে আর ভাবনা কি?

৭৫

বিবাহ করা না করা সম্বন্ধে তোমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রহিল; কিন্তু দাদার কথামত কখনও দুই বা তিন ক্লাশ পর্যন্ত পড়িয়াছে এমন মূর্খ মেয়েকে বিবাহ করিও না। অন্তত হিসাবপত্র রাখিতে জানে, বাংলা ভাল জানে এবং ইংরেজীও কিছু কিছু বোঝে এমন মেয়ে হওয়া চাই। নহিলে সারা জীবন অনুতপ্ত হইতে হইবে।

৭৬

কারবার সম্বন্ধে তোমার বাবা যে ব্যবস্থা করেন, তাহাই তোমাকে মানিয়া লইতে হইবে। আমি কারবার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বুঝি না, তবে এইটুকু আমার অভিজ্ঞতা আছে যে, বাঙ্গালীরা প্রায়ই শরিকদের সঙ্গে বিনা দলিলে কেবল মুখের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং এইজন্যই ভবিষ্যতে বাঙ্গালীর কারবার প্রায়ই ফেল হয়। কারবারের শরিকেরা সকলেই ধর্মপুত্র যুধিষ্টির নহে। বাঙ্গালী ছাড়া অপর কোনো জাতই এ ভাবে কারবার করে না। ভাই শরিক হইলেও তাহার সঙ্গে দলিল করিয়া সব ঠিক করিয়া লয়। বাঙ্গালী জাতির এই অযথা ভ্রাতৃভাবের দরুন কারবার ভবিষ্যতে টিকে না।

৭৭

কেবল বাছাই করিয়া করিয়া মেয়েটাকে এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছ যে, এখন বিবাহ হওয়াই এক সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। মনে হয় তোমরাই যেন মেয়েটার ভাগ্য-বিধাতা, বাপের বাড়ি হইতে উহার শ্বশুর বাড়ির সুখ-শান্তি বীমা করিয়া দিতে চাও। ধন্য তোমরা! এখনও যোটক মেল ইত্যাদি লইয়া দিবা স্বপ্ন দেখিতেছ। পাত্র সৎ কি অসৎ হইবে—সে বিচার করিবে মেয়ের ভাগ্য-বিধাতা, তোমরা নহ। তোমরা শুধু মোটামুটি ভাত কাপড় পায় এমন ঘরে চরিত্রবান ছেলে দেখিয়া বিবাহ দিতে পারিলেই যথেষ্ট মনে

করা উচিত। গোপুকেও একটা ঠ্যাজা হাতী করিয়া রাখিয়া দিলে। এ সব
তোমাদের বোকামী, আমি ইহার কি করিব ?

৭৮

সংসারে যে সব রীতিনীতি প্রচলিত আছে, অনেক দিনের অভিজ্ঞতা
মানুষ ঐ সব নিয়ম প্রচলন করিতে বাধ্য হইয়াছে। সুতরাং সব নিয়মগুলি
উৎকৃষ্ট ; বিশেষ কারণ কিছু না ঘটিলে উহা সহজে লঙ্ঘন করিতে নাই।

এটি একটি প্রসিদ্ধ নিয়ম যে, প্রথম সন্তান হইবার সময়ে মেয়েদের নিজে
মায়ের কাছে বাপের বাড়ি থাকা আবশ্যক। অবশ্য এ ক্ষেত্রে যদি এমন কি
কারণ থাকে, যাহাতে সেখানে যথাযথ তদ্বিরের ত্রুটি হইবার ভয় আছে, অথব
ভাল দাই বা ডাক্তার নাই—তবে সে কথা স্বতন্ত্র।

আর একটি প্রসিদ্ধ প্রথা এই যে, সাত মাস গর্ভ পূর্ণ হইয়া গেলে মেয়েদে
আর রেলে ষ্টীমারে নৌকায় বা গাড়ীতে ভ্রমণ করা উচিত নহে। সহজে বিশে
কারণ বশত ঠেকা না হইলে এ নিয়মও লঙ্ঘন করা উচিত নয়।—ইহা বিচা
করিয়া যথাকর্ত্তব্য স্থির করিবে।

৭৯

কোনও রূপ প্রত্যাশা না করা সত্ত্বেও যদি কেহ কিছু দেয়, প্রশান্ত মনে
উহা ভগবানের দান বলিয়া গ্রহণ করিবে। কিন্তু দৃষ্টি রাখিবে যে তোমা
পিয়ন বা subordinate কেহ, তুমি গ্রহণ করিতেছ দেখিয়া কাহারও নিক
এ জন্য যাচ্ঞা বা প্রত্যাশা না করে। এ বিষয়ে তোমাকে বিশেষ সাবধা
থাকিতে হইবে।

৮০

তোমার এই চাকরীটা হইলে ভালই হয় ; কিন্তু একান্তই যদি না হয়, তবে
মনক্ষুণ্ণ হইও না। সব তাঁর দান বলিয়া গ্রহণের অভ্যাস করিতে চেষ্টা কর
আবশ্যক। যাহা তাঁর দান, তাহাই মঙ্গল।

বিবাহ করা স্থির করিয়া বেশ বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছ। কেবল পু
সন্তানদের উপর নিজের একটা বিশেষ দৃষ্টি থাকিলেই হইল। তোমার যোট
বিচার এখানকার এক বড় জ্যোতিষীকে দিয়া করাইয়াছি। যোটক খুব ভাল
মিল হইয়াছে। তুমি নিশ্চিন্ত মনে এই বিবাহ করিতে পার।

ধর্মলাভের সর্বপ্রধান উপায়ই শরীর। সর্বাগ্রে এই শরীরটিকে রক্ষা করতে হয়।

—গোঁসাইজী

## উনিশ

## অসুস্থতা ও চিকিৎসা

১

তোমার চিঠি পড়িয়া বড় দুঃখ হইল। আমি যদি তোমাদের কোন উপকার করিতে পারি, তবে তাহা না করিয়া কাঁচাখেকো দেবতার মত তোমাদের অন্যায়ের সাজা দূরে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিব, আমাকে এতটা হীন মনে করিবার কি কারণ আছে, বুঝিলাম না।

আমি যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দেই, উহার মধ্যে কোন মন্ত্র নাই। আমার চিকিৎসায় যেমন আরোগ্য হয়, তেমনি কোন উপকার হয় না এমন ঢের রোগী আছে। তোমার গুরুঠাকুরকে চিকিৎসায় চতুর্ভুজ মনে করিবার কোন কারণ নাই। এখন বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিতেছি কেন আমার গুরুদেব আমাকে নিজ শিষ্যের কঠিন রোগের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সে শুধু তোমাদের মত অকাট মূর্খ শিষ্যের জন্য। আমার চিকিৎসায় ব্যামো ভাল না হইলে সঙ্গে সঙ্গে তোমার গুরুভক্তিও আকাশে মিলাইয়া যাইবে। সুতরাং তোমার এমন সর্বনাশ হইতে পারে জানিয়া আমার দ্বারা উহা সম্ভব নয়।

২

যমুনার অবস্থা যেরূপ লিখিয়াছ তাহা যথার্থই ভীতিজনক। ইহার তো কোন প্রতিকার নাই। যথাযোগ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে। ইহা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। যখন যেরূপ অবস্থা হয়, আমাকে জানাইও। আমি দেখিতেছি তুমি বাড়ি গিয়াছ পরই সকলের অসুখ বিসুখ ও অভাব অভিযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ঠাকুরের এক বিশেষ ভঙ্গী বলিয়া মনে হয়।

৩

যমুনাকে আর বুঝি বাঁচাইতে পারিলে না। মানুষের যতটুকু সাধ্
ততটুকু চেষ্টা ছাড়া আর কিছু করিবার উপায় নাই। তিনি যাহা করিবেন
উহা আমাদের বর্তমানে যতই ক্লেশের কারণ হোক, ভবিষ্যতে যে একান্
মঙ্গলদায়ক, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

৪

স্বপ্নদোষ নানা কারণে ঘটে। আহারের অনিয়ম, আহারে সাত্বিক জিনিষের
কমতি, অনিদ্রা, নানা বিষয়ে মনোযোগ ইত্যাদি নানা কারণেই ঘটিতে পারে।

৫

তোমার চিঠি পাইয়াছি। আশ্চর্য এই যে, ব্যাধি তোমার খুব তাড়াতাড়ি
হয় নাই; ধীরে ধীবে ক্রমশঃ বাড়িয়াছে। কিন্তু তুমি যেনসারিয়া উঠিতেছ খুব
তাড়াতাড়ি। এ কদিন একটা স্বপ্নের ভিতর দিয়া যেন দিনগুলি চলিয়াছে।

ঠাকুর যাহাকে যে কার্যের জন্ম বরণ করেন, সেটি তাহাকেই শেষ করিতে
হয়। এখানকার আশ্রম যদি হয়, তবে তোমার হাত দিয়াই হইতে হইবে
তাহা জানিতাম। স্থতরাং তোমার আরোগ্য সম্বন্ধে কোন দ্বিধা ছিল না
কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ভাবিতে পারি নাই। ইহাই তাঁহার কৃপা। * * *
তোমার উপর দিয়া চরম ঝড় বহিয়া গেল।

৬

তুমি নোনতা ও ঝাল তরকারীর সঙ্গে মিষ্টি দিয়া রান্না হইলে উহা খাইও
না; ইহাতে অম্বলের অসুখ অনেকটা কমিয়া যাইবে। আহারাদি সম্বন্ধে
সাবধানতাই অম্বলের যথার্থ প্রতিকার।

৭

মুরারী ঐ ঔষধই ব্যবহার করুক। একটু ভালবোধ করে শুনিয়া সুখী
হইলাম। এখন আর মুরারীর হাড়ের ব্যাধি সম্পূর্ণ আরোগ্য করিবার কোনো
উপায় নাই। বাল্যকালে মুরারীকে হাতে পাইলে নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ আরোগ্য
বিধান করা যাইত।

গুণপতির দলে মিশিয়া এমন সুন্দর স্বাস্থ্যবান বৃন্দাবন, শারীরিক ও
মানসিক অনেকটা অবনতি লাভ করিয়াছে। উহা সম্পূর্ণ শোধরাইতে দের
হইবে।

* * * * তোমার সৌভাগ্য এই যে তোমাকে উপলক্ষ করিয়া মা অন্নপূর্ণা এতগুলি প্রাণীর আহার যোগাইতেছেন। শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখিও। প্রত্যহ আসনে বসিও।

৮

শ্রীমান বৃন্দাবনের Meningitis শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। উপযুক্ত চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া ভগবানের চরণে শরণ লইয়া পড়িয়া থাকা ব্যতীত মানুষের আর কী করিবার আছে? বৃথা উদ্বিগ্ন হইয়া চিত্তকে ভারাক্রান্ত করিও না। যথারীতি চিকিৎসা ও শুশ্রূষা দ্বারা অতি বড় কঠিন ব্যাধিও সহজ হইয়া যায়। আশীর্বাদ করি বৃন্দাবন শীঘ্র নিরাময় হউক।

৯

সর্দির ধাতের জন্য Heaper sulphur নামক ঔষধটি 200 potency সপ্তাহে এক ডোজ করিয়া একমাসে চারি ডোজ খাইয়া দেখিতে পার। ইহাতে যথেষ্ট উপকার হইবার কথা।

১০

তোমার চিঠিতে তোমার অবস্থা অবগত হইয়া অতিমাত্র দুঃখিত হইলাম। ভীত হইও না। কত ভোগই তো আসে; আবার দুদিন পরেই দুর্দৈব ঘুচিয়া যায়।

তোমার বেরিবেরি হইয়াছে, দেখা যাইতেছে। তোমাকে সম্পূর্ণরূপে ভাত খাওয়া ছাড়িতে হইবে, রুটী খাইবে। স্নান একেবারে ত্যাগ করিলেই ভাল হয়। একান্ত না হইলে কোনো রকমে কলে মাথাটা ধুইয়া গা মুছিয়া ফেলিবে। জল যত কম ঘাঁটা হয়। রান্নায় সামান্য তেল খেতে পার, কিন্তু সর্বপ্রকার তেল গায়ে মাখা একেবারে ছাড়িতে হইবে। টম্যাটো, ঢেড়স, উচ্ছে, ঝিঙে ও শাকসবজী টাটকা খাইবে। ডাল বেশ খাবে। কাজকর্ম যতটা সম্ভব কমাইতে হইবে।

এই সঙ্গে যদি কিছু দিনের জন্য স্থান ত্যাগ করিতে পার, তবে বড় ভাল হয়। মোট কথা টাটকা আটার রুটী ছাড়া ভাত ইত্যাদি খাইলে বিপদের সম্ভাবনা খুব। এই রোগ খানিকটা ছোঁয়াচে।

১১

* * * অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারগণকে আমি যমের দূত মনে করি। ওখানে

যদি ভাল হোমিওপ্যাথ না থাকে, অন্ততঃ ভাল কবিরাজও কি কেহ নাই? যেরূপে হয়, চিকিৎসা পরিবর্তন প্রয়োজন। কালাজ্বর নামক স্বয়স্তূত কোনো ব্যাধি নাই। এই অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারগণের কুচিকিৎসায় এবং অসঙ্গত injection প্রয়োগে এই কালাজ্বর নামক ব্যাধির সৃষ্টি।

কোনো ঔষধে কেহ মরে বা বাঁচে এ ধারণা আমার আদৌ নাই। তবে সুচিকিৎসা হইলে ভোগটা কমে, কুচিকিৎসা হইলে ভোগ বাড়ে—এই মাত্র প্রভেদ। সুতরাং তুমি অ্যালোপ্যাথীর হাতে রাখিয়া খোকার ভোগ আর বাড়াইও না। আয়ু থাকিলে কোনো সাধারণ হোমিওপ্যাথ বা কবিরাজের হাতেই খোকা বাঁচিবে, এ জন্য আসুরিক চিকিৎসা দ্বারা উহার যন্ত্রণা বাড়াইবার আবশ্যক নাই।

১২

জরায়ু বড় হইলেই টিউমার হইতে পারে, ইহা সত্য নয়। কাহারও জ্বর হইলেই যদি আমরা টাইফয়েড্ হইতে পারে এই ভাবনায় অস্থির হই, তবে সেটা একটু অতিরিক্ত কল্পনা নহে কি? সেইরূপ জরায়ু বড় হইলেই টিউমার হইবার আশঙ্কা করা একটু অতিরিক্ত কল্পনাশীল লোকের বাক্য। হইতে পারে তাহা ঠিকই; তবে এখনই তাহা ভাবিয়া লাফালাফির কোনো আবশ্যক নাই।

আমার মতে কবিরাজী চিকিৎসা এ বিষয় সর্বোৎকৃষ্ট। অথবা হোমিও চিকিৎসাও খুব ভাল। এলোপ্যাথি চিকিৎসা ইহার নাই। তবে রেডিয়াম চিকিৎসা করা যাইতে পারে এবং তাহাতে কতক যে আরাম হইবে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

আমাকে চিকিৎসা করার কথা লিখিয়াছ, কিন্তু আমি উহা উচিত মনে করি না। হোমিওপ্যাথিতে ইহার অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা আছে, কিন্তু সে সমস্তই আমার পড়া বিদ্যা, নিজে আমি এই রোগের এ পর্যন্ত একটিও চিকিৎসা করি নাই। অন্য রোগী হইলে এই চিকিৎসা করিয়া নিজের অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারিতাম, কিন্তু প্রতিভার উপর দিয়া পরীক্ষা চালাইতে আমি অক্ষম। সুতরাং হোমিও চিকিৎসা করিতে হইলে, তোমাকে কলিকাতায় কোন বড় হোমিওপ্যাথকে দেখাইতে হইবে।

টিউমার হইবে আশঙ্কায় এখনই ঘাবড়াইবার আবশ্যক নাই। যথাযোগ্য

চিকিৎসা করাও ও ভগবানের দিকে তাকাইয়া থাক। তিনি যাহা করিবেন, তাহাতেই মঙ্গল হইবে।

প্রতিভাকে উৎকৃষ্ট কবিরাজী বা হোমিও চিকিৎসা করাও। রেডিয়ামেও যথেষ্ট উপকার হইবে, কিন্তু সারিবে না।

১৩

কোনও চিকিৎসায় ব্যারাম সারে কোনও চিকিৎসায় সারে না, এ বিশ্বাস আমার নাই।

ভোগ শেষ না হইলে কোনও ব্যাধিই নিরাময় হয় না। যে কোন চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ধীর মনে ভগবানের দয়ার দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়।

এ্যালোপ্যাথির দুরন্ত ব্যয় তোমার মত গরীবের জন্য নহে। সুতরাং এ বিষয়ে তোমার চেষ্টা তো বিফল হইবেই। টিউমার বা ক্যানসার এই দুই ক্ষেত্রেই হোমিও চিকিৎসা কার্যকরী হইতে দেখিয়াছি। ক্যানসার কখনও ভাল হয় না, যে দু'একটা হইয়াছে উহা হোমিও চিকিৎসায়ই হইয়াছে। * * * তুমি অবস্থানুসারে হোমিও ব্যবস্থা করিয়া ভালই করিয়াছ। আমার ইহাতে সম্পূর্ণ সায় আছে। কিন্তু বাবা তোমার চিত্ত যেন সব অবস্থা সহিয়া যাইবার সামর্থ্য লাভ করে। তুমি অমৃতের সন্তান, কিছুতেই বিচলিত হইও না।

১৪

অবধৌতিক ডাক্তারবাবুর চিকিৎসাধীনে যাইতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। যাহাতে রোগ ভাল হয় তাহাই করিতে হইবে। তবে ডাক্তার যদি তোমাকে কোন দেবদেবীর পূজা করিতে বা কিছু মানত করিতে বলিতেন, তবে তোমার পক্ষে দৈবশক্তির আশ্রয় গ্রহণ অপরাধ হইত। চিকিৎসক ফুঁ দিবে কিংবা ঝাড়িবে তাহাতে রোগীর কি? কিন্তু মাদুলী গ্রহণ করা চলিবে না, ঐটি বাদে তাকে যে কোনো ঝাড়াপোছা বা ঔষধ খাওয়ানো চলিবে। মাদুলী বা মানত চলিবে না। তোমার পত্নী তো আমারই মেয়ে। তাহাকে আমার আশীর্বাদ দিবে। যখন পারে যেন সর্বদা নাম স্মরণ করিতে চেষ্টা করে।

১৫

মাদুলী সম্বন্ধে একটা মোটা কথা জানিয়া রাখ, তবেই কোন্ মাদুলী ধারণ করা যায় তাহা বুঝিবে। যে মাদুলীতে কোন দেবতার পূজা মানত করিয়া ধারণের দিন পয়সা তুলিয়া রাখিতে হয়, অথবা শেষে কোন দেবতার পূজা

দিতে হয় অথবা কোন দেবতার উদ্দেশ্যে কিছু করিতে হয়, তোমাদের সেরূপ মাতুলী ধারণ করা চলিবে না। যে মাতুলী ঔষধ স্বরূপে অঙ্গে ধারণ করা যায়, কোনো দেবদেবীর উদ্দেশ বা নিয়ম থাকিবে না, উহা ধারণ করিতে কোন বাধা নাই।

১৬

ব্যারাম হইলে উহা এড়াইতে চেষ্টা করা বিধি নয়। তোমার পেটের মধ্যে যে চাকার মত রহিয়াছে, উহার যথার্থ স্বরূপ জানিবার জন্য ভাল চিকিৎসককে অবিলম্বে দেখানো প্রয়োজন। আহার নিয়মিত করা প্রয়োজন। মাছ না খাইলে ব্যামো সারে না, এ ব্যবস্থা কোন বিজ্ঞ চিকিৎসকের হইবে না। হিন্দুর বিধবা হইলে কি হইত? তবে আহারের অন্যান্য নিয়ম বদল হইতে পারে। তাহাতে দোষ নাই। দেহকে সুস্থ রাখাও একটি সাধনা। দেহ বাদ দিয়া কোন ধর্মসাধনা নাই। কিছুই এড়াইতে চেষ্টা করিও না। সর্বপ্রকার দুর্ভোগের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িবে, তবেই দুর্ভোগগুলি তোমাকে বীর জানিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইবে।

১৭

এখন কবিরাজ মহাশয় তোমার পথ্যাপথ্যের যে নিয়ম ব্যবস্থা করেন, তোমাকে ঠিক সেই নিয়মেই চলিতে হইবে। উহাতে তোমার সাধনের কোন নিয়ম ভঙ্গ হইলেও উহা শরীরের জন্য করিতে হইবে। শরীরং আদ্যং শরীর অপটু হইলে পরে আর কোনো সাধন ভজন চলিবে না।

স্নান আহার নিদ্রা ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার ব্যবস্থামত চলিবে। তোমার নিত্য নিয়মিত যে সমস্ত নিয়ম প্রণালী আছে, উহার যেটি চিকিৎসক বন্ধ করিতে বলেন, সেটি বন্ধ করিয়া দিবে যেটি ক্ষতিকর নয় বলেন, সেটি রাখিও।

জ্ঞানী কবিরাজ হইলে তিনি কখনও তোমাকে মৎস্য খাইতে জেদ করিবেন না। আয়ুর্বেদ যে সময়ে সমাজে প্রচলিত হয়, তখন সমাজের কেহই মৎস্য মাংস আহার করিতেন না। সুতরাং মৎস্যাহার আয়ুর্বেদের ব্যবস্থা হইতে পারে না। প্রাণী হইয়া অন্য প্রাণীর গায়ের মাংস খাওয়া যে কত বড় পৈশাচিকতা, আমাদের মাছমাংস প্রচলিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া অভ্যাবশত আমরা এই ভীষণ কথাটা একেবারেই ভাবিয়া দেখি না। সে যাহা হউক

তথাপি যদি কবিরাজ তোমাকে মাছ খাইতে জেদ করেন, তবে তোমাকে অবিচারে তাহাও খাইতে হইবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এলোপ্যাথির আসুরিক চিকিৎসকগণ ব্যতীত অন্য কোন চিকিৎসক কখনও রোগীর মৎস্য-মাংস পথ্যের জেদ করিবেন না।

প্রাণায়াম বন্ধ রাখিও। মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছা হইলে দুই একটা টান দিতে পার, তাহাতে দোষ নাই।

১৮

গান করিলেই গলা ভাঙ্গিয়া যায় এ অতি আশ্চর্য কথা। জীবনে দধি ও টক খাওয়া একেবারে ত্যাগ কর এবং ঋতুর পর ব্যতীত আর কখনও স্ত্রীর সঙ্গে রমণ করিও না। তবেই গলা ভাঙ্গা রোগ সারিবে।

১৯

তুমি যে প্রকার অসুখের কথা লিখিয়াছ উহা একটুকুও ভাল বলিয়া মনে হয় না। * * * *

ওখানে কোনো ভাল হোমিওপ্যাথ ডাক্তারকে সমস্ত অবস্থার কথা বলিয়া তাহার ঔষধ ও ব্যবস্থার অধীন হইয়া চলিবে। নিজের খুশী মত চলিবে অথচ মুখে কেবল হায় হায় করিবে, ইহা নিতান্তই মূর্খের কার্য। ইহার প্রতিকার আমি এখান হইতে করিব, এরূপ অপূর্ব বুদ্ধি কোথায় পাইলে? আমি ভানুমতীর ভেল্কী দেখাইয়া তোমার ব্যামো ভাল করিব, ইহা কেবল মূর্খেরাই ভাবিতে পারে। অবিলম্বে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিও।

২০

তোমার শরীর এখনও ভাল হইতেছে না জানিয়া দুঃখিত হইলাম। সাবধানে একটা লাইন ধরিয়া চিকিৎসা করাও। একবার এলো একবার হোমিও—পাগলের মত এইরূপ কেন করিতেছ বুঝি না। তুমি বড় বুদ্ধিহীন ডাক্তার।

২১

তোমার চিঠিতে তোমার শারীরিক অবস্থা অবগত হইয়া বড়ই বিব্রত বোধ করিতেছি। ভোগ এড়াইবার উপায় নাই। তবে নিয়মিত চিকিৎসাধীনে নিজকে ছাড়িয়া দিলে ধীরে ধীরে উপশম হয়। ভীত হইও না, নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবে। যদি আবশ্যক হয়, কিছুদিনের জন্য স্থানত্যাগ করিয়া

অন্যত্র বিশ্রাম করিতে হইবে। * * * * মোট কথা, তুমি তোমার বিশ্বাস মত কোনো চিকিৎসক দেখাইয়া, সম্পূর্ণরূপে তাহার ব্যবস্থায় নিজেকে ছাড়িয়া দাও। আজ এটা কাল সেটা করিও না।

২২

কোন বিজ্ঞ ডাক্তারের হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে সর্বাংশে তাহার চিকিৎসাধীন হইতে বলিয়াছি। তাহাই যদি করিতে প্রস্তুত হইয়াছ, তবে আর্জেণ্টাম নাইট্রিকামের মতলব কেন প্রকাশ করিতেছ, বুঝা শক্ত। এইরূপ গোলে হরিবোল দিয়া বিশৃঙ্খল ভাবে চলা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর।

২৩

সতীশ যাহা বলিয়াছে, তাহার কথা মত ঔষধ খাইয়া দেখিতে পার। যাহা কর, একটা কর। কবিরাজী চিকিৎসা চমৎকার; যদি কর, তবে আরম্ভ করিও। একটা প্রণালী ধরিয়া থাকিতে হয়, তবেই মাত্র ভগবানের কৃপায় রোগ সারিতে পারে।

২৪

সাধন ভজন ইস্কুলের পড়া নহে যে, এতদিনের মধ্যে পাশ করিতে হইবে। অসুস্থ শরীরে যতটা পার, কর। উপযুক্ত ঔষধে অসুখ ভাল হইলে, তখন আবার খুব বাড়াইয়া দিও। * * * এই সামান্য কারণে, যাহা একজন ভাল ডাক্তার করিয়া দিতে পারে, তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া নিজের প্রার্থনা শক্তির খর্বতা করায় লাভ নাই। * * *

নিজের চিকিৎসার ভাল বন্দোবস্ত করিতে চেষ্টা করিও। যদি তাহা না পার, ধীর ভাবে পড়িয়া পড়িয়া বিনা আপত্তিতে ভুগিয়া যাও; ভোগ অবসানে অতি শীঘ্র তুমি সুস্থ হইবে। যতটা পড়িতে পার, যতটা সাধন করিতে পার ততটাই করিবে। অসুস্থাবস্থায় পড়া বা সাধন সম্বন্ধে বৃথা তাড়াতাড়ি করিয়া ফল নাই। বীর হও। সহিষ্ণু হও। ক্রোধশূন্য হও। বিশ্বাস না হোক কিন্তু অবিশ্বাস করিও না।

২৫

তোমার চক্ষের জন্য কাশী আসা কোনো ক্ষতিকর নয়। যদিও কাশী অপেক্ষা শিমুলতলা এ বিষয়ে ঢের ঢের ভাল। কিন্তু তুমি যে আমার চিকিৎসাধীনে থাকিবে লিখিয়াছ, উহা তোমার উৎকট মনোভাব। তুমি জান

আমি রোগীদের অতি স্বাভাবিক নিয়মে বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে চিকিৎসা করা ছাড়া কখনও অস্বাভাবিক কিছু করি না এবং করিতে প্রস্তুত নহি। আমি ব্লাডপ্রেসারের চিকিৎসা একটাও এ পর্যন্ত করি নাই। সুতরাং এই অনভিজ্ঞ হাতুড়ে চিকিৎসকের উপর তুমি যে নিজেকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছ, বিশেষত তোমার নিজ অবলম্বিত প্রণালী ছাড়িয়া, হোমিওপ্যাথীর হাতে,—ইহাতে আমি তোমার বুদ্ধিহীনতারই পরিচয় পাইলাম। বিশ্রামের জন্য, change এর জন্য এখানে আসিতে পার, চিকিৎসার জন্য নয়।

২৬

পারুলকে যদি মানুষ করিয়া নিতে চাও, তবে ইহাই তোমার সুবর্ণ-সুযোগ জানিও। এ সুযোগ তোমার বা পারুলের জীবনে আর এভাবে আসিবে না, জানিও। পারুলের বিশেষ কোনো ঔষধেরই দরকার নাই; কেবল সাত্ত্বিক আহার ও সম্পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন। তোমরা উভয়ে যদি উভয়ের জন্য এ ভাবে খস্ খস্ কর, এবং কোন্ উপায়ে আবার কলিকাতার বাসায় একত্রিত হইবে—দিন রাত সেই চিন্তাই কর, তবে এখানে থাকা না থাকা সমান।

নিশ্চিন্ত হইতে হইবে এবং নিরাপত্তিতে আমার এই বিরহ ব্যবস্থাকে মানিয়া লইতে হইবে। কবে এবং কতদিন পরে পারুলকে যাইতে দিতে পারিব, এখন তাহা বলা সম্ভব নয়। তবে একটু দীর্ঘদিন—অর্থাৎ উৎকৃষ্ট শীতের মাস কয়টা কাশীতে থাকিলে, **Parul will become a most beautiful well developed full grown young lady.**

অতএব নিশ্চিন্ত মনে তুমি একাকীই ওখানে সংসার পাতাও। এবং পারলকেও পরিষ্কার ভাষায় নিশ্চিন্ত মনে এখানে বাস করিতে বুঝাইয়া চিঠি লেখ। সময় সময় সুবিধা পাইলেই এখানে আসিয়া পারুলকে দেখিয়া যাইতে পার।

আশা করি অবস্থা বুঝিয়া মনকে উহা সহিবার মত শক্তি দিতে পারিবে।

২৭

তোমার শরীর কেমন আছে, কয়দিন তাহা জানিতে পারি নাই। আশা করি দিন দিন তুমি সুস্থই হইতেছ। যতই আমার ইঙ্গিত ও কথিত স্বাভাবিক জীবন তুমি যাপন করিতে পারিবে, শারীরিক নিয়ম ও রুটীন যতই মানিয়া

চলিতে পারিবে, ততই তোমার শরীর মন চিত্ত সুস্থির হইবে এবং ব্যবসায়েও ঢের বেশি উপার্জন হইবে।

[ পারুলকে ] আমি সপ্তাহে এক ডোজ করিয়া constitutional ঔষধ দিতেছি। একটি কবিরাজী তেল আমার জানা আছে; উহা মালিস করিলে শরীরের ভাল development হয়। উহা আনিবার জন্য কলিকাতায় অর্ডার দিলাম।

এবারকার স্বর্ণ-সুযোগে যদি পারুলের শরীর বেশ ভাল হইয়া না যায়, তবে উহা তোমাদের চির জীবনের দুর্ভাগ্য বলিয়া আমি মনে করিব।

২৮

আমার ডায়বেটিস্ ঔষধ ছাড়া শুধু diet regulation-এ যাইবে না বলিয়া আমাকে ঔষধ খাইতে লিখিয়াছ। ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইলাম। তুমি কি মনে কর, আমি ঔষধ খাইতেছি না, আপনা হইতেই suger 2% হইতে trace of sugar মাত্র হইয়াছে; অথবা এমন গুরুতর Hymnoptisis, কাশির সঙ্গে রক্ত, Hectic fever ও night sweat বিনা ঔষধে কেবল ভানুমতীর ভোজ-বাজীতে diet regulate করিয়াই দূর হইয়াছে? তোমাদের সবে ধন নীলমণি সেই জার্মান patent টা খাইলাম না বলিয়া যদি ঔষধ খাই না মনে করিয়া থাক, তবে ও-দুঃখ তোমার এ জন্মে দূর হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। আমি ঔষধ খাইতেছি এবং উহাতে অদ্ভুত ফল পাইতেছি।

তারপর তোমার অসুখের কথা। তুমি বেরিবেরিতে এখন ভুগিতেছ এবং ব্যারামের দরুন যত না হোক, মনের ভয়ে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছ,—তথাপি তোমাকে কয়েকটা সত্য কথা লিখা প্রয়োজন বোধ করি। তুমি বহুদিন হইতে আমার নিকট তোমার পেটের অসুখের প্রতিকার প্রার্থী হইয়া কত কি বলিয়াছ, কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এতকালেও তোমাকে আমার চিকিৎসা ও পথ্যাপথ্যের নিয়মের ভিতর আনিতে পারিলাম না। এবার নিজে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও কাশীতে একটা দিন বহু কেতাব ঘাটিয়া তোমার ঔষধ select করিলাম এবং উহার লক্ষ শক্তি এক ডোজ খাইতে বলিলাম। তুমিও ঔষধ খাইলে এবং আশাতীত উপকার পাইলে। কিন্তু এমনই তোমার গ্রহবৈগুণ্য যে আমার পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও তোমার আউলাপন্থীর ঘোড়ার ডিম এক ডোজ না খাইয়া থাকিতে পারিলে না। তারপর তোমাকে কতবার পুনঃ পুনঃ

বিশেষভাবে অপর স্থানে খাইতে নিষেধ করিয়াছি, তুমি অনায়াসে কালীঘাট গিয়া নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিলে।

* * * *

তারপর পারুলের কথা। তোমার লেখা ছাড়া যোগেনের নিকটেও শুনিলাম, পারুল আমার ঔষধেও তাহার কিছু হইল না বলিয়া দুঃখ করিয়াছে। অতএব পারুল সম্বন্ধেও সত্য কথাটা বলিয়া ফেলি। যখন কোনো অসুখ হয়, ঔষধ ও পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে পারুল তখন অতিশয় good boy তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যখনই শরীর একটু ভাল বোধ করে, তখনই পারুল নিজের খুশীমত যত রাজ্যের কুপথ্য খাইতে থাকে। কুপথ্য করিতে তাহার ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি দুর্লভ। শুধু মাত্র এই কারণেই সে সারাজীবন ভুগিল, কিছুতেই শরীর ভাল হইতে দিল না। তুমি এজন্য কম দায়ী নহ। অনেক সময় পারুলের কোনো কোনো কুপথ্য তোমার চোখে পড়ে; তোমার কোনো রোগী ঐরূপ করিলে তুমি বোধ হয় তাহাকে খাইয়া ফেল। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি অত্যধিক মোহাচ্ছন্ন থাকা বশত তুমি তাহার কুপথ্য করা দেখিয়াও দেখ না। সুতরাং কি করিয়া পারুলের অসুখ ভাল হইবে আশা কর?

অনেকগুলি কঠোর সত্য কথা লিখিলাম। তুমি আমার অতিশয় প্রিয়, এ জন্য আশা আছে যে, ইহা সহ্য করিবার মত শক্তি তোমার হইবে। সংশোধিত হও, এই আশা করি।

২৯

আবার অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছ শুনিয়া বড়ই দুঃখ হইল। * * কবিরাজীতে যদি উপকার পাইতে আরম্ভ করিয়া থাক, তবে উহাই চলুক। নহিলে সুবোধের ব্যবস্থায় থাকিলেও ভাল হইবে। যাহা কর, এক প্রকার ধরণের চিকিৎসাই করিও। ব্যারাম তো ঔষধে সারাইবে না; যিনি সারাইবেন, তিনি সব ঔষধের মধ্যেই আছেন।

কেন বৃথা চিন্তা কর। তোমার তো চিন্তা করার কোনোই কারণ নাই।

৩০

তুমি হঠাৎ কবিরাজী চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিয়াছ বলিয়া আর তখন কিছু বলি নাই। নীরদ, তুমি সম্পূর্ণরূপে সুবোধের চিকিৎসাধীনে যাও।

উহাতেই তুমি নিশ্চয় ভাল হইবে। সুবোধ যদি প্রয়োজন মনে করে, অন্য ডাক্তার ডাকিবে। তাহার প্রয়োজন হইবে না।

মেয়ের বসন্ত হইয়াছে, ভাবনার কথা বটেই তো। কিন্তু ভাবিয়া তুমি কী করিতে পারিবে? বসন্তের যাহারা চিকিৎসা করে, তাহাদের একজনের হাতে চিকিৎসা ছাড়িয়া দাও। বাড়িতে যতরকম সাবধানতা নেওয়া যায়, তাই লও। Malandrinum 30 এক ডোজ মাঝে মাঝে সবকে দিও।

তোমার যখন কিছুই করিবার শক্তি নাই ইহা বুঝ, তবে ভাব কেন? কান মলিয়া ভিতর হইতে ভাবনাটাকে তাড়াইয়া দাও। তোমাকে অযথা ভাবিতে দেখিলে বড়ই দুঃখ হয়।

৩১

ডাক্তার দাসের উপর তুমি যতখানি শ্রদ্ধা রাখ, আমি তাহা স্বীকার করিতে পারি নাই। * * * Natrum formate ও Calcium formate জার্নাল পড়িয়া ৬২ বছরের বুড়োর দেহের উপরে experiment করিতে আস নিতান্তই গতানুগতিক বাজারের ডাক্তারের লক্ষণ। যথার্থ হোমিওপ্যাথ—শুধু হোমিওপ্যাথ কেন—যথার্থ যে কোনো বিষয়ের সত্য সেবক বড়ই conservative হয়। সহজে নূতন কিছু গ্রহণ করা খাঁটি লোকের লক্ষণ নয়। তুমি যেন জার্নালে পড়া ঔষধ বিশিষ্টরূপে না জানিয়া গ্রহণ করিও না। * * *

তোমার Conium-এ আমার যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। এবার যে Natrum Phos দিয়াছ, তাহাকে miracle বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমার মাথায় যন্ত্রণা ও দুর্বলতা step by step ধীরে ধীরে কমিয়া যাইতেছে ভিতরে আমি স্বচ্ছন্দ বোধ করিতেছি। যাহা যথার্থ remedy-র লক্ষণ তাহাই দেখিতেছি।

৩২

যোগানন একটুও ভাল হয় নাই, বরং খারাপই। Hydrocele ও Appendicitis ওষুধে ভাল হয়, বড় বড় মোটা বইতে উহা পড়িয়াছি। কিন্তু কার্যকালে ফল পাই নাই। বরং ঔষধে খানিকটা উপকার হয় বলিয়া ব্যারামকে linger করিতে দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত ছুরি ধরিতেই হয়। যাহা হউক যে injection-এর কথা লিখিয়াছ, উহা কি তোমার লোকের মুখে শোনা বিশ্ব

অথবা বইয়ের বিদ্যা? Definite case জান কিনা? যদি জান তবে ঐ vaccine যে কটা injection দেওয়া আবশ্যক, উহা পাঠাইয়া দিবে। আমি কোনও ডাক্তার দিয়া injection দেওয়াইব। কি ভাবে কি করিতে হইবে, লিখিবে। ইহার পর যোগানন্দকে operation-এর জন্য তোমাদের কাছে পাঠাইয়া দিতে হইলে ভাবনার কথা বটে।

৩৩

ক্রনিক ব্যাধি functional গোল না ঘটিলে হোমিও চিকিৎসায় সারে। আমার হাতে T.B. সারিয়াছে; সে রোগী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ ও জাহাজের কেরানী। আমার হাতে leprosy সারিয়াছে, সে মেয়ে এখন বিবাহ হইয়া স্বামীর ঘর করে; ছেলে মেয়ে হইয়াছে, কাহারও leprosy নাই। আমার হাতে ৮০ বছরের piles সারিয়াছে; এ রোগীর রোগাক্রমণের সময় যন্ত্রণা ও চিৎকারে বাড়ির লোক অতিষ্ঠ হইত। বছরের মধ্যে চার পাঁচ বার এইরূপ আক্রমণ হইত। ৪০ বছর রোগ ভোগার পর আমার ৫ মাসের চিকিৎসায় রোগী সম্পূর্ণ ভাল হইয়াছে—এই ছয় বছর piles টের পায় না। Constipation-ও নাই। * * * আমার গুরুভ্রাতা হেমচন্দ্রের শ্বশুর তিনি। বর্তমানে বয়স প্রায় ৭৫ বছর। এইরূপ আরো লিখিতে পারিতাম; অনাবশ্যক মনে হইল। Functional গোলমাল না হইলে chronic case নিশ্চয় হোমিও চিকিৎসায় আরোগ্য হয়। যদি ভোগ থাকে, তবে আরোগ্য না হইয়াও রোগী এমন অবস্থায় আসিয়া থাকিবে, যাহাতে তাহার বিশেষ কষ্ট না থাকে।

অক্ষয় যেন সাবধানে ঠিক তোমার কথামত ঔষধ খায়; ১৫ দিন ঔষধ খাইয়া আবার blood দেখ। এই দিকে দৃষ্টি রাখ।

প্যারীকে তুমি নির্দোষ ভাবে আরাম করিতে পারিবে—এই আমার বড় আশা। ও যে মনে মনেও কোনো complain না করিয়া নীরবে থাকে, উহা আর দেখিতে পারি না।

৩৪

তুমি, সুবোধ ও কুঞ্জ এই তিনজনের নিকট আমার একটি প্রশ্ন আছে। তোমরা যে আমার নিকট সত্য বলিবে, এ বিষয়ে কোনো সংশয় নাই বলিয়াই আমি নিজের ভ্রম বুঝিবার জন্য এই প্রশ্ন করিতেছি।

কোনও chronic ব্যারাম কখনও injection দ্বারা আরাম হইয়া গিয়াছে,

এবং সেই ব্যক্তি আরামের পর broken health না থাকিয়া সারাজীবন সুস্থ থাকিয়াছে, বা এখনও আছে—এইরূপ কোনও case তোমরা নিজেরা দেখিয়াছ কিনা? অপরের মুখের কথায় হইবে না। তোমাদের সঙ্গে এমন রোগীর পরিচয় আছে কি না।

এই প্রশ্নের সরল উত্তর দিবে। তোমাদের সাক্ষীতে যদি আমার ভুল ভাঙে তবে বড় ভাল হয়।

৩৫

আমার অসুখের জন্য খুব হায় হায় করিয়াছ কিন্তু বুঝিতেছ না মাত্র এক জনের দ্বারাই সমস্ত ঘটিয়া থাকে। শান্তবাবু খুব মনোযোগ দিয়া আমাকে চিকিৎসা করিতেছেন কিন্তু আরোগ্য লাভ করা যে শান্তবাবুর করায়ত্ত নহে, তাহা ভুলিয়া যাইও না। * * *

ব্যামো যদি চিকিৎসায়ই সারিত তবে তুমি দারুণ অম্বলে ভুগিতে না এবং প্রতিভাও বেদনায় কষ্ট পাইত না। একজনের ইচ্ছায় সমস্ত হইতেছে তাঁহাকে দণ্ডবৎ কর।

৩৬

প্রতিভার হিম-ফোস্কার দরুন তোমাকে ডাক্তার ডাকিতে হইয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। শুধু একখানা বই না থাকার দরুন তোমাকে এই ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইতেছে। ঔষধ তোমার নিকটেই রহিয়াছে। যাহা হউক আমি আমার 'পারিবারিক চিকিৎসা' বইখানি পাঠাইয়া দিতেছি অবসর মত ইহা দেখিয়া লইও। ইহার পর দরকার হয় আমি একখানা নূতন আনাইয়া লইব। আমার ব্যবহৃত বইখানিতে আমার হাতের অনেক দাগ ইত্যাদি দেওয়া আছে; সুতরাং নূতন একখানা অপেক্ষা এইখানাই তোমার বেশ কাজে লাগিবে।

৩৭

সাক্ষাত মত তোমার চোখ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিব। এত বিশ্বাসের প্রমাণ পাইয়াও কি তোমার বুদ্ধি সহজ হইল না? বৃথা আগাম চিন্তা করিয়া মন খারাপ করিও না।

প্রতিভা, প্রত্যহ ভোরে খালি পেটে এক গ্লাস ঠাণ্ডা বা গরম জলের মধ্যে একটা কাগজী বা পাতিলেবুর সমস্তটা রস দিয়া একটু লবণ মিলাইয়া

যেন রোজ খায়। এটি গোঁসাই-দত্ত বাতের মহৌষধ। অন্য যে ঔষধ ইচ্ছা খাইতে পারে। কিন্তু প্রত্যহ এই লেবু ও নুনের সরবৎ খাইতে হইবে। একেবারে বরাবরের জন্য এই নিয়ম চলিবে। পূজা করার আগে এই সরবৎ খাইয়া লইলে দোষ হইবে না।

৩৮

তোমার বাধ্য হইয়া বেহায়ার মত একটি কথা লিখিতে হইতেছে। ডাক্তারী বইয়ে পড়িয়াছি, প্রস্তিভার যে অসুখ ইহাতে অতিরিক্ত রমণ করা অথবা অতি অল্প রমণ করা—এই দুইটিই নিষেধ। যদি নিয়মিত রমণ হয়, তবে জরায়ুর এই প্রকারের ব্যারাম উপশম হইবার কথা। নিয়মিত রমণ অর্থ—ডাক্তারী মতে সপ্তাহে একদিন; ইহার বেশি বা কম, দুইটাই অপকারী!

৩৯

যতদিন গ্রহের ভোগ থাকে ততদিন কোনো ঔষধ ও ব্যস্ততাই ব্যারাম ভাল করিতে পারে না। তোমরা নাস্তিকের মত ব্যবহার করিও না। সন্তোষের আরোগ্য কামনায় অন্য কোন দিকে না তাকাইয়া কেবল ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া থাক, মনে-প্রাণে তাঁহাকেই জানাও। তিনি অবশ্যই ভাল করিয়া দিবেন।

৪০

করলা, নীম পাতা, পোলতা পাতা ইত্যাদি তেতো একটা কিছু রোজ খাওয়া চাই। গাধার দুধ পাওয়া সম্ভব কি? প্রত্যহ খালি পেটে এক আউন্স করিয়া গাধার দুধ এক সপ্তাহ পর্যন্ত খাইলে সে বৎসর কিছুতেই বসন্তের আক্রমণ হইবে না। টিকা লইয়াছ ভাল কথা, কিন্তু টিকার উপরে আমার কোন আস্থা নাই।

৪১

মা, তোমার চিঠিতে অমূল্যের শারীরিক অবস্থা অবগত হইয়া দুঃখিত হইলাম। ভোগ যখন আসে তখন এইরূপই হয়। কিছুতেই উহাকে বারণ করা যায় না।

কবিরাজী চিকিৎসাই ঠিক হইতেছে। যখন আরোগ্য হইবে তখন এই কবিরাজী চিকিৎসার ভিতর দিয়াই হইবে। কেবল মাত্র মাংস ডিম ছাড়া

কবিরাজ যেরূপ পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা করে ঠিক সেইরূপই করিতে হইবে। চিকিৎসায় কোন জ্ঞানী ব্যক্তিরই বিশ্বাস নাই। কিন্তু এই চিকিৎসার প্রণালী মানিয়া না চলিলে, যাহাতে ব্যাধি আরোগ্য হয় অর্থাৎ ভগবৎ কৃপা—তাহাও পাইবার উপায় নাই। চিকিৎসায় কিছু হয় না জানিয়াও চিকিৎসকের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে হইবে।

এইসঙ্গে অমূল্যকে প্রত্যহ 'নবগ্রহ স্তোত্র' একবার করিয়া প্রাতে খালি পেটে পাঠ করিতে বলিও। আর কিছু আবশ্যক নাই।

৪২

ফোঁড়ার জন্য নীম পাতা সিদ্ধ করা জলে প্রত্যহ গা ধুইলে ভাল হয়। ফোঁড়ার প্রথম অবস্থায় গরম চুন এবং পাকিলে গরম ঘী—ইহা ছাড়া অন্য কোনো মলম ইত্যাদি লাগাইও না।

৪৩

ছেলে থাকিবে অথচ কোনো ব্যামো পীড়া থাকিবে না এমন তো কখনও সম্ভব নয়। বিপদ আসিলে ধীর ভাবে কর্তব্য করিয়া যাইতে হয়। যথাযোগ্য চিকিৎসা হইতেছে; তুমি যথাযোগ্য শুশ্রূষা কর এবং ভগবানকে ডাক। মন স্থির করিয়া নাম কর। খোকার প্রাণপণ যত্ন কর। বিশ্বনাথ পরম দয়ালু। বৃথা ভীত হইও না।

৪৪

তোমার ব্যারাম সাধারণ lumbago নয়, উহা মেরুদণ্ডের কোনরূপ ক্ষয়কর ব্যারাম। আমার সঙ্গে সাক্ষাত হইয়া বহুক্ষণ তোমাকে নানাবিধ প্রশ্ন না করিলে ব্যারামের যথার্থ ঔষধ নির্বাচন সম্ভব নয়।

তবে একটি কথা তোমাকে বলিয়া দিতেছি, অন্তত দুইটি বৎসরের জন্য তোমাকে স্ত্রী রমণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাহাতে কোনরূপ কামের উত্তেজনা হয় এমন ব্যাপার হইতে নিজেকে দূরে রাখিতে হইবে। যদি কোনো রাত্রে স্বপ্নদোষ হয় তবে তৎপরদিন ভোরে গঙ্গাস্নান করিতে হইবে। কোনরূপ উত্তেজক আহার গরমমশলা ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে হইবে। এই সব নিয়ম পালন করিয়া ওখানকারই কোন ভাল হোমিওপ্যাথের ঔষধ খাইলে নিশ্চয় তুমি আরোগ্য লাভ করিবে। ইহার পর আমার সঙ্গে দেখা হইলে সুবিধামত সমস্ত ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে।

8৫

তোমার চিঠির সম্যক অর্থ আমার বোধগম্য হইল না। এই চিঠি পড়িয়া
ন হয় যেন মৃত্যুর পূর্ব সময়ে চিঠি লিখিতেছ, আর বেশী দেরী নাই। * * *
বেদনা উঠিলেই অবশ্য অসহ্য কষ্ট হয়। কিন্তু এতটা অধৈর্য হইলে চলিবে
ন? অনেক রকম ঔষধ ব্যবহার করিয়াছ বলিয়া লিখিয়াছ; কিন্তু ওরূপ
শৃঙ্খল ভাবে ঔষধ গিলিলেই ব্যারাম সারে না। আমি তো দেখিতেছি
মার চিকিৎসা আদৌ হয় নাই। নিজে অধৈর্য হইয়া সমস্ত চিকিৎসা
জেই পণ্ড করিতেছ।

ধৈর্য ধরিয়া একজন চিকিৎসকের হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া অন্তত একটি
স চুপ করিয়া থাক, দেখ কী হয়।

8৬

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করিলেই শরীর সর্বদাই সুস্থ থাকিবে তাহা মনে
রিও না। ব্যাধিও প্রকৃতির নিয়ম। উহা দ্বারা মানুষের শরীর অনেক
াধিত হয়।

8৭

কাল তোমার চিঠি পাইয়াই, তোমার ডাক্তারী অভিজ্ঞতা ও বিচার
নুসারে বিনয়ের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে টেলি দিয়াছি। এ বিষয়ে
মাকে জিজ্ঞাসা করা ও চিকিৎসা বন্ধ করিয়া জবাবের জন্য অপেক্ষা করা
কান্ত বোকামী ও রোগীর পক্ষে বিপদজনক। যাহা আছে তাহা লইয়াই
চার করিতে হয়। আমার কাছে থাকিত, আমি হোমিও চিকিৎসা
রিতাম। কিন্তু তোমার ওখানে যাহা আছে, তাহাই তো করিতে হইবে।
কের চিঠিতে হাস্যকর চিকিৎসার অভিনয় হইতে পারে, চিকিৎসা হয় না।
বশ্য chornic disease এর কথা স্বতন্ত্র। এখন আমার পূর্বের ব্যবস্থা ছাড়িয়া
থারীতি তুমিই প্রীহার চিকিৎসা এলোপম্বী কর। কিন্তু তুমি প্রায় সব স্থলেই
তি অল্পে অস্থির হইয়া যা তা ঔষধ দাও। এ যখন নিজের ছেলে, তখন কী
করিবে তাহাই ভাবিতেছি। চিকিৎসকের প্রধান গুণ ধীরতা, তাহা
তামার আদৌ নাই।

8৮

প্রত্যহ আহারের সময় পাঁচটি করিয়া লঙ্কা ভাজা খাইবে। লঙ্কা এমন

ভাবে ভাজা হওয়া চাই যে ভিতরের বিচিগুলি কালো হইয়া যাইবে। ইহাতে অর্শ ভাল হইবে। ভাল হইলে আর লঙ্কা ভাজা খাইও না।

৪৯

স্বপ্নদোষের প্রতিকারের প্রধান ঔষধ—বিশুদ্ধ আহার, বিশুদ্ধ শয়ন, বিশুদ্ধ সঙ্গ এবং নিয়মিত সাধন। যে পর্যন্ত এই চারিটি অবলম্বন করিতে না পারিবে সে পর্যন্ত কোনো ঔষধের যথার্থ প্রতিকার হইবে না। হোমিও ঔষধ দিতে হইলে সর্বাঙ্গীণ লক্ষণ জানা প্রয়োজন। দূর দেশ হইতে ডাকে লিখিয়া হোমিও চিকিৎসা চলে না। স্থানীয় বড় হোমিও ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়াই শ্রেয়।

৫০

তুমি গোঁসাইজীর বাক্যের একেবারে বিপরীত অর্থ বুঝিয়াছ। 'বাহিরের উপায় দ্বারা নিবারণ করা উচিত নয়'—অর্থ, কোনো প্রকার যোগকৌশল বা বাহিরের কোনও প্রক্রিয়া ইত্যাদি দ্বারা বীর্য স্থির করিতে বা উর্ধ্বরেতা সম্বন্ধে চেষ্টা করা উচিত নয়। তাহাও স্বপ্নদোষ সম্বন্ধে নয়। স্বপ্নদোষ বন্ধ করিতে হইলে যথারীতি চিকিৎসা করিতে হইবে। এটা একটা ব্যাধি, চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে আহার সংযম আবশ্যক। কুচিন্তা হইতে নিবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। লেঙ্গট পরা আবশ্যক। গরম জিনিস খাওয়া নিষেধ। ভাল চিকিৎসকের কাছে জিজ্ঞাসা করিলে সে তোমাকে ঔষধ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আহারাদি সম্বন্ধেও ব্যবস্থা দিবে।

৫১

তোমার চিঠি পড়িয়া অবাক হইলাম। কি বই কখন কি ভাবে পাঠ কর, উহার অর্থ না বুঝিয়া গোল বাধাও। গোঁসাই যাহা বলিয়াছেন, উহা উর্ধ্বরেতা হইবার প্রণালী। যাহারা সাধন জীবনে খুব উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহাদের সময় সময় কামের উপদ্রব না হয়, সেই জন্য ঐ নিয়ম। তাহাও গোঁসাই ব্রহ্মচারীকে নিষেধ করিয়াছেন। স্বপ্নদোষ কাটানো ইহার উদ্দেশ্য নয়।

স্বপ্নদোষই যদি না যায়, তবে তাহার উর্ধ্বরেতা হওয়ার চেষ্টা খোকার চাঁদ ধরার চেষ্টার মত নিষ্ফল। * * * উর্ধ্বরেতার প্রক্রিয়া করিতে গিয়া প্রমেহের ব্যারাম টানিয়া আনিও না।

পরম্পরা ক্রমে স্রোত প্রবাহিত হয়।
প্রভু প্রেমসিন্ধুনীর উজানেতে বয়॥
শিষ্য প্রশিষ্যেতে শক্তি সঞ্চারিত হয়।
অপূর্ব খেলন খেলে প্রভু লীলাময়॥

*　　　*　　　*

জয় শক্তিমন্ত গুরুভ্রাতা-ভগ্নীগণ।
জয় শ্রীগোঁসাইগণ পরম পাবন॥

—শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ লীলামৃত।

## কুড়ি

### দরবেশজীর শিষ্য ও শিষ্যাগণ

১

গত রামনবমীর দিন রাত্রে তোমাদের সর্বজ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা যদুনাথ বিশ্বাস াশ্রমে আমার সম্মুখে কাশীধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। যদু গত দেড় বৎসর ামাকে সঙ্গ দিয়া আনন্দবর্ধন করিয়াছেন। এমন সহজ সরল সাধু দুর্লভ। াগামী পয়লা বৈশাখ নববর্ষের প্রথম দিনে শিবলোকবাসী যদুর আত্মার ৗত্যর্থে আশ্রমে মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

২

'কাস্তোড় সাধনাশ্রমের সন্তানসন্ততিগণ' দস্তখত-যুক্ত চিঠি পাইলাম াস্তোড়ে আমার ছেলেমেয়েরা আছে জানি। তাহারা আমার সন্তানগণ টে। সন্ততি অর্থ সন্তানের সন্তান। কাস্তোড়ে আমার কোন 'সন্ততি' নাই লিয়াই জানি। তবে কি আমার অজ্ঞাতে ও জীবিত কাল মধ্যেই তোমরা কহ মন্ত্রশিষ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছ?

৩

তোমার চিঠি ও ভোঁদার কুষ্ঠিখানা পাইলাম। কুষ্ঠি এখানকার জ্যোতিষ-দের ভাল করিয়া দেখাইয়াছি।

সামনের পৌষমাসে ভোঁদার ১৩ বৎসর পূর্ণ হইবে। ১৩৩০ সালের পৌষমাসে ১৪ বৎসর পূর্ণ হইলেই ভোঁদাকে সাধন দিতে হইবে।

১৪ হইতে ১৫॥ বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ ১৩৩৯ সালের পৌষমাস হইতে ১৩৪১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত ভোঁদার ফাঁড়া আছে বটে। * * * কিন্তু উহাতে জীবনহানি কিছুতেই হইবার সম্ভাবনা নাই। * * * * এর জন্যই ১৪ বৎসর হইলেই সাধন দিব বলিয়াছিলাম। উহাতে সমস্ত ভোগ—দীপ শলাকা ঘর্ষণে সমস্ত অন্ধকার যেমন পালাইয়া যায়—তেমনি পলায়ন করিবে।

৪

শুভ মহাষ্টমীর দিন রাত্রে রামনবমী তিথিতে যমুনা অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। স্বামী, পুত্র, কন্যা বেষ্টিত হইয়া শাঁখা সিন্দুর বজায় রাখিয়া সতীলোকে তাঁহার গতি হইয়াছে তোমরা আনন্দ কর। কেহ যেন মূর্খের মত কাঁদে না।

৫

অনাথের মৃত্যু সংবাদে বড়ই আঘাত পাইলাম। বড ভাল ছেলে ছিল অনাথ। শ্রীগুরু চরণে তাহার নিষ্ঠা জন্মিয়াছিল। তাহার পূজা করিবাব মূর্তি ও চিত্র-পটাদি যেন অবশ্যই জলে বিসর্জন দেওয়া হয়। উহা না করিয়া যদি কেহ চিত্র-পটাদি রাখে, তবে তাহাকে রীতিমত ভাবে উহার সেবা করিতে হইবে। নতুবা যথেষ্ট অকল্যাণ হইবে।

৬

নলিনীর যদি একটা সুবিধা করিয়া দিয়া উহাকে melancholiaর হাত হইতে রক্ষা করিতে পার, তবে বেশ হয়। নলিনীর মত সজ্জন দুর্লভ।

৭

যে মাদুলী ভোঁদাকে দিয়াছিলাম উহা হারাইলে হারাইবার তারিখ হইতে ৪৫ দিন মধ্যে আবার দেওয়া নিষেধ। সুতরাং এই ৪৫ দিনই ফাঁড়া বলিতে হইবে। ইহার পর আর একটা মাদুলী দেওয়া হইলে কাহার সাধ্য ফাঁড়ায় কিছু করিতে পারে? এবার এমন সাবধানে মাদুলী দিব যে, উহা আর হারাইতে পারিবে না।

এ সবই ভোঁদার মৃতা খুড়ীমায়ের কারসাজী। সে অনেক কথা। কিন্তু জেনে রাখ, আমার চোখ দুটা থাকিতে নগণ্য একটা প্রেতের কি সাধ্য আছে কিছু ক্ষতি করিতে পারে?

৮

—র সম্বন্ধে কোথায়ও যে একটা গোল বাঁধিয়াছে, তাহা আমি বহু পূর্বেই অনুমান করিয়াছি। তাহার নাস্তিকতা প্রাণঘাতী। আমি তাহার ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া বহুদিন যাবত তাহার নিকট চিঠি লেখা বন্ধ করিয়াছি।

ঢাকায়—পেটভরা ভাতও রোজগার করিতে পারিত না। এইজন্য সে আমাকে পুনঃপুনঃ অনুযোগ করায়, দেখানো হইল—পেটভরা ভাত জোটা সকলের পক্ষে কল্যাণদায়ক নহে। অভাবেই—র ধর্মবুদ্ধি বজায় থাকে।

যাহা হউক, গুরুভাইয়ের দরুন তুমি অপমানিত না হও, এমন এমন ভাবে decently ও কৌশলে—কে চাকুরী হইতে ছাড়াইয়া দিবে। অথবা খুব অনুতপ্ত হইয়া কোম্পানীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলে এবং ভবিষ্যতে সাবধান হইতে প্রতিজ্ঞা করিলে যাহা ভাল বুঝ, করিতে পার। গুরুভাই ওজুহাতে ন্যায় বিচার না করিলে, গুরুকে অপমান করা হয়।

৯

এবার শোকের উপর শোক আমাকে অস্থির করিতেছে। সম্প্রতি আমার একান্ত প্রিয় একটি ছোট ভাই, অবলার পিতা সুরেন হঠাৎ মারা গিয়াছে।

যে দিন এই মর্মান্তিক সংবাদ পাই, সেই দিনই এক কাপড়ে কাহাকেও কিছু না বলিয়া বা চিঠি না রাখিয়া সতীশ যে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার ঠিক নাই। সঙ্গে পরণের মাত্র কাপড়খানা, বোধ হয় ছিড়িয়া দুইখানা করা যাইবে মতলবে আর দ্বিতীয় বস্ত্র নেয় নাই, দুইটা কোপীন, গামছা, উর্ধবস্ত্র এবং ছাতা। আজ তিন দিন কোন খবর নাই। বোধহয় কোন সাধুর দলে মিশিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়াছে। একমাত্র মাকে যে এইভাবে ছাড়িতে পারে, আমাকে কিছু বলা দূরে থাক, একখানা চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়া আমার উদ্বেগ কমাইয়া যাওয়ার দিকে যাহার দৃষ্টি নাই, সেই বঞ্চিত হতভাগ্য সাধু হইবে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য আর কি হইতে পারে?

১০

আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম ভাই সুরেন (অবলার পিতা) না খাইতে পাইয়া মরিয়াছে এবং যাহাদের মা-ব্যাটা দুইজনকে ৭ বৎসর পর্যন্ত ভাত দিয়া পুষিয়াছি সেই সতীশ তাহার মায়ের ভরণপোষণের বোঝা সংসার

হইতে বিচ্যুত বুড়া মানুষের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া মায়ের দীর্ঘনিশ্বাস এবং গুরুর অভিসম্পাত সম্বল করিয়া ধর্ম উপার্জনের জন্য নিরুদ্দেশ হইয়াছে। ঘোর কলি!

আর কেন? এখন যাইতে পারিলেই ভাল। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

১১

এতদিন পরে এবার তুমি পূজার সময় লধুড়কায় গিয়াছিলে জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। তুমি না আসায় যে একটু কেমন কেমন দুঃখবোধ হইতেছিল, তাহা দূর হইল। কতকাল পরে পূজার সময় নিজের মার কাছে ছিলে ভাবিতেও আনন্দ হয়।

তোমাদের যে তিন জোড়া এক সঙ্গে সাধন পাইয়াছিলে, তাহার মধ্যে তোমারই মাত্র জোড়া ভাঙ্গিয়াছে। আর দুইজনের ঠিক আছে। ইহাতে বুদ্ধিশূন্য কেহ কেহ তোমার প্রতি অবিচার মনে করিতে পারে। কিন্তু উহারা বুঝে না, সংসারের শ্রেষ্ঠ সম্পদ 'মা' তোমারই আছে, আর দুজন সে সুখে বঞ্চিত।

১২

তুমি, বসন্ত ও যোগেশ—এই তিনজনকে আমি আমার সমস্ত কাজে পাইতে ইচ্ছা করি। ইহার মধ্যে কেবল মাত্র যোগেশ ছাড়া তোমরা যে [ উৎসবে ] আসিতে পার নাই, ইহাতে দুঃখ পাইয়াছি।

১৩

শ্রীমান্ সত্যরঞ্জনের বাচনিক অবগত হইলাম, নিকুঞ্জ এখনও তোমার ওখানেই চাকরী করিতেছে এবং অনুমান হয়, তোমরা তাহার বেতন পূর্বাপেক্ষা না বাড়াইলেও কমাইয়া দাও নাই।

যদি আমার এ অনুমান সত্য হয়, অর্থাৎ নিকুঞ্জের বেতন সংক্ষেপরূপ অবনতি না হইয়া থাকে, তবে এ বিষয় আমার কিছু বক্তব্য আছে। আর নীরবে থাকা সম্ভব হইল না।

বাড়িতে নিকুঞ্জের এক অসহায়া বিমাতা ও চার পাঁচটি শিশু ভাই-বোন আছে। নিকুঞ্জ ইহাদের একটি পয়সাও খরচ দেয় না। চাকরী পাইয়া প্রথম কিছু কিছু দিয়াছিল। এখন সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। নিকুঞ্জের বিমাতা তোমাদের গুরুভগ্নী। ইহার উপবাস এবং ক্ষুধার তাড়নায়—'ঠাকুর

াকুর' বলিয়া চিৎকার আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমি নিশ্চিন্ত ানে ভাত খাইতে পারি না।

তোমার নিকট আমার অনুরোধ এই যে, এই চিঠি পাওয়ার পর হইতে খনই নিকুঞ্জকে তাহার বেতন দিবার সময় আসিবে, তখনই তাহাকে শটাকা কাটিয়া রাখিয়া বাকী পাওনা দিয়া দিবে। এই দশটাকা প্রতিমাসে, শ্রীমতী শৈলবালা ভৌমিক, ভৌমিক বাড়ী, পোঃ সরিফাবাদ, জেঃ ফরিদপুর—এই ঠিকানায় মণি-অর্ডার করিয়া দিবে, প্রেরকের নামের স্থলে নিকুঞ্জেরই নাম লিখিয়া দিবে। মণি-অর্ডার করিতে যে দুই আনা ফি াগিবে, ঐ দুই আনা নিকুঞ্জ নিজ ইচ্ছায় তোমাকে দেয় ভাল ; না দেয় তো তুমিই দিও।

নিকুঞ্জ যদি এ বন্দোবস্তে রাজী না হয়, অথবা বেতন হইতে দশটাকা কম ইতে আপত্তি ও গোলমাল করে, তবে কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া নিকুঞ্জকে তোমাদের চাকরী হইতে অবিলম্বে জবাব দিবে। টাকা রোজগার করিয়া যে মাকে খাইতে দেয় না, তেমন অসৎ কর্মচারী দ্বারা তোমাদের ব্যবসায়ে সর্বনাশ হইবে।

এই চিঠি নিকুঞ্জকে দেখাইবে এবং আমার লিখিত নির্দেশমত ব্যবস্থা করিয়া তুমি আমার নিশ্চিন্ত ভাত খাইবার উপায় করিলে কিনা, তাহা আমাকে জানাইবে।

১৪

কাকুড়গাছির হীরালাল hospital-এ খোঁড়া পা অস্ত্র করিবার দিন মারা গিয়াছে এবং এক সপ্তাহ পরে হীরালালের ১১।১২ বছরের ছেলেটিও মারা গিয়াছে। হীরালালের স্ত্রীর অবস্থা বুঝিয়া দেখ, তাহার প্রতি নিশ্বাস আগুনের হলকার মত আসিয়া আমাকে পোড়াইয়া খাক্ করিল। আমি আর সহিতে পারিতেছি না। আমি অতি শীঘ্রই কাশী ত্যাগ করিব। কোথায় যাইব, কবে যাইব, এখনও বুদ্ধি স্থির করিতে পারি নাই।

১৫

বিধু ভগবানের থাবড়া সামলাইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু আমি সামলাইতে পারি ই। সতীশ মনে হইলেই একটা বিজাতীয় অশ্রদ্ধা ও বিরক্তিতে চিত্ত রিপূর্ণ হয়। মায়ের উপাসনাই শ্রেষ্ঠতম সাধনা বলিয়া যিনি নিজের বাক্যে

ও কার্যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, সতীশের জন্য সেই জলন্তমূর্তি গোঁসাইয়ে নিকট আমাকে কেবল অবিরাম ভয়ে ভয়ে থাকিতে হইতেছে।

* * * *

বসন্তের আর্থিক অবস্থা আজকাল অতীব শোচনীয়। রাজনৈতিক আন্দোলনে তাহার আইনের বই বিক্রয় একপ্রকার বন্ধ বলিলেই হয়। এই বই তাহার একমাত্র উপজীবিকা ছিল তদুপরি এবার পাটের বাজার নাই বলিয়া সমস্ত পূর্ববঙ্গের অবস্থা ভয়ানক। সব জিনিষ সস্তা, কিন্তু এই সস্তা জিনিস কিনিবার টাকাও কাহারও নাই। বহু ভদ্রলোক উপবাস ও অর্ধাহার করিতেছে। আমার ভাইপো অমলচন্দ্র আমার গত আশ্বিন কিস্তীর টাকা তো দেয়ই নাই, অধিকন্তু যেন বাড়ির লোককে ভাত দিতে পারে এই আশীর্বাদ চাহিয়াছে। জমীদারীর এক পয়সা আদায় নাই। প্রত্যহ দলে দলে প্রজাব আসিয়া টাকা চাহিতেছে। বসন্ত বড়ই অর্থাভাবে পড়িয়াছে।

১৬

লাবণ্য সাধারণ মেয়ে ছিল না। পূর্ব জন্মে সে যে আমাদের গুরুভগ্নী ছিল, তাহা তোমরা সকলেই জান। লাবণ্য বেশীদিন টিকিবে না, এ আভাস আমি তোমাকে ইতিপূর্বে দিয়াছিলাম। সাধন পাইবার পর অতি অল্পদিনে তাহার কর্মবন্ধন শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার জন্য তোমার এ কান্না আপন স্বার্থের কান্না ব্যতীত আর কিছুই নয়। মন স্থির করিতে চেষ্টা কর।

* * * অস্থির হইয়া কোন লাভ নাই। লাবণ্য অতি উত্তম গতি লাভ করিয়াছে। তাহার জন্য তোমার বিন্দুমাত্র চিন্তা করিতে হইবে না। ছেলেটার দিকে চাহিয়া নিজের শোক সংবরণ কর।

১৭

বাবা, উতলা হইও না। ভগবান যাহা করেন, সবই কল্যাণের জন্য ধাক্কা না খাইলে অনেকের শিক্ষা হয় না। শুনিয়াছি, এই বৈঠকে তাহাদের গুরুদেবের কি কি দোষ আছে, সেই তালিকা প্রস্তুত হয়। এ পর্যন্ত নাকি ২০-২১ দফা দোষ আবিষ্কার হইয়াছে।

গুরুর বিরুদ্ধে তালিকা প্রস্তুত বোধ হয় পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম। হোক—ঠাকুর ওদের সুবুদ্ধি দিবেনই। তবে এখনো দেরী আছে।

১৮

তোমার সুদীর্ঘ পত্র পাইলাম। দেখিতেছি, তোমার মস্তিষ্ক অত্যন্ত গরম হইয়া গিয়াছে, এ জন্য রীতিমত চিকিৎসার প্রয়োজন। যাহা কিছু স্বপ্ন দেখিয়াছ, উহা সমস্তই মস্তিষ্কের কল্পনা, উহার মধ্যে বিন্দুমাত্রও সত্য নাই। তবে কিছু সম্বন্ধ না আছে এমন নয়। তুমি পূর্বজন্মে কাফ্রী ছিলে। দক্ষিণ আফ্রিকায় তোমার বাড়ি ছিল। একজন অষ্ট্রেলিয়া বাসী সাহেবের আরদালী হইয়া তুমি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলে। ভারতবর্ষেই বসন্তরোগে একটা হাসপাতালে তোমার মৃত্যু হয়। কাফ্রী হইলেও তোমার মনের অবস্থা খুব উন্নত ছিল। তুমি খুব সৎ লোক ছিলে। সেই পুণ্যে এবার ভারতবর্ষে তোমার জন্ম হইয়াছে।

তুমি মাথা ঠাণ্ডা কর। চাকুরীতে কি করিয়া উন্নতি লাভ করিতে হয়, তাহারই চেষ্টা কর। প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে সাধন করা ও সাংসারিক উন্নতির জন্য চাকরী করা এই দুইটিই তোমার পক্ষে নির্দিষ্ট কর্তব্য এ কথা মনে রাখিও। উহা ছাড়া অন্য কিছু যদি করিতে যাও, তবেই ঠকিয়া যাইবে। কম্বল পরা পত্রপাঠ ত্যাগ করিবে। উহাতে মস্তিষ্ক গরম হয়। প্রত্যহ দুইবেলা স্নান করিবে; এবং আবশ্যক হইলে মকরধ্বজ, চাউল ধোয়া জল ও মিছরির গুড়া সহ প্রত্যহ সেবন করিবে, ইহাই তোমার পক্ষে বর্তমান ব্যবস্থা। * * * *

তুমি মন শান্ত কর। তোমার কল্যাণ হোক।

১৯

তোমার চিঠিতে বৃন্দাবনের অকাল বিয়োগের সংবাদ পাইলাম। কাল তোমাকে চিঠি লিখিয়াছি, উহা অবশ্যই পাইয়াছ।

বৃন্দাবন একেবারে খাঁটি সোনা ছিল। তাহার সামান্য কর্মভোগ অতি অল্প দিনে শেষ করিয়া সে তাহার বাঞ্ছিত ধামে চলিয়া গিয়াছে। তোমার দুর্ভাগ্য সত্যই; এমন ভাই লইয়া বাস করিতে পারিলে না।

তোমাকে সান্ত্বনা আর কী দিব? সংসারে সর্বত্রই এই রীতি। কাহারও এড়াইবার উপায় নাই।

মনকে শান্ত করিতে চেষ্টা কর। এই দুঃখ এড়াইবার মানুষের নিজের কোনই হাত নেই। চিত্তকে বিক্ষিপ্ত হইতে দিও না। শান্ত হও।

২০

বাবা, তোমার চিঠি পাইলাম। অনন্ত অনন্ত কালের জন্য তোমাদের দৃষ্টির

বহির্ভূত হইয়াছে, কিন্তু সে লুপ্ত হয় নাই। তোমার সঙ্গে অবশ্যই দেখা হইবে। অনন্ত ভাল আছে। সিদ্ধেশ্বরী যোগমায়া তাহাকে সিদ্ধি দিয়াছেন।

· মা তাহার রক্ত চান নাই। অনন্ত—সাবাস ছেলে অনন্ত—নিজ হইতে রক্ত দিয়া মায়ের ক্ষুধা মিটাইতে চাহিয়াছিল। শুধু এই প্রীতির পুরষ্কার স্বরূপ অনন্তের এই কপট মৃত্যু।

লিখিয়াছ, 'ইচ্ছা করিলে অনন্তকে আপনি বাঁচাইতে পারিতেন; যদি ইহা অস্বীকার করেন, তবে আপনার ও গোঁসাইয়ের উপর আমার অবিশ্বাস আসিবে।' তোমার কথা শুনিয়া হাসি পায়। অবিশ্বাসের ভয় দেখাইও না, অবিশ্বাস পরম বন্ধু। যে সাধকের জীবনে কখনও অবিশ্বাস আসে নাই তাহার সাধনা মৃত।

যতই ভয় দেখাও, আমাকে সত্য কথা বলিতে হইবে। ইচ্ছা করিলেই আমি অনন্তকে বাঁচাইতে 'পারিতাম না। তুমি কি ইচ্ছা হইলেই মানুষ খুন করিতে পার? ঘরে দা আছে, রাস্তায়ও মানুষ আছে, তোমার হাতও অবশ হয় নাই; মানুষ খুন করিবার সর্বপ্রকার যোগ্যতাই তোমার আছে, কিন্তু পার কি?

অনন্তের স্বপ্নবৃত্তান্ত জানিবার আগে আমি তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না। স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য হইয়া অনুসন্ধান লইতে গিয়া দেখি, তাহার জন্য পরমানন্দের যোগাড় হইয়াছে, অনন্ত ধন্য হইয়াছে। তখন আনন্দে অনন্তের শেষ দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

ঠাকুরের আদেশে কেবল মৃত্যু সময়ে নহে, তৎপূর্বেও বহুবার অনন্তের পার্শ্বে আমাকে তিনি পাঠাইয়াছিলেন। অনন্ত আনন্দের সঙ্গে বহুবার দর্শন পাইয়াছে। অনন্তের বড়ই মৃত্যুভয় হইয়াছিল। তাহার একটুও মরিতে ইচ্ছা ছিল না। স্ত্রী বা সন্তানের মায়ায় যে সে মরিতে ভীত হইয়াছিল, তাহা নয়, মায়া তাহার ছিল না। তাহার কেবল মাত্র ভয় ছিল যে, এমন সাধন পাইয়া বহুদিন বাঁচিয়া থাকিয়া সে সাধনটি সম্ভোগ করিতে পারিল না। কিন্তু অনন্ত এখন জানিয়াছে, তাহার ইহকাল অপেক্ষা পরকাল আরও সাধনের যথেষ্ট অনুকূল।

অনন্তের জন্য শোক করিও না। একটি বৎসর সে সামান্য একটু অসুবিধায় কাটাইবে। সে অসুবিধা তোমাদের সাংসারিক নানা প্রকার অসুবিধা

াপেক্ষা অনেক কম। এক বৎসর পরে অনন্ত কোন পরম বৈষ্ণবের ঔরসে ন্মগ্রহণ করিয়া পরম পদ লাভ করিবে। পরে আরও একটি জন্ম আছে। র্বজন্মে অনন্ত খুব একজন বড় তান্ত্রিক সাধক ছিল। সদগুরু কৃপা এই প্রথম। শীঘ্র শীঘ্র মরণ—অনন্তের পক্ষে ঠিক দ্রুতপদে দীর্ঘপথ অতিক্রমণ।

আহা, তাহার অসহায়া স্ত্রীর জন্য আমার কেবল কাঁদিতে ইচ্ছা করে। শেষ সময়ে বড়ই কাতর হইয়া সে আমাকে চিঠি লিখিয়াছিল। অনন্তও এক চিঠি লিখিয়াছিল। সে চিঠির শেষ কথা,—'হে স্বামী, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্।' বড়ই কাতরে অনন্ত কাঁদিয়াছিল। তাই তাহার মৃত্যু বড়ই সুন্দর ও শান্তিকর হইয়াছে। * * *

নিয়তিকে হাসিমুখে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। অনন্তকে হারাইয়া নিঃসহায় ভাবিও না। সাধন কর না, লিখিয়াছ। সাধন তোমাকে করিতে হইবে না, উহা তোমাকে করাইবে। বিজয়কে এ পর্যন্ত কেহ জয় করিতে পারে নাই, তুমিও পারিবে না।

## ২১

অনন্তের জন্ম সময় নিকটবর্তী। তোমাদের কাহাকেও সে ভুলে নাই—কিন্তু অল্পদিন পরেই ভুলিতে হইবে। মৃত্যুর সময় অনন্তের যে প্রখর মায়া দেখিয়াছিলাম, এতদিন সাধন করিয়া উহার অনেকটা কমিয়াছে, দেখিলাম। জন্মের পর বাল্যকালেই সে সাধন পাইবে। কিন্তু তখন আর পূর্ব-জন্মের কোনো কথাই তাহার মনে থাকিবে না। তোমার সহিত তাহার নূতন করিয়া আবার পরিচয় হইবে। ধর্ম-বন্ধু—অর্থাৎ একই শক্তির আশ্রিত জনের পরস্পর সম্বন্ধ অনন্তকালের। ভগবানের সিংহাসন তলে গিয়া উভয়ে পরিচিত হইবে।

## ২২

বিগত ত্রয়োদশীর দিন শেষ রাতে কল্যাণীয়া কুমুদিনী মহাপ্রস্থান করিয়াছেন, আর কখনও ধূলার জগতে ফিরিয়া আসিবে না। শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ দেবের অবিমুক্ত স্বধাম কাশীক্ষেত্রে গঙ্গা-তীরে গুরুর আশ্রমে শ্রীগুরু ও স্বামী দেবতার সাক্ষাতে মহাপ্রস্থান এ জগতের সমস্ত লোকের পক্ষেই লোভনীয়। মরিতে তো একদিন সকলকেই হইবে, কিন্তু এভাবে কয়জন মরিতে পারিবে? শেষ সময়ে যখন অজ্ঞান এবং শ্বাস বন্ধ হইয়াছে, যখন অন্যান্য সকলের সহস্র চিৎকারও তাহার কানে পৌছায় নাই, তখনও যে মুহূর্তে আমি 'কুমুদিনী'

বলিয়া ডাকিয়াছি, সেই মুহূর্তেই 'উ' বলিয়া সাড়া দিয়াছে। মৃত্যুর পরে দেখা গেল কাপড়ের নীচে দক্ষিণ হস্ত কর ধরা এবং পাশে বাম হস্তও কর ধরা অবস্থায় রহিয়াছে। কুমুদিনীকে আর এ পৃথিবীতে আসিতে হইবে না।

২৩

নলিনীর মৃত্যু অতীব ভয়াবহ ও দুঃখজনক। ভাইদের সঙ্গে মকদ্দমায় হারিয়া নলিনীর নির্বেদ উপস্থিত হওয়া বশতই সে সাধনপ্রার্থী হয়। তাহার প্রার্থনা-চিঠির মধ্যে এমন কিছুর আভাস আমি পাইয়াছিলাম, যাহাতে শীঘ্রই তাহাকে সাধন দিতে মন ব্যগ্র হইয়াছিল। সে যে অপমৃত্যু মরিবে, তাহা সাধন দিবার সময়ে জানিতে পারিয়াছিলাম এবং এই জন্যই তাহাকে সাধন দিতে ঠাকুর আমার মন ব্যগ্র করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিয়াছিলাম। ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—'অবিলম্বে অপমৃত্যু,' কিন্তু সেইদিনই ঘটিবে, তাহা বুঝি নাই। অপমৃত্যু যাহাতে আমার সম্মুখে না হয়, এ জন্য সেই দিনই চলিয়া যাইবার প্রস্তাব করায় আমি তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলাম।

মকদ্দমায় হারিয়া তাহার চিত্ত উদাস হয়। তদুপরি রাস্তায় গিয়া নামটি ভুলিয়া যাওয়া বশত চিত্ত আরও বিক্ষিপ্ত হয়। এই অবস্থায় দিনাজপুর ছাড়াইয়া কিছু পাওনা টাকা আদায়ের আশায় রাধিকাপুর স্টেশনে নামে ইচ্ছা ছিল, এই টাকা আদায় করিয়া লইয়া ঢাকা যাইবে।

স্টেশনে নামিয়া যখন রেল লাইন পার হয়, তখন অন্যমনস্কতা বশত চলতি গাড়ি চোখে পড়ে নাই। পিছনের কুলী একটা চিৎকার করিলে আর সরিবার সময় ছিল না। খুব জোরে ধাক্কা খাইয়া লাইনের উপর পড়িয়া যায় এবং মাথাটা ঠিক রেলের উপর পড়ে। গাড়ি মাথা গুড়া করিয়া দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরে ড্রাইভার টের পাইয়া গাড়ি থামায়।

ইহা আত্মহত্যা নহে। ২৮১ টাকা পোষাকে বাঁধিয়া কেহ আত্মহত্যা করিতে গিয়াছে পৃথিবীর ইতিহাসে তাহা নাই। যে আত্মহত্যা করিবে পূর্বদিন 'Travel as you like' টিকিট সে খরিদ করে না। Suit case ও ছোট বিছানা একটা কুলী চুরি করিয়াছে।

অপমৃত্যু বটে। কিন্তু অপমৃত্যুতেও দারুন দুর্ভোগ তাহার হইবে না।

২৪

সতীশ ধর্মের ধ্বজা উড়াইয়াছে। * * *

গুরু শিষ্য ছাড়িয়া দাও। যে ভদ্রলোক বিনা স্বার্থে এই সাত বছর তাহাকে ও তাহার মাকে অভাবের সময় অন্ন যোগাইয়াছে, চাকরী করিয়া দিয়াছে, কলিকাতায় না খাইতে পাইয়া মরিতেছিল তাহা হইতে উদ্ধার করিয়াছে, কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ সেই নিঃসম্বল সংসারত্যাগী ভদ্রলোকের ঘাড়ে মায়ের খোরাক পোষাকের ভার চাপাইয়া দিয়া এবং সম্পূর্ণ অবলম্বনহীন মায়েব দীর্ঘ নিঃশ্বাস সম্বল করিয়া সতীশ ধর্ম উপার্জনে বাহির হইয়াছে। ধর্মের কোন step অবলম্বন করিতে আমার বিন্দুমাত্র সম্মতির প্রয়োজন আছে তাহাও তাহার প্রাণ স্বীকার করে না। এমন সৎ ছেলের আকস্মিক এই অধঃপতন দেখিয়া বড় কষ্ট হয়।

২৫

তোমার কথিত পক্ষাঘাত রোগীর বিবরণ শুনিলাম। তারকেশ্বরে ধরণা দিয়া তাহার ব্যাধি আরোগ্য হইয়াছে, এ কথা সত্য। তুমিও তাহার ব্যাধি আরোগ্যের কারণ, এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য। তাহাকে দেখিয়া প্রথম যখন তোমার করুণার উদ্রেক হইয়াছিল, তখন তোমার মন এমন স্বাভাবিক ও পবিত্র ভাবে ছিল যে, তোমার করুণায় ভগবানের আঁচ লাগিয়াছিল এবং তিনি তোমার কথা শুনিয়াছিলেন। তোমার ভিতরে তোমার যে প্রিয় দেবতা বাস করেন, মানসিক অবস্থার তারতম্যে কখনো তাঁহার সহিত পূর্ণ-যোগ থাকে, কখনো থাকে না। দুইটার একটাও তুমি টের পাওনা বটে, কিন্তু উহা প্রায় সকলেরই হয়। এই জন্য মানুষের কোন ইচ্ছা পূর্ণ হয়, কোনটা হয় না।

তোমার নীরব সহানুভূতিতে ভগবান বিচলিত হইয়া উহার ব্যাধি ভাল করিয়া দিলেন। ইহাতে তোমার কোন মাত্‌বরী নাই। হয়ত অন্য সময় হাজার মাথা কুটিলেও তিনি তাহা শুনিবেন না। অর্থাৎ তোমার মানসিক অবস্থার দরুন তাঁহাকে শুনাইতে পারিবে না।

কিন্তু পরবর্তী যাহা কিছু সব ভুয়া, অর্থাৎ শাস্ত্রের সঙ্গে মিলে না। তোমাকে দৈবাদেশ সম্বন্ধে একটি সংকেত বলিয়া দিতেছি। এটা জানিলে তুমি দৈবাদেশের স্বরূপ বুঝিবে।

দৈবশক্তি কখনও মোক্তার নিযুক্ত করেন না। অর্থাৎ কাহাকেও কিছু বলিতে হইলে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দিয়া কখনো বলান না। কেহ যদি তোমাকে আসিয়া বলে যে অমুক দেবতা তাহার নিকট তোমাকে অমুক ভাবে চলিতে

বা অমুক কার্য করিতে বলিয়াছেন, তবে তাহা তৎক্ষণাৎ হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। উহাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিবে না। দৈবশক্তির যদি তোমাকে কিছু জানাইতে হয়, তবে তোমাকে তাহা বলিবেন, মোক্তার নিযুক্ত করিবেন না।

অতএব ঐ লোকটার কোনো কথা শুনিয়া তোমার কিছুই করিবার আবশ্যক নাই। উহা একান্ত ভুল হইবে।

২৬

জামাইটি ভালই হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া তোর বাবা অদৃষ্টগুণে যে জামাই পাইয়াছে, তেমন জামাই কাহারও ভাগ্যে মিলিবার সম্ভাবনা নাই। যোগেশের মত জামাই এ পৃথিবীতে একান্তই দুর্লভ। ইহা আমি খুব অহংকার করিয়া বলিতে পারি।

তুই দিনরাত কেবল স্বামীর ধ্যান করিবি এবং শ্বাসে শ্বাসে নাম করিবার চেষ্টা করিবি। তবে আর কোনো অমঙ্গলই তোকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

মা, তোর জন্য আমার মন পোড়ে। তুই আবার কবে আসিয়া আমার কাছটিতে বসিবি—অনেক সময় তাই ভাবি।

২৭

এখানে আমার মাটিতে শুইতে হয় না, তোর ভয় নাই। বসন্ত আমার জন্য খুব সুন্দর একখানি খাট প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। উহাতেই শয়ন করি। বসন্ত ও চপলা আমি আসি নাই বলিয়া এতদিন ঘরেই শুইয়াছে। একদিনের জন্যও দালানে শোয় নাই। আমি আসিয়া উহাদের দালানে আনিয়াছি। আমি খাটে শয়ন করি, নীচে বিছানা করিয়া বসন্ত ও চপলা শোয়।

২৮

এখানে বহুতর লোক আসিয়াছে, কিন্তু আমি শান্তি পাই না। তুই ও শচী এই দুইটাই আমার যথার্থ মেয়ে। তোমাদের কাছে আমি যেমন ধরা দিয়াছি—এমন আর কাহারও কাছে নয়। তোরা কাছে না থাকিলে আমার খাইয়া পেট ভরে না। এবার গিয়া তোর কোলে এমন উঠিব যে, তোমার কুটি মেয়েটা হাজার কাঁদিলেও আমি নামিব না। তখন দেখি কি কর।

আমার স্নেহ তোমাকে সর্বদা রক্ষা করুক। তোর ছেলে কিরণ।

২৯

দীনেশ জৌনপুরে বদলী হইয়া সেখানে যাইবার মুখে এখানে আসিয়াছিল। শ্রীপঞ্চমীর দিন আবার আসিতে বলিয়া দিয়াছি। দীনেশের এখন সাধন না পাইয়া আমাকে ও তোমাদের ছাড়িয়া একাকী দূরে থাকা সঙ্গত মনে হইতেছে না, সুতরাং শ্রীপঞ্চমীর দিন উহাকে সাধন দিব, মনে করিয়াছি।

৩০

আমি এখন যাইব কি আষাঢ় মাসে যাইব—এ বিষয়ে খুব ভাল লোকের কাছেই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। প্রতিভা বলিয়াছে, এখন আর না দেখিয়া থাকা যায় না। আবার বলিয়াছে, আষাঢ মাসে আপনি আসেন, সেই ভাল; তবু ২।৪ দিন কাছে রাখিতে পারিব। 'জামাই ভাত খাবে না লুচি খাবে?' 'অ্যানো—ওনো।' এও ঠিক সেইরূপ পরামর্শ হইয়াছে। যাহা হউক, আমাকে পূর্বেই ধানারি যাইতে হইবে, দেখিতেছি।

৩১

আমি বড় বিপদগ্রস্ত। কাশীতে আসিয়া দেখিলাম, বেরিবেরির দরুন বিধু ডান চক্ষে কিছুই দেখে না, বাঁ চোখে একটু ঝাপসা দেখে। * * *

ঔষধ দিলাম, কিন্তু কোনই ফল হইল না। অধিকন্তু কাল সকাল হইতে বিধু দুই চোখের কোনো চোখেই একেবারে দেখিতে পায় না। Total blind হইয়াছে। * * *

বিধুর কথা ভাবিয়া আমার আহার নিদ্রা বন্ধ। যোগেনকে দিয়া বিধুকে কলিকাতায় পাঠাইতে দিতে পারি; কিন্তু সে ব্রাহ্মণ কন্যা, কোথায় থাকিবে, কি খাইবে, কে হাত ধরিয়া পায়খানা প্রস্রাব করাইবে, এ সব ভাবিয়া কূলকিনারা পাই না। অবশেষে আমি নিজেই বিধুকে লইয়া গিয়া তোমাদের ঘাড়ে পড়িব, এই স্থির করিয়াছি। * * * *

বিধুকে চোখ অপারেশনের একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমি দুই একদিনের মধ্যেই চলিয়া আসিব।

৩২

যাঁহার ইচ্ছায় চন্দ্র-সূর্য থমকিয়া দাঁড়ায়, তাঁহার পক্ষে একটা ক্ষুদ্র মানুষের চোখের আরজি মঞ্জুর করা আশ্চর্য কি? তবে যাহাকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ (গোপনতা ছাড়িয়া) প্রকাশ্য কাণ্ড ঘটে, সে ভাগ্যবান্।

বিধুকে আমার আশীর্বাদ জানাইবে। সে ভাগ্যবতী।

৩৩

আসল কথা, তোমার বিধুর অশ্বডিম্বের মত উপকার করিয়াছিলে। দুঃখিনী বিধুর কান্নায় পরম করুণ ঠাকুর আমার, বিধুকে দৃষ্টিশক্তি খানিকটা, অর্থাৎ যতটা দিলে একেবারেই লোকের গলগ্রহ হইতে হইবে না, ঠিক ততটুকু দিয়াছেন। ইহা দ্বারা তিনি আমাকে, বিধুকে ও আশ্রমের সকলকে প্রত্যক্ষ কৃপা করিয়াছেন। অন্ধকে পরিচর্যার কষ্টকর দায়িত্ব হইতে আমাকে রেহাই দিয়াছেন। এই কৃপা, যাহা তোমাদের নাকের ডগার উপর ঘটিয়া গেল, যদি ইহার একবিন্দু প্রাণে ধারণা করিয়া রাখিতে পার, তবেই ডাক্তারীতে যশ অর্থ উন্নতি হইবে, নহিলে ০।

৩৪

হীরালালের প্রতি হাসপাতালে যথাযোগ্য যত্ন হইতেছে বলিয়া আমার মনে না। এ জন্য আমার মন বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। হীরালাল ভাল না হইলে আমি আর লোকালয়ে মুখ দেখাইব না, একদিকে চলিয়া যইব। কেবল বিনা তদ্বিরে সে ভুগিতেছে,—অথচ কলিকাতায় তাহার অনেক ভাই রহিয়াছে। ইহা ভাবিতে গেলেই আমি অস্থির হই। তোমরা সকলে হীরালালের উপযুক্ত শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে সক্ষম করিয়া তোল, এই আমার কাতর নিবেদন।

হীরালালের চোখের জল আমি আর সহিতে পারিতেছি না।

৩৫

তোমাদের বাড়ি সম্বন্ধে আমি স্পষ্ট করিয়া আমার ভাব লিখিতেছি। অমূল্য, মহিম, সদানন্দ ও হেমকে ডাকিয়া সকলে মিলিয়া আমার এই চিঠি পাঠ করিবে।

তোমরা সকলে মিলিয়া যদি এইরূপ একখানি বাড়ি না কর, তবে আমার আর কখনও কলিকাতায় গিয়া উঠিবার স্থান নাই। পুরী হইতে পূর্ববঙ্গে যাইবার রাস্তায় একদিন কোনরকমে কালীঘাটে কাটাইয়া আমার কলিকাতায় বাস উঠাইতে হইবে। আমার দুঃখ এই যে, তোমরা আমার এতগুলি ছেলে-মেয়ে কলিকাতায় থাকিতে আমার কলিকাতায় একদিনও দাঁড়াইবার স্থান নাই। তোমরা নূতন স্থান করিবে এই আশায় আমি দুই বৎসর তোমাদের চুনাপুকুরের বাড়িতে গাধার গাদনীর মত বাস করিয়াছি।

কলিকাতায় তোমাদের এত গুরুভাইয়ের মধ্যে এমন কি একজনও নাই, যে আমার প্রাণে এইটুকু আনন্দ দিবার জন্য আসিয়া বাস করিতে পারে? যদি একান্তই না পাও ক্ষতি নাই। আমি মাসে মাসে এই ১৬ টাকা এখান হইতেই পাঠাইয়া দিব। সেজন্য তোমরা কেহ দ্বিধা করিও না। তথাপি এই টাকা দিয়াও আমি কলিকাতায় গিয়া একটু নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বসিতে পারি, ইহা করিও—অবশ্য করিও। তোমাদের কল্যাণ হইবে।

তোমাদের মাঝে মাঝে মন কষাকষি হয়। সে জন্য তোমরা ভাবিও না। দু'খানা বাসন এক জায়গায় থাকিলেও ঠন্ ঠন্ বাজে। আমি যখন বাঁচিয়া আছি এবং তোমাদের সকলেরই যখন আমার উপর প্রীতি রহিয়াছে, তখন আমি ঐ খ্যান্ খ্যান্ ঘ্যান্ ঘ্যান্ আদৌ গ্রহণ করি না, বরং তোমাদের এই খামটি দেখিয়া মনে মনে হাসি। এই বন্দোবস্তে তোমাদের কল্যাণই হইবে। সুতরাং দ্বিধা না করিয়া আমাকে একটু আরাম দিবার জন্য ইহা করিও। আর একটি পরিবার যদি না-ই পাওয়া যায় আমি ভাড়া দিব।

খুব মন খুলিয়া এই চিঠিটা লিখিয়া ফেলিলাম। এরূপ বড় একটা করি না।

৩৬

যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তোমার সঙ্গে থাকিতে চাহে না, তাহাকে আমি আদেশ দিয়া তোমার সঙ্গীরূপে জুটাইয়া দিব—ইহা একটু অতিরিক্ত আবদার নহে কি?

এক সময়ে আমি তোমাদের সকলকে একত্রে এক বাসায় জুটাইয়া ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিলাম, আমার সে ইচ্ছায় কাহারও তেমন গরজ নাই। সুতরাং আমি ঐ ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়াছি। এখন যেখানে যে পার, নিজ নিজ সুবিধা বুঝিয়া বসবাস কর। ও বিষয়ে আমার কোনো ইচ্ছা অনিচ্ছা নাই।

তোমাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, দুইটি foreign element থাকার দরুন তোমার বাসা আমার ভাল লাগে নাই। আমার সে কথা ভুলিয়া গিয়া হেমকে লইয়া গিয়া একটি দারুণ বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি করিতে তুমি আজও বেশ প্রস্তুত আছ, দেখিতেছি। কত খেলোভাবে আমার কথা তোমাদের মনের উপর কাজ করে, ইহা তাহারই প্রমাণ।

৩৭

চিকিৎসার জন্য যাহা করিবার তাহা প্রভাত করিতেছে ও করিবে। তুমি দুঃখী, তোমার দিকে তাকাইবার মত আত্মীয় কেহ নাই; তুমি অর্থহীন, এসব কথা তো প্রভাত ও সকলেই জানে। তাহাদের তুমি যদি ধরিয়া পড়, তবে তাহারাই মানুষের কর্ত্তব্য হিসাবে যাহা সাধ্য করিবে, এজন্য আমার নূতন করিয়া আদেশ চালানো কেন আবশ্যক হইবে, তাহা বুঝিলাম না। তুমি নিজে যদি সকলের দয়া আকর্ষণ করিতে না পারিয়া থাক, তবে আমার লেখায় বেশী কি হইবে? * * * আমার ছেলেরা সকলেই সৎলোক; আমি তোমাকে সেই সতের মেলে আনিয়া দিয়াছি। এখন যাহা কিছু সব তোমার যোগ্যতার উপর নির্ভর করে।

৩৮

যতীনের কথা তোমাকে লিখিব লিখিব মনে করিতেছি, এমন সময় তোমার চিঠি পাইলাম। এই অসহায় ছেলেকে তুমি সর্বদা দেখিতেছ এবং সেজন্য অর্থের প্রয়োজন হইলে এবং তোমার হাতে না থাকিলে তোমার যে কোনো গুরুভাইয়ের নিকট হইতে (অবশ্য যদি টাকা থাকে) আমার এই চিঠিরূপ চেক্ দেখাইয়া আদায় করিবে। যতীনকে খুব সাহস দিবে।

রাজেন্দ্র ক্যাম্বেলে গিয়াছে, শুনিলাম। সে ও যতীন কি এক স্থানেই আছে, অথবা পৃথক স্থানে? রাজেনকে আশীর্বাদ জানাইয়া সাহস দিবে। এই দুইজনকেই তুমি দেখিবে। ব্যারাম হইলে কি করা যাইবে? ভগবানের দিকে চাহিয়া শান্তভাবে তাঁহার শীতল চরণে-আত্মসমর্পণ ছাড়া আর উপায় কি?

কাশীতে তোমাদের আর একটি গুরুভাই টি. বি. গ্রস্ত। সে দেড় বছর ঢাকা ও রাজসাহীতে ভুগিয়াছে; আমি কিছুই জানি না। অবশেষে কোনো চিঠিপত্র নাই, তাহার মাকে লইয়া আসিয়া কাশীতে উপস্থিত। তখন আমি শিমুলতলায়। সেও একেবারে দীন দরিদ্র, একটি পয়সা নাই। অনেক সুপারিশ করিয়া তাহাকে সারনাথ sanatorium এ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। কিন্তু কিছুই হইল না। * * * এখন তাহার অবস্থা শোচনীয়। বোধহয় আর দুই একদিন মধ্যেই সব শেষ হইবে।

সম্প্রতি এই চারিজন টি. বি.—আমার ছেলে। কি ভাবে আছি তাহা তোমরা ধারণাও করিতে পারিবে না। অথচ জানিয়া শুনিয়া deliberately

মাংস, ডিম অথবা উচ্ছিষ্ট না খাইলে, আমার ছেলেদের যক্ষ্মা বা কুষ্ঠ হইবার কথা নয়। বড়ই দুঃখে আমার দিন যাইতেছে।

৩৯

রাজেনের টি. বি. নয় জানিয়া আনন্দিত হইলাম, কিন্তু কালাজ্বরের রোগীকে কেন মঙ্গলের blood দিতে হইল তাহা বুঝিলাম না। যাহা হোক, রাজেন সারিয়া উঠুক, এই আশীর্বাদ করি। সে বড় obstinate রোগী।

যতীন এখন ভাল হইয়া গেলেও, সারা জীবন অতি সাবধানে না কাটাইলে যে কোন দিন relapse করিতে পারে। কিন্তু উহার দুনিয়ায় দাঁড়াইবার স্থান নাই, খাইবার এক মুষ্টি অন্ন নাই, খাটিয়া খাইবে—এমন সামর্থ্য নাই। অন্ধকার – কেবল অন্ধকার।

এখানকার রোগীকে হাঁসপাতাল হইতে discharge করিয়া দিবার পর আশ্রমের নিকটবর্তী একটা বাড়িতে অতি কষ্টে অনেক খোসামোদি করিয়া রাখিয়াছি। আজ ৬-৭ দিন তাহার শ্বাস হইয়াছে, মাঝে মাঝে ভুল বকে ও দৌড় দিতে চায়, গা খোঁটে, একেবারে পূর্ণ বিকার; অথচ শীঘ্র মরিবে, এমন মনে হয় না।

এ সবই আমার উদ্বেগের কারণ। সময় সময় এত উদ্বেগ হয়, তাহা বলিবার নয়।

তুমি যতীন, রাজেনকে দেখিতেছ—ইহাতে আমি সুখী। পরের কথা পরে; এখন উহাদের বাঁচাইয়া তোল।

৪০

রাজেন তো চলে গেল। এ জন্মে এই টুকুই তো ওর ভোগ ছিল, —শেষ হয়ে গেল। এইবার নূতন বিশুদ্ধ জীবন আরম্ভ হবে।

৪১

শশধর [ মিত্র ] এখানে আছে, কেন আছে জানি না; কি করিতেছে জানি না। রোজই চলিয়া যাইতে বলি; রোজই বলে কাল যাইব। ইহার পর আমি আর একটু বিরক্ত হইয়া উঠিলেই যখন আহার পাওয়া এখানে বন্ধ হইবে, তখন জানি না কি করিবে। সবই অদৃষ্ট।

৪২

১নং মির্জাপুর ষ্ট্রীটে East Bengal Society কাপড়ের দোকান। এই দোকানে কাজ করে ফণিভূষণ সাহা—তোমাদের গুরুভাই।

এই ছোকরা ইতিপূর্বে আমাকে এক চিঠি দিয়াছিল, এবং আমি তাহার বিস্তৃত ও একান্ত আবশ্যকীয় জবাব দিয়াছিলাম। সাধনে তোমাদের প্রণালী সম্বন্ধে এই ছেলের বিন্দুমাত্র কোনো কাণ্ডজ্ঞান নাই। * * *

আমি তাহাকে অনেক কিছু লিখিয়া ছিলাম এবং অন্য কোন সাধুর জন্য ঘুরিয়া না বেড়াইয়া তোমাদের সঙ্গ করিতে বলিয়াছিলাম। আশ্চর্য এই, আমার সে চিঠি ছোকরা না পাইয়া পুনরায় এক চিঠি আমাদের আগের ঠিকানায় লিখিয়াছে।

তুমি ছেলেটিকে ডাকিয়া আনিয়া এই চিঠি দেখাইবে এবং তোমাদের কাছে সর্বদা আসা যাওয়া করিতে বলিবে। তাহার প্রাণায়াম কিছু হয় বলিয়া আমার ধারণা নাই। অতি বড় সাধুও সঙ্গ বিহনে শুকাইয়া যায়।

আমার ছবি চাহিয়াছে, পূজা করিবে। বুঝাইয়া দিও, কেন উহা পূজা হয় না। পূজাফূজা বাদ দিয়া তাহাকে শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম ও রীতিমত প্রাণায়াম করিতে বলিবে।

৪৩

ফণীর যদি যথার্থ টি. বি. না হইয়া থাকে তবে যাদবপুরে কখনো নিবে না। বৃথা দরখাস্ত করিয়াছ। * * * আমি বলি, মাসে ৪৫-৬০ টাকা খরচ না করিয়া কলিকাতায় ছোটখাট একটা **flat** লইয়া কেন **private treatment** করায় না? তুমি ইহাদের দিকে একটু বিশেষ নজর দাও। বিপদগ্রস্ত দীন দরিদ্র ফণীর যাহাতে ভাল হয়, তাহা উহাদের দ্বারা করাইয়া লও। আলগা উপদেশ দিয়াই কর্তব্য শেষ করিও না।

৪৪

তোমার চিঠি পাইয়া আহ্লাদিত হইলাম। প্রয়োজন হইলে কলিকাতায় গিয়া তোমায় ওখানে থাকিবার বন্দোবস্ত হইতে পারিবে, জানা রহিল।

প্রভাত, আমি সুবোধকে যে চিঠি লিখিয়াছিলাম তাহা অবগত হইয়া একেবারে এখানে আসিয়া উপস্থিত। আমি তাহাদের ওখানে যাইতে ইচ্ছুক নহি জানিয়া প্রভাত ভীত হইয়া পড়িয়াছে। আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছি জানুয়ারীর মধ্যে তাহাদের বাসায় আমার অনভিপ্রেত ব্যাপারগুলি যদি সে মিটাইয়া লইতে পারে তবে যেন আমাকে জানায়, আমি সেখানেই যাইব। প্রভাতের কষ্ট দেখিয়া আমি সেখানে গোল মিটিলেও না যাওয়া

তাহাদের উপর জুলুম হইবে মনে করিতেছি। যাহা হয়, পরে তোমাদের জানাইব।

৪৫

বদরী যাত্রীরা সকলে সুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত আমার কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। প্যারী যে অতি কষ্টে বাঁচিয়া উঠিয়াছে, তাহা বোধ হয় শুনিয়াছ। প্যারী ফিরিয়া আসিয়া আমার দণ্ডবৎ না করা পর্যন্ত আমি কাশীতে অচল হইয়া আছি—যতই গরম হোক না কেন।

৪৬

কুঞ্জ ও ইন্দু আসিয়াছিল। আমি তো কবেই ক্ষমা করিয়াছি। কুঞ্জ কাঁদিয়া বলিল, তাহার ভুল ধারণা দূর হইয়াছে। জোড় হাতে মেয়েদের কাছে ক্ষমা চাহিয়া গিয়াছে, এ জন্য আনন্দ হইয়াছে। আমার হারানো ছেলেকে ফিরিয়া পাইলাম।

৪৭

তোমার প্রতি বিভার এই মিথ্যা সন্দেহের কথা অবগত হইয়া বড়ই কৌতুক বোধ করিতেছি। ভাবিও না। এখনও বিভার মস্তিষ্কে যথাযথ ধারণা ও প্রণালীমত চিন্তা করার শক্তি জন্মে নাই। আহা, বড়ই গুরুতর দারুণ ব্যাধিতে সে ভুগিয়া উঠিল। তুমি স্নেহশীল স্বামীর কর্তব্য প্রাণপণে পালন কর। আর কয়দিন পরে মস্তিষ্ক আর একটু সবল হইলে বিভা নিজেই এজন্য লজ্জিত হইবে।

৪৮

বাবা, বুঝে লও আমি কি কষ্টে দিন কাটাই। Delibrately মাংস, ডিম বা উচ্ছিষ্ট পুনঃ পুনঃ না খেলে আমার কোন ছেলের T. B. হবার কথা নয়—এই তো জানতুম। আমি হতভাগা!

৪৯

বিভার intestine এ inflammation কখনো নয়। অখাদ্য কুখাদ্য পেটে না গেলে উহা হইবে কেন? বায়ু জনিত বেদনা বলিয়াই মনে হয়। * * * প্রাণায়াম তাহার ঠিকই হইতেছে; তবে তাহার যে constitution তাহাতে অতিরিক্ত প্রাণায়াম ঠিক নয়। নিয়মিত অর্থাৎ প্রত্যহ ২৫টার বেশি নয় প্রাণায়াম করিলে উপকারই হইবে।

বিভার constitution যাহা, তাহাতে স্বামী সহবাস বেশী সহ্য করিবার মত শক্তি তাহার আর নাই। অনেক দিন পরে একবারই ভাল।

যাহা প্রয়োজন, দয়াল ভগবান ঠিক তদনুরূপ ব্যবস্থাই করিবেন, ভাবনার কিছুই নাই।

৫০

এখানে আশ্রমে আমি আর গোবিন্দ ছাড়া আর কেহ নাই। যোগানন ও নরোত্তম কাহাকেও কিছু না বলিয়া পালাইয়া গিয়াছে। এবং শুনিতেছি দেশে গিয়াছে, বিবাহ আদি করিয়া সংসার করা সাব্যস্ত করিয়াছে।

যোগানন দশ বছর আমার সঙ্গ করিয়াছে। সুতরাং এই ব্যাপারে আমার নিজেকে অতি হেয় মনে হইতেছে।

ঠাকুরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

৫১

সুবোধের অপারেশন ভাল ভাবে হইয়া গিয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম। সারিতে লাগুক এক মাস, তাহাতে কিছু যায় আসে না। এবারকার অপারেশন বড়ই সুন্দর ও নির্দোষ হইয়াছে। * * *

মঙ্গলের চিঠিতে জানিলাম, যতীনের জ্বরটা ভাল নয়, T. B. বলিয়া নাকি সন্দেহ হইতেছে। তুমি একটু মন দিয়া উহার ঔষধের ব্যবস্থা করিবে। * * * উহার দুনিয়ায় কোথাও দাঁড়াইবার স্থান নাই। আমার এ জন্য বড়ই উদ্বেগ বোধ হইতেছে। অপরিসীম বীর্যক্ষয় হইয়াছে; এজন্য বেশ ধমক দিও। এবং ঔষধ ব্যবস্থা করিও।

৫২

প্যারী Arsenic এ ভাল হইয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু এই ভাল curative কি palliative সে বিষয়ে সন্দেহ রহিয়া গেল। যদি palliative-ও হয় তবু ভাল। যে যন্ত্রণা প্যারী পাইয়াছে, তাহা ভাবিতেই আমি চোখের জল রাখিতে পারি না। ঠাকুর তাহাকে এই অমানুষিক যন্ত্রণা হইতে রেহাই দিন, তাহার সব অপরাধ ক্ষমা করুন, এই আমার প্রাণের একান্ত প্রার্থনা।

৫৩

বিভার ঔর্ধদৈহিক কার্য তুমি ও ছেলেরা প্রশান্ত মনে সম্পন্ন করিতে

পারিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। এখানেও তেসরা ফাল্গুন বিভার কল্যাণার্থে বিশেষ ভোগ দেওয়া হইয়াছে।

মৃতাত্মা তোমার, বিশেষত ছেলে-মেয়ের প্রশান্ত চিত্ত দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছেন। তোমার চিত্ত যে পরিবাদ শূন্য অথচ তাহার উপরে একান্ত প্রেমবান,—যাহা বাঁচিয়া থাকিতে সে সম্পূর্ণ ধারণাই করিতে পারে নাই—আজ দেহমুক্ত হইয়া সে তোমাকে ভালরূপ দেখিতেছে, চিনিতেছে এবং আনন্দে অধীর হইতেছে। বিভা প্রত্যহ কখনো কখনো তোমার ও ছেলে মেয়েদের সান্নিধ্য পাইতেছে। তাহার জন্ম হয় নাই। এবং শীঘ্র হইবে বলিয়া মনে হয় না। ইহার পর জন্ম হইলে, অবশ্য তুমি এতটা তাহার সান্নিধ্য পাইবে না।

যিনি বিভাকে তোমার সঙ্গিনী করিয়াছিলেন, তিনি তোমার প্রতি অপেক্ষা স্নেহশীল। সেই স্নেহশীল দরদী আবার বিভাকে লইয়া গেলেন। সুতরাং তোমার দুঃখ করার উপায় কি ?

ছেলেরা—মেয়েরা মানুষ হয়ে উঠুক, তুমি ওদের প্রতিপালন করিয়া কৃতার্থ হও।

তোমার বাবা—তোমার শ্বশুর—এখনো তোমাকে চিনিতে ঢের বাকী আছে। তোমার নাকি মেয়ে মানুষের মত কোমল প্রাণ—সকলে বলিত। কিন্তু তুমি একান্ত কোমল হইয়াও দৃঢ় চিত্ত তাহা সকলকে বুঝিতে হইবে। এ বৎসর অতিরিক্ত ভীরুতা ভোগ করিয়া তুমি যে তোমার এ জন্মের প্রকৃতিগত সমস্ত ভীরুতা ভুগিয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছ তাহা সকলকে বুঝিতে হইবে।

৫৪

বরিশালে স্নেহলতার জরায়ুতে fibroid এবং overyতে cyst হইয়াছিল। অনেক ভাবিয়া আমি operation করাই উচিত মনে করি। তাহার সেবার জন্য এখান হইতে যোগানন সঙ্গে শচীকে পাঠাইয়াছিলাম। গত ৩ এপ্রিল তারিখে operation হইয়াছে। ডাক্তার লিখিয়াছে, এরূপ কঠিন operation খুব কম হয়। * * * আজ পর্যন্ত স্নেহ ভাল আছে এবং ক্রমশ ভালোর দিকে আসিতেছে। আজ নিজ হাতে আমাকে ৩-৪ লাইন চিঠি লিখিয়াছে।

যোগানন লিখিয়াছে, আমাকে একবার দেখার জন্য স্নেহ খুব ব্যাকুল হইয়াছে। আমি নিজেও যথেষ্ট রূপে তাহা অনুভব করিতেছি। স্বপ্নে দেখিয়া সে তৃপ্ত নয়।

আমি আগামী ৬ বৈশাখ রওনা হইব। পরদিন প্রাতে কলিকাতা পৌঁছিয়া ঐ দিনই বিকেলের express এ বরিশাল রওনা হইব।

৫৫

কাল তোমাকে চিঠি লিখিবার পরে তোমার মায়ের সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন সে বলিল যে, নিকুঞ্জ এখান হইতে বাড়ি যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, তাহার এস্থান ভাল লাগেনা। সে থাকিতে চায় না। শুনিযা আমি তৎক্ষণাৎ নিকুঞ্জর দেশে যাইবার খরচ বাবদ ১২ টাকা দিয়াছিলাম এবং কাল রাত্রের গাড়িতেই নিকুঞ্জ চলিয়া গিয়াছে। পূর্বে যদি বলিত তবে কলিকাতা হইতে পুরী আসা যাওয়ার দরুন এই অতিরিক্ত ১৬৷১৭ টাকা আমার খরচ হইত না। ছেলে মানুষ, বহুদিন দেশে যায় না। সুতরাং যাইবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। কিন্তু উহার দুর্ভাগ্য দেখিয়া দুঃখ হইল। যে পুরীতে অর্থাভাবে কত লোক আসিতে না পারিয়া হায় হায় করে, যে পুরীতে উহার নিজের এ জীবনে আবার আসিবার সম্ভাবনা বিশেষত আমাদের সঙ্গে আর নাই, সম্মুখে এমন উৎসব, রথ ইত্যাদি ফেলিয়া সেই পুরী হইতে চলিয়া যাওয়া—কত বড় দুর্ভাগ্যের লক্ষণ বলা যায় না। নিকুঞ্জের সম্মুখে এখন ভীষণ দুর্ভোগের অবস্থা, কি যে ঘটিবে বলা যায় না। ঠাকুর উহার কল্যাণ করুন।

৫৬

গোবিন্দ কাল ১ আশ্বিন হইতে নিজ পৃথক বাসায় খাইবে ও থাকিবে। তাহার যখন পত্নী রহিয়াছে তখন এভাবে তাহার ভরণ পোষণ না করিয়া আশ্রমে বাস করা আমি উচিত মনে করিতেছি না। গোবিন্দ না থাকায় আশ্রমের খুবই অসুবিধা হইবে। কিন্তু আমার অসুবিধার জন্য আমি কাহাকে নিজ কর্তব্য হইতে ভ্রষ্ট দেখিতে চাই না। আশ্বিন ও কার্তিক এই দুমাস আশ্রম হইতে উহাদের খোরাকীর টাকা দেওয়া হইবে। ইহার মধ্যে যাহা হয় বন্দোবস্ত করিয়া লইবে।

৫৭

—কে তুমি যে ভাব হইতে টাকা দিয়াছ, উহা ঠিক সেবার জন্যে প্রতি

আমাকে যে ভাবে বাঁচাইয়া তুলিয়াছিল, তাহাই মনে করাইয়া দিয়াছে। ইহাই তোমাদের দুজনের আমার কাছে যথার্থ পরিচয়।

৫৮

অন্নদার পরশুদিন হইতে আবার জ্বর আরম্ভ হইল। ভয়ানক কম্প দিয়া জ্বর আসে। থাকিবার স্থান নাই, শুশ্রূষা করিবার লোক নাই। বড়ই ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আছি। গোবিন্দকে চাকরী করিতে বলিয়াছি। সে ১ আশ্বিন হইতে আশ্রম হইতে বিদায় হইবে। আমার সুবিধার জন্য একটা জীবন—যখন ভিতরে বৈরাগ্য নাই, তখন বাহিরে ফকিরী করা—নষ্ট করানো উচিত মনে করি না।

৫৯

আমি চুপ করিয়া থাকায় নিকুঞ্জ যেন রক্ষা পাইয়াছে। সারাদিন বোধ হয় শুইয়াই থাকে। বলে, অসুখ করিয়াছে। অথচ যথারীতি স্নান আহার নিয়মিত চলিতেছে, তাহাতে কোন ভুল নাই। * * * কোন কাজই করে না। তোমার মা নিজেই হরিতকীটুকু বাটিয়া লয়, নিজেই জল টানিয়া আনে। শুনিয়া আশ্চর্য হইবে, আমি স্নান করিয়া নিজেই কাপড় ধুই। যেহেতু কাপড় ধুইতে বলি নাই, অতএব ধোয় না। এখন দেখিতেছি স্নানের পর প্রত্যহ টেরী কাটে, ইহা আর কখনো দেখি নাই। নিকুঞ্জকে আর আমি কাশী লইয়া যাইব না। * * * আশ্রমের সকলে বিশেষত ব্রহ্মচারী—আমি এই প্রকার আলস্যকে স্থান দিয়াছি বলিয়া আমাকে অনুযোগ দিতেছে। আমার কোন শিষ্য উপস্থিত থাকিতেও আমি কাপড় কাচিতেছি এবং থাকিবার ঘর ঝাঁট দিতেছি ইহা অন্যান্য গুরুভাইয়েরা যখন বলাবলি করে, তখন অপমান বোধ করিবার কথা। কিন্তু আমার ইহাতে কিছুই মনে হয় না। সম্পূর্ণ নীরবে চুপ করিয়া আছি। নিকুঞ্জকে কিছুই করিতে বলি না।

৬০

প্রতিভার চিঠি পাইয়াছি। নন্দদুলাল সম্বন্ধে প্রকৃত ব্যাপারটা যে তোমরা ভুলিয়া যাও, ইহাই আশ্চর্য। আশ্রমে আমার নিকট থাকিয়া দুলাল মানুষ হইবে এই আশায় তাহার পিতা দুলালকে আমার হাতে দিয়াছে। আমি যদি তাহাকে মানুষ করিতে না পারি, তবে আমার কর্তব্য আমার অক্ষমতা জানাইয়া বাপের হাতে ছেলেকে প্রত্যর্পণ করা। কোন্ স্কুলে পড়া ভাল হইবে

কি না হইবে, তাহা তাহার বাপই দেখিয়া শুনিয়া যাহা করিতে হয় করিবে। আমার সে বিষয়ে কোন কর্তব্য নাই। যে স্থানে থাকিলে গোঁসাইয়ের নাম এ জন্মেও কাহারও মুখে শুনিবে না, যে স্থানে থাকিলে কেবল রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ করিতে হইবে, যে স্থানে থাকিলে মাছ মাংস ও পেঁয়াজ খাইতে হইবে, লেখাপড়ার খাতিরে আমি কেন যে দুলালকে সেই স্থানে দিব তাহা বুঝিলাম না। গোঁসাইয়ের নাম বর্জিত সঙ্গীদের মেলায় সাধন বর্জিত জীবন যাপন করিতে যদি তাহার বাপ দেয়, তবে দিক; আমি কেন দিব? আমি যেদিন আমার অক্ষমতা বুঝিব সেই দিন বাপের নিকট ছেলেকে প্রত্যর্পণ কবিয়া দিব।

এই বুদ্ধি প্রতিভার মাথা হইতে জন্মিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। ইহা বোধ হয় শ্রীমান্—র কারসাজি।—মাঝে মাঝে তাহার অনেকগুলি উদ্ভট মত—অন্যের মুখ দিয়া বলাইয়া আমাকে দিয়া সম্পাদন করাইতে চায়। ইহাও তাহার একটা হইবে।

৬১

মণীন্দ্র এতদিন আমার সঙ্গে থাকিয়া আমাকে মায়ের মত যেরূপ যত্ন করিতেছ তাহা শুনিলে তুমি আশ্চর্য হইবে। পরিমল না আসিলেও বিশেষ কোনো ক্ষতি হইত না। পরিমলকে কিছুই বড় একটা করিতে হয় না। সে দুইবেলা খুব বেড়াইয়া বেড়ায়। এমন কি তাহাব পায়খানার ঘটি মাজা ও বাসি কাপড় কাচা—উহাও মণীন্দ্র করে, এবং সব কাজই বেশ স্ফূর্তির সঙ্গে করে। এতদিনের মধ্যে একদিনও তাহার মুখ ভার দেখি নাই।

৬২

রমেশ এই প্রকার হঠাৎ অসুস্থ হইয়া চাকরীটি পাইয়াও বিনা কারণে হারাইয়া ফেলিল—ইহা একান্তই দৈব দুর্বিপাক। অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, এমন ভাবে পাওয়া চাকরী হারানোর ভিতর নিশ্চয়ই কোনো দৈব কোপ রহিয়াছে। তাই মনে হয়, রমেশ যাইবার সময়, এত দূরদেশ হইতে আসিয়া এ ভাবে আমাকে লঙ্ঘন করিয়া না গিয়া যদি আমার পায়ের ধুলা লইয়া যাইত, তবে বোধ হয় এই দৈব কোপের শান্তি হইত। এ ভাবে সম্মুখ দিয়া হাঁটিয়া যাইবার সময় অন্ত দিকে মুখ ফিরাইয়া যাওয়া—আশ্রয় ও আশ্রিতের লক্ষণ নহে।

৬৩

মণীন্দ্রকে চিঠি লিখিয়া আনাইয়াছ জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম, যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

যে ভাবে তোমরা মণীন্দ্রকে বিদায় করিয়াছিলে, উহা ভাবিলেই ভয়ে আমার বুক শুকাইয়া উঠিত। চিত্ত অতিশয় ভারাক্রান্ত ছিল বলিয়া কোনো কথাই এ সম্বন্ধে তোমাদের সঙ্গে বলিতে পারি নাই। মণীন্দ্র তোমার পুরাতন চাকর, কত দুঃসময়ে সে তোমাদের সেবা করিয়াছে, তাহা গণনা হয় না। এমন চাকর যদি অতিশয় দুষ্কার্যও করে, তবেও বিদায় করিবার সময় তাহাকে অমন কড়া দুর্ব্যবহার করিয়া তাড়াইতে নাই। মিষ্টিমুখে আপদকে বিদায় করিয়া দিতে হয়। এমন একটা সাধারণ নীতি তোমাদের জানা নাই, ইহা অতীব আশ্চর্য। আবার যদি মণীন্দ্র তোমাদের মনঃপুত না হয়, তবে বেশ মিষ্টিমুখে বিদায় করিয়া দিও। বকুনি ও মারুনী কখনও চাকর তাড়াইবার রীতি নয়। মণীন্দ্র আমারই ছেলে, তাই লাগিয়াছে এবং বলিতে বাধ্য হইলাম।

৬৪

সতীশ অত্যন্ত অসভ্য এবং নিতান্ত বালক বুদ্ধি। জীবনে উহাকে বহুতর ক্লেশ পাইতে হইবে বলিয়া ভয় হয়।

সতীশ সম্বন্ধে অন্তত একটি খারাপ ধারণা নষ্ট করিবার জন্য এই চিঠি লিখিতেছি। 'আমি তোমার বাসায় যাইব না'—এই প্রকার বলিয়াছি বলিয়া সতীশ প্রকাশ করায় এবং পরে আমি ঐ কথা অস্বীকার করায় নিশ্চয়ই তোমরা সতীশকে অতিশয় হীন বলিয়া মনে করিয়াছ। কেননা অন্য মিথ্যা যেমন তেমন, আমার নাম করিয়া তোমামাদের মধ্যে যদি কেহ মিথ্যা কথা উচ্চারণ করে, তবে সে যে অতিশয় ভয়ানক লোক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি জানিয়া রাখ, সতীশ এ বিষয়ে দোষী নহে। সে যাহা বলিয়াছে উহা সত্য কথা। তোমার শ্বশুর মহাশয় ওখানে ছিলেন, তিনি হয়তো আমার কথা ঠিক মত বুঝিতে পারিবেন না—এই আশঙ্কায় আমি পূর্বের চিঠি ঐ প্রকার লিখিয়াছিলাম। কেননা, ভাষা দ্বারা আমি ঐ প্রকার সতীশকে বলিলেও ভাবের দ্বারা উহা নিশ্চয়ই বলি নাই। সুতরাং তোমার শ্বশুর মহাশয় যাহা জানিয়া গিয়াছেন, উহাও সত্য কথা। বাবা,

তোমাদের জন্ত আমাকে যে কত ভাবিয়া চিন্তিয়া চলিতে হয় তাহা তোমর বুঝিবে না। এখন তিনি নারায়ণগঞ্জ গিয়াছেন শুনিয়া তোমাকে যথা ব্যাপারটা জানাইতেছি।

সতীশ তোমার শ্বশুরের নিকট গুরুতর অপরাধী। তোমার নিকট অপরাধী। কিন্তু তোমাকে সে অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে। তোমা শ্বশুরের নিকট যে অপরাধ হইয়াছে, ধীরে ধীরে আমি উহার প্রতিকা করিব; সহজে না হইলে কঠিন সাজা দিতে কুণ্ঠিত হইব না। কিন্তু তু সতীশের দোষ সব ভুলিয়া যাও।

৬৫

মন্দিরের ১৭৫ নং গ্রাহক বসন্তকুমার পাল dead, আজ টেলি পাইলাম বসন্ত আমার প্রিয়তম ছিল। আমার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কেবলমাত্র এ একজনেরই চব্বিশ ঘণ্টা শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম হইত। ইহার বিচিত্র জী কাহিনী শুনিলে তুমি অবাক হইবে। B. K. Pal এর লেখা প্রসিদ্ধ la books ভারতবর্ষময় চলিত আছে; সে এই বসন্তের লেখা। বসন্ত আ অপেক্ষা দুই বছরের ছোট ছিল। তোমাদের মা স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জ নারায়ণগঞ্জে শীতললক্ষ্যার তীরে একক্রমে কয়েক মাস এই বসন্তের বাড়ি বাস করিয়াছিলেন। তিনি শোক কাতর হইয়াছেন।

৬৬

অনাথ ডিষ্ট্রীকট বোর্ডের হেড্ ক্লার্ক হওয়ায় যথার্থই যোগ্য নয়। তাহ ন্যায় সৎ ও মৃদু প্রকৃতির লোক দ্বারা অসৎ ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের নি হইতে যথাযথ কাজ আদায় করিয়া লওয়া সম্ভব নয়। আমার মতে বিপদগ্র হইবার পূর্বে তাহার অত্যন্ত সাবধানতা আবশুক। কিন্তু তাহাকে বিপ ফেলাও কাহারো পক্ষে সহজ মনে করিও না। সৎ-এর পার্শ্বে সত্যস্ব দাঁড়াইয়া থাকেন।

৬৭

অন্নদাকে তাহার অসুস্থ শরীর সত্বেও আমি 'মন্দিরের' জন্য অতিরি খাটাইতেছি, কিন্তু উপায় নাই; অন্নদা ছাড়া আর কাহারও দ্বারা এক সম্ভব নয়। ঠিক আমার মত হইয়া কাজ করিবে, অন্নদা ছাড়া আমার এ কেহ নাই।

অথচ তোমাদের সংসারের অভাব লাগিয়াই আছে। এ যে আমার কত বড় দুঃখ তাহা ভাষায় ব্যক্ত হয় না। আধ পেটা খাইয়াও তোমরা মনের সুখে আছ, জানিলেই আমার সুখ। মা, তুমি মা লক্ষ্মীর মত আমার ঐ সংসার প্রতিপালন কর।

৬৮

মা, তোমার চিঠি পাইয়া বিস্তারিত অবগত হইলাম। তুমি অন্নদার জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তিত হইও না। সাধক জীবনের ইহা একটি অবস্থা। প্রথম প্রথম দেহ ভিতরের বেগ ধারণ করিতে অক্ষম হয় বলিয়াই এরূপ অজ্ঞানতা আসে। আর কিছুদিন পরে, যখন শরীর যথার্থ ভিতরকে ধারণা করিবার শক্তি পাইবে, তখন আর কীর্তনে এরূপ অবস্থা আসিবে না। তবু তো অন্নদার অনেক অবস্থা চাপিয়া রাখা হইয়াছে; কারণ তাহার কিছু কর্ম অবশিষ্ট আছে।

ভবিষ্যতে যদি পুনরায় এইরূপ অবস্থা হয়, তবে কীর্তনকারীদিগকে বলিয়া দিবে তাহারা যেন কীর্তন বন্ধ না করিয়া চালাইতে থাকে। অনেকক্ষণ উচ্চ কীর্তন করিলে আপনা হইতেই জ্ঞান হইবে। কাহারও স্পর্শ করা বা অন্য কোনরূপ শুশ্রূষা করিতে যাওয়া অনাবশ্যক। কীর্তন যেন বন্ধ করা না হয়, তবেই আপনা হইতে সব ঠিক হইবে।

৬৯

দিগেন কিছুদিন হইতে কাতরভাবে প্রার্থনা করায় গতকল্য রাসপূর্ণিমায় আমি তাহাকে সন্ন্যাস দিয়াছি। ইতিমধ্যে গয়ায় গিয়া সে পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান ও নিজের গয়া শ্রাদ্ধ ও নিজের পিণ্ডদান করিয়া আসিয়াছে। আমি বিরজা হোম করাইয়া তাহার উপবীত ও শিখা ভস্মীভূত করাইয়াছি। তাহার নূতন নাম হইয়াছে দেবানন্দ।

৭০

দুলাল এবার উৎসবে যে প্রাণের পরিচয় দিয়াছে উহাতে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছে। দুলাল অহোরাত্র কীর্তনের দিন সারাদিন ও রাত দশটা পর্যন্ত অবিরাম নাচিয়াছে। * * * লোককে ডাকিয়া আনিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইতে দুলালের জোড়া আর নাই। আমি দেখিয়া বড় তৃপ্ত হইয়াছি। লেখাপড়া যতটা পারে শিখুক বা না শিখুক প্রতিষ্ঠানের প্রধান সেবক হইতে

হইলে যে সব গুণের আবশ্যক, আমার দুলালকে ঠাকুর তাহা পর্যাপ্ত পরিমাণে দিয়াছেন।

৭১

আসল কথা মা, তোমার স্বামী [ অন্নদা ] এ কাজ সে কাজ যত্র দৌড়াদৌড়ি করুক, জানিয়া রাখ, কর্ম উহার প্রকৃতি নয়। কর্ম হইতে দূরে সরিয়া থাকাই উহার মজ্জাগত প্রকৃতি। এইরূপ কর্মে যাহারা আসক্ত নয়, ভগবান তাহাদের দিয়াই যথার্থ কর্ম করাইয়া থাকেন।

৭২

—কে নাকি তুমি নিতে চাহিয়াছ ? তাহাকে কোনও গুরুতর অপরাধে জন্য আমি সাজা দিয়াছি, তিন বছর আমার সঙ্গে দেখা করিতে পারিবে না। প্রায় দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। তবে কোথাও থাকিয়া দুটি খাইতে পায় এবং কাজকর্ম করে, এ আমার ইচ্ছা। সে ছেলে খুব ভাল। রাখিয়া দেখিতে পার। কাজে লাগে কিনা ভাবিয়া দেখিও।

৭৩

বরদা বড়ই দুঃখী, তাই তোমার সঙ্গ চাহিতেছে। বরদার মুখখানি মনে হইলে আমার চোখে জল আসে। আমি কিছুদিন যাবত তাহার জন্য বড় হাবুডুবু খাইতেছি, কিন্তু ভয় নাই।

৭৪

তোমার আকস্মিক চিঠি। ক্ষেত্রর অসুখ জানতাম না। Muscle কে rupture হয়েছিল ? এত ব্যথায় কষ্ট পেল !

যেটি ভাল, যেটি মনোরম—সেটিই থাকে না। অতি অল্প কর্ম—শে করে দেবী চলে গেল।

বড় হতভাগ্য তুমি। এ সময়ে তোমাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা নাই আমার প্রাণের ঐকান্তিক সহানুভূতি ও চোখের জল গ্রহণ কর।

ঠাকুর ধীরে ধীরে তোমার প্রাণে সান্ত্বনা দিন। ছোট ছোট সন্তান। ও মানুষ হোক।

৭৫

বাবা, ক্ষেত্রর শোক আমিই ছাড়াইয়া উঠিতে পারিতেছি না ; তোমাকে শান্ত হইতে বৃথা বক্তৃতা দি।

আমার খুব কম মেয়েই তাহার মত আছে।

কিন্তু তিনি মঙ্গলময়। আমাদের যতই দুঃখ হোক—তিনি যাহাতে ক্ষেত্রের কল্যাণ হয় তাহাই তো করিবেন।

তুমি সময় সময় যখন অশান্ত হইয়া উঠ, তখন ইহা আমার প্রাণে আসিয়া আঁচ দেয়।

৭৬

অন্নদা ভালই আছে। দরিদ্রতা মানুষের দুঃখের কারণ নয়। কেবল সন্তোষের অভাবই দুঃখের কারণ। অন্নদার কোনো রকমে শাক-ভাত জোটে। আমি ঐরূপ শাক-ভাতের আকাঙ্ক্ষা করি।

৭৭

শুনিয়া আশ্চর্য হইবে, আমি অন্নদার অন্নসত্রের পরিকল্পনা সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন ও সমর্থন করিয়াছি এবং আশীর্বাদ স্বরূপ এই কার্যের জন্য ১০০ টাকা পাঠাইয়াছি। তোমার অনুমানই ঠিক। ভগবানের পরীক্ষার কথা লেখায় অন্নদা অবিচারে সমস্ত বাড়ি ঘর বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। এমন দুর্দমনীয় পরোপকার প্রবৃত্তির বেগ কাহার সাধ্য রোধ করে? এমন আগ্রহ থাকিলেই বোধহয় ভগবান ভক্তের সব আবদার পূর্ণ করেন।

৭৮

অন্নদার লঙ্গরখানা বিজ্ঞাপন অনুযায়ী বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু এখনও বহু শিশু কানা খোঁড়া অন্নাহার পাইতেছে। * * * অন্নদার আশ্রমে একটা পরস্পর সহানুভূতি ও সমপ্রাণতা আশ্চর্য প্রসার লাভ করিয়াছে। অন্নদার পত্নীর ও মেয়ের কোনো গহনা ছিল না; তথাপি ছোটখাট যে দুই একটা ছিল তাহা গিয়া অন্নদার গৃহ একেবারে স্বর্ণ রৌপ্য শূন্য হইয়াছে। ঠাকুর জমিটুকু নেন নাই। এই লঙ্গরখানা সব দিক দিয়াই বড় চমৎকার ফল উৎপাদন করিয়াছে। আমি সর্ব প্রকারেই তৃপ্ত হইয়াছি।

৭৯

চণ্ডীর মৃত্যু সংবাদে তাহার পিতা-মাতা-স্ত্রীর যে আঘাত লাগিয়াছে উহা ভাবিয়া আমার চিত্ত বড়ই ব্যাকুল ও দুঃখিত হইয়াছে। *কিন্তু চণ্ডীর অতীব সদ্গতি হইয়াছে।* এ সংসার হইতে যাইবার সময় সে যথেষ্ট সৎকার্য সঞ্চয় করিয়া লইয়া গিয়াছে। *পাপ একপ্রকার নাই বলিলেই চলে।* 'সকলের

ভাল হোক' এই মহান ভাব হইতে চণ্ডীর কখনো বিচ্যুতি ঘটে নাই। চণ্ডীর সৎ ব্রাহ্মণ কুলে—শ্রীমানের ঘরে জন্ম হইবে।

৮০

তোমার চিঠি পড়িয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। বাস্তবিকই তোমার স্ত্রীর সাধন হওয়া ভগবানের ইচ্ছা নয় বলিয়াই পুনঃ পুনঃ এইরূপ হইতেছে। কার্যকালে তোমার বুদ্ধি এত দূর বিকৃত হইয়া যাওয়া মানুষের ইচ্ছা নয়, ভগবানেরই কৌশল।

তুমি বেনারস ষ্টেশনে আসিয়া নামিলে না, একটা দুর্বুদ্ধি তোমাকে পাইয়া বসিল, ইহা আশ্চর্য।

* * * যাহারা পশ্চিমে যায় আজকাল তাহারা মোগলসরাই পর্যন্ত খুব কষ্ট করিয়া আসিয়া প্রয়োজন না থাকিলেও নামিয়া পড়ে, পরে অন্য কোনো সুখসুবিধাজনক গাড়িতে যায়। আর তুমি এত বড় প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও এখানে নামিলে না, সেই দারুণ কষ্ট করিয়াই কলিকাতাব গাড়িতেই লাহোর পর্যন্ত গেলে, আশ্চর্য!

* * * কি মূর্খতা যে প্রকাশ করিয়াছ তাহা বলার নয়। এখন আর দুঃখ করিয়া লাভ নাই। যাহার হইবার হইয়াছে।

৮১

তোমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর দেহত্যাগের সংবাদ পাইলাম। এবার কলিকাতায় তাহাকে দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম, আর দেরী নাই। তাই নাতিকে দেখাইয়া বলিয়াছিলাম,—'তোমার বাসনা তো পূর্ণ হইয়াছে।' বাস্তবিক তোমার পুত্র লাভ কেবল মাত্র তাহারই প্রাণের প্রার্থনায় ভগবানের দান।

তিনি বেশ গিয়াছেন। আর বেশী দিন বাঁচিলে নানারূপ দুঃখ ও শারীরিক ক্লেশের ভয় ছিল।

এখন আমি কলিকাতায় গেলে কে আর আগ্রহের সঙ্গে দৌড়াইয়া আমার ভাত রাঁধিতে আসিবে?

৮২

যদু মনের দিক দিয়া খুব আরামে আছে। তাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিয়াছি। প্রায় সারাদিন ও রাতের অধিকাংশ সময় নিরালা একাসনে বসিয়া

যদু সাধন করে। চেহারায় একটা দিব্য জ্যোতি বাহির হইয়াছে; মাথায় শিখা, চুল দাড়ি গোঁফ কামান, গলায় কণ্ঠি, পরিধানে কৌপীন বহির্বাস। যদু আমার আশ্রমের শোভা, তবে দেহে পটু নয়, বাতের ব্যারামে প্রায় পঙ্গু।

৮৩

গত রামনবমীর দিন আমার সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য সাধু যদুনাথ সম্পূর্ণ সজ্ঞানে কাশী-প্রাপ্ত হইয়াছেন। মৃত্যুর পূর্বদিন যদুর জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয় এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

কাশীধামে, গুরুগৃহে, গুরুর সম্মুখে, উত্তরায়ণে, ভগবান শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের জন্মদিনে, শুক্লপক্ষে, নবমী তিথিতে, জ্যেষ্ঠপুত্রের উপস্থিতিতে, সজ্ঞানে মহাত্মা যদু মহাপ্রস্থান করিলেন।

যদু চাঁড়াল—আমরা নাকি বাওন।

মৃত্যুর দিন যখন দেখিলাম আর রক্ষা নাই তখন বড়ই একটা ভাবনা হইল, যদুকে মণিকর্ণিকায় লইব কেমন করিয়া। যদুর পুত্র এবং আশ্রমে মাত্র একটি পুরুষ গোবিন্দ আছে। দুইজনে তো খাট্‌লি বহিতে পারিবে না। পাড়ার কাহাকেও ডাকিলে চাঁড়ালের শব বহিতে কে আসিবে?

মৃত্যুর ঠিক দুই ঘণ্টা পূর্বে ফয়জাবাদ হইতে হঠাৎ আমার দুইটি শিষ্য আসিয়া উপস্থিত। যদু পরমানন্দে নিজ পুত্র এবং আর তিনটি ভদ্র কায়স্থ (ইহার মধ্যে একটি রেলের ৩০০ টাকা বেতনের অফিসার) এই চারিজন গুরুভ্রাতার ঘাড়ে চড়িয়া দিব্য আরামে মণিকর্ণিকা যাত্রা করিলেন।

৮৪

তোমার দুঃখ আমি সমস্তই বুঝি, কিন্তু মা, কাহারও কর্মের ভোগের উপর অন্যের হাত নাই। তুমি যদি বসন্তের দেখা পাও তবে কিছুতেই ধৈর্য রাখিতে পারিবে না বলিয়াই সম্ভবত বসন্ত তোমার কাছে গিয়াও তোমাকে দেখা দেয় না। বসন্ত মুক্ত পুরুষ। একটি বছর পূর্ণ হইলেই বসন্ত এখন যে স্থানে আছে সে স্থান হইতে আর এক উর্ধ্বলোকে চলিয়া যাইবে। সমস্ত স্থান হইতে সে ইচ্ছা করিলেই আসিতে পারে ও পারিবে। কিন্তু মর্তলোকে আসিতে কিছু কষ্ট পাইতে হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি স্মরণ করিলেই সে আমার নিকট আসিবে অথচ আসিতে তাহার কষ্ট হইবে এজন্য আমি কখনও তাহার আসা আকাঙ্ক্ষা করি না।

৮৫

নগেনের অকাল মৃত্যুতে আমি মর্মাহত হইয়াছি। তাহার উপরে আ
অনেক কিছু আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু ভগবৎ বিধান অন্যরূপ। নগে
অতি শীঘ্র উন্নত জীবন লাভ করিতে সক্ষম হইল। তাহার মা ও তোমাদে
সকলের শোকের কথা ভাবিলে ক্লেশ হয় বটে ; কিন্তু নগেনের নিজের দি
দিয়া মহৎ কল্যাণ লাভ হইয়াছে।

আমি ৭ই পৌষ তারিখে গয়ায় গিয়াছিলাম। ৮, ৯ ও ১০ই এই তিন দি
গয়া আকাশগঙ্গা পাহাড়ে গোঁসাইজীর দীক্ষা স্থানে উৎসব ছিল। ৯ তারি
সকালে আকাশগঙ্গায় গোঁসাইজীর দীক্ষাস্থানে পূজা করিবার জন্য যখন আ
গোফার দরজা বন্ধ করিয়া একান্তে বসিয়াছিলাম, তখন গোঁসাইয়ের আসনে
পাশে হঠাৎ আমি নগেনের দণ্ডায়মান মূর্তি দেখিতে পাই। তখন ভাবিলা
কয়দিন নগেনের কথা ভাবিয়াছি, তাহাকে আসিতে লিখিয়াছি, সে শীঘ্র
আসিতেছে—বোধ হয় এই সব ভাবিয়াছি বলিয়াই উহাকে দেখিলাম। তখ
সঠিক বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু সেইদিন সন্ধ্যাকালে পাহাড় হইতে
আসিয়া খুব ক্লান্ত হইয়া শয়ন করি এবং মধ্যরাত্রের পরে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গি
বুঝিতে পারি, নগেনের মহাযাত্রা আরম্ভ হইল। সে এ জন্মের সমস্ত কর্ম শে
করিয়া চলিল, তাহার আর কাশীর চাকরী করিতে হইল না।

* * * অকাল মৃত্যু মানুষের দৃষ্টিতে। নগেন তাহার ঠিক সমে
গিয়াছে। তাহার একটা জন্ম শেষ হইয়া গিয়া যথেষ্ট কল্যাণ হয়যাে
তোমাদের কল্যাণ বা অকল্যাণ এ স্থলে বিচার্য নয়। তোমাদের মঙ্গলাম
কেবল মাত্র তোমাদের নিজ নিজ কর্মের উপর নির্ভর করে।

নগেনের আত্মা শান্তিতেই আছে। এক বৎসর পরে গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণকু
নগেনের জন্ম হইবে। তোমাদের এক গুরুভ্রাতার পুত্র রূপে নগেনের
হইবে। যথাকালে কৌলিক প্রথা অনুসারে তোমরা নগেনের শ্রাদ্ধ সম্পা
করিবে। এক পরিবারভুক্ত, একান্নভোজীদের শ্রাদ্ধে ভোজন করা যাইে
পারে। উহা ছাড়া অপর পরিবারের কাহারও শ্রাদ্ধে গুরুভ্রাতা হইলেও খা
*নিষেধ। দশার চিড়াও নিষেধ।*

## গ্রন্থে প্রকাশিত পত্রাংশের নির্দেশক

পত্র প্রাপকদের মধ্যে উত্তরকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করে পরিমল পাল স্বামী প্রণবানন্দজী, অন্নদাকুমার চক্রবর্তী স্বামী অসীমানন্দজী এবং নীরদবরণ বর্মন স্বামী নারায়ণদাসজী বলে পরিচিত ছিলেন।

### এক—শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ১ | অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ১৩-৫-৭৮ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২ | সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস | ১৩-৮-২৬ | ২ নাথু সাহু ব্রহ্মপুরী, „ |
| ৩ | „ | ৬-৬-২৮ | ১৭৭ হারাবাগ, „ |
| ৪ | দেবীচরণ মণ্ডল | ২১-১০-৪৮ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, „ |
| ৫ | গিরিজাশঙ্কর ঘর শাস্ত্রী | ১৩-৬-৫২ | „ |
| ৬ | „ | ২৭-৭-৫২ | „ |
| ৭ | „ | ১-১০-৫২ | „ |
| ৮ | „ | ৯-১১-৫২ | „ |
| ৯ | শান্তিসুধা দেবী | — | বারাণসী |
| ১০ | রাইমোহন সামন্ত | ৩০-১১-৫০ | শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ১১ | নীরদবরণ বর্মন | ২৩-১১-৪৩ | „ |
| ১২ | অন্নদাকুমার চক্রবর্তী | ১৪-৭-৫২ | „ |
| ১৩ | „ | ১৯-৭-৫২ | „ |
| ১৪ | „ | ২৮-১২-৪৭ | „ |
| ১৫ | বরদা কুমার দেব | ১৪-১২-৪৯ | „ |
| ১৬ | „ | ২৩-৬-৫০ | „ |
| ১৭ | | ১০-৭-৫০ | „ |
| ১৮ | ব্রজেন্দ্র কুমার সরকার | ৩০-৫-৩৭ | ১৫২ হারাবাগ „ |
| ১৯ | মধুসূদন গঙ্গোপাধ্যায় | ৭-৫-৪৬ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, „ |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ২০ | মহিমা রঞ্জন গাঙ্গুলী | ১১-২-৪০ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ২১ | রজনী কান্ত মান্না | ১৫-১০-৪১ | শিমূলতলা |
| ২২ | অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য | ২৫-১-৪৪ | বারাণসী |
| ২৩ | অচ্যুতানন্দ রায় চৌধুরী | ১০-১০-৪৪ | ,, |
| ২৪ | বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য | — | ,, |
| ২৫ | নৃসিংহ চরণ কানুনগো | ১০-৩-৫১ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ২৬ | ,, | ১৮-৩-৫১ | ,, |
| ২৭ | ,, | ২৫-৭-১৯৪৪ খৃঃ | ,, |
| ২৮ | ,, | ৬-৬-৫১ | ,, |
| ২৯ | নৃসিংহ চরণ কানুনগো | ২১-৭-৫১ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৩০ | ,, | ৩-৮-৫১ | ,, |
| ৩১ | ,, | ১৫-৮-৫১ | শিমূলতলা |
| ৩২ | ,, | ৫-৯-৫২ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৩৩ | ,, | ২-১০-৫২ | ,, |
| ৩৪ | ,, | ৪-৭-৫১ | ,, |
| ৩৫ | ,, | ২১-৭-৫১ | ,, |

## দুই—গুরু ও সদ্‌গুরু

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | মদন গোপাল তেওয়ারী | ৩-৭-৪০ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২ | ,, | ১২-১-৪১ | ,, |
| ৩ | ,, | ৫-৯-৪৮ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ ,, |
| ৪ | রামনারায়ণ হাতী | ৮-৭-৪৯ | ,, ,, |
| ৫ | ,, | ১৭-১০-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |
| ৬ | গৌর চন্দ্র দে | ২৭-৭-৪২ | ,, |
| ৭ | অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৯-২-৩৯ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৮ | সুরেন্দ্র কুমার বিশ্বাস | ৫-৮-২৬ | ২ নাথুসাহুব্রহ্মপুরী, বারাণসী |
| ৯ | ,, | ২৯-৮-২৬ | ,, |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ১০ | সুরেন্দ্র কুমার বিশ্বাস | ২১-৪-৩০ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১১ | দেবীচরণ মণ্ডল | ১৯-১১-৪৬ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ বারাণসী |
| ১২ | পরিমল পাল | ১০-২-৩১ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ১৩ | গিরিজাশঙ্কর ঘর শাস্ত্রী | ৯-১১-৫২ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ১৪ | প্রভাত চন্দ্র ভৌমিক | ৯-৭-২৭ | ২১১ মদনপুরা, ,, |
| ১৫ | ,, | ২২-১০-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |
| ১৬ | নীরদবরণ বর্মন | ১৭-১০-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |
| ১৭ | ,, | ৩-৯-৪৩ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ১৮ | যোগেশচন্দ্র ঘোষ | ২৯-১০-৪১ | শিমুলতলা |
| ১৯ | ,, | ২০-২-২৯ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ২০ | ,, | ৩০-১-২৯ | ,, |
| ২১ | অন্নদাকুমার চক্রবর্তী | ১-১-৫২ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ২২ | ,, | ২৭-৬-৪৮ | ,, |
| ২৩ | বরদা কুমার দেব | ২৭-১২-৪৯ | ,, |
| ২৪ | ,, | ১৫-৮-৫২ | ,, |
| ২৫ | ক্ষিতীশ চন্দ্র ঘোষ | ৪-৮-৪০ | ,, |
| ২৬ | ,, | ১৪-৩-৫১ | ,, |
| ২৭ | ,, | ২২-৬-৪৮ | ,, |
| ২৮ | ব্রজেন্দ্র কুমার সরকার | ৮-৭-৪১ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২৯ | হিরণ্ময়ী দেবী | ৪-১২-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৩০ | ,, | ২৩-১-৪৭ | অরুণ কুটীর, শিলং |
| ৩১ | ,, | ৩-৩-৪৭ | ২৫৯ আপার চিৎপুর রোড |
| ৩২ | অমূল্যচরণ দেবরায় | ২২-৮-৪৬ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৩৩ | রজনীকান্ত মান্না | ১৫-১-৪১ | শিমুলতলা |
| ৩৪ | রুক্মিণীমোহন সাহা | ২৬-১০-৫১ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৩৫ | বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য | ১৯-৯-৪৫ | শিমুলতলা |
| ৩৬ | ,, | ২৯-১২-৪৭ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৩৭ | ,, | ১৪-৭-৫০ | ,, |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ৩৮ | নলিনীকান্ত দে | ১০-১২-৩১ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৩৯ | নলিনীকান্ত দে | ১৯-১২-৪১ | শিমূলতলা |
| ৪০ | নৃসিংহ চরণ কানুনগো | ১৭-১১-৫১ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৪১ | ,, | ৩-১-৫২ | ,, |
| ৪২ | আদিত্য কুমার সরকার | ৮-৫-৪৮ | ,, |

## তিন—নাম

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | মদন গোপাল তেওয়ারী | ৩-৯-৩৯ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২ | ,, | ১০-৩-৪১ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৩ | ,, | ৩-১০-৪১ | শিমূলতলা |
| ৪ | ,, | ১৬-১১-৪১ | ,, |
| ৫ | শিবরাম চক্রবর্তী | ১৯-৮-৪৬ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৬ | অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ২৬-৫-৪৩ | ,, |
| ৭ | ,, | ২৫-৬-৪৩ | ,, |
| ৮ | সুরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস | ৭-৫-২৬ | ২৭ নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য লেন, |
| ৯ | ,, | ২৫-৫-২৬ | ,, |
| ১০ | ,, | ২৯-৮-২৬ | ২ নাথুসাহু ব্রহ্মপুরী |
| ১১ | ,, | ১৩-৬-২৭ | ২১১ মদনপুরা, বারাণসী |
| ১২ | ,, | ১৯-৮-৩১ | ১১৭ হারাবাগ ,, |
| ১৩ | দেবীচরণ মণ্ডল | ১৭-৮-৪৮ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণমঠ, ,, |
| ১৪ | ,, | ২-৭-৪৯ | ,, |
| ১৫ | পরিমল পাল | ৯-৪-২৯ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৬ | ,, | ১০-৮-৩১ | ,, |
| ১৭ | নিরঞ্জন গুহ | ৫-৭-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ১৮ | অজ্ঞাত (মন্দিরে প্রকাশিত) | অজ্ঞাত | অজ্ঞাত |
| ১৯ | ,, | ,, | ,, |
| ২০ | যোগেশচন্দ্র ঘোষ | ১৯২২ খৃষ্টাব্দ | বারাণসী |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ২১ | যোগেশচন্দ্র ঘোষ | ১৯২২ খৃষ্টাব্দ | বারাণসী |
| ২২ | প্রভাত চন্দ্র ভৌমিক | ১৫-৩-২৯ | ৩৮ কলুটোলা, ঢাকা |
| ২৩ | নীরদবরণ বর্মন | ৯-১২-৪৭ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ২৪ | ,, | ২৬-৬-৫২ | ,, |
| ২৫ | শিবরাম চক্রবর্তী | ২৯-৭-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২৬ | নীরদবরণ বর্মন | ৩-১০-৫২ | ,, |
| ২৭ | ,, | ৭-১২-৪১ | শিমুলতলা |
| ২৮ | ,, | ১২-২-৪২ | জটীয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ২৯ | যোগেশচন্দ্র ঘোষ | ৩০-২-৩২ | ,, |
| ৩০ | ,, | ৮-৬-৩৮ | নারায়ণগঞ্জ |
| ৩১ | অন্নদাকুমার চক্রবর্তী | ৬-১২-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৩২ | ,, | ৫-২-৪৮ | ,, |
| ৩৩ | নন্দকিশোর চট্টোপাধ্যায় | ২৭-১২-৪০ | ১৫২ হারাবাগ বারাণসী |
| ৩৪ | ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ | ১২-১-৪৮ | কলিকাতা |
| ৩৫ | ,, | ৩০-১১-৪৭ | ধানবাদ |
| ৩৬ | শিবরাম চক্রবর্তী | ২৭-৭-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৩৭ | ব্রজেন্দ্র কুমার সরকার | ২-৯-৩৯ | ,, |
| ৩৮ | হিরণ্ময়ী দেবী | ১৭-৩-৩৭ | কলিকাতা |
| ৩৯ | মহিমারঞ্জন গাঙ্গুলী | ২৯-৬-৩৯ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৪০ | ,, | ২২-৫-৪০ | ,, |
| ৪১ | ,, | ১৫-৭-৪৩ | সরিফাবাদ, ফরিদপুর |
| ৪২ | মদন গোপাল তেওয়ারী | ২৩-৭-৫০ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৪৩ | সীতানাথ মহান্তি | ৫-১০-৫১ | শিমুলতলা |
| ৪৪ | ,, | ১৯-১১-৫১ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৪৫ | প্রিয়বালা দেবী | ৯-১-৪১ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৪৬ | বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য | ১৮-১২-৪৪ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৪৭ | ,, | ১৯-৯-৪৫ | শিমুলতলা |
| ৪৮ | ,, | ৪-১০-৪৫ | ,, |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ৪৯ | বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য | ২১-৯-৫২ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৫০ | নলিনী কান্ত দে | ১৯-১১-৩০ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৫১ | ,, | ১৩-১-৩৩ | ,, |
| ৫২ | ,, | ২২-১০-৩৬ | এলাহাবাদ |
| ৫৩ | ,, | ২৫-৮-৩৭ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৫৪ | ,, | ১৮-১১-৩৫ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৫৫ | ,, | ৯-৪-৩৬ | ,, |
| ৫৬ | ,, | ২১-১১-৪১ | শিমূলতলা |
| ৫৭ | লক্ষ্মী নারায়ণ রায় | ৩১-৫-৫১ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ. বারানসী |
| ৫৮ | ,, | ৩-১১-৫১ | ,, |
| ৫৯ | নৃসিংহ চরণ কানুনগো | ২০-৫-৫২ | ,, |
| ৬০ | রবীন্দ্র নাথ চক্রবর্তী | ১০-১২-৪৭ | ,, |
| ৬১ | ,, | ৩-৯-৪৩ | ,, |
| ৬২ | ,, | ১১-৩-৫২ | অক্ষয় ধাম, পুরী। |
| ৬৩ | ,, | [ ছিন্নপত্র ] | |
| ৬৪ | আদিত্যকুমার সরকার | ২-৩-৩৯ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৬৫ | ,, | ২-৮-৪০ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৬৬ | ,, | ১৬-৭-৪৪ | ৪১, বনমালী সরকার স্ট্রীট |

## চার—প্রাণায়াম

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | মদন গোপাল তেওয়ারী | ২৩-৭-৩৯ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২ | — | ১৬-১০-৪৩ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ ,, |
| ৩ | গৌর চন্দ্র দে | ১৯-৬-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৪ | শিবরাম চক্রবর্তী | ১৩-৭-৪২ | ,, |
| ৫ | ,, | ২৯-৭-৪২ | ,, |
| ৬ | ,, | ১৯-২-৪৬ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ ,, |
| ৭ | রাজকুমার শীল | ৬-১১-৪৮ | ,, |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ৮ | নরেশচন্দ্র সেন | ১০-৯-৪৫ | শিমুলতলা |
| ৯ | ,, | ৮-১০-৪৬ | ,, |
| ১০ | ,, | ২-৬-৪৭ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ১১ | ,, | ২২-৮-৪৭ | ,, |
| ১২ | সুরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস | ২-৬-২৬ | ২ নাথু সাহু ব্রহ্মপুরী, ,, |
| ১৩ | ,, | ৯-৬-২৬ | ,, |
| ১৪ | ,, | — | ,, |
| ১৫ | দেবীচরণ মণ্ডল | ১-১-৫১ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ১৬ | পরিমল পাল | ৯-৪-২৯ | ১৭৭ হারাবাগ ,, |
| ১৭ | ,, | ৭-৯-২৯ | ,, |
| ১৮ | ,, | ২৬-৩-৩১ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ১৯ | ,, | ১১-৭-৩২ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২০ | বরদা কুমার দেব | ২৭-১১-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ২১ | ,, | ২৭-১২-৪৯ | ,, |
| ২২ | ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ | ২২-৫-৪৮ | ,, |
| ২৩ | ব্রজেন্দ্র কুমার সরকার | ১৩-৭-৩৭ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২৪ | ,, | ২-৯-৩৯ | ,, |
| ২৫ | অমূল্যচরণ দেবরায় | ১৯-১০-৫০ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ২৬ | মহিমারঞ্জন গাঙ্গুলী | ১৬-১০-৩৮ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২৭ | ,, | ২৩-১০-৩৮ | ,, |
| ২৮ | রজনীকান্ত মান্না | ২২-১২-৪২ | শিমুলতলা |
| ২৯ | — | ২৩-৭-৫০ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৩০ | সীতানাথ মহান্তি | ১৬-৪-৫২ | ,, |
| ৩১ | বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য | ১২-২-৪০ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৩২ | ,, | ১১-১০-৪২ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৩৩ | ,, | ৯-১২-৪৩ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ৩৪ | ,, | ১৯-৯-৪৫ | শিমুলতলা |
| ৩৫ | ,, | ৪-১০-৪৫ | ,, |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ৩৬ | নৃসিংহচরণ কানুনগো | ১০-৩-৫১ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৩৭ | ,, | ২৫-৭-১৯৪৪ খৃঃ | ,, ,, |
| ৩৮ | ,, | ৬-৬-৫১ | ,, ,, |
| ৩৯ | আদিত্য কুমার সরকার | ১৬-১০-৩৭ | ১৫২ হারাবাগ |
| ৪০ | ,, | ৭-৯-৪৮ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |

## পাঁচ—সদাচার

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | রামনারায়ণ হাতী | ১০-১০-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২ | শিবরাম চক্রবর্তী | ২৯-১০-৪৬ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ৩ | ,, | ১৯-৮-৪৬ | ,, |
| ৪ | অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ২৭-৬-৩৫ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৫ | ,, | ১৯-১-৩৭ | ১৫২ ,, ,, |
| ৬ | ,, | ৩-৪-২৯ | ১৭৭ ,, ,, |
| ৭ | নরেশচন্দ্র সেন | ১৭-৮-৪৮ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ৮ | বৃন্দাবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় | ২৭-৮-৩৮ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |
| ৯ | কাশীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় | ৫-১১-৩৬ | ,, |
| ১০ | ,, | ৮-১১-৪১ | শিমুলতলা |
| ১১ | সুরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস | ১৩-৮-২৬ | ২ নাথু সাহু ব্রহ্মপুরী- ,, |
| ১২ | ,, | ১১-৯-২৭ | ২১১ মদনপুরা, বারাণসী |
| ১৩ | দেবীচরণ মণ্ডল | ১৯-১১-৪৬ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ১৪ | ,, | ২৩-১১-৪৯ | ,, |
| ১৫ | ,, | — | — |
| ১৬ | পরিমল পাল | ৭-৯-২৯ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৭ | ,, | ১০-৮-৩১ | ,, |
| ১৮ | ,, | ৩০-৮-৩১ | ,, |
| ১৯ | ,, | ২২-৮-৩৫ | ,, |
| ২০ | মঙ্গলচাঁদ দাস | ৭-৯-৩৪ | লক্ষ্ণৌ |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্রলেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ২১ | মঙ্গলচাঁদ দাস | ২৮-৫-৩৬ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২২ | যোগানন্দ সরস্বতী | ১৭-৫-৪৮ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ২৩ | কুমুদিনী ঘোষ | — | — |
| ২৪ | অমলকুমার দাস | ১১-৩-৫০ | পুরী |
| ২৫ | ,, | ১৭-১০-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ২৬ | ,, | ৬-১-৫১ | ,, |
| ২৭ | প্রভাত চন্দ্র ভৌমিক | ৬-৭-৪০ | ১৫২ হারাবাগ বারাণসী |
| ২৮ | ,, | ১৯-৭-৪০ | ,, ,, |
| ২৯ | ,, | ৩-১০-৪৫ | শিমূলতলা |
| ৩০ | ,, | ১৬-১-৪৬ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ ,, |
| ৩১ | ,, | ৯-৮-২৫ | ২ ন্নাথ্ সাহু ব্রহ্মপুরী, বারাণসী |
| ৩২ | পারুলরাণী ভৌমিক | ২৫-১-৪৩ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৩৩ | নীরদবরণ বর্মন | ২০-৯-৪০ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৩৪ | ,, | ৯-৭-৫১ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ৩ | বরদা কুমার দেব | ২৬-১০-৫০ | ,, |
| ৩৬ | প্রমীলাবালা দেবরায় | ১৭-৮-৪৬ | ,, |
| ৩৭ | অমূল্যচরণ দেবরায় | ২২-৮-৪৬ | ,, |
| ৩৮ | ,, | ৬-৫-৪৮ | ,, |
| ৩৯ | রুক্মিনীমোহন সাহা | ২৬-১০-৫১ | ,, |
| ৪০ | তুলসীদাসী দেবী | ১৩-১২-৫১ | ,, |
| ৪১ | সীতানাথ মহান্তি | ১৭-৭-৫২ | ,, |
| ৪২ | নলিনীকান্ত দে | ২৩-৮-২৯ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৪৩ | ,, | ২৪-১০-২৯ | ,, |
| ৪৪ | ,, | ৮-৯-৩১ | ,, |
| ৪৫ | ,, | ১২-৮-৩৫ | ,, |
| ৪৬ | ,, | ৩-৪-৩৫ | ,, |
| ৪৭ | নৃসিংহ চরণ কানুনগো | ২০-৪-৫২ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৪৮ | ,, | ২০-৫-৫২ | ,, |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ৪৯ | আদিত্যকুমার সরকার | ২-২-৩৯ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৫০ | " | ১০-২-৪৮ | অক্ষয় ধাম, পুরী |
| ৫১ | " | ২০-১১-৪৮ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৫২ | " | ২১-৭-৪৯ | " |
| ৫৩ | " | ২৬-২-৪৩ | বারাণসী |
| ৫৪ | সরযূ ঘোষ | ১০-৮-৪৮ | বারাণসী |

## ছয়—সাধন ভজন

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | মদন গোপাল তেওয়ারী | ৪-৯-৩৯ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২ | " | ২-১১-৩৯ | " |
| ৩ | " | ২২-১১-৩৯ | " |
| ৪ | " | ১৫-১২-৩৯ | " |
| ৫ | " | ১৩-১-৪০ | ২ চুনাপুকুর লেন, কলিকাতা |
| ৬ | " | ১৭-২-৪০ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৭ | " | ৩২-৩-৪০ | ১৫২ হাবাবাগ, বারাণসী |
| ৮ | " | ২১-৭-৪০ | " |
| ৯ | " | ৩-৯-৪০ | " |
| ১০ | " | ৮-২-৪১ | " |
| ১১ | " | ৮-১-৪১ | " |
| ১২ | " | ১৮-২-৪২ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ১৩ | " | ২১-৫-৪১ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৩ ক | " | ১৪-২-৪১ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ১৪ | " | ১৫-৩-৪৩ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ১৫ | " | ২৫-৮-৪৫ | শিমুলতলা |
| ১৬ | " | ৩-৭-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ১৭ | " | ১২-৫-৫১ | " |
| ১৮ | " | ১৬-৬-৫১ | " |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ১৯ | রাম নারায়ণ হাতী | ২৭-৩-৪৪ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ২০ | মোহিনী মোহন চক্রবর্তী | ১৪-১০-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২১ | গৌর চন্দ্র দে | ১৯-৬-৪২ | ,, |
| ২২ | শিবরাম চক্রবর্তী | ৫-৬-৪২ | ,, |
| ২৩ | রাম নারায়ণ হাতী | ৫-৭-৪২ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ২৪ | গৌর চন্দ্র দে | ১২-১০-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২৫ | প্রমথ কর | ৩১-৪-৪৩ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ ,, |
| ২৬ | রাজকুমার শীল | ১০-১১-৪৭ | ,, |
| ২৭ | ,, | ১১-৯-৫০ | ,, |
| ২৮ | অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ১৬-১০-৩৭ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২৯ | ,, | ১৯-৯-২৮ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৩০ | ,, | ৭-৩-২১ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৩১ | ,, | ৫-৯-২৯ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৩২ | ,, | ৫-৮-৩১ | ,, |
| ৩৩ | নরেশ চন্দ্র সেন | ৮-১০-৪৬ | শিমুলতলা |
| ৩৪ | ,, | ১২-১-৪৮ | কলিকাতা |
| ৩৫ | ,, | ২৭-৫-৪৮ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৩৬ | ,, | ৩-১২-৪৮ | ,, |
| ৩৭ | ,, | ২-৬-৫০ | ,, |
| ৩৮ | সুরেন্দ্র কুমার বিশ্বাস | ১৪-৪-২৬ | খালিয়া, ফরিদপুর |
| ৩৯ | ,, | ২৯-৪-২৬ | ২৭ নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য লেন |
| ৪০ | ,, | ৯-৬-২৬ | ২ নাথু সাহু ব্রহ্মপুরী |
| ৪১ | ,, | ৫-৮-২৬ | ,, |
| ৪২ | ,, | ১১-১০-২৬ | ,, |
| ৪৩ | ,, | ২৪-২-২৭ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৪৪ | ,, | ২৭-৬-২৭ | ২১১ মদনপুরা, বারাণসী |
| ৪৫ | ,, | ৬-৬-২৮ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৪৬ | ,, | ২৯-১০-২৯ | ,, |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ৪৭ | স্বরেন্দ্র কুমার বিশ্বাস | ২১-১০-৩৮ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৪৮ | প্রকাশ চন্দ্র মিত্র | ১০-৬-২৬ | ২ নাথুসাহু ব্রহ্মপুরী |
| ৪৯ | ইন্দুবাবু | ৬-৫-২৬ | ২৭ নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য লেন |
| ৫০ | স্বরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস | ৬-৭-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৫১ | ,, | ১১-৯-৪৮ | ,, |
| ৫২ | দেবীচরণ মণ্ডল | ১৯-১১-৪৬ | ,, |
| ৫৩ | ,, | ৩-৩-৪৮ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৫৪ | ,, | ২৯-৮-৫০ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণমঠ, বারাণসী |
| ৫৫ | পরিমল পাল | ২৯-৪-২৯ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৫৬ | ,, | ৭-৯-২৯ | ,, |
| ৫৭ | ,, | ,, | ,, |
| ৫৮ | ,, | ৩১-১-৩০ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৫৯ | ,, | ২৪-১২-৩০ | ,, |
| ৬০ | ,, | ২৬-৩-৩১ | ,, |
| ৬১ | ,, | ৫-২-৩৬ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৬২ | ,, | ৩০-১-৩৫ | ,, |
| ৬৩ | ,, | ২৮-৪-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৬৪ | নিরঞ্জন গুহ | ৭-৯-৪৮ | ,, |
| ৬৫ | ,, | ২৪-৯-৪৯ | ,, |
| ৬৬ | ,, | ২-১২-৫০ | ,, |
| ৬৭ | মঙ্গলচাঁদ দাস | ২৩-১২-৫২ | ,, |
| ৬৮ | রসিকলাল গায়েন | ১৫-১১-৫০ | ,, |
| ৬৯ | অমলকুমার দাস | ২৩-১১-৪৬ | ,, |
| ৭০ | ,, | ২৭-১২-৪৬ | অরুণ কুটীর, শিলং |
| ৭১ | প্রভাত চন্দ্র ভৌমিক | ২৯-৭-২৭ | ২১১ মদনপুরা, বারাণসী |
| ৭২ | ,, | ১৩-১১-২৭ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৭৩ | বীরেন্দ্রনাথ ভৌমিক | ২৮-৭-৩৭ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৭৪ | প্রভাত চন্দ্র ভৌমিক | ৩০-৩-৪৩ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণমঠ, বারাণসী |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ৭৫ | প্রভাত চন্দ্র ভৌমিক | ২৫-৬-৪১ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৭৬ | নীরদবরণ বর্মন | ২৪-৮-৪৪ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণমঠ, বারাণসী |
| ৭৭ | ,, | ৯-১-৪২ | অণ্ডাল |
| ৭৮ | ,, | ২-১২-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৭৯ | যোগেশ চন্দ্র ঘোষ | — | ,, |
| ৮০ | ,, | ২৩-৫-৪১ | ,, |
| ৮১ | শিবরাম চক্রবর্তী | ২২-১০-৪৩ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণমঠ, বারাণসী |
| ৮২ | দেবী চরণ মণ্ডল | ৪-৮-৫২ | ,, |
| ৮৩ | অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৯-৯-৩১ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৮৪ | কাশীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় | ৪-১২-৩৯ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |
| ৮৫ | যোগেশ চন্দ্র ঘোষ | ৬-৭-৩৪ | ১৭৭ হারাবাগ, ,, |
| ৮৬ | ,, | ২১-১১-৩১ | ,, |
| ৮৭ | অন্নদাকুমার চক্রবর্তী | ১১-১০-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণমঠ, ,, |
| ৮৮ | দাশরথি চট্টরাজ | ১২-১০-৫০ | ,, |
| ৮৯ | অন্নদাকুমার চক্রবর্তী | ২৯-৮-৪৮ | ,, |
| ৯০ | অচ্যুতানন্দ রায় চৌধুরী | ২৮-৭-৪৬ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৯১ | মদন গোপাল তেওয়ারী | ৪-৭-৩৯ | ,, |
| ৯২ | ,, | ১৮-৫-৪২ | ১৮ বি চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ |
| ৯৩ | নন্দকিশোর চট্টোপাধ্যায় | ২৭-১২-৪০ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৯৪ | বরদা কুমার দেব | ১৫-৭-৪৮ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ৯৫ | ,, | ১৪-১২-৪৯ | ,, |
| ৯৬ | ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ | ২৫-৭-৪৮ | ,, |
| ৯৭ | ,, | ২২-৫-৪৮ | ,, |
| ৯৮ | শিবরাম চক্রবর্তী | ২৩-৫-৪২ | ১৮ বি চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ |
| ৯৯ | ব্রজেন্দ্র কুমার সরকার | ২৯-৮-৩৭ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১০০ | ,, | ২৯-৯-৩৮ | ,, |
| ১০১ | ,, | ২১-১০-৩৮ | ,, |
| ১০২ | ,, | ৬-১২-৩৮ | ,, |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ১০৩ | ব্রজেন্দ্র কুমার সরকার | ২৩-১২-৩৮ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১০৪ | ,, | ২-৯-৩৯ | ,, |
| ১০৫ | ,, | ১০-৭-৪০ | ,, |
| ১০৬ | ,, | ২০-১২-৪০ | ,, |
| ১০৭ | ,, | ২৪-১-৪২ | ,, |
| ১০৮ | ,, | ২৪-১-৪৬ | ,, |
| ১০৯ | অমূল্যচরণ দেবরায় | ২৮-৭-৪৫ | শিমূলতলা |
| ১১০ | ,, | ১৭-৮-৪৫ | ,, |
| ১১১ | ,, | ২ ৮-৪৫ | ,, |
| ১১২ | ,, | ২৩-১২-৪৫ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণমঠ, বারাণসী |
| ১১৩ | প্রমীলাবালা দেবরায় | ১৭-৮-৪৬ | ,, |
| ১১৪ | অমূল্যচরণ দেবরায় | ২২-৮-৪৬ | ,, |
| ১১৫ | ,, | ২০-১০-৪৭ | ঢাকা |
| ১১৬ | ,, | ২৪-৩-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ১১৭ | মহিমারঞ্জন গাঙ্গুলী | ১৬-১০-৩৮ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |
| ১১৮ | ,, | ২৩-১০-৩৮ | ,, |
| ১১৯ | ,, | ২৭-৮-৩৯ | ,, |
| ১২০ | ,, | ২৯-১০-৩৯ | ,, |
| ১২১ | ,, | ১৯-৬-৪৪ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ১২২ | ,, | ২১-৮-৪৬ | ,, |
| ১২৩ | শচী দেবী | — | — |
| ১২৪ | রুক্মিণীমোহন সাহা | ২-৩-৫০ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ১২৫ | প্রফুল্ল পাঠক | ৫-৫-৪৮ | ,, |
| ১২৬ | ,, | ১০-৫-৪৮ | ,, |
| ১২৭ | সদানন্দ মিত্র | ১৩-৯-৪৩ | ,, |
| ১২৮ | ,, | ৯-১০-৪২ | ,, |
| ১২৯ | ,, | — | ,, |
| ১৩০ | সীতানাথ মহান্তি | ২৯-৯-৫২ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ১৩১ | বিমলেন্দু সেনগুপ্ত | ২১-৭-৫২ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ বারাণসী |
| ১৩২ | বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য | ২২-১২-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৩৩ | " | ৫-১২-৪৩ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, " |
| ১৩৪ | " | ৮-৮-৪৬ | " |
| ১৩৫ | " | ১১-২-৪৮ | অক্ষয় ধাম, পুরী |
| ১৩৬ | " | ২১-৮-৪৮ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ১৩৭ | " | ১২-৬-৪৯ | " |
| ১৩৮ | " | ২৭-৫— | " |
| ১৩৯ | " | ১৪-৭-৫০ | " |
| ১৪০ | " | ২১-৭-৫১ | " |
| ১৪১ | প্রিয়বালা দেবী | ১১-৪-৫২ | " |
| ১৪২ | বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য | ৬-৮-৫২ | " |
| ১৪৩ | নলিনীকান্ত দে | ১৮-২-২৬ | সরিফাবাদ, ফরিদপুর |
| ১৪৪ | " | ৩০-৪-২৬ | ২৭ নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য লেন |
| ১৪৫ | " | ৩-১০-২৮ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৪৬ | " | ৯-৭-২৯ | " |
| ১৪৭ | " | ১৬-৭-৩১ | ঘুঘুডাঙ্গা |
| ১৪৮ | " | ২৯-১১-৩৯ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৪৯ | " | ৯-৯-৩২ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৫০ | " | ৬-১১-৪১ | শিমুলতলা। |
| ১৫১ | " | ২২-৮-৩৮ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৫২ | " | ২৫-১১-৪২ | শিমুলতলা |
| ১৫৩ | " | ২৬-৭-৩৯ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৫৪ | " | ২-৮-৩৯ | " |
| ১৫৫ | " | ৭-৭-৩২ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৫৬ | " | ১৭-৫-৩৬ | " |
| ১৫৭ | " | ২৫-৯-৩৬ | " |
| ১৫৮ | " | ২৮-১০-৩৬ | এলাহাবাদ |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ১৫৯ | নলিনীকান্ত দে | ৮-৬-৩৬ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৬০ | ,, | ১৫-৭-৪০ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৬১ | ,, | ২৭-৯-৩৭ | ,, |
| ১৬২ | ,, | ২৩-১০-৩৭ | ,, |
| ১৬৩ | ,, | ১-১২-৩৭ | ,, |
| ১৬৪ | ,, | ১১-১১-৩৮ | ,, |
| ১৬৫ | ,, | ২৫-৯-৩৯ | ,, |
| ১৬৬ | , | ৩-৮-৩৮ | ,, |
| ১৬৭ | ,, | ৩-৭-৩৬ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৬৮ | নৃসিংহ চরণ কানুনগো | ২০-১০-১৯৪৩ খৃঃ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ১৬৯ | ,, | ১০-৩-৫১ | ,, |
| ১৭০ | ব্রজেন্দ্র কুমার সরকার | ৬-১২-৩৮ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |
| ১৭১ | লক্ষ্মী·নারায়ণ রায় | ২৮-৪-৫১ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ ,, |
| ১৭২ | ,, | ৩১-৫-৫১ | ,, |
| ১৭৩ | ,, | ২০-৯-৫১ | শিমুলতলা |
| ১৭৪ | আদিত্যকুমার সরকার | ২২-৪-৪৫ | ১৫২ হারাবাগ বারাণসী |
| ১৭৫ | ,, | ৭-৯-৪৮ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ ,, |
| ১৭৪ | ,, | ২৭-১২-৪৯ | ,, |
| ১৭৭ | ,, | ২০-১১-৪৮ | ,, |
| ১৭৮ | মৌনীনাথ শাস্ত্রী | ২২-১২-৫২ | ,, |

## সাত—ধ্যান

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | মদন গোপাল তেওয়ারী | ১৫-১২-৩৯ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২ | ,, | ২-৯-৪১ | ,, |
| ৩ | সুরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস | ১৩-৮-২৬ | ২ নাথু সাহু ব্রহ্মপুরী, ,, |
| ৪ | পরিমল পাল | ২৮-৪-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ৫ | নিরঞ্জন গুহ | ৭-৯-৪৮ | ,, |

## আট—নয়

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ৬ | বরদা কুমার দেব | ২৭-১১-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৭ | ,, | ২৩-৬-৫০ | ,, |
| ৮ | ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ | ১২-১-৪৮ | কলিকাতা |
| ৯ | সীতানাথ মহান্তি | ২০-১২-৫১ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ১০ | বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য | ১১-১০-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |

## আট—সঙ্গ ও সাধুসঙ্গ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | মদন গোপাল তেওয়ারী | ২৩-৫-৪২ | ১৮বি চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ |
| ২ | অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ২৬-১২-৩৫ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৩ | ,, | ১৬-১০-৩৭ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |
| ৪ | কাশীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় | ১৭-১০-৪৬ | শিমুলতলা |
| ৫ | চারুবালা বিশ্বাস | ১৭-৪-৩০ | ১৭৭ হারাবাগ, ,, |
| ৬ | পরিমল পাল | ১০-১১-৩৩ | ,, |
| ৭ | নিরঞ্জন গুহ | ১৮-১১-৪৮ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৮ | বরদা কুমার দেব | ৭-৪-৪৯ | ,, |
| ৯ | ,, | ২২-৪-৪৯ | ,, |
| ১০ | ব্রজেন্দ্র কুমার সরকার | ২৮-১২-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |
| ১১ | ,, | ২৪-২-৪৩ | ,, |
| ১২ | ,, | ১৫-১-৫৩ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ১৩ | রুক্মিণীমোহন সাহা | ২-৩-৫০ | ,, |
| ১৪ | নলিনীকান্ত দে | ১৮-২-২৬ | সরিফাবাদ, ফরিদপুর |

## নয়—ধর্ম ও ধর্মোপদেশ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৬-৮-২৮ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২ | ,, | ৩-১১-২৯ | ,, |
| ৩ | ,, | ১৩-৮-৩৯ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ৪ | অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৫-১১-২৯ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৫ | ,, | ৭-৯-৩০ | ,, |
| ৬ | নরেশচন্দ্র সেন | ৩-৪-৫১ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৭ | বৃন্দাবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় | ২৭-৫-৩৮ | নারায়ণগঞ্জ |
| ৮ | কাশীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় | ২৮-৬-৩৯ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৯ | সুরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস | ২২-১২-২৫ | ২৭ নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য লেন |
| ১০ | ,, | ২৮-১২-২৫ | ,, |
| ১১ | ,, | ৯-৬-২৬ | ২ নাথু সাহু ব্রহ্মপুরী, বারাণসী |
| ১২ | ,, | ৬-১১-২৬ | ,, |
| ১৩ | সুরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস | ১৯-৮-৩১ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৪ | ,, | ৪-৮-৩৩ | ,, |
| ১৫ | যোগেশচন্দ্র ঘোষ | ২২-১২-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৬ | পরিমল পাল | ২২-৫-২৯ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৭ | ,, | ৩০-৫-২৯ | ,, |
| ১৮ | ,, | ১৩-৪-৩০ | ,, |
| ১৯ | ,, | ২৪-১২-৩০ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ২০ | ,, | ১০-৮-৩১ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২১ | ,, | ৩-১২-৩১ | ,, |
| ২২ | ,, | ১১-৩-৩৩ | ,, |
| ২৩ | ,, | ২৬-১-৩৬ | ,, |
| ২৪ | ,, | ২২-৮-৪২ | — |
| ২৫ | মঙ্গলচাঁদ দাস | ২৩-৮-৫০ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ২৬ | ,, | ১৮-৭-৪৫ | ,, |
| ২৭ | যোগানন্দ সরস্বতী | ১৭-৫-৪৮ | ,, |
| ২৮ | রসিকলাল গায়েন | ২৮-৮-৪৪ | ,, |
| ২৯ | নলিনীকান্ত দে | ৩-৪-২৫ | ২ নাথুসাহু ব্রহ্মপুরী, ,, |
| ৩০ | ,, | ১৮-৫-২৭ | ,, |
| ৩১ | ,, | ১২-৭-২৭ | ২১১ মদনপুরা, বারাণসী |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ৩২ | যোগেশচন্দ্র ঘোষ | ১৫-১২-৩৬ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৩৩ | প্রভাত চন্দ্র ভৌমিক | ১৬-২-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৩৪ | ,, | ২৭-৯-২৮ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৩৫ | ,, | ৮-১১-২৮ | ,, |
| ৩৬ | ,, | ১৩-৪-৩৬ | ,, |
| ৩৭ | বীরেন্দ্রনাথ ভৌমিক | ১৫-৭-৩৭ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |
| ৩৮ | প্রভাত চন্দ্র ভৌমিক | ২৯-৮-৩৯ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৩৯ | নরেশ চন্দ্র সেন | ৩-৭-৪৮ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ৪০ | ,, | ১১-৭-৪৮ | ,, |
| ৪১ | ,, | ৭-৮-৪৮ | ,, |
| ৪২ | সুরেন্দ্র কুমার বিশ্বাস | ১-৭-৩০ | ১৭৭ হারাবাগ, ,, |
| ৪৩ | ,, | ১৯-৮-৩১ | ,, ,, |
| ৪৪ | মঙ্গলচাঁদ দাস | ১৮-৭-৪৫ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ ,, |
| ৪৫ | প্রভাত চন্দ্র ভৌমিক | ১৭-৫-৪১ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |
| ৪৬ | ,, | ২২-১০-৪১ | শিমুলতলা |
| ৪৭ | ,, | ৭-২-৪৩ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৪৮ | ,, | ২৬-৭-৩৯ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৪৯ | মদন গোপাল তেওয়ারী | ২২-১১-৪৬ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ ,, |
| ৫০ | প্রভাত চন্দ্র ভৌমিক | ২-৬-৩৯ | ১৫২ হারাবাগ ,, |
| ৫১ | ,, | ১৯-৬-৩৯ | ,, |
| ৫২ | ,, | অজ্ঞাত | অজ্ঞাত |
| ৫৩ | পারুলরাণী ভৌমিক | ২২-২-৪৩ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৫৪ | ,, | ১৮-৬-৪৪ | ,, |
| ৫৫ | নীরদবরণ বর্মন | ১১-৮-৪৭ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৫৬ | ,, | ১৯-৮-৪৭ | ,, |
| ৫৭ | ,, | ৮-৭-৪২ | ১৫২, হারাবাগ ,, |
| ৫৮ | মদন গোপাল তেওয়ারী | ২২-১১-৪৬ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ৫৯ | ,, | ১-১১-৪৫ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ৬০ | মদন গোপাল তেওয়ারী | ৬-১০-৪৫ | শিমূলতলা |
| ৬১ | " | ৩০-১২-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৬২ | যোগেশ চন্দ্র ঘোষ | ২৫-১-৩১ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৬৩ | " | ২৭-১১-৩১ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৬৪ | " | ৩০-৬-২৯ | " |
| ৬৫ | অন্নদা কুমার চক্রবর্তী | ১৩-৫-৫০ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, " |
| ৬৬ | বরদা কুমার দেব | ২৭-১১-৪৮ | " |
| ৬৭ | " | বিজয়া দশমী ১৩৪৯ | " |
| ৬৮ | " | ১৪-১২-৪৯ | " |
| ৬৯ | " | ১০-৭-৫০ | " |
| ৭০ | " | ১৪-৫-৪১ | " |
| ৭১ | " | ৫-৬-৫১ | " |
| ৭২ | " | ৫-১২-৫১ | " |
| ৭৩ | " | ২০-১২-৫১ | " |
| ৭৪ | " | ২৩-৯-৫২ | " |
| ৭৫ | রাধানাথ চক্রবর্তী | ১০-৪-৪৪ | " |
| ৭৬ | রজনী কান্ত মান্না | ১৬-৮-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, " |
| ৭৭ | ক্ষিতীশ চন্দ্র ঘোষ | ২৮-৯-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, " |
| ৭৮ | ব্রজেন্দ্র কুমার সরকার | ২-৯-৩৯ | ১৫২ হারাবাগ, " |
| ৭৯ | নীরদবরণ বর্মন | ১৮-১০-৩২ | ১৭৭ হারাবাগ, " |
| ৮০ | অমূল্যচরণ দেব রায় | ৬-৬-৪৬ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, " |
| ৮১ | " | ৩২-৩-৪৮ | " |
| ৮২ | " | ২-৬-৫২ | " |
| ৮৩ | শচী দেবী | ৩-৪-৪৭ | কলিকাতা |
| ৮৪ | " | ১০-৬-৪৭ | বারাণসী |
| ৮৫ | রজনী কান্ত মান্না | — | — |
| ৮৬ | রুক্মিণী মোহন সাহা | ২৬-১০-৫১ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৮৭ | রজনী কান্ত মান্না | ১৯-১২-৪০ | ১৫২ হারাবাগ, " |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ৮৮ | অশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী | ১৫-৭-৪৫ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৮৯ | রামনারায়ণ হাতী | ৫-১০-৪৫ | শিমূলতলা |
| ৯০ | তুলসীদাসী দেবী | ২০-৯-৫০ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ৯১ | ,, | ১-১১-৫০ | ,, |
| ৯২ | ,, | ২৮-১১-৫০ | ,, |
| ৯৩ | ,, | ২০-১২-৫০ | ,, |
| ৯৪ | ,, | ৩১-১-৫১ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৯৫ | ,, | ১৬-৩-৫১ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৯৬ | ,, | ১১-৪-৫১ | ,, |
| ৯৭ | ,, | ১২-৫-৫১ | ,, |
| ৯৮ | বিমল চন্দ্র ভট্টাচার্য | ২৯-৮-৩৫ | ১৭৭ হারাবাগ ,, |
| ৯৯ | ,, | ১১-১৩-৪২ | ১৫২ হারাবাগ ,, |
| ১০০ | ,, | ৩-১১-৪৮ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ১০১ | প্রিয়বালা দেবী | ৪-৫-৪৯ | ,, |
| ১০২ | নলিনীকান্ত দে | ১৫-৬-৩০ | ১৭৭ হারাবাগ ,, |
| ১০৩ | ,, | ২৫-৭-৩০ | ,, |
| ১০৪ | ,, | ৩০-১২-১৯ | ,, |
| ১০৫ | ,, | — | কলিকাতা |
| ১০৬ | ,, | ১৪-১১-৩১ | ১৭৭ হারাবাগ, ,, |
| ১০৭ | ,, | ৩-১২-৩৮ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |
| ১০৮ | ,, | ২৪-৮-৩৬ | ১৭৭ হারাবাগ, ,, |
| ১০৯ | ,, | ২৪-১১-৪১ | শিমূলতলা |
| ১১০ | নন্দকিশোর চট্টোপাধ্যায় | ১৩-১১-৪০ | ২ চুনাপুকুর লেন, কলিকাতা |
| ১১১ | নৃসিংহ চরণ কানুনগো | ১৫-১২-৫১ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ১১২ | ,, | ১৭ই আগষ্ট, ১৯৪৫ | ,, |
| ১১৩ | ,, | ২০-৫-৫২ | ,, |
| ১১৪ | আদিত্য কুমার সরকার | ২৫-১০-৩৫ | ১৭৭ হারাবাগ |
| ১১৫ | ননীগোপাল বসাক | ২৯-৮-৪৬ | ৪১ বনমালী সরকার ষ্ট্রীট |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ১১৬ | ননীগোপাল বসাক | ৪-১১-৪৬ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ১১৭ | সরস্বতী বসাক | ২-১২-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ |
| ১১৮ | আদিত্যকুমার সরকার | ২৩-৩-৪১ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ১১৯ | ” | ১৬-১০-৪৩ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ১২০ | ” | ১৯-১২-৪৭ | ” |
| ১২১ | ” | ২০-১১-৪৮ | ” |
| ১২২ | ” | ৩-৬-৪৯ | ” |
| ১২৩ | ” | ৭-৭-৪৯ | ” |
| ১২৪ | ” | ১৬-৫-৪৯ | ” |

## দশ—দরবেশজীর আত্মকথন

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১ | অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ২৬-১১-৪০ | ১৫২ হারাবাগ, | বারাণসী |
| ২ | ” | ২১-১২-৪০ | ” | ” |
| ৩ | ” | ২১-১০-৩৫ | ১৭৭ হারাবাগ, | ” |
| ৪ | ” | ২৭-৯-৩৫ | ” | |
| ৫ | ” | ২৩-৪-৩৬ | ” | |
| ৬ | ” | ২৫-৭-৩৬ | ” | ” |
| ৭ | ” | ৩০-১২-৩৬ | ১৫২ হারাবাগ | ” |
| ৮ | ” | ৫-১-৩৭ | ” | |
| ৯ | ” | ১৩-৮-৩৬ | ১৭৭ হারাবাগ, | ” |
| ১০ | ” | ২৫-৯-৩০ | ” | |
| ১১ | ” | ২৫-২-৩৪ | ” | |
| ১২ | ” | ২৬-৩-৩৪ | ” | |
| ১৩ | ” | ১৫-১২-৩৩ | ” | |
| ১৪ | ” | ২৯-৬-১৯৩১ | ফৈজাবাদ | |
| ১৫ | ” | ২-৪-৩৮ | হোটেল হিন্দুস্থান, মুসুরী | |
| ১৬ | ” | ২৭-৮-৩৮ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী | |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ১৭ | অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ২৬-১২-৪১ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৮ | ,, | ২৬-১০-৩৮ | ,, |
| ১৯ | ,, | ৫-১২-৪১ | ,, |
| ২০ | ,, | ৯-২-৩৯ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ২১ | ,, | ৫-৮-৩১ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২২ | নরেশ চন্দ্র সেন | ৮-২-৪৬ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ২৩ | সুরেন্দ্র কুমার বিশ্বাস | — | ২ নাথু সাহু ব্রহ্মপুরী, ,, |
| ২৪ | ,, | ২৪-৪-২৯ | ১৭৭ হারাবাগ, ,, |
| ২৫ | ,, | ১৯-৮-৩১ | ,, |
| ২৬ | ,, | ২-৬-৩৩ | ,, |
| ২৭ | ,, | ১৫-১০-৪৫ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ২৮ | পরিমল পাল | ৪-১-৪৬ | ,, |
| ২৯ | মঙ্গলচাঁদ দাস | ২-৮-৪৭ | ,, |
| ৩০ | গিরিজাশঙ্কর ঘর শাস্ত্রী | ২৩-১০-৫২ | ,, |
| ৩১ | ,, | ২৭-১২-৫২ | ,, |
| ৩২ | নলিনীকান্ত দে | ৩-২-২৮ | সরিফাবাদ, ফরিদপুর |
| ৩৩ | যোগেশচন্দ্র ঘোষ | ১৭-১২-৩০ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৩৪ | ,, | ১৭-২-৩০ | ,, |
| ৩৫ | ,, | ২৮-৯-৩১ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৩৬ | প্রতিভাময়ী ঘোষ | ৮-৭-৩১ | ৩ সাতপুকুর লেন, ঘুঘুডাঙ্গা |
| ৩৭ | যোগেশচন্দ্র ঘোষ | ৭-১০-৩১ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৩৮ | ,, | ১৫-২-৩৩ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৩৯ | ,, | ৭-১২-৩২ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৪০ | ,, | ৩-৫-৩৭ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |
| ৪১ | প্রভাত চন্দ্র ভৌমিক | ১-৯-৪৪ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ৪২ | ,, | ২-১১-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |
| ৪৩ | ,, | ২২-১২-৪২ | ,, |
| ৪৪ | ,, | ৯-৪-৪৩ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ৪৫ | প্রভাত চন্দ্র ভৌমিক | ১৬-১-৪৬ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৪৬ | „ | ৯-৩-৪১ | ১৫২ হারাবাগ, „ |
| ৪৭ | নীরদবরণ বর্মন | ১৩-৯-৪০ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৪৮ | „ | ২৮-৬-৪৬ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, „ |
| ৪৯ | „ | ৩০-১২-৪৬ | অরুণ কুটির, শিলং |
| ৫০ | „ | ১৯-১০-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৫১ | „ | ৬-১১-৪৯ | |
| ৫২ | „ | ৫-৭-৫০ | „ |
| ৫৩ | „ | ১৫-৭-৫০ | „ |
| ৫৪ | „ | ২৮-৭-৫০ | „ |
| ৫৫ | „ | ২৬-১২-৫০ | „ |
| ৫৬ | „ | ১৬-১০-৫০ | „ |
| ৫৭ | „ | ১-৬-৫২ | „ |
| ৫৮ | „ | ৮-৬-৫২ | „ |
| ৫৯ | „ | ২৩-২-৪২ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৬০ | „ | ২-১০-৪১ | শিমূলতলা |
| ৬১ | „ | ২৮-৩-৪১ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৬২ | „ | ২৭-১০-৪৫ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৬৩ | „ | ২০-১০-৪৫ | „ |
| ৬৪ | „ | ২১-৫-৫১ | „ |
| ৬৫ | „ | ১৩-২-৪৮ | অক্ষয়ধাম, পুরী |
| ৬৬ | „ | ৩১-১-৪৭ | শিলং |
| ৬৭ | „ | ২০-৮-৪৮ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৬৮ | „ | ৩-১২-৪১ | ১৫২ হারাবাগ, „ |
| ৬৯ | „ | ৭-৫-৪৮ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, „ |
| ৭০ | „ | ৩০-১২-৪১ | ১৫২ হারাবাগ, „ |
| ৭১ | „ | ২৫-১০-৪১ | শিমূলতলা |
| ৭২ | „ | ৫-১-৫১ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ৭৩ | নীরদবরণ বর্মন | ৭-১২-৪১ | শিমূলতলা |
| ৭৪ | „ | ২৩-১-৪৭ | অরুণ কুটির, শিলং |
| ৭৫ | যোগেশ চন্দ্র ঘোষ | ২৭-১২-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৭৬ | „ | ৪-২ — | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৭৭ | „ | ১৬-১২-৩১ | ১৭৭ হারাবাগ,বারাণসী |
| ৭৮ | „ | ২১-১০-৩১ | ,, |
| ৭৯ | „ | ৭-৮-৩১ | ,, |
| ৮০ | „ | ৫-৪-৩৮ | মুসুরী |
| ৮১ | „ | ২-৫-৩৭ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৮২ | „ | ১৭-১০-৩১ | ১৭৭ হারাবাগ, ,, |
| ৮৩ | „ | ৮-৫-৩৭ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |
| ৮৪ | „ | ৬-১২-৪১ | ,, |
| ৮৫ | ,, | ১৪-১২-৪১ | ,, |
| ৮৬ | „ | ৩০-১-২৯ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৮৭ | অন্নদাকুমার চক্রবর্তী | ১-৪-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৮৮ | „ | ৭-৫-৫০ | ,, |
| ৮৯ | ,, | ২৪-৬-৫০ | ,, |
| ৯০ | „ | ২৯-৬-৫০ | ,, |
| ৯১ | „ | ১১-৭-৫০ | ,, |
| ৯২ | „ | ৩১-২-৫৩ | ,, |
| ৯৩ | „ | ১২-৭-৪৮ | ,, |
| ৯৪ | অচ্যুতানন্দ রায় চৌধুরী | ৬-১২-৪৮ | ,, |
| ৯৫ | বরদা কুমার দেব | ১-৬-৪৮ | ,, |
| ৯৬ | রজনীকান্ত মান্না | ১৬-৮-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |
| ৯৭ | প্রহ্লাদ চন্দ্র দাস | ১৩-৮-৫০ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ৯৮ | ব্রজেন্দ্র কুমার সরকার | ১৫-১-৫৩ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৯৯ | মধুসূদন গঙ্গোপাধ্যায় | ৭-৫-৪৬ | ,, |
| ১০০ | অমূল্যচরণ দেবরায় | ২২-৮-৪৬ | ,, |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ১০১ | রজনীকান্ত মান্না | — | — |
| ১০২ | শৈলেন্দ্রনাথ গুহ | ২৪-৮-৪৮ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ১০৩ | রামনারায়ণ হাতী | ৫-১০-৪৫ | শিমূলতলা |
| ১০৪ | তুলসীদাসী দেবী | ১০-৭-৫১ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, " |
| ১০৫ | সীতানাথ মহান্তি | ১১-৯-১৯৪৫ | " |
| ১০৬ | " | ১৭-৭-৫২ | " |
| ১০৭ | " | ১০-১২-৫২ | " |
| ১০৮ | " | ৪-৩-৫৩ | " |
| ১০৯ | বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য | ৩২-২-৪২ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ১১০ | " | ৭-৭-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১১১ | নলিনীকান্ত দে | ৪-৯-২৮ | ১৭৭ হারাবাগ, " |
| ১১২ | " | ১২-২-২৯ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ১১৩ | " | ৯-৭-২৯ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১১৪ | " | ২১-১১-৪১ | শিমূলতলা |
| ১১৫ | নৃসিংহ চরণ কানুনগো | ১৭-১১-৫১ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ১১৬ | " | ১০-৬-৫২ | " |
| ১১৭ | " | ১৮-৬-৫২ | " |
| ১১৮ | " | ২৫-৮-৫২ | " |
| ১১৯ | " | ১৮-৬-৫২ | " |
| ১২০ | " | ২৮-১১-৫২ | " |
| ১২১ | " | ১২-১২-৫২ | " |
| ১২২ | আদিত্য কুমার সরকার | ২১-৬-৩৮ | খালিয়া, ফরিদপুর |
| ১২৩ | ব্রজেশ্বরী দেবী | ১০-৮-৪৮ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, " |
| ১২৪ | আদিত্য কুমার সরকার | ৫-১০-৪৪ | " |
| ১২৫ | " | ১৪-১০-৪৪ | " |
| ১২৬ | ব্রজমোহিনী চৌধুরাণী | ২৯-১০-৩৭ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১২৭ | " | — | শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, " |
| ১২৮ | " | ১৪-১১-৫০ | " |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ১২৯ | ব্রজমোহিনী চৌধুরী | ১৫-১২-৩৬ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৩০ | ” | ১০-৮-৪৫ | শিমুলতলা |

## এগারো—গোঁসাইজীর শিষ্যগণ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৩০-৮-৩৬ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২ | ” | ৪-৭-৩৬ | ” |
| ৩ | ” | ১৩-৮-৩৬ | ” |
| ৪ | ” | ১৭-২-৩৭ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৫ | ” | ১৮-৩-৩৭ | সরিফাবাদ, ফরিদপুর |
| ৬ | ” | ২৬-১-৩৩ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৭ | নরেশ চন্দ্র সেন | ২১-১০-৫১ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৮ | ” | ২-১২-৫১ | ” |
| ৯ | সুরেন্দ্র কুমার বিশ্বাস | ২৫-২-৩৬ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ১০ | পরিমল পাল | — | — |
| ১১ | গিরিজাশঙ্কর ঘর শাস্ত্রী | ৯-১১-৫২ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ১২ | পার্বতীচরণ দত্ত | ৪-৯-৫২ | ” |
| ১৩ | রাইমোহন সামন্ত | ৩০-১১-৫০ | ” |
| ১৪ | যোগেশ চন্দ্র ঘোষ | ১-৬-৩১ | নারায়ণগঞ্জ |
| ১৫ | ” | ১-৬-৩১ | ” |
| ১৬ | ” | ২৭-৬-৩১ | ৩ সাতপুকুর লেন, ঘুঘুডাঙ্গা |
| ১৭ | নীরদবরণ বর্মন | ৩-১১-৪৩ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ১৮ | যোগেশ চন্দ্র ঘোষ | ৭-১২-৩৬ | ১৭৭ হারাবাগ, ” |
| ১৯ | প্রতিভাময়ী ঘোষ | ৭-২-৪২ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ২০ | ” | ২-১২-৩২ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২১ | যোগেশ চন্দ্র ঘোষ | ২৭-১১-৩৮ | ১৫২ হারাবাগ ” |
| ২২ | বরদা কুমার দেব | ১০-৭-৫০ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ” |
| ২৩ | ব্রজেন্দ্র কুমার সরকার | ২২-১০-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২৪ | প্রবোধ গোপাল ঘোষ | ১৬-১০-৩৭ | ১২৫ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২৫ | মহিমারঞ্জন গাঙ্গুলী | ১১-২-৪০ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |

## বার—স্বপ্ন ও দর্শন

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ১ | মদন গোপাল তেওয়ারী | ৩-৭-৪০ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২ | ,, | ১৬-৬-৪১ | ,, |
| ৩ | ,, | ১৫-১১-৪২ | ,, |
| ৪ | দেবীচরণ মণ্ডল | ১৯-১১-৫১ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ ,, |
| ৫ | নরেশ চন্দ্র সেন | ২৪-২-৪৯ | ,, |
| ৬ | সুরেন্দ্র কুমার বিশ্বাস | ৭-৫-২৬ | ২৭ নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য লেন |
| ৭ | ,, | ২১-৫-২৬ | ,, |
| ৮ | ,, | ৯-৬-২৬ | ২ নাথুসাহু ব্রহ্মপুরী, বারাণসী |
| ৯ | ,, | ১০-৮-২৬ | ,, |
| ১০ | ,, | ১৩-৮-২৬ | ,, |
| ১১ | ,, | ২৯-৮-২৬ | ,, |
| ১২ | ,, | ১৬-১১-২৬ | ১৭ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা |
| ১৩ | ,, | ৬-৬-২৮ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৪ | ,, | ২১-৪-৩০ | ,, |
| ১৫ | পরিমল পাল | ২২-৮-৩৫ | ,, |
| ১৬ | মঙ্গলচাঁদ দাস | ১৬-১০-৩৮ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৭ | প্রভাত চন্দ্র ভৌমিক | ২৭-২-৫০ | অক্ষয়ধাম, পুরী |
| ১৮ | পারুলরাণী ভৌমিক | ২৪-৯-৪০ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৯ | ,, | ১৪-৭-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ২০ | প্রভাত চন্দ্র ভৌমিক | —৯-৩৮ | বারাণসী |
| ২১ | নীরদবরণ বর্মন | ২৬-১-৫২ | অক্ষয়ধাম, পুরী |
| ২২ | যোগেশ চন্দ্র ঘোষ | ১০-১-৪৯ | শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ২৩ | ,, | ১৭-৮-৫২ | ,, |
| ২৪ | ,, | ৯-৪-৩১ | পুরী |
| ২৫ | ,, | ১৭-৭-৪৫ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ২৬ | অন্নদাকুমার চক্রবর্তী | ১৫-২-৪৮ | অক্ষয়ধাম, পুরী |
| ২৭ | ,, | ২৩-২-৪৮ | ,, |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ২৮ | অন্নদাকুমার চক্রবর্তী | ১৯-৩-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ২৯ | স্বামী নরোত্তমানন্দ | ১৩-১০-৫১ | শিমূলতলা |
| ৩০ | ,, | ৪-১২-৫১ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৩১ | সীতানাথ মহান্তি | ৫-১০-৫১ | ,, |
| ৩২ | ,, | ২০-১২-৫১ | ,, |
| ৩৩ | বৃন্দাবতী দেবী | ২৯-৯-৫২ | ,, |
| ৩৪ | ,, | ৬-১-৫৩ | ,, |
| ৩৫ | ,, | ১-৮-১৯৪৫ | ,, |
| ৩৬ | বিধুভূষণ দত্ত | ২-৪-৫১ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৩৭ | বিনয় কুমার পাল | ৫-৪-৪৯ | ,, |
| ৩৮ | আদিত্য কুমার সরকার | ২৮-১২-৪৯ | ,, |

## তের—শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | মদন গোপাল তেওয়ারী | ১-৮-৪৪ | ৪১ বনমালী সরকার ষ্ট্রীট |
| ২ | অমূল্যরতন ঘোষ | ৩০-৬-৪০ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৩ | অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ১৬-৬-৪০ | ,, |
| ৪ | যোগেশ চন্দ্র ঘোষ | ৮-৭-৪২ | ,, |
| ৫ | ,, | ১০-১২-৪২ | ,, |
| ৬ | প্রভাত চন্দ্র ভৌমিক | ১৯-৯-৪০ | ,, |
| ৭ | ,, | ১৮-৯-৪২ | ,, |
| ৮ | যোগেশ চন্দ্র ঘোষ | ২৬-৭-৪২ | ,, |
| ৯ | ,, | ১-১২-৪২ | ,, |
| ১০ | অন্নদাকুমার চক্রবর্তী | ১০-১২-৪৮ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ১১ | মধুসূদন গঙ্গোপাধ্যায় | ৭-৫-৪৬ | ,, |
| ১২ | অমূল্যচরণ দেবরায় | ৬-৫-৪৮ | ,, |
| ১৩ | মহিমারঞ্জন গাঙ্গুলী | ৩১-৬-৪১ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৪ | শৈলেন্দ্রনাথ গুহ | ২৪-৮-৪৪ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ১৫ | তুলসীদাসী দেবী | ১৯-১০-৫২ | ,, |
| ১৬ | আদিত্যকুমার সরকার | ২-৭ ৪০ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |

# চৌদ্দ—কর্ম

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান | |
|---|---|---|---|---|
| ১ | মদন গোপাল তেওয়ারী | ২০-১২-৪১ | শিমুলতলা | |
| ২ | ,, | ২২-১১-৪৬ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী | |
| ৩ | রাজকুমার শীল | ২২১১-৪৯ | ,, | |
| ৪ | ,, | ২৮-৬-৪৯ | ,, | |
| ৪ক | ,, | ২৪-৮-৪৯ | ,, | |
| ৫ | অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ২২-১০-৩৪ | ১৭৭ হারাবাগ, | ,, |
| ৬ | ,, | ১০-১২-৪১ | ১৫২ হারাবাগ, | ,, |
| ৭ | ,, | ১৪-১০-২৯ | ১৭৭ হারাবাগ, | ,, |
| ৮ | ,, | ৩-৪-২৯ | ,, | |
| ৯ | ,, | ১৫-২-৩২ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী | |
| ১০ | নরেশ চন্দ্র সেন | ২-৬-৪৭ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী | |
| ১১ | পরিমল পাল | ৩-১২-৩১ | ১৭৭ হারাবাগ | ,, |
| ১২ | ,, | ১১-৭-৩২ | ,, | |
| ১৩ | ,, | ১৮-৪-৫০ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, | ,, |
| ১৪ | প্রভাত চন্দ্র ভৌমিক | ৪-১-৩৮ | ১৫২ হারাবাগ, | ,, |
| ১৫ | নীরদবরণ বর্মন | ১৮-৬-৪০ | ,, | |
| ১৬ | ,, | ১৪-৫-৫০ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, | ,, |
| ১৭ | যোগেশ চন্দ্র ঘোষ | ২২-৮-৫০ | ,, | |
| ১৮ | ,, | ৬-৬-৫০ | ,, | |
| ১৯ | ,, | ৪-১২-৫১ | ,, | |
| ২০ | ,, | ২৪-১১-৩২ | ১৭৭ হারাবাগ, | ,, |
| ২১ | ,, | ৫-৫-৫২ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, | ,, |
| ২২ | প্রতিভাময়ী ঘোষ | ৯-১০-৫২ | ,, | |
| ২৩ | যোগেশ চন্দ্র ঘোষ | ৭-৮-৩১ | ১৭৭ হারাবাগ, | ,, |
| ২৪ | যোগেশ চন্দ্র ঘোষ | ১৮-১০-৪৫ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী | |
| ২৫ | অন্নদাকুমার চক্রবর্তী | ১৫-১২-৪৯ | ,, | |
| ২৬ | ,, | ৯-৫-৫০ | ,, | |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ২৭ | অন্নদাকুমার চক্রবর্তী | ১৮-৫-৫০ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ২৮ | „ | ১৯-৫-৫০ | „ |
| ২৯ | „ | ১১-৮-৫০ | „ |
| ৩০ | „ | ৯-১০-৫০ | „ |
| ৩১ | „ | ৮-১১-৫০ | „ |
| ৩২ | „ | ২৩-৪-৫২ | „ |
| ৩৩ | „ | ৩১-৪-৫২ | „ |
| ৩৪ | „ | ২৩-৬-৫২ | „ |
| ৩৫ | „ | ৫-১২-৪৭ | „ |
| ৩৬ | „ | ৩০-৫-৪৮ | „ |
| ৩৭ | „ | ১৩-৭-৪৮ | „ |
| ৩৮ | „ | ২৪-৭-৪৮ | „ |
| ৩৯ | „ | ৫-৯-৪৮ | „ |
| ৪০ | বরদাকুমার দেব | ৩১-১-৫০ | „ |
| ৪১ | „ | ৪-২-৫১ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৪২ | „ | ১৩-৩-৫১ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৪৩ | „ | ২৮-৪-৫১ | „ |
| ৪৪ | রজনীকান্ত মান্না | ১৪-১-৪৩ | ১৫২ হারাবাগ, „ |
| ৪৫ | „ | ১৫-১০-৪১ | শিমুলতলা |
| ৪৬ | বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য | ৪-৬-৪৩ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, „ |
| ৪৭ | নলিনীকান্ত দে | ২৮-৬-৩৯ | ১৫২ হারাবাগ, „ |
| ৪৮ | „ | ১৮-১-৪০ | ২ চুনাপুকুর লেন, কলিকাতা |
| ৪৯ | নলিনীকান্ত দে | ২৭-১২-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৫০ | „ | ১১-৮-৩৭ | „ |
| ৫১ | „ | ৬-৩-৩৯ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৫২ | „ | ১৫-৮-৩৭ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৫৩ | জিতেন্দ্র নাথ ঘোষ | ৩১-১২-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৫৪ | রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী | ১১-৩-৫২ | অক্ষয়ধাম, পুরী |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
| --- | --- | --- | --- |
| ৫৫ | আদিত্য কুমার সরকার | ১০-২-৪৮ | অক্ষয়ধাম, পুরী |
| ৫৬ | গুরুপ্রসাদ দাস | ১৯-৪-৫০ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৫৭ | ,, | ২৩-৪-৫১ | ,, |
| ৫৮ | ,, | ২৭-৫-৫১ | ,, |
| ৫৯ | ,, | ১৭-৫-৫২ | ,, |
| ৬০ | ,, | ২৬-১০-৪৯ | ,, |

## পনর—সংসার

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ১ | মদনগোপাল তেওয়ারী | ২৯-৭-৩৯ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২ | ,, | ৩-৭-৪০ | ,, |
| ৩ | ,, | ১৫-৮-৪২ | ,, |
| ৪ | ,, | ৭-৬-৪৪ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ ,, |
| ৫ | ,, | ১২-৮-৪৫ | শিমুলতলা |
| ৬ | ,, | ১৩-৮-৪৬ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৭ | ,, | ২২-১১-৪৬ | ,, |
| ৮ | ,, | ৫-১১-৫০ | ,, |
| ৯ | রামনারায়ণ হাতী | ৮-৭-৪৬ | ,, |
| ১০ | অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ২৫-৯-৩০ | ১৭৭ হারাবাগ ,, |
| ১১ | ,, | ১১-৭-৫২ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ১২ | ,, | ২২-৭-২৯ | ১৭৭ হারাবাগ ,, |
| ১৩ | ,, | ২৭-৬-৩৯ | ১৫২ হারাবাগ ,, |
| ১৪ | নরেশচন্দ্র সেন | ১০-৯-৪৫ | শিমুলতলা |
| ১৫ | ,, | ১৩-৫-৪৮ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ ,, |
| ১৬ | ,, | ২৯-১১-৪৯ | ,, |
| ১৭ | ,, | ২৪-৫-৫২ | ,, |
| ১৮ | স্বরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস | ১৯-৯-২৬ | ২ নাথুসাহু ব্রহ্মপুরী ,, |
| ১৯ | ,, | ২০-৯-২৬ | ,, |
| ২০ | ,, | — | ,, |
| ২১ | ,, | ২৭-১-২৯ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |

পনর

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ২২ | সুরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস | ২৯-১০-২৯ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২৩ | „ | ১০-১৭-২৯ | „ |
| ২৪ | „ | ৭-৭-৩৬ | „ |
| ২৫ | „ | ২৬-১০-৩৭ | ১৫২ হারাবাগ, „ |
| ২৬ | „ | ২-২-৩৯ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ২৭ | „ | ৪-৭-৪৭ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ বারণসী |
| ২৮ | যোগেশ চন্দ্র ঘোষ | ১০-১২-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, „ |
| ২৯ | দেবীচরণ মণ্ডল | ২১-৮-৪৬ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, „ |
| ৩০ | „ | ১৯-১১-৪৬ | „ |
| ৩১ | „ | ৩-৩-৪৮ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৩২ | নিরঞ্জন গুহ | ৯-৮-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৩৩ | রসিকলাল গায়েন | ২৫-৮-৫০ | „ |
| ৩৪ | যোগেশ চন্দ্র ঘোষ | ২৭-১১-৫৭ | „ |
| ৩৫ | „ | ৯-১১-৩৭ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৩৬ | „ | ১৫-১২-৩৬ | „ |
| ৩৭ | প্রভাত চন্দ্র ভৌমিক | ৮-১১-৩৯ | „ |
| ৩৮ | „ | ২৫-১২-৪৬ | অরুণ কুটীর, শিলং |
| ৩৯ | প্রতিভাময়ী ঘোষ | ২১-১০-৩১ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৪০ | যোগেশ চন্দ্র ঘোষ | ২১-১১ ৫১ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, „ |
| ৪১ | অন্নদাকুমার চক্রবর্তী | ১৯-৫-৫২ | „ |
| ৪২ | বরদাকুমার দেব | ৭-৪-৪৯ | „ |
| ৪৩ | „ | ২৭-১২-৪৯ | „ „ |
| ৪৪ | ব্রজেন্দ্র কুমার সরকার | ৬-১২-৩৯ | ১৫২ হারাবাগ, „ |
| ৪৫ | „ | ১৯-৮-৪০ | „ |
| ৪৬ | হিরণ্ময়ী দেবী | ২৪-৬-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৪৭ | মহিমারঞ্জন গাঙ্গুলী | ২১-৭--৫১ | „ |
| ৪৮ | তুলসীদাসী দেবী | ২৩-৩-৫২ | ৪১ বনমালী সরকার ষ্ট্রীট |
| ৪৯ | প্রিয়বালা দেবী | ৯-১-৪১ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ৫০ | প্রিয়বালা দেবী | ১৪-২-৪৪ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৫১ | ,, | ৩০-৩-৪৪ | কলিকাতা |
| ৫২ | বিমল চন্দ্র ভট্টাচার্য | ১১-২-৪৮ | অক্ষয়ধাম, পুরী |
| ৫৩ | ,, | ২৭-৫— | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৫৪ | নলিনীকান্ত দে | ২৯-৫-৩০ | ১৭৭ হারাবাগ, ,, |
| ৫৫ | ,, | ১৬-১০-৩০ | ,, |
| ৫৬ | ,, | ১৪-৭-৩৮ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |
| ৫৭ | ,, | ১২-৮-৩৫ | ১৭৭ হারাবাগ, ,, |
| ৫৮ | আদিত্য কুমার সরকার | ৪-৫-৪৬ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ ,, |

## ষোল—রিপু

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | মদনগোপাল তেওয়ারী | ১-১০-৩৯ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২ | ,, | ১৫-১২-৩৯ | ,, |
| ৩ | ,, | ১২-৫-৪০ | ,, |
| ৪ | ,, | ২৫-৮-৪৩ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ৫ | ,, | ২২-১১-৪৬ | ,, |
| ৬ | ,, | ১২-৫-৫১ | ,, |
| ৭ | অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৭-২-২৮ | সরিফাবাদ, ফরিদপুর |
| ৮ | স্বরেন্দ্র কুমার বিশ্বাস | ২৯-৭-২৭ | ২১১ মদনপুরা, বারাণসী |
| ৯ | ,, | ১৮-৭-২৯ | ১৭৭ হারাবাগ, ,, |
| ১০ | পরিমল পাল | ৮-২-৩৩ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ১১ | ,, | ২৫-১-৪৮ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ১২ | মঙ্গলচাঁদ দাস | ১৬-১০-৩৮ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৩ | নীরদবরণ বর্মণ | ১৭-৬-৫২ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ১৪ | বরদা কুমার দেব | ২৩-২-৪৯ | ,, |
| ১৫ | ব্রজেন্দ্রকুমার সরকার | ২০-১২-৪০ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |
| ১৬ | নলিনীকান্ত দে | ৩১-৪-২৯ | ১৭৭ হারাবাগ, ,, |
| ১৭ | ,, | ৪-৮-২৯ | ,, |
| ১৮ | আদিত্য কুমার সরকার | ১৬-১০-৩৭ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |

## সতর—আশ্বাস বাণী

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ১ | মদন গোপাল তেওয়ারী | ২-৯-৪১ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২ | ” | ২৭-১২-৪১ | শিমূলতলা |
| ৩ | ” | ২৩-৫-৪২ | ১৮বি, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ |
| ৪ | ” | ১৭-৮-৪৪ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৫ | ” | ৩-২-৪৫ | ৪১ বনমালী সরকার ষ্ট্রীট, ক. |
| ৬ | ” | ১০-৪-৪৬ | ৭বি, হরিসভা লেন, ” |
| ৭ | ” | ২২-৭-৪৬ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৮ | শিবরাম চক্রবর্তী | ১৬-১২-৪৯ | ” |
| ৯ | ” | ১৯-২-৪৬ | ” |
| ১০ | অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৯-১১-৩৯ | ১৫২ হারাবাগ, ” |
| ১১ | দেবীচরণ মণ্ডল | ২৬-৬-৫২ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ” |
| ১২ | অন্নদা প্রদাদ বন্দ্যোঃ | ৪-১২-৪১ | ১৫২ হারাবাগ, ” |
| ১৩ | ” | ২৪-৪-৩৮ | মুসুরী |
| ১৪ | ” | ২৫-১০-৩৭ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৫ | ” | ৫-১০-৩০ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৬ | ” | ২৬-১-৩৩ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ১৭ | ” | ২৬-১১-৩৯ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৮ | ” | ১৩-৪-৩৮ | হোটেল হিন্দুস্থান, মুসুরী |
| ১৯ | ” | ৮-১২-২৭ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২০ | ” | ২৪-৭-৩৯ | ১৫২ হারাবাগ, ” |
| ২১ | ” | ২০-৮-৩৯ | ” |
| ২২ | ” | ২০-২-৩৯ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ২৩ | নরেশ চন্দ্র সেন | ৩১-৩-২৮ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ,বারাণসী |
| ২৪ | কাশীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় | ২-৫-৩৯ | ১৫২ হারাবাগ, ” |
| ২৫ | ” | ৫-১২-৩৮ | ” |
| ২৬ | মুরারিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় | ২৭-১২-৪২ | ” |
| ২৭ | কাশীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় | ৪-৬-৪১ | ” |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ২৮ | মুরারিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় | ১২-১০-৪৬ | শিমুলতলা |
| ২৯ | সুরেন্দ্র কুমার বিশ্বাস | ২০-৬-২৬ | ২ নাথুসাহু ব্রহ্মপুরী, " |
| ৩০ | " | ২৯-৮-২৬ | " |
| ৩১ | " | — | " |
| ৩২ | " | ২-৬-৩৩ | ১৭৭ হারাবাগ " |
| ৩৩ | " | ১৭-১১-৩৪ | " |
| ৩৪ | " | ২৬-৫-৩৫ | ১৭৭ হারাবাগ " |
| ৩৫ | " | ৯-৩-৩৬ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৩৬ | " | ২৬-৫-৪১ | ১৫২ হারাবাগ " |
| ৩৭ | " | ২৪-১০-৪২ | " |
| ৩৮ | " | ১৭-৩-৪৩ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৩৯ | " " | ১৩-৬-৪৩ | " |
| ৪০ | " | ২২-৬-৪৯ | " |
| ৪১ | যোগেশ চন্দ্র ঘোষ | ২৭-১-৪৩ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৪২ | প্রতিভাময়ী ঘোষ | ২৬-২-৪৩ | " |
| ৪৩ | নিরঞ্জন গুহ | ৫-৭-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, " |
| ৪৪ | অমল কুমার দাস | ১৩-৩-৫২ | অক্ষয় ধাম, পুরী |
| ৪৫ | যোগেশ চন্দ্র ঘোষ | ২৯-২-৩০ | ৩ সাতপুকুর লেন, ঘুঘুডাঙা |
| ৪৬ | " | ২৬-৭-৩১ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৪৭ | " | ৭-১০-৩১ | " |
| ৪৮ | " | ২-১১-৩১ | " |
| ৪৯ | " | ১২-১২-৩১ | " |
| ৫০ | " | ১৭-৮-৩৮ | ১৫২ হারাবাগ, " |
| ৫১ | প্রভাত চন্দ্র ভৌমিক | ১৭-৬-৪২ | " |
| ৫২ | প্রভাত ভৌমিকের মাতা | ২৯-১১-২৭ | ১৭৭ হারাবাগ, " |
| ৫৩ | প্রভাত চন্দ্র ভৌমিক | ২৭-৭-৩৪ | " |
| ৫৪ | পারুলরাণী ভৌমিক | ৩-৭-৩৯ | ১৫২ হারাবাগ, " |
| ৫৫ | " | ২৫-১-৪৩ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ৫৬ | নীরদবরণ বর্মন | ২১-১২-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৫৭ | ,, | ২৬-৭-৪৮ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ৫৮ | ,, | ১০-৫-৪১ | ১৫২ হারাবাগ ,, |
| ৫৯ | ,, | ১৩-৪-৪৮ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ ,, |
| ৬০ | ,, | ৭-৭-৪৯ | ,, |
| ৬১ | ,, | ১১-১২-৪৯ | ,, |
| ৬২ | ,, | ১-১০-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |
| ৬৩ | ,, | ১৭-১২-৪২ | ,, |
| ৬৪ | ,, | ২৫-১১-৪৩ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ৬৫ | ,, | ১২-১০-৪৪ | ,, |
| ৬৬ | ,, | ৬-৮-৪৫ | শিমূলতলা |
| ৬৭ | ,, | ৬-৭-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৬৮ | ,, | ১৯-১০-৪৪ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ৬৯ | ,, | ৮-১০-৪৪ | ,, |
| ৭০ | ,, | ২-৪-৪৩ | ,, |
| ৭১ | ,, | ২২-৩-৪৩ | ,, |
| ৭২ | ,, | ২৫-৯-৪৩ | ,, |
| ৭৩ | ,, | ২১-১১-৪৪ | ,, |
| ৭৪ | ,, | ২৯-১০-৪৪ | ,, |
| ৭৫ | ,, | ২৩-১০-৪৪ | ,, |
| ৭৬ | ,, | ৩০-৯-৪৪ | ,, |
| ৭৭ | ,, | ২০-৬-৪১ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |
| ৭৮ | ,, | ৫-৯-৪৫ | শিমূলতলা |
| ৭৯ | ,, | ১৭-৫-৪৫ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৮০ | ,, | ১৩-২-৪৩ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৮১ | ,, | ২৬-৯-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৮২ | যোগেশ চন্দ্র ঘোষ | ৮-১০-৪২ | ,, |
| ৮৩ | ,, | ২০-১২-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্রলেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ৮৪ | যোগেশ চন্দ্র ঘোষ | ২৫-১২-৩২ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৮৫ | ,, | ১২-৫-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ৮৫ | ,, | ১৯-১২-৩৮ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৮৭ | ,, | ৮-৯-৩১ | ১৭৭ হারাবাগ ,, |
| ৮৮ | ,, | ৫-১১-৪৮ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ ,, |
| ৮৯ | ,, | ১৬-১২-৩৮ | ১৫২ হারাবাগ. বারাণসী |
| ৯০ | ,, | ১৪-৬-৩৯ | ,, |
| ৯১ | অন্নদাকুমার চক্রবর্তী | ২৯-৬-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ৯২ | ,, | ৩-৭-৪৯ | ,, |
| ৯৩ | অন্নদাকুমার চক্রবর্তী | ১১-৮-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৯৪ | ,, | ১০-৪-৫০ | ,, |
| ৯৫ | ,, | ২৭-৭-৫০ | ,, |
| ৯৬ | ,, | ১১-৮-৪৮ | ,, |
| ৯৭ | ,, | ১০-১২ ৪৮ | ,, |
| ৯৮ | নন্দকিশোর চট্টোপাধ্যায় | ২৭-১২-৪০ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৯৯ | অচ্যুতানন্দ রায় চৌধুরী | ২০-৫-৪৫ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ১০০ | ক্ষিতীশ চন্দ্র ঘোষ | ২৮-১১-৪৯ | ,, |
| ১০১ | মহিমারঞ্জন গাঙ্গুলী | ২-১১-৩৮ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |
| ১০২ | ,, | ১৭-৫-৪১ | ,, |
| ১০৩ | ,, | ২০-৮-৪০ | ,, |
| ১০৪ | ,, | ২৯-১১-৪৩ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ১০৫ | চপলাবালা পাল | ২-৬-৪৯ | ,, |
| ১০৬ | স্বামী নরোত্তমানন্দ | ২২-২-৫২ | অক্ষয় ধাম, পুরী |
| ১০৭ | সীতানাথ মহান্তি | ৫-১০-৫১ | শিমুলতলা |
| ১০৮ | ,, | ২০-১২-৫১ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ১০৯ | ,, | ১৬-৪-৫২ | ,, |
| ১১০ | বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য | ২৮-৩-৪১ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ১১১ | ,, | ২৫-৫-৪১ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ১১২ | ,, | ২৯-১০-৪১ | শিমুলতলা |
| ১১৩ | ,, | ২২-১২-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১১৪ | ,, | ২৪-৩-৪৩ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ১১৫ | প্রিয়বালা দেবী | ২০-১১-৪৫ | ,, |
| ১১৬ | বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য | ৭-৫-৪৬ | ,, |
| ১১৭ | ,, | ১৬-১১-৪৭ | ,, |
| ১১৮ | ,, | ২১-৮-৪৮ | ,, |
| ১১৯ | ,, | ২৫-৬-৪৯ | ,, |
| ১২০ | নলিনীকান্ত দে | ৪-৯-২৮ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১২১ | ,, | ৫-১-২৭ | সরিফাবাদ, ফরিদপুর |
| ২২২ | ,, | ১-১-৩৫ | ,, |
| ১২৩ | লক্ষ্মী নারায়ণ রায় | ১৪-১০-৫১ | শিমুলতলা |
| ১২৪ | ননীগোপাল বসাক | ২৪-৩-৫০ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ১২৫ | সরযূ ঘোষ | ১৮-১২-৪৯ | ,, |
| ১২৬ | বিধুভূষণ দত্ত | ১৪-৭-৫০ | ,, |
| ১২৭ | ,, | ১১-৮-৫০ | ,, |
| ১২৮ | ,, | ১৩-৮-৫০ | ,, |
| ১২৯ | ব্রজমোহিনী চৌধুরাণী | ৭-১-৪৯ | ,, |
| ১৩০ | ,, | ৯-২-৪৯ | ,, |
| ১৩১ | ,, | ৮-৩-৩৯ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ১৩২ | অজিত কুমার দাস | ৮-১১-৪৮ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ১৩৩ | আদিত্য কুমার সরকার | ২৭-১০-৫১ | ,, |
| ১৩৪ | ,, | ২৫-১১-৫১ | ,, |
| ১৩৫ | ,, | ৬-২-৪৯ | ,, |
| ১৩৬ | ,, | ৩১-৩-৪৯ | ,, |
| ১৩৭ | গুরুপ্রসাদ দাস | ৩-১২-৫০ | ,, |
| ১৩৮ | ,, | ১২-১-৫১ | ,, |

## আঠার

## সাংসারিক ও বৈষয়িক উপদেশ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | রাজকুমার শীল | ২৩-৭-৫০ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ২ | ,, | ৪-১১-৫০ | ,, |
| ৩ | ,, | ১৩-১-৫১ | ,, |
| ৪ | যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | ৫-১-৫৩ | ,, |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ৫ | দেবীচরণ মণ্ডল | ৩০-২-৫২ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৬ | অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৮-১-৩৬ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৭ | ,, | ১৯-৪-৪১ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |
| ৮ | ,, | ১৭-১২-৩৮ | ,, |
| ৯ | ,, | ৮-১০-৩৯ | ,, |
| ১০ | ,, | ১৬-৬-৪০ | ,, |
| ১১ | ,, | ১-১-৩৯ | ,, |
| ১২ | ,, | ২০-৫-৩৯ | হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৩ | ,, | ১২-৩-৩৯ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ১৪ | ,, | ২৬-১০-৩৮ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৫ | ,, | ২৬-৩-৪০ | ২ চুনাপুকুর লেন, কলিকাতা |
| ১৬ | ,, | ১২-৩-৪০ | নারায়ণগঞ্জ |
| ১৭ | নরেশচন্দ্র সেন | ৩০-৯-৪৫ | শিমূলতলা |
| ১৮ | ,, | ৩-৭-৪৮ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ১৯ | ,, | ৯-৯-৪৮ | ,, |
| ২০ | ,, | ৭-১১-৫০ | ,, |
| ২১ | শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত | ৯-৮-৪৯ | ,, |
| ২২ | কাশীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় | ৫-৮-৩৮ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |
| ২৩ | ,, | ২৪-৮-৪০ | ,, |
| ২৪ | ,, | ৮-১২-৪১ | ,, |
| ২৫ | ,, | ২২-৫-৫১ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ২৬ | সুরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস | ২৪-৪-২৯ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২৭ | ,, | ১৮-৭-২৯ | ,, |
| ২৮ | ,, | ২৮-৭-২৯ | ,, |
| ২৯ | ,, | ২৮-৪-৩৫ | ,, |
| ৩০ | ,, | ৭-৭-৩৬ | ,, |
| ৩১ | ,, | ১২-৩-৪০ | চাষারা, নারায়ণগঞ্জ |
| ৩২ | ,, | ২৯-৫-৪৫ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৩৩ | ,, | ১৫-১০-৪৫ | ,, |
| ৩৪ | ,, | ২৫-৬-৪৬ | ,, |
| ৩৫ | ,, | ২৯-১১-৪৬ | ,, |
| ৩৬ | অমলকুমার দাস | ২-৬-৫০ | ,, |
| ৩৭ | যোগেশ চন্দ্র ঘোষ | ১৩-১-৩১ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৩৮ | ,, | ৩-২-২৮ | সরিকাবাদ, ফরিদপুর |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ৩৯ | প্রভাত চন্দ্র ভৌমিক | ১৫-৬-৪০ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৪০ | ,, | ১-৮-৪০ | ,, |
| ৪১ | ,, | ২৪-৩-৪১ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৪২ | ,, | ২৯-৬-৪১ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৪৩ | ,, | ২-৭-৪১ | ,, |
| ৪৪ | নীরদবরণ বর্মন | ২৯-১০-৪৮ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ৪৫ | ,, | ২২-২-৫০ | ,, |
| ৪৬ | ,, | ২৫-৮-৪৮ | ,, |
| ৪৭ | ,, | ৯-৩-৪৪ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৪৮ | ,, | ২৮-৬-৪৭ | বারাণসী |
| ৪৯ | যোগেশ চন্দ্র ঘোষ | ১২-২-৩৯ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৫০ | ,, | ২৫-১-৩১ | ,, |
| ৫১ | অন্নদাকুমার চক্রবর্তী | ৬-৪-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৫২ | ,, | ১০-৬-৪৯ | ,, |
| ৫৩ | ,, | ৭-৮-৪৮ | ,, |
| ৫৪ | ,, | ৩-১২-৪৮ | ,, |
| ৫৫ | বরদা কুমার দেব | ২৮-৪-৫১ | ,, |
| ৫৬ | চন্দ্র কুমার মুখার্জি | ৬-৭-৫২ | ,, |
| ৫৭ | ব্রজেন্দ্র কুমার সরকার | ২৬-৬-৪০ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |
| ৫৮ | ,, | ১৫-২-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ৫৯ | হিরণ্ময়ী দেবী | ১৮-১১-৪৮ | ,, |
| ৬০ | মহিমারঞ্জন গাঙ্গুলী | ২৯-১০-৩৯ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৬১ | শচী দেবী | ১৫-৯-৫২ | ধানবাদ |
| ৬২ | বিমল চন্দ্র ভট্টাচার্য | ১৯-৯-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৬৩ | ,, | ২৬-১০-৪২ | ,, |
| ৬৪ | ,, | ১৬-১১-৫০ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ৬৫ | ,, | ৭-১-৫২ | ,, |
| ৬৬ | , | ৮-৯-৫২ | গয়া |
| ৬৭ | নলিনী কান্ত দে | ১৩-৪-৩০ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৬৮ | ,, | ১৭-৩-৩৩ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৬৯ | ,, | ১৮-৭-৩৩ | ,, |
| ৭০ | ,, | ৫-৩-৩৬ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৭১ | ,, | ৭-১১-৩৫ | শিমুলতলা |
| ৭২ | ,, | ৩-১০-৩৫ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ৭৩ | নলিনী কান্ত দে | ৭-৫-৩৬ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৭৪ | ” | ১-১-৩৪ | ” |
| ৭৫ | লক্ষ্মী নারায়ণ রায় | ২৮-৭-৫১ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৭৬ | ননীগোপাল বসাক | ৮-৩-৫১ | ” |
| ৭৭ | নারায়ণী গুপ্তা | ১৫-১০-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, ” |
| ৭৮ | ” | ১৫-৫-৪৪ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ” |
| ৭৯ | আদিত্য কুমার সরকার | ১৬-৭-৪৪ | ৪১ বনমালী সরকার ষ্ট্রীট |
| ৮০ | ” | ৭-১১-৫০ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |

## উনিশ—অসুস্থতা ও চিকিৎসা

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ১ | — | ১-১২-৪৬ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ২ | দেবীচরণ মণ্ডল | ১৬-১২-৫১ | ” |
| ৩ | ” | ৪-১-৫২ | ” |
| ৪ | অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৯-৯-৩১ | ১৭৭ হারাবাগ, ” |
| ৫ | ” | ৭-১-৪১ | ১৫২ হারাবাগ, ” |
| ৬ | কালীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় | ১৮-১১-৩৭ | ” |
| ৭ | ” | ৩-১১-৩৮ | ” |
| ৮ | ” | — | ” |
| ৯ | ” | ৫-৮-৪২ | ” |
| ১০ | ” | ১৪-১২-৪১ | শিমুলতলা |
| ১১ | সুরেন্দ্র কুমার বিশ্বাস | ৪-৮-৩৩ | ১৭৭ হারাবাগ বারাণসী |
| ১২ | যোগেশ চন্দ্র ঘোষ | ২২-১২-৪২ | ১৫২ হারাবাগ ” |
| ১৩ | দেবীচরণ মণ্ডল | ১৬-৫-৫০ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ” |
| ১৪ | ” | ৩০-৫-৫০ | ” |
| ১৫ | ” | ২৯-৮-৫০ | ” |
| ১৬ | পরিমল পাল | ২৫-৩-৩২ | ৩ সাতপুকুর লেন, ঘুঘুডাঙ্গা |
| ১৭ | ” | ৪-৫-৩২ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৮ | রসিকলাল গায়েন | ২৫-৮-৫০ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ ” |
| ১৯ | অমলকুমার দাস | ৬-১-৫২ | ” |
| ২০ | প্রভাত চন্দ্র ভৌমিক | ১৭-৩-৪১ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ২১ | ” | ২০-৪-৪১ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২২ | ” | ২৮-৪-৪১ | ” |
| ২৩ | ” | ১৫-১২-৪২ | ” |
| ২৪ | ” | — | — |
| ২৫ | ” | ৭-৬-৪১ | ” |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ২৬ | প্রভাত চন্দ্র ভৌমিক | ১৭-৬-৪১ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২৭ | ” | ২৪-৬-৪১ | ” |
| ২৮ | ” | ১৭-১০-৪১ | শিমূলতলা |
| ২৯ | নীরদ বরণ বর্মন | ৩-১২-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৩০ | ” | ১১-১-৪৩ | ” |
| ৩১ | ” | ৩-১০-৪৬ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ” |
| ৩২ | ” | ২৮-৫-৩৭ | ” |
| ৩৩ | ” | ৭-৭-৪৫ | ” |
| ৩৪ | ” | ২৯-৬-৪৫ | ” |
| ৩৫ | যোগেশ চন্দ্র ঘোষ | ১২-৭-৫১ | ” |
| ৩৬ | ” | ১৫-১০-৩১ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৩৭ | ” | ২১-১০-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, ” |
| ৩৮ | ” | ২৫-১-৩১ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৩৯ | ” | ২৭-১১-৩১ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৪০ | ব্রজেন্দ্র কুমার সরকার | ২-৯-৩৯ | ১৫২ হারাবাগ, ” |
| ৪১ | প্রমীলাবালা দেবরায় | ১৭-৭-৫০ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ” |
| ৪২ | মহিমারঞ্জন গাঙ্গুলী | ২১-৬-৪৪ | ১৫২ হারাবাগ, ” |
| ৪৩ | ” | ১২-১১-৪৩ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ” |
| ৪৪ | রজনীকান্ত মান্না | — | — |
| ৪৫ | ” | ১৯-১২-৪০ | ১৫২ হাবাবাগ, বারাণসী |
| ৪৬ | তুলসীদাসী দেবী | ২৪-১১-৫১ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ” |
| ৪৭ | বিমল চন্দ্র ভট্টাচার্য | ১৮-১২-৪৪ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৪৮ | নলিনী কান্ত দে | ২৩-৮-২৯ | ১৭৭ হারাবাগ, ” |
| ৪৯ | ” | ৬-১০-৩১ | ” |
| ৫০ | গুরুপ্রসাদ দাস | ১৭-৬-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৫১ | ” | ১-৬-৫০ | ” |

## কুড়ি—দরবেশজীর শিষ্য ও শিষ্যাগণ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | মদন গোপাল তেওয়ারী | ২২-১২-৩৯ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২ | -- | ২২-১-৪৫ | ৪১ বনমালী সরকার ষ্ট্রীট |
| ৩ | অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৫-৫-৩৮ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৪ | দেবীচরণ মণ্ডল | ১০-১-৫২ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ” |
| ৫ | ” | ১২-১২-৫২ | ” ” |
| ৬ | অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ১২-১১-৩৫ | ১৭৭ হারাবাগ, ” |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ৭ | অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৫-২-৩৭ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৮ | ,, | ১৭-২-৩৭ | ,, ,, |
| ৯ | নলিনী কান্ত দে | ৪-৫-৩৭ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১০ | অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৬-৫-৩৭ | ,, ,, |
| ১১ | ,, | ১৯-৬-৩৭ | ,, ,, |
| ১২ | ,, | ২৬-৩-৩৪ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৩ | ,, | ১৪-৮-৩২ | ,, ,, |
| ১৪ | ,, | ৩০-১২-৩৮ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |
| ১৫ | ,, | ২৪-৮-৩৭ | হারাবাগ, বারাণসী |
| ১৬ | ,, | ২০-৩-২৮ | খালিয়া, ফরিদপুর |
| ১৭ | নরেশ চন্দ্র সেন | ২-৬-৫০ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ১৮ | শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত | ১৯-১১-৫২ | ,, ,, |
| ১৯ | কাশীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় | ৭-১২-৩৮ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ২০ | সুরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস | ১৯-৯-২৬ | ২,নাথুসাহুব্রহ্মপুরী, বারাণসী |
| ২১ | ,, | ২৭-৬-২৭ | ২১১ মদনপুরা, ,, |
| ২২ | ,, | ৮-৮-৩০ | ১৭৭ হারাবাগ, ,, |
| ২৩ | ,, | ১৪-১২-৪৬ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ২৪ | পরিমল পাল | ৭-৬-৩৭ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |
| ২৫ | মঙ্গলচাঁদ দাস | ১৭-৮-৪৭ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ২৬ | প্রতিভাময়ী ঘোষ | ২২-১২-২৯ | ১৭৭ হারাবাগ, ,, |
| ২৭ | ,, | ১-৬-৩১ | নারায়ণগঞ্জ |
| ২৮ | ,, | ৪-৫-৩১ | ৩,সাতপুকুর লেন, ঘুঘুডাঙ্গা |
| ২৯ | যোগেশ চন্দ্র ঘোষ | ৭-১০-৩১ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৩০ | ,, | ৬-১২-৩১ | ,, ,, |
| ৩১ | প্রভাত চন্দ্র ভৌমিক | ১১-৬-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |
| ৩২ | ,, | ১২-৭-৪২ | ,, ,, |
| ৩৩ | ,, | ৪-৮-৪২ | ,, ,, |
| ৩৪ | ,, | ২-৭-৩৭ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |
| ৩৫ | ,, | ২৬-৮-৪০ | ,, ,, |
| ৩৬ | ,, | ২৯-১-৪২ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৩৭ | যতীন্দ্রনাথ বসু | ১-১১-৪৩ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৩৮ | প্রভাত চন্দ্র ভৌমিক | ২৭-১২-৪৫ | ,, ,, |
| ৩৯ | ,, | ৩-১-৪৬ | ,, ,, |
| ৪০ | ,, | ২৯-১-৪৬ | ,, ,, |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ৪১ | প্রভাতচন্দ্র ভৌমিক | ১৯-৯-৪০ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৪২ | ,, | ৪-৯-৪৩ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ৪৩ | ,, | ২১-৭-৪৬ | ,, ,, |
| ৪৪ | নীরদবরণ বর্মন | ৩-১০-৪০ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৪৫ | ,, | ১৬-২-৪৬ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ৪৬ | ,, | ৭-১১-৫১ | ,, |
| ৪৭ | ,, | ২২-১১-৪৩ | ,, |
| ৪৮ | ,, | ৩০-১২-৪৫ | ,, |
| ৪৯ | ,, | ২৫-১০-৪১ | শিমুলতলা |
| ৫০ | ,, | ৫-৬-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৫১ | ,, | ৬-১২-৪৫ | ,, |
| ৫২ | ,, | ২৯-৬-৪৫ | ,, |
| ৫৩ | ,, | ৬-১১-৪৪ | ,, |
| ৫৪ | ,, | ৩০-১২-৪৯ | ,, |
| ৫৫ | যোগেশ চন্দ্র ঘোষ | ২৬-১ — | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৫৬ | ,, | ৩১-৫-৪১ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৫৭ | ,, | ২১-৬-৪৩ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, ,, |
| ৫৮ | ,, | ২৩-৫-৪১ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |
| ৫৯ | ,, | ২৫-১-৩১ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৬০ | ,, | ১৮-১০-৪৫ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৬১ | প্রতিভাময়ী ঘোষ | — | মুসুরী |
| ৬২ | যোগেশ চন্দ্র ঘোষ | ১৭-১২-৩২ | ১৭৭ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৬৩ | ,, | ১২-৬-৪২ | ১৫২ হারাবাগ, ,, |
| ৬৪ | ,, | ৩০-১-২৯ | জটিয়াবাবা মঠ, পুরী |
| ৬৫ | অন্নদাকুমার চক্রবর্তী | ৫-৪-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৬৬ | ,, | ১২-৪-৪৯ | ,, |
| ৬৭ | শৈলবালা দেবী | ২৩-৬-৪৯ | ,, |
| ৬৮ | ,, | ৯-১০-৪৯ | ,, |
| ৬৯ | অন্নদাকুমার চক্রবর্তী | ২৭-৭-৫০ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৭০ | ,, | ১১-৫-৫২ | ,, |
| ৭১ | শৈলবালা দেবী | ১৮-৮-৪৮ | ,, |
| ৭২ | অন্নদাকুমার চক্রবর্তী | ১২-১১-৪৮ | ,, |
| ৭৩ | ,, | ২৬-১১-৪৮ | ,, |
| ৭৪ | অচ্যুতানন্দ রায় চৌধুরী | ৭-৩-৪৫ | ৪১ বনমালী সরকার ষ্ট্রীট |

| পত্রাংশ সংখ্যা | প্রাপকের নাম | পত্রের তারিখ | পত্র লেখার স্থান |
|---|---|---|---|
| ৭৫ | অচ্যুতানন্দ রায় চৌধুরী | ২৫-১০-৪৫ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী |
| ৭৬ | বরদা কুমার দেব | ১৪-৭-৪৯ | " |
| ৭৭ | " | ২৫-৫-৫০ | " |
| ৭৮ | " | ২৫-৭-৫০ | " |
| ৭৯ | " | ১৫-৯-৫০ | " |
| ৮০ | ব্রজেন্দ্র কুমার সরকার | ১৯-৪-৫০ | " |
| ৮১ | মহিমারঞ্জন গাঙ্গুলী | ২৬-৩-৪৩ | ১৫২ হারাবাগ, বারাণসী |
| ৮২ | শচী দেবী | — | — |
| ৮৩ | " | ২৯-১২-৪০ | ১৫২ হারাবাগ, " |
| ৮৪ | চপলাবালা পাল | ২-১১-৪৯ | শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, " |
| ৮৫ | উপেন্দ্রনাথ দত্ত বণিক | ১৮-৯-৫০ | " |

সমাপ্ত